প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন

দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন
(২য় খণ্ড)

গ্রন্থনা ও সংকলনে
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
প্রতিষ্ঠাতা, ইমাম আযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।
মোবাইল : 01723-933396

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুনাজেরে আহলে সুন্নাহ মুফতি আল্লামা আলাউদ্দীন জিহাদী, ঢাকা।

পৃষ্ঠপোষকতায়
আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রহমান
প্রধান ফকিহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
মুফতি মাওলানা গিয়াস উদ্দিন আত্-তাহেরী,
পীর সাহেব, ফয়েজিয়া দরবার শরীফ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

আক্ষরিক নিরক্ষক
মাওলানা আব্দুল আজিজ রজভী
খতিব, আলিনগর আব্দুল জলিল জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ: মুহাম্মদ সাইফ, ০১৮১৩-২৩১৮২২

হাসান বুক বাইন্ডিং, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-০১৮৩০১৩৮৭৯৯

প্রকাশকাল
শুক্রবার, ২৭রমযান, ২৩জুন, ২০১৭ খ্রি.

পরিবেশনায়
ইমাম আযম (রহ.) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।
শুভেচ্ছা হাদিয়া ৬৫০/= টাকা

যোগাযোগ: দেশ-বিদেশের যে কোনো স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ- মোবাইল : 01842 9

মাগফেরাত কামন

আমার শ্রদ্ধেয়া দাদী মৃত মুছা
ফয়জুন্নেছা (রহ.), যার অবদা
আমি অধম আলেম হওয়
সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছি।

যে সব পুস্তকের দাঁতভাঙা জবাব

১। আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানীর 'সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বইফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ'সহ তার আরও বিভিন্ন পুস্তকের। (ধারাবাহিক জবাব চলবে)

২। বাংলাদেশ আহলে হাদিসদের আমীর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার লিখিত **'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'** পুস্তকের। যা হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (কাজলা, রাজশাহী) হতে প্রকাশিত।

৩। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন এর লিখিত **'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত'** (দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০১৩ খৃষ্টাব্দ) ও **তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যা একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ** (এটি দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১০ সালে প্রকাশিত) এবং **'ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীরসহ** (এটি এপ্রিল ২০১০ সালে প্রকাশিত) আরও কতিপয় গ্রন্থের। তার সবগুলো গ্রন্থ 'আছ-ছিরাত প্রকাশনী' সপুরা, রাজশাহী হতে প্রকাশিত।

৪। আহলে হাদিস ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক এর **'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন'** নামক গ্রন্থের (আংশিক) অক্টোবর ২০১৪ ইং। যা পিস পাবলিকেশন, ৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ হতে প্রকাশিত।

৫। ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান **'মাউযু' হাদীস বা প্রচলিত জাল হাদীস'**। যা আশরাফিয়া বুক হাউজ, ইসলামী টাওয়ার দোকান নং-৬) ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ হতে প্রকাশিত।

৬। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক **'প্রচলিত ভুল'** এর। যা প্রকাশনা বিভাগ মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা হতে প্রকাশিত। মাসিক আলকাউসারের মার্চ ২০১৬ ইং সংখ্যায় এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের সমালোচনার প্রতিউত্তর।

৭। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত **'এসব হাদীস নয়'** এর ১ম খণ্ডের ২১৫-২৩৯ পৃষ্ঠার।

উল্লেখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও আরও কতপিয় ছোট রিসালার আপত্তিকর বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে আমার এ গ্রন্থে।

যে সমস্ত উলামাদের কৃতজ্ঞতায় প্রকাশিত

১। পীরে ত্বরিকত আলহাজ্ব আল্লামা জামালুদ্দীন মমিন, পীর সাহেব, কুতুবিয়া দরবার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

২। পীরে ত্বরিকত, শাহ সুফী হযরত মাওলানা শেখ আবদুস সালাম, পীর সাহেব, দরবারে মকিমীয়া মোজাদ্দেদীয়া টানপাড়া, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

৩। শাইখুল হাদিস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

৪। আল্লামা মুহাম্মদ ছগীর উসমানী, সাবেক উপাধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

৫। আল্লামা মুফতি কাজী আব্দুল ওয়াজেদ, ফকিহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

৬। আল্লামা কাযি মঈন উদ্দীন আশরাফী, মুহাদ্দিস, সোবহানিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৭। আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী, মুহাদ্দিস জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

৮। আল্লামা হাফেজ কাজী আব্দুল আলীম রেজভী, অধ্যক্ষ কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা।

৯। ড. আল্লামা সারওয়ার উদ্দিন আল কাদেরী, অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

১০। আল্লামা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আযহারী, মুহাদ্দিস, কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা।

১১। হযরত আল্লামা মুহাম্মদ গোলাম ছামদানী (জ্বীন), মদিনা শরীফ।

১২। মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জোবাইর রজভী, খতীব, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া জামে মসজিদ।

১৩। প্রফেসর মাওলানা এমদাদুল হক রাজনগরী, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪। মাওলানা গোলাম মোস্তফা নুরুন্নবী, সহকারী অধ্যাপক, জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম।

১৫। মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ জাবের আল-মানছুর মোল্লা, খতিব, ভাদুঘর শাহী জামে মসজিদ, বাক্ষণবাড়িয়া।

১৬। আলহাজ্ব মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ আশেকী, পীর সাহেব, খানকায়ে কাদেরীয়া হামিদীয়া ওয়ালিয়া দরবার শরীফ, আশকোনা, আমতলা, ঢাকা।

১৭। মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম, সুপার, জয়নগর দাখিল মাদরাসা, লাকসাম, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

১৮। মাওলানা সাজ্জাদ হোসেন রনি, পীর সাহেব, সাবেরীয়া দরবার শরীফ, ডোমরাকান্দি, ফরিদপুর।

১৯। মাওলানা সাইয়্যেদ মাহমুদুর রহমান তানভীর সিদ্দিকী, পীর সাহেব, শাহ আবদুল্লাহ দরবার শরীফ, প্রতাপগঞ্জ, চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষীপুর।

২০। মুফতি মাসউদুর রহমান আল-কাদেরী, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ঢাকা।

২১। মাওলানা ইকবাল হোসাইন আল-কাদেরী, বিশিষ্ট লেখক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, চট্টগ্রাম।

২২। মাওলানা হাফেয ক্বারী মুফতি গোলাম কিবরিয়া, খতিব, খতিবের হাট কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

২৩। মাওলানা মুফতি আব্দুস সাত্তার, সুপার, হোমনা ইসলামিয়া আলিয়া, কুমিল্লা।

২৪। মাওলানা এস এম সাইফুল্লাহ, সুপার, অনন্তপুর দাখিল মাদরাসা, হোমনা, কুমিল্লা।

২৫। পীরে ত্বরিকত সৈয়দ আব্দুল ওয়াদুদ, চন্দ্রচড়ি দরবার শরীফ, হবিগঞ্জ।

২৬। পীরজাদা খন্দকার গোলাম মুস্তফা আল কাদেরী, গোড়াই দক্ষিণ নাজিরপাড়া দরবার শরীফ, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

২৮। মুফতি গোলাম রাব্বানী কাশেমী, খতিব, রাজঘাটা বায়তুল করম জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

২৯। মাওলানা মুফতি গোলাম মাওলা আত্তারী, খতিব, তাজেদারে মদিনা (ﷺ) জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

৩০। মুফতি মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম চৌধুরী (মুরাদ), পীর সাহেব, লতিফিয়া দরবার শরীফ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

৩১। মাওলানা মুফতি নেয়ামাতুল্লাহ, খতিব, ফয়জুল বারী, ফাযিল মাদরাসা জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

৩২। মাওলানা মহি উদ্দিন ফয়েজী, ফয়েজীয়া দরবার শরীফ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৩৩। মাওলানা মহিউদ্দিন সুফি আলকাদেরী, মহিষমারী সূফি দরবার শরীফ, হোমনা, কুমিল্লা।

৩৪। মাওলানা নিয়াজ মাখদুম ফারুকী, লক্ষীপুর, শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম।

সহযোগিতায়

১। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশীদ আলম (অবঃ), খাদেম, দরবারে মকিমীয়া মোজাদ্দেদীয়া টানপাড়া, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

২। জনাব, মোহাম্মদ আলী, প্রধান শিক্ষক, পশ্চিম কাশীপুর আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালায়, হোমনা, কুমিল্লা।

৩। ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতাউর রহমান খোকন, চেয়ারম্যান, ইমাম হাসান, হোসাইন (রা.) ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৪। আলহাজ্ব হযরত মাও. ডা. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, আইলপুনীয়া, দরবারে মুজাদ্দেদীয়া ফুরফুরা শরীফ, বগুড়া।

৫। মাওলানা জহিরুল ইসলাম ফরিদী, পরিচালক, মাদানীয়া ওয়াইছিয়া দারুচ্ছুন্নাহ মাদরাসা, ঢাকা।

৬। মাওলানা মুফতি আল-আমিন মোল্লা, খতিব বায়তুর রহমান মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, বাহ্মণবাড়িয়া।

৭। শাহজাদা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী বশনী, প্রতিষ্ঠাতা, বশনী (রহ.) হাফিজিয়া মাদরাসা, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

৮। শাহজাদা, সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আযহারী, চট্টগ্রাম।

৯। সৈয়দ আশরাফুল হোসাইন মঈন, প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি-কা'ব বিন যোহাইর (رضي الله عنه) ইসলামী সাংস্কৃতিক ফোরাম, বাংলাদেশ।

১০। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম।

১১। মাওলানা খলিলুর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা, গাউছুল আযম রিসার্চ সেন্টার, বাহ্মণবাড়িয়া।

১২। মুহাম্মদ নুরুল আবছার, প্রতিষ্ঠাতা, রেযায়ে মুস্তফা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

১৩। শাহজাদা সৈয়দ আহমদ রেযা, পরিচালক, মসজিদে রহমানিয়া গাউছিয়া, চট্টগ্রাম।

১৪। মুহাম্মদ সারওয়ার আহমেদ, প্রবাসী, সৌদি আরব।

১৫। মুহাম্মদ সালাউদ্দিন, প্রবাসী, কুয়েত।

১৬। মুহাম্মদ হোসাইন রেজা, মিশকাত ইসলামী রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

যারা আমাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে কৃতার্থ করেছেন অথচ নাম উল্লেখ করতে দেননি, তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক শ্রদ্ধাভরা দোয়া ও ভালোবাসা।

ভূমিকা

আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অসংখ্য শুকরিয়াসহ সিজদা আদায় করছি, যি
'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' ১ম খণ্ড প্রকাশের পর, বৃহদাকা
২য় খন্ড প্রকাশ করার তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালামের নাযরানা পেশ করছি
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপঢৌকন মহানবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা
পূণ্যময় রাওজা মুবারকে, যাঁর শাফায়াতের ওসিলায় কিয়ামত দিবসে অধমও মুক্তি
আশা রাখি।

'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' ১ম খণ্ড প্রকাশের পর পাঠকমহলে
ব্যপক সাড়া পেয়েছি। অনেকে আমার জন্যে প্রাণভরে দোয়াও করেছেন। সত্যেম্বে
পাঠক সমাজের সেই দোয়াই আমার পাথেয়। পাশাপাশি অনেকে মোবাইলে প্রা
বিনাশের হুমকি ও গালি-গালাজ থেকে শুরু করে যতো রকমের নোংরা ভাষা ব্যবহা
করে আমাকে মানসিকভাবে কষ্ট দিয়ে এইপথ থেকে ফিরে আসার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে
কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ! এতে বিন্দুপরিমাণ কষ্ট আমার অনুভব হয়নি। কেনন
মুনাফিকদের হুমকি-ধমকি ও গালি-গালাজের মাধ্যমে আমি বুঝেছি, সুন্নিদের যাবতী
আক্বিদা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। যদি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতবাদ ভ্রা
হতো আমাকে সঠিকটা বুঝানোর প্রচেষ্টা চালাতো, নোংরামি করতো না। কিন্তু তা
করে আমার সাথে যেসব নোংরা আচরণ করেছে, তাতে বুঝিয়ে দিয়েছে তারা কতোবড়ো
কাজ্জাব ও ধোঁকাবাজ।

তবে তথাকথিত দেওবন্দি আক্বায়েদের একজন সম্মানিত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদু
মালেক সাহেব মাসিক আলকাউসার'র মার্চ ২০১৬ ঈ. পত্রিকায় ৭ থেকে ৮ পৃষ্ঠার একি
আপত্তিকর নতিপত্র লিখেছেন। আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রেখে এইখন্ডে
দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসবের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থের যেসব স্থা
মাওলানা সাহেব আপত্তি করেছেন, তার সঠিক ও নির্ভরযোগ্য জবাব ১ম খন্ডের সেইস
স্থানগুলোতে দ্বিতীয় সংস্করনের সময় তুলে ধরবো, ইনশা আল্লাহ!

প্রিয়পাঠক! এবারের ২য় খণ্ডে বরাবরের মতো বাতেল মতবাদ সম্পন্ন বেশ কি
কিতাবের জঘণ্য আক্বিদাসমূহের খণ্ডন করেছি। এবং রাসুলে আকরাম নুরে মুজাসসা
হুযুর (ﷺ)'র অসংখ্য বরকতমন্ডিত সহিহ হাদিস শরিফকে জাল, যঈফ, বলে অপ
প্রচারের বিরোদ্ধে মজবুত প্রমাণ স্থাপনের চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ইমাম আযম আবু হানিফা (رضي الله عنه)'র বিরোদ্ধে বাতিলপন্থীদে
কতিপয় মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছি। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী যে মনিষি হিংসার শীকা
হয়েছেন-হচ্ছেন, তিনি ইমাম আবু হানিফা (رضي الله عنه)। তার বিরোদ্ধে আনিত অপবাদ নি

বাতিল সম্প্রদায়ের খুশির কোনো কারণ নেই। ইমামের লক্ষ-লক্ষ সচেতন গোলামরা এখনো জীবিত আছে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত তার শান ও মানে আঘাত হেনে কেউ তৃপ্তি পাবে না, ইনশা আল্লাহ!

এইখন্ডে যেসব গ্রন্থগুলোর বিশেষভাবে খন্ডন করেছি তা হলো-

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান লিখিত 'মাউযু' হাদীস বা প্রচলিত জাল হাদীস' মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক 'প্রচলিত ভুল' নামকগ্রন্থসহ তথাকথিত আহলে হাদিস ফেতনার আমির মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও মুযাফফর বিন মুহসিনের 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' নামক গ্রন্থসহ তার আরও কতিপয় গ্রন্থ। আমার জীবনে ভিন্নমতবাদে বিশ্বাসী লিখকদের অসংখ্য গ্রন্থ পড়েছি, কিন্তু বিন মুহসিনের লিখিত পুস্তকের মতো মিথ্যাচারে ভরপুর কোনো কিতাব এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ছে বলে মনেহয় না।

জনাব আলবানীর তাহকিককৃত মিশকাত শরিফের অনেক হাসান, সহিহ ও নির্ভরযোগ্য হাদিসকে মনগড়া আখ্যায়িত করে যে কিতাব রচনা করেছেন, তার অনুবাদ করেছেনও বিন মুহসিন। যার বাংলা নাম 'মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদিস'। এই গ্রন্থ অপবাদের খন্ডন 'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' ৩য় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ!

এ গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া'র অসংখ্য শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদগণের পাশা-পাশি বড়ো ভাইতুল্য ঢাকা'র প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন **আল্লামা মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদী'** ও কক্সবাজারের মাওলানা **মুফতি মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী'**র অবদান ভুলার মতো নয়।

শেষতকে পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলছি, আমার এইগ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের কোনো অধ্যায় নয় যে, বাংলা বানান একেবারে নির্ভূল হবে। হাজারো প্রচেষ্টার পরেও আমি জানি, বানানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতেও পারে, এমতবস্থায় উপহাস না করে মূল বিষয়টি বুঝে নেয়ার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, যদি প্রকৃতভাবে মূল বিষয়ে কোনো বিচ্যুতি ধরাপড়ে আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করনে ঠিক করে দেয়া হবে, ইনশা আল্লাহ!

অধম সংকলক

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

১লা রমযান, ১৪৩৮হি. রোজ রবিবার, ২৮ মে ২০১৭ ঈ.

সূচিপত্র

লিখকের ভূমিকা/৭

প্রথম অধ্যায়: ইমাম আবু হানিফা ও আহলে হাদিস

০১. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কী তাবেয়ী ছিলেন?/২১-২৯
০২. ইমাম আযম শব্দটি কী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)'র শানে মিথ্যাচার?/২৯-৩০
০৩. ইমাম আযম (রহ.) কী 'মুরজিয়া' ফিরকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন?/৩০-৪৯
০৪. ইমাম আযম (রহ.) কী মুশরিক ছিলেন?/৪৯-৫৩
০৫. ইমাম আযম (রহ.) নবিজীর পিতা-মাতা সম্পর্কে কী বলেছিলেন?/৫৩-৫৪
০৬. ইমাম আযম (রহ.) কী বাহ্যিকভাবেই পরহেযগার ছিলেন?/৫৪-৫৮
০৭. ইমাম আযম (রহ.) সম্পর্কে ইমাম গায্যালির সমালোচনার জবাব/৫৮-৬১
০৮. ইমাম আযম (রহ.) হাদিস শাস্ত্রে বিশ্বস্ত কিনা?/৬১-৭১
ইমাম আযম (রহ.) কি ইচ্ছা করে কিয়াস করতেন?/৭১-৭৩
০৯. ইমাম আযম (রহ.) কয়টি হাদিস জানতেন?/৭৩-৭৪
১০. ইমাম আযমে (রহ.)'র প্রসংশায় অতিরঞ্জিত করি কিনা?/৭৪-৭৫
১১. ইমাম আযম (রহ.)'র উক্তি 'সহিহ হাদিসই আমার মাযহাব' বক্তব্য নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান/৭৬-৭৯
১২. প্রকৃত আহলে হাদিস কারা?/৮০
ক. ইসলামের প্রাথমিকযুগে 'আহলে হাদিস' দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হতো?/৮০-৯৫
খ. বর্তমান যুগের আহলে হাদিস/৯৬
গ. সকল মুসলমান আহলে হাদিস হতে পারে না/৯৬-৯৮

দ্বিতীয় অধ্যায়:এ গ্রন্থের ১ম খণ্ড নিয়ে বাতিলপন্থীদের আপত্তির-নিস্পত্তি

মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লা'নত/৯৯
আমার প্রতি আবদুল মালেক সাহেবের অসন্তুষ্টির কারণ/১০০
আজগুবি কিচ্ছা কাহিনি/১০২
সর্ব প্রথম নুরে মুহাম্মাদি (ﷺ)'র সৃষ্টি নিয়ে ধোঁকাবাজি/১০২-১০৯
'যুযউল মাফকুদ' কি জালিয়াতি গ্রন্থ?/১০৯
মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে না থাকলে কী এক জামাত মুহাদ্দিসগণ মিথ্যাচার করলেন?/১১০-১
আমার কাজ কি জাল হাদিস সহিহ প্রমাণ করা?/১১৪
সনদবিহীন রেওয়ায়েতকে সহীহ বলার মিথ্যা অপবাদ/১১৫
দালায়েলুন নবুয়তের নুসকা নিয়ে ধোঁকাবাজি/১১৫
রাসূল (ﷺ) এর নাম মোবারক শুনে চুম্বন করা প্রসঙ্গে মিথ্যাচার/১১৬
এক. প্রমাণহীন জাল বলা/১১৬
দুই. মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)সহ এক জামাত মুহাদ্দিসদের এর ভুল ধরা/১১৬
তিন. দায়লামীতে হাদিসই নেই বলা/১১৭
চার. ফাতওয়ায়ে শামীসহ অনেক হানাফী নির্ভরযোগ্য কিতাবের বিরোদ্ধে অবস্থান নেওয়া/১

...কী প্রমাণ দিলেন?/১১৮
ক্বাওমি হুজুরেরা এ বিষয়ে বাহাসে কী প্রমাণ দিলেন?/১১৮
বণী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ২শ বছরের পাপ মাফের হাদিস প্রসঙ্গ/১১৯-১২১
আবদুল মালেক সাহেব কী তাদের থেকে উসূলে হাদিস বেশী বুঝেন?/১২১
মুহাদ্দিসদের উক্তি (لَا يَصِحُّ) 'হাদিসটি সহিহ নয়' এর প্রকৃত ব্যাখ্যা/১২২
এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ/১২২-১২৫
আবদুল মালেক সাহেবের এক অনান্য বৈশিষ্ট মুহাদ্দিসদের সমালোচনা/১২৫
আলেমের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়ে পবিত্র হাদিস নিয়ে বিভ্রান্তি/১২৬-১২৭
চতুর্থ আকাশে জিবরাঈলের তারকা দেখঅর হাদিস প্রসঙ্গ/১২৭
আলবানীর কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া মানে সে সহিহ বলা বুঝায়?/১২৮-১৩১
সহিহ আক্বিদাকে বাতিল আক্বিদা বানিয়ে দেওয়া/১৩১

তৃতীয় অধ্যায়:'প্রচলিত ভুল' নামক গ্রন্থের কিছু আপত্তিকর বিষয়ের দাঁতভাঙ্গা জবাব

০১. 'আলেমের চেহারার দিকে তাকানো ইবাদাত' হাদিস প্রসঙ্গ/১৩২-১৩৭
০২. শায়খ বা পীরের মর্যাদা তার অনুসারীদের নিকট তেমন, যেমন নবির মর্যাদা উম্মতের কাছে, হাদিস প্রসঙ্গ/১৩৭-১৪২
০৩. সাতাশ তারিখ রাতেই শবে ক্বদর পালন সম্পর্কে বিভ্রান্তির অবসান/১৪২
ক. এ বিষয়ে মারফু হাদিস সমূহ/১৪২-১৪৫
খ. ২৭তম রাতে শবে কদরের মাওকুফ হাদিস সমূহ/১৪৫-১৪৬
০৪. আজানের পূর্বে দরুদ ও সালাম পড়া নিয়ে বিভ্রান্তি/১৪৬
০৫. আযানের পরে উঁচু স্বরে দরুদ পড়া প্রসঙ্গ/১৪৮
০৬. আযান ও ইকামতে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর জবাব প্রসঙ্গ/১৪৮
০৭. মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাজের পূর্বে লোকটি ভালো ছিলেন বলা প্রসঙ্গ/১৪৮
০৮. হযরত জাবের (ﷺ)'র দুই সন্তানের শাহাদত এবং পূণঃ জীবিত করার ঘটনা/১৪৯
০৯. মি'রাজে ৯০ হাজার কালাম লাভ প্রসঙ্গ/১৪৯
১০. রাসুল (ﷺ)'র নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন প্রসঙ্গ/১৫০
১১. সাক্ষাতে কদমবুছি করা প্রসঙ্গ/১৫০
১২. কবর যিয়ারতের সময় হাত দ্বারা চুমু খাওয়া/১৫০-১৫৩
১৩. কবরের পাশে কোরআন তেলাওয়াত করানো/১৫৩
১৪. মক্কা হতে মদিনা উত্তম হাদিস প্রসঙ্গ/১৫৩-১৫৫
১৫. নামায মু'মিনের মি'রাজ হাদিস প্রসঙ্গ/১৫৫
১৬. মিলাদুন্নবি (ﷺ) খৃষ্টানদের অনুকরণে পালন এবং আবু কবর (ﷺ)'র পালন নিয়ে বিভ্রান্তির সমাধান/১৫৫-১৫৭
১৭. জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যাও হাদিস প্রসঙ্গ/১৫৭
১৮. নেককারদের আলোচনাকালে রহমত নাযিল হওয়া হাদিস প্রসঙ্গ/১৫৭-১৫৮

চতুর্থ অধ্যায়:'মাউযু' হাদিস বা প্রচলিত জাল হাদিস' গ্রন্থে কতিপয় প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন

০১. তোমরা আরবিকে ৩ কারণে ভালোবাসবে হাদিস প্রসঙ্গে/১৬০-১৬২
০২. দেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ হাদিস প্রসঙ্গে /১৬২-১৬৩

০৩. দুনিয়ার ভালোবাসা সকল পাপের মাথা বা মূল হাদিস প্রসঙ্গ/১৬৩-১৬৬
০৪. উম্মতের মতানৈক্য রহমত হাদিস প্রসঙ্গ/১৬৬
০৫. যে নিজেকে চিনেছে সে তার রবকে চিনেছে হাদিস প্রসঙ্গ /১৬৬
০৬. দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র/১৬৭-১৬৯
০৭. আল্লাহর সাথে আমার বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে হাদিস প্রসঙ্গ/১৬৯
০৮. ওলিদের জন্য নেক পাপ বলে গন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা/১৬৯
০৯. হুযুরি ক্বলব ছাড়া নামায হবে না প্রসঙ্গ/১৭০-১৭৪
১০. মরার আগেই মর হাদিস প্রসঙ্গ/১৭৪
১১. তোমরা মাশায়েখদেরকে সম্মান করবে, কারণ মাশায়েখদেরকে সম্মান করা স্বয়ং আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর হাদিস প্রসঙ্গ /১৭৪-১৭৫
১২. পীর তার শিষ্যদের কাছে তেমন, যেমন নবি তার উম্মতের কাছে /১৭৫
১৩. মু'মিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে আরোগ্য হাদিস প্রসঙ্গ /১৭৫-১৭৭
১৪. পাগড়িসহ দুই রাকাআত ৭০ রাকাআতের চেয়েও উত্তম/১৭৭
১৫. জানাযার পূর্বে লোকটি কেমন ছিল বলা প্রসঙ্গ /১৭৭
১৬. মৃত ব্যক্তিকে নেককারদের পাশে দাফন করা প্রসঙ্গ/১৭৭
১৭. মুত্তাকী আলেমের পেছনে নামায পড়া, নবির পিছনে নামায পড়া সমতুল্য /১৭৮
১৮. মসজিদের প্রতিবেশী মসজিদ ব্যতিত নামায পড়লে হবে না/১৭৯-১৮১
১৯. জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদুর চীন দেশে হলেও যাও/১৮২
২০. এক মুহূর্ত রাত জেগে দ্বীনি ইলম অর্জন করা, সারারাত ইবাদত করা হতে উত্তম/১৮২
২১. আলেমদের ঘুমও ইবাদত হিসেবে গণ্য হাদিস প্রসঙ্গ /১৮২
২২. আলেমের দিকে তাকানো ইবাদত হাদিস প্রসঙ্গ/১৮২
২৩. মুরাকাবার বিভিন্ন হাদিস নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান/১৮২-১৮৬
২৪. আলেমের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্র/১৮৭
২৫. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে বড় জিহাদ/১৮৭-১৯১
২৬. তরিকত, হাকিকত, মা'রিফত প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি/১৯১
২৭. ওলিগণ কবরে জিন্দা ও সেখানে তারা ইবাদতও করেন/১৯১
২৮. আমার সাহাবিগণ তারকাতুল্য, একজনকে অনুস্বরণ করলেও সে সুপথ পাবে/১৯২
২৯. আমি ইলমের শহর হযরত আলি তার দরজা/ ১৯৪
৩০. যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবি (ﷺ)'কে সম্মান করবে সে যেনো ইসলামকে পুন: জীবিত করলো/১৯৪
৩১. দূরের দরূদ পাঠকারীর আওয়াজ রাসূল (ﷺ) এর শুনা প্রসঙ্গ/১৯৫
৩২. লাইলাতুল মি'রাজ এর রাতে নফল নামায পড়া প্রসঙ্গে/১৯৫
৩৩. রাসূল (ﷺ) নিরক্ষর ছিলেন প্রসঙ্গ/১৯৫
৩৪. আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (ﷺ) মাটি ও পানির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন/ ১৯৫
৩৫. আমি সৃষ্টিতে সকল নবির প্রথম প্রেরণে সবার শেষে/১৯৬-১৯৭
৩৬. রাসূল (ﷺ) কে সৃষ্টি করা না হলে মহাবিশ্বে কিছুই সৃষ্টি হতো না /১৯৭-২০২
৩৭. যে দাবা খেলে সে অভিশপ্ত হাদিস প্রসঙ্গ /২০২-২০৪
৩৮. রযব মাসের ফযিলত প্রসঙ্গে হাদিস /২০৪-২০৫
৩৯. সুরা ইয়াসিন হচ্ছে পবিত্র কুর'আনের হৃদয় হাদিস প্রসঙ্গ/২০৫

৪০. কুরআনের আনন্দের স্থান হল সুরা আর-রাহমান/২০৮
৪১. মধু ও কুর'আন দুটিই তোমাদের জন্য ঔষধ স্বরূপ হাদিস প্রসঙ্গ /২০৯
৪২. রাতে সুরা ওয়াকেয়া পাঠকারীকে অভাব স্পর্শ করবে না/২১০
৪৩. বিপদে আওলিয়াগণের মাযারে গিয়ে ওলির ওসিলায় সাহায্য কামনা/২১২
৪৪. রাসুল (ﷺ)'র নাম শুনে চুমু খাওয়া প্রসঙ্গ/২১৪
৪৫. যার কোন পীর নাই তার পীর শয়তান/২১৬
৪৬. নামাজ মু'মিনের মেরাজ স্বরুপ হাদিস প্রসঙ্গ/২১৬
৪৭. রওজা জিয়ারতের হাদিস প্রসঙ্গ/২১৭
৪৮. হযরত আলি (রা.)'র দিকে তাকানো ইবাদত/২১৭
৪৯. খতমে তাহলিলের আমলকে অস্বীকার/২১৭
৫০. হযরত জাবের (রা.)'র মৃত ছেলেদ্বয় জীবিত হওয়া/২১৭

পঞ্চম অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান

বিষয় নং-০১: রাসুল (ﷺ)'র পিতা-মাতা কী মুশরিক ছিলেন?/২১৮
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-০১/২১৯
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-০২/২২১
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-০৩/২২৩
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-০৪/২২৩
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-০৫/২২৭
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-০৬/২২৯
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-০৭/২৩০
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-০৮/২৩১
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-০৯/২৩৩
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-১০/২৩৬
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-১১/২৩৭
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং-১২/২৩৮
ইমাম ও মনিষীদের আক্বিদা/২৪০
০১. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহ.)'র অভিমত/২৪০
০২. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)'র সর্বশেষ অভিমত/২৪০
০৩. ইমাম কুস্তালানি (রহ.)'র অভিমত/২৪০
০৪. বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ও ইতিহাসবিদ ইমাম সুহাইলী (রহ.)'র অভিমত/২৪১
০৫. ইমাম কুরতুবি (রহ.)'র অভিমত/২৪১
০৬. ইমাম ইবনে সালেহ শামি (রহ.)'র বর্ণনা/২৪২
০৭. আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানীর অভিমত/২৪২
০৮. আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানির আক্বিদা/২৪৩
০৯. ইবনে কাসিরের আক্বিদা/২৪৩
১০. উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরীর আক্বিদা/২৪৩
আহলে হাদিসসহ বাতিলপন্থীদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি/২৪৪
আপত্তি নং-০১ /২৪৪

আপত্তি নং-০২ /২৪৪-
এ হাদিসে পিতা দ্বারা চাচাকে বোঝানো হয়েছে/২৪৯-২৫১
রাসূল (দ.) এর চাচাকে বাবা বলার প্রমাণ/২৫২
আপত্তি নং-০৩ /২৫৪-২৫৫
আপত্তি নং-০৪ /২৫৫-২৫৬
বিষয় নং-২: রাসুল (ﷺ)'র রওজা মোবারক থেকে উম্মতের ভালো মন্দ দেখেন হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গ /২৫৭-২৫৯
বিষয় নং-৩: আমার আহলে বায়'আত নূহ (আলায়হিস সালাম)'র নৌকার ন্যায়/২৫৯-২৬৯
বিষয় নং ৪: পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহে কালিমায়ে তায়্যিবাহ/২৬৯
পবিত্র কুর'আনে কালিমায়ে তায়্যিবাহ/২৬৯
হাদিস শরিফে কালিমা তায়্যিবাহ/২৭২
এ বিষয়ে সর্বমোট ৩২ টি হাদিস/২৭২-২৮৭
ইমাম মণীষিদের দৃষ্টিতে কালিমায়ে তায়্যিবাহ/২৮৭-২৯০
আহলে হাদিসদের ইমামদের আলোকে কালিমায়ে তায়্যিবাহর প্রমাণ/২৯০-২৯২
বিষয় নং. ৫ : বিভিন্ন ইমাম মনিষীদের ইবাদত নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তি/২৯২
ক. ইমাম আযমের ইবাদত নিয়ে বিভ্রান্তি/২৯২
খ. ইমাম আযমের এক রাক'আতে কুর'আন খতম/২৯৪
গ. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)'র ইবাদত নিয়ে টানা হেচড়া/২৯৫
ঘ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ইবাদতের উপর সন্দেহ পোষণ/২৯৭
ঙ. ইসলামের পঞ্চম খলিফার ইবাদত নিয়ে বিভ্রান্তি /২৯৯
চ. সাবেত বুনানীর ইবাদতকে মিথ্যাচার/৩০০
বিষয় নং. ৬: আল্লাহ হতে সিদরাতুল মুনতাহার দূরুত্ব ৭০ হাজার নুরের পর্দা হাদিস প্রসঙ্গ/৩০১

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ পবিত্রতার অধ্যায়

বিষয় নং-০১ মিসওয়াকের ফযিলতের হাদিস নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান/৩০২
বিষয় নং-০২ ওজুতে চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা/৩০৭
বিষয় নং-০৩ ওজুতে ঘাড় মাসেহ করা কী বিদ'আত?/৩০৯
বিষয় নং-০৪ রক্ত বের হলে ওযু ভাঙ্গা প্রসঙ্গ/৩১৮
বিষয় নং-০৫ বমি হলে ওযু ভেঙ্গে যাওয়া প্রসঙ্গ/৩২৩
বিষয় নং-০৬ ওযু থাকা সত্ত্বেও ওযু করা প্রসঙ্গ/৩২৮
বিষয় নং-০৭ মুসল্লির ওযুতে ত্রুটি থাকলে ইমামের কিরাতে ভুল হয়/৩২৮
বিষয় নং-০৮ ওযুর পড়ে সুরা ক্বদর পড়া হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/৩২৯
বিষয় নং-০৯ ওযুর পরে আয়াতুল কুরসি পড়া প্রসঙ্গ/৩৩১

সপ্তম অধ্যায় : আযান ও ইকামাত

বিষয় নং-০১ আযানের পূর্বে কিছু বলা প্রসঙ্গ/৩৩৩
বিষয় নং-০২ যে আযান দিবে সেই ইকামত দিবে প্রসঙ্গ/৩৩৪
বিষয় নং-০৩ ইকামতের বাক্য জোড়া জোড়া বলা প্রসঙ্গ/৩৩৮
বিষয় নং-০৪ 'ইক্বামতে ক্বাদ কামাতিছ সালাহ'র জবাবে আক্বা মাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা বলা প্রসঙ্গ/৩৪৩

বিষয় নং-০৫ আযানে ও ইকামতে রাসুল (ﷺ)'র নাম মোবারক শুনে চুম্বন করা ও চোখে মাসেহ করা/৩৪৬
মুহসিন সাহেবের আপত্তিকর দ্বিতীয় বর্ণনা/৩৪৭
হাদিসটি 'সহিহ নয়' বলতে কী বুঝায়?/৩৪৮
বিষয় নং-০৬ ফজরের আযানের জবাব 'সাদ্দাক্বতা ওয়া বারারতা' বলা প্রসঙ্গ/৩৪৯
বিষয় নং-০৭ মহিলাদের আযান ও ইকামাত দেওয়া প্রসঙ্গ/৩৫১-৩৫৭
বিষয় নং-০৮ আযানের পরে হাত তুলে দোয়া করা প্রসঙ্গ /৩৫৭
বিষয় নং-০৯ আযানের দোয়াতে 'ওয়াদ দারাজাতার রা'ফি'য়াহ' বলা প্রসঙ্গ/৩৫৮
বিষয় নং-১০ আযানের দোয়াতে 'শাফায়াতাহু' যোগে দোয়া পড়া প্রসঙ্গ/৩৫৯

অষ্টম অধ্যায় ঃ নামায আদায়ের পদ্ধতি

বিষয় নং-০১ নামায মু'মিনের জন্য নুর স্বরূপ হাদিস প্রসঙ্গ/৩৬০
বিষয় নং-০২ নামায মু'মিনের মিরাজ স্বরূপ/৩৬০
বিষয় নং-০৩ মুসল্লায় দাঁড়িয়ে ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ...... দোয়া পড়া প্রসঙ্গে/৩৬২
বিষয় নং-০৪ বিভিন্ন নামায এবং ওজুর শুরুতে মুখে নিয়্যাত করা/৩৬৩
বিষয় নং-০৫ পাগড়ি পড়ে নামায পড়ার ফযিলত/৩৬৪
প্রথম হাদিস/৩৬৪
দ্বিতীয় হাদিস/৩৬৬
তৃতীয় হাদিস/৩৬৮
চতুর্থ হাদিস/৩৭০
বিষয় নং-০৬ নামাযে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) টুপি পড়া প্রসঙ্গ/৩৭১
বিষয় নং-০৭ নামাযের শুরুতে কান পর্যন্ত হাত তোলা প্রসঙ্গ/৩৭১-৩৭৫
বিষয় নং-০৮ নামাযে 'রাফউল ইয়াদায়েন' বা বারবার হাত উত্তোলন প্রসঙ্গ/৩৭৫
রাফউল ইয়াদায়েন রহিত হওয়া প্রসঙ্গ/৩৭৬
আহলে হাদিসরা কী রাফ'উল ইয়াদায়েনের সকল সহিহ হাদিস মানেন?/৩৭৭
রা'ফউল ইয়াদাইন রহিত হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ/৩৭৮
আমরা কি চেয়েও ইসলাম বেশী বুঝি??/৩৮৪
সবচেয়ে বড়ো ফকিহ সাহাবি ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه)'র আমল কী ছিল?/৩৮৫
সবচেয়ে বড়ো ফকিহ সাহাবি রাসুল (ﷺ)'র আমল কী বর্ণনা দিলেন?/৩৮৬
মুহসিন সাহেব! আলবানির সমাধান মানতে অসুবিধা কোথায়?/৩৮৯
ভাবছি! মুহসিন সাহেবের চাপা বাজি যাবে কোথায়?/৩৮৯
হযরত বারা ইবনে আযিব (رضي الله عنه)'র হাদিস/৩৯১
আলবানীর দৃষ্টিতে রাবি 'আবু যিয়াদ'র হাদিস গ্রহণযোগ্যতা/৩৯৫
সর্বাধিক হাদিস-বর্ণনাকারী সাহাবির বর্ণনা ও নিজের আমল/৩৯৬
ইসলামের চার খলিফা হতে ইসলাম বেশি বুঝার দাবি!/৩৯৭
ইসলামের চতুর্থ খলিফার আমল/৪০১
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (رضي الله عنه)-এর আমল/৪০৪
সবচেয়ে বড়ো ফকিহ তাবেয়িদের আমল কী ছিল?/৪০৭
কিছু তাবেয়িদের আমল ও বক্তব্য/৪০৮

দৃষ্টি আকর্ষণ/৪০৯
বিষয় নং-০৯ নামাযে বিসমিল্লাহ নিচু স্বরে পড়া/৪০৯
বিষয় নং-১০ ইমামের পিছনে কিরাত পড়া প্রসঙ্গ/৪১১
প্রথম পরিচ্ছেদ: পবিত্র কুর'আনের আলোকে ইমামের পিছনে কিরাতের বিধান/৪১২
সুরা আ'রাফের আয়াতের ব্যাখ্যা বিষয়ে ইজমা/৪১৩
০১. সাহাবিদের ইজমা /৪১৩
০২. মুফাসসিরগণের ইজমা /৪১৩
০৩. উম্মতের ইজমা /৪১৩
০৪. আহলে ইলমের ইজমা/৪১৩
ইজমা হওয়ার বাস্তবতা/৪১৪
একটি সংশয়ের নিরসন/৪১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জোরে বা আস্তে কোনো অবস্থাতেই ইমামের পেছনে কিরাত পড়বে না/৪১৯
এ বিষয়ে ৩৩টি হাদিস/৪১৯-৪৪০
তাবেয়িদের অভিমত ও আমল/৪৪০
আমরা কী তাদের থেকে ইসলাম বেশী বুঝি?/৪৪২
এ বিষয়ে আহলে হাদিসদের ধোঁকার জবাব/৪৪২
আহলে হাদিসদের প্রথম দলিল/৪৪২
প্রতিউত্তর/৪৪৩
যে রুকু পেলো সে রাক'আত পেলো/৪৪৫
সবচেয়ে বড়ো সাহাবি ফকিহ এর আমল ও ফাতওয়া/৪৪৬
আমরা কী তাদের থেকে হাদিস বেশী বুঝি?/৪৪৭
বিষয় নং-১১ নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গ/৪৪৯
নাভির নিচে হাত বাঁধার হানাফিদের দলিল/৪৪৯
আহলে হাদিসদের মতন ও হাদিস চুরির ইতিহাস/৪৫০
মোবারকপুরির ধোঁকাবাজি/৪৫০
বাংলাদেশের আহলে হাদিসদের অবস্থান/৪৫১
আহলে হাদিসদের হাদিস চুরি ফাঁস করলেন শায়খ আবু আওয়ামা/৪৫২
নাভির নিচে শব্দসহ প্রকাশিত প্রকাশনার নাম/৪৫২
হাদিস নং-২,৩ /৪৫৩
নাভির নিচে হাত বাঁধা নবিদের সুন্নাত/৪৫৩
হযরত আলী (رضي الله عنه) থেকে উক্ত রাবি ছাড়া হাদিস/৪৫৬
হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه)'র আমল /৪৫৭
হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) এর তৃতীয় হাদিস/৪৫৮
নাভির নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে তাবেয়িদের আমল /৪৫৯
বুকের উপরে হাত বাঁধার আহলে হাদিসদের পুঁজি/৪৬১
বুখারি শরিফের হাদিসের অপব্যাখ্যার জবাব /৪৬১
এ হাদিস নিয়ে আহলে হাদিসদের অপব্যাখ্যার জবাব/৪৬১-৪৬২
আহলে হাদিসদের পুঁজি নং-০২/৪৬২-৪৬৭

আহলে হাদিসদের আপত্তির খণ্ডন/৪৬৫
এ হাদিসের বিষয়ে আলবানীর কিছু ভণ্ডামি!/৪৬৬
সর্বশেষ এ হাদিসকে কী বলতে পারি?/৪৬৬
আহলে হাদিসদের উত্থাপিত হাদিস নং-০৩/৪৬৭
উক্ত হাদিসের ব্যাপারে আলবানীর ভুয়া তাহক্বিক/৪৬৯
এ হাদিসের উপর আমল করা বৈধ নয় যে কারণে/৪৬৯
ইমাম আবু হানিফার মত আগে না হাদিসের দুর্বলতা আগে?/৪৬৯
রাবি 'আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক্ব' কিসের ভিত্তিতে দুর্বল/৪৭০
রাবি 'আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক' এর হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযির বক্তব্য/৪৭১
হাদিসে 'হাসান' এর সংজ্ঞা/৪৭১
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)'র মত কোনটি?/৪৭২
কেন হানাফিরা নাভির নিচে হাত বাঁধে?/৪৭৩
মহিলারা নামাযে হাত কোথায় রাখবে?/৪৭৩
বিষয় নং-১২ঃ নামাযে আমিন আস্তে বা জোরে বলা প্রসঙ্গ/৪৭৫
আমিন দোয়া তাই আস্তে বলা উচিত/৪৭৫
হাদিসের আলোকে আমিন আস্তে বলার প্রমাণ/৪৭৭-৪৮৬
বাস্তবতার আলোকে ইমাম তিরমিযির একক সিদ্ধান্ত/৪৮০
হাদিস বিজ্ঞানিদের মতে কে বড়ো হাদিস গবেষক?/৪৮১
হাদিস শাস্ত্রে সুফিয়ান শ্রেষ্ঠ না শু'বা?/৪৮১
সুফিয়ান সাওরির দৃষ্টিতে কে বড়ো হাদিস গবেষক?/৪৮৪
ইমাম শু'বার দৃষ্টিতে কে বড়ো হাদিস পণ্ডিত?/৪৮৫
সাহাবি তাবেয়িদের কর্ম/৪৮৬
আস্তে আমিন বলা অধিকাংশ সাহাবী তাবেয়ীদের আমল/৪৯২
আহলে হাদিসদের আমিন জোরে বলার পুঁজি/৪৯৩
আমিন আস্তে বলার আরেকটি হিকমত/৫০২
ইমাম সুফিয়ান সাওরি নিজে আস্তে আমিন বলতেন/৫০৪
বিষয় নং-১৩: বিতরের নামায ওয়াজিব, নফল নয়/৫০৫
বিষয় নং-১৪: বিতরের ২য় রাক'আতে তাশাহুদের বৈঠকে বসা/৫০৬
আহলে হাদিসদের মারফু একক পুঁজি/৫১৪
বিষয় নং-১৫: বিতরের কুনুত তৃতীয় রাক'আতে রুকুর পূর্বে পড়তে হবে/৫১৫
বিষয় নং-১৬: কুনুত পড়ার পূর্বে হাত উত্তোলন করা প্রসঙ্গ/৫১৯
সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবির কর্ম/৫২০
তাবেয়িদের ফাতওয়া ও আমল/৫২১
বিষয় নং-১৭: ফজরের জামাত চলাকালিন সুন্নাত পড়া/৫২১
আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি/৫২৫
বিষয় নং-১৮: তাশাহহুদে বসে শাহাদাত আঙ্গুল একবার উঠানো নিয়ে আহলে হাদিসদে [illegible]

বিষয় নং-১৯ সিজদায় যাওয়ার সময় আগে জমিনে হাটু রাখা ও হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠা/৫৩৪
বিষয় নং-২০: দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাত থেকে দাঁড়ানোর নিয়ম/৫৩৭
বিষয় নং-২১: সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দু'আ পড়া/৫৪৫
বিষয় নং-২২: নারী পুরুষের নামায একই নিয়ম বলে আহলে হাদিসদের ভ্রান্ত মতবাদ/৫৪৬
আহলে হাদিসদের ধোঁকার অস্ত্র নং-০১/৫৪৭
আহলে হাদিসদের ধোঁকার অস্ত্র নং-০২/৫৪৭-৫৪৮
এ বিষয়ে কী কোন সহিহ হাদিস নেই?/৫৪৮
বিষয় নং-২৩ পুরুষদের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ! শরিয়ত কী বলে?/৫৫৭
নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার বিধান/৫৫৮
রাসুলুল্লাহ (ﷺ)'র বর্ণনায় মহিলাদের সর্বোত্তম মসজিদ/৫৫৯
মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কিরামের পদক্ষেপ/৫৬১
একটি হাদিসের অপব্যাখ্যার জবাব/৫৬৪
জুম'আর নামাযে নারীদের অংশগ্রহণ/৫৬৫
মহিলাদের মসজিদে গমনের ব্যাপারে হানাফি, মালেকি ও শাফেয়ি মাযহাবের সিদ্ধান্ত/৫৬৬
বিষয় নং-২৪: হাদিসের আলোকে ফরজ নামাজের পর দোয়া/৫৬৮
ফরয নামাযের পরে দোয়া কবুল হওয়ার গূরুত্বপূর্ণ সময়/৫৬৯-৫৭০
নামাজের পর দোয়ায় হাত তোলার প্রমাণ/৫৭৭
দলবদ্ধভাবে দোয়া করার দলিল/৫৯১
একটি কু-যুক্তি ও তার জবাব/৫৯৩
ফরয নামাযের পরে দোয়া করার কারণ/৫৯৫
ফোকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ফরয নামাযের পরে দোয়া/৫৯৬
কুখ্যাত লা-মাযহাবি মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরির বক্তব্য/৫৯৭
নবম অধ্যায়: জুম'আর নামাযের বিবরণ
বিষয় নং-০১ জুম'আর বর্তমানের প্রথম আযান দেয়া কী অবৈধ/৬০০
বিষয় ন-০২ জুম'আর ছানি বা খুতবার পূর্বের আযান কোন স্থানে দেয়া হবে/৬০৩
আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য ও স্থান/৬০৩-৬০৬
মুহসিন সাহেব হেদায়া প্রণেতাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জবাব/৬০৭
بَيْنَ يَدَيِ অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তির নিরসন/৬০৮
এর অর্থ সর্ম্পকে মুফাস্সিরগণ কী বুঝেন/৬০৮
পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের (بَيْنَ يَدَيِ) এর অর্থ 'সামনে' ব্যবহারের উদাহরণ/৬১১
এর অর্থ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) কী বলেছেন ?/৬১২
এর অর্থ সম্পর্কে রইসুল মুফাসসির সাহাবি কী বুঝেছেন?/৬১৩
প্রথম মত: ছানি আযান মিম্বারের সামনে মতাবলম্বীদের দলিল/৬১৩
মিম্বারের সামনে জুম'আর ছানি আযান দেওয়ার দ্বিতীয় হাদিস/৬১৬
মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার তৃতীয় হাদিস/৬১৮
মিম্বারের সামনের আযানের চতুর্থ ও পঞ্চম হাদিস/৬১৯

মিম্বারের সামনের ৬ষ্ঠ হাদিস /৬২০
মিম্বারের সামনের ৭ম হাদিস/৬২০
খতিবের সামনে আযান দেওয়ার অষ্টম হাদিস/৬২১
হাদিসের সারমর্ম ও সনদ পর্যালোচনা /৬২২
মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার পক্ষে ইজমা হওয়ার ইশারা/৬২২-৬২৪
খতিবের সামনে আযান দেওয়ার নবম হাদিস/৬২৪
এ বিষয়ে ইমাম আযম আবু হানিফা (ﷺ)'র মত কোনটি?/৬২৬
ইমাম ত্বাহাবী (رحمه الله) এর অভিমত/৬২৭
মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ, ইমাম ও ফকিহ্গণের অভিমত/৬২৯
সুরা জুম'আর ৯ নং আয়াতের তাফসিরে ইমামদের সঠিক ব্যাখ্যা/৬৩৬
আর কতিপয় ফকিহ্গণের অভিমত/৬৩৭
جَرَى التَّوَارُثُ এর ব্যাখ্যা/৬৩৮
দ্বিতীয় মত: জুম'আর ছানি আযান দরজায় দেয়া প্রসঙ্গ/৬৩৯
যেই সমস্ত ইমামরা তার প্রতি অভিযোগ দায়ের করেছেন/৬৪৩
যে সমস্ত ইমামরা তার ভাল বলেছেন তার পর্যালোচনা/৬৪৬
দরজায় আযান দেওয়ার হাদিস কী তাহলে জাল?/৬৪৯
জুম'আর ছানী আযান দরজায় হওয়ার বিষয়ে ফকিহ্গণের অভিমত/৬৪৯
মসজিদের ভিতরে আযান হবে না এই ফাতওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য?/৬৫২
মসজিদের ভিতরে ছানী আযান দেওয়া কি মাকরুহে তাহরিমি?/৬৫৩
দুই মতের অনুসারিদের প্রতি আমার আকুল আবেদন/৬৫৫
তৃতীয় মত: হযরত উসমান (ﷺ) কী দরজার আযান মিম্বারে নিয়েছিলেন?/৬৫৫
চতুর্থ মত: জুম'আর ছানি আযান মিম্বারের সামনে কি উমাইয়্যা খলিফা হিশাম বিন মালেক এনেছিল?/৬৫৮
বিষয় নং-০৩ জুম'আর খুতবাহ যে কোন ভাষায় দেয়া যাবে বলে আহলে হাদিসদের ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন/৬৫৯
এ বিষয়ে চার মাযহাবের ফকিহ্গণের অভিমত/৬৬২-৬৬৭
এ বিষয়ে ইজমায়ে উম্মত/৬৬৭
বিষয় নং-০৪ জুম'আর খুতবা দুই রাক'আতের সমান হাদিস প্রসঙ্গ/৬৬৯
বিষয় নং-০৫ জুম'আর ফরজের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়া প্রসঙ্গে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান/৬৭১
এই বিষয়ে মারফূ হাদিস সমূহ/৬৭১-৬৭৪
সালাফিদের দৃষ্টিতে দুর্বল মারফূ হাদিস/৬৭৪
জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়ার বিষয়ে সাহাবিদের কর্ম/৬৭৭-৬৮০
বিষয় নং-০৬ জুম'আর দিনে আছর সালাতের পর ৮০ বার দরূদ পড়া প্রসঙ্গ/৬৮০
বিষয় নং-০৭ জুম'আর দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা প্রসঙ্গ/৬৮১
বিষয় নং-০৮ ঈদের নামায পড়লে জুমু'আর নামায পড়া লাগবে না বলে আহলে হাদিসদের ভ্রান্ত মতবাদ/৬৮১

দশম অধ্যায় : মাগরিবের নামায

বিষয় নং-০১ মাগরিবের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত সুন্নাত নয়/৬৮২
বিষয় নং-০২ মাগরিবের পরে সালাতুল আওয়াবীন পড়া প্রসঙ্গ/৬৮৬

একাদশ অধ্যায়: রমযান-তারাবিহ নামাযের রাক'আত প্রসঙ্গ

বিষয় নং-০১ বিশ রাক'আতের পক্ষের মারফু হাদিস/৬৯১
জাল/যঈফ প্রমাণে মুহসিন সাহেবের দলিল/৬৯৩
এ হাদিসের বিষয়ে আমার সর্বশেষ বক্তব্য/৬৯৫
উমর (ﷺ)'র যামানায় ২০ রাক'আত তারাবিহ হওয়ার প্রমাণ/৬৯৭-৭১০
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) বিশ রাক'আত তারাবিহ পড়তেন/
২০ রাক'আত তারাবিহ নামায কী হযরত উমর ও আলি (ﷺ)'র যামানায় প্রমাণিত নয়?/৭৩৪
অধিকাংশ ইমাম ওলামার বক্তব্য/৭৩৬
বিশ রাক'আত তারাবিহ্র বিষয়ে উম্মতের ইজমা প্রসঙ্গ/৭৩৬
তারাবিহ নামায ৮ রাক'আত প্রমাণে আহলে হাদিসদের পুঁজি ও তার সঠিক ব্যাখ্যা/৭৩৮
তারাবিহ ও তাহাজ্জুদ এক নামায কিনা?/৭৪১
বিবেকেরও দাবি তারাবিহ ২০ রাক'আত/৭৪৩
হযরত ওমরের যামানায় ১১ রাক'আতের হাদিস ভুল ও মুযত্বারিব/৭৪৬-৭৪৮
ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله)'র প্রতি মিথ্যা অভিযোগ/৭৪৮
মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ১১ রাক'আতের এ হাদিস কোন পর্যায়ের?/৭৪৮
বিষয় নং-০২ : মহিলা ও শিশু সকলের ঈদের নামায পড়া নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তি অবসান /৭৫০
বিষয় নং-০৩: ঈদের নামাযে তাকবিরের সংখ্যা নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান/৭৫২
৬ তাকবিরের পক্ষে সাহাবিদের আমল/৭৬৪
বিখ্যাত মুজতাহিদ তাবেয়িদের আমল/৭৮২
এক নজরে ১২ তাকবিরের হাদিস সমূহের গ্রহণযোগ্যতা/৭৮৪
ইবনে লাহিয়াহ এর বর্ণিত হাদিস/৭৮৫
আমর ইবনে শু'য়াইবের হাদিস/৭৮৯
কাসির ইবনু আব্দুল্লাহ এর হাদিস/৭৯২
১২ তাকবিরের পক্ষে কী কোন মারফূ সহিহ হাদিস রয়েছে?/৭৯৫
বিষয় নং-০৪: একটি গরু/ মহিষ/ উটে ৭ পরিবার শরিক হওয়া নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান/৭৯৬

দ্বাদশ অধ্যায়: জানাযা প্রসঙ্গ

বিষয় নং-০১ জানাযার নামাযের তাকবিরের সংখ্যা নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তি/৭৯৯
বিষয় নং-০২ জানাযায় সুরা ফাতেহা বা কিরাত পাঠ করা প্রসঙ্গ/৭৯৯
জানাযার নামাযে সুরা ফাতেহা নিয়ে আহলে ইলমের আমল/৭৯৯
মালেকি মাযহাব/৮০০
রাসুল (ﷺ)'র আমল/৮০১
সাহাবিদের আমল/৮০১-৮০২

তাবেয়িদের আমল/৮০৩
আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি/৮০৪
আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি/৮০৪
জানাযার নামাযে কোন তাকবির ছুটে গেলে কী করণীয়/৮০৮
বিষয় নং-০৩ জানাযার নামাযে কোন তাকবির ছুটে গেলে কী করণীয়/৮০৮
বিষয় নং-০৪ জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবিরেই হাত উত্তোলন করবে/৮০৮
এ বিষয়ের হাদিস সমূহ/৮০৮-৮১২
তাবেয়িদের আমল/৮১২
এ বিষয়ে সর্বশেষ বক্তব্য/৮১৩
বিষয় নং-০৫ মসজিদে জানাযার নামায পড়া প্রসঙ্গ/৮১৫
এ বিষয়ে আমাদের দলিল/৮১৫
আমাদের শক্তিশালী দলিল/৮১৯
বিষয় নং-০৬ গায়েবানা জানাযার নামায পড়ার হুকুম/৮২১
এক নজরে হানাফিদের দলিল সমূহ/৮২১-৮২২
কতিপয় হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা/৮২২-৮২৪
বিষয় নং-০৭ মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা নিয়ে আহলে হাদিসদের নিষেধাজ্ঞার জবাব/৮২৪
মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার পক্ষের সহীহ হাদিস সমূহ/৮২৫
বিবেকের দাবী মৃত সংবাদ প্রচারে কোন ক্ষতি নেই/৮২৭
বিষয় নং-০৮ দাফনের পর হাত তুলে মোনাজাত নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান/৮২৭
বিষয় নং-০৯ দাফনের পরে সুরা ইয়াসিন পাঠ করা প্রসঙ্গ/৮৩০
বিষয় নং-১০ লাশ কবরে রেখে কিবলা মুখি করে রাখার দলিল/৮৩১-৮৩২

প্রথম অধ্যায়
ইমাম আবু হানিফা ও আহলে হাদিস

১.ইমাম আযম আবু হানিফা (রা.) কী তাবেয়ি ছিলেন না?

বর্তমানে আহলে হাদিসগণ এই বিষয়টি নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়। তাদের কাজই হল ইমাম আযম (﵀) কিভাবে ছোট করা যায়। তাই সকল বাতিলপন্থী সালাফীদের চার মাযহাবের ইমামদের যা যত আপত্তি আছে তার অধিকাংশ ইমাম আযম আবু হানিফা (﵀) কে নিয়ে। তাদের সকল আপত্তির নিষ্পত্তি স্বরূপ আমি একটি গ্রন্থ (প্রকাশের পথে) প্রস্তুত করেছি, আর তার নাম করণ করেছি **"আহ্লে-হাদিসদের রোষানলে ইমাম আবু হানিফা (রা.)"** নামে। সেই গ্রন্থের (পাণ্ডুলিপি থেকে) সামান্য কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা আমি প্রয়োজন মনে করছি। কিছু দিন পূর্বে ঢাকা নারান্দা থেকে ইমাম হাসান-হোসাইন (রা.) ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আতাউর রহমান খোকন ভাই আহলে হাদিসদের একটি ছোট রিসালা পুস্তক আমাকে পাঠায়। বইটির নাম **'নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন"** লেখক হলেন শুজাউল হক (যা আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা বংশাল হতে প্রকাশিত) তার গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় তিনি একটি শিরোনাম কায়েম করেছেন যে "ইমাম আবূ হানিফা তাবিয়ী ছিলেন না" মর্মে। তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় লিখেন-"ইমাম আবু হানিফা জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে 'তাবিয়ীন' হওয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। শুধু তা-ই নয় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করাও তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়নি।" আমরা সামনে আলোচনায় দেখবো যে আল্লামা আইনি (﵀)ও সহ অনেক বিখ্যাত ইমামগণ বলেছেন যে ইমাম আবু হানিফা (﵀) কে হিংসুক ছাড়া সকলেই তাবেয়ী বলে মেনে নিয়েছেন। অপরদিকে তিনি আরেকটি মিথ্যা অভিযোগ কায়েম করেছেন যে ইমাম আযম (﵀) হাদিস জানতেন না। শুজাউল হকের ন্যায় অনেক আহলে হাদিসদের এ ধরনের বই আমার কাছে রয়েছে; তবে এর মধ্যে শুজাউল হককে সবচেয়ে বেশী মূর্খ অবস্থায় পেয়েছি। কারণ তার বক্তব্যে পিছনে তিনি কোন আসমাউর রিজালের কিতাবের উদ্ধৃতি তো দেননি বরং চাপাবাজিই করে চলেছেন। আহলে হাদিসেদের তথাকথিত ইমাম আলবানী লিখেছেন- أتباع التابعين -"তিনি (তিনি তাবেয়ীদের অনুসরণকারী) অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ী ছিলেন।"[১] এই ধরনের উক্তি আহলে হাদিসদের বহু শায়খের; যদি আমি তাদের তালিকা পরিচিতি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে গেলে কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংঙ্খা রয়েছে। এমনেতেই এ খণ্ড ১৩শ পৃষ্ঠায় রূপ নেয়ায় আমি আটশতের অতিরিক্ত পৃষ্ঠা তৃতীয় খণ্ডে নিয়ে যেতে বাধ্য হই। প্রথমে আহলে হাদিসসহ সকল দলের অনুসারীদের প্রতি আবেদন যে কোন বিষয়ে সমাধান

১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/৬৬৫পৃ. হা/৪৫৮ এর আলোচনা।

দেখতে সে বিষয়ের অভিজ্ঞ লোকদেরকে অনুসরণ করতে হবে। কোন রাবী কোন স্তরের, তার জীবনী এবং সে রাবীর হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানাটি আসমাউর রিজাল নামক বিষেয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এখন আমরা আসমাউর রিজালের গ্রন্থ হতে দেখবো বাস্তবিক পক্ষে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আসলেই তাবেয়ী ছিলেন কীনা। অন্যথায় কারও ব্যক্তিগত চাপাবাজি গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আমরা প্রথমত জানবো সাহাবী ও তাবেয়ীদের সংজ্ঞা পরিচয়। দ্বিতীয়ত দেখবো যে সে সংজ্ঞার আলোকে তিনি তাবেয়ী হন কিনা।

সাহাবীর সংজ্ঞা : ১. খতিবে বাগদাদী ও ইবনে জামাআ বর্ণনা করেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (ওফাত.২৪১হি.) সাহাবীর সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেন-

كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ , لَهُ مِنَ الصُّحْبَةِ عَلَى قَدْرِ مَا صَحِبَهُ

-"ঐ ব্যক্তি যিনি নবী পাক (ﷺ) এর সাহচার্য লাভ করেছেন এক বছর বা এক মাস বা এক দিন বা এক ঘন্টা বা যিনি ঈমান অবস্থায় নবী পাক (ﷺ) কে দেখেছেন তিনি নবী পাক (ﷺ) এর সাহাবীর অর্ন্তভূক্ত হবেন। যে পরিমাণ নবীর সাহচর্য পেয়েছে তিনি সে পরিমাণ মর্যাদার সাহাবী হবেন।"[২]

*২. আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস ইমাম বুখারী (ওফাত.২৫৬হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেন-

وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ رَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ

-"মুসলমানদের থেকে যে ব্যক্তিই নবী পাক (ﷺ) এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা শুধু নবী পাক (ﷺ) কে দেখেছেন তিনি তাঁর সাহাবীর অর্ন্তভূক্ত হবেন।"[৩]

*৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (ওফাত.৮৫২হি.) সাহাবীদের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ও যে যে সংজ্ঞা আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে,

وهو مَن لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ في الأصح. والمرادُ باللِّقاءِ: ما هُو أعمُّ: مِن المُجالَسَةِ، والمُماشاةِ، ووصولِ أَحدِهِما إلى الآخَرِ، وإنْ لم يُكالِمْهُ، ويَدْخُل فيهِ رؤيةُ أحدِهما الآخَرَ، سواءٌ كانَ ذلك بنفْسِهِ أم بغيرِهِ.

-"সাহাবী হলেন, যিনি মু'মিন অবস্থায় রাসূল (ﷺ) এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং মুসলিম অবস্থায় মারা গেছেন। যদিও তিনি মাঝখানে তিনি মুরতাদ হয়ে যান (উল্লেখিত সংজ্ঞায়) সাক্ষাত থেকে উদ্দেশ্য (এমন সাক্ষাত) পরস্পর উঠা বসা, চলাফেরা এবং পরস্পর এক জন আরেক জনের নিকট হাযির হওয়া, যদিও কথাবার্তা না হয় এবং সেখানে একজন আরেক-জনকে দেখা সরাসরি হোক বা না মাধ্যমের মধ্যে হোক তা অর্ন্তভুক্ত।"[৪] বুঝা গেল স্বপ্নে দেখে কেহ সাহাবী হবে না; সাহাবী হওয়ার জন্য সাহচর্য

২ . খতিবে বাগদাদী, আল-কেফায়া ফি ইলমির রেওয়াহ, ১/৫১পৃ., ইবনে জামাআ, আল-মানহালুর রাবী, ১/১১১পৃ.

৩ . ইমাম বুখারী, আস্‌-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ৫/২পৃ.

৪ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালনী, নুযহাতুন নযর ফি...

পাওয়া শর্ত। এ পর্যন্ত আমরা সাহাবীদের সংজ্ঞা জানতে পারলাম; এখন আমরা তাবেয়ীদের সংজ্ঞা নিয়ে আলোকপাত করবো।

তাবে'ঈদের সংজ্ঞা ঃ

তাবেয়ীদের সংজ্ঞাও সাহাবীদের সংজ্ঞার ন্যায়, তারাও সাহাবীদের সাহচর্য পাওয়াই শর্ত, এটি দীর্ঘ দিনও হতে পারে সংক্ষিপ্ত সময়ও হতে পারে।

১. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হি.) তাবেয়ীদের সংজ্ঞায় বলেন-

وهو مَن لَقِيَ الصَّحابِيَّ كذلكَ. وهذا متعلِّقٌ باللُّقِيِّ

-"তাবে'ঈ বলা হয় যিনি সাহাবার সাথে সাক্ষাত করেছেন। তেমনি যে রকম সাহাবীর সংজ্ঞায় উল্লেখ হয়েছে) এ সংজ্ঞার সম্পর্কও সাক্ষাতের সাথে রয়েছে।"[৫]

২. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) (ওফাত.৯১১হি.) বলেন-

هو (من لقيه) وإن لم يصحبه كما قيل في الصحابي ، وعليه الحاكم . قال ابن الصلاح : وهو أقرب ، قال المصنف (وهو الأظهر) .قال العراقي : وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث

-"তাবে'ঈ বলা হয় যিনি সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন। **যদিও তাঁদের সাহচার্য অর্জিত হয়নি।** যেমন সাহাবীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এটাই হাকামের মত। ইমাম ইবনে সালাহ ঐ সংজ্ঞায় বলেন, এটা (ঐ সংজ্ঞার)'র কাছাকাছি। মুসান্নেফ প্রণেতা (ইমাম নববী) বলেন, এটা বেশী স্পষ্ট। ইমাম ইরাকী বলেন, এটার উপরই অধিকাংশ মুহাদ্দিসের আমল রয়েছে।"[৬]

৩. আধুনিক যুগের বিশিষ্ট গবেষক শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আলবী মক্কী (রহ.)(ওফাত.১২২৫হি.) লিখেন, অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাবে'ঈদের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন-

هُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الإِيْمَانِ وَإِنْ لَمْ يُصْحِبْهُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ. كَمَا رَجَّحَهُ اِبْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ

-"তাবে'ঈ বলা হয় যিনি ঈমানদার অবস্থায় সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ঈমানের অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন, যদিও তাঁদের সাহচর্য লাভ করেননি ও তাঁদের থেকে বর্ণনা করেননি। মুহাদ্দিস ইবনে সালাহ (রহ.) ও অন্যান্যরা এ সংজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।"[৭]

৪. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেন-

وَالْمَعْنَى أَن التَّابِعِيَّ هُوَ من لَقِي الصَّحَابِيَّ مُؤمنا بِالنَّبِيِّ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم

-"(ইবনে হাজরের ব্যাখ্যায় লিখেন) এর মর্মার্থ হল তাবেয়ী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সাহাবীদের সাথে রাসূলের প্রতি ঈমান অবস্থায় সাক্ষাত লাভ করেছেন।"[৮]

৫ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালনী, নুযহাতুন নযর বি শরহে নুখবাতিল ফিকর, ১/২২৯ পৃ.

৬ . ইমাম সুয়ূতি, তাদরিবুর রাবী ফি শরহে তাক্বরীবুন নববী, ১/২২১পৃ.

৭ . মুহাম্মদ ইবনে আলাবী, আল-মানহালুল লতীফ ফি উসূলিল হাদিস, পৃ. ২৪৯

৮ . মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে নুখবাতিল ফিকর, ১/৫৯৫পৃ.

তাবে'ঈর ব্যাপারে উসূলে হাদিসের গ্রহণযোগ্য ইমামগণের উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে যদি ইমাম আ'যম-এর সাথে রাসূলের যে-কোন সাহাবীর দেখা হয় তখনও তিনি তাবে'ঈর অর্ন্তভুক্ত। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ, ঐতিহাসিক ও ফকীহগণের সকল উদ্ধৃতি তুলে ধরবো যার দ্বারা ইমাম আ'যম সাহাবীদের সাক্ষাত লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। এ ছাড়া আমরা এখানে হাদীস, ফিকহ ও ইতিহাসের ইমামগণের ঐ সকল উদ্ধৃতি তুলে ধরব যেখানে তাঁরা ইমাম আ'যমকে সরাসরি তাবে'ঈ ঘোষণা করেছেন।

১. স্বয়ং আবু হানিফা -এর বিবৃতি

ক. স্বয়ং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (ওফাত: ১৫০ হি.) হযরত আনাস ইবনে মালেকের সাক্ষাতের ব্যাপারে লিখেছেন,

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَائِمًا يُصَلِّي.

-"ইমাম আযম আবু হানিফা () থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক কে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি।"[৯]

খ. অন্য বর্ণনায় ইমাম আ'যম আরও বলেন,

رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ غَيْرَ مَرَّةٍ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْكُوفَةَ

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক () কূফায় তাশরীফ এনেছেন এবং নাখ'আ নামক গ্রামে অবতরণ করতে আমি তাঁকে কয়েকবার দেখেছি।"[১০]

২. ইমাম ইবনে সা'দ -এর বিবৃতি

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ, ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইবনে সা'দ (ওফাত: ২৩০ হি.) বলেন-

أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ

-"নিশ্চয় ইমাম আবূ হানীফা () হযরত আনাস ইবনে মালেক ও আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমাকে দেখেছেন।"[১১]

৩. ইমাম ইবনে নদীম -এর বিবৃতি

ইমাম ইবনে নদীম (ওফাত: ৪৩৮ হি.) ইমাম আ'যমের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

وكَانَ مِنَ التَّابِعِيْنَ لَقِيَ عَدَّةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَكَان من الوَرِعِيْنَ الزَّاهِدِيْنَ

-"ইমাম আবূ হানিফা তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি অনেক সাহাবার সাথে সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি তাপস ও মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।"[১২]

৯. ১. আবূ না'ঈম আসবাহানী: মুসনাদুল ইমাম আবু হানিফা, পৃষ্ঠা: ১৭৬
২. মুক্কে: মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা, ১/২৫ পৃ.
১০. ১. কাযবীনি: আত তাদবীন ফি আখবারি কযবীন, ৩/১৫৩ পৃ.
২. যাহাবী: তাযেকেরাতুল হুফ্ফায, ১/১২৬ পৃ. ক্রমিক. ১৬৩
১১. ইবনে আব্দিল বার: জামেউল বায়ানুল ইলমে ওয়া ফদ্বলিহি, ১/২০৩ পৃ. ক্রমিক. ২১৬
১২. ইমাম ইবনে নাদীম, আল-ফেহেরস্ত, ১/২৫১পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন।

৪. ইমাম দারাকুতনী -এর বিবৃতি

ইমাম দারাকুতনী (ওফাত: ৩৮৫ হি.) ইমাম আ'যমের ব্যাপারে বলেন,

قال الدارقطني ... إِنَّمَا رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِعَيْنِهِ.

-"ইমাম দারাকুতনী বলেন, ...নিশ্চয়ই তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক নিজ চোখে দেখেছেন।"[১৩]

৫. খতীব বাগদাদী -এর বিবৃতি

খতীব বাগদাদী (ওফাত: ৪৬৩ হি.) ইমাম আ'যম 'র জীবনী আলোচন৷ করতে গিয়ে বলেন رَأَى أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ- -"তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেকের সাক্ষাত লাভ করেছেন।"[১৪]

৬. ইমাম সাম'আনী -এর বিবৃতি

ইমাম আবূ সা'ঈদ আব্দুল করীম ইবনে মুহাম্মদ সাম'আনী (ওফাত: ৬৬২ হি.) ইমাম আ'যমের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন,

رَأَى أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ

-"তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেকের সাক্ষাত লাভ করেছেন।"[১৫]

৭. আল্লামা ইবনে জাওযী -এর বিবৃতি

আল্লামা ইবনে জাওযী (ওফাত: ৫৭৯ হি.) ইমাম আ'যমের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

ولد سنة ثمانين، رأى أنس بن مالك

-"তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক ()'র সাক্ষাত লাভ করেন।"[১৬]

৮. কাযী ইবনে খাল্লিকান -এর বিবৃতি

কাযী ইবনে খাল্লিকন শাফেয়ী (ওফাত: ৬৮১ হি.) লিখেন-

وَذَكَرَ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَاد أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

-"খতীবে বাগদাদী তারিখে বাগদাদে লিখেন, ইমাম আবূ হানিফা হযরত আনাস ইবনে মালেক () এর সাক্ষাত লাভ করেছেন।"[১৭]

৯. ইমাম যাহাবী -এর বিবৃতি

ক. মুহাদ্দিস সমালোচক, আসমাউর রিজালের জনক, ইমাম যাহাবী (ওফাত: ৭৪৮ হি.) ইমাম আবূ হানিফার জীবনী আলোচনা পূর্বক লিখেন-

১৩. ১. ইমাম ইবনুল জাওযী, আল-ইলালুল মুতানাহিয়া, ১/১২৮পৃ. হা/১৯৬
২. সুয়ূতী: তাবেঈয়ুস সহীফা বি মানাকিবি আবী হানিফা, ৩৬ পৃ.
১৪. খতীবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩২৪ পৃ.
১৫. সাম'আনী: আল আনসাব, ৬/৬৪ পৃ.
১৬. ইমাম ইবনুল জাওযী, আল মুনতাযিম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম, ৮/১২৯ পৃ.
১৭. ইবনে খাল্লিকান: ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, ৫/৪০৬পৃ.

-"যখন হযরত আনাস ইবনে মালেক কূফাবাসীর নিকট তাশরীফ আনেন তখন ইমাম আ'যম তাঁর সাক্ষাত লাভ করেন।"[১৮]

খ. এ জন্য ইমাম যাহাবী নিজেই ইমাম আ'যমকে তাবে'ঈ স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেন,

وَكَانَ مِنَ التَّابِعِينَ لَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِإِحْسَانٍ، فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذْ قَدِمَهَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

-"তিনি মহান আল্লাহর দয়ায় তাবে'ঈর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা একথা বিশুদ্ধ যে, যখন হযরত আনাস ইবনে মালেক কূফায় তাশরীফ আনেন তখন তিনি তাঁর সাক্ষাত লাভ করেন।"[১৯]

গ. তিনি আরেক আসমাউর রিজালের গ্রন্থে লিখেন-

وُلِدَ: سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، فِي حَيَاةِ صِغَارِ الصَّحَابَةِ.

-"তিনি ৮০ হিজরীতে ছোট সাহাবীদের যুগে জন্ম গ্রহণ করেন।" (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৩৯১ পৃ.)

১০. আল্লামা সাফাদী -এর বিবৃতি

আল্লামা সালাহুদ্দীন সাফাদী (ওফাত: ৭৬৪ হি.) ইমাম আ'যম ()'র জীবনীতে লিখেন-

وَرَأَى أنس بن مَالك غير مرّة بِالْكُوفَة

-"তিনি কুফায় কয়েকবার আনাস ইবনে মালেকের সাথে সাক্ষাত করেন।"[২০]

১১. হাফিয ইবনে কাসীর-এর বিবৃতি

ক. তথাকথিত আহলে হাদিসদের ইমাম, হাফেয ইবনে কাসীর (ওফাত: ৭৭৪ হি.) ইমাম আ'যমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

وَأَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ المتبوعة، وَهُوَ أَقْدَمُهُمْ وَفَاةً، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عَصْرَ الصَّحَابَةِ، وَرَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قِيلَ وَغَيْرَهُ

-"ইমাম আবূ হানিফা () ঐ চার ইমামের একজন ছিলেন, যাঁদের মাযহাব অনুকরণীয় এবং তিনি মৃত্যুর দিক থেকে সকলের (চার জনের) অগ্রজ। কেননা তিনি সাহাবীদেরকে দেখেছেন। অনেক আসমাউর রিজালবিদ বলেছেন, তিনি এছাড়া আরো অন্যান্য সাহাবীদের সাক্ষাতও লাভ করেছেন।"[২১]

খ. তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ رَوَى عَنْ سَبْعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

১৮. ১. যাহাবী: সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৬/৩৮৭ পৃ. : ক্রমিক. ৫৮
২. যাহাবী: আল কাশেফ ফি মারিফাতি মান লাহু রেওয়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ, ২/৩২২ পৃ.
১৯. যাহাবী: মানিকিবুল ইমামিল আবী হানিফা ওয়া সাহিবাইহী আবী ইউসুফ ওয়া মুহাম্মদ ইবনে হাসান, পৃ. ১৪
২০. যাফাদী: আল ওয়াফী বিল ওয়াফইয়াত, ২৭/৮৯ পৃ.
২১. ইবনে কাসীর: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১০/১১৪ পৃ.

-"কোন কোন আসমাউর রিজালবিদ বলেছেন যে, তিনি সাতজন সাহাবীকে দেখেছেন।"[২২]

১২. হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী -এর বিবৃতি

হাদিসের হাফিয ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (ওফাত: ৮৫২হি.) ইমাম আ'যমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

النعمان بن ثابت التيمي أبو حنيفة الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة وقيل إنه من أبناء فارس رأى أنسا

-"ইমাম আবূ হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত তাইমী কূফী তায়মুল্লাহ ইবনে সালাবা গোত্রের স্বাধীনকৃত গোলাম ছিলেন। কথিত আছে, তিনি পারস্যবাসীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং তিনি সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেকের সাক্ষাত লাভ করে।"[২৩]

১৩. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী -এর বিবৃতি

ক. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হি.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী 'আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম আ'যম তাঁর সাক্ষাত লাভের বর্ণনা এভাবে দেন,

ابْن أبي أوفى: اسْمه عبد الله، وَأَبُو أوفى اسْمه: عَلْقَمَة بن الْحَارِث الصَّحَابِيّ بن الصَّحَابِيّ، شهد بيعَة الرضْوَان وَمَا بعدهَا من الْمشَاهد، وَهُوَ آخر من مَاتَ من الصَّحَابَة بِالْكُوفَةِ سنة سبع وَثَمَانِينَ، وَقد كف بَصَره، وَهُوَ أحد من رَآهُ أَبُو حنيفَة من الصَّحَابَة

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা। আবূ আওফার প্রকৃত নাম আলকামা আসলামী। হযরত ইবনে আবী আওফা ও তাঁর পিতা উভয়ে সাহাবী। তিনি ঐ সকল সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের সাথে ইমাম আ'যমের সাক্ষাত লাভ হয়েছে।"[২৪]

খ. অন্য স্থানে ইমাম বদরুদ্দীন আইনী () বলেন-

عبد الله بن أبي أوفى: واسْمه عَلْقَمَة بن خَالِد بن الْحَارِث الْأَسْلَمِيّ الْمدنِي من أَصْحَاب بيعَة الرضْوَان، رُوِيَ لَهُ خَمْسَة وَتسعُونَ حَدِيثا للْبُخَارِيّ خَمْسَة عشر، وَهُوَ آخر من بَقِي من أَصْحَابه بِالْكُوفَةِ. مَاتَ سنة سبع وَثَمَانِينَ وَهُوَ أحد الصَّحَابَة السَّبْعَة الَّذين أدركهم أَبُو حنيفَة سنة ثَمَانِينَ، وَكَانَ عمره سبع سِنِين، سنّ التَّمْيِيز والإدراك من الْأَشْيَا

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা, তাঁর পিতার নাম হযরত আলাকামা ইবনে খালেদ ইবনে হারেস আসলামী মাদানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার থেকে ৯৫ টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যাঁর মধ্যে থেকে ইমাম বুখারী ১৫টি বর্ণনা করেছেন। তিনি ঐ শায়খ সাহাবী যাঁরা কূফায় ৮৭ হিজরীতে ওফাতবরণ করেছেন। তিনি সাত সাহাবার একজন যাঁদের

২২. ইবনে কাসীর: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১০/১১৪ পৃ.
২৩. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ১০/৪০১ পৃ.
২৪. বদরুদ্দীন আইনী: উমদাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, باب ما يكره من الحلف في البيع, ১১/২০৬ পৃ.

সাক্ষাত ইমাম আবূ হানিফা লাভ করেছেন। ইমাম আবু হানীফার বয়স সে সময় সাত বছর ছিল। তা হচ্ছে, বস্তুর পরিচয় জানা ও ভাল-মন্দ পার্থক্য করার সময়।"[২৫]

গ. অন্য স্থানে ইমাম বদরুদ্দীন আইনী বলেন,

عبد الله بن أبي أوفى، وَاسم أبي أوفى عَلْقَمَة، مَاتَ سنة سِتّ وَثَمَانِينَ، وَهُوَ أحد من روى عَنهُ أَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَلَا يلْتَفت إِلَى قَول الْمُنكر المتعصب.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা, আবূ আওফার নাম আল্‌কামা তিনি ৮৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ঐ সকল সাহাবীদের একজন যাঁদের থেকে ইমাম আবূ হানীফা বর্ণনা করেছেন। তাই সেখানে গোঁড়া মানসিকতার ব্যক্তির কথার দিকে কর্ণপাত না করা চাই।"[২৬]

১৪. ইমাম সাখাবী -এর বিবৃতি

সকলের নিকট গ্রণযোগ্য মুহাদ্দিস, হাদিসের সমালোচক, ইমাম শামসুদ্দীন সাখাবী (ওফাত: ৯০২ হি) বলেন-

(وَفِي الْخَمْسِينَ وَمِائَةٍ) مِنَ السِّنِينَ الْإِمَامُ الْمُقَلَّدُ أَحَدُ مِنْ عُدَّ فِي التَّابِعِينَ (أَبُو حَنِيفَةَ) النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ الْكُوفِيُّ (قَضَى) أَيْ: مَاتَ

-"সর্বসাধারণের অনুসৃত ইমাম যাকে তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি হলেন (আবূ হানিফা) নূ'মান ইবনে সাবিত কূফী। তিনি (১৫০ হিজরীতে) ইন্তেকাল করেন।"[২৭]

১৫. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী -এর বিবৃতি

নবম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ওফাত: ৯১১হি.) 'তাবাকাতুল হুফ্ফায' কিতাবে ইমাম আ'যমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

أَبُو حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت التَّيْمِيّ الْكُوفِي فَقِيه أهل الْعرَاق وَإِمَام أَصْحَاب الرَّأْي وَقيل إِنَّه من أَبنَاء فَارس رَأى أنس

-"আবূ হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত তাইমী কূফী ইরাকবাসীদের ফকীহ-যুক্তিবাদীদের ইমাম। কথিত আছে যে, তিনি পারস্যবাসী। তিনি হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন।"[২৮]

১৬. ইমাম কাস্তাল্লানী -এর বিবৃতি

ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কাস্তাল্লানী শাফেয়ী (ওফাত: ৯২৩ হি.) লিখেন-

(ابن أبي أوفى) عبد الله الصحابي ابن الصحابي وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين وقد كفّ بصره قبل، وقد رآه أبو حنيفة رضي الله عنه وعمره سبع سنين

২৫. বদরুদ্দীন আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة ৯/৯৫ পৃ.

২৬. বদরুদ্দীন আইনী: উমদাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী, কিতাবুল হজ্ব, باب متى تحل المعتمر ১০/১২৮পৃ.

২৭. ইমাম সাখাবী: ফতহুল মুগীছ শরহে আলফিয়াতুল হাদীস লিল ইরাকী, ৩/৩৩৭ পৃ.

২৮. ইমাম সুয়ূতী: তাবাকাতুল হুফ্ফায, ১/৮০ পৃ., ক্রমিক. ১৫৬

-"(ইবনে আবী আওফা) আব্দুল্লাহ যিনি সাহাবীর পুত্র সাহাবী, তিনি ৮৭ হিজরিতে কূফায় ওফাতবরণকারী সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন। ওফাতের পূর্বে তিনি অন্ধ হয়ে গেয়েছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা সাতবছর বয়সে তাঁর সাক্ষাত লাভ করেন।"[২৯]

১৮. ইমাম ইবনে হাজর মক্কী -এর বিবৃতি

ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী শাফেয়ী (ওফাত: ৯৭৩ হি.) বলেন-

صَحَّ كَمَا قَالَه الذَّهَبِي أَنَّهُ رَأَى أَنَس بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ صَغِيْر وَفِي رِوَايَة: رَأَيْتُه مِرَاراً وَكَانَ يَخْضِبُ بِالْحُمْرَة

-"একথা বিশুদ্ধ যে, ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম আবূ হানিফা বাল্যকালে হযরত আনাস ইবনে মালেককে দেখেছেন। অন্য বর্ণনায় (তাঁর থেকে) বর্ণিত, আমি তাঁকে কয়েকবার দেখেছি তিনি লাল খেজাব লাগাতেন।"[৩০]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা সাহাবীদের সাক্ষাত লাভ ও তিনি তাবে'ঈত হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের উল্লেখিত ১৭ টি উদ্বৃতির পরে তিনি তাবে'ঈ হওয়ার ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ মর্যাদা তাঁর সমকালিন সময়ে ও পরবর্তী কোন ইমামগণের ভাগ্যে জুটেনি। তাই অকাট্য প্রমাণাদির পরে তিনি তাবে'ঈ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা ইমাম বদরুদ্দীন আইনীর মতে গোড়ামী, হিংসা, অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।

২. ইমাম আযম শব্দটি কী ইমাম আবু হানিফা ()'র শানে মিথ্যা?

বর্তমান আহলে হাদিস কিছু ভাইয়েরা 'ইমাম আযম' শব্দটি শুনলেই গাঁ জ্বলে উঠে। ইমামুল আযম (তিনি তৎকালিন সময়ে সবচেয়ে বড় ইমাম) বলার কারণ হল তাঁর যুগে তার চেয়ে বড় কোন (ফকিহ) জ্ঞানী ছিল না। ইমাম যাহাবী () তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَبُو حَنِيْفَةَ أَفْقَهُ النَّاسِ.

-"ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক () বলেন, ইমাম আবু হানিফা () (যামানায়) মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন।"(যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪০২পৃ.) তাই বুঝা তিনি তৎকালিন ইমাম মনিষীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন বিধায় তাকে ইমামুল আযম বলা হয়। যাহাবী আরও উল্লেখ করেন-

وَرَوَى: حَيَّانُ بنُ مُوْسَى المَرْوَزِيُّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ المُبَارَكِ: مَالِكٌ أَفْقَهُ، أَوْ أَبُو حَنِيْفَةَ؟ قَالَ: أَبُو حَنِيْفَةَ

-"হায়্যান ইবনু মূসা আল-মারুজী তিনি বলেন, আমি ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারককে জিজ্ঞাসা করলাম ইমাম মালেক বড় ফকিহ না ইমাম আবু হানিফা? তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪০২ পৃ.) বুঝা গেল যে, ইমাম মালেক () ছিলেন তৎকালিন জ্ঞানীগুণীদের একজন তাঁর থেকেও ইমাম আবু

২৯. কাস্তাল্লানী, ইরশাদুস সারী লি শরহে সহীহিল বুখারী: কিতাবুল বুয়ূ, ১/২৫৯ পৃ.

৩০. ইবনে হাজর মক্কী: আল খায়রাতুল হিসান ফি মানাকিবিল আবী হানিফা আন নু'মান, পৃষ্ঠা: ৩২

হানিফা (রহ.) আরও অনেক বড় ফকিহ ছিলেন। এমনকি ইমাম আযমের ওফাতের পরেও তার ছাত্ররাই পৃথিবীর জগৎ বিখ্যাত হাদিস ও ফিকহের ইমাম। যেমন ইমাম শু'বা (রহ.) তাকে সকল ইমামরা আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস উপাধীতে ভূষিত করেছেন, যার আলোচনা আমিন বলার আলোচনায় উল্লেখ করা হবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক, ওয়াকীসহ আরও একজামাত ইমামগণ। কেউ কেউ বলেছেন তিনি সর্বপ্রথম ফিকহ শাস্ত্রকে গ্রন্থাকারে বোর্ড গঠন করে সাজান, তাই তিনি তারপরবর্তী সকল ফকিহগণের উপরে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করায় তাকে ইমামে আযম বলা হয়। এ বিষয়ের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে শাফেয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন-

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: النَّاسُ فِي الفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ.

-"সকল মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার পরিবারভুক্ত।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪০৩ পৃ.)। এ ধারাবাহিকতার আলোকেই বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ, সকলের মান্যবড় ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) তার বিখ্যাত হাফিজুল হাদিসদের তালিকা গ্রন্থে ইমাম আযমের জীবনীর শুরুতে লিখেন-

أَبُو حَنِيفَةَ الإِمَامُ الأَعْظَمُ فَقِيهُ العراق النعمان بن ثابت

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) **ইমামিল আ'যম**, ইরাকের বিখ্যাত ফকিহ, মূল নাম নু'মান বিন সাবেত।"[৩১] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল তিনি যে ইমামুল আযম তা বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের নিকট কবুলযোগ্য বিষয়। ইমাম যাহাবী (রহ.) হচ্ছেন সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন হাদিস বিশারদ। তার আসমাউর রিজালের কিতাবের উপর বর্তমান উলামাগণ এবং আসমাউর রিজালবিদগণ নির্ভরশীল।

৩. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কী 'মুরজিয়া' নামক বাতিল ফিরকার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন?

বর্তমানে কতিপয় আহলে হাদিসগণ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এর নামে আরেকটি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকেন সেটা হল যে তিনি নাকি মুর্জিয়া নামক বাতিল আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। নাউযুবিল্লাহ

তারা আরও বলে থাকেন এজন্যই ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.) তার হাদিস গ্রহণ করেননি। সম্মানিত পাঠকবর্গ! কোন বিষয়ে ভাল করে না জেনে ধারণার উপর কিছু বলা হল বিভ্রান্ত হবার অন্যতম একটি লক্ষণ। এবার আমি আলোচনা করবো প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপরে মুর্জিয়া অপবাদের বাস্তবতা কতটুকু।

ক. ইমাম বুখারীর উক্তি- "আমি আমার বিশ্বাসের বিপরীতে আকীদা পোষণকারী থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করিনি"

ঈমানের সংজ্ঞায় মৌলিকভাবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম বুখারীর মধ্যখানে পার্থক্য থাকার কারণে ইমাম বুখারী ইমাম আ'যম থেকে বর্ণনা করেননি। তা স্বয়ং ইমাম বুখারীর

৩১. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১২৬পৃ. ক্রমিক ...

কথা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এটাকে পুঁজি করে আলবানী ইমাম বুখারীর দোহাই দিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে হাদিস শাস্ত্রে দুর্বল ও মুর্জিয়া বলে আখ্যায়িত করেছে।[৩২]

১. ইমাম হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওয়াদ্দাহ ও মক্কী ইবনে খালাফ ইবনে আফ্ফান থেকে বর্ণিত, আমরা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি-

كَتَبْتُ عَنْ أَلْفِ نَفَرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَزِيَادَةٍ وَلَمْ أَكْتُبْ إِلَّا عَمَّنْ قَالَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَلَمْ أَكْتُبْ عَمَّنْ قَالَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ

-"আমি হাজারের বেশী আলিমদের নিকট থেকে হাদীস লিখেছি, আমি শুধুমাত্র ঐ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস লিখেছি যে বলেছে ঈমান কথা ও কাজের সমষ্টির নাম এবং ঐ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস লিখেনি, যে বলেছে ঈমান শুধু কথার নাম।"[৩৩]

২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম (রহ.) থেকে বর্ণিত, ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন,

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ أَلْفٍ وَثَمَانِينَ نَفسًا لَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا صَاحِبُ حَدِيْثٍ. وَقَالَ أَيْضًا: لَمْ أَكْتُبْ إِلاَّ عَمَّنْ قَالَ: الإِيْمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ

-"আমি স্বয়ং নিজে এক হাজার ত্রিশ ব্যক্তি থেকে হাদীস নকল করেছি। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে মুহাদ্দিস ছিলেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমি হাদীসকে শুধুমাত্র ঐ মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেছি, যে বলেছে নিশ্চয়ই ঈমান কথা ও কাজের নাম।"[৩৪]

৪. ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আ'যমের উপর হাদীসে দুর্বল হওয়ার অপবাদ দেননি যেহেতু ইমাম বুখারীর নিকট ঈমান কথা ও কাজের নাম, তাই তিনি হাদীস বর্ণনায়ও সে বিশ্বাস খেয়াল রেখেছেন। তাই তিনি ঐ সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাঁরা কথা ও কাজের সমন্বয়কে ঈমান বলেছেন। জ্ঞানগত মতানৈক্যর কারণে তিনি যাঁরা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তাঁদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি। যাঁদের মধ্যে ইমাম আ'যমও ছিলেন। সে জ্ঞানের মতানৈক্যকে ইমাম বুখারী বলে দেওয়া তাঁর ঈমানদারী, দ্বীনদারী তাকওয়া, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ এবং সে বর্ণনা দ্বারা তিনি ইমাম আ'যমকে বিরোধীদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি ইমাম আ'যমকে হাদীস শাস্ত্রে কখনো অবিশ্বস্ত ও দুর্বল মনে করতেন না।

খ. ইমাম আ'যমের উপর মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদের বাস্তবতা

প্রথম যুগে মুর্জিয়া নামক দলে একটি শাখা ঈমানকে অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে স্বীকৃতি দেওয়াকে বলা হত। তাই যে ব্যক্তির আকীদা ছিল ঈমান মুখে স্বীকার করা ও অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং আমল তার পরিপূরক তাদেরকে মুর্জিয়া বলে প্রত্যাখ্যান করা

৩২. আলবানী, সিলসিলাতুল....যঈফাহ, হা/৪৫৮
৩৩. লালকায়ী: শরহ উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ৫/৯৫৯পৃ. : হা/১৫৯৭
২. ১. কাস্তাল্লানী: ইরশাদুস সারী শরহে সহীহিল বুখারী, ১/৩২পৃ.
২. আসকালানী: হাদইয়ুস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী, পৃ.: ৪৭৯

হত। একই পরিস্থিতির স্বীকার হলেন ইমাম আ'যম। অথচ তার সাথে সে দলের কো
সম্পর্কই ছিল না। তাই ইমাম বুখারী ইমাম আ'যম সম্পর্কে বলেন,

ن مُرجِئًا، سَكَتُوا عنه، وعَنْ رَأْيِهِ، وعَنْ حديثه.

-"তিনি মুর্জিয়া ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে বর্ণনা করণে, তাঁর মতামত গ্রহণ কর ও তাঁর হাদীস গ্রহণ করণে নিশ্চুপ ছিলেন।"[৩৫]

ইমাম আ'যমের উপর মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদ খাওয়ারেজ, কাদারিয়া, মুতাজিলা ইত্যা বাতিল ফেরকা দিয়েছিলেন। তার কারণ হল, ইমাম আ'যম প্রাথমিকভাবে এ সক বাতিল দলের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ সমাজে ছড়িয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগে ছিলেন। ইসলামের সাথে যাদের দূরতম সম্পর্কও ছি না।

১. কাদারিয়ার বিশ্বাস মতে, মানুষ তার কাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। সেখানে প্রভু কোন ইচ্ছা বিদ্যমান নেই এবং তারা তাদের সে আক্বিদাকে প্রচার করতে থাকে; য কারণে ইমাম আ'যম তাদের ঘোর বিরোধিতা করেন।

২. মুতাজিলা দলের বিশ্বাস হল, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মু'মিন নয়। তাই সে ম যাওয়ার পরে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। যারাই তাদের বিরোধিতা করতো তাদেরে তারা মুর্জিয়া বলতো।

৩. খারেজীদের বিশ্বাস ছিল, কবীরা গুনাহ লিপ্ত ব্যক্তি কাফির। তার জান-মালও তাদে জন্য হালাল। তাদের মতেও এ ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

৪. চতুর্থ বাতিল ফিরকা হল মুর্জিয়া। তারা খারেজীদের বিপরীতে বিশ্বাস পোষণ ক থাকে। তারা বলে, পরিপূর্ণ ঈমান মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করার নাম। তা আমলের সেখানে কোন প্রয়োজন নেই এবং অনেকে এরূপও বলেন যে, ঈমান শু অন্তরের বিশ্বাসের নাম। যদি মৌখিকভাবে কুফরী ঘোষণা করে, মুর্তিপূজা করে ইসলামী রাষ্ট্রে ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানের সাথে আতাত রাখে, ত্রিত্ববাদের কথা বলে, তার আম যে রকমই হোক সে মরার সময় পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে। তাদের বিশ্ব হল, ঈমানের অবস্থায়ও গুনাহ প্রকাশ তা কোন ক্ষতি করবেনা। সে রকম কুফরী অবস্থা প্রভুর আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৬]

ইমাম আ'যম এ সকল বাতিল ফিরকা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি কখনো এ সক বাতিল আকায়েদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন না; বরং সব সময় তাদের বিরোধিতা ক আসছেন। ইমাম আ'যমত নিজেই বলেন-

نَقُوْلُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوْبُ، وَلَا نَقُوْلُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ، وَلَا نَقُوْلُ: إِنَّهُ يَخْلُدُ
هَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا، وَلَا نَقُوْلُ: إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُوْلَةٌ
سَيِّئَاتِنَا مَغْفُوْرَةٌ كَقَوْلِ الْمُرْجِئَةِ. وَلَكِنْ نَقُوْلُ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيْعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً

৩৫. বুখারী : আত তারিখুর কাবীর, ৮/৮১পৃ. ক্রমিক. ২২৫৩
৩৬. ইমাম আ'যম: আল ফসল ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল, ৪/১৫৪-১৫৫ পৃ.

عَنِ الْعُيُوْبِ الْمُفْسِدَةِ وَالْمَعَانِي الْمُبْطِلَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُضِيْعُهَا، بَلْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيُثِيْبُهُ عَلَيْهَا. وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُوْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي مَشِيْئَةِ اللهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِالنَّارِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَصْلاً.

-"আমি বলি না যে, মু'মিনকে তার পাপ কোন ক্ষতি করবে না এবং সে দোযখে যাবে না, যেরকম বাতিল ফেরকা মুর্জিয়া বলে থাকে এবং মুতাজিলা ও খারেজীদের মত বলি না, সে সব সময় দোযখে থাকবে যদিও সে ফাসেক হয় এবং দুনিয়া থেকে ঈমানের অবস্থায় বিদায় নেয় এবং আমরা মুর্জিয়ার মত বলি না আমাদের পুণ্যসমূহ মাকবূল এবং পাপসমূহ মাফ: বরং আমাদের বিশ্বাস হল, যে ব্যক্তি ভাল কাজ সকল্ শর্ত মোতাবেক আদায় করেছেন যে সকল ক্ষতিকারক দোষ (প্রকাশ্য পাপ যেমন মদপান, ব্যভিচার, মিথ্যা) ও গোপন ত্রুটি (গোপন পাপ যেমন অহংকারত ও লোক দেখানো) থেকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং ঐগুলো কুফর-মুরতাদ হওয়া দ্বারা ধ্বংস করেনি এমনকি সে মু'মিন অবস্থায় চলে গেছে তখন মহান আল্লাহও সে নেকীকে বরবাদ করবে না। বরং তার থেকে সে ভাল কাজ কবূল করবেন এবং তাকে তার প্রতিদান দিবেন। কুফর ও শিরক ব্যতীত যত রকম পাপ রয়েছে যার উপর সে তাওবা ব্যতীত ঈমানের অবস্থায় মরে গেছে তখন সে আল্লাহ ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। চাইলে তাঁর ইনসাফ মতে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, আর চাইলে দয়া করে সুপারিশের কারণে ক্ষমা করে দেবেন এবং সে একেবারে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। (বরং জান্নাত প্রবেশ করে সেখানে চিরস্থায়ী হয়ে যাবেন।)"[৩৭]

এত স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আ'যমের আকীদা বিশ্বাস অবগত হওয়ার পর, এখন আর কোন প্রকারের প্রশ্নের অবকাশ নেই। তিনি নিজে স্পষ্ট ভাষা দ্বারা আহলে সুন্নাতের বিষয়কে পরিস্ফুটিত করে দিয়েছেন এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন আমাদের আকীদা বাতিল দলসমূহ তথা খারেজী, মুতাজিলা ও মুর্জিয়ায় আকীদা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা বলি না কেউ কবীরা গুনাহের কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বা কাফির এবং তাকে পাপের ক্ষতি থেকে নিরাপদও বলি না; বরং মু'মিন পাপের কারণে পাকড়াও হতে পারে আবার ক্ষমাও পেতে পারে। কিন্তু কোন পাপী ঈমান অবস্থায় ইন্তেকাল করলে তাকে কাফিরের টাইটেল ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলা যাবে না।

আমাদের দৃষ্টিতে ইমাম আ'যমকে মুর্জিয়া বলার কারণ এটা বের হয়ে আসে যে, তিনি তাদের এত প্রবল বিরোধিতা করেছেন, যা আর কেউ করেনি। তিনি খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা দিয়ে তাদের মূলে আঘাত করেছেন, যার কারণে তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাঁকে ও তাঁর দলকে মুর্জিয়ার কাতারে শামিল করে দিয়েছে।

তাই ইমাম আ'যম বসরার এক আলিম ওসমান বত্তিকে নিজের মুর্জিয়া অপবাদ তুলে ধরে বলেন-

৩৭. আবূ হানীফা: আল ফিকহুল আকবর মাআ শরহে লি মোল্লা আলী কারী, পৃষ্ঠা: ১২৫-১২৭

نَا ذَنْبُ قَوْمٍ تَكَلَّمُوْا بِعَدْلٍ، وَسَمَّاهُمْ أَهْلُ الْبِدْعِ بِهَذَا الإِسْمِ؟ وَلَكِنَّهُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ وَأَهْ
السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا هَذَا إِسْمٌ سَمَّاهُمْ بِهِ أَهْلُ شَنَانٍ

... সত্য কথার বাহ্কের দোষ হল বেদআতীরা তাকে মুর্জিয়া নামে উপাধি দেয়? অথচ ...রা সত্যপ্রিয় সুন্নাতের অনুসারী। তাদেরকে সে নামে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা বলে ...কে।"[৩৮]

...মাম আ'যমের সে কথার সমর্থনে ইমাম শাহরেস্তানী (ওফাত: ৫৪৮ হি.) নিজ প্রসিদ্ধ ...তাব 'আল মিলাল ওয়ান নিহাল'-এ (১/১৪১ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন-

لَعُمْرِي! كَانَ يُقَالُ لأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ مُرْجِئَةُ السُّنَّةِ. وَعَدَّهُ كَثِيْرٌ مِنَ أَصْحَابِ الْمَقَالاَ
مِنْ جُمْلَةَ الْمُرْجِئَةِ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِيْهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَقُوْلُ: الإِيْمَانُ هُوَ التَصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ
وَهُوَ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ، ظَنُّوْا أَنَّهُ يُؤَخِّرُ الْعَمَلَ عَنِ الإِيْمَانِ. وَالرَّجُلُ مَعَ تَخْرِيْجِهِ فِي الْعَمَ
كَيْفَ يُفْتِيْ بِتَرْكِ الْعَمَلِ؟! وَلَهُ سَبَبٌ آخَرُ..... وَالْمُعْتَزِلَةُ كَانُوْا يُلَقِّبُوْنَ كُلَّ مَنْ خَالَفَهُمْ فِ
الْقَدَرَ مُرْجِئًا، وَكَذَلِكَ الْوَعِيْدِيَّةُ مِنَ الْخَوَارِجِ. فَلاَ يُبْعِدُ أَنَّ اللَّقَبَ إِنَّمَا لَزِمَهُ مِنْ فَرِيْقِ
الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

"আমার জীবন দানকারীর কসম! ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর দলকে মুর্জিয়া আখ্যায়িত ...রা হয় এবং অনেকে মুর্জিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তার কারণ হল, তিনি বলতে ...াকেন, ঈমান অন্তরের বিশ্বাসের নাম। আর এটা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তার উপর ...অপবাদকারীরা মনে করে যে, তিনি আমলকে বেকার মনে করেন অথচ এরকম ব্যক্তি যে ...শরীয়তে পাবন্দ, সে আমল ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে পারেন? হ্যাঁ, তাঁকে মুর্জিয়া ...বলার আরেকটি কারণ রয়েছে যেহেতু তিনি প্রথম যুগে প্রকাশিত ফেতনায়ে কাদারিয়া, ...মুতাযিলার বিরোধিতা করেছেন এবং মুতাযিলারা তাদের বিরোধীদেরকে মুর্জিয়া ...আখ্যায়িত করতো। একই কালচার ছিল খারেজীদের। এমতাবস্থায় এটা অসম্ভব নয় যে, তাকে মুর্জিয়া বলাটা খারেজী ও কাদারিয়ার পক্ষ থেকে ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে হয়েছে।"

...পূর্বে আলোচিত হয়েছে, ইমাম আ'যমের বিশ্বাস সম্পূর্ণ মুর্জিয়ার বিপরীত ছিল। তাঁর আসল বিশ্বাস ...ছিল, আমল ঈমানের অংশ না হলেও তা কিন্তু ঈমানের পরিপূরক। তা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মতের ...দূর্ভাগ্য দেখেন, ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধে প্রচার, মিথ্যা অপবাদের ঝড়ে পড়ে অধিকাংশ ইমামগণ ...নিজ কিতাবে তাঁকে মুর্জিয়া আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম আ'যম ব্যতীত আরো কিছু প্রখ্যাত তাবে'ঈগণ ও তাবে-তাবে'ঈগণকেও এ সকল ...ফিতনার কারণে মুর্জিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের থেকে কিছু নাম নিম্নে তুলে ধরা হল-

১. হযরত আনাস ইবনে মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবূ তালেব
২. হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবাইর
৩. 'আমর ইবনে মুররা

৩৮. আবূ হানিফা: আর রিসালা ইলা ওসমান বত্তী, পৃষ্ঠা: ৬৩২

৪. মুহারিব ইবনে দিছার
৫. মুকাতিল ইবনে সুলাইমান
৬. হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান
৭. কদীদ ইবনে জা'ফর প্রমুখ।

এ সকল ইমামের প্রত্যেককে শুধুমাত্র খারেজীদের বিপরীতে পাপীদেরকে মু'মিন বলার কারণেও মুতাজিলাদের মতে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। এ কারণে তাঁদেরকে মুর্জিয়া বলা হয়েছে। অথচ ইমাম আ'যম ও এ সকল ইমাম মুর্জিয়া অপবাদ থেকে শুধু পবিত্র ছিলেন না; বরং তাঁরা তাকওয়া, পবিত্রতা, আনুগত্য, শরীয়তের বিধানে পালনে কঠোর ছিলেন।

আল্লামা সায়্যিদ মুর্তাজা যুবাইদী (ওফাত: ১২০৫ হি.) ইমাম আ'যম মুর্জিয়া থেকে পবিত্র হওয়ার অপবাদ থেকে দূরে থাকার আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

وَأَمَّا نِسْبَةُ الإِرْجَاءِ إِلَيْهِ فَغَيْرُ صَحِيْحٍ فَإِنَّ أَصْحَابَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ عَلَى خِلاَفِ رَأْيِ أَصْحَابِ الإِرْجَاءِ. فَلَوْ كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مُرْجِئًا لَكَانَ أَصْحَابُهُ عَلَى رَأْيِهِ وَهُمْ الانَ مُوْجُوْدُوْنَ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ، وَإِذَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَمْرٍ وَخَالَفَهُمْ وَاحِدٌ إِثْنَانِ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْ فى دعواه حتى إن الصلاة عند أبي حنيفة خلف المرجئة لا تجوج. ومن أجمع الأمة على أنه أحد الأئمة الاربعة المجمع عليهم لا يقدح فيه قول من لا يعرفه إلا بعض المحدثين.

-"ইমাম আ'যমের দিকে মুর্জিয়ার অপবাদ বিশুদ্ধ নয়। কেননা ইমাম আ'যমের সকল আসহাব মুর্জিয়া মতবাদের বিরোধী। তাই যদি ইমাম আবূ হানীফা মুর্জিয়া হতেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর মতের উপর থাকতেন না। অথচ এখনো পর্যন্ত তাঁরা মুর্জিয়াদের বিরোধী। যখন সকল মানুষ কোন একটি কথার উপর একমত পোষণ করে এবং দু'একজন তার বিরোধীতা করে তখন তাদের কথার দিকে কর্ণপাত করা হয় না এবং তাদের দাবীকে বিশ্বাসও করা যায় না। (মুর্জিয়া সাথে মতানৈক্যর কারণে), ইমাম আবূ হানীফার মতে, মুর্জিয়ার পেছনে নামাযও বৈধ নয়। উম্মতের ঐকমত্য হল, ইমাম আ'যম ঐ চার ব্যক্তির একজন, যাঁদের উপর সকলে একমত। তাঁর তিরোধানের পরে ঐ ব্যক্তির কথা শুনা হবে না যাকে কিছু মুহাদ্দিসগণই চিনেন।"[৩৯]

ইমাম আ'যম সবচেয়ে বেশী হিংসার শিকার হওয়ার কারণ হল, তিনি মুর্জিয়া ও কাদারিয়াদের সাথে তর্কের সময় খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা দিয়ে তাদের দলীলসমূহ শুধু রদ করেননি; বরং তাদের নিশ্চুপ করে দিয়েছেন। তাই তাঁরা তাঁকে মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদ দিয়েছে। তারা তাঁর উপর মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদকে এতবেশী প্রচার করেছে যে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁকে মুর্জিয়া বলত।

ইমাম হিবাতুল্লাহ লালকায়ী (ওফাত: ৪১৮হি.) সে রকম একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে,

৩৯. মুর্তজা যবাইদী: উকুদুল জওয়াহিরিল মুনীফা, ১/১৫পৃ.।

ـمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ، يَقُولُ: مَرَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِسَكْرَانَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ، يَا مُرْجِئُ،
فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: صَدَقْتَ، الذَّنْبُ مِنِّي، جِئْتُ سَمَّيْتُكَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ

-"....আমি সুলায়মান ইবনে হারব ( ) কে বলতে শুনেছি, ইমাম আবূ হানীফা একজন মাতাল ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন সে তাকে বললো, হে আবূ হানীফা! হে মুর্জিয়া! ইমাম আবূ হানীফা তাকে বললেন, তুমি সত্য সত্য বলছ, দোষতো আমার, আমি তোমাকে মু'মিন (ঈমান আছে বিধায় পাপী করার কারণেও ঈমানদার) বলেছি।"[৪০]

এ সনদের রাবী সুলায়মান ইবনে হারব ( ) হাফেজুল হাদিস, সিকাত, শাইখুল ইসলাম ছিলেন।[৪১] এ বর্ণনায় ইমাম আ'যম খুব সুন্দরভাবে নিজের মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদকে রদ করার সাথে সাথে তাকে ঈমানের হাকিকতের ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন। সে ব্যক্তি যখন তাঁকে বাতিলদের সাথে তাল মিলিয়ে মুর্জিয়া আখ্যায়িত করেছে তিনি তাকে খুব ধৈর্যের সাথে একটি কথার দিকে দৃষ্টি ফিরালেন যে, মুর্জিয়া আকিদাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা শরীয়তে আমলের বিরোধীতা করার কারণে পথভ্রষ্টের গর্তে পৌঁছে গেছে। তেমনি খারেজীরা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে কাফির বলে তার জানকে মুসলমানদের নিকট হালাল করে দিয়েছে। তাই তিনি তাকে বললেন, এটি আমার পাপ আমি তোমার মত পাপী ব্যক্তির জন্য শরীয়তকে সহজ করে দিয়েছি এবং তোমাকে মুর্জিয়া ও খারেজীদের মত না বলে মু'মিনের অন্তর্ভুক্ত করেছি। যাতে তুমি কখনো পরিবর্তিত হয়ে যাও এবং সঠিক রাস্তায় ফিরে আস এবং ভাল আমল করে পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে যাও।

গ. আমল ঈমানের অংশ নয়

'ইমাম আ'যম মুখের স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস' করাকে ঈমান বলেন। বাস্তবে তা তাঁ চিন্তার ফসল ছিল। আমলকে ঈমান বলার বোঝা থেকে পরিপূরক বলে উম্মতের জন্য সহজ করে দিলেন। অথচ অজ্ঞরা তার কারণে মুর্জিয়া বলা আরম্ভ করেছে। অথচ ইমাম আ'যমের বর্ণিত সংজ্ঞা বাস্তবে মানব ফিতরাতের অনুরূপ হয়েছে। কেননা আমরা যদি আমলকে ঈমানের অংশ বানাই তখন এরকম ব্যক্তি যে কালেমায়ে তায়্যিবা ব্যতীত অন্য কোন আমল করেনি সে মু'মিন থাকতে পারে না। আর যদি আমলকে ঈমানের পরিপূরক বলা হয় তখন সে ঈমান আনার পর পরিপূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করবে। ইমাম আ'য ঈমানের সংজ্ঞায় ঐ প্রজ্ঞাকে সামনে রেখেছেন যার বহিঃপ্রকাশ নবী থেকে মু'আযকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় হয়েছে।

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ

৪০. লালকায়ী: শরহ উসূলু ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ৫/১০৭২পৃ. : হা/১...

৪১. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা...

صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

-"অতিসত্ত্বর তুমি আহলে কিতাবের নিকট যাবে, যখন তুমি সেখানে পৌঁছবে, তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে কালেমায়ে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যের দিকে আহবান করবে। যদি তারা তোমাকের সাড়া দেয়, তখন তুমি তাদেরকে দিন-রাতের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ঘোষণা করবে, যদি তারা সেখানেও তোমার সাড়া দেয় তখন তাদেরকে যাকাত ফরযের কথা বলবে, যা তাদের ধনী থেকে সংগ্রহ করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।"[৪২]

উল্লিখিত পবিত্র হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আযকে ইয়ামেনে বিদ্যমান আহলে কিতাবের অন্তরে ইসলামকে পাকাপোক্ত করার জন্য ধর্মপ্রচারের পদ্ধিতিকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করেছেন। যাতে কোন বাধা ব্যতীত তাদের নিকট ধর্ম প্রচার হয়ে যায় এবং তারা ক্রমান্বয়ে তা কুবল করে নেন। যদি বাস্তবে ঈমান ও আমল এক হত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ ও রেসালতের সাথে সাথে নামায ও যাকাতের হুকুমও দিতেন। অথচ তিনি এরকম করেননি। সে কারণে ইমাম আ'যম রাসূলের সে সুন্নাতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঈমানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করলেন এবং আমলকে ঈমানের পরিপূরক বললেন। তাই সুন্নাতের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলশ্রুতিতে মুর্জিয়া সাব্যস্ত করা তাদের ধর্মীয় ইখলাছ ও আমানতদারীর প্রতি অবজ্ঞা নয়; বরং তা সুন্নাতে রাসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত মতেরও অবজ্ঞা করার নামান্তর। মুর্জিয়া তো তাদের ভুল বিশ্বাসের কারণে এত পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তারা আমল তো মানেও না, তাদের মধ্যে থেকে একদল তো শুধুমাত্র মুখে বিশ্বাস করাকেই পরিপূর্ণ ঈমান বলে। অথচ ইমাম আ'যম এরকম বাতিল বিশ্বাস রাখতেন না; বরং তাঁর বিশ্বাসে এক ধরনের দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়নতা ছিল, যা শুধু আল্লাহর চাহিদা ও সুন্নাতে রাসূল মোতাবেক ছিল; বরং বর্তমান নতুন গবেষণা মতেও তা সঠিক প্রমাণিত।

ঘ. ইমাম বুখারী ( )'র উপর কুরআনকে সৃষ্টি বলার অপবাদ

ইমাম মুসলিম, ইমাম বুখারী সম্পর্কে একটি মত ব্যক্ত করলেন, যাকে ইমাম ইবনে আসকালানী ইমাম বুখারীর জীবনীতে লিখেন,

وَقَالَ مَسْلَمَةُ فِي الصلة كَانَ ثِقَةً جَلِيلَ الْقَدْرِ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ خُرَاسَانَ فَهَرَبَ وَمَاتَ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ

-"মুহাদ্দিস মাসলামা তাঁর ছিলত গ্রন্থে লিখেন, ইমাম বুখারী বিশ্বস্ত, উঁচু মাপের হাদীসের আলিম ছিলেন। তিনি 'কুরআনকে সৃষ্টি' বলেন, যার উপর খুরাসানের আলিমগণ

৪২. ১. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবুল যাকাত, ২/১২৯পৃ. হাদিস/১৪৯৬।
২. বুখারী, আস-সহীহ, ৫/১৬২, হাদিস/৪৩৪৭
৩. নাসায়ী : আস সুনান, কিতাবুয যাকাত, ৫/৫৫, হাদিস/২৫২২।
৪. আহমাদ ইবনে হাম্বাল, আল মুসনাদ, ১/২৩৩পৃ.।
৫. ইবনে খুযাইমা: আস সহীহ, ৪/২৩পৃ., হাদিস/২২৭৫।

প্রমাণিত হাদিসে ... তিনি সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন এবং গোপন
বিরোধীতা করেছেন, তখন তিনি সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন এবং গোপন
অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।"[৪৩]

কিন্তু ইমাম বুখারী তা অস্বীকার করেছেন, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নছর মারুযী বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারীকে বলতে শুনেছি-

مُحَمَّد بن نصر المروزي سمعت محمد بن إسماعيل يَقُوْل مَنْ قَالَ عَنِّي إِنِّي قُلْتُ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ فَقَدْ كَذِبَ

-"যে বলে, আমি বলেছি- কুরআনের ভাষা সৃষ্টি, তখন সে মিথ্যা বলেছেন।"[৪৪]

যে রকম ইমাম বুখারীর উপর 'কুরআন সৃষ্টি' হওয়ার ভিত্তিহীন অপবাদ দেওয়া স
হাদীস বর্ণনায় ও তার সততায় প্রভাব পড়ে না, তেমনি ইমাম আ'যমের উপর মু
বলার ভিত্তিহীন অপবাদের কারণে তাঁর বিশ্বস্ততায় কোন প্রভাব পড়বে না।

ঙ. সিহাহ সিত্তায়ও মুর্জিয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে

পূর্বে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম আ'যমের উপর মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদ ভিত্তিহীন ছিল
বাস্তবে ইমাম সাহেবকে কলুষিত করার জন্য গোড়ামী বেদাতি দল থেকে অপবাদ দে
হয়েছে। এ গবেষণা দ্বারা এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে ভিত্তিহীন অপবাদের কা
তার জ্ঞানের গভীরতায় ও হাদীসের নির্ভরতায় কোন ধরনের প্রভাব পড়ে না। বে
সেই অপবাদ এমন ভিত্তিহীন ছিল যে রকম বুখারীর বেলায় কুরআন সৃষ্টি অপ
ভিত্তিহীন ছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে-কয়েকজন হাদীসের রাবীদের উপর মুর্জিয়া হওয়ার অপ
দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য সিহাহ সিত্তার ইমা
তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন। যাদের কিছুর তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হল-

(১) আব্দুল আযীয ইবনে আবী রাওয়াদের উপর মুর্জিয়ার অপবাদ দেয়া সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনা

ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে আবী রাওয়াদ (ওফাত: ১৫৯ হি.) কে হাদীসের ইমা
মুর্জিয়া বলেছেন। ইমাম ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক জওযানী তাঁর সম্পর্কে বলেন-
عابدا غاليا في الإرجاء -"তিনি আবিদ ছিলেন ও তবে মুর্জিয়া ফিরকার উপর
ছিলেন।"[৪৫] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল তাঁর সম্পর্কে বলেন,

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: كَانَ مُرْجِئاً، رَجُلاً صَالِحاً

-"আব্দুল আযীয নেককার ব্যক্তি ও মুর্জিয়া ছিলেন।"[৪৬] ইমাম বুখারী বলেন-

وَقَالَ الحُمَيدِيّ، عَنْ يَحْيَى بنِ سُلَيم: كَانَ يَرَى الإِرْجَاءَ.

-" আমাকে হুমাইদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সালীম তায়েফী থেকে তিনি বলেন, ইমাম আব্দুল আযীয সে মুর্জিয়া আক্বিদায় বিশ্বাসী।"[৪৭] তারপরও ইমাম বুখারী তার হাদিস গ্রহণ করেছেন। ইমাম ইবনে সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন- وكان مرجئا -"মুর্জিয়া ছিলেন।"[৪৮] এতদসত্ত্বেও ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে আবী রওয়াদ থেকে ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।[৪৯]

(২) ইব্রাহীম ইবনে তাহমানের উপর মুর্জিয়ার অপবাদ দেয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা

ইমাম ইব্রাহীম ইবনে তাহমান (ওফাত: ১৬৮ হি.) যিনি ইমাম আ'যমের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। ইমাম যাহাবী ও আসকালানী ইমাম আ'যমের জীবনীতে লিখেন,

حَدَّثَ عَنْ وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ طَهْمَانَ عَالِمَ خُرَاسَانَ

-"খুরাসানের আলিম ইব্রাহীম ইবনে তাহমান ইমাম আবূ হানীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"[৫০] ইমাম ইব্রাহীম ইবনে তাহমানের উপর ইমামগণ মুর্জিয়ার অপবাদ দিয়েছেন তার কারণ তিনি ইমাম আযমের ছাত্র। ইমাম যাহাবী 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'তে তাঁর জীবনীতে কিছু ইমামগণ থেকে তিনি মুর্জিয়া হওয়ার কথা উল্লেখ করছেন।

১.ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةُ: ثِقَةٌ، حَسَنُ الحَدِيْثِ، يَمِيْلُ شَيْئاً إِلَى الإِرْجَاءِ فِي الإِيْمَانِ

-" ইমাম সালেহ মুহাম্মদ জাযারাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি বিশ্বস্ত, তাঁর হাদীস সুন্দর, ঈমানে মুর্জিয়ার দিকে ঝুক।"[৫১]

২. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, সে মুর্জিয়া।

৩. ইমাম আবী হাতিম বলেন, খুরাসানের দু'টি শায়খ মুর্জিয়া ছিলেন এবং উভয়ই বিশ্বস্ত ছিলেন। যথা- ১. আবূ হামযাহ সুকারী ২. ইব্রাহীম ইবনে তাহমান।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল তাঁর সম্পর্কে বলেন,

وَقَالَ أَحْمَدُ: كَانَ مُرْجِئاً، شَدِيْداً عَلَى الجَهْمِيَّةِ.

-"তিনি মুর্জিয়া ছিলেন এবং জাহমিয়ার ব্যাপারে কঠিন ছিলেন।"[৫২]

---

৪৩. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৫৪ পৃ. ক্রমিক. ৫৩
৪৪. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৫৪ পৃ. ক্রমিক. ৫৩।
৪৫. জওযুযানী: আহওয়ালুর রিজাল, ১/১৫২ পৃ., ক্রমিক.২৬৮।
৪৬. আসকালানী: তাহযীবুত-তাহযীব, ৬/৩০২পৃ., যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ...

৪৭. ১. বুখারী: আত তারিখুল কাবীর, ৬/২২, ক্রমিক.১৫৬১।
২. বুখারী: আদ্বুআফাউস সগীর, ১/৭৪ পৃ.।
৪৮. ইমাম ইবনে সা'দ, তবকাতুল কোবরা, ৬/৩৯পৃ. ক্রমিক. ১৬২৫
৪৯. ১. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবুস সালাত, হাদিস: ৫৩০
২. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, হাদিস: ১৯৭২।
৩. আবূ দাউদ : আস সুনান, কিতাবুস সালাত, হা/৫৩৩, হা/১৬১৪, হা/১৮৭৬, হা/৪০৯৪।
৪. নাসায়ী: আস সুনান, কিতাবুয যীনাত, হাদিস: ৫৩৩৪, এবং হা/১৩৫১।
৫. ইবনে মাজাহ: আস সুনান, কিতাবুল আযান, হাদিস: ৭১২।
৫০. ১. যাহাবী: সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৩৯৩পৃ.।
২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ১০/৪০১পৃ.।
৫১. যাহাবী: সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩৮০ পৃ.।

. ইমাম যাহাবী () উল্লেখ করেন-

وَقَالَ الجُوْزَجَانِيُّ: فَاضِلٌ، يُرْمَى بِالإِرْجَاءِ

"ইমাম জুযাজানী () বলেন, তিনি মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন তবে মুর্জিয়া হওয়া... অপবাদ রয়েছে।"[৫৩]

...ইমাম আ'যমের শিষ্য ইমাম ইব্রাহীম ইবনে তাহমানের উপর মুর্জিয়া হওয়ার অপবা... দেওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমা... নাসয়ী, ইমাম ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমদ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা... জন্য সিহাহ সিত্তার নিম্নোক্ত রেফারেন্স দেখা যেতে পারে।[৫৪]

৩. আইয়্যুব ইবনে আয়িয আল-কুফীর উপর মুর্জিয়ার অপবাদ দেয়া সত্ত্বেও তাঁ... হাদীস বর্ণনা

ইমাম বুখারী নিজ কিতাবে ইমাম ইবনে আয়িযের জীবনীতে তাঁর সম্পর্কে লিখেন- ...يرى الإرجاء-"তিনি মুর্জিয়া আকীদায় বিশ্বাসী।"[৫৫] ইমাম ইবনে হাজার আসকালা... () উল্লেখ করেন-

...المبارك: كان صاحب عبادة ولكنه كان مرجئا, وقال ابن حبان في الثقات: كان مرجئا ...طئ وقال أبو داود: لا بأس به, وفي رواية: ثقة إلا أنه مرجئ

-"ইবনে মোবারক () বলেন, তিনি অধিক ইবাদতকারীদের একজন তবে তি... মুর্জিয়া ছিলেন। ইমাম ইবনে হিব্বান তার কিতাবুস সিকাতে বলেন, তিনি মুর্জি... ছিলেন, হাদিসে ভুল করতেন, ইমাম আবু দাউদ বলেন, তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কে... অসুবিধা নেই; অন্য বর্ণনায় তিনি বিশ্বস্ত মুর্জিয়া ছাড়া।"[৫৬]

ইমাম আয়ূব ইবনে 'আয়িযের বিশ্বাস মুর্জিয়া হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলি... ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।[৫৭] নিম্নোক্ত রেফারেন্স দে... যেতে পেতে।[৫৮]

---

৫২. যাহাবী: সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩৮০-৩৮১পৃ.।
৫৩. যাহাবী: সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩৮২পৃ.।
৫৪. ক. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবুল জুম'আ, হাদিস: ৮৯২, হা/১১০৭।
খ. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদিস: ২২৭৭, হা/১১৪২, হা/৯৫৪।
গ. তিরমিযী: আস সুনান, হাদিস: ৩৭২, হা/২৬৩৩।
ঘ. আবূ দাউদ : আস-সুনান, কিতাবু জুম'আ, হাদিস: ১০৬৮, হা/১৩৭৯।
ঙ. নাসায়ী: আস সুনান, হাদিস: ২৪৬৫, এবং হা/৪১৬।
চ. ইবনে মাজাহ: আস সুনান, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, হাদিস: ১২২৩, হা/৩৪১, হা/৮৬৮।
৫৫. বুখারী: আত তারিখুল কবীর, ১/৪২০পৃ. ক্রমিক. ১৩৪৬, বুখারী : আয যুআফাউস সগীর, ১/১৮পৃ..
ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৪০৭পৃ. ক্রমিক. ৭৪৬
৫৬. বুখারী: আত তারিখুল কবীর, ১/৪২০পৃ. ক্রমিক. ১৩৪৬, বুখারী : আয যুআফাউস সগীর, ১/১৮পৃ..
ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৪০৭পৃ. ক্রমিক. ৭৪৬
৫৭. বুখারী: আত-তারিখুল কাবীর, ১/৪২০পৃ. ক্রমিক. ১৩৪৬, বুখারী : আয যুআফাউস সগীর, ১/১৮পৃ..
ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৪০৭পৃ. ক্রমিক ৭৪...

৪. ওসমান ইবনে গিয়াছের উপর মুর্জিয়ার অপবাদ দেয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা

ইমাম মিয্যী তাহযীবুল কামালে, ইমাম ওসমান ইবনে গিয়াছ রাসেবী যাহরানী বসরীর জীবনীতে তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন,

وَقَال أَبُو عُبَيد الأجري ، عَن أَبِي داود: مرجئة البصرة: عبد الكريم أبو أمية، وعثمان بن غياث، والقاسم بن الفضل

-"বসরার মুর্জিয়া হলেন, আবূ উমাইয়্যাহ আব্দুল করীম, ওসমান ইবনে গিয়াছ ও কাসেম ইবনে ফযল।"[৫৯]

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল তাঁর সম্পর্কে বলেন,

وَقَال احمد بن حنبل: ثقة، وكَانَ يرى الإرجاء.

-'তিনি বিশ্বস্ত ও মুর্জিয়া ছিলেন।"[৬০]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ তাঁর উপর নির্ভর করে নিজ নিজ গ্রন্থে তাঁর থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। এ জন্য নিম্নোক্ত রেফারেন্স দেখা যেতে পারে।[৬১]

৫. ওমর ইবনে যর আল-হামদানীর উপর মুর্জিয়ার অপবাদ দেয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনা

ইমাম মিয্যী 'তাহযীবুল কামাল' ও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী 'তাহযীবুত তাহযীব'- এ ইমাম ওমর ইবনে যর হামাদানীর সম্পর্কে ইমামদের নিম্নোক্ত মতামত তুলে ধরেছেন-

১. সুনান প্রণেতা ইমাম আবূ দাউদ বলেন-

وَقَال أَبُو عُبَيد الآجري، عَن أَبِي داود: كَانَ رأسا فِي الإرجاء

-"আবু ওবায়দা আজরী () তিনি ইমাম আবু দাউদ () থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ওমর ইবনে যর সম্পর্কে বলেন, সে মুর্জিয়াদের নেতা ছিলেন।"[৬২]

---

৫৮. ক. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবুল মাগাজী, ৫/১৬২ পৃ. হাদিস/৪৩৪৬।
খ. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, ১/৪৭৯ পৃ. হাদিস: ৬৮৭।
গ. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল জুম'আ, ১/৭৫৩ পৃ. হাদিস/৬১৪।
ঘ. নাসায়ী, আস সুনান, হাদিস: ১৪৪১, হা/২৩৭৭, হা/৪৭৮৭, হা/৪৮৪০।
৫৯. মিয্যী: তাহযীবুল কামাল, ১৮/২৬৪পৃ.।
৬০. মিয্যী: তাহযীবুল কামাল, ১৯/৪৭৪পৃ.।
৬১. ক. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৫/১৩ পৃ. হাদিস: ৩৬৯৩, হা/১৫৭২।
খ. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু ফাযায়িলুস সাহাবা, ৪/১৮৬৭ পৃ. হাদিস: ২৪০৩, হা/৮।
গ. আবূ দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪/২২৪ পৃ. হাদিস: ৪৬৯৬।
ঘ. নাসায়ী: আস সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, ২/১৩৫ পৃ. হাদিস: ৯০৮।
৬২. ১. মিয্যী: তাহযীবুল কামাল, ২১/৩৩৬ পৃ.।
২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৩৯০পৃ.।

২. ইমাম মিয্যী (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন-

وَقَال أَبُو حاتم : كان صدوقا، وكان مرجئا

-"ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) বলেন, তিনি সত্যবাদী এবং মুর্জিয়া আক্বিদায় বি... ছিলেন।"[৬৩]

৩. তিনি আরও উল্লেখ করেন-

قَال العجلي : عُمَر بْن ذر القاص كَانَ ثقة بليغا، وكان يرى الإرجاء

-"ইমাম আজলী (রহঃ) বলেন, উমর বিন যার তিনি সিকাহ ছিলেন তবে মু... আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন।"[৬৪]

৪. ইমাম আবূ আছিম রহঃ বলেন,

عُمَر بْن ذر كوفي ثقة مرجئ.

-"আবূ যর (ওমর ইবনে যর) কূফী, বিশ্বস্ত ও মুর্জিয়া ছিলেন।"[৬৫]

ইমাম ওমর ইবনে যর হামদানীর উপর মুর্জিয়ার অপবাদ লাগানো সত্ত্বেও ইমাম বুখা... ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী নিজ কিতাবে তাঁর থেকে ব... করেছেন। নিম্নোক্ত রেফারেন্স দেখা যেতে পারে।[৬৬]

৬. আবু মুয়াবিয়া ইবনে হাযমের উপর মুর্জিয়ার অপবাদ দেয়া সত্ত্বেও ত... হাদীস বর্ণনা

ইমামগণ আবূ মুয়াবিয়া যার মূল নাম (محمد بن خازم) মুহাম্মদ ইবনে খাযিম (ওফা... ১৯৫ হি.) উপর মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালা... তাঁর জীবনীতে বিভিন্ন ইমামগণের পর্যালোচনা তুলে ধরেছেন।

ل العجلي كوفي ثقة وكان يرى الإرجاء وكان لين القول فيه وقال يعقوب بن شيبة كان من
ات وربما دلس وكان يرى الإرجاء وقال الآجري عن أبي داود مرجئا وقال مرة كان
س المرجئة بالكوفة...... وذكره بن حبان في الثقات وقال كان حافظا متقنا ولكنه كان
جئا خبيثا ...... قلت وقال بن سعد كان ثقة كثير الحديث يدلس وكان مرجئا وقال
سائي ثقة في الأعمش وقال أبو زرعة كان يرى الإرجاء

৬৩. ১. মিয্যী: তাহযীবুল কামাল, ২১/৩৩৬ পৃ.।
২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৩৯০ পৃ.।
৬৪. ১. মিয্যী: তাহযীবুল কামাল, ২১/৩৩৬পৃ.।
২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৩৯০ পৃ.।
৬৫. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৩৯০পৃ.।
৬৬. ক. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবু বাদয়িল খালকে, بَابُ ذِكْرِ المَلاَئِكَةِ হাদিস/৩২১৮, হা/৬২৪৬।
খ. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবু তাফসীরুল কুরআন, ৫/১৬৭ পৃ. হাদিস: ৩১৫৮, হা/২৪৭৭।
গ. আবূ দাউদ : আস সুনান, কিতাবুল বুয়ূ, ৩/২৬০ পৃ. হাদিস: ৩৩৯৭।
ঘ. নাসায়ী: আস সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ, ২/১৫৯ পৃ. হাদিস: ৯৫৭।

-"ইমাম ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ, মুর্জিয়া ছিলেন। ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ (রহঃ) বলেন, তিনি সিকাহ, তাদলীস করতেন, মুর্জিয়া আক্বিদার লোক ছিলেন। আজরী তিনি ইমাম আবূ দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, সে মুর্জিয়া ছিলেন। তার থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, তিনি কুফায় মুর্জিয়াদের নেতা ছিলেন। ....ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন, বলেছেন, তিনি হাফেয ছিলেন, খবিস প্রকৃতির মুর্জিয়া ছিলেন। ....আমি (ইবনে হাজার) বলি, ইমাম ইবনে সা'দ বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও অধিক হাদীসের বর্ণনাকারী ছিলেন। তাদলীস করতেন এবং মুর্জিয়া ছিলেন। ইমাম আবূ যুরআ' বলেন, তিনি মুর্জিয়া আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন।"[৬৭]

ইমাম যাহাবী, আবূ মুয়াবিয়া যরীর সম্পর্কে এতদূর পর্যন্ত বলেন-

إن وكيعا لم يحضر جنازته للارجاء.

-"নিশ্চয়ই বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও সিহাহ সিত্তার রাবী ওয়াকী ইবনে জাররা রহঃ সে মুর্জিয়া হওয়ার কারণে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেননি।"[৬৮] দেখুন ইমাম ওয়াকী (রহঃ) এখানে তার জানাযায় যাননি, অথচ তিনি ইমাম আযমের জানাযায় শরীক ছিলেন এব... তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবূ মুয়াবিয়া মুহাম্মদ ইবনে হাযিম থেকে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমা... তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত রেফারেন্স দেখা যেতে পারে।[৬৯]

ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইবনে সা'দ, ইমাম আবূ যুরআ' ও ইমা... ওয়াকীর ভাষায় ইমাম মুহাম্মদ ইবনে খাযেম মুর্জিয়া হওয়া প্রমাণিত। মুর্জিয়া হওয়া... সত্ত্বেও সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত তাঁর বর্ণনাকে এক নযর দেখে নিন।

ক. সহীহ বুখারীতে মুহাম্মদ ইবনে খাযেম থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা: ৫০
খ. সহীহ মুসলিমে মুহাম্মদ ইবনে খাযেমের বর্ণনার সংখ্যা: ২৫০
গ. সুনানে তিরমিযীতে মুহাম্মদ ইবনে খাযেমের বর্ণনার সংখ্যা: ১২০
ঘ. সুনানে আবূ দাউদে মুহাম্মদ ইবনে খাযেমের বর্ণনার সংখ্যা: ২৫০
ঙ. সুনানে নাসায়ীতে মুহাম্মদ ইবনে খাযেমের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা: ৬৫
চ. সুনানে ইবনে মাজাহতে মুহাম্মদ ইবনে খাযেমের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা: ১৫০

অর্থাৎ শুধুমাত্র একজন মুর্জিয়া ইমাম থেকে সিহাহ সিত্তায় পুরো বর্ণনার সংখ্যা ৭২০

৬৭. আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৯/১৩৯ :ক্রমিক.১৯২।
৬৮. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, ৪/৫৭৫পৃ. ক্রমিক.১০৬১৯।
৬৯. ক. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবুত তাহারাত, ৬/২৭ পৃ. হাদিস/২১৮, হা/৪৮০১।
খ. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুত তাহারাত, হা/৯৩৬, হা/৯৩৯।
গ. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবু সালাত, ১/২৮২ পৃ. হাদিস: ২০৭।
ঘ. আবূ দাউদ : আস সুনান, ৪/৩৬ পৃ. হাদিস: ৩৯৯৯, হা/১৭৩২।
ঙ. নাসায়ী: আস সুনান, কিতাবুন নেকাহ, ৬/৫৮ পৃ. হাদিস: ৩২১০, হা/১০৪, হা/৩২০।
চ. ইবনে মাজাহ: আস সুনান, কিতাবুল জিহাদ, ২/৯৩১ পৃ. হাদিস: ২৭৮৩, হা/৪২৮৪।

. ইমাম আযমের ফিকহের প্রধান ...
নেকে তাকে শুধু শুধু মুর্জিয়া অপবাদ দিয়েছেন। যেমন আবু বকর বিন আয়্যাশ বলে
كان مرجئا خبيثا-"তিনি খবিস প্রকৃতির মুর্জিয়া ছিলেন।"[৭০] ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লে
রেন- وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ثِقَةٌ، مُرْجِئٌ -"ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বি
ছিলেন তবে মুর্জিয়া আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন।"[৭১] তারপরও ইমাম মুসলিম ও সুনা
আরবাআতে তার হাদিস বিদ্যমান রয়েছে।[৭২]

৮. ইমাম বুখারীর উস্তাদ বিশর বিন মুহাম্মদ সাখতিয়ানী মুর্জিয়া হও সত্ত্বেও সহীহ বুখারীতে হাদিস গ্রহণ

যার পরিচিত নাম ইমাম আবু মুহাম্মদ মারুজী। ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেন-

ذكره ابن حبان في الثقات. وقال كان: مرجئا

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে কিতাবুস সিকাত গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন, তি মুর্জিয়া ছিলেন।"[৭৩] অথচ ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর হাদিস সহীহ বুখারীতে গ্র করেছেন।[৭৪]

৯. যার ইবনে আব্দুল্লাহ হামদানী কুফী মুর্জিয়া হওয়া সত্ত্বেও সিহাহ সিত্তা হাদিস গ্রহণঃ

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন- وقال أبو داود كان مرجئا -"ইমাম আ দাউদ (রহ.) বলেন, তিনি মুর্জিয়া ছিলেন।"[৭৫] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

قال الساجي وزاد كان يرى الإرجاء

-"ইমাম সাজী বলেন, তিনি মুর্জিয়া ছিলেন।"[৭৬] অথচ সিহাহ সিত্তার সকল কিতাবে তাঁ হাদিস বর্ণিত আছে।[৭৭]

১০. আসেম ইবনে কুলাইব বিন শিহাব মুর্জিয়া হওয়া সত্ত্বেও হাদিস গ্রহণ:

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

قال شريك بن عبد الله النخعي كان مرجئا

-"ইমাম শারীক ইবনে আব্দুল্লাহ নাখঈ (রহ.) বলেন, তিনি মুর্জিয়া ছিলেন।"[৭৮]

৭০. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৪/১৫০পৃ. ক্রমিক. ১৩৪১
৭১. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/২৩৪পৃ. ক্রমিক. ৯৯, মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামা ৪/১৫০পৃ. ক্রমিক. ১৩৪১
৭২. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/২৩১পৃ. ক্রমিক. ৯৯
৭৩. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৪৫৭পৃ. ক্রমিক. ৮৪১
৭৪. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৪৫৭পৃ. ক্রমিক. ৮৪১
৭৫. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/২১৮পৃ. ক্রমিক. ৪১৬
৭৬. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/২১৮পৃ. ক্রমিক. ৪১৬
৭৭. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/২১৮পৃ. ক্রমিক. ৪১৬

অথচ ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর আদাবুল মুফরাদে, ইমাম মুসলিম তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে এবং সুনানে আরবাআতে তাঁর হাদিস বর্ণিত আছে।[৭৯]

১১. আব্দুল মাজিদ বিন আব্দুল আযিয বিন রাওয়্যাদ আযদী মুর্জিয়া হওয়া সত্ত্বেও হাদিস গ্রহণঃ

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেন- قال المروذي عن أحمد كان مرجئا -"ইমাম মারওজী (রহ.) তিনি ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সে মুর্জিয়া ছিলেন।"[৮০] অথচ তাঁর হাদিস সহীহ মুসলিমে, সুনানে আরবাতে রয়েছে।[৮১]

১২. উমর বিন আমের সুলামী মুর্জিয়া হওয়া সত্ত্বেও হাদিস গ্রহণঃ

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وقال العقيلي ثنا عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول عمر بن عامر ثقة ثبت في الحديث إلا أنه كان مرجئا

-"ইমাম উকায়লী (রহ.) বলেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (রহ.) থেকে তিনি তার পিতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কে তাঁর সম্পর্কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, উমর বিন আমের হাদিসে সিকাহ, দৃঢ় তবে মুর্জিয়া আক্বিদা ছাড়া।"[৮২] তা সত্ত্বেও ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমে এবং নাসাঈ (রহ.) তাঁর হাদিস গ্রহণ করেছেন।[৮৩]

১৩. কায়েস বিন মুসলিম জাদলী মুর্জিয়া হওয়া সত্ত্বেও সিহাহ সিত্তায় হাদিস গ্রহণঃ

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

قال علي عن يحيى كان مرجئا

-"আলী তিনি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি মুর্জিয়া ছিলেন।"[৮৪] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو داود كان مرجئا وقال النسائي ثقة وكان يرى الإرجاء

-"ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, তিনি মুর্জিয়া ছিলেন, ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি সিকাহ ছিলেন বটে তবে মুর্জিয়া আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন।"[৮৫] অথচ সিহাহ সিত্তার সকল কিতাবে তাঁর হাদিস বর্ণিত আছে।[৮৬]

৭৮. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৫/৫৬পৃ. ক্রমিক. ৮৯
৭৯. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৫/৫৫পৃ. ক্রমিক. ৮৯
৮০. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/৩৮২পৃ. ক্রমিক. ৭২৪
৮১. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/৩৮১পৃ. ক্রমিক. ৭২৪
৮২. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/৪৬৭পৃ. ক্রমিক. ৭৭৫
৮৩. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/৪৬৬পৃ. ক্রমিক. ৭৭৫
৮৪. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৪০৩পৃ. ক্রমিক. ৭২২
৮৫. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৪০৪পৃ. ক্রমিক. ৭২২

১৪. মুহাম্মদ বিন খাযেম আত-তামীমী মুর্জিয়া হওয়া সত্ত্বেও সিহাহ সিত্তায় হাদিস গ্রহণ:

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার জীবনীতে ইমাম ইবনে হিব্বানের সূত্রে উল্লেখ করেন- كان مرجئا خبيثا -"তিনি খুব খবিস প্রকৃতির মুর্জিয়া ছিলেন।"[৮৭] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال العجلي كوفي ثقة وكان يرى الإرجاء وكان لين القول فيه وقال يعقوب بن شيبة كان من الثقات وربما دلس وكان يرى الإرجاء وقال الآجري عن أبي داود مرجئا وقال مرة كان رئيس المرجئة بالكوفة

."ইমাম ইজলী বলেন, তিনি কুফার অধিবাসী, মুর্জিয়া ছিলেন,....ইয়াকুব বিন শায়বা বলেন, তিনি সিকাহ, তাদলীসকারী, মুর্জিয়া ছিলেন, ইমাম আজরী তিনি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, মুর্জিয়া ছিলেন, তাঁর থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুর্জিয়াদের নেতা ছিলেন।"[৮৮] এক জামাত ইমাম তাকে এরূপ বলেছেন। অথচ সিহাহ সিত্তার সকল কিতাবে তাঁর হাদিস বর্ণিত আছে।[৮৯]

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, বাকী হাদীসের ইমামগণ যাঁদের ব্যাপারে মুর্জিয়া হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তাঁদের থেকে অনেক হাদীস সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত রয়েছে। উল্লিখিত কিছু ইমামের অবস্থা এজন্য তুলে ধরা হল, যাতে এ চিন্তার অবসান ঘটে যে, যে মুহাদ্দিসের উপর মুর্জিয়া হওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে ফলে হাদীসে তিনি দূর্বল নন। তাইতো তাঁদের থেকে সিহাহ সিত্তার ইমামগণ হাজারো হাদীস গ্রহণ করেছেন। যদি এ সকল মুহাদ্দিস দূর্বল হতো বা মুর্জিয়া হওয়ার অভিযোগ এত কঠিন হতো তখন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তাঁদের থেকে বর্ণনা নিতেন না। তাঁদের ব্যতীত আরো অনেক রাবী রয়েছেন যাঁদের ব্যাপারে কিছু ইমাম খারেজী ও মু'তাযেলার মত বাতিল দলের সহযোগী হয়ে মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য সিহাহ সিত্তার ইমামগণ তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

সহীহ বুখারীতে আরো ১১ জন মুর্জিয়া রাবীর তালিকা

হাদীসশাস্ত্রের সমালোচক ইমামগণও রাবীদের কিতাব বাহ্যিক দৃষ্টিতে নজর দিলে সহীহ বুখারীতে ১১জন রাবীর ব্যাপারে মুর্জিয়া হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তারা হলেন-

১. ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযিদ ইবনে শরীক তাইমী (ওফাত: ৯৩ হি.)[৯০]
২. 'আমর ইবনে মুররা (ওফাত: ১১৮ হি.)।[৯১]

৮৬. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৪০০পৃ. ক্রমিক. ৭২২
৮৭. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/১০৯পৃ. ক্রমিক. ১২২
৮৮. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/১০৯পৃ. ক্রমিক. ১২২
৮৯. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/১০৯পৃ. ক্রমিক. ১২২
৯০. ১. ইবনে আবী হাতেম: আল জরহ ওয়াত তা'দীল, ২/১৪৫।
২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ১/১৫৪ পৃ.।
৯১. ১. আজলী : মারিফাতুল সেকাত, ২/১৫৪পৃ.।

৩. কায়স ইবনে মুসলিম জাদারী (ওফাত: ১২০ হি.)[৯২]
৪. সালেম ইবনে আজলান আফতাস (ওফাত: ১৩২ হি.)।[৯৩]
৫. শুয়াইব ইবনে ইসহাক দামেস্কী (ওফাত: ১৮৯ হি.)।[৯৪]
৬. ইউনুছ ইবনে বুকাইর (ওফাত: ১৯৯ হি.)।[৯৫]
৭. আব্দুল হামীদ ইবনে আব্দুর রহমান হিম্মানী (ওফাত: ২০২ হি.)।[৯৬]
৮. শাবাবাহ ইবনে সওয়ার মাদায়িনী ফযারী (ওফাত : ২০৬ হি.)।[৯৭]
৯. খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া (ওফাত ; ২৩ হি.)।[৯৮]
১০. বিশর ইবনে মুহাম্মদ সাখতিয়ানী (ওফাত: ২২৪ হি.)।[৯৯]
১১. যর ইবনে আব্দুল্লাহ হামদানী।[১০০]

এ বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা বুঝা যায়, কোন মুহাদ্দিসের উপর মুর্জিয়ার অপবাদ দেওয়ার পরও ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য সিহাহ সিত্তার ইমামগণ তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে এমন রাবীও আছেন যাঁদের মুর্জিয়া হওয়ার অভিযোগ স্বয়ং ইমাম বুখারী 'তারিখে কাবীরে' ও 'আদ-দুআফাউ সগীর' উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, বিশ্বস্ত সত্য বর্ণনাকারী মুর্জিয়া হওয়া সত্ত্বেও ইমামগণ তাঁদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁদের হাদীসকে প্রত্যাখান করেননি। যদি উল্লিখিত ১৪ ইমামের বর্ণনা সিহাহ সিত্তায় দু'হাজারও হয় তখন তো সিহাহ সিত্তায় দশহাজার হাদীস থেকে আট হাজার বাকী থাকবে। যখন এ সকল ইমাম বর্ণিত হাদীসকে ইমাম বুখারী পছন্দ করেছেন এবং তা সহীহতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা যিনি হাদীসশাস্ত্রের পণ্ডিত ও বিশেষ অবস্থানে

২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ৮/৮৯পৃ.।
৩. সুয়ূতী : তাবকাতুল হুফফায, ১/৫৪পৃ.।
৯২. ১. আজলী : মারিফাতুল সেকাত, ২/২২২পৃ.।
২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ৮/৩৬১পৃ.।
৯৩. ১. ইবনে আবী হাতেম: আল জরহ ওয়াত তা'দীল, [illegible]
২. যাহাবী: মীযানুল ই'তিদাল, ৩/১৬৭পৃ.।
৯৪. ১. যাহাবী: আল কাশেফ, ১/৪৮৬পৃ.।
২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, ১/[illegible]
৯৫. ১. উকাইলী : আয যুআফাউল কাবীর, [illegible]
২. যাহাবী: আল মুগনী ফিয যুআফা, [illegible]
৯৬. ১. আজলী : মারিফাতুল সেকাত, [illegible]
২. যাহাবী: মীযানুল ই'তিদাল ফি নাকদির রিজাল, [illegible]
৯৭. ১. আজলী : মারিফাতুল সেকাত, [illegible]
২. যাহাবী: [illegible]
৯৮. ১. [illegible]
২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, [illegible]
৯৯. ১. ইবনে হিব্বান, আস সেকাত, [illegible]
২. আসকালানী: তাহযীবুত তাহযীব, [illegible]
১০০. ১. যাহাবী: মীযানুল ই'তিদাল, [illegible]
২. আসকালানী: [illegible]

সমীচীন ছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করা যুক্তিসংগত; কিন্তু তা সত্ত্বে ইমাম বুখারী তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি কেন? তার কারণ আমাদের দৃষ্টিতে এটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। ইমাম বুখারী ও ইমাম আযমের মধ্যখানে কঠিন জ্ঞানগ মতানৈক্য ছিল, যার কারণে তিনি তাঁর থেকে বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন। যা কখনো তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ নয়।

১. কিছু কিছু অন্তরে ধারণা হয় যে, কিছু রাবী যাঁদের মধ্যে ইমাম আ'যমের শিষ্য ছিলেন, তাঁদের উপর মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদ দেওয়া হয়েছে, এমনকি ইমাম বুখারী নিজেই তার অভিযোগ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী তাঁদের থেকে বর্ণ করেছেন এবং আ'যমকে ছেড়ে দিয়েছেন তার কি কারণ?

তার উত্তর বলা যায়, আমাদের ইমাম বুখারীর আমানত, দিয়ানত, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা উপর কোন ধরনের সন্দেহ নেই কিন্তু পূর্বের আলোচনা থেকে একথা বুঝা যায় যে, ইমা আ'যমের বাস্তব স্থান, মর্যাদা ও হাদীসের পারদর্শিতার উপর বিরোধীরা এতবেশী প্রচা করেছেন এবং তাঁর মুর্জিয়া হওয়ার অপবাদ এত বেশী ছড়িয়ে দিয়েছেন যে, যা অন্য কারো বেলায় করা হয়নি। যার কারণে ইমাম বুখারীর মত মুহাদ্দিসগণের নেতা ও ইমাম পর্য বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছেন এবং ইমাম আ'যমের পরিপূর্ণ পরিচয় তিনি লাভ করতে পারেননি কেননা যতশক্তি ও জোর দিয়ে ইমাম আ'যম এ সকল বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে সোচ্চা হয়েছেন তারা তা রদ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিষাক্ত ছোবল লম্বা করেছে, যার কার ইমাম আ'যমের মহান মর্যাদা কয়েক হাদিসের ইমামদের নিকট উহ্য ছিল এবং তারা বাহ্যি অবস্থাকেই বাস্তব মেনে নিয়েছে।

২. দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন জাগে যে, ইমাম বুখারী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্যা ইমামগণও কি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন?

উল্লেখ থাকে যে, কয়েক হাদীসের ইমামগণ ইমাম আ'যম থেকে বর্ণনা করেছেন যাঁদে মধ্যে রয়েছেন ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইব হিব্বান, ইমাম ইবনে খুযাইমা, ইমাম বায়হাকী, ইমাম হাকেম নিশাপুরী, ইমাম আ রায্যাক, ইমাম শাফেয়ীর মত প্রখ্যাত মুহাদ্দিস।[১০১] ৬ লক্ষ হাদিসের হাফেয ইমা আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে মাত্র একটি হাদিস সহীহ বুখারীতে এনেছেন; অ মানে কি ইমাম আহমাদ (রহ.) হাদিস জানতেন না বা তার কোন সমস্যা ছিল? ইমা আবু ই'য়ালা (রহ.) তিনি একটি হাদিস সংকলন করেন-

دَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ،
نْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১০১. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরিবুত-তাহযিব, ৫৬৩ পৃ. ক্রমিক. ৭১৫৩। উদাহারণ স্বরূপ দেখুন-ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৩/২৪০ পৃ. হা/৯০৬, ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ২/৬১ হা/২৩২৭, ইমাম ইবনে খুজায়মা, আস-সহীহ, ১/৫৩১ পৃ., হা/১০৬৯, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৫/৪৭১ পৃ., হা/২১১০, হা/৩৭৮০, বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/২৭৭ পৃ. হা/৮৫০, ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৭/৩৫৯ পৃ. হা/১৩৪৭৪, ৯/৪২৯ পৃ. হা/১৭৯০১, ইমাম শাফেয়ী, আল-মুসনাদ,

-"আমাকে আবু হিশাম তাকে আবু উসামা তাকে ইমাম আবু হানিফা তাকে কায়েস ইবনে মুসলিম তাকে ত্বারেক ইবনে শিহাব তিনি সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন... ।"(ইমাম আবু ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, ৯/১৯ পৃ. হা/৫০৮৬, দারু মামুন লিততুরাস, দামেস্ক) এই হাদিসের গ্রন্থে আহলে হাদিস শায়খ হুসাইন সালেম আসাদ তাহকীকে বলেন- إسناده حسن -"এর সনদ 'হাসান' পর্যায়ের।" এই সনদটিকে তিনি 'হাসান' বলেছেন কেননা এই সনদে ইমাম আবু হানিফার শায়খ কায়েস ইবনে মুসলিম সিকাহ হলেও মুর্জিয়া। (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/১৬৪ পৃ. ক্রমিক. ৫৯) এখানে তিনি ইমাম আবু হানিফাকে হাদিসে অসুবিধা জনক মনে করেননি।

৪. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কী মুশরিক ছিলেন?

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ঈমানের সংজ্ঞা থেকেই অনেকে ভুল বুঝে ইমাম আযম (রহ.) কে মুরজিয়া অপবাদ দিতে থাকে, এভাবেই ধারাবাহিকভাবে তার উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া চলতে থাকে। একটি বিষয় হচ্ছে ইমাম বুখারী (রহ.) যামানা হিসেবে ইমাম আযম (রহ.) থেকে অনেক দূরে ছিলেন। কেননা তার জন্ম হল ১৯৪ হিজরীতে, আর ইমাম আযমের ওফাতই হল ১৫০ হিজরীতে; যার বিষয়ে সকলেই একমত। তাহলে ইমাম আযমের ওফাত সন হতে ইমাম বুখারীর জন্মের দূরুত্বই হল ৪৪ বছর। তাই তিনি তার যুগের মানুষ না হওয়ায় তিনি কারও থেকে শুনার উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে মুরর্জিয়া বলে হুকুম লাগিয়েছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ যাকে সকলে সহীহ বুখারীর পরে চিনে; যার নাম হচ্ছে তারিখুল কাবীর। ইমাম বুখারী (রহ.) এর একটি অভ্যাস ছিল যে তিনি কোন মিথ্যাবাদী রাবীকেও সহজে কখনো মিথ্যাবাদী বলতেন না। এ বিনম্র সমালোচক ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ক্ষেত্রে বিনম্রতা রাখতে পারেন নি। তিনি তার লিখিত 'আত-তারীখ আস-সগীর' গ্রন্থে তাঁর উস্তাদ নুআইম ইবন হাম্মাদ (ওফাত.২২৮হি.)-এর সূত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর একটি দেখুন নিম্নে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا نعيم بن حَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا الْفَزارِيَ قَالَ كنت عِنْد سُفْيَان فنعي النُّعْمَان فَقَالَ
الْحَمد لله كَانَ ينْقض الْإِسْلَام عُرْوَة عُرْوَة مَا ولد فِي الْإِسْلَام أشأم مِنْهُ

-"আমাদেরকে নুআইম ইবন হাম্মাদ বলেন, আমাদেরকে আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবন মুহাম্মদ ফাযারী বলেন, আমি সুফিয়ান সাওড়ীর কাছে ছিলাম, এমতাবস্থায় নু'মানের মৃত্যু সংবাদ আসল। তখন তিনি বলেনঃ আল-হামদু লিল্লাহ, সে ইসলামকে ধ্বংস করত, একটি একটি করে রশি ছিন্ন করে!! ইসলামের মধ্যে তার চেয়ে অধিক অশুভ আর কেউ জন্মগ্রহণ করে নি।"[১০২]

১০২. ইমাম বুখারী, আত-তারীখ আস-সগীর, ২/১০০পৃ. ক্রমিক. ১৯৪১, ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ৩/৬৬পৃ. ক্রমিক. ১১২৭ (নু'মান বিন সাবেতের জীবনীতে)

পর্যালোচনা :

এ কাহিনীটির একমাত্র বর্ণনাকারী <u>নুআইম ইবন হাম্মাদ</u> সুন্নাতের পক্ষে বিদআতে
বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। হানাফিদেরকে তিনি বিদআতী, মুতাযিলী, মুরজিয়া এ
হাদিস বিরোধী কিয়াস পন্থী 'আহলুল রায়' বলে প্রচার করতেন। এজন্য জাল হাদি
জালিয়াতিও তিনি পরোয়া করতেন। কিয়াস-পন্থীদেরকে বা হানাফীদেরকে ৭৩ ফিরক
মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফিরকা বলে উল্লেখ করে একটি হাদিস তিনি বর্ণনা করে
মুহাদ্দিসগণ একমত যে হাদিসটি ভিত্তিহীন জাল। অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন এ
তার জালিয়াতি। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন-

النَّسَائِي ضَعِيْفٌ وَقَالَ غَيْرِهِ كَا يَضَعَ الحَدِيْثَ فِي تقوية السنة وَحِكَايَات فِي ثلب أَبِي
نيفة كلها كذب

-"ইমাম নাসাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনাও দুর্বল ছিলেন। তিনি ও অন্যান্য
বলেন, তিনি সুন্নাতকে শক্তিশালী করার জন্য জাল হাদিস তৈরী করতেন এবং ইমা
আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিন্দায় কাহিনী তৈরী করতেন যা সবই মিথ্যা।"[১০৩] বুঝা গে
এই ঘটনা যিনি ইমাম বুখারীর নিকট বর্ণনা করেছেন তিনি নিজেই একজন জালিয়া
লোক। নুআইমের এ বর্ণনা সত্য হলে ইমাম আবু হানিফার দুর্বলতা প্রমাণ হতো
সুফিয়ান সাওড়ীর দুর্বলতা প্রমাণ হত। আমাদেরকে বলতে হত সুফিয়ান সাওড়ী এ ক
বলে পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন। কারণ কোন মানুষকে অশুভ বলা হাদিসে নিষিদ্ধ হারা
কোন ব্যক্তির কর্মের বা মতের দলিল ভিত্তিক সমালোচনা করা যায়। কিন্তু কোন আলি
তো দূরের কথা একজন সাধারণ পাপী মুসলিমকেও অশুভ বলা বা এভাবে ঢাল
অভিযোগ করা বৈধ নয়। তবে বাহ্যত এ কাহিনী সত্য নয়, বরং নুআইম ইব
হাম্মাদের বানানো। আল্লাহ আমাদেরকে ও পূর্ববর্তী আলেমদেরকে ক্ষমা করুন এ
দ্বীনের জন্য তাদের খিদমত কবুল করুন। আমিন

দ্বিতীয় বর্ণনা :

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এ ধরনের উদ্ধিতি উল্লেখ এখানেই শেষ নয় তিনি আরও বহু স্থা
ইমাম আবু হানিফার নিন্দায় বিভিন্ন অমূলক কথা বার্তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ত
বিখ্যাত গ্রন্থ 'আত-তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে ইমাম ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ)
জীবনীতে লিখেন-

ان بْن ثابت، أَبو حَنِيفَة، الكُوفِيُّ.....كَانَ مُرجِئًا، سَكَتُوا عنه، وعَنْ رَأْيِه، وعَنْ حديثه.

-"নু'মান বিন সাবিত আবু হানিফা কুফী....তিনি মুর্জিয়া ছিলেন, তারা (মুহাদ্দিস
তাঁর থেকে, তাঁর মত থেকে এবং তাঁর হাদিস থেকে নিরব হয়েছেন।"[১০৪]
শুধু তাই নয় ইমাম আযমের ছাত্র বিখ্যাত মুজতাহিদ ফকিহ ইমাম কাযি আবু ইউ
(রাহিমাহুল্লাহ) এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন-

১০৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১০/৪৬১পৃ. ক্রমিক. ৮৩১
১০৪. ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৮/৮১ পৃ. ক্রমিক. :২২৫৩

يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم، أَبو يُوسُف، القاضي. سَمِعَ الشَّيبانِيَّ. وصاحبُه أَبو حَنِيفَة تَرَكُوهُ

-"ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম কাযি আবু ইউসুফ...তাঁর সাথী (উস্তাদ) আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) <u>তাকে পরিত্যাগ করেছেন।</u>"[১০৫]

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এগুলো লিখার কারণ হল তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) কে মুরজিয়া হিসেবে জানতেন। তাই তাঁর ভুল ধারনায় আমাদের কিছু আসে যায় না। এবার আমরা ইমাম আযমের প্রতি কঠিন মিথ্যা একটি অভিযোগ যা ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেছেন; তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো এবং সেটির গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তাও আলোকপাত করবো। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেন-

قَالَ لِي ضِرار بْن صُرَد: حدَّثنا سُلَيم، سَمِعَ سُفيان، قَالَ لِي حَمَّاد بْن أَبِي سُليمان: أبلغ أبا حَنِيفة المشرك أَنِي بريءٌ منه. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: القرآن مخلوق

-"আমাকে দিরার ইবন সুরাদ বললেন, তাকে সালিম বলেছেন, তিনি সুফিয়ান সাওড়ী (রাহিমাহুল্লাহ) কে বলতে শুনেছেন, আমাকে হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান (ইমাম আযমের ফিকহের প্রধান উস্তাদ) বলেন, **আবু হানিফা নামক মুশরিককে** আমার পক্ষ থেকে জানাও যে, তাঁর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেনঃ আবু হানিফা বলে: **কোরআন সৃষ্ট।**"[১০৬]

পর্যালোচনাঃ আমরা দেখি যে ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে কোরআনকে সৃষ্ট বলার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখেছেন। কোরআনকে সৃষ্ট বলার বিরুদ্ধে যিনি কলম ধরেন তার নামে কোরআন সৃষ্ট বলার অভিযোগ, তাও তাঁর প্রিয়তম ও নিকটতম উস্তাদের নামে!

সনদ পর্যালোচনাঃ ১. এ কাহিনীটির একমাত্র বর্ণনা কারী <u>**আবু নুআইম ইবনে দিরার ইবন সুরাদ**</u>। তিনি কুফা একজন আলেম ছিলেন; কিন্তু তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন-

وقال يحيى بن معين: كذابان بالكوفة: هذا وأبو نعيم النخعي.

-"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কুফায় দুইজন মিথ্যাবাদী রয়েছেন একজন হলে এই ব্যক্তি (দিরার ইবনে সুরাদ) এবং আরেজন হলেন আবু নুআইম নাখঈ।"[১০৭] অথচ ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) স্বয়ং তাকে মাতরুক বা পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী বলেছেন।[১০৮] ইমাম ইবনে আদি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন তিনি শীয়া পন্থী ছিলেন।[১০৯] এছাড়া

১০৫. ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৮/৩৯৭পৃ. ক্রমিক. :৩৪৬৩
১০৬. ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৪/১২৭পৃ. ক্রমিক. ২১৯৮
১০৭. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩২৭পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫১ এবং তারিখুল ইসলাম, ৫/৫৮৯পৃ. ক্রমিক. ১৯২, ইমাম নববী, তাহযিবুল আসমাউ ওয়াল লুগাত, ১/২৫০পৃ. ক্রমিক. ২৬৬, ইমাম ইবনে হিব্বান, মাজরুহীন, ১/৩৮০পৃ. ক্রমিক. ৫১৫, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪/৪৫৬পৃ. ক্রমিক. ৭৯৮
১০৮. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩২৭পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫১, যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/৫৮৯পৃ. ক্রমিক. ১৯২

ইমাম আবু হাতেম, নাসাঈ, দারেকুতনী (রহ.) বলেছেন তার হাদিস বর্জক এবং দলিল
ইমাম যাহাবী (রহ.) তার বর্ণিত একটি হাদিস সংকলন করে সে সেই
যোগ্য নয়।"[১১০] ইমাম যাহাবী (রহ.) তার বর্ণিত একটি হাদিস সংকলন করে সে সেই সনদে থাকার কারণে সমাধান দেন যে- .وهذا حديث موضوع -"তার এই হাদিসটি জাল।"[১১১] তাই এই সনদে যেহেতু উক্ত রাবী রয়েছেন সেহেতু এটিও নিঃসন্দেহে জাল।

ইমাম মুগালতাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন-

وقال الساجي: عنده مناكير.

-"ইমাম সাজী (রহ.) বলেন, তার নিকট রয়েছে অনেক আপত্তিকর বর্ণনা।"[১১২]

২. এই সনদটির আরেকজন বর্ণনাকারী হলেন 'সুলাইম ইবনে ঈসা'; যার জীবনীতে ইমাম বুখারী এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। সেই একমাত্র সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) হতে ঘটনাটির বর্ণনাকারী। ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

روى عن الثوري خبرا منكرا ساقه العقيلي

-"তিনি সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) থেকে আপত্তিকর হাদিস বর্ণনা করতেন, ইমাম উকায়লী (রহ.) বলেন, তার হাদিস (নিক্ষেপ্ত) পরিহার যোগ্য।"[১১৩] ইমাম যাহাবী (রহ.) তার সংকলিত একটি হাদিস উল্লেখ করে লিখেন- .قلت: هذا باطل -"আমি বলি, তার এই হাদিস বাতিল।"[১১৪] এজন্যই ইমাম যাহাবী (রহ.) তার লিখিত আরেক দুর্বল রাবীদের গ্রন্থে লিখেন-"

قال العقيلي: مجهول. قلت: مقرئ مشهور.

-"ইমাম উকায়লী বলেন, তিনি মজহুল বা অপরিচিত, আমি বলি, সে কেবল কুফার প্রসিদ্ধ ক্বারী।"[১১৫] ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) লিখেন-

قَالَ الْعقيلِيّ مَجْهُول فِي النَّقْل وَحَدِيثه مُنكر عَن الثَّوْرِيّ غير مَحْفُوظ

-"উকাইলী বলেন, সে মাজহুল বা অপরিচিত......সে সুফিয়ান সাওড়ী হতে অসংরক্ষিত হাদিস বর্ণনা করতেন।" (দুআফা ওয়াল মাতরুকুন, ২/১৩পৃ. ক্রমিক. ১৪৯৬)

তাই বুঝতে পারলাম যে এমন দুজন ভিত্তিহীন লোকের অভিমত কখনই দলিল হতে পারে না। কিন্তু আমার মনে বড় কষ্ট কিভাবে এমন একজন ভিত্তিহীন মিথ্যুক লোকের অভিমত ইমাম বুখারী (রহ.) তার আসমাউর রিজালের গ্রন্থে সংকলন করলেন।

১০৯. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/১৬১পৃ. ক্রমিক. ৯৫০, ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৭/৩২পৃ. ক্রমিক. ২৫৫৩ তিনি ইমাম কুনী (রহ.) বরাতে উল্লেখ করেছেন, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪/৪৫৬পৃ. ক্রমিক. ৭৯৮

১১০. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩২৮পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫১

১১১. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/৫৮৯পৃ. ক্রমিক. ১৯২

১১২. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৭/৩২পৃ. ক্রমিক. ২৫৫৩

১১৩. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২৩১পৃ. ক্রমিক. ৩৫৪০

১১৪. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২৩১পৃ. ক্রমিক. ৩৫৪০

১১৫. যাহাবী, দিওয়ানুল দুআফা, ১/১৭৭পৃ. ক্রমিক. ১৭৯১

করেছেন তো করেছেনই কিন্তু কাহিনীটির কোন সমালোচনা করেননি; অথচ এই গ্রন্থটিই হচ্ছে আসমাউর রিজালের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যেখানে রাবীর বিষয়ে খুবই গবেষণা করে তার হাদিস গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

শুধু তাই নয় তিনি (বুখারী) তার আরেকটি আসমাউর রিজালের গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফাকে জাহমীয়া ফিরকার অনুসারী বলে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লেখ করেন-

سمعت إسماعيل بن عرعرة يقول قال أبو حنيفة جاءت امرأة جهم إلينا ههنا فأدبت نساءنا

-"আমি (বুখারী) ইসমাঈল ইবন আরআরাকে বলতে শুনেছি, আবূ হানিফা বলেন, জাহম (ইবন সাফওয়ান)-এর স্ত্রী আমাদের এখানে এসে আমাদের মহিলাদেরকে শিক্ষা দান করেন।"[১১৬] জাহম ইবনে সাফওয়ান হচ্ছেন জাহমীয়া ফিরকার মূল নেতা। তার স্ত্রীও সেই আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার জীবনীতে ইমাম আহমদ, ইবনে হিব্বান, ইবনে আদি, খতিবে বাগদাদী (রহ.) এই ফিরকার জনক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার স্ত্রী ইমাম আযমের এখানে আসে মানে জাহমের আক্বিদার সমর্থন করতেন বলে তিনি বুঝিয়েছেন। এই বর্ণনায় ইমাম বুখারীর উস্তাদ কোন উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিসও ছিলেন না যার উপর এত নির্ভর করে এত বড় একজন ইমামের নামে মিথ্যা তুহমত দেয়া হল। আসমাউর রিজালে তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

পাঠকবৃন্দের কাছেই আমার জিজ্ঞাসা যে এই অবস্থায় আমরা কী বলবো? এখানে আমি এ কারনে এগুলো উল্লেখ করেছি এ বিষয়গুলোর গ্রহণযোগ্যতা না জানার কারণে এক শ্রেণীর লোকেরা ইমাম আযমের নামে মিথ্যাচার করেই চলছেন। আমার উল্লেখের উদ্দেশ্য হল যাতে করে সেই মিথ্যুকদের মিথ্যাচার বন্ধ হয়।

৫. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নবিজীর পিতা-মাতা সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার 'আল-ফিকহুল আকবার' বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের ৪৮১ পৃষ্ঠায় জোর করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন যে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তার 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে রাসূল (ﷺ) এর পিতা মাতাকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ বলে উল্লেখ করেছেন। নাউযুবিল্লাহ

অথচ অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে এই কথাটি নেই। এমনকি ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার এই গ্রন্থের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় নিজে অকপটে স্বীকার করেছেন যে গ্রহণযোগ্য মাকতাবায় এই বাক্য নেই। শুধু তাই নয় তিনি এক পর্যায়ে স্বীকার করেছেন যে ইমাম আবু হানিফার কিতাব 'আল-ফিকহুল আকবার' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'শরহে ফিকহুল আকবারে' আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এই বাক্যটি উল্লেখ করেননি। তিনি তার গ্রন্থের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তা হল-"**কিন্তু (পৃথিবীর বিখ্যাত প্রকাশনী) দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ বৈরুত, লেবানন প্রকাশিত 'শারহুল ফিকহিল আকবার' পুস্তকে (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিতামাতা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন) বাক্য নেই।** অনুরূপভাবে কাদীমী

১১৬. ইমাম বুখারী, আত-তারিখ আস-সগীর, ২/৩৯পৃ. ক্রমিক. ১৭২৩

মোল্লা আলী ক্বারীর কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি, পাকিস্তান হতে প্রকাশিত শারহুল ফিকহিল আকবারেও বাক্যটি নেই।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি প্রথমে যে মাকতাবার নাম উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাকতাবা; আর তাতে যেহেতু এই বাক্যটি নেই; তাতেই বুঝা যায় ইমাম আযমের পরবর্তী সময়ে তার নামে কেহ এই বাক্য যুক্ত করে দিয়েছেন। আর আজকে কিছু লোক ইমাম আবু হানিফার নাম দিয়ে নবীজির পিতা-মাতার বিরোদ্ধে অপবাদ দেওয়ার অপচেষ্টা লিপ্ত।

৬. ইমাম আযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কী শুধু বাহ্যিকভাবেই পরহেযগার ছিলেন?

তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগনের মধ্যে বিদ্যমান ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিরুধী প্রচারণা আরও ব্যাপকতা লাভ করে চতুর্থ শতকে। আমরা দেখি যে এ শতক থেকে মুহাদ্দিসগনের মধ্যে মাযহাবী তাক্বলীদ প্রসার লাভ করে এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসই শাফেয়ী মাযহাব অনুসরণ করতেন। তৎকালিন পরিবেশে মাযহাবী কোন্দল দ্বারা তারা কম বেশী প্রভাবিত হতে লাগলেন, এর প্রভাব আমরা তাদের বক্তব্যের মধ্যে দেখতে পাই। এর বড় উদাহরণ ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তিনি ইমাম ইমাম আবু হানিফার বিষয়ে ভুয়া অযৌক্তিক বক্তব্য দেন; আর তা সুযোগ বুঝে বর্তমানের আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম আলবানী (মৃত্যু ১৯৯৯ইং) তার কুখ্যাত গ্রন্থ 'সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ' সহ আরও অনেক আহলে হাদিস উল্লেখ করেন। যেমন আলবানী উল্লেখ-

قال ابن حبان: وَكَانَ رجلا جدلا ظَاهر الْوَرع لم يكن الحَدِيث صناعته حدث بِمِائَة وَثَلَاثِينَ حَدِيثا مسانيد مَا لَهُ حَدِيث فِي الدُّنْيَا غَيره أَخطأ مِنْهَا فِي مائَة وَعشْرين حَدِيثا إِمَّا أَن يكون أقلب إِسْنَاده أَو غير مَتنه من حَيْثُ لَا يعلم فَلَمَّا غلب خَطؤُهُ على صَوَابه اسْتحق ترك الِاحْتِجَاج بِهِ فِي الْأَخْبَار

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি (আবু হানিফা) ছিলেন একজন ঝগড়াটে তার্কিক লোক, বাহ্যিক পরহেজগার ছিলেন, হাদিস তার বিদ্যার মধ্যে ছিল না। তিনি মোট ১৩০ টি হাদিস সনদসহ হাদিস বর্ণনা করেছেন। দুনিয়ায় বর্ণিত তার আর কো হাদিস নেই। এগুলোর মধ্যে তিনি ১২০ টি হাদিসে তিনি ভুল করেছেন। না জেনে হ সনদ উল্টে দিয়েছেন অথবা মতন পাল্টে দিয়েছেন। এভাবে নির্ভুল বর্ণনার চেয়ে ভু বর্ণনা আধিক্যের কারণে তিনি হাদিস বর্ণনায় পরিত্যক্ত বলে গণ্য হন।"[১১৭]

আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব :

উল্লেখ্য যে, তৎকালিন হানাফীদের সাথে শাফেয়ী ফকিহ ইমাম ইবনে হিব্বানের অত কঠিন শত্রুতা ছিল। হানাফীগণ সংখ্যাঘরিষ্ট হওয়াতে তাদের অত্যাচারও বেশি ছি ফলে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরা ভাবে বিষ

১১৭ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ ...

করেছেন। তিনি তার বিরুদ্ধে বড় বড় বই লিখেছেন এবং 'মাজরুহীন' গ্রন্থের সবচেয়ে বড় অনুচ্ছেদটি তিনি ইমাম আবু হানিফার কলঙ্ক বর্ণনা করার জন্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি নিজে যে সকল রাবীকে জালীয়াত বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে তাদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কোন মুহাদ্দিস যখন অন্য মুহাদ্দিসের জারূহ বা ত্রুটি বর্ণনা করেন এবং পারিপার্শিক প্রমাণ থেকে বুঝা যায় যে, তা যদি হয় আক্বিদা বা মাযহাবী ক্ষোভ জড়িত, তাহলে সে জারূহ বাতিল বলে গণ্য হয়। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ শাফেয়ী ফকিহ ইমাম সুবকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বক্তব্য আমরা পাই। সর্বপরি, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বিষয়ে ইলমুল হাদিসের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে তার বক্তব্য, সমালোচনা বা জারূহ সাধারণভাবে কঠিন; যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহীত হয় না। ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রায়ই ইবনে হিব্বানের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করেছেন। এক স্থানে ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার সম্পর্কে বলেন-

قلت: ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه

-"আমি বলি, ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রায়ই নির্ভরযোগ্যকে দুর্বল বলেন; এমনকি মনে হয়, তার মাথা থেকে কী বের হচ্ছে তা তিনি নিজেই বুঝেন না।"[১১৮] যেমন আফলাহ ইবন সাঈদ একজন মদিনার সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তার সম্পর্কে লিখেছেন-

وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات. لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال.

-"তিনি সিকাহ রাবীর নামে জাল হাদিস বর্ণনা করতেন। তার বর্ণনার হাদিস দিয়ে দলিল গ্রহণ বৈধ নয়।"[১১৯] নাউযুবিল্লাহ

অথচ ইমাম ইবনে মাঈন, আবু হাতেম, নাসাঈ, ইবনে সাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)সহ সকলেই বলেছেন তিনি সত্যবাদী ও সিকাহ রাবী। এবং তিনি সহীহ মুসলিমের রাবী।"[১২০] তাই তাকে জাল হাদিস বর্ণনাকারী বানানো মানে সহীহ মুসলিমের হাদিসকে জাল বলার শামিল। অথচ ইবনে হিব্বান নিজেই বলেছেন যে তিনি একজন উঁচু মাপের তাবেয়ী ছিলেন।

উদাহরণ দুই. আরেকজন সুপ্রসিদ্ধ ফকিহ যিনি নিশাপুরী তৎকালিন যুগে হানাফী ফকিহ ছিলেন। তিনি তার যুগে খুরাসানে সকলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন। কিন্তু তিনি ইমাম আযমের সোহবোতে থাকায় এবং তার মাযহাব মানায় তিনি তাকে মুর্জিয়া বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন। ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রসংশায় বলেছেন- الإِمَامُ، الفَقِيْهُ، مُفْتِي خُرَاسَانَ -"তিনি ছিলেন মহান ইমাম, ফকিহ, খুরাসানের ফাতওয়া দানকারী।"[১২১] ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও উল্লেখ করেন-

১১৮ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৭৪পৃ. ক্রমিক. ১০২৩

১১৯ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৭৪পৃ. ক্রমিক. ১০২৩, ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ১/১৭৬ পৃ. ক্রমিক. : ১১১

১২০ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৭৪পৃ. ক্রমিক. ১০২৩, তারিখুল ইসলাম, ৪/৩০পৃ. ক্রমিক. ১১ এবং দিওয়ানুল যঈফাহ, ১/৪০পৃ. ক্রমিক. ৪৯০, ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/২৬২পৃ., ক্রমিক. ৫৮৩, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৩/৩২৪পৃ. ক্রমিক. ৫৪৮

১২১ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৩১০পৃ. ক্রমিক. ৯৬

قال الحاكم: ... وَحَفص هُوَ أَفْقَهُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ الخُرَاسَانِيَّة

-"ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) বলেন, ...ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাথীদের ম খুরাসানে হযরত হাফস সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন।"[১২২] তাই তিনি ইমাম আযমে কট্টর বিরোধী হওয়ায় তিনি তার সম্পর্কে বলেন- وَكَانَ مرجئا -"তিনি মুর্জিয়া আক্বিদা লোক ছিলেন।"[১২৩] এজন্যই এই অভিমত কেহই উল্লেখ করেননি এবং গ্রহণ করেননি অথচ আলবানীর মত মাযহাব অবিশ্বাসী হাফস সম্পর্কে লিখেন-

قال الذهبي في الكاشف، والعسقلاني في التقريب: صدوق

-"হাফস ইবনু আব্দুর রাহমান সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার কাশেফ গ্রন্থে, ইব আসকালানী তার তাক্বরীবুত তাহযিব গ্রন্থে তাকে সত্যবাদী বলেছেন।"[১২৪] ইমাম যাহা (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: صدوق.

-"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন, ইমাম নাসাঈ (বলেন, তিনি সত্যবাদি ছিলেন।"[১২৫] আল্লামা মুগলতাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন-

وذكره ابن خلفون في جملة الثقات

-"ইমাম ইবনে খালফুন (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[১২৬] আমার পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে তিনি ইমাম আযমের প্রায়ই সাথীদের ইবনে হিব্বান মুর্জিয়া বলে সমালোচনা করেছেন। তাই প্রমাণিত হলো হয় যে তি কট্টর শাফেয়ী হওয়ায় ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সহ্য করতে না পেরেই ত এবং তার সাথীদেরকে মুর্জিয়া বলে অপপ্রচার করতেন। শুধু এতটুকুই নয় তিনি ই আযম আবু হানিফা (রহ.) এর ফিকহের উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলায় (রহ.) প্রসঙ্গে লিখেছেন- يخطىء وَكَانَ مرجئا -'তিনি হাদিসে ভুল করতেন এবং মুর্জিয়া আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন।"[১২৭] অথচ ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَحَدِيْثُهُ فِي كُتُبِ السُّنَنِ، مَا أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ، وَخَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيْثاً وَاحِداً

-"তাঁর হাদিসে সুনানে আরবাআতে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম বুখারী তার হাদিস সং করেননি, তবে ইমাম মুসলিম 'সহীহ মুসলিমে' তার একটি হাদিস সং করেছেন।"[১২৮] পাঠকবর্গ! তার পূর্বে এ মহান রাবীর বিষয়ে কেহই এ ধরনের

১২২. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৩১০পৃ. ক্রমিক. ৯৬, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৫৬০পৃ. ক্রমিক.
১২৩. ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৮/১৯৯পৃ. ক্রমিক. ১২৯৭০
১২৪. আলবানী, সিলসিলাতুল সহীহা, ৭/১২৪৯পৃ. হা/৩৪২০
১২৫. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৫৬০পৃ. ক্রমিক. ২১২৬, তারিখুল ইসলাম, ৪/১০৯৩পৃ. ইমাম মি তাহযিবুল কামাল, ৭/২৩পৃ. ক্রমিক. ১৩৯৫
১২৬. মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১/২৮৬পৃ.
১২৭. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৪/১৬০ পৃ. ক্রমিক. : ২২৭৩
১২৮. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নবালা, ৫/...

করেননি। এ ধরনের সংখ্যা অনেক পাওয়া যাবে যে তিনি সিকাহ রাবীকে জাল হাদিস বানানোকারী বলেছেন। আমি ইমাম ইবনে হিব্বান (ওফাত. ৩৫৪হি.) এর বিষয়ে সেই ধরনের কথা বলতে চাই না যেই কথা তিনি ইমাম আযমের শানে বলেছেন। তিনি তো ইমাম আযমের থেকে ২০৪ বছর পরবর্তী ব্যক্তি; তিনি ইবাদত সম্পর্কে কী বলবেন? ইমাম আবু হানীফার সমসাময়িক মিসআর বিন কিদাম (রহ.) যিনি সিহাহ সিত্তার রাবী ছিলেন এবং তিনি সিকাহ হওয়ার বিষয়ে সকলে একমত। (যাহাবী, সিয়ারু আলামুল নুবালা, ৭/১৬৩পৃ.) ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

قَالَ مِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ: رَأَيْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ قَرَأَ القُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ.

-"মিস'আর ইবনু কিদাম (রহ.) বলেন, আমি আবু হানিফা (রহ.) কে দেখেছি তিনি এক রাক'আতে সম্পূর্ণ কোরআন খতম করেছেন।"[১২৯] পাঠকবর্গ! আমরা কার কথা শুনবো? যিনি সরাসরি ইমাম আযমের সাক্ষাত লাভ করেছেন তাঁর? না ইমাম আযমের ২০৪ বছর পরে যিনি দুনিয়ায় এসেছেন তার? ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বিখ্যাত ফকিহ ও ইমাম আযমের ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) সম্পর্কে তিনি ইমাম আযমের কট্টর বিরোধী হওয়ায় লিখিছেন-

مُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ صَاحب الرَّأْي صحب النُّعْمَان وَهُوَ أَبُو حنيفَة .....وَكَانَ مرجئا

-"মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী যিনি কিয়াস পন্থী নু'মানের অর্থাৎ আবু হানিফার সাথী ছিলেন।......তিনি মুর্জিয়া ছিলেন।"[১৩০] অথচ পৃথিবীর কোন আসমাউর রিজালবিদ তাঁর বিষয়ে এই ধরনের কথা বলেননি। শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় তিনি এই মহান ইমামের শানে আরও লিখেছেন যে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) তাকে - كذاب -"মিথ্যাবাদী বলেছেন।"[১৩১] হায়! বেচারার এই কথার ভিত্তি কী তিনিই ভাল জানেন। অথচ ইমাম যাহাবী (রহ.) তার ব্যতিক্রম লিখেন যে-

وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: كَتَبْتُ عَنْهُ (الجَامِعَ الصَّغِيْرَ).

-"বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, আমি (আমার শায়খ) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে জামিউস সগীর গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছি।"[১৩২] ইমাম ইবনে মাঈনের কথাটুকু ইমাম আদি (রহ.) যিনি ইমাম আবু হানিফার কট্টর বিরোধীতা করতেন তিনি উল্লেখ করেন এভাবে-

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمد بْنِ سَعِيد يقول: سَمِعتُ مُحَمد بْن سعد العوفي يقول: سَمعتُ يَحْيَى بْنَ مَعِين يَقُولُ مُحَمد بْنُ الحسن كذاب.

-"আমি আমার শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ থেকে তিনি বলেন আমি মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আওফী থেকে তিনি বলেন আমি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন

১২৯. ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ৬/৪০১ পৃ. ক্রমিক. : ১৬৩
১৩০. ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ২/২৭৫-২৭৬ পৃ. ক্রমিক. : ৯৬৭
১৩১. ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ২/২৭৫-২৭৬ পৃ. ক্রমিক. : ৯৬৭
১৩২. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৯/১৩৪পৃ. ক্রমিক. ৪৫

তিনি কায্‌যাব তথা মিথ্যাবাদী ।"[133] ইমাম ইবনে মাঈনে
(রহ.) কে বলতে শুনেছি যে তিনি কায্‌যাব তথা মিথ্যাবাদী । এখানে তার এ উক্তিটি যে বর্ণ
অনেক ছাত্র ছিল এর মধ্যে সকলের জ্ঞান এক নয় । তার কথা দ্বারা আসমাউর রিজালের গ্রহণযোগ্যতা
করেছেন এই আওফী নিজেই দুর্বল । ইমাম যাহাবী (রহ.) আওফীর জীবনীতে লিখেন-
তো প্রশ্নেই আসে না ।

الخطيب: كان لينا في الحديث

-"ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) বলেন, আওফী হাদিস বর্ণনায় দুর্বল ।"[134] ইমা
ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর একটি হাদিস সংকলন করে শেষে বলেন- وهم
-"আর এটি খুবই আপত্তিকর ।"[135] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁ
বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থে ইমাম ইবনে হিব্বান সিকাহ রাবীকে অহেতুক
সমলোচনার কারণে বলেন-

ابن حبان ربما نصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) প্রায়ই নির্ভরযোগ্যকে দুর্বল বলেন; এমনকি মনে হয়
তার মাথা থেকে কী বের হচ্ছে তা তিনি নিজেই বুঝেন না ।"[136]

আমি আশ্চর্যিত যে আলবানী সুযোগ বুঝে ইবনে হিব্বানের এই কথাগুলো তা
সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফাকে হাদিসে দুর্বল প্রমাণে
উল্লেখ করেছেন । অথচ ইলমে হাদিসে আলবানীর পৃথিবীতে কোন শায়খ নেই । আ
তিনি সারা জীবন কাটিয়েছিলেন ঘড়ি মেকানিক করে । তাই ঘড়ি মেকানিক সে ইমা
আবু হানিফার সমালোচনায় কি বললো তা আমাদের দেখার কোন বিষয় নয় ।

৭. ইমাম গায্‌যালীর ভুয়া সমালোচনা

পঞ্চম থেকে ৬ষ্ঠ শতকের কট্টর প্রসিদ্ধতম শাফেয়ী ফকিহ, উসূলবিদ, সূফী ও দার্শনি
ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গায্‌যালী (রহ.) এর পরিচয় কারও অজা
নয় । ফিক্‌হ ও উসূলে ফিকহে বিষয়ে তার লিখা বই শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম পা
ও তথ্য গ্রন্থ । তিনি তার আল-মানখুল নামক উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থে বিভিন্ন স্থা
ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন । যা কোনভাবেই কেহ তার নিক
কামনা করেননি । তিনি ইমাম আযমের ওফাতের ৪০০ বছর পরে এসে তার নামে
বলেছেন, কোন আসমাউর রিজালবিদ এবং জীবনীকার তা বলতে সাহস দেখায়নি
তিনি লিখেন-

১৩৩ . ইমাম আদি, আল-কামিল ফি দ্বআফাউর রিজাল, ৭/৩৭৭পৃ. ক্রমিক. ১৬৫৮
১৩৪ . ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৫৬০পৃ. ক্রমিক. ৭৫৮৩, খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ,
২/৩৬৮পৃ. ক্রমিক.৮৭৫, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৭/১৫০পৃ. ক্রমিক. ৬৮২৩
১৩৫ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৭/১৫০পৃ. ক্রমিক. ৬৮২৩
১৩৬ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব ...

ولا اكترات بمخالفة أبي حنيفة فيها فإني أقطع بخطئه في تسعة أعشار مذهبه ...وأما
مالك فكان من المجتهدين نعم له زلل... وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا لأنه كان لا
يعرف اللغة.....وكان لا يعرف الأحاديث ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد
الصحيح منها ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله ...فكثر خبطه
لذلك...ولذلك استكنف كان ابو يوسف ومحمد من اتباعه في ثلثي مذهبه لما رأوا فيه
من كثرة الخبط والتخليط والتورط في المناقضات... وأما ابو حنيفة رحمه الله فقد قلب
الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير نظامها....ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من
سلف الأئمة فيه إذ اتهموه برومه خرم الشرع... ولعل الناظر... يظننا نتعصب
للشافعي ...على ابي حنيفة....وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين عن
مقتصرين على اليسير من الكثير

-"আবু হানিফার বিরুধীতাকে আমি মোটেও পরোয়া করি না । কারণ আমি সুনিশ্চিত যে, তার মাযহাবের ১০ ভাগের ৯ ভাগই ভুল,....মালিক মুজতাহিদ ছিলেন । হ্যাঁ, তার কিছু ভুল ছিল ।...আর আবু হানিফা মূলতই মুজতাহিদ ছিলেন না । কারণ, তিনি আরবী ভাষা জানতেন না ।....এবং তিনি হাদিস জানতেন না; এজন্য তিনি যঈফ হাদিস গ্রহণ করতে রাজী হন এবং সহীহ্ হাদিস প্রত্যাখ্যান করেন । ফিক্হী মানসিকতাই তার ছিল না; এজন্য তিনি এমন স্থানে কিয়াস করতেন যেখানে কিয়াস করা হয় না... । এজন্য তার ভুল ভ্রান্তি ব্যাপক হয় । এ কারণে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ তার মাযহাবের দুই তৃতীয়াংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন; কারণ তারা এর মধ্যে ভুল ভ্রান্তি, গৌজামিল ও স্ববিরুধীতার ব্যাপকতা দেখতে পান ।....আবু রাহিমাহুমুল্লাহ শরিয়তকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন, উপরকে নিচে ও নিচেকে উপরে করেছেন, শরীয়তের ধারা কুলষিত করেছেন এবং এর পদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন....এজন্যই উম্মতের সালফে সালেহীন তার বিষয়ে কঠিন আপত্তি ও নিন্দা করেছেন । তারা তাকে **শরিয়ত নষ্ট করার অভিযোগে** অভিযুক্ত করেছেন । ...:হয়তো পাঠক ধারণা করবেন যে, আমরা শাফেয়ীর পক্ষে মাযহাবী গোঁড়ামী বশত আবু হানিফার বিরুদ্ধে এরূপ বলছি ।...কখনই নয় । এ সকল কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা একান্তই ইনসাফ অবলম্বন করে কথাগুলো বলছি, মধ্য পন্থা অবলম্বন করছি এবং এ বিষয়ে অনেক কথা বলা যেত তবে আমরা অল্প কথা বলে শেষ করছি ।"[137]

পর্যালোচনা :

সম্মানিত পাঠকবগ! ইমাম আযম আবু হানিফা (ওফাত.১৫০হি.) এর সম্পর্কে ইমাম গায্‌যালী (রহ.) এর সমালোচনাকে কেহ কেহ বলেছেন যে তিনি কট্টর শাফেয়ী হওয়ার কারণে বলেছেন; আবার অনেকে বলেছেন যে না তিনি জেনে বুঝেই বাড়াবাড়ি করেই

১৩৭ . ইমাম গায্‌যালী, আল-মানখুল, ৫৪৬পৃ., ৫৭৯-৫৮১পৃ., ৬০৮-৬১৮পৃ.

এগুলো বলেছেন, যা ইবারতেই তিনি তা উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ইমাম নি
মুজতাহিদ না হয়ে কিভাবে আরেকজন মুজতাহিদ ইমামের সমালোচনা করতে পার
সে বিষয়ে তার পরবর্তী অনেক ইমামগণ ইমাম গায্যালীর সমালোচনা করেছেন। ই
আবু হানিফা (রহ.) থেকে ইমাম গায্যালী (ওফাত. ৫০৫) এর দূরুত্ব ৩৫৫ ব
তিনি কিভাবে জানলেন ইমাম আযমের বিষয়ে এ কথাগুলো? হ্যাঁ, যদি তিনি
আসমাউর রিজালের উদ্ধৃতি দিয়ে এরূপ বলতেন তাহলে আমরা বুঝতাম যে
এখানে ইনসাফ করেছেন। তিনি যে অভিযোগুলো ইমাম আযম আবু হানিফা (
সম্পর্কে করেছেন সবগুলোই ভিত্তিহীন। আমি অধম যদি চাই এক এক করে তার স
আপত্তির জবাব দিলে তাহলে একটি পুস্তকই হয়ে যাবে।

ইমাম গায্যালী (রহ.) যার মাযহাবকে অনুসরণ করেন সেই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ই
শাফেয়ী (রহ.)ই ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এর প্রশংসায় বলেন-

الشَّافِعِيُّ: النَّاسُ فِي الفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيْفَةَ

-"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সকল মানুষ (মুসলিম) ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আ
হানিফা (রহ.) এর পরিবারভুক্ত।"[১৩৮] এই কথাটি আহলে হাদিসদের ইমাম আল
নিজেও স্বীকার করেছেন।[১৩৯] অথচ গায্যালী (রহ.) বলছেন তিনি মুজতাহিদ ফকি
ছিলেন না; তাহলে আমরা কী গায্যালীর কথা শুনবো না তিনি যার মুকাল্লিদ তাঁর? ই
ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর জীবনীতে উ
করেন-

قال أبو وهب ومحمد بن مزاحم سمعت بن المبارك يقول أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله

-"আবু ওয়াহ্হাব ও মুহাম্মদ ইবনে মুযাহেম বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবা
(রহ.) বলতে শুনেছি, মানুষের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় কোন ফকিহ দেখিনি, এমন
ফিকহের বিদ্যায় তাঁর সাথে দৃষ্টান্ত দেওয়ার মত আর কাউকে দেখিনি।"[১৪০] শুধু ত
নয় ইবনে মোবারক (রহ.) আরও বলেছেন যে-

لولا أن الله تعالى أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس

-"আল্লাহ যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.)
মাধ্যমে আমাকে সাহায্য না করতেন তাহলে আমি সাধারণ মানুষই থাকতাম।"[১৪১] অ
মাযহাব বিরোধী আহলে হাদিসেদের ইমাম আলবানী পর্যন্ত বলছেন-

أضف إلى ذلك جلالة قدره في الفقه والفهم

১৩৮. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৬/৪০৩পৃ. ক্রমিক. ১৬৩
১৩৯. আলবানী, সিলসিলাতুল....যঈফাহ, হা/৪৫৮
১৪০. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১০/৪৫০পৃ. ক্রমিক. ৮৩৪০
১৪১. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব ...

-"কোন সন্দেহ নেই ফিকহের বিদ্যায় এবং তা বুঝের ক্ষেত্রে তাঁর (আবু হানিফার) মর্যাদা সুউচ্চ।"[১৪২] অথচ ইমাম গায্যালী (রহ.) ইলমে হাদিসে সবচেয়ে বেশী সমালোচিত; কেননা ইমাম ইবনুল ইরাকী (রহ.) ইহইয়াউল উলূমের তাখরীজ করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি এই গ্রন্থে অসংখ্য জাল হাদিস এনেছেন যেগুলো অনেকে শুনেনও নি। ইমাম গায্যালী (রহ.) এই বক্তব্যে ইমাম মালেককে মুজতাহিদ বলেছেন। অথচ ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَرَوَى: حَيَّانُ بنُ مُوْسَى المَرْوَزِيُّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ المُبَارَكِ: مَالِكٌ أَفْقَهُ، أَوْ أَبُو حَنِيْفَةَ؟ قَالَ: أَبُو حَنِيْفَةَ.

-"হায়্যান ইবনু মূসা আল-মারুজী তিনি বলেন, আমি ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারককে জিজ্ঞাসা করলাম ইমাম মালেক বড় ফকিহ না ইমাম আবু হানিফা? তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪০২ পৃ.) দেখুন! আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক সিহাহ সিত্তার রাবী, হাদিসের বড় ইমাম, আবেদ, তাপসী, মুজতাহিদ ফকিহ তিনি কি বললেন আর ইমাম গায্যালী ৩৫৫ বছর পরে এসে কি বললেন!

ইমাম গায্যালী (রহ.) আরেকটি দাবী করেছেন যে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) নাকি অনেক ক্ষেত্রে ইমাম আযমের ভুল ফাতওয়ায় বিরোধীতা করেছেন। এবার আমরা সরাসরি তাদের মুখ তেকেই শুনবো যে কি উদ্দেশ্যে ইমাম আযমের কতিপয় মাস'য়ালার বিরোধীতা করেছেন। মুহাম্মদ বিন সাম্মা'আত তিনি বলেন আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-

مُحَمَّد بن سَمَّاعَة يَقُول سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول مَا خَالَفت ابا حنيفَة فِي شَيْء قطّ فتدبرته إِلَّا مذْهبه الَّذِي ذهب إِلَيْهِ أنجي فِي الْآخِرَة وَكنت رُبمَا ملت إِلَى الحَدِيث وَكَانَ هُوَ أبْصر بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح مني

"যে বিষয়েই আমি আবূ হানিফার সাথে বিরোধিতা করেছি সে বিষয়েই আমি পরে চিন্তা করে দেখেছি যে, আবূ হানিফার মতই আখিরাতে নাজাতের অধিক উপযোগি। অনেক সময় আমি হাদীসের দিকে ঝুঁকে পড়েছি, কিন্তু তিনি সহীহ হাদীসের বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক সমঝদার ছিলেন।"[১৪৩]

৮. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিস শাস্ত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন না?

আলবানী ও তার উত্তরসূরিদের দাবী হল যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিস শাস্ত্রে সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন। কিছু দিন পূর্বে আমি একটি গ্রন্থ পাই যার নাম হল 'নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন" লেখক হলেন শুজাউল হক (যা আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা হতে প্রকাশিত) গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম কায়েম করেছেন যে ইমাম আবূ হানিফা তাবিয়ী ছিলেন না" মর্মে। সেখানে তিনি লিখেছেন-"শুধু তা-ই নয়

১৪২. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, ১/৬৬৬পৃ. হা/৪৫৮
১৪৩. সাইমারি, আখবারু আবী হানীফা, পৃ.২৫

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করাও তাঁর (আবু হানিফার) দ্বারা সম্পন্ন হয়নি।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তার এই কথার ভিত্তি কী বা তাঁর এই কথা কোন মুহাদ্দিস এবং আসমাউর রিজালবিদ বলেছেন তার কোন কিছুই তিনি উল্লেখ করেননি। তার কারণ যে এই কথার কোন ভিত্তি নেই। আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী ইমাম আযমের বিরোধীগণের সেরাদের অন্যতম; সে লিখেছে-

ولا يحتج بأبي حنيفة لضعفه في الحديث

-"আবু হানিফার হাদিস দলিলযোগ্য নয়; কেননা তিনি হাদিসে দুর্বল।"[১৪৪] আলবানী তার এই মিথ্যা দাবীর পিছনে কিছু ভূয়া দলিল আর যুক্তি পেশ করেছেন। এই ধোঁকাবাজ চালাকী করে আরও লিখেছেন-

ومما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه

-"এতে কোন সন্দেহ নেই যে আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সত্যবাদীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর হাদিস দলিল দেওয়ার জন্য উপযুক্ত/যথেষ্ট নয়।"[১৪৫] নাউযুবিল্লাহ

তার প্রত্যেকটি ভূয়া দাবীর খণ্ডন আমি ইমাম আযমের শানে যে গ্রন্থ লিখেছি (প্রকাশের পথে) তাতে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন ইনশাআল্লাহ। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসে সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন সে সম্পর্কে জানতে হলে আগে জানতে হবে যে তার সমসাময়িক যুগের অথবা তাঁর কাছা কাছি যুগের ইমাম মুহাদ্দিসরা কী বলেছেন।.....তৃতীয় শতাব্দী থেকে মাযহাবী বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয় তাই পরবর্তী কোন মুহাদ্দিসের অভিমত দেখতে হলে আগে দেখতে হবে ইমাম আযম প্রসঙ্গে তার ধারণা কোন ধরনের ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিস শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন। ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থের (৬/৩৯৬পৃ.) উল্লেখ করেন-

إِنَّ الإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ طَلَبَ الحَدِيثَ وَأَكْثَرَ مِنْهُ فِي سَنَةِ مِائَةٍ وَبَعْدَهَا

-"ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১০০ হিজরীর পরে হাদিস অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ করেন।" (মাকানাতুল ইমামি আবি হানীফা ফিল হাদিস, ১৬পৃ.)

১. ইমাম আবু দাউদের মত মহান ইমাম বলেন-

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَحِمَ اللَّهُ مَالِكًا، كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللَّهُ الشَّافِعِيَّ، كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ، كَانَ إِمَامًا

-"ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ ইমাম মালেকের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন; কেননা তিনি ছিলেন ইমাম। আল্লাহ ইমাম শাফেয়ীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন; কেননা তিনি ছিলেন ইমাম। আল্লাহ ইমাম আবু হানিফার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন; কেননা তিনি ছিলেন ইমাম।"[১৪৬] তাই ইমাম আযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অন্যান্য ইমাম থেকে জ্ঞানে কোন অংশেই

১৪৪ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/৬৬৫পৃ. হা/৪৫৮
১৪৫ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/৬৬৫পৃ. হা/৪৫৮
১৪৬ . যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০পৃ. ক্রমিক. ৪৪৫, যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১২৭পৃ. ক্রমিক. ১৬৩

কম নন। এবার আমি আপনাদের সামনে এমন কতিপয় ইমামদের অভিমত পেশ করবো যারা ইমাম আবু হানিফার যুগের লোক অথবা তার কাছাকাছি যুগের লোক।

২. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (ওফাত. ২৩৩হি.) যিনি সিহাহ সিত্তার রাবী ও হাদিসের বড় ইমাম এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ। ইমাম আবু হানিফার নাতী ছাত্র। ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةُ، وَغَيْرُهُ: سَمِعْنَا ابْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: أَبُو حَنِيفَةَ ثِقَةٌ.

-"সালেহ ইবনু মুহাম্মাদ জাযারাহ ও অন্যান্যরা বলেন, আমরা শুনেছি, ইমাম ইবনে মাঈন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি (আবু হানিফা) হাদিসে সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন।"[১৪৭]

৩. তাঁর থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ

-"আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ইবনে মাহরিয (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে বলেন, তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১৪৮]

৪. আল্লামা ইমাম মুগালতাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

قال أحمد بن عطية: سئل يحيى بن معين عن أبي حنيفة، فقال: كان ثقة، صدوقا في الحديث والفقه، مأمونا على دين الله تعالى.

-"আহমদ ইবনে আতিয়্যাহ বলেন, কেউ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি হাদিসে ও ফিকহে সত্যবাদি ছিলেন এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তিনি নিরাপদ ছিলেন।"[১৪৯]

৫. তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وفي رواية محمد بن سعد العوفي عن يحيى: كان ثقة، لا يحدث من الحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ.

-"মুহাম্মদ ইবনে সা'দ আওফী তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন; তবে যে হাদিস তাঁর হেফজ বা মুখস্ত থাকতো না তিনি তা বর্ণনা করতেন না।"[১৫০]

৬. উক্ত আসমাউর রিজালবিদ আরও উল্লেখ করেছেন-

وفي رواية عبد الله بن أحمد الدورقي: عن يحيى: ثقة ثقة، ما سمعت أحدا ضعفه. هذا شعبة يكتب إليه أن يحدثه، وشعبة شعبة

১৪৭ . যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০পৃ. ক্রমিক. ৪৪৫, এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৩৯৫ পৃ.
১৪৮ . যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০পৃ. ক্রমিক. ৪৪৫ এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৩৯৫ পৃ.
১৪৯ . মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৫৬পৃ. ক্রমিক. ৪৮৪০
১৫০ . মুগালতাঈ, ইকমাল তাহযিবুল কামাল, ১২/৫৬পৃ. ক্রমিক. ৪৮৪০

"আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ দাওরীকী (রহ.) তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিসে সিকাহ, সিকাহ ছিলেন, আমি কাউকে তাকে যঈফ বলতে শুনেনি, ইমাম শু'বা (রহ.) তাঁর হাদিসে লিপিবদ্ধ করতেন, আর শু'বা তো শু'বাই।"[১৫১]

লক্ষণীয় একটি বিষয়: ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) কে আসমাউর রিজালের জনক বলে থাকেন, তিনি পর্যন্ত বললেন যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে যঈফ বলতে কাউকে তারা শুনেননি। তিনি তাগিদ দিয়ে দুই বার তাকে সিকাহ বলেছেন। তাহলে আজ আমাদের বড় বড় হাদিস পণ্ডিতদের অবস্থা দেখুন, তাদের থেকে হাজার বছর পরে এসে আসমাউর রিজাল বেশী বুঝে গেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্ত ধোঁকাবাজ লোকদের থেকে হেফাযত করুন। আমিন

৭. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ইমাম ইবনে মাঈনের আরেক ছাত্রের বর্ণনা উল্লেখ করেন-

قال صالح بن محمد الأسدي عن بن معين كان أبو حنيفة ثقة في الحديث

-"মুহাদ্দিস ছালেহ বিন মুহাম্মদ আসাদী (রহ.) তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) হতে তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিসে সিকাহ ছিলেন।"[১৫২]

৮. তার আরেক ছাত্র থেকে ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

هُوَ عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ

-"তিনি আমাদের (মুহাদ্দিসদের) নিকট সত্যবাদীদের একজন।"[১৫৩] উক্ত মুহাদ্দিস এত কথা বলার পরেও আহলে হাদিস প্রসিদ্ধ ঘড়ি মেকানিক আলবানী ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে তাকে সিকাহ বলা প্রমাণসিদ্ধ নয় বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫৪] মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত।

৯. আল্লামা মুগলতাঈ আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو أحمد ابن عدي: له أحاديث صالحة.

-"ইমাম আবু আহমদ ইবনে আদি (রহ.) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন।"[১৫৫]

৮-৯. তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وذكره الحاكم فيمن وثق وعدل، وكذلك ابن شاهين.

-"ইমাম হাকেম (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন তিনি সিকাহ ও আদেল ছিলেন। এমনটি বলেছেন ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.)।"[১৫৬]

---

১৫১. মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৫৬পৃ. ক্রমিক. ৪৮৪০

১৫২. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১০/৪৫০পৃ. ক্রমিক. ৮৩৪০

১৫৩. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৩৯৫পৃ. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/৩২৪পৃ. ক্রমিক. ৮৩৪০, দারুল হাদিস কায়রু, মিশর, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৯/৪২৪ পৃ. ক্রমিক. ৬৪৩৯

১৫৪. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, ১/৬৬৫পৃ. হা/৪৫৮

১০. বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ও আসমাউর রিজালবিদ ইমাম ইজলী (২৬১হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১৫৭]

১১. ইমাম মিয্যী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَال صالح بن مُحَمَّد الأسدي الحافظ: سمعت يَحْيَى بن مَعِين يَقُولُ: كَانَ أَبُو حنيفة ثقة في الحديث.

-"ছালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আসাদী হাফেয বলেন, আমি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) কে বলতে শুনেছি, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিসে বিশ্বস্ত ছিলেন।"[১৫৮]

১২. মিসআর ইবনে কিদাম ইবন যাহীর কূফি (১৫৫ হি.)

ইমাম আবূ হানিফার সমসাময়িক কূফার সুপ্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস মিসআর ইবনে কিদাম ইবন যাহীর কূফি। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল ইমাম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানিফার বিষয়ে বলেন,

ما أحسد أحدا بالكوفة إلا رجلين: أَبُو حنيفة في فقهه، والحسن بن صالح في زهده.

-"কূফার দুই ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আমি ঈর্ষার যোগ্য বলে মনে করি না; আবূ হানিফাকে তাঁর ফিকহের জন্য এবং হাসান ইবন সালিহকে তাঁর যুহদের জন্য।"[১৫৯] অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন-

ولقد كان مسعر، يقول: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف، ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه.

-"যদি কোন ব্যক্তি তার ও আল্লাহর ইবাদতের জন্য আবূ হানিফার ফিকহী মতের উপর নির্ভর করে-তাহলে আমি আশা করি যে, তাকে ভয় পেতে হবে না। এবং সে আত্মরক্ষার সাবধানতায় অবহেলাকারী বলে গণ্য হবে না।"[১৬০]

(১৩-১৬) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০ হি.)

আমিরুল মু'মেনীন ফিল হাদীস নামে প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় হিজরী শতকের জারহ-তা'দীলের শ্রেষ্ঠতম ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ। তিনি ইমাম আবূ হানিফাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রশংসায় তিনি কবিতা পাঠ করতেন:

إذَا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتوى طريفة.

أتيناهم بمقياس صليب مصيب من طراز أبي حنيفه.

-"মানুষেরা যখন আমাদেরকে কোন কঠিন কিয়াসের ফাতওয়া দিয়ে আটকায় আমরা তখন তাদেরকে আবূ হানিফার পদ্ধতির সুদৃঢ় বিশুদ্ধ কিয়াসের শর দিয়ে আঘাত করি।"[১৬১] ইমাম আবূ হানিফার বিষয়ে শুবা বলেন,

---

১৫৬. মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৫৭পৃ. ক্রমিক. ৪৮৪০

১৫৭. ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ২/৩১৪ পৃ. ক্রমিক. ১৮৫৩

১৫৮. ইমাম ইজলী, তাহযিবুল কামাল, ২৯/৪২৪ পৃ. ক্রমিক. ৬৪৩৯

১৫৯. খতিব বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, ১৩/ ৩৩৯পৃ.

১৬০. খতিব বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, ১৩/ ৩৩৯পৃ.

১৬১. ইবন আদী, আল-কামিল ৮/২৩৮/২৪১ পৃ.

وكان والله حسن الفهم جيد الحفظ
"তাঁর অনুধাবন সুন্দর এবং **তাঁর মুখস্ত** শক্তি ভাল ছিল ।"[১৬২]

-"**আল্লাহর কসম!** তাঁর অনুধাবন সুন্দর এবং তাঁর মুখস্ত শক্তি ভাল ছিল ।"

লক্ষণীয় বিষয়: আমাদের যে সমস্ত আহলে হাদিস পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে ইমাম আ হানিফার হেফয (স্মরণ) শক্তিতে ত্রুটি ছিল তাদের কথায় আমিরুল মু'মিনীন ফি হাদিস ইমাম শু'বা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মিথ্যা কসমকারী বলে বিবেচিত হবেন । নাউযুবিল্লাহ

আবূ হানিফার নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে শুবা ইবনুল হাজ্জাজের মতামত ব্যাখ্যা করে ইমা ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (২৩৩ হি.) বলেন,

هذا شعبة يكتب إليه أن يحدثه، وشعبة شعبة

-"এই তো শুবা ইবনুল হাজ্জাজ তিনি হাদীস বর্ণনার অনুরোধ করে আবূ হানিফাকে প লিখেছেন । আর শু'বা তো শু'বাই ।"[১৬৩] ইমাম ইবনুল বার্ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনাটি এভাবে উল্লেখ করেন-

عبد الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ ثِقَةٌ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا ضَعَّفَهُ هَذَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ يَكْتُبُ إِلَيْهِ أَنْ يحدث ويأمره وَشُعْبَةُ شُعْبَةُ

-"আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনে ইবরাহিম দাওরী বলেন, আমি ইমাম ইবনে মাঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল আমি তা শুনলাম তিনি উত্তরে বলেছেন ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সিকাহ বা বিশ্বস্ত, আমি তাকে যঈফ বলতে কাউকে শুনিনি ।"[১৬৪]

ইমাম আবূ হানিফার ওফাতের খবর পেয়ে শুবা বলেন,

فقَالَ شُعْبَةُ لَقَدْ ذَهَبَ مَعَهُ فِقْهُ الْكُوفَةِ تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ بِرَحْمَتِهِ

-"তাঁর সাথে কূফার ফিকহও চলে গেল, আল্লাহ আমাদেরকে ও তাঁকে রহম করুন ।"[১৬৫]

(১৭) ইসরাঈল ইবন ইউনুস ইবন আবী ইসহাক সাবীয়ী (১৬০ হি.)

ইমাম আবূ হানিফার সমসাময়িক কূফার অন্য একজন প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও সমালোচক ইসরাঈল ইবন ইউনুস । বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন । তিনি বলেন:

نعم الرجل النُّعْمَان مَا كَانَ أحفظه لكل حَدِيث فِيهِ فقه وَأَشد فحصه عَنهُ وأعلمه بِمَا فِيهِ من الْفِقْه وَكَانَ قد ضبط عَن حَمَّاد فَأحسن الضَّبْط عَنهُ فَأكْرمه الْخُلَفَاء والأمراء والوزراء

১৬২. সাইমারি, আখবারু আবী হানিফা, পৃ.২৩

১৬৩. মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ২৯/৪১৭-৪৪৪পৃ.; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯০-৪০৩পৃ. ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪০১-৪০২পৃ., মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৫৬পৃ.

১৬৪. ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইনতিকা ফি ফাযায়েলুল আইম্মাতিস সালাসা, ১/১২৬-১২৭)

১৬৫. ইবন আব্দুর বার্, আল-ইনতিকা ফি ফাযায়েলুল আইম্মাতিস সালাসা, ১/১২৬-১২৭

-"নুমান খুব ভাল মানুষ ছিলেন । যে সকল হাদীসের মধ্যে ফিকহ রয়েছে সেগুলো তিনি **খুব ভালভাবে ও পরিপূর্ণভাবে মুখস্ত রাখতেন,** সেগুলির বিষয়ে সর্বোচ্চ অনুসন্ধান করতেন এবং সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ফিকহী নির্দেশনাও তিনি সবচেয়ে ভাল জানতেন । এ বিষয়ে **তাঁর স্মৃতি, অনুসন্ধান ও জ্ঞান** ছিল অবাক করার মত । তিনি হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান থেকে ফিকহ সংরক্ষন করেন এবং খুব ভালভাবে সংরক্ষন করেন । ফলে খলীফাগণ, আমীরগণ ও উযীরগণ তাকে সম্মান করতেন ।"[১৬৬]

(১৮) হাসান ইবন সালিহ (১০০-১৬৯ হি.)

কূফার অন্য প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী হাসান ইবন সালিহ (১০০-১৬৯ হি.) । বুখারী (আদাব গ্রন্থে), মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন । তাঁর ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবন আদম (২০৩ হি.) বলেন, হাসান বিন সালিহ বলেন:

يَقُولُ كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ فَهِمًا عَالِمًا مُتَثَبِّتًا فِي عِلْمِهِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ

-"নুমান ইবন সাবিত বিজ্ঞ আলিম ছিলেন, ইলমের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে সচেতন ছিলেন । কোন বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে **কোন হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত** হলে তিনি তা পরিত্যাগ করে অন্যদিকে যেতেন না ।"[১৬৭]

(১৯-২৩) আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (১১৮-১৮১ হি.)

দ্বিতীয় শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুজতাহিদ, যাহিদ ও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক খুরাসানি (১১৮-১৮১ হি.) । তিনি ইমাম আবূ হানিফার অন্যতম ছাত্র ছিলেন, তারঁ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ফিকহী বিষয়ে তাঁর মত অনুসরণ করতেন । ইসমাঈল ইবন আবূ দাউদ বলেন:

يَقُول كَانَ ابْن الْمُبَارك يذكر عَن أبى حنيفَة كل خير ويزكيه..... ويثنى عَلَيْهِ

-"ইবনুল মুবারক আবূ হানীফা সম্পর্কে সবসময়ই ভাল বলতেন, **তাঁর বিশ্বস্ততা ও বুজুর্গীর কথা বলতেন** ....এবং তাঁর প্রশংসা করতেন ।"[১৬৮]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলতেন:

قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك لَا نكذب الله فِي أَنْفُسنَا إمامنا فِي الْفِقْه أَبُو حنيفَة وَفِي الحَدِيث سُفْيَان فَإِذا اتفقَا لَا أُبَالِي بِمن خالفهما

-"আমাদের নিজেদের বিষয়ে আল্লাহকে মিথ্যা বলব না! ফিকহের বিষয়ে আমাদের আবূ হানিফা এবং হাদীসের ব্যাপারে আমাদের ইমাম সুফিয়ান সাওরী । আর যখন দুইজন কোন বিষয়ে একমত হন তখন আমরা তাদের বিপরীতে কাউকে পরোয়া করি না । ।"[১৬৯] .....অন্য বর্ণনায় রয়েছে শায়খ আবু ওয়াহ্হাব মুহাম্মদ ইবনে মুযাহেম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

১৬৬. সাইমারি, আখবারু আবী হানিফা, পৃ.২৩

১৬৭. ইবন আব্দুল বার্, আল-ইনতিকা, পৃ.১২৮, মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৫৬পৃ.

১৬৮. ইবন আব্দুল বার্, আল-ইনতিকা, পৃ.১৩৩

১৬৯. সাইমারি, আখবারু আবী হানীফা, পৃ.১৪১

عَبْدَ اللهِ بنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ: لَوْلاَ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي بِأَبِي حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ، كُنْتُ كَسَائِرِ

-"আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারককে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যদি আমাকে আবূ হানি
এবং সুফইয়ান সাওরী দ্বারা উদ্ধার না করতেন তাহলে আমি সাধারণ মানু
থাকতাম।"[১৭০] ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) অন্য বর্ণনায় তাঁর থেকে বর্ণনা করেন-

ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَبُو حَنِيْفَةَ أَفْقَهُ النَّاسِ.

-"আবূ হানিফা মানুষদের মধ্যে (তার যামানার) সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ।"[১৭১]
ইমাম সুফইয়ান (ইবন সাঈদ আবন মাসরূক) সাওরী (৯৭-১৬১ হি.) ইমাম
হানিফার সমসাময়িক কূফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ। দুজনের মধ্যে আ
ও ফিকহী অনেক বিষয়ে মতভেদ ছিল এবং অনেক ভুল বুঝাবুঝিও ছিল। ইবনুল মুবা
দুজনেরই ছাত্র এবং দুজনের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট তিনি এভাবেই তুলে ধরেছেন।

(২৪) কাযী আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (১১৩-১৮২ হি.)

আমি পূর্বেই বলেছি যে, আবূ ইউসুফ তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফ
ছিলেন বলে সকলেই স্বীকার করেছেন। হাদীস বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার জ্ঞা
পরিধি ও গভীরতা বর্ণনা করে তিনি বলেন:

رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ الْحَدِيثِ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ

-"হাদীসের ব্যাখ্যায় এবং হাদীসের মধ্যে ফিকহের যে সকল নির্দেশনা রয়েছে
অনুধাবন করায় আবূ হানীফার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও পারদর্শী আমি কাউকে দেখিনি।
অন্য বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন সাম্মা'আত তিনি বলেন আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-

بن سَمَّاعَة يَقُول سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول مَا خَالَفت ابا حنيفَة فِي شَيْء قطّ
إِلَّا مذْهبه الَّذِي ذهب إِلَيْهِ أنجي فِي الْآخِرَة وَكنت رُبمَا ملت إِلَى الحَدِيث وَكَانَ
أبصر بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح مني

-"যে বিষয়েই আমি আবূ হানিফার সাথে বিরোধিতা করেছি সে বিষয়েই আমি পরে
করে দেখেছি যে, আবূ হানিফার মতই আখিরাতে নাজাতের অধিক উপযোগি। অ
সময় আমি হাদীসের দিকে ঝুকেঁ পড়েছি, কিন্তু তিনি সহীহ হাদীসের বিষয়ে আমার
অধিক সমঝদার ছিলেন।[১৭৩] ইমাম আবু ইউসুফ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি আমার
মাতার জন্য দোয়া করার আগে আবূ হানিফার জন্য দোয়া করি। ইমাম সাইমারি (
উল্লেখ করেন-

১৭০. ইমাম মিযযী, তাহজিবুল কামাল, ২৯/৪২৮পৃ. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/৩৯৮ পৃ.
১৭১. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/৩৯৮ পৃ.
১৭২. ইবন আব্দুর বার্‌র, আল-ইনতিকা ফি ফাযায়েলুল আইম্মাতিস সালাসা, ১/১৩৯ পৃ.

مُحَمَّد بن أبان الْقرشِي قَالَ قَالَ لي أَبُو حنيفَة إِنِّي لأدعو الله لحماد فأبدأ بِهِ قبل أَبَوي

-"মুহাম্মদ ইবনে আবান কুরশী বলেন, আবূ হানিফা বলতেন, আমি আমার পিতামাতার আগে হাম্মাদের জন্য দুআ করি।"[১৭৪]

(২৫) বিখ্যাত আবেদ, ওলী ফুদাইল ইবন আয়্যাজ (ওফাত. ১৮৭ হি.)

তৎকালীন সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, সমালোচক ও বুজুর্গ ইমাম ফুজাইল ইবন আয়্যাজ খুরাসানি মাক্কী (ওফাত. ১৮৭ হি.)। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস তাঁর গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সাঈদ ইবনে মানছুর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

سمعت الفضيل بن عياض، يقول: كان أبُو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع المال، معروفا بالإفضال على كل من يطيف به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، حسن الليل، كثير الصمت، قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، وكان يحسن أن يدل على الحق هاربا من مال السلطان..... وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن كان عن الصحابة والتابعين، وإلا قاس فأحسن القياس.

-"আমি ফুযায়েল ইবনে আয়্যাজ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে বলতে শুনেছি, আবূ হানিফা সুপ্রসিদ্ধ ফকিহ ছিলেন। তাঁর তাকওয়া ছিল অতি প্রসিদ্ধ। তিনি সম্পদশালী ছিলেন এবং বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাতদিন সার্বক্ষণিক ইলম শিক্ষা দানে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। রাতের ইবাদতে মাশগুল হালাল-হারামের কোন মাস'আলা তাঁর কাছে আসত তখন তিনি কথা বলতেন।...যখন তাঁর কাছে কোনো মাস'আলা আসত তখন তিনি সে বিষয়ে <u>সহীহ হাদীস থাকলে তা অনুসরণ করতেন,</u> অথবা সাহাবী-তাবেয়ীগণের মত। তা না হলে তিনি কিয়াস করতেন এবং তিনি সুন্দর কিয়াস করতেন।[১৭৫]

(২৬) হাফস ইবন গিয়াস (১৯৫ হি.)

কূফার অন্য একজন প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকিহ হাফস ইবন গিয়াস নাখঈ কূফি (১৯৫) তিনি প্রথমে কূফা ও পরে বাগদাদের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

وَقَالَ حَفْصُ بنُ غيَاث: كَلاَمُ أَبِي حَنِيْفَةَ فِي الفِقْهِ، أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، لاَ يَعِيْبُه إِلاَّ جَاهِلٌ.

-"ফিকাহের বিষয়ে আবূ হানীফার বক্তব্য চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম। **<u>জাহিল-মূর্খ ছাড়া কেউ</u>** তাকে খারাপ বলে না।"[১৭৬] তাই বুঝা গেল যারা আজ ইমাম আযমের সমালোচনা করছেন তারা কোন পর্যায়ের জ্ঞানী।

(২৭) আবূ মুআবিয়া দারীর মুহাম্মদ ইবন খাযিম (১৩৩-১৯৫ হি.)

কূফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবন খাযিম আবূ মুআবিয়া দারীর। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

১৭৪. সাইমারি, আখবারু আবী হানীফা, পৃ.২১; খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৩/৩৪০ পৃ.
১৭৫. খতীব বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, ১৫/৪৫৯ পৃ.
১৭৬. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪০৩পৃ.

وَعَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ، قَالَ: حُبُّ أَبِي حَنِيفَةَ مِنَ السُّنَّةِ.

-"সুন্নাতপন্থী হওয়ার একটি বিষয় আবূ হানিফাকে ভালবাসা।"[১৭৭]

(২৮) ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (ওফাত.১৯৭ হি.)

শুবা ইবনুল হাজ্জাজের পরে দ্বিতীয় শতকের ইলম হাদসি ও জারহ-তাদীলের অন্যতম দুই দিকপাল; ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আল-কাত্তান ও ইবন মাহদী। উভয়েই বস অধিবাসী ছিলেন। কাত্তান বলেন:

لَا نَكْذِبُ اللّٰهَ مَا سَمِعْنَا أَحْسَنَ مِنْ رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ أَخَذْنَا بِأَكْثَرِ أَقْوَالِهِ

-"আল্লাহকে মিথ্যা বলবেন না! আবূ হানিফার মতের চেয়ে উত্তম মত আমি শুনি নি অধিকাংশ বিষয়ে আমরা তাঁর মত অনুসরণ করি।[১৭৮] ইমাম মিয্যী, ইমাম খতি বাগদাদী এবং ইমাম ইবনে আদি (রহ.) সংকলন করেন-

يحيى بن معين: وكَانَ يَحْيَى بن سَعِيد يذهب فِي الفتوى إِلَى قول الكوفيين ويختار قوله من علم ويتبع رأيه من بين أصحابه.

-"ইমাম (তাঁর ছাত্র) ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন: ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ ফাতওয়া বিষয়ে কূফিদের মাযহাব অনুসরণ করতেন। কূফীদের মধ্য থেকে আবূ হানীফার বক্তব্য পছন্দ করতেন এবং তাঁর মত অনুসরণ করতেন।"[১৭৯]

(২৯-৩০) ওকী ইবনুল জাররাহ ইবন মালীহ (১৯৭ হি.)

কূফার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ওকী ইবনুল জাররাহ। ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হাফিজুল হাদীস বলে গন্য করেছেন। তাঁর ছাত্র ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন:

عن الدُّورِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ وَكِيعٍ وَكَانَ يُفْتِي برأى ابى حنيفة

-"আমি ওকী-এর উপরে স্থান দেওয়ার মত কোন মুহাদ্দিস দেখি নি। তিনি আবূ হানিফার মত অনুসারে ফাতওয়া দিতেন।"[১৮০] ইমাম ইবনুল বার্ (রহ.) অন্য পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ লিখেন-

وَكَانَ يَحْفَظُ حَدِيثَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنَ أَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثًا كَثِيرًا

-"তিনি তাঁর সব হাদীস মুখস্ত রাখতেন। তিনি আবূ হানীফা থেকে অনেক হাদীস শুনেন।"[১৮১] এ থেকে জানা যায় যে, ইমাম ওকী শুধু ইমাম আবূ হানীফার ফিকহী

১৭৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/৪০১পৃ.; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৯/৩১০পৃ.
১৭৮. দূরী, তারীখ ইবন মায়ীন ৩/৫১৭; ৪/২৮৩; মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ২৯/৪১৭-৪৪৪; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯০-৪০২; ইবন আদী, আল কামিল ৭/৯; ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪০১-৪০
১৭৯. মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ২৯/৪১৭-৪৪৪; ইমাম ইবনে আদী, আল-কামিল, ৮/২৪০পৃ., খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১৫/৪৭৩পৃ.
১৮০. ইবন আব্দুর বার্, জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/১০৮২পৃ.; আল-ইনতিকা, ১৩৬ পৃ.

অনুসরণ করতেন না, উপরন্তু তিনি তাঁকে হাদিসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করতেন এবং তাঁর সকল হাদিস মুখস্ত রাখতেন।

(৩১) আব্দুর রহমান ইবন মাহদী (১৩৫-১৯৮ হি.)

এ সময়ের ইলম হাদীস ও জারহ-তাদীলের অন্য দিকপাল ইবন মাহদী। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের পুত্র আব্দুল্লাহ লিখেছেন, আমি আমার পিতার মুখে শুনেছি, তাঁর উস্তাদ ইবন মাহদী বলতেন:

من حسن علم الرجل أن ينظر فى رأى أبي حنيفة

-"একজন মানুষের ইলমের সৌন্দর্য এই যে, সে আবূ হানিফার 'রায়' বা মাযহাব অধ্যয়ন করবে।"[১৮২]

(৩২) ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহিম (১২৬-২১৫হি.)

তিনি অন্যতম সিহাহ সিত্তার একজন রাবী। (যাহাবী, সিয়ারু আলামুল নুবালা, ৯/৫৪৯পৃ.) তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বলেন-

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর যামানার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন।"[১৮৩]

(৩২) আলী ইবনু আছেম (২০১হি.)

মুহাদ্দিস আলী ইবনু আছেম তিনি সুপ্রসিদ্ধ একজন তাবে-তাবেয়ী এবং বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাযাহ তাঁর হাদিস সংকলন করেছেন।[১৮৪] তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বলেন-

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ: لَوْ وُزِنَ عِلْمُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ بِعِلْمِ أَهْلِ زَمَانِهِ، لَرَجَحَ عَلَيْهِم.

-"আলী ইবনু আছেম (রহ.) বলেন, যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর যামানার সকল লোকের ইলমকে পরিমাপ করা হয় আর উভয় দলের ইলমকে পাল্লায় উঠানো হয় তাহলে পাল্লা তাঁর ভারী হবে।"[১৮৫] উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিস ও ফিকহের জ্ঞানী নয়, বরং ইমাম ছিলেন।

ইমাম আযম কি ইচ্ছা করে কিয়াস করতেন?

আমাদের আহলে হাদিস ভাইদের দাবী যে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর সকল মাস'য়ালা কিয়াসের ফসল; অথচ তাদের এই বক্তব্যে খণ্ডন করে গেছেন ১২শত বছর পূর্বের হাদিসের বড় বড় ইমামরা। ইমাম ইবনুল বার্ (রহ.) উল্লেখ করেন-

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ السُّكَّرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ أَخَذْنَا بِهِ وَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ تَخَيَّرْنَا وَإِنْ جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ زَاحَمْنَاهُمْ وَلَمْ نَخْرُجْ عَنْ قَوْلِهِمْ

১৮২. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ, আস সুন্নাহ, ১/১৮০ পৃ.
১৮৩. যাহাবী, মানাকিবুল আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহী, ৩২ পৃ.
১৮৪. যাহাবী, সিয়ারু আলামুল নুবালা, ৯/২৪৯পৃ.
১৮৫. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/৪০৩পৃ.

-"আলী ইবনু হাসান ইবনু শাকীক আল-মারুজা (রহ.) বলেন, আমি আবু হামযা সাকুরী (রহ.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে বলতে শুনেছি, যখন আমার কাছে রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে সহীহ সনদ বিশিষ্ট কোন হাদিস আসে তখন আমি তা গ্রহণ করি, আর যদি সাহাবীদের পক্ষ থেকে কোন হাদিস আসে তার বিশুদ্ধতার জন্য আমি যাচাই বাচাই করতাম। আর তাবেয়ীদের কোন কথা আসলে আমি কঠোর যাচাই করতাম আমি (সহজে) ফেলে দিতাম না।"[১৮৬]

ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، سَمِعْتُ أَبَا عِصْمَةَ وَهُوَ نُوحُ الْجَامِعُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَقُولُ: «مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ اخْتَرْنَا، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ»

-"নুআইম ইবনু হাম্মাদ সে আবু উসমাত কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, যঈফ কোন বিষয়ে রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে কোন হাদিস আসবে তাকে আমি আমার মাথা এবং চোখের ইপর রাখতাম অর্থাৎ কোন সন্দেহ পোষণ ছাড়া গ্রহণ করতাম। আর যখন সাহাবীদের পক্ষ থেকে কোন বর্ণনা আসতো তখন তা যাচাই বাচাই করতাম।......।"[১৮৭]

ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন, কূফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন খাযিম আবূ মুআবিয়া দারীর। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

وَعَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ، قَالَ: حُبُّ أَبِي حَنِيفَةَ مِنَ السُّنَّةِ

-"সুন্নাতপন্থী হওয়ার একটি বিষয় আবূ হানিফাকে ভালবাসা।"[১৮৮] তাই প্রমাণিত হয় তিনি সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন। আমরা সামনে জুম'আর ছানী আযানের আলোচনায় উল্লেখ করবো ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কিয়াসকে অপছন্দ করতেন এবং কিয়াস করা হতে যঈফ হাদিস গ্রহণ উত্তম বলেছেন।

ইতপূর্বে আমরা জেনেছি যে ফুদাইল ইবনে আয়্যাজ (রহ.) বলেছেন তিনি কেবল সহীহ হাদিস পেলেই মাস'আলা প্রণয়ন করতেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবন আদম (২০৩ হি.) বলেন, হাসান বিন সালিহ বলেন-

كان النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا في علمه إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره

-"নুমান ইবন সাবিত বিজ্ঞ আলিম ছিলেন, ইলমের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে সচেতন ছিলেন। কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হলে তিনি পরিত্যাগ করে অন্যদিকে যেতেন না।"[১৮৯]

১৮৬. ইবন আব্দুল বার্, আল-ইনতিকা, পৃ.১৪৫
১৮৭. যাহাবী, মানাকিবুল আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি, ৩৩ পৃ.
১৮৮. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/৪০১পৃ.; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৯/৩১০পৃ.

৯. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কত হাদিস জানতো?

আজকের আহলে হাদিস নামধারী সালাফীরা দাবী করছেন যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তেমন কোন বেশী হাদিস জানতো না। এমন করে বলেন যেন তারাই ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বেশী হাদিস জানেন। অথচ ভাল করে ধরলে ২০০ শত সনদসহ হাদিস বলতে পারবে না। আমার কাছে অনেকগুলো ছোট রিসালা বই পৌছেছে যে আহলে হাদিসদের কোন কোন পণ্ডিত বলেন ইমাম আবু হানিফা মাত্র ১৩০ টি হাদিস জানতেন, আর এর মধ্যে ১২০টিই নাকি ভুল। নাউযুবিল্লাহ

একজন মুজতাহিদ ফকিহর জন্য অপরিহার্য হলো নূন্যপক্ষে বিধিবিধান সংক্রান্ত হাদীস ও সুন্নাহর হাফেজ হওয়া। অন্যথায় তিনি সঠিক ফাতওয়াও দিতে পারবেন না। সঠিক মাসায়েল কোরআন-সুন্নাহ থেকে বের করতেও পারবেন না। ইমাম আবু হানিফাকে মুসলিম উম্মাহর শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ সবচেয়ে বড় ফকীহ আখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি অন্তত বিধানসম্বলিত সুন্নাহর হাফেজ ছিলেন।

পৃথিবী বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) তার বিখ্যাত হাফেজুল হাদিসদের (যিনি কম পক্ষে এক লাখ হাদিস জানতেন তাদের) জীবনী গ্রন্থ 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' এ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে স্থান দিয়েছেন। (ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১২৬ পৃ. ক্রমিক. ১৬৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন) বর্তমানে যে হাদিসের কিতাবগুলো মার্কেটে পাওয়া যায় তাতেও এক লক্ষ সহীহ হাদিস সংকলিত হয়নি। নবম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ইমাম আব্দুর রাহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতি (৯১১হি.) হাফেযুল হাদিসদের একটি জীবনী গ্রন্থ 'তাবাকাতুল হুফ্ফায' এ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে স্থান দিয়েছেন। (ইমাম সুয়ূতি, তাবাকাতুল হুফ্ফায, ১/৮০ পৃ. ক্রমিক.১৫৬, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪০৩ হি.) ইমাম বুখারীর শায়খের সংখ্যা হল এক হাজার ৩৩ জন আর ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এর মাশায়েখের সংখ্যা হল ৪ হাজার; যা ইমাম আইনী (রহ.) উল্লেখ করেছেন। তিনি যদি একজন শায়খ থেকে ২০ টা করেও হাদিস সংকলন করেন তাহলে ৮০ হাজার হাদিস শিখা হয়। সিহাহ সিত্তাহসহ যে হাদিসের গ্রন্থগুলো বর্তমানে পাওয়া যায় তাতেও তাকরার হাদিস (একই হাদিস বাড় বাড় বিভিন্ন স্থানে বা কিতাবে বর্ণিত হওয়া) বাদ দিলে ১ লক্ষ হাদিস পাওয়া দুষ্কর। ইমাম ইবনুল বার (রহ.) তার এক পুস্তকে আরও উল্লেখ দিয়েছেন-

وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا

-"তিনি (ইমাম ওয়াকী) তাঁর (আবু হানিফার) সব হাদীস মুখস্ত রাখতেন। তিনি আবূ হানীফা থেকে অনেক হাদীস শুনেছেন।"[১৮৯] তাই যারা ইমাম আযমের জ্ঞান মাপতে আসবেন তারা চিন্তা করা উচিত আপনি কি তাঁর সমতুল্য কিনা?

১৮৯. ইবন আব্দুল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, ২/১০৮২পৃ.

১০. আমরা কী ইমাম আবু হানিফার প্রসংশায় অতি বাড়াবাড়ি করি?

আহলে হাদিসরা সর্বদায় বলে থাকেন আমরা নাকি ইমাম আযমের প্রশংসায় বাড়াবা... করে থাকি। তথাকথিত আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী আমাদে... হানাফীদেরকে কটাক্ষ করে লিখছেন-

...ني الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في مثل الإمام الدارقطني لقوله في أبي حنيفة ...عيف في الحديث.

-"তবে তাঁর (আবু হানিফার) কোন কোন গোঁড়া ভক্তদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত... যারা ইমাম দারাকুতনীকে আক্রমন করে থাকেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে... হাদিসের ক্ষেত্রে দুর্বল এ কথা বলার কারনে।"[১৯১] ইমাম দারাকুতনী ইমাম আযম আ... হানিফা (রহ.) এর বিরোদ্ধে একটি ভুল কারণ দোষারোপ করে তাকে হাদিসে যঈফ ... দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছেন। বিভিন্ন হানাফী পূর্বসূরি ইমামগণ ইমাম দারাকুতনীর ... অগ্রহণযোগ্য বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন; এটিকে আলবানী বাড়াবাড়ি বলেছেন। ইমা... দারাকুতনী (রহ.) লিখেন-

...قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ. أَبُو ...وَلِيدِ هَذَا مَجْهُولٌ , وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ جَابِرًا غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ইমামের পিছনে থাকবে ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর কিরাত।...এই সনদটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছাড়া হযরত জাবের (রা.) থেকে আর কেহ সংকলন করেননি।" (সুনানে দারাকুতনী, ২/১১১ পৃ. হা/১২৩৬) ইমা... দারাকুতনীর এই ঢিলেমীর কথার প্রতিবাদ আমাদের হানাফী ইমামগণ করেছেন, কারণ হলো হযরত জাবের (রা.) এর এই সনদটি ইমাম আবু হানিফা ছাড়াও আরও ৫-৬টি সূত্রে বর্ণিত যা আমি সামনে ইমামের পিছে কিরাতের আলোচনায় উল্লেখ করবো। এমনকি আলবানী পর্যন্ত এই হাদিসকে সহীহ বলেছেন, যা সামনে এ বিষয়ে আলোকপাত হবে।

আলবানী যে দিকে ইশারা করেছেন সেটি হল সে ইমাম দারাকুতনীর এই বক্তব্য-

...عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ ...رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ...مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তিনি মূসা ইবনে আবি আয়েশা (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ হতে তিনি হযরত জাবের (রা.) হতে তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ...মূসা ইবনে আবি আয়েশা থেকে এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছাড়া আর কেহ মারফূ হিসেবে উল্লেখ করেননি। আর হাসান ইবনে

১৯১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/৬৬৬প হা/৪৫...

উমারাহ আবু হানিফা দুজনই দুর্বল।"(সুনানে দারাকুতনী, ২/১০৭ পৃ. হা/১২৩৩) এই ইবারতে স্পষ্ট করে ইমাম দারাকুতনী ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে যঈফ বানিয়ে দিলেন। তিনি কোন ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দুর্বল কিছুই বলেননি। ইমাম দারাকুতনী ইমাম আযমকে এই হাদিস মারফূ সূত্রে তিনি একক বর্ণনা করায় দোষারোপ করে তাকে যঈফ বলতে চেয়েছেন। অথচ বাস্তবে দেখুন তার এ দাবী অবান্তর। ইমাম তাহাভী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ

-"ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী তিনি মূসা ইবনে আবি আয়েশা (রহ.) হতে।" (ইমাম তাহাভী, শরহে মা'নীল আছার, ১/২১৭ পৃ. হা/১২৯৫) অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এই হাদিসটি অন্য সুত্রেও সংকলন করেছেন। ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ التَّمَّارُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তিনি আবি জুবায়ের (রহ.) থেকে তিনি জাবের (রা.) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যার ইমাম আছে তার কিরাতই মুক্তাদির কিরাত।" (ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, মুসনাদে আবি হানিফা, ১/৩২ পৃ.) এই হাদিসটি মূসা ইবনে আবি আয়েশা (রহ.) থেকে ছাড়াও ইমাম আযম অন্য সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাহলে ইমাম দারাকুতনীর কথা আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? অপরদিকে তার এই কথা সকল পূর্বসূরি আসমাউর রিজালবিদদের বিপরীতে হওয়ায় পরিত্যায্য। আপনারাই ইতপূর্বে দেখেছেন অসংখ্য ইমাম মনিষীগণ ইমাম আযমকে সিকাহ, হাদিসের ইমাম বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী (ওফাত. ৩৮৫ হি.) যিনি ইমাম আযমের ওফাতের ২৩৫ বছর পরের লোক আমরা কি তার কথা শুনবো না যার আবু হানিফা (রহ.) এর যুগের মুহাদ্দিস ও ইমাম তাদের কথা মানবো? যাই হোক আমরা এমন এক ইমামের প্রশংসা করি যার প্রশংসায় বিখ্যাত ইমামরা গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ইমাম আবু হানিফার জীবনীতে লিখেন-

ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدا فرضي الله تعل عنه واسكنه الفردوس آمين

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মর্যাদা গণনার বাহিরে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমিন।"[১৯২]

১৯২. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১০/৪৫২পৃ. ক্রমিক. ৮৩৪০

১১. ইমাম আযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উক্তি 'সহীহ হাদিসই আমার মাযহাব' বক্তব্য নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান :

এটা সকল মাযহাবের ইমামেরই নীতি। কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় অন্য ইমামদের আলোচনা এখানে আনবো না; শুধু ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর আলোচনা এনে ক্ষান্ত থাকবো। ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর একটি নীতি তিনি সহজে কিয়াস করতেন না। বিখ্যাত হাদিসের ইমাম এবং ইমাম আযমের ছাত্র ওয়াকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

وَقَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: الْبَوْلُ فِي الْمَسْجِدِ أَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ الْقِيَاسِ.

-"ইমাম ওয়াকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে বলতে শুনেছি যে (সহিহ হাদিস বিরোধী) কোন আমার কাছে কোন মাস'আলায় বিষয়ে কিয়াস করা হতে মসজিদে পেশাব করা উত্তম।"[১৯৩] শুধু তাই নয় তিনি কোন বিষয়ে যদি সহীহ হাদিস না পেতেন তখনও কিয়াস করতেন না; বরং এই বিষয়ে কোন যঈফ হাদিস হলেও রয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখতেন। যেমন যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَمِيعُ الْحَنَفِيَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ.

-"ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হানাফি মাযহাবের সকল ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কোন আলেমের কিয়াস হতে দ্বঈফ সনদের উপর আমল করা উত্তম।"[১৯৪] অথচ আজ আমাদের উপরে মিথ্যা তুহমত দেওয়া হচ্ছে, আমাদের পূবসূরি হানাফি ইমামরা সহীহ হাদিস বাদ দিয়ে কিয়াস করতেন। আজকের পণ্ডিতরা আধুনিকতার ছোয়ায় এবং অর্থের পরিপক্কতার কারণে টাকা বেশী কিতাব সংগ্রহের দাবী দ্বারা নিজেদেরকে পূর্বসূরিদের থেকে বড় জ্ঞানী ভাবা শুরু করে দিয়েছেন। অথচ বোকা এটা জানে না যে কিতাব সংগ্রহের নাম ইলম নয়। তাই তাদের এই দাবী যে অবান্তর তা তাদের সকলের ইমাম ইবনে তাইমিয়াই সবার পূর্বে বলে গেছেন। আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া কি সুন্দর কথাই না বলেছেন দেখুন-

لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها, فَلَيْسَ كُلُّ مَا فِي الْكُتُبِ يَعْلَمُهُ الْعَالِمُ, وَلَا يَكَادُ ذَلِكَ يَحْصُلُ لِأَحَدٍ, بَلْ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّوَاوِينُ الْكَثِيرَةُ وَهُوَ لَا يُحِيطُ بِمَا فِيهَا. بَلْ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ جَمْعِ هَذِهِ الدَّوَاوِينِ كانوا أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ بِكَثِيرٍ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّا بَلَغَهُمْ وَصَحَّ عِنْدَهُمْ قَدْ لَا يَبْلُغُنَا إلَّا عَنْ مَجْهُولٍ؛ أَوْ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ؛ أَوْ لَا يَبْلُغُنَا بِالْكُلِّيَّةِ, فَكَانَتْ دَوَاوِينُهُمْ صُدُورَهُمْ الَّتِي تَحْوِي أَضْعَافَ مَا فِي الدَّوَاوِينِ, وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَشُكُّ فِيهِ مَنْ عَلِمَ الْقَضِيَّةَ.

১৯৩ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০পৃ. ক্রমিক নং. ৪৪৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ২০০৩ইং

১৯৪ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০পৃ. ক্রমিক নং. ৪৪৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ২০০৩ইং

-"যদি ধরে নেওয়া হয় যে, রাসূল (ﷺ)-এর সমস্ত হাদীসের কিতাবসমূহে সংকলন করা হয়েছে এবং রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস এর মাঝেই সীমাবদ্ধ, তবে কোনো আলেম হাদীসের কিতাবের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে, এটি সম্ভব নয়। আর কারও পক্ষে এটি ঘটেও না। বরং কারও নিকট সংকলিত অনেক হাদীসের কিতাব থাকতে পারে, কিন্তু সে এ সমস্ত কিতাবের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত কিতাব সংকলনের পূর্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাঁদের কিতাব ছিল, তাঁদের অন্তর, যাতে সংরক্ষিত ছিল এ সমস্ত সংকলিত কিতাব থেকে কয়েক গুণ বেশি হাদীস। আর এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে, এমন কেউই বিষয়টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে না।"[১৯৫]

শায়খ ইবনে তাইমিয়া এর বক্তব্য থেকে এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ থাকে না যে, হাদীসের বিষয়ে কিতাবসমূহ সংকলিত হওয়ার পূর্বে একেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ সংকলিত হাদীসের কিতাবসমূহের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হাদীস জানতেন। যেমন–

১. আল্লামা ইবনুস সালাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত. ৬৪৩হি.) থেকে বর্ণিত,

وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: "أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَمِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ

-'ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস জানি এবং সহীহ নয়, এমন দুই লক্ষ হাদীস জানি।"[১৯৬]

২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন।

৩. ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিন লক্ষ হাদীস থেকে মুসলিম শরীফ লিপিবদ্ধ করেছেন।

৪. ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে আবু দাউদ শরীফ রচনা করেছেন।

৫. ইমাম আবু যুরআ' (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সাত লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য হাফেযে হাদীসের জন্ম হয়েছে। আমরা জানি হাফেযে হাদীস বলা হয় সেই মুহাদ্দিসকে, যিনি ন্যূনতম এক লক্ষ হাদীস সনদ ও মতনসহ হিফয করেছেন এবং সেটি আয়ত্তে রেখেছেন। 'তাযকিরাতুল হুফফায' নামক কিতাবে হাফেযে হাদীসদের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সমস্ত মুহাদ্দিস লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করা সত্ত্বেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দাবি করেননি, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান সময়ে যারা বিশুদ্ধভাবে একটি হাদীস পাঠ করার যোগ্যতা রাখে না, তারাও মুজতাহিদ ইমাম হওয়ার দাবি করে ফাতওয়া প্রদান করে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন!

এ প্রসঙ্গে খতীবে বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' নামক কিতাবে লিখেছেন,

قِيلَ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ: إن فلانا جمع كتبا كثيرة ! فقال : هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل: لا قال فما صنع شينا ما تصنع البهيمة بالعلم

১৯৫ . ইবনে তাইমিয়া, রফউল মালাম আনিল আইয়্যামাতুল আ'লাম, ১/১৭পৃ.

১৯৬ . মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ, পৃষ্ঠা-২০, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আদি, আল-কামিল, মুকাদ্দামা, ১/১২৬পৃ. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদী, ২/২৫পৃ.

-"কোনো এক বিজ্ঞজনকে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি অনেক কিতাব সংগ্রহ করেছে। তিনি তাঁকে বললেন, তার বুঝ কি তার সংগৃহীত কিতাবের সমান? ওই লোক উত্তর দিলেন, না। তখন তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই করেনি। চতুষ্পদ জন্তু ইলম দিয়ে কী করবে! অর্থাৎ বুঝ অর্জন না করে কিতাব সংগ্রহ করা; আর একটি জন্তুর নিকট অনেক কিতাব থাকা সমান।

সুতরাং কিতাব সংগ্রহের নাম ইলম নয়। এ সময়ে আমার ইসলামের ৫ম খলিফা হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর একটি কথা মনে পড়ে গেল তিনি বলেছিলেন-

قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم.

-"পূর্ববর্তীদের মতের অনুরূপ মত তোমরা গ্রহণ করো, কেননা তারা তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।" (ইবনে রযব হাম্বলী, ফাযলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪) তাই আমরা যারা ইমামদের কোন ফাতওয়া পেলেই লেগে যাই যে তার এই ফাতওয়ার পক্ষে কোন সহীহ হাদিস নেই, তা বলা নিজেকে স্বল্প জ্ঞানী ভাবা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবার আমরা বুঝবো ইমামদের উক্তি সহীহ হাদিসই হল আমার মাযহাব বা মত ও পথ। এর ব্যাখ্যা দেখতে হলে আমরা হাদিস ও ফিকহের ইমামরা কী ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখতে হবে। বিখ্যাত ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত.৭৯৫হি.) যাকে আহলে হাদিস থেকে শুরু করে সকলেই মানেন; তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন-

فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به

-"ইমামগণ এবং হাদীস বিশারদ ফকীহগণ কোনো একটি হাদীস সহীহ হলে তার ওপর তখনই আমল করেন, যখন কোনো সাহাবী, তাবেঈ, অথবা তাদের নির্দিষ্ট কোনো একটি দল তার ওপর আমল করে। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে হাদীসের ওপর আমল না করার ওপর একমত হয়েছেন, তার ওপর আমল করা জায়েয নেই, কেননা তার ওপর যে আমল করা যাবে না, সেটা জেনেই তারা হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন।"(ফাযলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ, পৃষ্ঠা-৪)

যাঁরা ইমামদের এ সমস্ত কথার অপব্যবহার করেন, তাঁদের জন্য তাদের ইমাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া -এর নিম্লোক্ত উক্তিটি মনে রাখা দরকার–

وَمَنْ ظَنَّ بِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ مُخَالَفَةَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِقِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ عَلَيْهِمْ وَتَكَلَّمَ إمَّا بِظَنٍّ وَإِمَّا بِهَوَى

-"যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অথবা মুসলমানদের অন্য কোনো ইমামদের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করে যে তারা কিয়াস কিংবা অন্য কোনো কারণে সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন, তবে সে তাদের **ওপর ভ্রান্ত বিষয় আরোপ করল** এবং নিজের ধারণা অথবা **প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে** তাদের ওপর মিথ্যারোপ করল।"[ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৩০৪ পৃ.]

সার কথা হলো, প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব' এর অর্থ হলো, হাদীসটি আমলযোগ্য হতে হবে। কেননা হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য হয় না। এ বিষয়ে সমস্ত মুহাদ্দিস, সমস্ত মুফাসসির, সমস্ত ফকীহ একমত যে, সকল সহীহ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনেক হাদীসের ওপর ইচ্ছা করেই আমল করেননি, কেননা তাঁর নিকট সে সমস্ত হাদীসের বিধান রহিত ছিল (মানসুখ)।

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشافعي ليس معناه ان كل أحد رَأَى حَدِيثًا صَحِيحًا قَالَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَمِلَ بِظَاهِرِهِ: وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَنْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِفَتِهِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ: وَشَرْطُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ: وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُطَالَعَةِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ كُلِّهَا وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِ الْآخِذِينَ عَنْهُ وَمَا أَشْبَهَهَا وَهَذَا شَرْطٌ صَعْبٌ قَلَّ من ينصف بِهِ: وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ رَآهَا وَعَلِمَهَا لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ عَلَى طَعْنٍ فِيهَا أَوْ نَسْخِهَا أَوْ تَخْصِيصِهَا أَوْ تَأْوِيلِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْهَيِّنِ فَلَيْسَ كُلُّ فَقِيهٍ يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْعَمَلِ بِمَا يَرَاهُ حُجَّةً مِنْ الْحَدِيثِ

-"ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'শরহুল মুহাজ্জাব' এ লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব' এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ সহীহ হাদীস দেখলেই বলবে যে, এটি ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মাযহাব এবং বাহ্যিক হাদীসের ওপর আমল করবে। বরং এটি তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। এর জন্য শর্ত হলো, তার প্রবল ধারণা হতে হবে যে, শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হননি অথবা ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সকল কিতাব অধ্যয়ন করা হবে এবং তাঁর নিকট থেকে যারা ইলম শিক্ষা করেছে, তাদের সব কিতাব মুতালা'আ করতে হবে। এটি একটি কঠিন শর্ত, যা অল্পসংখ্যক লোকই অর্জন করতে পারে। ফকীহগণ পূর্বোক্ত শর্তগুলো এ কারণে আরোপ করেছেন যে, কোনো একটি হাদীস ক্রটিযুক্ত, রহিত, সুনির্দিষ্ট অথবা হাদীসটির ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার কারণে ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনেক সহীহ হাদীসের ওপর আমল করেননি অথচ তিনি এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নিকট সুনির্দিষ্ট দলিল ছিল। শায়খ আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যা বলেছেন, তার বাহ্যিকের ওপর আমল করাটা সহজ নয়। কেননা প্রত্যেক ফকীহ হাদীসকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর আমল করতে পারবে না।" (ইমাম নববী, শরহুল মুহাজ্জাব, ১/৬৪পৃ.)

মূলত রাসূল (ﷺ) হাদীস বর্ণনার দিক থেকে সহীহ হলেও সেটি আমলযোগ্য নয়। স
আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। বর
ক্ষেত্রে দেখতে হবে, এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোনো হাদীস বা কোরআ
কোনো নির্দেশনা আছে কি না। হাদীসটির বিধান রহিত কি না, ইত্যাদি।

১২.প্রকৃত পক্ষে আহলে হাদিস দ্বারা কাদেরকে বুঝায় ?

আহলে হাদিস শব্দটি বর্তমানকাল পর্যন্ত দু'টি পরিভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হ
থাকে।

প্রথমত ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরিভাষায় আহলে হাদিস। **দ্বিতীয়ত ঃ** বর্ত
সম-সাময়িক (সালাফীদের) পরিভাষায় আহলে হাদিস।

ক. ইসলামের প্রাথমিকযুগে 'আহলে হাদিস' দ্বারা যাদেরকে বুঝানো হত :

ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরিভাষায় আহলে হাদিস সে সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, যা
হাদিস বর্ণনা ও দরস দিতেন এবং হাদিস বর্ণনা কারীদের চুল চেরা বিশ্লেষণ ও হাদি
ব্যাখ্যাদানে সদা মশগুল থাকতেন। এ সব সম্মানিত হাদিসের খাদেমগণকে আহ
হাদিস বা মুহাদ্দিস বলা হয়। বস্তুতঃ ইলমে হাদিসের গবেষক হিসেবে তাদেরকে আহ
হাদিস বলা হত। বর্তমান সালাফীদের পূর্বে শুধু মাত্র তাদের কেই 'আহলে হাদি
হিসেবে সকল জ্ঞানীগণ জানতেন।

মোট কথা, ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরিভাষার আহলে হাদিস দ্বারা হাদিসের ধা
বাহক তথা যারা হাদিস বর্ণনা করতেন এবং হাদিসের প্রচার প্রসারে অক্লান্ত পরি
করতেন, তাদেরকে হাদিসের অধিকারী বা আহলে হাদিস বলা হতো। দৃষ্টান্ত স্বরূ
ভাষায় যারা পন্ডিত্যের অধিকারী, তাদেরকে "আহলে আদব" যারা শরিয়তের মাসআ
মাসায়েল এবং শরিয়ত বিশ্লেষণ পারদর্শী তাদেরকে "আহলে ফিক্বাহ্" এবং কুরআ
তাফসীর বিশারদগণকে "আহলে তাফসীর" বলা হয়ে থাকে। তদ্রুপ আহলে হাদি
বেলায়ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ হাদিসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন কারীগণ হচ্ছে "আহলে হাদিস"
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! এটা শুধু আমার নিজস্ব বক্তব্য নয় তা সকল মুহাদ্দিসদের অভি
এবং ব্যবহার এই পরিভাষাটি তারা শুধু মুহাদ্দিসদের শানেই কেবল ব্যবহার করতে
যেমন উদাহরণ স্বরূপ এক জামাত বিজ্ঞ হাদিসের ইমাম এবং মুহাদ্দিসদের অভি
আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

***১. ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ অগণিত মুহাদ্দিসদের উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া ইব
মাঈন (ওফাত.২৩৩ হি.)'র দৃষ্টি ভঙ্গি :**

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাবী 'সুলাইমান বিন ত্বারহান' সম্পর্কে ইমাম ইবনে মাঈন
অভিমত লিখেন-

وَكَانَ عِنْدنا من أهل الحديث.

-"তিনি আমাদের নিকট **'আহলে হাদিস'** তথা হাদিস গবেষক ছিলেন।"[১৯৭] ইম
ইবনে মাঈন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার আসমাউর রিজাল গ্রন্থে একজন রাবী প্রসঙ্গে লিখেন-

১৯৭ .ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৪/২০পৃ. ক্রমিক/১৮২৮

كَانَ يكون بخراسان من أهل الحَدِيث

-"তিনি খুরাসানের আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের একজন।"[১৯৮]

***২. ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)সহ অগণিত হাদিসের শায়খদের উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া সাঈদ কাত্তান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র দৃষ্টি ভঙ্গি :**

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাবী 'ইমরান' সম্পর্কে তাঁর এই শায়খের অভিমত উল্লেখ করেন-

قَالَ يَحيى القَطّان: ..... لم يكن مِن أهل الحَدِيث، وكتبتُ عَنْهُ أشياء، فرميتُ بِهَا.

-"ইমাম কাত্তান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ...তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস গবেষক নন, আমি তাঁর থেকে কিছু লিখে ছিলাম, পরে তা নিক্ষেপ করেছি অর্থাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।"[১৯৯]

৩. ইমাম বুখারী (ওফাত. ২৫৬হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস যারা:

পৃথিবীর ইতিহাসে হাদিস শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল যিনি তিনি হলেন ইমাম বুখারী। যাকে আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস বলা হয়। এখন আমরা দেখতে **'আহলে হাদিস'** এই উপাধিটি তিনি কাদের শানে ব্যবহার করতেন। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র 'সহীহ বুখারীর' পর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হল 'তারিখুল কাবীর। সেখানে তিনি একজন অপ্রসিদ্ধ রাবী 'আব্দুল্লাহ বিন কায়সান' প্রসঙ্গে তিনি লিখেন- .لَيْسَ من أهل الحديث -
"তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস গবেষক ছিলেন না।"[২০০] আহলে হাদিস ভাইদের কাছে জানতে চাওয়া যে বলুন তো এখানে ইমাম বুখারী কী আপনাদের মত দুই পাঁচ পাতা ছোট কোন লিফলেট বই পড়ুয়া আহলে হাদিসদের বুঝিয়েছেন? না হাদিস গবেষকদের বুঝিয়েছেন?

২. ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর আরেক গ্রন্থে একটি হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

وَلَا يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ

-"এই ধরনের হাদিস দ্বারা আহলে হাদিস তথা মুহাদ্দিসগণের নিকট দলিলের উপযোগি নয়।"[২০১]

৪. ইমাম মুসলিম (ওফাত.২৬১হি.) দৃষ্টিতে আহলে হাদিস কারা:

ইমাম মুসলিমের বিখ্যাত গ্রন্থ হল সহীহ মুসলিম। তার মুকাদ্দামায় তিনি একটি নীতিমালা আলোচনা করে আহলে হাদিসদের কতিপয় ইমামদের নাম তুলে ধরেন এভাবে-

أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ

-"এ বিষয়ের সাথে এক জামাত আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ ইমামগণ যেমন ইমাম মালেক, ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জাজ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইয়াহইয়া ইবনে

১৯৮ .ইমাম ইবনে মাঈন, তারিখে ইবনে মাঈন, ১/১৯৬পৃ. ক্রমিক. ৭১৭ (দারীমার সংকলিত)
১৯৯ .ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৬/৪২৯পৃ. ক্রমিক/২৮৮২
২০০ .ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৫/১৭৮পৃ. ক্রমিক/৫৬১
২০১ .ইমাম বুখারী, আল-কিরাতু খালফি ইমাম, ১/১৩পৃ. মাকতাবায়ে সালাফিয়্যাহ, সৌদি আরব।

সাঈদ আল-কাত্তান, আব্দুর রাহমান ইবনে মাহদীসহ অন্যান্য ইমামগণ।"[২০২]
তিনি কোন ধরনের মুহাদ্দিসদেরকে আহলে হাদিস বলেছেন।

৫. ইমাম তিরমিযি (ওফাত. ২৭৯হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস কারা ঃ

সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ 'সুনানে তিরমিযি' বা জামে তিরমিযি প্রণেতা হলেন ই[...] তিরমিজী (রহিমাহুল্লাহ)। ইলমে হাদিসে তাঁর খিদমত অপরিসীম।

১. একটি হাদিসের সনদ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেন-

وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ

-"উক্ত সনদের রাবী 'আবু ইবরাহিম আনসারী' আহলে হাদিসের তথা হা[...] বিশারদদের নিকট তিনি মযবুত বর্ণনাকারী নয়।"[২০৩]

২. সুপ্রসিদ্ধ সমালোচিত রাবী 'ইবনে লাহিয়াহ' প্রসঙ্গে লিখেন-

ابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ

-"ইবনে লাহিয়াহ আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদগণের নিকট দু[...] বর্ণনাকারী।"[২০৪]

৩. তিনি আরেকজন দুর্বল রাবী সম্পর্কে লিখেন-

عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ

-"এই সনদে 'আব্দুল করীম ইবনু আবি মুখারিক' আহলে হাদিস তথা হা[...] গবেষকদের নিকট দুর্বল।"[২০৫]

৪. অপরদিকে কোন রাবীর হাদিস বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা লিখতে গিয়ে তিনি লিখেন-

خَالِدٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ

-"রাবী 'খালেদ' আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদগণের নিকট সিকাহ বা বি[...] হাফেয।"[২০৬]

২. শুধু তাই নয় যেমন তিনি আরেক রাবী স্মরণ শক্তিতে সমস্যার কারণ তুলতে গি[...] লিখেন-

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ

-"সনদে রাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমারী' তার স্মরণ শক্তির ব্যাপারে আহ[...] হাদিসগণ (মুহাদ্দিসগণ) আপত্তি করেছেন।"[২০৭]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বুঝাতে কোন অসুবিধা নেই ইমাম তিরমিজী (রহিমাহুল্লাহ) 'আহ[...] হাদিস' উপাধিটি দ্বারা তথাকথিত আহলে হাদিসদেরকে নয় এবং হাদিসের [...]

২০২. [illegible]
২০৩. [illegible]
২০৪. [illegible]
২০৫. [illegible]
২০৬. [illegible]
২০৭. [illegible]

আমলকারীদেরও নয়, বরং যারা হাদিসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রাখেন তাদেরকেই বুঝিয়েন। আর তিনি এই পরিভাষাটি তার এ সুনানে তিরমিযির এক দুই স্থান নয় বরং ৮৮ স্থানে ব্যবহার করেছেন।[২০৮]

৬. ইমাম ইজলী (ওফাত. ২৬১হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

ইমাম ইজলী (রহিমাহুল্লাহ) হলেন আসমাউর রিজালবিদ ও হাদিস বিশারদদের অন্যতম ইমাম। তিনি হাদিস শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহিমাহুল্লাহ) এর গ্রহণযোগ্যতা উল্লেখ করে করতে গিয়ে লিখেন-

كُوفِي ثِقَة ثَبت فِي الحَدِيث وَكَانَ بعض أهل الحَدِيث

-"তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন, হাদিস বর্ণনায় খুবই দৃঢ় ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের একজন।"[২০৯] দেখুন কার শানে তিনি আহলে হাদিস শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৭. ইমাম ইবনে হিব্বান (ওফাত. ৩৫৪হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস :

তিনি মানসূর নামক একজন রাবীকে গ্রহণযোগ্যতার তালিকায় (সিকাহ হওয়ার তালিকায়) রেখেও এক পর্যায়ে লিখেন- لَيْسَ من أهل الحَدِيث -"তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ ছিলেন না।"[২১০]

৮. ইমাম আবু বকর ইবনে খুজায়মা (ওফাত. ৩১১হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস :

ইমাম খুজায়মা (ওফাত.৩১১ হি.) এর প্রসিদ্ধ হাদিসের সংকলিত গ্রন্থের নাম হল 'সহীহ ইবনে খুজায়মা'। সেখানে তিনি এক রাবী প্রসঙ্গে লিখেন-

وَحَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الحَدِيثِ بِحَدِيثِهِ

-"হারেস বিন মুহাম্মদ (রহিমাহুল্লাহ) এর হাদিস দ্বারা আহলে হাদিসগণ তথা হাদিস গবেষকগণ দলিল দেন না।"[২১১] তিনি এ গ্রন্থে আরেকজন রাবীকে সিকাহ বলতে গিয়ে লিখেন- وَهَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الحَدِيثِ -"তিনি আহলে হাদিসদের কাছে তথা হাদিস গবেষকদের কাছে সিকাহ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[২১২] তিনি হজ্জের মিকাত সম্পর্কে গিয়ে লিখেন- لَا يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ -"আহলে হাদিসদের নিকট এটি দৃঢ় নয়।"[২১৩]

ইমাম ইবনে খুজায়মা (রহিমাহুল্লাহ) তার লিখিত আরেকটি গ্রন্থে একজন রাবী দুর্বল হওয়ার অভিমত উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন-

[illegible]

২০৮. [illegible]
২০৯. [illegible]
২১০. [illegible]
২১১. [illegible]
২১২. [illegible]
২১৩. [illegible]

-"তার হাদিস দ্বারা আহলে হাদিসগণ দলিলের উপযোগ মনে করেন না; কেননা
স্মরণশক্তিতে ত্রুটি রয়েছে।"[২১৪]

৯. ইমাম হাকেম নিশাপুরীর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

ইমাম হাকেম নিশাপুরী (ওফাত. ৪০৫হি.) এর বিখ্যাত হাদিসের সংকলিত গ্রন্থ 'আল-মুস্তাদরিক লিল হাকিম'। তিনি একজন রাবী প্রসঙ্গে এক স্থানে লিখেন-

حَدِيثٌ أَسْنَدَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمُزَكِّي الرُّوَاةِ بِلَا مُدَافَعَةٍ

-"এই সনদের সমস্ত রাবী আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের ইমাম..."[২১৫]
তিনি এ গ্রন্থের আরও একাধিক স্থানে এমনটি ব্যবহার করেছেন। তিনি তার তারিখে
কিতাবে 'ইয়াকুব বিন সুফিয়ান' নামক একজন রাবীর জীবনী উল্লেখ করে লিখেন-
أهل الحديث بفارس -"তিনি ছিলেন ফারস্যবাসীর আহলে হাদিসদের তথা হাদিস
বিশারদদের ইমাম।"[২১৬]

১০. ইমাম বায়হাকী (ওফাত. ৪৫৮হি.)'র দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'আস্-সুনানিল কোবরা'। তিনি তাঁর
গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে উল্লেখ করেছেন যে আহলে হাদিস বলতে হাদিস বিশারদগণ
বুঝানো হয়েছে। যেমন তিনি এক স্থানে একটি হাদিসের সনদে আপত্তিকর রাবী থাকায়
তিনি লিখেন-

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ مَتْرُوكٌ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُمَا
يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"এই সনদে আপত্তিকর রাবী মুহাম্মদ বিন হারেস আল-বাসারী' পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে
এবং রাবী মুহাম্মদ বিন আব্দুর রাহমান দুর্বল রাবী রয়েছেন। তাদের দুজনকে ইমাম
ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং আহলে হাদিসদের ইমাম তথা হাদিস বিশারদগণের ইমাম
বলেছেন তারা দুর্বল।"[২১৭] এই হাদিসের পরিভাষাটি তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে
ব্যবহার করেছেন।

২. তিনি তাঁর আরেকটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিসের গ্রন্থ 'শুয়াবুল ঈমান' এ একজন রাবী প্রসঙ্গে
লিখেন-

مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ هَذَا ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"এই সনদে রাবী 'মাসলামা বিন আলী' আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের
দৃষ্টিতে দুর্বল রাবী।"[২১৮]

৩. ইমাম বায়হাকী একটি সনদ 'মুনকাতি' বিচ্ছিন্ন হওয়ায় লিখেন-

---

২১৪ .ইমাম ইবনে খুজায়মা, তাওহিদ, ২/৪৫২পৃ.
২১৫ .ইমাম হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ১/৩১৩পৃ. হাদিস/৭১০
২১৬ .ইমাম হাকেম নিশাপুরী, তারিখে নিশাপুরী, ১/৩৮পৃ. ক্রমিক.৬৮৮
২১৭ .ইমাম বায়াহাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৬/১৭৮পৃ. হাদিস/১১৫৯০

حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَقَدْ تَسَاهَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي قَبُولِ مَا وَرَدَ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

-"এই হাদিসটি মুনকাতি হিসেবে দুর্বল, আহলে হাদিসগণ এই বিষয়ে নরমতা প্রকাশ করেছেন এবং এই ধরনের হাদিস দাওয়াত ও ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহণযোগ্য।"[২১৯]

১১. ইমাম সাঈদ বিন মানসূর (ওফাত. ২৭৭হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

ইমাম সাঈদ বিন মানসূর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর তাফসির গ্রন্থের ভূমিকায় রয়েছে-

شيخ أهل الحديث في عصره

-"তিনি ছিলেন হাদিসের শায়খ, তাঁর যুগের আহলে হাদিস তথা হাদিস গবেষক।"[২২০]

১২. ইমাম উকায়লী (ওফাত. ৩২২হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থে 'ইমরান বিন মুসলিম' নামক রাবীর জীবনীতে লিখেন-

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"তিনি কোন আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ ছিলেন না।"[২২১]

১৩. ইমাম বায্যার (ওফাত.২৯২ হি.)'র এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

ইমাম বায্যার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি হাদিস প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেন-

وَشَرِيكٌ يَتَقَدَّمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَافِظٍ

-"রাবী শারিক পূর্বসূরিদের নিকট আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ; তবে তিনি হাদিসের হাফেজ ছিলেন না।"[২২২] ইমাম বায্যার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই প্রতিশব্দটি তিনি তার এ গ্রন্থে একাধিক হাদিসের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন।

***১৪. ইমাম ইবনে আব্দুল বার্ (ওফাত. ৪৬৩হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ**

তিনি একটি হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

لِأَنَّهُ أَثْبَتُ إِسْنَادًا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"নিশ্চয় আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের নিকট এই সনদটি দৃঢ়।"[২২৩]
ইমাম ইবনুল বার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি দ্বঈফ হাদিস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন-

-"আহলে হাদিস জামাত (মুহাদ্দিসগণ) ফাযায়েল সংক্রান্ত বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন।"[২২৪]

---

২১৯ .ইমাম বায়াহাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪২৮পৃ. হাদিস/১৯১৩
২২০ .সাঈদ বিন মানসূর, তাফসির, ১৪৬পৃ. মুকাদ্দামা।
২২১ .ইমাম উকায়লী, দুআফাউল কাবীর, ৩/৩০৫পৃ. ক্রমিক.১৩১৩
২২২ .ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ৩/৩৫৬পৃ. হাদিস/১১৫৭
২২৩ .ইমাম ইবনুল বার্, জামিউ বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহি, ১/৩২৪পৃ. হা/৪২২
২২৪ . ইমাম ইবনুল বার, জামিউল বয়ানুল ইলম, পৃ.৩৫

***১৫. ইমাম ইবনে আদি (ওফাত. ৩৬৫হি.) ...**
তিনি তার বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থে একজন রাবীর গ্রহণযোগ্যতা উল্লেখ কর[তে] গিয়ে লিখেন-

...يكون بخراسان من أهل الحديث

-"তিনি খুরাসানের আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের একজন।"[২২৫]

***১৬. ইমাম দারা কুতনী (ওফাত. ৩৮৫হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ**
তিনি একটি হাদিসের সনদে দুর্বল রাবীর নাম উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন-

...مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِد ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث

-"নিশ্চয় রাবী 'মুহাম্মদ ইবনু রাশেদ' আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদগনের নি[কট] দুর্বল।"[২২৬]

***১৭. ইমাম বাগভী (ওফাত. ৫১৬হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ**
তিনি তার সংকলিত বিখ্যাত হাদিসের গ্রন্থ 'শরহে সুন্নাহ' তে একজন আপত্তিকর রা[বী] প্রসঙ্গে লিখেন-

...تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي حَزْم

-"রাবী সুহাইল কে নিয়ে আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদগণ অনেক আ[পত্তি] করেছেন।"[২২৭]

***১৮. ইমাম জুরজানী (ওফাত. ৪২৭হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ**
তিনি একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিসের জীবনীতে লিখেন-

كَانَ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم الصوفي من أَهْل الْحَدِيث كثير الأخبار والتصانيف ثقة

-"ইমাম ইসহাক বিন ইবরাহিম সূফি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের ম[ধ্যে] অধিক হাদিস বর্ণনাকারী, অধিক বিশ্বস্ত গ্রন্থ প্রণেতার একজন।"[২২৮] তাঁর এ গ্র[ন্থের] আরেক স্থানে লিখেন- وَكَانَ من أَهْل الْحَدِيث ثقة -"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত আহ[লে] হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদের একজন।"[২২৯]

***১৯. ইমাম খতিবে বাগদাদী (ওফাত. ৪৬৩হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ**
তিনি তার বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থে এক রাবীর গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে লিখেন- رجلا من أهل الحديث -"তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন।"[২৩০]
তিনি আরেক সিকাহ রাবীর জীবনীতে লিখেন-

وهو عند أهل الحديث معروف ثقة

২২৫ .ইমাম আদি, আল-কামিল, ৭/২১৫পৃ. ক্রমিক.১৬০৯
২২৬ .ইমাম দারা কুতনী, আস্-সুনান, ৪/২৩০পৃ. হাদিস/৩৩৬৯
২২৭ .ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/২৫৯পৃ. হাদিস/১২০
২২৮ .ইমাম জুরজানী, তারিখে জুরজানী, ১/৫১৮পৃ. ক্রমিক. ১০৭২
২২৯ .ইমাম জুরজানী, তারিখে জুরজানী, ১/৫৩৩পৃ. ক্রমিক. ১১২২
২৩০ .ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ২/২৬০পৃ. ক্রমিক.২৯৭

-"তিনি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত ও পরিচিত আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ।"[২৩১]

***২০. ইমাম আবুল ফারাহ জাওযী (ওফাত. ৫৯৭হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ**
তিনি তাঁর আসমাউর রিজাল গ্রন্থে 'ইমরান' নামক এক রাবীর জীবনীতে লিখেন- لم يكن من اهل الحَدِيث -"তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ ছিলেন না।"[২৩২]

***২১. ইমাম নববী (ওফাত. ৬৭৬হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ**
মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার হযরত ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি শতাব্দীর বিখ্যাত একজন মুহাদ্দিস ছিলেন।
ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত ৬৭৬ হি.) দ্বঈফ হাদিসের আলোচনা করতে গিয়ে আরও বলেন-

يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِيهِ وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنْهُ وَالْعَمَلُ بِهِ

-"আহলে হাদিসের নিকট (মুহাদ্দিসদের নিকট) দ্বঈফ হাদিস এর আমল করা বৈধ।"[২৩৩]
ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একজন রাবী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখেন-

أبو يعقوب التَّابِعِيُّ الْعَابِدُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"রাবী আবু ইয়াকুব একজন আবেদ ও তাবেয়ী ছিলেন। তবে আহলে হাদিসদের মতে তথা হাদিস বিশারদদের মতে তার হাদিস দলিলের উপযোগি নয়।"[২৩৪] আরেকটি হাদিস প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ -"এই হাদিসটি দুর্বল এই বিষয়ে আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।"[২৩৫]
ইমাম নববীর বক্তব্য দ্বারা প্রতিয়মান হয়ে যে, হিজরী সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আহলে সালাফের মতে আহলে হাদিস ছিলেন হযরত মুহাদ্দিসীনে কেরাম। তিনি তার আসমাউর রিজালের গ্রন্থে লিখেন-

عبد الرحمن بن مهدى إمام أهل الحديث فى عصره

-"ইমাম আব্দুর রাহমান বিন মাহদী তার যুগের ইমামুল আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের ইমাম ছিলেন।"[২৩৬] তিনি আরেক বিখ্যাত মুহাদ্দিসের জীবনীতে লিখেন- هو إمام أهل الحديث -"তিনি ছিলেন আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের ইমাম।"[২৩৭]
হাদিস নির্ণয়ে তিনি এক স্থানে তিনি লিখেন-

২৩১ .ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৭/১২৮পৃ. ক্রমিক.৩১৯১
২৩২ .ইমাম ইবনুল জাওযী, দুআফা ওয়াল মাতরুকুন, ২/২১৯পৃ. ক্রমিক. ২৫২৪
২৩৩ .ইমাম নববী, শরহে মুসলিম, আল্ মুকাদ্দামা, ১/১২৫ পৃ.
২৩৪. ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম, ১/১২২পৃ.
২৩৫. ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম, ৩/১৭৬পৃ.
২৩৬ .ইমাম নববী, তাহজিবুল লুগাত, ১/৪৭পৃ.
২৩৭ .ইমাম নববী, তাহজিবুল লুগাত, ১/৭১পৃ.

-"এই হাদিসটি বাতিল এবং আহলে হাদিস তথা হাদিস গবেষকদের কাছে এটির ভিত্তি নেই।"[২৩৮]

২২. ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (ওফাত. ৭৪৮হি.)এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস :

তিনি তাঁর অদ্বিতীয় আসমাউর রিজাল 'তারিখুল ইসলামী' গ্রন্থে 'আব্দুল আযিয' একজন দুর্বল রাবীর আলোচনায় লিখেন- لَيْسَ من أهل الحديث. يضع الحديث -"তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ ছিলেন না, তিনি হাদিস জাল করতেন।"[২৩৯] কিতাবটির অসংখ্য স্থানে তিনি এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। ইমাম যাহাবী (আরেকটি আসমাউর রিজাল গ্রন্থে ইমাম মালেক (১৭৯হি.) এর জীবনীতে লিখেন- وهيب: إمام أهل الحديث مالك -"ইমাম ওহাইব () বলেন, ইমাম মালেক ইমামুল আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের ইমাম।"[২৪০] দেখুন এখানে মালেকের মত হাদিস গবেষককে আহলে হাদিস বলা হয়েছে। ইমাম যাহাবী (ইমাম আবু দাউদের জীবনীতে উল্লেখ করেন-

حاكم أبو عبد الله: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة

-"ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই আবু দাউদ () তাঁর যুগের ইমামুল আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের ছিলেন।"[২৪১] এই মুহাদ্দিসদের পরিভাষাটি তিনি এ গ্রন্থের অনেক স্থানে করেছেন; যা উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না। তিনি আরেকটি বিখ্যাত আসমাউর রি গ্রন্থ 'মিযানুল ই'তিদাল' এ একজন রাবী 'মুহাম্মদ বিন আহমাদ' এর জীবনীতে লি ولم يكن من أهل الحديث -"তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের অর্ন্তভুক্ত ছি না।"[২৪২] এই গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে তিনি এই পরিভাষাটি একাধিক বার করেছেন।

২৩. ইমাম ফখরুদ্দীন যায়লাঈ (ওফাত. ৭৬২হি.) এর দৃষ্টিতে:

তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে এক রাবীর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث

-"নিশ্চয় রাবী 'সুলায়মান বিন আরকাম' তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশার নিকট দুর্বল।"[২৪৩]

২৪. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (ওফাত. ৮৫২হি.)'র দৃষ্টিতে আহলে হাদি

২৩৮ .ইমাম নববী, আল-মিনহাজু শরহে সহীহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, ১/৯৭পৃ.
২৩৯ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৫/৪৭৩পৃ. ক্রমিক. ২৬০
২৪০ .ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১৫৫পৃ. ক্রমিক.১৯৯
২৪১ .ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২/১২৮পৃ. ক্রমিক. ৬১৫
২৪২ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৫৫পৃ. ক্রমিক. ৭১৩৪
২৪৩ .ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ১/১০১পৃ.

হিজরী নবম শতাব্দীতে মুহাদ্দীসিনদের মধ্যে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী () (ওফাত ৮৫২ হি.) এর অবদান সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তিনি তার বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থে 'আহমাদ' নামক এক রাবীর জীবনীতে লিখেন- ولم يكن من اهل الحديث -"তিনি আহলে হাদিস তথা মুহাদ্দিস ছিলেন না।"[২৪৪] তিনি 'আহমাদ' নামক আরেক রাবীর আলোচনায় লিখেন-

وهو ثقة عند أهل الحديث

-"তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত এবং তিনি আমাদের নিকট আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ।"[২৪৫]

২৫. ইমাম ইবনে কাসির (ওফাত. ৭৭৪ হি.)'র দৃষ্টিতে আহলে হাদিস :

তিনি তার একটি হাদিস গ্রন্থে একজন রাবীর সমালোচনা উল্লেখ করতে লিখেন-

ابو امية هذا ضعيف عند اهل الحديث

-"আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদগনের নিকট উক্ত সনদের অন্যতম রাবী 'আবু উমায়্যাহ' দুর্বল বর্ণনাকারী।"[২৪৬] তিনি তার আরেক বিখ্যাত হাদিসের গ্রন্থে লিখেন-

وليس هو بالقوى عند أهل الحديث

-"আহলে হাদিসদের তথা মুহাদ্দিসদের নিকট তিনি কোন হাদিস বিশারদ নন।"[২৪৭]

২৬-২৭. ইমাম মুনযিরি ও ইমাম ইবনুল হুমাম এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস :

এমনকি হিজরী নবম শতাব্দীতেও আহলে হাদিস বলতে মুহাদ্দিসীনে কেরামগণকেই বুঝায় এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে হুমাম () (ওফাত ৮৬১ হি.) "খারেজী" সম্প্রদায়কে কাফির বলা যাবে কি না? এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ إِلَى كُفْرِهِمْ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَهْلَ الْحَدِيثِ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ

-"কোন কোন মুহাদ্দিস তাদেরকে কাফির বলেছেন। ইমাম মুনযির () বলেন, আমার জানা নেই যে, এ ব্যাপারে আহলে হাদিস তথা মুহাদ্দিসীনদের সাথে কেউ একমত হয়েছেন কিনা।"[২৪৮]

২৮. ইমাম রযব হাম্বলী (ওফাত. ৭৯৫হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস :

ইমাম ইবনে রযব () এর বিখ্যাত গ্রন্থে একজন মুহাদ্দিসের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেন-

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ مِنْ أَكَابِرِ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ

২৪৪ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৫২পৃ. ক্রমিক. ৮৮
২৪৫ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৪৯৯পৃ. ক্রমিক. ৯২৪
২৪৬ .ইমাম ইবনে কাসির, মুসনাদে আমিরুল মু'মিনীন আবি হাফস, ১২১পৃ.
২৪৭ .ইমাম ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৩/৩৭৪পৃ, হা/৪০০৭
২৪৮ .ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দুল মুহতার, ৪/২৬২পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২৯. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (ওফাত. ৮৫৫হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ
ইমাম আইনী (রহ.) সহীহ বুখারী ও আবু দাউদসহ অসংখ্য কিতাবের ব্যাখ্যা। সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে একটি হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে লিখেন-

بن عبد الرَّحْمَن لَيْسَ عِنْد أهل الحَدِيث بِالْقَوِيّ

-"উক্ত সনদে 'উসমান বিন আব্দুর রাহমান' তিনি শক্তিশালী আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ নন।"[২৫০]

৩০. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (ওফাত.৯১১হি.)'র দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ
নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী (রহ.) (ওফাত ৯১১ হি.) দ্বঈফ হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

يجوز عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيد) الضَّعِيفَة

-"আহলে হাদিস তথা মুহাদ্দিসদের নিকট ও অন্যান্য ওলামাদের বক্তব্য হলো দূর্বল সনদ সম্পর্কে অথবা কিছু ছাড় দেওয়া এভাবে (যে মওদ্বু বা বানোয়াট না হয়) ফাযায়েল আমল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমল করা বৈধ আছে।"[২৫১]
ইমাম সূয়ুতি (রহ.) আসমাউর রিজালের গ্রন্থে ইমাম আহমাদ বিন নছর (রহ.) এর জীবনীতে লিখেন-

قَالَ الْحَاكِم هُوَ فَقِيه أهل الحَدِيث فِي عصره كثير الرحلة إِلَى مصر وَالشَّام والعراقين

-"ইমাম হাকেম (রহ.) বলেন, তিনি তাঁর যুগের আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের মধ্যে তিনি ফকিহ ছিলেন, তিনি হাদিসের জন্য অনেক স্থানে ভ্রমন করেছেন যেমন মিশর, শাম, ইরাক।"[২৫২] তিনি আরেক রাবী 'আহমাদ বিন সায়্যার' সম্পর্কে লিখেন-

إِمَام أهل الحَدِيث فِي بَلَده علما وأدباً وزهداً وورعاً

-"তিনি তার শহরের আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ, আলেম, আদবের জ্ঞানী, সংসার ত্যাগি এবং সূফি ছিলেন।"[২৫৩]

৩১. ইমাম সাখাভী (ওফাত. ৯০২হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ
এমনকি নবম শতাব্দির সুপ্রসিদ্ধ একজন অন্যতম মুহাদ্দিস হাফিজুল হাদিস ইমাম সামসুদ্দিন সাখাভী (রহ.) (ওফাত ৯০২ হি.) দরুদ সম্পর্কিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন-

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً

---

২৪৯ .ইবনে রযব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/১৭৯পৃ.
২৫০. আইনী, উমদাতুল ক্বারী, শরহে সহিহুল বুখারী, ১/৬৩পৃ.
২৫১ আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সূয়ুতী : তাদরীবুর রাবী, ১/৩৫১ পৃ.
২৫২ .ইমাম সুয়ূতি, তবকাতুল হুফ্ফাজ, ১/২৪১পৃ. ক্রমিক. ৫৩৬
২৫৩ . ইমাম সুয়ূতি, তবকাতুল হুফ্ফাজ, ১/২৫৪পৃ. ক্রমিক. ৫৬৩

-"হাশরের ময়দানে আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে সেই ব্যক্তি যে আমার প্রতি বেশি দরুদ শরীফ পড়বে।"[২৫৪]
উক্ত হাদিসটিকে ইমাম তিরমিজী (রহ.) 'হাসান' বলেছেন। তবে উক্ত হাদিসের সনদে একজন রাবী 'মুসা বিন ইয়াকুব জামাঈ' এর ব্যাপারে ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন- إنه ليس بالقوي -"তিনি মজবুত রাবী নয়।"[২৫৫]
কিন্তু ইমাম সাখাভী (রহ.) উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন-

وفيه منقبة لأهل الحديث

-"আহলে হাদিসদের নিকট (মুহাদ্দিসদের) তিনি একজন মহৎ বা প্রশংসনীয় মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি।"[২৫৬]
ইমাম সাখাভী (রহ.) আরেকটি হাদিস প্রসঙ্গে একজন 'জানফাল বিন আব্দুল্লাহ' প্রসঙ্গে এ রাবীর আলোচনায় লিখেন-

وهو ضعيف عند أهل الحديث

-"তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের নিকট যঈফ বা দুর্বল।"[২৫৭]

৩২. ইমাম কাস্তাল্লানী (ওফাত. ৯২৩হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ
ইমাম কাস্তাল্লানী (রহ.) সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ছাড়াও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি সহীহ বুখারীর একটি হাদিসের অন্যতম রাবী 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ' এর পিতা প্রসঙ্গে লিখেন-

وقال الساجي: فيه ضعف ولم يكن من أهل الحديث وروى مناكير

-"ইমাম সাজী (রহ.) বলেন, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী, তিনি কোন আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদ ছিলেন না। তিনি অনেক মুনকার হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৫৮] তিনি এ গ্রন্থে আরেক রাবী প্রসঙ্গে লিখেন-

هو إبراهيم بن الفضل المدني، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه

-"রাবী 'ইবরাহিম ইবনে ফাদ্বল মাদনী' এর স্মরণশক্তি নিয়ে আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদগন অনেক কথা বার্তা বলেছেন।"[২৫৯]

---

২৫৪ . ইমাম তিরমিজী, আস্ সুনান, হাদিস/৪৮৪, ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী, মাওয়ারিদুয্ যামান, হাদিস/২৩৮৯।
৩. ইমমা সাখাভী, মাকাসিদুল হাসান, হাদিস/২৬৮, পৃ. ১৬০
২৫৫ .ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, হাদিস/২৬৮, পৃ. ১৬০
২৫৬ .ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, হাদিস/২৬৮, পৃ. ১৬০
২৫৭ .ইমাম সাখাভী, আল-মাকাসিদুল হাসানা, ১৬০পৃ. হা/১৭২
২৫৮ .ইমাম কাস্তাল্লানী, ইরসাদুস সারী শরহে সহীহুল বুখারী, ৩/৪৩পৃ. হা/১৪৫১
২৫৯ .ইমাম কাস্তাল্লানী, ইরসাদুস সারী শরহে সহীহুল বুখারী, ৬/১১৯পৃ. হা/৩৭০৭

সর্বজন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত ১০১৪ ... হাদি
তার বিখ্যাত গ্রন্থ মেরকাতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, ছয় র
আওয়াবীন নামাযের হাদিস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেন-

وَهُوَ ضَعِيفٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"আহলে হাদিসদের (হাদিস বিশারদদের) ঐক্যমত্য হয়েছে যে, উক্ত হাদি
দুর্বল।"[২৬০]

**৩৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ওফাত. ১১৭৬হি.-এর দৃষ্টিতে আহ
হাদিস ঃ**

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বা হাদিস বিশারদ আল্লামা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহা
দেহলভী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" এ লিখেন -

الشَّافِعِي: أصح الْكتب بعد كتاب الله موطأ مَالك، وَاتفقَ أهل الحَدِيث على أن جَمِيع
... يِهِ صَحِيح على رَأْي مَالك وَمن وَافقه

-"ইমাম শাফেয়ী বলেন, আল্লাহর কিতাবের পরে অধিক বিশুদ্ধ কিতাব হল মুয়াত্তা
মালেক; আহলে হাদিগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন..... ।"[২৬১] এখানে
সাহেব (রহঃ) আহলে হাদিস বলতে মুহাদ্দিসীনে কেরামই উদ্দেশ্য ।

৩৫. ড. মাহমুদ আত্-ত্বহান এর দৃষ্টিতে

শুধু তাই নয় আহলে হাদিস সহ সকলের নিকট উসূলে হাদিসের উপর অন্যতম
গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ- (তাইসীরুল মুসতালাহুল হাদিস) এ মুত্তাসিল সনদের উপর আমল ক
প্রসঙ্গে লিখেন-

وحكمه: وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث

-"হুকুম : আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের ইজমা সংঘঠিত হয়েছে যে সনদ
মুত্তাসিল এর উপর আমল করা ওয়াজিব ।"[২৬২]

ড. মাহমুদ আত-ত্বহান দ্বঈফ হাদিসের হুকুম সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন-

يجوز عند أهل الحديث

-"আহলে হাদিসদের (মুহাদ্দিসদের) নিকট দ্বঈফ বা দুর্বল হাদিসের উপর আমল ক
বৈধ ।"[২৬৩]

২৬০. মোল্লা আলী কারী, মেরকাত, হাদিস/১১৭৩, ৩/২২৬ পৃ.
২৬১ . শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১/১৪৭ পৃ. ।
২৬২ .ড. মাহমুদ ত্বহান, তাইসীরুল মাস্তালিউল হাদিস, ৪৬ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২৬৩ .ড. মাহমুদ আত-ত্বহান, তাইসীরুল মাসতালিউল হাদিস, ৮০ পৃ. দারুল ...

আহলে হাদিসদের আকাবীরদের অভিমত

১. আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু. ৭২৮হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

ইবনে তাইমিয়াকে আহলে হাদিসরা এবং দেওবন্দী আলেমরাও তাকে শাইখুল ইসলাম, ইমাম লকব নিয়ে তার নাম উচ্চারণ করে থাকেন। তার সুপরিচিত ফাতওয়ার কিতাব হল 'মাজমাউল ফাতওয়া' তে তিনি একজন রাবী সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন- وَمُحَمَّدُ بْنُ حميد ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ -"মুহাম্মদ বিন হুমাইদ আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের নিকট যঈফ।"[২৬৪] আরেক স্থানে ইবনে তাইমিয়া আরেকটি হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ يَعْلَمُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"ইমাম ইবনে মাযাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটি সংকলন করেছেন, এই হাদিসটির দুর্বল সনদ আর এটি রাসূল (সাঃ) এর কালাম নয় এটি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদগণ জানেন।"[২৬৫]

২. ইবনুল কাইয়্যম জাওযী (মৃত্যু. ৭৫১হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

আহলে হাদিসদের শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার অন্যতম হাতে গড়া ছাত্র ছিলেন ইবনুল কাইয়্যম জাওযী (মৃত.৭৫১হি.)। এক হাদিসের যঈফ রাবী সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেন-

عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"এই সনদে আব্দুল কারীম ইবনু আবিল মাখারিক আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের দৃষ্টিতে যঈফ।"[২৬৬] আরেকটি হাদিস প্রসঙ্গে তিনি লিখেন-

فَهُوَ وَإِنْ ضَعَّفَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"আর এটি অধিকাংশ আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের নিকট যঈফ।"[২৬৭] তিনি এক বিখ্যাত মুহাদ্দিসের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেন-

قَوْلُ إِمَامِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ

-"ইমামে আহলে হাদিস তথা হাদিস শাস্ত্রের ইমাম আলী ইবনে মাদনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কওল।"[২৬৮]

২৬৪ .ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতওয়া, ১/২২৯পৃ.
২৬৫ .ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতওয়া, ৮/৯৭পৃ.
২৬৬ .ইবনুল কাইয়্যম, যাদুল মা'আদ, ১/১৬৫পৃ.
২৬৭ .ইবনুল কাইয়্যম, যাদুল মা'আদ, ৫/৫৭৫পৃ.
২৬৮ .ইবনুল কাইয়্যম, ইজতিমাউল জুয়ূসুল ইসলামিয়্যাহ, ২/২৩৪পৃ.

৩. আযিমাবাদী (ওফাত. ১৩২৯হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

আহলে হাদিসদের সমর্থিত উলামা আযিমাবাদী সুনানে আবি দাউদের একটি প্রসঙ্গে তিনি লিখেন-

زيد رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"উক্ত সনদে আবু যায়েদ আহলে হাদিসদের নিকট অর্থাৎ হাদিস বিশারদগণের নিকট অজ্ঞাত।"[২৬৯] আযিমাবাদী আরেকটি সনদ প্রসঙ্গে লিখেন- إِسْنَاده بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث -"এই হাদিস আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদগনের নিকট শক্তিশালী নয়।"[২৭০]

৪. আহলে হাদিসদের সমর্থিত ইমাম শাওকানী (মৃত্যু.১২৫০) দৃষ্টিতে প্রকৃত আহলে হাদিস ঃ

তথা কথিত আহলে হাদিসদের ইমাম হলেন শাওকানী। সে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেন-

الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"এই সনদে 'আব্দুল করিম ইবনু আবি মুখারিক' রয়েছেন; তিনি আহলে হাদিস হাদিস বিশারদগণের নিকট দুর্বল বর্ণনাকারী।"[২৭১] এই প্রতি শব্দটি শাওকানী এ গ্র অনেক স্থানে উল্লেখ করেছেন। আরেক স্থানে তিনি একটি হাদিস 'যে আযান দিবে ইকামত দিবে' হাদিস প্রসঙ্গে রাবী ইফরাকী সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন- ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث -"তিনি আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের নিকট দুর্বল রাবী।"[২৭২]

৫. মোবারকপুরীর (১৩৫৩হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

আহলে হাদিস মোবারকপুরী সুনানে তিরমিযির ব্যাখ্যায় একজন রাবী প্রসঙ্গে লিখেন- وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث -"এই রাবী আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদগণের নিকট শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন।"[২৭৩]

৬. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (মৃত. ১৯৯৯ইং.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

বর্তমানের তথাকথিত আহলে হাদিসরা যাকে ইমাম মানে তিনি হলেন শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী। অথচ সেও নিজে তাঁর অসংখ্য কিতাবে বুঝিয়ে গেছেন আহলে হাদিস হল যারা আসমাউর রিজালবিদ, হাদিসের সনদের চুলচেরা বিশ্লেষন করতে যানেন এবং ইলমে হাদিসের খিদমতে নিয়োজিত আছেন তারাই আহলে হাদিস।

---

২৬৯ .আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ১/১০৭পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২৭০ .আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ১/১১৭পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২৭১ .শাওকানী, নায়লুল আউতার, ১/১১৬পৃ.
২৭২ .শাওকানী, নায়লুল আউতার, ২/৬৭পৃ.
২৭৩ .মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ১/৪৪...

আলবানীর জীবনের সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল দুটি। ক. সিলসিলাতুল আহাদিসিয দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ। খ. সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহাহ। আমি আপনাদের সামনে এই দুই কিতাবে এই মুহাদ্দিসদের পরিভাষাটি তিনি কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

ক. ১. আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ গ্রন্থে 'ইফরাকী' নামক এক রাবীর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেন- وهو ضعيف عند أهل الحديث -"তিনি আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের নিকট দুর্বল রাবী।"[২৭৪]

২. তিনি এ গ্রন্থের আরেক স্থানে আরেকজন রাবী সম্পর্কে বলেন- المجهول عند أهل الحديث -"আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের মতে তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।"[২৭৫] শুধু তাই নয় এ গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে আলবানী 'আহলে হাদিস' দ্বারা হাদিস বিশারদগণকে উদ্দেশ্য করেছেন।[২৭৬]

খ. আলবানী তার আরেকটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিলসিলাতুল..সহীহাহ' এর মধ্যে একজন রাবী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেন-

يحيى بن عبيد الله، وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث

-"রাবী ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ অধিকাংশ আহলে হাদিস তথা হাদিস বিশারদদের নিকট যঈফ।"[২৭৭] এ গ্রন্থের আরেক স্থানে আরেকজন রাবী সম্পর্কে বলেন-

هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث

-"আর তিনি হচ্ছেন 'সুলাইমান বিন আরকাম' যিনি আহলে হাদিসদের তথা হাদিস বিশারদদের নিকট যঈফ।"[২৭৮] তার এই পুড়ো কিতাবটিতে এই প্রতি শব্দটি মোট ৩২ টি স্থানে ব্যবহার করেছেন।

৮. গ্রান্ড মুফতি আব্দুল আযিয বিন বায (মৃত.১৪২০হি.) এর দৃষ্টিতে আহলে হাদিস ঃ

সৌদি আরবের সমকালিন আহলে হাদিসদের গ্রান্ড মুফতি ছিলেন আব্দুল আযিয বিন বায। তিনি একজন রাবীর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه

-"ফারয বিন ফাদ্বালাহ নামক রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার বিষয়ে আহলে হাদিসগণ সমালোচনা করেছেন।"[২৭৯]

---

২৭৪ .আলবানী, সিলসিলাতুল..দ্বঈফাহ, ১/১০৮পৃ. হা/৩৫
২৭৫ .আলবানী, সিলসিলাতুল..দ্বঈফাহ, ২/২৭৮পৃ. হা/৮৮১
২৭৬ .আলবানী, সিলসিলাতুল..দ্বঈফাহ, ২/৩৩৮পৃ. হা/৯৩৪, ২/৪০০পৃ. হা/৯৭১, ৩/৩১২পৃ. হা/১১৭০, ৩/৬১৫পৃ. হা/১৪২৩, ৪/২৫পৃ. হা/১৫১৫, ৪/৪৪৫পৃ. হা/১৯৭৭, ৫/৫২৪পৃ. হা/২৪০৩, ৮/৩৬৮পৃ.হা/৩৮৯৮
২৭৭ .আলবানী, সিলসিলাতু..সহীহাহ, ২/৬৩৬পৃ. হা/৯৫৩
২৭৮ .আলবানী, সিলসিলাতুল..সহীহাহ, ৫/১৩৩পৃ. হা/২০৯৯
২৭৯ .ইবনে বায, মাজমাউ ফাতওয়া ইবনে বায, ২৬/৩৪৩পৃ.

খ. বর্তমান যুগের আহলে হাদিসঃ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বুঝতে কারও বাকী নেই যে আহলে হাদিস মানে যারা হাদিসে সনদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন তাদেরকেই বুঝায়; সাধারণ কোন মুসলমান কে নয়।

গ. সকল মুসলমান আহলে হাদিস হতে পারে নাঃ

হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা 'আহলে হাদিস' মুহাদ্দিসগণের সংজ্ঞা মতে কোন সাধা মুসলমানদেরকে বুঝায় না। কোন সহীহ হাদিসের উপর আমলকারীকেও আহলে হাদি বলে না। আর যদি বলা হয়, তাহলে তো পৃথিবীর সকল মুসলিমই আহলে হাদি কেননা সকলেই কম-বেশী সহীহ হাদিসের উপরেই আমল করছেনই প্রতিনিয়ত। তাহ বলা হবে যে বেশী সহীহ হাদিসের আমল করে সে বড় আহলে হাদিস আর যিনি ক সহীহ হাদিসের উপরে আমল করে সে ছোট আহলে হাদিস; তাই এ মতে সক মুসলমানই আহলে হাদিস। (নাউযুবিল্লাহ)

যদি আমাদের আহলে হাদিস দাবীদার ভাইদেরকে বলা হয় আপনি কিভাবে আহ হাদিস? অধিকাংশ আহলে হাদিস ভাই বলেন, আমি সহীহ হাদিসের অনুসারী তাই আ আহলে হাদিস। তারপর যদি বলি, সকল সহীহ হাদিস মেনে আহলে হাদিস? না কি মেনে কিছু না মেনে আহলে হাদিস? কেননা একজন মুসলমান সকল হাদিসের উপ আমল করা অসম্ভব। তাহলে কম বেশী মেনে আহলে হাদিস হলে তো আমরা সকলে (চার মাযহাবের অনুসারী সবাই) আহলে হাদিস তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা অনেক সহীহ হাদিসের উপরে আমল করছি। আমরা হাদিসের কিতাব গবেষণা ক কোন কিতাবে হাদিস অনুসরণ করার কথা পাইনি; বরং সুন্নাহ (নবীজীর সুন্নাত সাব আমল) অনুসরণের কথাই পাই। রাসূল (ﷺ)-এর এমন অনেক সহীহ হাদিস আ যেগুলোর উপর আমল উম্মতের জন্য করা হারাম। যেমন-রাসূল (ﷺ)-এর জন্য সাও বিছাল বৈধ ছিল আমাদের জন্য বৈধ নয়, তিনি এক সঙ্গে চারের অধিক বিবি (আমাদে মা) রাখা বৈধ ছিল কিন্তু আমাদের জন্য তা হারাম ইত্যাদি। এমন ধরনের উদাহ অনেক উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ
كُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي

-"হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি তোমা কাছে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আকড়ে ধরে তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হ না। তা হল আল্লাহর কিতাব, আমি নবীর সুন্নাহ।" (ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদর ১/১৭২ পৃ. হা/৩১৯) এই হাদিসটির সনদও সহীহ।

২. ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ......يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"ইকরামা তিনি সাহাবী ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় মানুষদেরকে লক্ষ করে বলেছেন, হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরে রাখ তাহলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। এক আল্লাহর কিতাব, ২. সুন্নাতে নবী (ﷺ)।" (ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/১৭১ পৃ. হা/৩১৮, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ১০/১৯৪পৃ. হা/২০৩৩৬, ইমাম মারুজী, আস-সুন্নাহ, হা/৬৮, ইমাম বায়হাকী, আল-ইতিকাদ, ১/১২৮ পৃ.) ইমাম হাকেম এই সনদটিকে সহীহ বলেছেন আর যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

৩. ইমাম মালেক ও ইমাম আবু শায়খ ইস্পাহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

-"হযরত মালেক ইবনে আনাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের কাছে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আকড়ে ধরে তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব, আমি নবীর সুন্নাহ।" (খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৬৬ পৃ. হা/১৮৬, মুয়াত্তায়ে মালেক, হা/৩, আব্দুল বাকি সম্পাদিত, ইমাম আবু শায়খ ইস্পাহানী, তবকাতুল মুহাদ্দিসীন, ৪/৬৭ পৃ. এবং তারিখে ইস্পাহান, ১/১৩৮ পৃ.) মুরসাল সহীহ আরেকটি সনদ বর্ণিত আছে।

৪-৫. ইমাম ইবনুল বার্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"হযরত কাসির ইবনে আব্দুল্লাহ তিনি তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের কাছে দুটি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরে রাখ তাহলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। এক আল্লাহর কিতাব, ২. সুন্নাতে নবী (ﷺ)।" (ইমাম ইবনুল বার্, জামিউল বায়ানুল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী, ১/৭৫৫ পৃ. হা/১৩৮৯) তিনি হুবহু এই মতনে আরেকটি সূত্র সংকলন করেন। (ইমাম ইবনুল বার্, জামিউল বায়ানুল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী, ১/৭৫৬ পৃ. হা/১৩৯০)

৬. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (ﷺ) ও ইরবাদ বিন সারিয়া (ﷺ) হতে বর্ণিত
(ﷺ) বলেন- فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ -"তোমরা আ
সুন্নাত ও আমার চার খলিফার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর।"[২৮০]

৭. ইমাম ইবনুল বার্ (رحمه الله) সংকলন করেন-

مُوَرِّقٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَعَلَّمُوا السُّنَّةَ وَالْفَرَائِضَ

-"তাবেয়ী মুয়ার্রিক (رحمه الله) বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (ﷺ) বলেন, তোম
রাসূলের সুন্নাহ এবং ফারায়েয শিক্ষা গ্রহণ কর।"(ইমাম ইবনুল বার্, জামিউল বায়া
ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী, ১/৭৫৫ পৃ. হা/১৩৮৯) দেখুন এখানে তিনি সুন্নাহ শিক্ষার তা
দিয়েছেন কেননা তা অনুসরণীয়। তাই এজন্যই আমরা আহলে হাদিস নয় আহলে সু
ওয়াল জামা'আত; আর চার মাযহাবই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অর্ন্তভুক্ত
বিষয়ে আমার লিখা আকায়েদে আহলে সুন্নাহ গ্রন্থ দেখার অনুরোধ রইল। কোন এ
কোন হাদিস নেই যেখানে রাসূল (ﷺ) হাদিস অনুসরণের কথা বলেছেন। তাই যে
সুন্নাহ হিসেবে ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে সেটিই আমলযোগ্য।

২৮০. আহমদ, আল-মুসনাদ, ৪/১২৬পৃ. হাদিস : ১৭২৭৫-৭৬, আবু দাউদ, আস-
:৫/১৩পৃ.হাদিস,৪৬০৭, তিরমিযী, আস্-সনান, ৫/৪৩পৃ. হাদিস : ২৬৭৬, ইবনে হিব্বান, আস্-
১/১৭৮পৃ. হাদিস : ৫, দারেমী, আস্-সুনান, ১/৫৭ পৃ, হাদিস- ৯৫, খতিব তিবরিযী, মিশকাত, কি
ইত্তিসাম, ১/৪৫ পৃ, হাদিস- ১৬৫, বায়হাকী, আস্-সুনানুল কোবরা, ১০/১১৪ পৃ, ও শুয়াবুল ঈমান, ৬/৬
হাদিস- ৭৫১৫-৭৫১৫, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/১৮১ পৃ. হাদিস

দ্বিতীয় অধ্যায়
এ গ্রন্থের ১ম খণ্ড নিয়ে বাতিলপন্থীদের কয়েকটি আপত্তির নিষ্পত্তি

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যারা এ গ্রন্থের ১ম খণ্ড পড়েছেন তারা দেখছেন, আমি সেখানে যে কয়টি গ্রন্থের আপত্তিকর বিষয়ের সমাধান দিয়েছি তৎমধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত **'প্রচলিত জাল হাদীস'** নামক একটি গ্রন্থও ছিলো। সেই গ্রন্থের প্রায় ২২টি হাদিস সম্পর্কিত আপত্তির জবাব আমি দিয়েছি নির্ভূলভাবে। আমার এ গ্রন্থের ১মখণ্ড প্রকাশ হওয়ার পর আবদুল মালেক সাহেব তার থেকে ৫-৬ টি বিষয়ের পর্যালোচনা করে জবাব দেয়ার প্রচেষ্টায় ৭-৮ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ **'মাসিক আলকাউসার'র** পত্রিকার মার্চ ২০১৬ ঈ. সংখ্যায় প্রকাশ করেন। আমার মনেহয় মাওলানা সাহেব এটি লিখে বেশ খুশি হয়েছিলেন। মনেহয়, তার সব মিথ্যাচার সংবলিত প্রবন্ধটি পড়ে মানুষ বিশ্বাস করবে! অথচ পাঠক সমাজ ভালো করেই বুঝেন যে, প্রায় ছয়'শ পৃষ্ঠার একটি কিতাবের জবাবে ৭-৮ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধটি যেনো, খেলনার বন্দুক দিয়ে বাঘ মারার স্বপ্ন দেখা! পরবর্তীতে লিখাটি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত **'প্রচলিত জাল হাদীস'** গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (জালিয়াতী প্রকাশের ভয়ে নতুন নাম) **'এসব হাদিস নয়'** (যা মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা হতে প্রকাশিত) ১ম খণ্ডের ২১৫-২৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন। এবার একটু নজর দিন!

মিথ্যাবাদীর উপর খোদর গযব!

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব দাবি করেছেন যে, নরসিংদী থেকে মুহাম্মাদ এনামুল হাসান নামক এ ব্যক্তি নাকি ১৩-১১-১৪ ঈ. তারিখে একটি চিঠি পাঠান, যেন তিনি আমার লিখিত এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের বিরোদ্ধে একটি পর্যালোচনা লিখেন। সেখানে প্রশ্ন কর্তা এনামুল হাসান ঐ তারিখে চিঠি পাঠিয়ে আবার লিখেছেন-**"বিগত কয়েক মাস আগে আমি একটি গ্রন্থ পাই।"** (মাসিক আলকাউসার, ০৩ পৃষ্ঠা, মার্চ, ২০১৬ ঈ.)

সম্মানিত পাঠক সমাজ! মিথ্যেবাদীর স্বরূপ দেখুন! অবাক হবেন না, ধোঁকাবাজদের সকল কাজ এমনই হয়। যাদের কাছে আমার এই কিতাবের ১ম খণ্ড রয়েছে, আপনারা দেখেন, কিতাবটি প্রকাশ হয়েছে ৪ জানুয়ারি'১৫ ইং সনে। অথচ প্রশ্নকর্তা জনৈক এনামুল হাসানের চিঠি নামে মিথ্যাচারের তারিখ হলো-১৩-১১-১৪ তারিখ। পত্রদাতা একথাও সেখানে উল্লেখ করেছেন যে, বিগত কয়েকমাস আগে 'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' নামক গ্রন্থটি তার হস্তগত হয়।

তার দাবি অনুযায়ী আমার গ্রন্থটি প্রকাশের প্রায় বেশ কয়েক মাস পূর্বেই সে কিতাবটি পেয়েছিলো! কথাটি পড়ে রূপকথার গল্প মনেহলো। কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার আগে তার হাতে গেলো কোথা থেকে? তিনি কী তাহলে ইলমে গায়ব জানেন? নাকি নিজেকে

হাযির-নাযিরের প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করলো। এমনটি হলেতো মালেক সা
ফতোয়ায় সে মুশরিক হয়ে গেছে। কেননা, মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব প
১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"গায়েব জানা ও হাযির-নাযির- এ ধরনের শিরকি আ
তরফদারিও করতে চেয়েছেন।" যদি বলেন, ইলমে গায়েব ও হাযির-নাযির মানে
তাহলে এই নাটক কী গাঁজাখুরি অবস্থায় করেছেন?

প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতা:

প্রশ্নটি পড়ে এনামুল হাসানের চোখে জটিল কোনো প্রভলেম আছে বলে মনে হ বুঝতে বাকি রইলো না, সে কতোবড়ো চালবাজ জাহেল ও চরমজ্ঞ। কেননা, সে লিখেছে-"**বইয়ের শুরুতে এই দাবিও করা হয়েছে যে, এতে উপরোক্ত চার গ্র 'রদ' আছে। ছয় শ পৃষ্ঠার কম এ গ্রন্থে 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা' খণ্ডসংখ্যা ২০)-এর খণ্ডন কীভাবে হয়ে গেল তা বোধগম্য নয়!**

যাই হোক, জনাবের খেদমতে দরখাস্ত করছি, আপনি এর খণ্ডনে কিছু লিখুন। এর দ্বারা গোমরাহির শিকার হচ্ছে।"

পাঠকবৃন্দ! আমার গ্রন্থটি যাদের কাছে আছে তারা অবশ্যই দেখেছেন আমি গ্রন্থের ভে কভার পেইজে লিখে দিয়েছি, এটি গ্রন্থের ১ম খণ্ড এমনকি গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় লিখেছি এটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে। এরমানে অতিব সুস্পষ্ট যে, এই সমস্ত বাতিল প কবলেপড়া অনেক হাদিসের জবাব এই প্রথম খণ্ডে দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাই পরবর্তী চোখ রাখুন। এই সহজ বিষয়টি এনামুল হাসান চোখে দেখার পরেও ইচ্ছা করে মি করেছেন। কারণ প্রশ্নের শুরুতে আমার গ্রন্থের নাম উল্লেখের পরে তিনি খণ্ডের কথা করেননি। সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, সে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার করেছে। অথবা তার চোখে সমস্যা রয়েছে, তার জন্যে অধিকহারে কচু শাক খাওয়ার পরামর্শ রইলো।

প্রশ্নকর্তার দ্বিতীয় মিথ্যাচার, আলবানীর 'সিলসিলাতুল আহাদিসিদ্ব দ্বাঈফাহ' গ্রন্থ ২০ খণ্ড। অথচ যাদের কাছে এটি আছে আপনারা অবশ্যই জানেন যে, এটি সর্বোচ্চ খণ্ডে প্রকাশিত। বুঝাগেল, এনামুল হাসান বাকি ৬ খণ্ড গায়েবী ধন ভাণ্ডার আমদানি করেছে। (দেখুন-দারুল মা'রিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম প্রকাশ হি.) মিথ্যাবাদীদের উপর খোদার গযব!

আবদুল মালেক সাহেব পত্রিকার ০৫ পৃষ্ঠায় ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র দালা নবুয়তের খণ্ড অধিক ও নূরে মুজাস্‌সাম কিতাবের বরাতে বলায়, তিনি আমার চরমভাবে নারাজ হয়েছেন। অথচ নিজেরাই গায়েবি ভাণ্ডার থেকে আলবানীর কিতা খণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রশ্নকর্তা আরেক দাবি, আমার এ গ্রন্থের দ্বারা নাকি অনেক পথভ্রষ্ট হচ্ছেন। আমি তাকে বলবো- আমার কোন বিষয়ের আলোচনাদ্বারা মানুষ হচ্ছেন তা প্রশ্নকর্তা ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব স্বীয় সুস্পষ্ট উল্লেখ করতে পারেননি।

আমার প্রতি আবদুল মালেক সাহেবের অসুন্তষ্টির কারণ:

আমি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবের লিখা কলামটি পড়ে পারলাম যে, আমার প্রতি অসুন্তুষ্টি দুটি কারণ।

প্রথম কারণ. আমি ওহাবি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব নজদির দালালি করি না এমনকি তাকে মুসলমানও মনে করি না। আর আবদুল মালেক সাহেব তাকে সর্ব্বোর্চ পদবি 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারক বলেই ধারণা করেন। এখন হয়তো আমাকে অনেক কওমি হুজরগণ রেগে গিয়ে বলবেন, আপনি কীভাবে জানলেন? এবার আমি প্রমাণ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। ওহাবি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব নজদী (লানাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে আবদুল মালেক সাহেব লিখেছেন-"মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নাজদী রহ. আরবের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কারক বুযুর্গ ছিলেন।" (আবদুল মালেক, প্রচলিত ভুল, ৮৭ পৃ., মাসিক আলকাউসার, ডিসেম্বর '০৬ঈ সংখ্যা) বুঝাগেল তিনি একজন খাঁটি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নাজদীর আশেক ও প্রকৃত দালাল। আর ওহাবি মতবাদের একটি বৈশিষ্ট হলো, রাসুল (ﷺ), আহলে বায়াত, সাহাবায়ে কিরাম, আওলিয়াদের শানে যত হাদিস রয়েছে তাকে প্রথম যঈফ, তারপর তাকে জাল বলে চালিয়ে দেওয়া। আর আবদুল মালেক সাহেব সেই মতবাদেরই বিশ্বাসী তাই আমি আবদুল মালেকসহ আরও এই ধরনের ওহাবি মতবাদের দালালের জবাব তুলে ধরায় তিনি আমার প্রতি অসুন্তষ্ট হয়েছেন। তাই আবদুল মালেক সাহেবকে বলবো, আপনি কাদের গোলামি করছেন তা সত্যিকার পাঠকসমাজের কাছে উন্মোচন হয়ে গেলো।

অথচ যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাব নাজদীর প্রশংসা আবদুল মালেক সাহেব করেছেন, সে ব্যক্তি সম্পর্কে দেওবন্দী আলিম আনোওয়ার শাহ কাশমিরি কী বলেছেন তা দেখুন-

أما محمد بن عبد الوهاب النَّجْدِي فإنه كان رجلًا بليدًا قليلَ العلمِ، فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر

-"সে কম শক্তিসম্পন্ন, কম জ্ঞানী লোক ছিল। আর এ কারনেই সে তাৎক্ষণিকভাবে কুফরের ফাতওয়া আরোপ করে বসতো।" (ফয়যুল বারী শরহে বুখারী, ১/২৫২ পৃ. হা/৭০ এর আলোচনা, পরিচ্ছেদ: بَاب مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ العِلْمِ أيَّامًا مَعْلُومَةً)

তাই উক্ত মুহাদ্দিসের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্‌হাব নজদী এক জাহেল লোক ছিলেন বিধায় যাকে তাকে কুফরের ফাতওয়া আরোপ করতেন। আর সকলের বুঝার বাকি নেই এমন জাহেল লোক আবদুল মালেক সাহেবের নিকট সংস্কারক হওয়া মানে তিনি যে তার বর্তমান যুগে তার অন্যতম দালাল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় কারণ. তিনি পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠায় আমার বিরোদ্ধে লিখেছেন-"**আসল কথা হল, তিনি আহমদ রেজা খান বেরলভীকে ইমাম মানেন। আহমদ রেজা খান বেরলভী যে শিরকি বেদআত ও আমলি বেদআতসমূহের তরফদারি করেছিলেন সেগুলোর ভিত্তি ছিল মওযূ রেওয়ায়েত বা দলিলে শরয়ীর বিকৃতি বা বেশী হলে যয়ীফ রেওয়ায়েত বা নিজের আবিষ্কার করা বিভিন্ন ক্বিয়াস।**"

পর্যালোচনা: সচেতন পাঠকবর্গ! আপনারাই দেখুন আমার বিরোদ্ধে লিখার জনাব আবদুল মালেক সাহেবের মূল কারণ। যারা আমার প্রথম খণ্ডটি পড়েছেন তারা দেখবেন

৬ শ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে আমি কোন হাদিসের সমাধান দিতে গিয়ে আ'লা হযরত আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রহ.)'র অভিমত নকল করেছি কিনা। আমি জানি অভিমত পেশ করলে দেওবন্দীদের গা জ্বলবে। কারণ তিনি নিরেট একজন আ রাসুল। ওহাবি-সালাফিরা আশেকে রাসুলদেরকে সহ্য করতে পারেন না। এই আমি সহজে তাঁর অভিমত দ্বারা দলিল পেশ করিনি। যাইহোক, আমি জনাব আ মালেক সাহেবকে বলছি- আপনি ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রহ.)'র আমলটি শিরকি আর বিদ'আতি পেয়েছেন? আর যদি আপনি পেয়েই থাকেন প্র উল্লেখ করলেন না কেনো? যাক, শিরক আর বিদ'আতের স্লোগান হলো দেওবন্দী সমগ্র বাতিলদের একটি চিরচারিত স্বভাব।

আজগুবি কিচ্ছা কাহিনী:

পত্রিকার ০৩ পৃষ্ঠায় জনাব আবদুল মালেক সাহেব দাবি করেছেন-"এ বই যেহেতু **ও তাহকীকের ভিত্তিতে লেখা কোন গ্রন্থ নয়, তাই এর খণ্ডনে কিছু লেখার প্র নেই।"** সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা যারা জনাব আবদুল মালেক সাহেবের তত্ত্ব লিখিত 'প্রচলিত জাল হাদীস' গ্রন্থ পড়েছেন এবং এটার দ্বিতীয় সংস্করণ নতু **'এসব হাদিস নয়'** পড়বেন তারা বুঝতে পারবেন, তাদের গ্রন্থটি কোন তাহ উপরে লিখা। সুতরাং চাপাবাজিতে কিছুই প্রমাণ হয় না। মালেক সাহেব বিরোদ্ধে কিছু পাগলের প্রলাপ বকেছেন, তাই এগুলোর জবাব দেওয়ার প্রয়োজ আমি অনুভব করছি না বলে এখানে বিস্তারিত আলোচনাও করবো না। আমি ইতো বলেছি যে, 'প্রচলিত জাল হাদীস' গ্রন্থের ২২টি বিষয়ের মত জবাবের মধ্যে রাসূল এর নূরের সৃষ্টি, তাঁর ছায়া থাকা, আযান ইকামতে তাঁর নাম মোবারক শুনে চুমু খতমে তাহলীল, আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র ইত্যাদি বিষয়ের হাদিস নিয়ে আমার বিরোদ্ধে পত্রিকায় লিখিছেন। আমি বলি, পরোক্ষভাবে স্বীকার করলেন যে বাকি বিষয়গুলো মুতীউর রহমান সাহেব ভুল ত করেছেন। আমি এই খণ্ডে আবদুল মালেক সাহেবের আপত্তিকর বক্তব্যের কি জবাব আলোচনা করবো না। ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণে যথাস্থানে জবাব দেয়া হবে।

সর্ব প্রথম নুরে মুহাম্মাদি (ﷺ) সৃষ্টি নিয়ে ধোঁকাবাজি:

তিনি পত্রিকার ০৪ পৃষ্ঠায় বুঝাতে চেয়েছেন, আমি নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) সর্ব প্র মর্মে যে রেওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করেছি সবগুলোরই নাকি ভিত্তি নেই। তারপর লিখেছেন-"**এ ক্ষেত্রে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত হাওয়ালা দিয়েছে সবগুলোই সনদহীন।"**

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা যাদের কাছে প্রথম খণ্ড আছে দেখেছেন, আমার ৩০৬-৭ পৃষ্ঠায় প্রথম তিনটি হাদিসই হল সনদসহ বর্ণনা। দুটি হযরত আবু (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস, অন্যটি হযরত কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত।

তবে তার আগে একটা কথা লিখার প্রয়োজনীয়তা বেশী বলে অনুভব করছি, আবদুল মালেক সাহেব চিঠির উত্তরে কিতাবের ভুল ধরতে না পেরে অপ্রাসঙ্গিক

কটি আকিদার কথা তুলে ধরেছেন, যেনো পাঠকের ধ্যান ছুটে যায় ভিন্নদিকে। তাই এখন আমি আলোচনা করছি, মুহতারামের লিখিত পুস্তকে বর্ণিত কেবল কয়েকটি ভ্রান্ত আক্বিদার কথা। প্রিয়পাঠক মনোযোগে পড়তে থাকুন।

রাসুল (ﷺ) এর সৃষ্টি বিষয়ে তিনি এবং তার সাথী মাওলানা মুতীউর রহমান সাহেবসহ বর্তমান দেওবন্দীদের আক্বিদা হলো, যেমন- মুতীউর রহমান সাহেব লিখিত 'প্রচলিত জাল হাদীস' গ্রন্থের নতুন নাম **'এসব হাদীস নয়'** গ্রন্থের ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেন-"**সৃষ্টিকর্তা আদি পিতা হযরত আদম (আ.)কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর বংশধরের (যার মধ্যে নবী ওলীগণও রয়েছেন) প্রত্যেককেই একফোঁটা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিও এভাবেই হয়েছে।"**

প্রখ্যাত দুই পণ্ডিতই আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, আদম (আ.)'র পরবর্তী সৃষ্টির পদ্ধতি হল নুতফা থেকে। একথা থেকে প্রকৃতপক্ষে বুঝাতে চেয়েছেন, নবিজি (ﷺ)'র সৃষ্টিও আমাদের মতো অপবিত্র নুতফা বা বীর্য থেকে। (নাউযুবিল্লাহ)

কিন্তু তাদের কথায় বাবা আদমের পূর্বে মানব সৃষ্টির বিধান বর্ণিত হয়নি, বরং প্রমাণিত হয়েছে, রাসুল (ﷺ) মাটির তৈরী নন; একমাত্র মাটির তৈরি হযরত আদম (আ.)। আমরা সকলেই জানি যে, আদম ও হাওয়া (আ.)'র পরবর্তীতে সকল মানবজাতি এক ফোঁটা পানিরদ্বারা সৃষ্টির সূচনা হয়। সেই সুযোগে অনেকে বলে রাসুল (ﷺ) যেহেতু আদম ও হাওয়া (আ.)'র অনেক পরে এসেছেন সেহেতু তিনিও এক ফোঁটা নাপাক পানির তৈরী। নাউযুবিল্লাহ!

আসলে বিষয়টি যদি এমন হলে, আমরাও মানবো। কুর'আন হাদিসে যদি এমনটি প্রমাণিত হয় মানতে আমাদের অসুবিধা কোথায়? তাহলে এবার দেখি, আদি পিতা আদম (আ.)'র সৃষ্টি আগে, নাকি রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি আগে। যদি রাসুল (ﷺ)'র সৃষ্টি আদম (আ.) এর পূর্বে হয়ে থাকে তাহলে আদম (আ.)'র সন্তানের সৃষ্টির সাথে তুলনা করা কুর'আন হাদিসের অপব্যাখ্যা এবং ভ্রান্ত আক্বিদায় বিশ্বাসী হিসেবে নিশ্চিত বিবেচিত হবে। ইমাম বুখারী (রহ.)'র উস্তাদ ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) {ওফাত. ২০৭হি.}একটি হাদিস সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ

-"হযরত কাতাদা (রা.) হতে দুই ধারায় বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এরূপ বলেছেন, সৃষ্টির মধ্যে আমিই প্রথম মানুষ এবং যদিও প্রেরিত হয়েছি সবার শেষে।"[২৮১] আহলে হাদিসদের এবং জনাব মাওলানা

---

২৮১. ইমাম ইবনে সা'দ, আত্-ত্ববকাতুল কোবরা, ১/১৯৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩৯৩পৃ.দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, শিফা শরীফ, ১/১১৪পৃ. কাসতাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ১/৪২পৃ.।

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবের ইমাম, ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র আল্লামা হাফেজ
কাসির (রহ.) {ওফাত. ৭৭৪হি.}এ হাদিস সংকলন করে লিখেন- أَثْبَتُ وَأَصَحُّ
“এই সনদটি অধিক প্রমাণিত ও অতি বিশুদ্ধ।”[২৮২] আপনারাই দেখুন ইমাম ইবনে
(রহ.) এই হাদিসটির দুটি ধারায় বর্ণনা করেছেন আর প্রত্যেকটিই সনদই
শক্তিশালী। হযরত কাতাদা (রা.) এর আরেকজন ছাত্রও এই হাদিসটি তার থেকে
করেছেন। ইমাম ইবনে সালেহ শামী (রহ.) সংকলন করেন-

ابن إسحاق عن قتادة مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أول
في الخلق وآخرهم في البعث

-“ইমাম ইবনে ইসহাক (রহ.) তিনি কাতাদা (রা.) হতে উপরের মতনে স
করেন।”[২৮৩] ইবনে ইসহাক সহীহ মুসলিমের রাবী এবং সত্যবাদী। (ইবনে হা
তাক্বরীবুত তাহযিব, ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ক্রমিক. ৫৭২৫) বুঝা গেল কাতাদা থেকে এই হা
তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা (রা.) এর চতুর্থ সূত্রটি ইমাম ইবনে আদি (
মারফূ মুত্তাসিল সনদে সংকলন করেন-

جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوليد، حَدَّثَنَا خُلَيْدُ بْنُ
وَسَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ:
أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

-“তিনি যথাক্রমে...জাফর ইবনু আহমাদ ইবনে আসেম থেকে তিনি হিশাম ইবনু আ
তেকে তিনি ওয়ালীদ থেকে তিনি তার দুই উস্তাদ খুলাইদ ইবনু দা'লাজ এবং স
ইবনে বাশীর থেকে তিনি তাবেয়ী কাতাদা (রহ.) থেকে তিনি হাসান বসরী (
থেকে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে তিনি বলেন, <u>সৃষ্টির মধ্যে আমিই</u>
<u>মানুষ</u> এবং যদিওবা প্রেরিত হয়েছি (নবীদের ক্ষেত্রে) সবার শেষে।”[২৮৪] এই সন
সহীহ লিগাইরিহী; কেননা এই সনদের তাবেয়ী কাতাদার দুই ছাত্র খুলাইদ এর হা
মান 'হাসান' এবং সাঈদ ইবনে বাশীর এর হাদিসের মান 'সহীহ' পর্যায়ের।

খুলাইদ ইবনে দা'লাজের গ্রহণযোগ্যতা:

ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ صَالِحٌ.

-“ইমাম আবূ হাতেম (রহ.) বলেন, ...তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি।”[২৮৫]
ইমাম মিযযী (রহ.) উল্লেখ করেন-

২৮২. ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩৯৩পৃ.
২৮৩. ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৬৮ পৃ.
২৮৪. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৩/৪৮৮-৪৮৯ পৃ. ক্রমিক. ৬০৬
২৮৫. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/১৯৬ পৃ. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৬৬৩ পৃ. যাহাবী,
ইসলাম, ৪/৩৫৪ পৃ. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল ...

وَقَال أَبُو حاتم الرازي : صالح.

-“ইমাম আবূ হাতেম বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় একজন সৎ ব্যক্তি।”[২৮৬] তার হাদিসের মান 'হাসান' বলে বুঝা যায়।

তবে ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) তার দুটি সনদ সংকলন করেন; আর দুটোকেই সহীহ বলেছেন। যেমন-

حَدَّثَنَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَرْكُونُ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ أَبُو عَمْرٍو السَّدُوسِيُّ، أَظُنُّهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ...... هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-“...খুলাইদ ইবনু দা'লাজ তিনি কাতাদা (রহ.) থেকে তিনি আবনে আব্বাস (রা.) হতে.........ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) বলেন, এই সনদটি সহীহ।”[২৮৭] কিন্তু ইমাম যাহাবী যঈফ বলেছেন। এবার তার সাথী সাঈদ সম্পর্কে জানবো।

কাতাদার দ্বিতীয় ছাত্র সাঈদ ইবনে বাশিরের গ্রহণযোগ্যতা:

হযরত কাতাদার অপর ছাত্র 'সাঈদ ইবনু বাশীর বাছরী' এর হাদিস সর্বনিম্ন 'সহীহ' পর্যায়ের। কেনান তিনি হাফেযুল হাদিস ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الصَّدُوْقُ، الحَافِظُ

-“তিনি হাদিসের ইমাম, মুহাদ্দিস, সত্যবাদী, হাফেযুল হাদিস ছিলেন।”[২৮৮] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ.

-“ইমাম আবূ হাতেম (রহ.) বলেন, তার স্থান হচ্ছে সত্যবাদী বলা।”[২৮৯] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وَقَالَ بَقِيَّةُ: سَأَلْتُ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بنِ بَشِيْرٍ، فَقَالَ: ذَاكَ صَدُوْقُ اللِّسَانِ.

-“বাকিয়্যাত তিনি ইমাম শুবা (রহ.) কে সাঈদ ইবনে বাশীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি সত্যবাদী।”[২৯০] তবে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেন-

قال بقية عن شعبة ذاك صدوق اللسان وفي رواية صدوق اللسان في الحديث

২৮৬. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৮/৩০৯ পৃ.
২৮৭. ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৩/১৬২ পৃ. হা/৪৭১৫, তিনি তার আরেকটি হাদিসকে সহীহ বলেছেন। দেখুন-ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/৮৫ পৃ. হা/৬৯৫৯
২৮৮. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩০৪ পৃ. ক্রমিক. ৯৭, যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৩৭৩ পৃ., ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪/৯ পৃ.
২৮৯. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩০৪ পৃ. ক্রমিক. ৯৭, যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৩৭৩ পৃ., ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪/৯ পৃ.
২৯০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩০৪ পৃ. ক্রমিক. ৯৭, যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৩৭৩ পৃ., ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪/৯ পৃ.

-"তার থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি হাদিস বর্ণনায় সত্যবাদী।" ... তিনি আ
উল্লেখ করেন-

قال عثمان الدارمي سمعت دحيما يوثقه

-"হযরত উসমান দারেমী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি আমি দুহাইম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে তাকে সি বলতে শুনেছি।"[২৯২] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو بكر البزار هو عندنا صالح ليس به بأس.

-"ইমাম আবু বকর বায়যার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমাদের নিকট তিনি সৎ হাদিস বর্ণনা তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৯৩] যাহাবী আরও উল্লেখ করেন-

مَرْوَانُ الطَّاطَرِيُّ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بنُ بَشِيْرٍ، وَكَانَ حَافِظاً.
دُحَيْمٌ: يُوَثِّقُوْنَهُ، كَانَ حَافِظاً.

-"মারওয়ান আত-তাতারী বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়ানাকে বলতে শুনেছি, সা ইবনে বাশীর হাফেযুল হাদিস ছিলেন। ইমাম দুহাইম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি সিক হাফেযুল হাদিস।"[২৯৪] আল্লামা মুগলতাঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

ذكره ابن شاهين في «الثقات» قال: قال شعبة بن الحجاج: هو مأمون خذوا عنه.
ره الحاكم في الثقات وخرج حديثه في «مستدركه»، وقال: كان إمام أهل الشام في
ره إلا أن الشيخين لم يخرجاه.

-"ইমাম ইবনে শাহীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন। ইম শু'বা ইবনে হাজ্জাজ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি নেককার আমরা তার থেকে হাদিস গ্র করতাম, ইমাম হাকেম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে সিকাহ তে রেখেছেন এবং মুস্তাদরাকে তার হাদি সংকলন করেছেন এবং বলেছেন, তিনি শাম দেশের তৎকালিন যুগের ইমাম ছিলে যদিও বুখারী, মুসলিমে তার হাদিস সংকলন হয়নি।"[২৯৫] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال البزار: سعيد بن بشير عندنا صالح ليس به بأس حسن الحديث

-"ইমাম বায্যার বলেন, সাঈদ ইবনে বাশার আমাদের নিকট সৎ ব্যক্তি, তার হাদি গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। তার হাদিস 'সুন্দর' পর্যায়ের।"[২৯৬] তিনি আর উল্লেখ করেন-

২৯১. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪/৯ পৃ.
২৯২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪/৯ পৃ.
২৯৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪/৯ পৃ.
২৯৪. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩০৪ পৃ. ক্রমিক. ৯৭, যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৩৭৭ পৃ., ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৪/৯ পৃ.
২৯৫. ইমাম ইবনে শাহীন, তারিখু আসমাউ সিকাত, ১/৯৭ পৃ. ক্রমিক. ৪৩২, মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/২৬৪ পৃ. ক্রমিক. ১৯১০
২৯৬. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/২৬৪ পৃ. ক্রমিক. ১৯১০

ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات»

-"ইমাম ইবনে খালফুন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[২৯৭] ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার একটি হাদিস সংকলন করেন লিখেন-

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ..... «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ إِمَامُ أَهْلِ الشَّامِ فِي عَصْرِهِ إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٩٩٥ - صحيح

-"...সাঈদ কাতাদা থেকে তিনি হাসান বসরী হতে তিনি সামুরা ইবনে জুনদুব (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন,..... । ইমাম হাকেম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এই হাদিসটির সনদ সহীহ। সাঈদ ইবনে বাসীর শাম দেশের তার সময়ের হাদিসের ইমাম ছিলেন, যদিও শাইখাইন তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) একমত পোষণ করে বলেন, এটি সহীহ।"[২৯৮]

এ রাবীর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আমি এ গ্রন্থে **১ম** খণ্ডের (প্রথম সংস্করন) ২৪৮-২৫১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি। সুতরাং হাদিসটি এক জামাত ইমামের অভিমত দ্বারা সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, প্রমাণিত হয়ে গেল হযরত আদমরই বহু পূর্বে রাসূল (ﷺ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তিনিই সৃষ্টিতে প্রথম মানুষ। তাই রুহকে মানুষ বলা হয় না।

রাসূল (ﷺ) এর সৃষ্টি বিষয়ক এই বিধানের সাথে মুতীউর রহমানের লিখিত বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই। আর এজন্যই আমি এ হাদিসগুলোকে এ গ্রন্থের **১ম** খণ্ড ৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠায় শুরুতে উল্লেখ করেছি। আর আবদুল মালেক সাহেব বলছেন, আমি নাকি সবই সনদবিহীন রেওয়ায়েত উল্লেখ করছি। আমার নামেও কতবড়ো জালিয়াতি ও মিথ্যাচার! তবে আপাতত তা আমি কিছু মনে করছি না, যেখানে বড়োবড়ো হাদিস বিশারদদের পর্যন্ত তিনি অহেতুক ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করছেন, সেখানে আমার মতো নগণ্যের মূল্যায়ণই বা কী!

অতএব, প্রমাণিত হয়ে গেল বনী আদমের সৃষ্টির সাথে রাসূল (ﷺ) এর সৃষ্টির তুলনা দেয়া সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। এবার আলোচনা করছি, রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি আদম (আ.)'র কতো বছর আগে এবং কী দ্বারা হুযুরের সৃষ্টি ও কী হিসেবে ছিলেন যুগযুগধরে। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ চার মাযহাবের অন্যতম ইমাম হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি হাদিসেপাক সংকলন করেছেন-

২৯৭. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/২৬৪ পৃ. ক্রমিক. ১৯১০
২৯৮. আল-মুস্তাদরাক, ১/৪০৩ পৃ. হা/৯৯৫) ইমাম হাকেম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার আরও অনেক হাদিসকে সহীহ বলেছেন আর ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ২/১২৫ পৃ. হা/২৫৩৬, ২/১৬২ পৃ. হা/২৫১, ৩/১৩০ পৃ. হা/৪৬১৭, ৩/৭৪৫ পৃ. হা/৬৭০৯, ৪/১৪১পৃ. হা/৭১৬২, ৪/১৭৭ পৃ. হা/৭২৭৯, হা/৮১০৪, ৪/৫০৬পৃ. হা/৮৪২১,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قثنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ قثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ نُورًا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ

-"তাবেয়ী যাযান (রহ.) তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলে... রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করতে শুনেছি, আমি ও আলী আদিপিতা আদম সৃষ্টির চৌ... হাজার বছর পূর্বে মহান রবের সমীপে নুর হিসেবে ছিলাম।"[২৯৯] এ হাদিসটির সন... সহীহ। কেননা, সনদের কোন রাবীই যঈফ নয়। ইমাম যাহাবী আহমাদ ইবনু মিকদা... (রহ.) কে সিকাহ বলেছেন।[৩০০] ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকা... স্থান দিয়েছেন।[৩০১] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন তিনি সহীহ বুখারী... রাবী।[৩০২] তিনি আরও উল্লেখ করেন- بصري صدوق -"তিনি বসরার অধিবাসি এব... সত্যবাদি ছিলেন।"[৩০৩] আর সাওর ইবনে ইয়াযিদ সিহাহ সিত্তার রাবী।[৩০৪] আর ইমা... ফুযাইল ইবনে আয়্যায (ওফাত. ১৮৭ হি.) সম্পর্কে ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) বলেন-

كان ثقة ثبتا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث.

-"তিনি সিকাহ, দৃঢ় বর্ণনাকারী, মর্যাদাবান ব্যক্তি, ইবাদত পরায়ন, দুনিয়াবিমুখ, অধি... হাদিস বর্ণনাকারী।"[৩০৫] ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন- قَالَ النَّسَائِيُّ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. -"ইমা... নাসাঈ (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ, (দ্বীনের বিষয়ে) নিরাপদ ব্যক্তি।"[৩০৬] তিনিও সহী... বুখারী মুসলিমের রাবী। (ইমাম ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৪৪৮ পৃ. ক্রমিক ৫৪৩১) তাই আবদুল মালেক সাহেবের আর এই হাদিসকে যঈফ বলার কোন রাস্তা নেই।

তবে অন্য একটি বর্ণনায় বছরের প্রার্থক্য রয়েছে। বিখ্যাত সিরাতবিদ ও মুহাদ্দিস ইমা... দিয়ারবকরী (ওফাত.৯৬৬হি.) তার সিরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال كنت نُورًا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ

২৯৯. ইমাম আহমদ, ফাযায়েলুস সাহাবা, ২/৬৬২পৃ. হাদিস নং ১১৩০, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩হি. সনদটি সহিহ।
৩০০. যাহাবী, দিওয়ানুল দুআফা, ১/১০ পৃ. ক্রমিক. ১০৮
৩০১. ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৮/৩২ পৃ. ক্রমিক. ১২১২৪
৩০২. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৩/৫৪ পৃ. হা/২০৫৭, ৯/৩৩ পৃ. হা/৬৯৯৮
৩০৩. ইবনে হাজার, তাক্বরিবুত তাহযিব, ৮৫ পৃ. ক্রমিক. ১১০
৩০৪. ইবনে হাজার তাক্বরীবুত তাহযিব, ১৩৫ পৃ. ক্রমিক.৮৬১, উদাহারণ- বুখারী, আস-সহীহ, ৪/৪২ পৃ. হা/২৯২৪, ৭/৮২ পৃ. হা/৫৪৫৯
৩০৫. ইবনে সাদ, আত-তবকাতুল কোবরা, ৬/৪৩ পৃ. ক্রমিক. ১৬৪৮
৩০৬. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৬৯৪ প

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবি (ﷺ) বলেছেন, আমি আদম (আ.)-এর সৃষ্টির ১ হাজার বছর পূর্বেও আল্লাহর কাছে নূর হিসেবে ছিলেন।"[৩০৭]

প্রমাণিত হয়ে গেলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদম (আ.)'র বহু পূর্বেকার মানুষ; প্রথম মানুষ এবং তখন নুর হিসেবে মহান রবের দরবারে ছিলেন বহুকাল। মাওলানা মুতীউর রহমান ও আবদুল মালেক সাহেব একজন মিথ্যাবাদীর পরিচয় দিলেন!

'যুযউল মাফকুদ' কী জালিয়াতি গ্রন্থ?

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি বহুবার বলেছি যে, রাসুল (ﷺ) নুরের সৃষ্টি মর্মে হযরত জাবের (রা.)'র হাদিস ছাড়াও বহু হাদিস রয়েছে। যা আমি আমার লিখিত (প্রকাশের পথে) *'রাসূল (ﷺ) এর সৃষ্টি নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান'* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি এইগ্রন্থে ১ম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ) ৩৪৩-৩৭১ পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.)'র হারিয়ে যাওয়া ৪০টিরও বেশী হাদিসের বিষয়ে আলোচনা করেছি যে হাদিসগুলো পাণ্ডুলিপি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে হাদিসগুলো আল্লামা ঈসা তথা হিমইয়ারী **'যুযউল মাফকুদ'** নামে প্রকাশ করেন। সে গ্রন্থ সম্পর্কে ভাল করে না জেনেই জনাব আবদুল মালেক সাহেব দাবি করেছেন-**"যে নুসকার নাসেখ বা লিপিকরের নাম জানা যায় না, কবে তা লেখা হয়েছে তা জানা যায় না, তাতে কোনো শাস্ত্রজ্ঞের দস্তখত নেই, কোন কুতুবখানায় এই নুসখাটি ছিল তা উল্লেখ নেই, কার মাধ্যমে প্রকাশক তা পেলেন তাও উল্লেখ নেই।"** (মাসিক আলকাউসার, পৃ.০৪ মার্চ'১৬)

পাঠকবর্গ! তিনি এই সামান্য বক্তব্যের মধ্যে অনেকগুলো মিথ্যাচার করেছেন। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে গ্রন্থের শুরুতেই দেয়া রয়েছে তারপরও তিনি জেনে-বুঝে মিথ্যাচার করলেন। তবে এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য ইউটিউবে একটি ভিডিও দেয়া আছে তাও দেখতে পারেন।[৩০৮] জুযউল মাফকুদে সেখানে এ গ্রন্থের পরিচিত, কোন প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত, আফগানিস্তানের কোন কিতাব ব্যবসায়িক শায়খ থেকে ৯৩৩ হিজরীর এই পাণ্ডুলিপি পেলেন এবং তাকে অনেকে পুরো ফেলতে চেয়েছিলেন তাও তিনি গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি যে পাণ্ডুলিপি থেকে তা পেয়েছেন তার স্কীনিং ছবি এবং সংকলক থেকে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) পর্যন্ত তার হাদিসের সনদও উল্লেখ করেছেন। এই হাদিস শরীফ অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ইসলামী চিন্তাবিদ হাদিসটি সনদান মতনান গ্রহণ করেছেন ফলে হাদিসটি (تلقى الامة بالقبول) তথা 'সর্বজন গ্রহীত হাদিস' এরম মর্যাদায় উপনীত হয়ে 'হাসান' স্তরে উন্নীত হয়েছে। আর এ স্তরের উন্নিত হাদিসের সনদ বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে না। এমতাবস্থায় সনদ যঈফ হলেও বিশ্বাস এবং আমল করতে কোন সমস্যা নেই। উসূলে হাদিসের এই নীতিমালাটির বিস্তারিত আ'লা হযরত (রহ.) এর নুরুল মোস্তফা এবং এ গ্রন্থের ২০

৩০৭. দিয়ারবকরী, তারিখুল খামীস, ১/২১পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৩০৮. ইউটিউবে সার্চ করুন এই শিরোনামে "মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে নূর বিষয়ক হাদিস"

রাক'আত তারাবীহ নামাযের প্রথম হাদিসের পর্যালোচনায় উসূলে হাদিসের কিতাবে আলোকে প্রমাণ পাবেন, ইনশাআল্লাহ!

মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে না থাকলে কী এক জামাত মুহাদ্দিসগণ মিথ্যাচার করলেন?

এক জামাত হাদিস বিশারদগণ (প্রায় ৩৫ জন) এটি মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে কি বলে অভিমত পেশ করেছেন, আর যেই সমস্ত মুহাদ্দিসদের কথা আমি এ গ্রন্থের খণ্ডের ৩৪৭-৩৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যিনি ধারণার উপরে হাওলা দিতেন। দেওবন্দের **শাইখুল হাদিস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী** {ওফাত.১৩৫৩হি.} তিনি হচ্ছেন দেওবন্দী আলেমদের তালিকার শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। তিনি বুখারী শরিফ, তিরমিযি শরীফসহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবের শরাহও করেছেন। আমরা এখন অনুসন্ধান করবো তিনি সর্বপ্রথম রাসূল (ﷺ)-এর নূর মোবারক সৃষ্টি এ বিষয়ে তার অভিমত কী। তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আরফুশ শাযি শরহে সুনানে তিরমিযি' গ্রন্থে সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে লিখেন-

أن أول المخلوقات نور النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ذكره القسطلاني في المواهب
بطريق الحاكم والترجيح لحديث النور على حديث الباب.

-"নিশ্চয় সর্বপ্রথম সৃষ্টি হল নূরে নাবী (ﷺ) যেটি ইমাম কাসতাল্লানী (رحمة الله عليه) তাঁর মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে হাকেমের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি সেখানে সবগুলো বর্ণনার মধ্যে (কলম/নূরে মুহাম্মদী/আক্বল সর্বপ্রথম সৃষ্টি বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে নূরের হাদিসকে প্রাধান্য দিয়েছেন।"[৩০৯]

তাই আবদুল মালেক সাহেবকে বলবো, আপনি তার কবরে গিয়ে বলে আসুন কেন তিনি এ কথা লিখে গেলেন। আপনাদের দাবি অনুযায়ী দেওবন্দীদের থানবী সাহেব না হয় অর্থ সংকটে মূল কিতাব কিনতে না পেরে সরাসরি হাওয়ালা দেননি; কিন্তু অন্য মুহাদ্দিসদের বেলায়ও কী তাই?

এবার দেখুন, শাইখুল হাদিস আজিজুল হক বুখারীর অনুবাদে ৫ম খণ্ডে বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের দেওবন্দী সুপ্রসিদ্ধ **শাইখুল হাদিস** *আল্লামা আজিজুল* **হক** যিনি অসংখ্য কওমী দেওবন্দী আলেমদের উস্তাদ। তিনি সুপ্রসিদ্ধ দেওবন্দী আকায়েদের পত্রিকা মাসিক 'আদর্শ নারীর' ২০১২ ঈসায়ীর জানুয়ারী তথা রবিউল আউয়ালের সংখ্যার **"মহানবীর (সা.) অলৌকিক বিলাদাত"** শিরোনামের ১০ পৃষ্ঠায় **লিখেছেন-"***রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিদায়াতের নূরে সারাবিশ্ব আলোকিত হবে, তাঁর শুভাগমন লগ্নে এসব নূরের বিকাশ ছিল। নবীজী (সা.) নিজেই ঐ নূরে আকৃর-নূরে মুজাস্সাম।"*

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! **আজিজুল** হক সাহেব খুব সুন্দর করেই রাসূল (ﷺ) কে নূরে মুজাস্সাম অর্থাৎ নবিজীর দেহ মোবারক নূরের তা বলে দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়

৩০৯ .আনোওয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৩৫৩হি.), আরফুস সাযী শরহে সুনানে তিরমিযি ... হাদিস নং ২১৫১, দারুল তুরাসুল আরাবী ...

আবদুল মালেকের মত তার ছাত্ররা এবং তার ছাত্রের ছাত্ররা আজ রাসুল (ﷺ) কে নুর বললেই আমাদেরকে কাফের ফাত্ওয়া দিতে শুরু করে। এখন তাদের সে ফাতওয়ায় তাদের শাইখুল হাদিস কী হন? আপনারাই বলুন? শাইখুল আজিজুল হক সাহেবের একটি বক্তব্য আমার খুব ভাল লেগেছে তা হল তিনি বুখারী শরীফের অনুবাদের ৫ম খণ্ডের শুরুর দিকে লিখেছেন এভাবে-"**এই হাকীকতে মুহাম্মদিয়াই হইল নিখিল সৃষ্টিজগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি**। লৌহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, ফেরেশতা এবং মানব-দানব সব কিছুই ঐ হাকীকতে মুহাম্মদিয়া বা **নূরে মুহাম্মদীর পরে সৃষ্টি হইয়াছে।**"[৩১০]

মুফতি আমিমুল ইহসান (رحمة الله عليه)'র ছাত্র, ইমাম ও খতিব লালবাগ শাহী মসজিদ, সম্পাদক-মাসিক আল-বালাগ, তাফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্নর, চেয়ারম্যান, তাফসীরে তাবারী প্রকল্প সম্পাদনা বোর্ড **আল্লামা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম**। যিনি অসংখ্য কওমী দেওবন্দী আলেমদের উস্তাদ।

তিনি এ হাদিস প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা হলো-"*আবদুর রাজ্জাক তাঁর সনদ সহ হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক, আমাকে বলুন, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন : হে যাবের ! আল্লাহ পাক সবকিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন......দীর্ঘ হাদিস।*"[৩১১]

বাংলাদেশের দেওবন্দী সুপ্রসিদ্ধ শাইখুল হাদিস **আল্লামা মুফতি মনসূরুল হক** যিনি অসংখ্য কওমী দেওবন্দী আলেমদের উস্তাদ। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কওমী দেওবন্দী পত্রিকা মাসিক 'আদর্শ নারীর' ২০১২ ঈসায়ীর জানুয়ারী তথা রবিউল আউয়ালের সংখ্যার "রাসূলুল্লাহ (সা.) সারা জাহানের জন্য রহমত" শিরোনামের ৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"*এই ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি রাসূলে কারীম (সা.)-এর সৃষ্টির বরকতমণ্ডিত। তাঁর নূরে রহমত পরশিত করেই এসব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ মহানবী (সা.) এর নূরকে সৃষ্টি করেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক) তারপর সেই নূরকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সকল কিছু, তথা আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আলো-বাতাস, সমস্ত জীন-ইনসান এক কথায় সমগ্র জগতের সৃষ্টি হয়। (ইবনে আসাকির)*"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই লক্ষ করুন মনসূরুল হক সাহেব কি সুন্দর করে নবিজির সৃষ্টি বর্ণনা দিলেন। অথচ তার সাথী আবদুল মালেকের কপালে এখনো

৩১০ .শাইখুল হাদিস আজিজুল হক, বোখারী শরীফ, (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) ৫ম খণ্ড, ২-৩ পৃষ্ঠা, হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ, ৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা,-১২১১

৩১১ .মওলানা আমিনুল ইসলাম, নূরে নবী (দ.), প্রথম খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা, আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জুন, ১৯৯৯ ইং, রবিউল আউয়াল, ১৪২০হি

হেদোয়াত মিলেনি। আল্লাহ তার অনুসারীদের হিদায়াত নাসিব দান করুক। তা
উনারা কি আবদুল মালেক সাহেবের ফাতওয়া মুতাবেক জাল হাদিসের তরফদারি
মনে করে এগুলো উল্লেখ করেছিলেন? তার পত্রিকার লিখা পড়ে বুঝলাম, মাও
মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবের প্রিয় মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী।
তিনি আমার বিরোদ্ধে লিখায় সবচেয়ে বেশী তার অভিমত পেশ করার চেষ্টা করে
অথচ তিনি এই হাদিস উল্লেখ করে লিখেন-

قد ثَبت من رِوَايَة عبد الرَّزَّاق أولية النُّور المحمدي

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় নূরে মুহাম্মাদী
সর্বপ্রথম সৃষ্টি।"৩১২

পাঠকবৃন্দ! আপনারা গভীরভাবে লক্ষ্য করুন! যে তিনি রাসূল (ﷺ) কে নূরের
মনে করেই এ হাদিসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আজ দেওবন্দীরা এ
রীতিমতো গোপন করছে, এটা কতবড়ো মুনাফিকের পরিচয় এবং সত্য গোপনক
পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি এ গ্রন্থের আরেক স্থানে উল্লেখ করেন-

يذْكُرُونَهُ فِي ذِكْرِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ أَن نور مُحَمَّد خُلِقَ مِنْ نُورِ اللهِ بِمَعْنَى أَنَّ ذَاتَهُ
الْمُقَدَّسَة صَارَتْ مَادَّةً لِذَاتِهِ الْمُنَوَّرَةِ وَأَنَّهُ تَعَالَى أَخَذَ قَبْضَةً من نوره فخلق من نُورهُ،

-"যা নবি পাক (ﷺ)-এর মিলাদের আলোচনা কালে উল্লেখ করেছি যে, নিশ্চয়
মুহাম্মাদী (ﷺ) আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি। এর অর্থ হল নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর
নূরকে নিলেন ও নবি করীম (ﷺ) এর নূরকে সৃষ্টি করলেন।"৩১৩ এর ব্যাখ্যায়
নিজেই লিখেন-

قَالَ الزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِهِ مِنْ نُورِهِ إِضَافَةَ تَشْرِيف

-"ইমাম জুরকানী (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁর নূর হতে মানে
সম্মানের জন্য আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয়েছে।"৩১৪ তিনি এ বিষয়ে আরও
করে লিখেন-

مِن نُورٍ هُوَ ذَاتُهُ لَا بِمَعْنَى إِنَّهَا مَادَةُ خَلْقِ نُورِهِ بَلْ بِمَعْنَى تَعَلُّقِ الإِرَادَةِ بِهِ بِلا وَاسِطَةِ
فِي وجوده.

-"সেই নূরটি হল জাতি নূর। কিন্তু এর মমার্থ এই নয় যে সেটি আল্লাহর নূরের
বিশেষ; তাই এজন্যই আল্লাহর দিকে নবিজীর নূর কে সম্পর্ক যুক্ত করা হয়েছে যে
নূরকে কোনরূপ মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।"৩১৫

---

৩১২. আব্দুল হাই লাখনোভি, আছারুল মারফূ'আ, ৪৩ পৃষ্ঠা, মাকতুবাতুল শারকুল জাদীদ, বাগদাদ,
প্রকাশ. যা এখন মাকতুবাতুল শামেলাতেও পাওয়া যায়।
৩১৩. আব্দুল হাই লাখনোভি, আছারুল মারফূ'আ, ৪২ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত।
৩১৪. আব্দুল হাই লাখনোভি, আছারুল মারফূ'আ, ৪২ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত।
৩১৫. আব্দুল হাই লাখনোভি, আছারুল মারফূ'আ, ...

২. ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যদি এই হাদিস সংকলন না করে থাকেন কেন ইমাম কাস্তাল্লানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অহেতুক এই কথা লিখেবেন-

وروى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصارى

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সনদসহকারে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত।" (ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহিবুল্লা দুনিয়্যাহ, ১/৪৮ পৃ.)

ইমাম কাস্তাল্লানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যদি সনদসহ না পেতেন তাহলে (بسنده) শব্দটি কেন আনলেন? সনদ না থাকলে তো رواه عبد الرزاق লিখাই যথেষ্ট ছিল। তাহলে তো দেখা যায় তিনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবেন? ইমাম কাস্তাল্লানীর এর পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ একমত যে জারহ ওয়া তাদীলের ক্ষেত্রে ইমাম কাস্তাল্লানী কখনও জাল হাদিসকে সহীহ বলেননি। শব্দের গ্রন্থনায় বুঝা যাচ্ছে তিনি এ হাদিসের সনদের ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল। কোন জীবনিকারকই হাফিয কাস্তাল্লানীর সম্পর্কে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা কিংবা জাল হাদিস রচনার অপবাদ দেননি। তাঁর সমসাময়িক মনীষী থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের অগণিত পণ্ডিত ও ইসলামী চিন্তাবিদ সকলে এক বাক্যে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও হাদিস বিষয়ে পারদর্শীতা সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন। আর মাওয়াহিবু ল্লাদুনিয়্যাহ হল তাঁর গ্রহণযোগ্য একটি কিতাব। এ গ্রন্থের প্রশংসায় হাজী খলিফা (ওফাত. ১০৬৭ হি.) লিখেন-

وهو: كتاب جليل القدر، كثير النفع. ليس له نظير في بابه.

-"এটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, অধিক উপকারী, এর উপমা নেই।"(হাজী খলিফা, কাশফুয যুনূন, ২/১৮৯৬ পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন) এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার বুস্তানুল মুহাদ্দীসীন গ্রন্থে; এটি এখন ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে অনুবাদিতও প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম জুরকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ গ্রন্থের শরাহ করেছেন কিন্তু তিনি ইমাম কাস্তাল্লানীর এ উক্তির কোন সমালোচনা করেননি। (শারহুল মাওয়াহেব, ১/৮৯ পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন)

৩. হাদিসের সনদ গবেষক, মুহাদ্দিস, ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাহলে কেন উল্লেখ করলেন-

رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق أَنه – صلى الله عليه وسلم – قَالَ إِن الله خلق نور مُحَمَّد قبل الْأَشْيَاء من نوره

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, সবকিছুর পূর্বে মহান রব রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারককে সৃষ্টি করেছেন।" (ইবনে হাজার হাইতমী, ফাতওয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ, ২০৬ পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।) তিনি তাহলে অন্য স্থানে সমর্থনে হাদিসটি এভাবে কেন উল্লেখ করেন-

فقد أخرج عبد الرَّزَّاق بسَنَده عَن جَابر بن عبد الله الْأَنْصَارِيّ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সনদসহকারে সাহাবা হযরত জাবের ইবনে আ
(রা.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন,.....।" (ইবনে হাজার মক্কী, ফাত
হাদিসিয়্যাহ, ৪৪ পৃ.) আল্লামা ইবনে হাজার হাইতমী এ কিতাবে অনেক ইখ
হাদিসের সমাধান দিয়েছেন; এটি যদি জাল হতো তিনি তাহলে অবশ্যই
করতেন। উক্ত মুহাদ্দিস তিনি তার আরেক গ্রন্থ 'আফযালুল কুর্‌রা' গ্রন্থেও এমনটি
এটি উল্লেখ করেছেন।

৪. সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) যিনি জাল যঈফ
কিতাব লিখেছেন তিনি স্বয়ং এই হাদিস উল্লেখ করার সময়ে লিখেছেন-

وروى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সনদসহকারে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আন
(রা.) হতে বর্ণিত।" (মোল্লা আলী ক্বারী, মাওয়ারিদুর রাভী, ৮)

৫. আল্লামা ইয়াদরুসী (ওফাত. ১০৩৮ হি.) তিনি সুপ্রসিদ্ধ একজন মুহাদ্দিস। তিনি
হাদিসটি এভাবে উল্লেখ করেন-

ى عبد الرَّزَّاق بِسَنَدِهِ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ {إِن الله خلق نور مُحَمَّد
الْأَشْيَاء من نوره فَجعل ذَلِك النُّور يَدُور بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ الله وَلم يكن فِي ذَلِك
ن لوح وَلَا قلم الحَدِيث بِطُولِهِ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সনদসহকারে সংকলন করেন, রাসূল (ﷺ) ইর
করেন.....দীর্ঘ হাদিস।" (ইয়াদরুসী, নুরুস সাফর, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়
লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৫ হি.)

৬. আল্লামা আজলূনী আশ-শাফেয়ী (রহ.) যিনি যঈফ, জাল এবং ইখতিলাফী হাদি
উপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাশফুল খাফা' লিখেছেন। এই গ্রন্থের হাওয়ালা স্বয়ং আ
হাদিসদের তথাকথিত ইমাম আলবানী পর্যন্ত তার গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে দিয়েছে
আল্লামা আজলূনী (রহ.) এই হাদিস উল্লেখের পূর্বে লিখেছেন-

عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সনদ সহকারে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (
হতে বর্ণনা করেন।" (আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/২৬৫ পৃ. হা/৮২৭) এমন উদা
স্বরূপ আরও ৩৫ জন মুহাদ্দিসের বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। তাহলে কি
ধারণার উপর হাওয়ালা দিতেন? নাউযুবিল্লাহ!

আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) তার মাদারজিন নবুয়তের
খণ্ডে গ্রন্থে এবং আল্লামা আব্দুল গণী নাবলুসী (রহ.) তার হাদিকাতুল নাদীয়ায়
সহীহ বলেছেন; তাহলে তারা কিভাবে একে সহীহ বললেন?

আমার কাজ কী জাল হাদিস সহিহ প্রমাণ করা?

মাওলানা আবদুল মালেক ও তার সাথী মুতীউর রহমান অসংখ্য প্রমাণিত হাদিসকে
বলেছেন। আর তাদের এই প্রতিবাদ করায় তাদের ভাল লাগেনি। তাই তিনি

প্রতি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছেন যে-**"তিনি তো মওযূ ও মুনকার রেওয়ায়েতের তরফদারি করা যেন নিজের জন্য ফরয মনে করেন!!" (আলকাউসার, পৃ.০৪)** আপনি তো প্রমাণই করতে পারলেন না যে, আমি কোথায় মওযূ ও মুনকার রিওয়ায়েতের তরফদারি করলাম! সুতরাং চাপাবাজি করে লাভ নাই।

সনদবিহীন রেওয়ায়েতকে সহীহ বলার মিথ্যা অপবাদঃ

তিনি আমার উপর মিথ্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে ০৪ পৃষ্ঠায় লিখেন-**"বাহাদুর সাহেবের অভ্যাস হল, তিনি কোন 'বে-আসল' ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতকে 'বা-আসল' অর্থাৎ ভিত্তি আছে বলে প্রমাণ করার জন্য সনদ ছাড়া (অর্থাৎ ভিত্তি ছাড়া) রেওয়ায়েতেরই হাওয়ালা দিতে থাকেন।"** কথাটার আদৌ কোনো ভিত্তি আছে? আল্লাহর শুকরিয়া, আমার কোনো লিখা আন্দাজে বা মনগড়া নেই। আমি সবখানে যথাযত প্রমাণাদিসহ উল্লেখ করছি। এবং জটিল যেকোনো বিষয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি করিনি। যা বলছেন, তা নিরেট অপবাদ মাত্র! আমার নামে অপবাদ দিলে সমস্যা নাই, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টায় সাথে একজন বিজ্ঞ-মুফাসসিরকেও মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করছেন। একই পৃষ্ঠায় লিখেছেন-**"বাহাদুর সাহেবের পছন্দের লেখক ইসমাঈল হাক্কী এই কাজই করেন। তিনি নিজে তা স্বীকার করেছেন। দেখুন, রূহুল বয়ান ৩/৫৭০-৫৭১"** পাঠকবর্গ! তিনি ইসমাঈল হাক্কী (রহ.)'র মতো একজন বুযুর্গের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন। একজন মুমিনের প্রতি এভাবে অপবাদ দেয়া সম্পূর্ণ হারাম ও অভিশাপের কারণ। অভিযুক্ত মুফাসসির শায়খ ইসমাঈল হাক্কীর যে গ্রন্থের হাওয়ালা তিনি দিয়েছেন তাও মিথ্যা। কেননা তাফসিরে রূহুল বায়ান তৃতীয় খণ্ড ৫৪৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। অথচ তিনি হাওয়ালা দিলেন, ৫৭০-৫৭১ পৃষ্ঠার। বাকি পৃষ্ঠাগুলো গায়েবি ভান্ডার থেকেই আবিষ্কৃত! আহা! কতোমজা! আর চতুর্থ খণ্ড সূরা ইউনুস থেকেই শুরু হয়েছে, দেখুন-দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

দালায়েলুন নবুয়তের নুসকা নিয়ে আরেক ধোঁকা!

আমার লিখিত এইগ্রন্থ ১মখন্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় নূরে মুজাস্‌সাম কিতাবের বরাতে নূরের সৃষ্টির হাদিসে জাবের (রা.) কে আমি ইমাম বায়হাকীর দালায়েলুন নবুয়তে ছিল বলায় তিনি তার পত্রিকার ০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-**"নূরে মুজাস্‌সাম (পৃ. ২২২) তিনি 'খণ্ড' উল্লেখ করে কোন উদ্ধৃতি দেননি। বাহাদুর সাহেবই তার উদ্ধৃতিকে খণ্ড ও পৃষ্ঠা বানিয়ে দিয়েছেন।"** কতবড়ো মিথ্যাবাদি দেখুন! কোনো পাঠকবর্গের কাছে যদি মাওলানা নুরুল হক সাহেব (রহ.)'র 'নূরে মুজাস্‌সাম' গ্রন্থটি যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত এটি যদি কারও কাছে থাকে দেখুন তিনি এই হাদিস উল্লেখ করে আরবীতে হাদিসের নিচে লিখেছেন কি না-

المواهب اللدنية : جلد اول صفحه: ١٥. وكذا فى دلائل النبوة للبيهقى صفحه :٦٣/ ١٣

-"এটি মাওয়াহেবুল্লাদুনিয়্যার প্রথম খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় এমনিভাবে ইমাম বায়হাকীর দালায়েলুন নবুয়তের ৬৩ পৃষ্ঠার ১৩তম খণ্ডে রয়েছেন।" (নূরে মুজাস্‌সাম, ২২২ পৃ.)

যদি আবদুল মালেক সাহেব দুটিকেই পৃষ্ঠা মনে করে থাকেন তাহলেও তো পৃষ্ঠা উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা স্বীকার করার কথা ছিল। যাহোক জানি না, আবদুল মালেক সা কেন এই ছলনার আশ্রয় নিলেন। আমিতো তাকে এতোটা ছলনাময়ী কখনো ভাবিনি।

রাসুল (ﷺ)'র নাম মোবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন নিয়ে ধোঁকাবাজির নমুনা:

আবদুল মালেক সাহেব এ বিষয়টি নিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি নাখোশ হয়েছে তার নাখোশের ধরণ দেখে মনেহচ্ছে, আমার নামশুনে চুমুখেতে বলছি। তিনি এ বিষ হযরত সিদ্দিকে আকবার (রা.)'র হাদিস নিয়ে পত্রিকার ০৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-"এ বিষ **একটি একটি জাল বর্ণনা অনেক প্রসিদ্ধ।**" পাঠকবর্গ! আমি এখনও বলছি আজ প কোনো নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস একে জাল হাদিস বলার মতো সাহস করেননি। আ মালেক সাহেব অকপটেই বলে দিলেন, হাদিসটি জাল। বড়ো দুর্ভাগ্য! তিনি হাদিসটি নিয়ে চারটি জঘণ্য মিথ্যাচার করেছেন।

এক. প্রমাণহীন জাল বলা:

হাদিসটি জাল। কিন্তু এই ভেজাল কথার কোনো যুক্তি-প্রমাণ জনাব আবদুল মালেক তার সহচর মুতীউর রহমান সাহেব দিতে পারলেন না; বরং একটি পরিভাষা বিকৃ করেছেন মাত্র।

দুই. মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) ও এক জামাত মুহাদ্দিসদের ভুল ধরা:

তিনি যখন এই হাদিসকে জাল প্রমাণের কোনো সুযোগই পাচ্ছেন না, তখন হি হাদিসের পরিভাষা (لا يصح) এর বিকৃতি বুঝাতে লাগলেন। মোল্লা আলী ক্বারী (র মারফূ না হোক মাওকুফ গ্রহণযোগ্য বলায় তিনি তার পত্রিকার ০৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-'হি **মোল্লা আলী কারী (রহ.) বিষয়টি খেয়াল করেননি। এখন মোল্লা আলী ক (রহ.)-এর বেখেয়ালিকে পুঁজি করে সকল রেজভীরা এ কথাই আওড়াতে থাকে মারফূ সাবেত না হলেও মাওকুফ সাবেত।**" তিনি এখানে পরোক্ষভাবে নিজে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর উস্তাদ সাজার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ভাবভঙ্গি এম মোল্লা আলি ক্বারী যেনো মাওলানা সাহেবকে সরাসরি বলেই গেছেন, বিষয়টা ত খেয়াল করিনি! আহারে, মোল্লা আলী ক্বারী যে এতোটা বেখেয়ালি ছিলেন, ক জানতাম না। মনেরাখা দরকার, কোনো মুহাদ্দিসদের উক্তি (لا يصح) হাদিসটি 'স নয়' বলতে জাল বা বানোয়াট হওয়া নয়। এই অভিমতটি মোল্লা আলী ক্বারী (র আরও অনেক মুহাদ্দিস বলায় তিনি খুব কষ্ট পেয়ে ০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"শাব্দিক অ দিকে লক্ষ করে কারও এ ভ্রম হতে পারে। আর এমনই ঘটেছে মোল্লা আলী ক (রহ.) প্রমুখ লেখকের বেলায়। তাই তারা লিখেছেন যে, কোন রেওয়ায়েত সম্প (لا يصح) বলা হলে তা মওযূ হওয়া আবশ্যক নয়।" এখানে আবদুল মালেক সা খুব কৌশলে হাদিসের পরিভাষাটি নিজের মনমতো বুঝানোর জন্য 'মোল্লা আলী ক (রহ.) প্রমুখ লেখকের' শব্দ উল্লেখ করে এক জামাত মুহাদ্দিসদের সামনে নিজে পরোক্ষভাবে বিজ্ঞপণ্ডিত সাজতে চেয়েছেন। আমি গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৩০-৩৯ পৃষ্ঠা

আমার মতের সাথে মিলপূর্ণ অভিমতের সপক্ষে ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে হাজার মক্কী, ইমাম সুয়ূতি, ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, মোল্লা আলী ক্বারী, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী, আব্দুল হাই লাখনোভী, আল্লামা তাহের পাটনী........সহ এক জামাত মুহাদ্দিসদের অভিমত তুলে ধরেছি। অথচ আবদুল মালেক সাহেব তাদেরকে হাদিসের পরিভাষা বুঝাতে এসেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ সমস্ত আলেমদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছেন, যারা উসূলে হাদিসের উপরে বিজ্ঞপাণ্ডিত্য অর্জন সম্বলিত কিতাবও রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি এসব জানার পরও অজানার ভান করে, তার মতের সাথে মিলেনি বলে নিজ অভিজ্ঞতার সাপাই গাইলেন সরবে। এমনকি ভুয়া দাবিটি প্রমাণের লক্ষে যাহেদ কাওছারী নামক জনৈক ভদ্রলোক এবং অনির্ভরযোগ্য একগ্রন্থ যফারুল আমানীর টীকা দেখার আমন্ত্রন জানালেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি উল্লেখ করলাম কোন মাপের মুহাদ্দিসদের অভিমত আর তিনি উল্লেখ করলেন কী। যাহোক, দুই এক জনের নাম ও কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন বটে তাও আবার মূল ইবারত উল্লেখ করেননি। বেচারা আবদুল মালেক সাহেব যেসব হযরাতের নাম উল্লেখ করেছেন, তারা ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, সুয়ূতি, ইবনে হাজার মক্কীসহ উনাদের ছাত্র হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না।

তিন. দায়লামী শরীফে হাদিসই নেই বলা:

তিনি অবশেষ পত্রিকার ০৫ পৃষ্ঠার শেষের দিকে এই হাদিস দায়লামীতেই নেই বলে আরেক জঘণ্য মিথ্যা বললেন। কী যে করি ভেবে মরি! দায়লামী শরীফে যদি এই আমলের কোন নাম গন্ধও না থাকে তাহলে আপনার সহচর মুতীউর রহমান সাহেব কেন তার গ্রন্থ 'এসব হাদীস নয়' এর ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"তাদের এই আমলটি মূলত 'মুসনাদে দায়লামী' (যাতে প্রচুর পরিমাণে বাতিল ও মওযূ রেওয়ায়েত রয়েছে)-এর নিম্নোক্ত জাল রেওয়ায়েতের ওপর নির্ভরশীল।" তাহলে মুতীউর রহমান সাহেবের এ কথার মানে কী? আমার বিরোদ্ধে গাইতে গিয়ে থুথু ছিটালেন, আপন গায়। মতিউর রহমান সাহেব কী জানেন? দায়লামির কথা বলে আপনি যে তার নামেও অপবাদ দিলেন? আবদুল মালেক সাহেবের অন্তরে লুকানো প্রিয়ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে দেওবন্দিরা তার বিরোধ করে (১০তম পৃষ্ঠায় রাহিমাহুমুল্লাহ শব্দ যোগে দোয়া করেছেন) নাসিরুদ্দীন আলবানী এই হাদিস উল্লেখ করে লিখেন-

رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا.

-"ইমাম দায়লামী তার মুসনাদিল ফিরদাউস গ্রন্থে হযরত আবু বকর (রা.) হতে মারফূ সূত্রে সংকলন করেছেন।" (আলবানী, সিলসিলাতুল....দ্বঈফাহ, ১/১৭৩ পৃ. হা/৭৩) পাশাপাশি ইমাম সামসুদ্দীন সাখাভী (ওফাত.৯০২ হি.) উনিতো ধারনার উপরে হাওয়ালা দেওয়ার লোক নন? তাহলে তিনি এমনটি লিখলেন কেন? আবদুল মালেক সাহেবের কথা মানতে হলে আমরা এক জামাত মুহাদ্দিসদেরকে মিথ্যাবাদী বানাতে হবে। এর মধ্যে রয়েছেন-মোল্লা আলী ক্বারী, তাহের পাটনী, ইবনে আবেদীন শামী, শাওকানী, আজলূনী, ইসমাঈল হাক্কীসহ আরও অনেকে। আবদুল মালেক সাহেবের খুব প্রিয় মাওলানা জুনাইদ বাবুনগড়ীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'প্রচলিত জাল হাদীস' নামক গ্রন্থের

১১৭ পৃষ্ঠায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে এটি দায়লামীতে ছিল। তিনি ১১৭ পৃ... লিখেন-

رواه الديلمي في الفردوس

-"এই হাদিসটি ইমাম দায়লামী তার মুসনাদিল ফিরদাউস গ্রন্থে সংকলন করেন..." তিনি ১১৭ পৃষ্ঠার শেষের দিকে এক পর্যায়ে লিখেন-"তাছাড়া মুহাদ্দিস দায়লামী... 'ফিরদাউস' গ্রন্থে উপরোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে....।" তাই আবদুল মা... সাহেবকে বলবো আপনাদের সহচরদেরকে আগে বুঝান তারপর না হয় আমাদের... বুঝাতে আসবেন।

চার. ফাতওয়ায়ে শামীসহ অনেক হানাফী নির্ভরযোগ্য কিতাবের বিরোদ্ধে অবস্থান নেওয়া

ফাতওয়ায়ে শামীসহ চার মাযহাবের এক জামাত ফকিহগণ এই আমলকে মোস্তা... বলে মেনে নিয়েছেন। এমনকি দেওবন্দী হুজুরেরা যে তাফসিরে জালালাইনের হাশি... লিখেছেন উক্ত কিতাবের ৩৫৭ পৃষ্ঠা ১৩ নং হাশিয়ায় (পুরাতন ছাপা) ফাতওয়ায়ে শা... ন্যায় মোস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি মোস্তাহাব বলায় খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে... তাই তিনি সর্বশেষ কানযুল উব্বাদ গ্রন্থেকেই অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছে... এটি যে অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ তার নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণও দরকার।

আপনারা কওমী হুজুরেরা এ বিষয়ের বাহাসে কী প্রমাণ দিলেন?

আপনারা যারা সচেতন নাগরিক তারা জেনেছেন, ভিডিও দেখেছেন যে, সৈয়দপু... জেলায় এ বিষয় নিয়ে দেওবন্দীদের সাথে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা... আলেমদের বাহাস অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে বরাবরের মতো আমরা জয়ী হয়েছিলা... মুনাযারায় কোনো কওমী হুজুর প্রমাণ করতে পারেন নি এই বিষয়ের বিরোদ্ধে কো... ফাতওয়ার কিতাবের বর্ণনা। যে কেহ বাহাসটি দেখতে চান, ইউটিউবে **'সৈয়দ পু... বাহাসঃ আমাদের কিছু কথা'** শিরোনামে সার্চ করুন, আশা করি ভিডিওটা দেখ... কওমীদের পরাজয়ের চিত্রটি দেখতে পাবেন।[৩১৬]

পাঁচ. এ আমলের বিরোদ্ধে শুধু আব্দুল হাই লাখনৌভির দলিল গ্রহণ করাঃ

ইতোপূর্বে আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আবদুল মালেক সাহেব আল্লামা আব্দুল হা... লাখনোভীর কিছু হাওয়ালা যেখানে তার কথার সাথে মিল আছে তাই শুধু গ্রহণ করে... আর তার নিজের স্বার্থের বা মতবাদের বিরোধী হলে খুব কৌশলে কেটে পড়ে... এখানেও এমন একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী তি... তার সুপ্রসিদ্ধ ফাতওয়ার কিতাব 'মাজমুয়ে ফাতওয়ায় আব্দুল হাই' এ আযান ইকাম... রাসূল (ﷺ) এর নাম মোবারক শুনে চুমু খাওয়াকে মোস্তাহাব বলেছেন। তিনি ... পত্রিকার ০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে লাখনোভীর এ ফাতওয়া ভুল ছিল এবং মানসুখ হ... গেছে। এটা কিভাবে প্রমাণিত হল যে, তিনি পূর্বের ফাতওয়াটি থেকে ফিরে এসেছে... এখন তো দেখা যাচ্ছে লাখনোভী সাহেবেরই দুর্বলতা প্রমাণিত হচ্ছে, কেননা তি... একেক সময় একেক ফাতওয়া দেন। তাহলে তিনি কিসের নির্ভরযোগ্য ফকীহ?

৩১৬. সৈয়দপুরের বাহাস লিখলেও ইউটিউবে ...

বণী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ২শ বছরের পাপ মাফের হাদিস প্রসঙ্গ:

তিনি তার পত্রিকার ০৯ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) সংকলিত হাদিসটি যেটি আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি; সেটিকে তিনি জাল প্রমাণে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সেই সনদে **'আব্দুল মুনঈম বিন ইদরীস'** নামক রাবী যিনি হযরত ওহ্হাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহ.) এর নাতী। তার বিষয়ে তিনি বলেন যে তার পিতা থেকে হাদিস শুনা প্রমাণিত নয়; অথচ ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

حدث عن أبيه بكتاب «المبتدأ»

-"তিনি তার পিতার কিতাব 'মুবতাদা' গ্রন্থ হতে বর্ণনা করতেন।"[৩১৭] ইমাম আবু হাতেম (রহ.) উল্লেখ করেন-

روى عن أبيه عن جده وهب بن منبه

-"তিনি তার পিতা থেকে এভাবে তার দাদা থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন।"[৩১৮] তাই বুঝা গেল যে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করা মানে তার পিতার পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করা। আমার কিতাবের ১ম খণ্ড ৯৫ পৃষ্ঠায় এটিকে সহীহ বলায় আবদুল মালেক সাহেবের অবস্থা খুব বেগতিক হয়ে গেলো। এ হাদিসটি প্রসঙ্গে ৮১ পৃষ্ঠায়ও ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, ইমাম বুরহানুদ্দীন হালাবীসহ আরও অনেকে সংকলন করে সনদের বিষয়ে কোন আপত্তি করেননি বলে লিখেছি-**"উক্ত হাদীসের ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিস মন্তব্য করেননি। তাদের নীরবতা পালন দ্বারা হাদিসটি সহিহ বা বিশুদ্ধ কারণ তার ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিসের বিরোধীতা পাওয়া যায়নি।"** আমার এ দাবি বাস্তবতার ফসল, বাস্তবেই এই হাদিস যারাই নকল করেছেন তাদের কেহই যঈফ, জাল বলে নি। উক্ত হাদিসের সনদে **'আব্দুল মুনাঈম বিন ইদরীস'** নামক একজন রাবী রয়েছেন তিনি তাকে দোষারোপ করে তার পত্রিকার ০৯ পৃষ্ঠায় এই হাদিসকে জাল বলছেন। তিনি উক্ত রাবীকে ইমাম ইবনে মাঈনের একটি মতামত উল্লেখ করে (অথচ তার থেকে উক্ত রাবী বিষয়ে আরেকটি মত রয়েছে) এবং ইমাম আহমাদের অর্ধেক ইবারত দ্বারা তিনি দাবি করেছেন যে এটি জাল। এই হাদিসটি কোন আহকাম সংক্রান্ত নন; যার কারণে মুহাদ্দিসগণ কঠোর যাচাই বাছাই করেননি। এ রাবীর বিষয়ে হুকুম হল তিনি যখন কোন যুহদ, রিকাক সংক্রান্ত কোন হাদিস বর্ণনা করতেন তা মুহাদ্দিসগণ লিপিবদ্ধ করতেন। আর উক্ত রাবী যখন আহকাম সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনাকারী হন সে ক্ষেত্রে তিনি সিকাহ নন; বরং যঈফ।

বিশ্ববিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেন-

قال ابن معين: يكتب من حديثه الرقاق

৩১৭. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১১/১৩৩ পৃ. ক্রমিক. ৫৮২৫, ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৫/৬২৬ পৃ. ক্রমিক. ২৬৮

৩১৮. ইমাম আবু হাতেম, জাররাহ ওয়া তা'দীল, ৬/৬৭ পৃ. ক্রমিক. ৩৫৩

-"আমরা তাঁর রিকাক সংক্রান্ত হাদিসগুলো লিপিবদ্ধ করতাম।"[৩১৯] ইমাম ইবনে হা... আসকালানী বলেন, ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। ... মুনাঈম সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

عَنْهُ: أبو بكر بن أبي الدُّنيا، ومحمد بن أحمد بن البراء، وجماعة.

-"তার থেকে বিখ্যাত হাদিসের ইমাম আবু বকর আবিদ্দুনীয়া ও মুহাম্মদ বিন আ... ইবনে বারাসহ এক জামাত মুহাদ্দিগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন।" (ইমাম যাহাবী, তারি... ইসলাম, ৫/৬২৬ পৃ.)

আহকাম সংক্রান্ত হাদিসে তিনি দুর্বল। যেমন-ইমাম আহমদ ইবনে শুয়াইব না... ( ) বলেন-

حَدَّثَنَا أبي قال: عبد المنعم بن إدريس لَيْسَ بثقة.

-"তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত নয়।"[৩২১] এমনটি ই... আলী ইবনে মাদীনীও বলেছেন।[৩২২] ইমাম বুখারী ( ) বলেন- لا يكْتب حَدِيثه -"... হাদিস আমরা লিপিবদ্ধ করতাম না।"[৩২৩] তবে ইমাম হাকেমের বিখ্যাত হাদিসের... 'আল-মুস্তাদরাকে' তার থেকে তিনি ১৬ টি হাদিস সংকলন করেন। যেমন উদা... দেখুন-

...نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ ...يس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَسُئِلَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ.....

...- سكت عنه الذهبي في التلخيص

ইমাম হাকেম নিশাপুরী ( ) একে সহীহ বলেছেন আর যাহাবী ( ) (سكت عنه ... (الذهبي في التلخيص) এর বিষয়ে চুপ থেকেছেন। (ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আ... মুস্তাদরাক, হা/৪০৬৩) এমনিভাবে ইমাম হাকেমের অনেকগুলো হাদিসের বিষয়ে ... ইমাম যাহাবী ( ) চুপ থেকে থেকে একমত পোষণ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল, আবদুল মালেক সাহেব তাদের থেকে বড়বিজ্ঞ। কেউ কেউ ই... আহমদ ( ) এর বরাত দিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে চান, মূলত তিনি তা... মিথ্যাবাদী বলার উদ্দেশ্য ছিল তিনি তার পিতা থেকে শুনা প্রসঙ্গে নিয়ে। যাই হোক... হাদিস কখনই জাল হতে পারে না। এ ধরনের হাদিসের উপর আমল করা মুস্তা...

৩১৯. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/১৯৪ পৃ., তাহযিবুল কামাল, ২/২৯৯ পৃ.
৩২০. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/১৯৪ পৃ.
৩২১. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১১/১৩৫ পৃ. ক্রমিক. ৫৮২৫, নাসাঈ, দুআফা ওয়াল মাতরুক... ১/৭০ পৃ. ক্রমিক. ৩৮৭
৩২২. ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৫/২৯৯ পৃ.
৩২৩. যাহাবী, তারিখুল আওসাত, ২/১৭৯ পৃ. ক্রমিক. ২২২০
৩২৪. ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৬১৫ পৃ. হা/৪০৬৩, ২/৬২০ পৃ. হা/৪০৭৩, ২/৬৩৬ পৃ. হা/৪১... ২/৬৩৯ পৃ. হা/৪১২৮, ২/৬৪০ পৃ. হা/৪১৩০

হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই হাদিসটি ইমাম হালাবী ( ) ও ইমাম সুয়ূতি ( ) সিরাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আল্লামা বুরহান উদ্দিন হালবী ( ) তার বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন-

ولا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم، والضعيف والبلاغ، والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع-

-"সীরাত গ্রন্থ সমূহে সহিহ, সাক্বীম, দ্বঈফ, বালাগ, মুরসাল, মুনকাতা ও মু'দাল হাদিস সমূহ একত্রিত করা হয়, কিন্তু মওদু বা জাল হাদিস নয়।"[৩২৫]

আবদুল মালেক সাহেব কী তাদের থেকে উসূলে হাদিস বেশি বুঝেন?

জনাব, আবদুল মালেক যখন রাসূল (ﷺ) এর নাম মোবারক শুনে চুমু খাওয়ার হাদিসকে জাল প্রমাণ করার কোন সুযোগ না পেয়ে তিনি মুহাদ্দিসদের উক্তি 'হাদিসটি সহীহ নয়' এর অপব্যাখ্যা করতে শুরু করে দেন। তিনি বুঝাতে চান যে, কোন মুহাদ্দিস যদি কোন হাদিসের বিষয়ে এই সমাধান দেন যে (لَا يَصِحُّ) 'হাদিসটি সহীহ নয়' তখন এর মানে এটি জাল। এখন এই উসূলে হাদিসের নতুন নীতিমালার প্রমাণে তিনি সমকালিন দুই একজন শায়খ যেমন শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এবং যাহেদ কাওসারীর অভিমতকে পুঁজি করে এই নীতির উপরে বিশ্বাসী।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি যে এক জামাত ইমামদের অভিমত আমার এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩০-৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি সেই মুহাদ্দিসদের ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা আবদুল মালেক সাহেবের উল্লেখিত আলেমদের নেই। আবদুল মালেক সাহেব যার পুঁজি দিয়ে আমার বিরোদ্ধে বেশী হাওয়ালা দিয়ে ছিলেন সে তার প্রিয় মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী। অথচ এ বিষয়ে আবার তিনি তার অভিমত মানেন না। তিনি যদি একটু কষ্ট করে তার কিতাবে উল্লেখিত এই ইবারতটি একটু দেখতেন-

قَول الإِمَام أَحْمد لَا يَصح لَا يلْزم مِنْهُ أَن يكون بَاطِلا

-"ইমাম আহমাদের উক্তি এই হাদিসটি 'সহীহ নয়' উক্তি দ্বারা হাদিসটি বাতিল বা বানোওয়াট হওয়া অপরিহার্য নয়।"[৩২৬] এমনটি ইবনুল আর্‌রাক কিনানী (ওফাত. ৯৬৩হি.)ও উল্লেখ করেছেন। (তানযিহুশ শরিয়াহ, ২/১৫৮ পৃ.) লাখনোভী সাহেব আরও উল্লেখ করেন-

وَفِي جَوَاهِر الْعِقْدَيْنِ فِي فضل الشرفين لنُور الدِّين السمهودي لَا يلْزم من قَول أَحْمد فِي حَدِيث التَّوسعَة أَنه لَا يَصح أَن يكون بَاطِلا فقد يكون غير صَحِيح وَهُوَ صَالح للاحتجاج بِهِ إِذْ الْحسن رتبته بَين الصَّحِيح والضعيف.

-"আল্লামা নুরুদ্দীন সামহুদী ( ) ইমাম আহমদের (حَدِيث التَّوسعَة) বিষয়ক উক্তি 'হাদিসটি সহীহ নয়' পরিভাষার ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর দ্বারা হাদিস বাতিল হওয়া

৩২৫ আল্লামা বুরহান উদ্দিন হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ : ১ম খণ্ড : পৃ-৭
৩২৬. লাখনোভী, আছারুল মারফূআহ, ১০১ পৃ.

আবশ্যক নয়। এখানে সহীহ হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর এটি হাসান সহীহ ও যঈফের মধ্যবর্তী বুঝায় যা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা বৈধ।"[৩২৭]

মুহাদ্দিসদের উক্তি (لَا يَصِحُّ) 'হাদিসটি সহীহ নয়' এর প্রকৃত ব্যাখ্যা:

আবদুল মালেক সাহেব এই বিষয়টি নিয়ে পুঁজি ছাড়া অনর্থক বাড়াবাড়ি করেছেন। অ... এ বিষয়ের সমাধান যারা উসূলে হাদিসের উপরে কিতাব রচনা করেছেন তাদের অভি... দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছি যে 'হাদিসটি সহীহ নয়' মুহাদ্দিসদের এমন উক্তিতে হাদি... জাল হওয়া আবশ্যক নয়।

পাঠকসমাজ! এই আলোচনাটি তার নিকট বিতর্কিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) এর না... মোবারক শুনে চুমু খাওয়ার হাদিসকে ইমাম সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এরূপ একটি উক্তি কর... তিনি সেটিকে জোর করে জাল প্রমাণে ব্যতি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যাই হোক ইমাম সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কোন হাদিসকে (لَا يَصِحُّ) 'হাদিসটি সহীহ নয়' বললে মুহাদ্দিসগণ কি বুঝেন ... এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি হাদিসের আলোচনায় উল্লেখ করেন-

...ل السَّخَاوِيِّ لَا يَصِحُّ لَا يُنَافِي الضَّعْفَ وَالْحُسْنَ

-"ইমাম সাখাভীর এই হাদিসের বিষয়ে অভিমত 'হাদিসটি সহীহ নয়' উক্তি দ্বারা (শু... সহীহ হওয়াকে অস্বীকার করেছেন) যঈফ, হাসান হওয়াকে নিষেধ করেনি।"[৩২৮] অতএব, ইমাম সাখাভীর বক্তব্যকে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আফসোস আবদুল মালেক সাহেব তাদের থেকে বড় হাদিস পণ্ডিত সাজতে চাইছেন এজন্য। তিনি এ... নীতিমালা অস্বীকার করে মুহাদ্দিসদের ভুল ধরে তিনি ০৬ পৃষ্ঠায় লিখেন-"শাব্দিক **অর্থের দিকে লক্ষ করে কারো এ ভ্রম হতে পারে। আর তাই ঘটেছে মোল্লা আলী কারী রহ.সহ আরও একাধিক লেখকের বেলায়।"** তিনি লিখেছেন যে মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)সহ আরও অনেকে নাকি এই ভ্রম বা ভুলটি করেছেন। নাউযুবিল্লাহ! ...মালেক সাহেবের কী এমন যোগ্যতা, এতবড়ো মাপের হযরাতগণকেও ভুলধরবে! তিনি ০৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন মোল্লা আলি ক্বারী নাকি এটি ভুলবশত বলেছেন। তিনি দেখেন এই বিষয়টার মধ্যে তিনি একক মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কেই দায়ি করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যাদের কাছে আমার এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের কপি রয়েছে আপনারা দেখতে পারেন, গ্রন্থের ৩০-৩৯ পৃষ্ঠায় ইবনে হাজার, ইমাম সুয়ূতি, সাখাভী, ইবনুল ...আর্‌রাক, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, ইবনে হাজার মক্কী, কামালুদ্দীন ইবনুল ...ইমাম, তাহের পাট্টনী, লাখনোভীসহ এক জামাত ইমামগণের অভিমত পেশ করেছি যারা এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন। অথচ এখানে তিনি শুধু একক খুব কৌশলে শুধু মোল্লা আলী ক্বারীকেই দায়ি করেছেন। সুতরাং বুঝাগেলো, এটিও একটি ভয়ঙ্কর ধোঁকাবাজি।

...বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ:

---

৩২৭. লাখনোভী, আছারুল মারফূআহ, ১০১ পৃ.

৩২৮. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআ ফি ...

ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

-"ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি মুহাম্মদ বিন মাহবুব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি হাফস বিন গিয়াস তিনি আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক তিনি যিয়াদ ইবনে যায়েদ তিনি হযরত আবু জুহাইফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন নিশ্চয় হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নামাযে রত অবস্থায় নাভির নিচে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।"[৩২৯]

এই সনদে রাবী 'আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক' থাকার কারণে অনেকে এই সনদটিকে দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন; কিন্তু কেহ একে জাল বলেননি। কোন কোন মুহাদ্দিস এই দুর্বলতার ইঙ্গিত দিয়েছেন 'সহীহ নয়' শব্দ দ্বারা। এজন্য আমি আমার লিখিত 'সহীহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান' গ্রন্থে 'হাসান' বলে প্রমাণ করেছি। এমনকি আলবানীও এটিকে সুনানে আবি দাউদের তাহকীকে এটিকে যঈফ বলেছেন মাত্র। এখন আবদুল মালেক সাহেব যদি 'সহীহ নয়' বলতে জাল হাদিস বুঝায় বলে তাহলে এই মুহাদ্দিসদের এ হাদিসের বিষয়ে পরিভাষা ব্যবহারে এটি জাল হওয়ার কথা। যেমন-ইমাম ইবনুল জাওযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- وَهَذَا لَا يَصِحُّ-"সনদটি সহীহ পর্যায়ের নয়।"[৩৩০] ইমাম সালাউদ্দিন ইবনে হাসান বিন ইদ্‌রীস বাহুতী হাম্বালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত.১০৫১হি.) বলেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَذَكَرَ فِي التَّحْقِيقِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ

-"হাদিসটি আহমাদ, আবু দাউদ সংকলন করেছেন এবং ইমাম ইবনুল জাওযী তার 'তাহক্বীক' গ্রন্থে বলেছেন এ 'হাদিসটি সহীহ পর্যায়ের নয়।"[৩৩১] ইমাম ইবনে মুফলিহ হাম্বলী

৩২৯.ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, ফতোয়ায়ে শামী, ১/৩৫১ পৃ.। ইমাম আবু দাউদ, আস্‌-সুনান, ১/২০২ পৃ, হাদিস নং- ৭৫৬, দারুল ফিকর, বয়রুত। ইমাম আহমদ, আল্‌-মুসনাদ, ১/১১০ পৃ, হাদিস নং- ইমাম দারেকুতনী, আস্‌-সুনান, ১/২৮৬ পৃ, দারুল কিতাব আরাবী, বয়রুত, লেবানন। মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৮৭ পৃ, হাদিস নং- ২৫২। ইমাম বায়হাকী, আস্‌-সুনানিল কোবরা, ২/৩১ পৃ, হাদিস নং-২১৬৮, মাকতাবায়ে দারুল বায, মক্কাতুল মুকার্‌রামা। আবি শায়বাহ, আল্‌-মুসান্নাফ, ১/৩৯০ পৃ.। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৪/৩৮৯ পৃ, হাদিস নং- ৭৪০, ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী,
২/৪৬৪ পৃ, হাদিস নং- ৭৪০।

৩৩০. ইমাম ইবনুল জাওযী, তাহকীক ফি মাসায়েলুল খিলাফ, ১/৩৩৯পৃ. হাদিস ঃ ৪৩৮

৩৩১.ইদ্রীস বাহুতী হাম্বালী, কাশফুল কানা'ঈ, ১/৩৩৩পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত লেবানন।

(রহ.) বলেন- أنَّهُ لَا يَصِحُّ -"হাদিসটি সহীহ পর্যায়ের নয়।" তাহলে তো আবদুল
সাহেবের ফাতওয়া মুতাবেক এটিকে জাল ছাড়া অন্য কিছু বলার সুযোগ নেই!

২. ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে মাযাহ হাদিস সংকলন করেন-

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

-"ইমাম ইবনে মাযাহ আলী বিন মুহাম্মদ (রহ.) থেকে তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি ইবনে আবি যিইব থেকে তিনি <u>ছালেহ মাওলা তাওআমাহ</u> থেকে তিনি সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) থেকে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করবে, তাদের জন্য কোন কিছু অর্থাৎ সাওয়াব নেই।"[৩৩৩] এ সনদটি 'হাসান লিজাতিহী' পর্যায়ের। ইমাম সান'আনী (রহ.) লিখেন-

سكت عليه المصنف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح

-"ইমাম সুয়ূতী (রহ.) জামেউস সগীরে এ হাদিসের সমাধানে তিনি নিরব ছিলেন। ইমাম ইবনে জাওযী বলেন, সনদটি সহীহ পর্যায়ের নয়।"[৩৩৪] অথচ এই হাদিসটি আলবানী থেকে শুরু করে কেহই জাল বলেননি। সালেহ নামক রাবীর শেষ বয়সে সামন্য স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ায় তিনি (لا يصح) এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা জাল বুঝাননি। অথচ আল্লামা আনোওয়ার শাহ কাশ্মীরী লিখেন- الإسنادُ حَسَن "অতঃপর আমি বলি, সনদটি 'হাসান'।"[৩৩৫] ইমাম নিমভী (রহ.) সনদটিকে 'হাসান' বলেছেন।[৩৩৬] আল্লামা তুরকামানী (রহ.) সনদটিকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করেছেন এবং রাবীর সিকাহ হওয়াও আলোকপাত করেছেন।[৩৩৭] তাহলে এর মানে কী এটি জাল? ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সুনানে বর্ণিত হাদিসের স্তর নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন-

৩৩২ .ইবনে মুফলিহ, মাবদাঈ শরহে মাক্বানা'আ, ১/৩৮১পৃ.

৩৩৩ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৪পৃ. হা/১১৯৭২, ইমাম আব্দুর রায্‌যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৫২৬পৃ. হা/৬৫৭৯, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৫/৪৫৪পৃ. হা/৯৭৩০, ও ১৫/৫৩৫পৃ. হা/৯৮৬৫, ১৬/৩৩১পৃ. হা/১০৫৬১, সুনানে আবি দাউদ, ৩/২০৭পৃ. হা/৩১৯১, ইমাম আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, ৪/৭২পৃ. হা/২৪২৯, বায়হাকী, আস্-সুনানুল সগীর, ২/২৫পৃ. হা/১০৯৯, ও আস-সুনানিল কোবরা, ৪/৮৬পৃ. হা/৭০৪০, এবং মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৫/৩১৮পৃ. হা/৭৬৮৩, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৪৮৬পৃ. হা/১৫১৭, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৯৩পৃ., ইমাম ইবনে যা'দ, আল-মুসনাদ, ১/৪০৪পৃ. হা/২৭৫১, ইবনে আছির, জামিউল উসূল, হা/৪৩৩৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/৪২২৮৪,ও হা/৪২২৮৫

৩৩৪ .সান'আনী, তানভীর শরহে জামেউস-সগীর, ১০/২৯৪পৃ. হা/৮৭৯৮

৩৩৫ .আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফয়যুল বারী শরহে সহিহুল বুখারী, ৩/৪৯পৃ.

৩৩৬ .নিমভী, আছারুস-সুনান,

৩৩৭ .তুরকামানী, জাওয়াহিরুন-নকী, ৪/৫২পৃ

وَمَا كَانَ فِي كتابي من حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمِنْه مَالا يَصح سَنَده مَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا أصح من بعض

-"আমার গ্রন্থে যদি এমন কোনো হাদিস থাকে যা অত্যন্ত দূর্বল তাহলে আমি তা উল্লেখ করেছি, এর মধ্যে কিছু আছে যার **'সনদ সহীহ নয়'**। আর যে সকল হাদিস সংকলিত করে আমি কিছুই বলি নি সেগুলো গ্রহণযোগ্য। এগুলোর মধ্যে কোনোটি থেকে কোনোটি বেশি সহীহ হতে পারে।"[৩৩৮] এখানে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সনদে ক্রটিযুক্ত হাদিসকে সহীহ নয় পরিভাষা শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

আমি জানি আবদুল মালেক সাহেব নিজের অজ্ঞতা প্রকাশিত হওয়ার ভয়ে তিনি এ সত্যটি কখনো স্বীকার করবেন না।

আবদুল মালেক সাহেবের এক অনন্য বৈশিষ্ট মুহাদ্দিসদের সমালোচনাঃ

আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীর একটি বৈশিষ্ট হল, বিজ্ঞ পূর্বসূরি মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহদের সমালোচনা করা। আমার বিরোদ্ধে লিখতে গিয়ে অনুরূপ অনুসরণ করেছেন আবদুল মালেক সাহেবও। তিনি তার অন্যান্য সকল কিতাবে আমি দেখেছি যে, আলবানী নামের শেষে 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' লাগননি যখন আমার বিরোদ্ধে লিখতে গেলেন তাকে এই লকব লাগিয়ে দোয়া করলেন। মানে কড়ায় গন্ডা এক! পত্রিকার শেষদিকে লিখেছেন-<u>"কিন্তু এর অর্থ তো এই নয় যে, শায়খ আলবানী একটি মওযু রেওয়ায়েতকে মুযু বলেছেন আর বাহাদুর সাহেব জোর জবরদস্তি করে তা সহীহ সাবেত করা শুরু করে দেবেন।"</u> একথা প্রমাণ করে দিলেন যে, আলবানী আর গালবানী তলেতলে এক। সুতরাং তার বিরোদ্ধে লিখতে তিনি কখনো হৃদয় থেকে চাননি; যা লিখেছেন লোকদেখানো মাত্র। লিখবেনই বা কেনো, আলবানী আর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব নাজদী (লানাতুল্লাহি আলাইহি) একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আলবানী গোড়া জীবন নাজদীর পদলেহনে মত্ত ছিলো। অল্প আলোচনায় মালেক সাহেব যে কয়জন মুহাদ্দিসের সমালোচনা করেছেন তাদের সার-সংক্ষেপ বর্ণনা তুলে ধরছি।

এক. আমি আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মালেকী (রহ.) কে মুহাদ্দিস বলায় তিনি আমার সমালোচনা করেছেন পত্রিকার ০৫ পৃষ্ঠায়। আমি তাকে বলবো যে তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন না তা আপনাকে কে বলেছেন?

দুই. তিনি তার পত্রিকার ০৪ পৃষ্ঠায় বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) এর উপর মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছেন যে তিনি সনদবিহীন রেওয়ায়েতকে ইচ্ছা করে নাকি ভিত্তি আছে বলে থাকেন।

তিন. তিনি পত্রিকার ০৫ পৃষ্ঠায় ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর একটি সিদ্ধান্ত ভাল লাগেনি বলে তিনি লিখেছেন-**"মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)-এর এই বে-খেয়ালিকে পুঁজি করে....।"**

৩৩৮ . ইমাম আবু দাউদ, রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কা ফী ওয়াসফি সুনানিহী, ২৭পৃ. দারুল আরাবিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

চার. পত্রিকার ০৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"তিনি কাস্তাল্লানী যদি কোনো রেওয়ায়েত ছাড়া উল্লেখ করে অথবা কোনো গ্রন্থের গলদ হাওয়ালা দেয় তবুও তা দলী যায়।" এখানে তিনি স্পষ্টভাবে ইমাম কাস্তাল্লানীর উস্তাদ হওয়ার পরোক্ষ চালিয়েছিলেন। তিনি তাকে গলদ হাওয়ালা দানকারীও বানিয়ে দিলেন।

পাঁচ. বিখ্যাত হাদিস গবেষক ও সংকলক ইমাম দায়লামী (ওফাত. ৫০৯ হি কৌশলে সমালোচনা করে আবদুল মালেক সাহেবের তত্ত্বাবধানে লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লিখেন-"তাদের এই আমলটি মূলত 'মুসনাদে দায়লামী' (যাতে পরিমাণে বাতিল ও মওযু রেওয়ায়েত রয়েছে)-এর নিম্নোক্ত জাল রেওয়ায়ে ওপর নির্ভরশীল।" (নাউযুবিল্লাহ)

এভাবে আবদুল মালেক সাহেব এই ৭-৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী লিখায় তিনি অনেক মুহা সমালোচনা করে বসেছেন। আর পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠায় বেঈমান আলবানীর আরেক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর যিনি অসংখ্য সহীহ হাদিসকে অস্বীকার এবং সুন্নাত আ বিরোধ্বে ফাতওয়া দিয়েছেন তার নাম উচ্চারণে তিনি 'হাফিযাহুল্লাহ ওয়া র শব্দযোগে দোয়া করেছেন। মাওলানার দোয়া হয়তো কামে লাগেনি, বেচারা এক্সিডেন্টে মারা গেছে।

আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেঁয়ে পবিত্র; হাদিস বিভ্রান্তি:

এ বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৭২-৪৭৬ পৃষ্ঠায় ১২ টি সনদ উল্লেখ করেছি হাদিসটির অনেকগুলো সূত্রের দ্বারা বর্ণিত হওয়ায় এটি যে একটি বিশুদ্ধ একটি বিষ প্রমাণিত।[৩৩৯] এর মধ্যে একটি সূত্র হল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের একটি হা এই সনদে 'মুহাম্মাদ বিন হাসান আসকারী' নামক একজন রাবী রয়েছেন; আমি বিষয়ে ৪৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছি যে-"এ হাদিসের সমস্ত রাবিগণ সিকাহ শুধু মাত্র 'মুহা বি হাসান' ছাড়া।" দেখুন, আমি নিজেই স্বীকার করেছি এ রাবী বিশ্বস্ত নন। এই কথাটি তিনি দেখেও না দেখার ভান করে আমাকে একগেঁয়ামি লেখক হি সাব্যস্ত করতে চাইলেন। তিনি ০৮ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন যে, আমি কেনো সে হাদিস বানানোর কথা উল্লেখ করা বাদ দিলাম। আমি বলতে চাই, কোনো রা গায়রে সিকাহ বলা কী তার প্রসংশা করা বুঝায়? না দোষ বর্ণনা করা বুঝায়? আ যদি এই সনদ যদি ভাল না লাগে তো আল্লামা তাহের পাটনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তো করেছেন যে-

ن عبد البر من حَدِيث سماك بن حَرْب عَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه يُوزن يَوْم الْقِيَامَة مداد
اء وَدم الشُّهَدَاء

৩৩৯ .ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- قُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ - "আমি বলি, এটির মমার্থ সহীহ।"
(মোল্লা আলী কারী, আসরারুল ...

-"ইমাম ইবনুল বার্ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সিমাক ইবনে হারব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি আবু দারদা (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে সেখানে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের ময়দানে আলেমের কলমের কালির সাথে শহীদের রক্তের পরিমাপ করা হবে।"[৩৪০] সিমাক ইবনে হারব সহীহ মুসলিমের রাবী। (উদাহরণ দেখুন-সহীহ মুসলিম, হা/২২৪, হা/৪৩৭, হা/৪৯৯)

মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারী গ্রহণযোগ্যতা: মুহাম্মদ বিন হাসান আসকারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হলেন ১২তম আওলাদে রাসূল (ﷺ)।[৩৪১] যদিও শীয়ারা তাকে বারো ইমামের সর্বশেষ ইমাম বলে থাকেন এবং ইমাম মাহদীও বলে অপপ্রচার করে থাকেন। এগুলো শীয়াদের বানানো; এতে তার কোন হাত নেই। এত বড় আওলাদে রাসূল (ﷺ) নিজে ইচ্ছা করে জাল হাদিস বানাতো এটা কল্পনাও করা যায় না। ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার পিতার আলোচনা করে লিখেন-

وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ المُلَقَّبُ بِالهَادِي: شَرِيْفٌ جَلِيْلٌ. وَكَذَلِكَ ابْنُهُ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ العَسْكَرِيُّ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

-"এমনিভাবে তার সন্তান মুকাল্লাব আল-হাদী ছিলেন উঁচু মাপের সম্মানিত মহা পুরুষ; তেমনিভাবে তার সন্তান হাসান ইবনু আলী আসকারীও আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন।"[৩৪২] তাই আমি তাকে শুধু ইলমে হাদিসে দুর্বল বলে একে যঈফ বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই সনদটিকে শুধু যঈফ বলেছেন মাত্র।[৩৪৩] এই হাদিসটি যেহেতু একাধিক সনদে বর্ণিত সেহেতু আল্লামা মানাভী (রাহমাতুল্লাহি আলاইহি) বলেন-

بأسانيد ضَعِيفَة لَكِن يقوى بَعْضهَا بَعْضًا

-"এই সনদটি যঈফ, তবে একটি সূত্র আরেকটি সূত্রকে শক্তিশালী করেছে।"[৩৪৪]

চতুর্থ আকাশে জিবরাঈলের তারকা দেখার হাদিস প্রসঙ্গ:

তিনি পত্রিকার ০৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ক হাদিসটিকে বিনা প্রমাণে রীতিমত জাল প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন। আমি আল্লামা ঈসা মানে হিমইয়ারীর নুরুল বারিয়্যাত হতে তাশরীফাতুল খাসায়েস এর হাওয়ালা দেওয়ায় তিনি আমার উপর নারাজ হয়েছেন। যাই হোক তিনি তো কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি যে, এটি জাল বরং চাপাবাজি করে গেলেন রীতিমত। আর মুতীউর রহমান সাহেবতো তার গ্রন্থে হাদিসের শব্দটি (মতন) পরিবর্তন করে বর্ণনা করেছেন।

৩৪০ . তাহের পাট্টনী, তাযকিরাতুল মাওদ্বুআত, ২৩ পৃ. ইমাম ইবনুল বার্, আত-তামহীদ, ১/১৫০ পৃ. হা/১৫৩

৩৪১ .ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার জীবনীর শুরুতেই লিখেন- الشَّرِيْفُ -"তিনি এক মহা সম্মানিত ব্যক্তি।" তিনি আরও উল্লেখ করেন- خَاتِمَةُ الاثْنَي عَشَرَ سَيِّداً -"তিনি সৈয়দ বংশের বারোতম পুরুষ।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/১২০ পৃ. ক্রমিক. ৬০, মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৫ হি.)

৩৪২ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/১২০ পৃ. ক্রমিক. ৬০, মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৫ হি.

৩৪৩ . সুয়ূতি, জামেউস সগীর, হা/৯৬০০

৩৪৪ . মানাভী, তাইসীর বি শারহে জামেউস সগীর, ২/৫০৯ পৃ.

আলবানীর কিতাব উদ্ধৃতি দেয়া মানে সহীহ বলা বুঝায়?

আবদুল মালেক সাহেব তার পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠায় দাবী করেছেন যে, আমি নূরে মুহা (ﷺ) সৃষ্টি তত্ত্ব বিষয়ক হযরত হাদিসে জাবের (রা.) এর তথ্য সূত্রে তালিকায় আমি সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহার উদ্ধৃতি দিলাম। কতবড় জিহালাত দেখুন, উদ্ধৃতি দেওয়া দ্বারা তিনি বুঝে নিয়েছেন, আলবানী সহীহ হাদিসের গ্রন্থে একে করেছেন মানে এটিকে সহীহ বলেছেন। এজন্যই তিনি ১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- **বাহাদুর সাহেব শায়েখ আলবানীর হাওয়ালায় তা সাবেত করছেন!!"**

এরপর আবদুল মালেক সাহেব এই গ্রন্থের আলবানীর কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করে নূরে মুহাম্মাদী বিষয়ক হাদিসটি জাল। আমি লক্ষ করলাম আবদুল মালেক সা আলবানীর নূরে মুহাম্মাদীর বিরোদ্ধে বক্তব্যগুলো খুব মনযোগ সহকারেই করেছেন। আমি বলতে চাই, আপনি কী শুধু এই বিষয়ক আলবানীর এই বক্তব্য আর কোন বক্তব্য পাচ্ছেন না? তিনি রাসূল (ﷺ) নূর সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদিসের সন গ্রহণযোগ্য বলেছেন, সেগুলো কী আপনি দেখেননি? তাই নূর সংক্রান্ত আলব তাহকীক আমি উদাহরণ স্বরূপ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হাদিস নং ১ : আহলে হাদিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার একাধিক গ্রন্থে হাদি সংকলন করেছেন। তার সু প্রসিদ্ধ হাদিসের গ্রন্থ "সিলসিলাতুল... দ্বঈফাহ"। সে তিনি ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর সংকলিত একটি হাদিসে পাক যেমন-

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ خَيَّرَ لِآدَمَ

فَجَعَلَ يَرَى فَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: فَرَآنِي نُورًا سَاطِعًا فِي أَسْفَلِهِمْ، فَقَالَ: يَا

مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ أَحْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন আ তা'য়ালা হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে তার সন্তান-স দেখালেন। হযরত আদম (আ.) তাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরীক্ষা করতে থাকে অবশেষে তিনি <u>একটি চমকদার নূর দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন</u>: <u>**পরওয়ারদিগার! এ কার নূর?**</u> আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, এ তোমার আওলাদ হবে, নাম আসমানে আহমদ। তিনি (সৃষ্টিতে) প্রথম এবং তিনি প্রেরণে (নবীদের) শেষ। সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী।"[৩৪৫]

৩৪৫ .ক. আল্লামা ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়্যত : ৫/৪৮৩ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
খ. ইমাম সুয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা, ১/৭০ পৃ. হাদিস/১৭৩
গ.আল্লামা ইমাম ইবনে আসাকির : তারিখে দামেস্ক : ৭/৩৯৪-৩৯৫ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
ঘ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব, ১/৪৩ পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
ঙ. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১১/৪৩৭ পৃ. হাদিস ঃ ৩২০৫৬, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবা
চ. আবু সা'দ নিশাপুরী, শরফুল মুস্তফা, ৪/২৮৫পৃ.
ছ. কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ১/৪৯পৃ.
জ. দিয়ার বকরী, তারীখুল খামীস, ১/৪৫পৃ.
ঝ. সাব্বাজ, হাদিসাহ, হাদিস নং ১৬১৮

আলবানীর তাহক্বীক : আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৯৯৯খৃ.) এ সনদটি প্রসঙ্গে লিখেন-

قلت: وهذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري

-"আমি (আলবানী) বলছি, এই হাদিসের সনদ 'হাসান', ইহার সকল বর্ণনাকারীগণ ইমাম বুখারী (রহ.) এর বর্ণনাকারী ন্যায়।"[৩৪৬] আলবানী প্রথমে এ সনদটিতে রাবী 'মোবারক বিন ফাদ্বালাহ' এর কারণে যঈফ বলতে চেয়েছেন। আমি বলবো এ হাদিসটি সহীহ এবং এ রাবীর হাদিসও গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وقال عثمان الدارمي سألت بن معين عن الربيع فقال ليس به بأس

-"উসমান দারেমী (রহ.) এ রাবী সম্পর্কে ইবনে মুঈনের কাছে জানতে চান তিনি তার শায়খ রুবীঈ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৩৪৭] উক্ত ইমাম আরও উল্লেখ করেন-

وقال عمرو بن علي سمعت عفان يقول كان مبارك معتبرا

-"হযরত আমর বিন আলী বলেন, আমি শায়খ আফ্ফানকে বলতে শুনেছি মোবারকের তিনি হাদিস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য।"[৩৪৮] ইবনে হাজার আরও উল্লেখ করেন- وذكره بن حبان في الثقات -"ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।"[৩৪৯] উক্ত ইমাম আরও উল্লেখ করেন-

وقال العجلي لا بأس به وقال أبو زرعة يدلس كثيرا فإذا قال حدثنا فهو ثقة

-"ইমাম ইজলী বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম আবু যারওয়া বলেন, তিনি অনেক হাদিসে তাদলীস করতেন, তবে তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৩৫০] ইমাম আসকালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وقال بن أبي خيثمة عن بن معين معين ثقة

-"ইমাম ইবনে আবি খায়ছামা তিনি ইবনে মাঈন থেকে বর্ণনা করেন যে, মোবারাক সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী।"[৩৫১] তাই প্রমাণিত হল সনদটি সহিহ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঞ. ইবনে হাজার আসকালানী, আল-মুখাল্লিসিয়্যাত, ৩/২০৭পৃ. হাদিস ঃ ২৩৪০,
ট.সালিম জার্‌রার, আল-ইমা ইলা যাওয়াইদ, ৬/৪৭৮পৃ.হাদিস,৬০৮৩
ঠ.ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৭১পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
ড. ইফরাকী, মুখতাসারে তারীখে দামেস্ক, ২/১১১পৃ.
৩৪৬ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ দ্বঈফাহ, হাদিস নং ৬৪৮২
৩৪৭ . ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১০/৩০পৃ. ক্রমিক নং ৪৯
৩৪৮ . ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১০/৩০পৃ. ক্রমিক নং ,মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৭/১৮৪পৃ.
৩৪৯ . ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১০/৩০পৃ. ক্রমিক নং ৪৯
৩৫০ . ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১০/৩০পৃ. ক্রমিক নং ৪৯
৩৫১ . ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১০/৩০পৃ. ক্রমিক নং ৪৯

লক্ষণীয় একটি বিষয় ঃ বুঝা গেল আদম (عليه السلام)ও আমাদের নবীকে নূর হিসে
দেখেছেন। কিন্তু আহলে হাদিস ও দেওবন্দীরা তাঁর সন্তানেরা এর বিপরীত কথা
এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট করে প্রমাণ হয়, রাসূলে করিম (ﷺ) সৃষ্টির প্রথম এবং আদি
হযরত আদম (عليه السلام) সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও তিনি নূর অবস্থায় ছিলেন। অতএব,
করিম (ﷺ) আদম (عليه السلام) এর সৃষ্টির বহু পূর্বেই নূর হিসেবে ছিলেন। কারণ মাটির
সর্বপ্রথম মানব হলেন, হযরত আদম (عليه السلام)। এই হাদিসটি আমি এ গ্রন্থের ১ম
৩০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করার পরেও তিনি পত্রিকার ০৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন আমি
রাসূল (ﷺ) এর নূর সৃষ্টি সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছি সবই নাকি সনদবিহীন। এ
মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের পত্রিকার ০৯ পৃষ্ঠায় আমার বিরোদ্ধে লিখা
কথাটি 'মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত' মনে পড়ে গেল।

হাদিস নং ২ ঃ ইমাম বায়হাকী, ইমাম ইবনে সা'দ, ইমাম তাবরানীসহ অনেক
সংকলন করেছেন-

لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ بَدْءُ أَمْرِكَ؟ قَالَ: «دَعْوَةُ
إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ «خَرَجَ مِنِّي»

-"হযরত আবু উমামা (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কি
আপনার শুরু হল? প্রিয় নবি (ﷺ) বলেন, আমি ইবরাহিম (عليه السلام)-এর দোয়া,
(عليه السلام)-এর সুসংবাদ, নিশ্চয় আমার মা তাঁর ভিতর থেকে নূর বের হতে দেখেন, ঐ নূ
আলোতে শাম দেশের দালানগুলো আলোকিত হয়ে যায়।"[৩৫২]

এ হাদিসটি প্রসঙ্গে আহলে হাদিসদের ইমাম শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন-

أخرجه ابن سعد بإسناد رجاله ثقات.

-"ইমাম ইবনে সা'দ (رحمه الله) হাদিসটি সংকলন করেছেন আর সনদের সমস্ত
সিকাহ।"[৩৫৩] আলবানী এ হাদিসটি প্রসঙ্গে অন্য পুস্তকে লিখেন-

(صحيح).....ابن سعد عن أبى أمامة

-"(সহীহ).....ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন আবু উমামা (رضي الله عنه) থেকে।"[৩৫৪] ইমাম আ
রাউফ মানাভী (رحمه الله) লিখেন- قال ابن حجر: صححه ابن حبان والحاكم -" ইমাম ই
হাজার আসকালানী বলেন, ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকেম সনদটিকে
বলেছেন।"[৩৫৫]

৩৫২. ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুল নবুয়ত, ১/৮৪পৃ. ইমাম আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, হাদিস নং ১২৩৬, ইমাম ইবনে যা'দ, আল-মুসনাদ, হাদিস নং ৩৪২৮, ইমাম হারেস, আল-মুসনাদ, হাদিস নং ৯২৭, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৭৭২৯, তাবরানী, মুসনাদে শামিয়্যীন, হাদিস নং ১৫৮২
৩৫৩. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুস-সহিহাহ, ৪/৫৫৯পৃ. হাদিস নং ১৯২৫
৩৫৪. আলবানী, সহিহুল জামেউস সগীর ওয়া যিয়াদাহ, হাদিস নং ৩৪৫১
৩৫৫. আসকালানী, ফতহুল বারী, ৬/৫৮৩পৃ. মানাভী, ফয়যল কাদীর

লক্ষণীয় একটি বিষয় : এই হাদিসে বলা হয়েছে- خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ -"নিশ্চয় মা আমেনার ভেতর থেকে নূর বের হয়েছে।" আর এটি তিনি দেখেছিলেন জাগ্রত অবস্থায় ও চর্ম চোখে। এখানে মাটির কথা বলেননি বরং নূরের কথাই তিনি বলেছেন।

এ বিষয়ে তৃতীয় হাদিস : ইমাম হাকিম নিশাপুরী (رحمه الله) একটি হাদিসে পাক সংকলন করেন-

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، ......، وَأَنَّ أُمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ لَهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ،

-"হযরত ইরবায ইবনে সারিয়াহ (رضي الله عنه) বলেন, আমি রাসূলে পাক (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহর বান্দা এবং শেষ নবী। ....নিশ্চয় আমি যখন পৃথিবীতে শুভাগমন করি তখন আমার মা দেখল **তাঁর থেকে নূর বের হচ্ছে, ফলে শাম দেশের বড় অট্টালিকাগুলো আলোকিত হয়ে গেছে।**"[৩৫৬]

হাদিসটি প্রসঙ্গে আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী বলেন :

আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৩৫৭] অপরদিকে ইমাম হাকিম নিশাপুরী সনদটিকে সহীহ বলেছেন আর ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। তাই এ হাদিসেও প্রমাণিত হল রাসূল (ﷺ)-এর মায়ের পেট মোবারক হতে মাটি নয় বরং নূরই বের হওয়ার কথাই রয়েছে। তিনি আলবানীর অভিমত দিয়ে দলিল দিলেন তাহলে এগুলো কেন উল্লেখ করলেন না?

সহীহ আক্বিদাকে বাতিল আক্বিদা বানিয়ে দেওয়াঃ

আবদুল মালেক সাহেব পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম কায়েম করেন যে 'বাতিল আক্বিদার সমর্থন' নামে। সেখানে আমার বাতিল আক্বিদা হিসেবে তিনি রাসূল (ﷺ) এর ইলমে গায়ব জানা, তিনি হাযির-নাযির এ দুটিকে তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ দুটি বিষয়ে আলাদা দুটি কিতাব অতিশীঘ্রই বের হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ! তবে এর আবদুল মালেক সাহেবের জবাবের জন্য আমার বর্তমান প্রকাশিত **'ফাতওয়ায়ে আহলে সুন্নাহ বা আটটি বিষয়ের সমাধান'** গ্রন্থটি দেখতে পারেন। আবদুল মালেক সাহেব হাযির-নাযির হওয়াকে আল্লাহর গুণ বলে দাবী করেছেন তার বিস্তারিত জবাব পাবেন আমার লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ **'আকায়েদে আহলে সুন্নাহ ১ম খণ্ড'**। সেখানে এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি।

সর্বপরি আমার সমাপনি বক্তব্য হলো এই, আমি কোনোভাবে জনাব মাওলানা আবদুল মালেক ও মতিউর রহমান সাহেবদ্বয়কে কটাক্ষ করতে চাইনি। নিরেট সত্য ও বাস্তবটা পাঠকমহলকে বুঝাতে চেয়েছি। অতএব, আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। তবে আমি যা এপর্যন্ত লিখেছি, তা যাচাই করে দেখুন, তার সত্যতা আছে কিনা।

৩৫৬. ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ২/৪৫৩পৃ. হাদিস নং ৩৫৬৬
৩৫৭. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুস-সহিহাহ, ৪/৫৭পৃ. হাদিস নং ১৫৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

‘প্রচলিত ভুল’ নামক গ্রন্থের কিছু আপত্তিকর বিষয়ের দাঁতভাঙ্গা জবাব

অনেক দিন পূর্বে আমার এক ভাই ঢাকার বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক আল্লামা স… হোসেন রনি আমাকে একটি পুস্তক পাঠায়। তিনি অনুরোধ করেন আমি এই … মনযোগ সহকারে পড়ে যেন জবাবে কিছু লিখি। তবে তিনি আমার লিখিত এ গ্রন্থে… খণ্ডের প্রকাশের পড়ে পাঠানোর কারণে আমি এ গ্রন্থটির জবাবে কিছু লিখতে পা… গ্রন্থটির নাম হচ্ছে ‘প্রচলিত ভুল’। দেখলাম এটি কোন গ্রন্থ আকারে ছিল না; … আলকাউছারে ‘প্রচলিত ভুল’ কলামে দীর্ঘ দিনের লিখিত পূর্বের জবাব দেওয়া … মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের লেখাই গ্রন্থ আকারে পড়ে ছাপা হয়েছে। এই গ্র… একটি বৈশিষ্ট হল মুখের চাপাদিয়েই তিনি সব ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন… বার। অসংখ্য অপ্রিয় সত্যকে তিনি ভুল বলে আখ্যায়িত দিয়েছেন। অসংখ্য সুন্নাত … মুস্তাহাব কাজকে তিনি কুসংস্কার, ভুল, বিদ‘আত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ … এর পিছনে ভিত্তিপূর্ণ কোন দলিল উল্লেখ করেননি। আর এই গ্রন্থটিতে ওহাবী ফিত… দালালী করা হয়েছে। ওহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ… নজদী (লানাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে আবদুল মালেক সাহেব লিখেছেন-“মুহাম… ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী রহ. আরবের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কারক … ছিলেন।”

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তার উপরের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ৩ টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে।

ক. তিনি তার নামের সাথে “রহমতুল্লাহি আলাইহি” ব্যবহার করেছেন, যার দ্বারা প্র… হয় তিনি তাকে ওলী মানেন।

খ. তাকে সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ মানেন। আমি আজ পর্যন্ত সালাফী নজদীর দালাল … আর পৃথিবীর কাউকে তাকে সংস্কারক বলতে শুনেনি। বুঝা গেল তিনিও নজদীর … দালালের একজন।

গ. মালেক সাহেবের কথায় প্রমাণিত হল যে তিনিও তার আক্বিদা বিশ্বাসে তারই … বেয়াদবে রাসূল। যাই হোক এই কিতাবের কিছু আপত্তিকর বিষয়ের নিষ্পত্তি আপনা… সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই গ্রন্থে অনেক আউলিয়ায়ে কেরামের কারাম… অস্বীকার করেছেন এবং অনেক পুন্যময় দিবসকে হেয় করেছেন। সেগুলোর জবাব … অন্য গ্রন্থে দেব। ইনশাআল্লাহ কারণ আমার এ গ্রন্থের বিষয় ইলমে হাদিস নিয়ে।

১. ‘আলেমের চেহারার দিকে তাকানো ইবাদাত’ হাদিস প্রসঙ্গঃ

মাওলানা আবদুল মালেক তার বিভ্রান্তির পুস্তক ‘প্রচলিত ভুল’ গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় … বিষয় একটি হাদিস এনে পুরা বিষয়টিকেই কৌশলে অস্বীকার করেছেন। তিনি … বিষয়টিকে দাবী করেছেন হাদিস নয়। আলেমের চেহাড়ার দিকে তাকানো ইবাদত … বিষয়ে অনেক হাদিসে পাক রয়েছে। কিন্তু আবদুল মালেক সাহেব এই প্রমাণিত বি…

অস্বীকার করে তিনি লিখেছেন-“কিন্তু উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। এ সম্পর্কে একাধিক আয়াত ও সহীহ হাদীস রয়েছে।”

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে এই বিষয়ের এই হাদিস প্রমাণিত না হলেও আলেমদের মর্যাদায় কোরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদিস রয়েছে। আমি বলবো এটি তো জাহেলও জানে যে আলেমদের মর্যাদায় কোরআন হাদিসে অনেক আলোচনা রয়েছে। তিনি এই বিষয়টির স্বপক্ষে এত সনদে বর্ণিত হাদিস থাকতেও একবারও লিখলেন না যে এই বিষয়ে এই সনদটি আপত্তিকর হলেও আরও বিভিন্ন সনদ রয়েছে। আর মালেক সাহেব বলবেন কীভাবে তিনি তো পুঁজি ছাড়া মৌলভী।

প্রথম সূত্র :

ইমাম দায়লামী (ওফাত.৫০৯ হি.) সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (ؓ) হতে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

الْجُلُوس فِي الْمَسْجِد لانتظار الصَّلَاة بعد الصَّلَاة عبَادَة وَالنَّظَر فِي وَجه الْعَالم عبَادَة ونوم الصَّائِم عبَادَة وَنَفسه تَسْبِيح

-“১. মসজিদে নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ইবাদত। ২. আলেমের চেহাড়ার দিকে দৃষ্টিপাক করা ইবাদত। ৩. রোজা রাখা অবস্থায় ঘুমানোও ইবাদত এবং ৪. মনে মনে অন্তরে তাসবীহ পাঠ করাও ইবাদত।”[৩৫৮]

সনদ পর্যালোচনা :

এই হাদিসটির সনদ সহীহ। আলবানী এই সনদটিকে মনগড়া তাহকীক করে যঈফ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[৩৫৯] আলবানীর দাবী হল এই সনদে **‘আহমাদ ইবনু ঈসা আল-মিশরী’** দুর্বল রাবী। আমি বলবো তার এই দাবী ভুয়া। ইমাম ইবনে মাঈন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে একক যঈফ বলেছেন; আর না হয় সকল মুহাদ্দিস তাকে সিকাহ রাবী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সামগ্রীকভাবে তিনি গ্রহণযোগ্য কিনা সে প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- وهو موثق - “তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।”[৩৬০] এমনটি ইমাম মানাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনেক পর্যালোচনার পরে (وهو ثقة) তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন বলেছেন।[৩৬১] বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার জীবনীর শুরুতেই তার প্রসংশায় লিখেন-

الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الصَّدُوْقُ

-“তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, মুহাদ্দিস, সত্যবাদী।”[৩৬২]

---

৩৫৮. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ২/১২৪পৃ. হা/২৬৪৫, ইমাম সুয়ূতি, জামেউস সগীর, হা/৬৩৯৮, ইমাম ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ২/৬০পৃ. হা/৫৭৩৭, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৬৫১পৃ. হা/২০৭৪৩, ইমাম মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৩/৩৫৬ পৃ., হা/৬৩৯৮

৩৫৯. আলবানী, যঈফু জামেউস সগীর, ১/৩৮৩ পৃ. হা/২৬৫২

৩৬০. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/১২৫পৃ. ক্রমিক. ৫০৭

৩৬১. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৩/৩৫৬পৃ. হা/৩৬২১

৩৬২. যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ১২/৭০পৃ. ক্রমিক. ১৬, মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, মিযানুল ই'তিদাল, ১/১২৬পৃ. ক্রমিক. ৫০৭ এবং তারিখুল ইসলামী, ৫/১০০৯পৃ. ক্রমিক. ৩২

ইমাম যাহাবী ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) এর অভিমত তুলে ধরেন-

وقال: يروى عن أحمد بن عيسى في الصحيح.

-"তিনি আহমাদ ইবনু ঈসা থেকে যা বর্ণনা করতেন তা সহীহ।"[৩৬৩] ইমাম ন (রহ.) বিখ্যাত গ্রন্থে তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

النسائي، وغيره: ليس به بأس.

-"ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অ নেই।"[৩৬৪] ইমাম মুগলতাঈ (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

وقال عبد الغني بن سعيد - حافظ مصر

-"মুহাদ্দিস আব্দুল গণী ইবনু সাঈদ (রহ.) বলেন, তিনি মিশরের একজন হা হাদিস ছিলেন।"[৩৬৫] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

كتاب ابن خلفون قال أبو جعفر النحات: كان أحد الثقات، اتفق الإمامان علي

حديثه.

-"ইমাম ইবনে খালফান (রহ.) এর কিতাবে উল্লেখ করেন মুহাদ্দিস আবু জ নাহ্হাত (রহ.) বলেন, তিনি বিশ্বস্ত রাবীদের একজন, তার হাদিস বর্ণনায় উভয় ই (বুখারী মুসলিম) একমত; তারা তার থেকে হাদিস সংকলন করেছেন।"[৩৬৬] ইমাম মি (রহ.) সংকলন করেন, মুহাদ্দিস আব্দুল করীম (রহ.) বলেন-

سمعت أبي يقول: أحمد بن عيسى كان بالعسكر ليس به بأس

-"আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি আহমাদ ইবনে ঈসা তার হাদিস গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই।"[৩৬৭] তাই সামগ্রীকভাবে তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত এবং এই স গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে দিয়েছেন।[৩৬৮] সর্বশেষ কথা হল ইমাম মুসলিম (রহ.) তার "আস-সহীহ" গ্রন্থে হাদিস সংকলন করেছেন।[৩৬৯] ইমাম কালাবাযী (রহ.) (ওফাত.৩৯৮হি.) সহীহ বুখারী তার হাদিস বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৭০] তাই তাকে যঈফ বলা মানে

---

৩৬৩. যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ২৩/৬৫পৃ. ক্রমিক. ১৬

৩৬৪. যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ১২/৭০পৃ. ক্রমিক. ১৬, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, মিযানুল ই'তিদাল, ১/১২৬পৃ. ক্রমিক. ৫০৭ এবং তারিখুল ইসলামী, ৫/১০০৯পৃ. ক্রমিক. ৩২

৩৬৫. মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১/৯৭পৃ. ক্রমিক. ১২৪

৩৬৬. মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১/৯৭পৃ. ক্রমিক. ১২৪

৩৬৭. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, তাহযিবুল কামাল, ১/৪২১পৃ. ক্রমিক. ৮৭

৩৬৮. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৮/১৫পৃ. ক্রমিক. ১২০৬০

৩৬৯. ইমাম ইবনে ফানজুয়াই (ওফাত. ৪২৮হি.), রিজালু সহীহ মুসলিম, ১/৩৬পৃ. ক্রমিক. ২১, উদাহারণ দেখুন-হা/৩৫৫, হা/৩৫৮, হা/১৭০৮ (শামিলা)।

৩৭০. ইমাম কালাবাজী, রিজালু সহীহ বুখারী, ১/৪০পৃ. ক্রমিক. ২২, উদাহারণ দেখুন-হা/৯৪৯, হা/১৫ হা/১৫২৮, হা/১৬৪১ (শামিলা)

বুখারী মুসলিমে যঈফ হাদিস রয়েছে বলার নামান্তর। তাই বুঝা গেল যে আবদুল মালেক ধোঁকাবাজ ও সত্য গোপনকারী, আর তা যদি না তাহলে জাহেল তো বটে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ

ইমাম দায়লামী (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

خمس من العبادة قلة الطعم والقعود في المساجد والنظر إلى الكعبة والنظر في المصحف من غير أن يقرأه والنظر في وجه العالم

-"পাঁচটি জিনিস ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত: ১. কম খাদ্য গ্রহণ করা ইবাদত, ২. মসজিদে বসা ইবাদত, ৩. কাবার দিকে দৃষ্টিপাত করাও ইবাদাত, ৪. পাঠ করা ছাড়াই কোরআনে দৃষ্টি দেয়া ইবাদত এবং ৫. আলেমের চেহাড়ার দিকে তাকানোও ইবাদত।"[৩৭১]

সনদ পর্যালোচনা: এই সনদটি সামান্য দুর্বল কেননা আল্লামা মানাভী (রহ.) সনদে 'সুলায়মান ইবনে রুবীঈ' রাবী রয়েছেন তাকে ইমাম দারীকুতনী (রহ.) দুর্বল বলেছেন।[৩৭২] আমি গবেষণা করে দেখেছি যে উক্ত রাবীকে ইমাম দারেকুতনী (রহ.) ছাড়া আর কেহই দুর্বল বর্ণনাকারী বলেননি।[৩৭৩] তাই একক অভিমতে একে যঈফ বলা যাবে না। এই হাদিসটির সমর্থনে ১নং হাদিস থাকায় এটিও সহীহ বিশ্‌শাহেদ বলে বিবেচিত।

তৃতীয় হাদিস ঃ

ইমাম আফিফুদ্দীন আবুল মা'য়ালী (রহ.) তার লিখিত 'ফাদ্বলুল ইলমি' গ্রন্থের ১/১১৫ পৃষ্ঠায় উপরের হাদিসের কাছা কাছি শব্দে হাদিস সংকলন করেন-

خمس من العبادة: قلة الطعام عبادة والقعود في المساجد عبادة والنظر في المصحف من غير قراءة عبادة.

والنظر في وجه العالم عبادة، وأظنه قال: والنظر في وجه الوالدين عبادة

-"পাঁচটি জিনিস ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত: কম খাদ্য গ্রহণ করা ইবাদত, মসজিদে বসা ইবাদত, পাঠ করা ছাড়াই কোরআনে দৃষ্টি দেয়া ইবাদত এবং আলেমের চেহাড়ার দিকে তাকানোও ইবাদত এবং (আমার ধারণা তিনি বলেন:) পিতা-মাতার চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ইবাদত।"[৩৭৪]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আলবানী সনদটি অত্যন্ত যঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।[৩৭৫] তিনি এই হাদিসের সনদ উল্লেখ করেছেন-

---

৩৭১. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ২/১৯৫পৃ. হা/২৯৬৯, ইমাম ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ২/৮৭পৃ. হা/৬০৮১, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৫/৮৮০পৃ. হা/৪৩৪৯, ইমাম সুয়ূতি, জামেউস সগীর, হা/৩৯৬৬

৩৭২. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৩/..পৃ. হা/৩৯৭১

৩৭৩. বিস্তারিত দেখুন : ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৯/৫৫পৃ. ক্রমিক. ৪৬৩৭, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২০৭পৃ. ক্রমিক. ৩৪৫৯, তারিখুল ইসলাম, ৬/৫৫৪পৃ. ক্রমিক. ২১০, ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৪/১৫২পৃ. ক্রমিক. ৩৬১২

৩৭৪. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ৪/২০১পৃ. হা/১৭১০

৩৭৫. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ৪/২০১পৃ. হা/১৭১০

ن بن الربيع النهدي: حدثنا همام بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا

-"সুলাইমান ইবনু রাবী তিনি হুমাম ইবনু মুসলিম হতে তিনি ইবনু জুরায়েয হতে আতা (রহিমাহুল্লাহ) হতে তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে মারফূ (তথা রাসূলের বাণী হি বর্ণনা করেন।"[৩৭৬]

তিনি সুলায়মান এবং তার শায়খকে দোষী বলেই এই সমাধান দিয়েছেন। আমি সুলায়মানকে একক ইমাম দারেকুতনী (রহিমাহুল্লাহ) ছাড়া আর কেহ দুর্বল বলেননি।[৩৭৭] আলবানী দারেকুতনী ছাড়া আর কেহ তাকে যঈফ রাবী বলেছেন তার কোন প্রমাণ পারেননি। সে লিখেছে-

سليمان بن الربيع النهدي تركه الدارقطني

-"রাবী সুলায়মান ইবনু রাবী কে ইমাম দারেকুতনী ত্যাগ করেছেন।"[৩৭৮]

অথচ ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন-

وروى البرقاني عن الدارقطني: ضعيف

-"ইমাম বারকানী (রহিমাহুল্লাহ) তিনি দারেকুতনী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলে রাবী যঈফ।"[৩৭৯] আর সুলাইমানের শায়খ হুমাম অনেকের মতেই যঈফ। তবে কেহ মিথ্যুক বা মুনকার বলেননি।[৩৮০] তাই সামগ্রীকভাবে সনদটি কিছুটা দুর্বল এই বিষয়ে অনেক সনদ থাকায় এবং উপরের ১নং সনদ দ্বারা শাহেদ পাওয়ায় হা 'হাসান' বলে বিবেচিত। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) এই সনদটি এই সূত্রে যঈফ সংকলন করেছেন।[৩৮১]

চতুর্থ হাদিস ঃ

ইমাম দায়লামী (ওফাত. ৫০৯ হি.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বলেন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

النظر إِلَى وَجه الْعَالم عبَادَة وَالْجُلُوس مَعَه عبَادَة وَالْكَلَام مَعَه عبَادَة

-"আলেমের চেহাড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে ইবাদত, তাঁর সাথে বসাও ইবাদত তার সাথে কথা বলাও ইবাদত রূপে গণ্য।"[৩৮২]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

এই সনদটি আপত্তিকর বলে আমি কোন মুহাদ্দিসদের অভিমত পাইনি। তবে প্রথম অংশটুকু বর্ণনা করে আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী লিখেছেন-

رواه الديلمي بلا سند، عن أنس مرفوعاً.

৩৭৬ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, ৪/২০১পৃ. হা/১৭১০
৩৭৭ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২০৭পৃ. ক্রমিক. ৩৪৫৯ এবং তারিখুল ইসলামী, ৬/৫৫৪পৃ. ক্রমিক.
৩৭৮ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, ৪/২০১পৃ. হা/১৭১০
৩৭৯ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২০৭পৃ. ক্রমিক. ৩৪৫৯ এবং তারিখুল ইসলামী, ৬/৫৫৪পৃ. ক্রমিক.
৩৮০ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৩০৮পৃ. ক্রমিক. ৯২৫১
৩৮১ .ইমাম ইবনুল জাওযী, ইলালুল মুতানাহিয়াহ, ২/৩৪৪পৃ. হা/১৩৮৬
৩৮২ .ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/২৯৪পৃ. হা/৬৮৬৭

-"ইমাম দায়লামী (রহিমাহুল্লাহ) সনদ বিহীন হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে সংকলন করেছেন।"[৩৮৩] প্রথমের শুরুর শব্দের হাদিসকে শাওকানীর মত ইমাম সাখাভী, আল্লামা আজলূনী, আল্লামা তাহের পাটনী, মন্তব্য করেছেন।[৩৮৪] তবে কোন মুহাদ্দিসই এই হাদিসটিকে জাল বলেননি। আহলে হাদিস আলবানী উপরোক্ত একটি সনকেও জাল বা মুনকার বলে ঘোষণা দেননি। আল্লামা সান'আনী (রহিমাহুল্লাহ)ও এমনটি বলেছেন।[৩৮৫] <u>কিন্তু আবদুল মালেক তাদের থেকেও বড় ভুয়া তাহকীককারী সেজন্য এটিকে জাল বলেছেন।</u>

৫নং হাদিস : ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহিমাহুল্লাহ) আরেকটি সনদ সংকলন করেন-

خَمْسٌ مِنَ العِبادَةِ: النَّظَرُ إِلَى المُصْحَفِ والنَّظَرُ إِلَى الكَعْبَةِ والنَّظَرُ إِلَى الوَالِدَيْنِ والنَّظَرُ فِي زَمْزَمَ وَهِيَ تَحُطُّ الخَطايا والنَّظَرُ فِي وَجْهِ العالِمِ

-"পাঁচটি জিনিস ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত: কোরআনের দিকে তাকানোও ইবাদত, ২. কাবা ঘরের দিকে তাকানা ৩. পিতা-মাতার চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ইবাদত ৪. যমযমের দিকে তাকানোও ইবাদত এবং ৫. পাঠ করা ছাড়াই কোরআনে দৃষ্টি দেয়া ইবাদত এবং আলেমের চেহাড়ার দিকে তাকানোও ইবাদত।"[৩৮৬] আলবানী এই সনদটিকে যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৮৭] আমি বলবো উপরের প্রথম সহীহ হাদিসটি এই হাদিসটির সাক্ষ্য দেওয়ায় এটিও গ্রহণযোগ্য।

২. শায়খ বা পীরের মর্যাদা তার অনুসারীদের নিকট তেমন যেমন নবীর মর্যাদা তাঁর উম্মতের কাছে হাদিস প্রসঙ্গ :

এই বিষয়টি নিয়ে আমি আমার লিখিত এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৪৪-৪৪৬ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছিলাম। তারপরও এখানে মালেক সাহেবের জবাবে আরও দুই একটি কথা লিখার ইচ্ছা জাগল। মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব তার প্রচলিত ভুল পুস্তকের ১৪৪ পৃষ্ঠায় সনদ বিহীন একটি জাল বর্ণনা-

الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ

-"শায়খ বা পীর তার কওমের কাছে তেমন যেমন নবী তার উম্মতের কাছে।" উল্লেখ করে সম্পূর্ণ বিষয়টিকেই কৌশলে অস্বীকার করেছেন। এরপর তিনি এ গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-<u>"এই বাক্যটা কোন বুযুর্গের উক্তি, হাদীস নয়।"</u> এখানেই শেষ নয় মালেক সাহেব আরও একটু সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের লিখা কথা থেকে একটু সরে গিয়ে আবার লিখেন-<u>"মোটকথা, হাদীস তো কস্মিনকালেও নয়, প্রশ্ন এই যে, একে বুযুর্গের উক্তি হিসেবে উল্লেখ করা যাবে কি না? না, যাবে না।"</u>

৩৮৩ . শাওকানী, ফাওয়াইদুল মাওযুআত, ১/২৮৭পৃ. হা/৫২
৩৮৪ . সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ৬৯৬পৃ. হা/১২৫১, তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওযুআত, ১/২১পৃ., আল্লামা আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/৩৮৪পৃ. হা/২৮১১
৩৮৫ . সান'আনী, তানভীর, ৫/৫২৩পৃ. হা/৩৯৫০
৩৮৬ .ইমাম সুয়ূতি, জামেউস সগীর, হা/৬৫৯৯, মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৩/৪৬০ পৃ. হা/৬৫৯৯
৩৮৭ .আলবানী, যঈফু জামেউস সগীর, হা/২৮৫৪

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এবার আমরা পৃথিবীর কোন বুযুগের কথা নয় এটি আল্লাহর বাণী কীনা তা দেখবো।

প্রথম বর্ণনা ঃ

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) ইমাম ইবনে হিব্বানের বরাতে সংকলন করেন-

حبان) حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن أَحْمَد بْن حاتِم حَدَّثَنَا عُمَر بْن مُحَمَّد بْن القيرواني حَدَّثَنَا الله بْن عُمَر بْن غَنَائِم عَن مَالك عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعا: الشَّيْخُ فِي بَيْتِه فِي قَوْمِه

-"ইবনে হিব্বান তিনি আলী ইবনু আহমাদ ইবনু হাতেম থেকে তিনি উমর বিন মুহা... থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ইবনু গানাম থেকে তিনি ইমাম মালেক (রহ.) ... তিনি তাবেয়ী না'ফে (রহ.) থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে তিনি ... রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, শায়খ বা পীর তার পরিবারের (মুরীদের) কাছে ... যেমন নবী তার উম্মতের কাছে।"[৩৮৮]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

এই সনদটি সহীহ। কিন্তু ভুয়া তাহকীককারী আলবানী এটিকে জাল বলে আখ্যা... করেছেন। তার দাবী এই সনদের প্রধান রাবী "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনু গা... আল-ইফরীকী" অত্যন্ত যঈফ রাবী।[৩৮৯] আমি বলবো তার হাদিস গ্রহণযোগ্য ... কোন সন্দেহ নেই। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الكاشف مُسْتَقِيم الحَدِيث

-"ইমাম যাহাবী (রহ.) তার লিখিত কাশেফ গ্রন্থে লিখেন, তার হাদিস সঠিক।" ইবনে ইবনে ইরাকী (রহ.) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।[৩৯১] ইমাম আহমদ তা... ইফরীকী (রহ.) উক্ত রাবীর জীবনীতে লিখেন-

وكَانَ ثَبْتًا ثِقَةً نَبِيلا

-"তিনি হাদিস বর্ণনায় দৃঢ়, সিকাহ বা বিশ্বস্ত, ..।"[৩৯২] ইমাম যাহাবী (রহ.) উ... করেন-

قال أبو داود: أحاديثه مستقيمة.

৩৮৮. ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ইমাম সুয়ূতি, লা-আলিল মাসনূআ, ১/১৪০পৃ., ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৮৮১পৃ. ক্রমিক. ১৮৮
৩৮৯. ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ২/৩৯পৃ. ক্রমিক. ৫৭১, ইমাম সুয়ূতি, লা-আলিল মাসনূআ, ১/১৪০পৃ., ইমাম ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ২/১৭৫পৃ. হা/৭১৭৭, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৫/৬৬৪পৃ. হা/৪২৬৩৩, আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/১৭পৃ. হা/১৫৭৬
৩৯০. ইমাম সুয়ূতি, লা-আলিল মাসনূআ, ১/১৪০পৃ.
৩৯১. ইমাম ইবনে ইরাকী, তানযিহুশ শরীয়াহ, ২০পৃ.
৩৯২. ইমাম তামীমী, তবকাতুল উলামায়ে ইফরাকীয়াহ ...

-"ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, তার হাদিস সঠিক বা প্রতিষ্ঠিত।"[৩৯৩] ইমাম মুগলতাঈ (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

كان ثقة نبيلا فقيها

-"তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, ...এবং একজন ফকিহ।"[৩৯৪] তিনি আরও উল্লেখ-

ذكره ابن خلفون في كتاب الثقات

-"ইমাম ইবনে খালীফুন (রহ.) তার সিকাহ রাবীর তালিকায় উক্ত রাবীকে স্থান দিয়েছেন।"[৩৯৫] মুহাদ্দিস ইবনে ইউনুস (রহ.) বলেন- أحد الثقات الأثبات -"তিনি দৃঢ় সিকাহ রাবীর একজন।"[৩৯৬] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وخرج الحاكم حديثه في صحيحه

-"ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) তার হাদিস মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন এ স্থান দিয়েছেন।"[৩৯৭] ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তার হাদিস সুনানে সংকলন করেছেন।[৩৯৮] তাই সর্বপুরি তার বর্ণিত এই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ

ইমাম সাখাভী (রহ.) এর রাবীর আলোচনায় লিখেছেন-

وذكره ابن حبان في ترجمة عبد اللهبن عمر بن غانم الأفريقي، وأنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا قال: وهذا موضوع

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনু গানাম ইফরীকী এর জীবনীতে লিখেন তিনি ইমাম মালেক থেকে তিনি না'ফে (রহ.) থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে মারফূ সূত্রে। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন এটি জাল।"[৩৯৯]

পর্যালোচনা ঃ

পাঠকবর্গ! ইমাম ইবনে হিব্বানের মাজরুহীন কিতাবে এই উক্তি আমি খুঁজে পাইনি। জানি না ইমাম সাখাভী (রহ.) কোন নুসকা হতে ইবনে হিব্বানের নামে এটি লিখেছেন। অথচ তিনি নিজেই উক্ত ইমাম ইবনে হিব্বানের এই সমাধানকে মেনে নেননি। তিনি বরং লিখেছেন-

৩৯৩. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৬৪পৃ. ক্রমিক. ৪৪৭০ এবং তারিখুল ইসলাম, ৪/৮৮১পৃ. ক্রমিক. ১৮৮, ইমাম মুগলতাঈ, তাহযিবুল কামাল, ৮/৮৭পৃ. ক্রমিক. ৩০৮০, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৫/৩৪৪পৃ. ক্রমিক. ৩৪৪৩
৩৯৪. ইমাম মুগলতাঈ, তাহযিবুল কামাল, ৮/৮৩পৃ. ক্রমিক. ৩০৮০
৩৯৫. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/৮৩পৃ. ক্রমিক. ৩০৮০, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৫/৩৩২পৃ.
৩৯৬. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৫/৩৪৪পৃ. ক্রমিক. ৩৪৪৩, ইমাম মুগলতাঈ, তাহযিবুল কামাল, ৮/৮৬পৃ. ক্রমিক. ৩০৮০
৩৯৭. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/৮৭পৃ. ক্রমিক. ৩০৮০
৩৯৮. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৫/৩৪৪পৃ. ক্রমিক. ৩৪৪৩
৩৯৯. ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ৪১২পৃ. হা/৬০৯

-"নবী পাক (ﷺ) ইরশাদ করেন, আলেম তার জাতীর কাছে তেমন যেমন নবী ত
উম্মতের কাছে।"[৪১১]

৩. সাতাশ এ রমযান শবে ক্বদর পালন সম্পর্কে বিভ্রান্তির অবসান :

অধিকাংশ মতে এবং আল্লাহর রাসূলের অধিকাংশ সাহাবীদের রায়ই হল যে শবেই হল রমযানের ২৭ তারিখ। কিন্তু মালেক সাহেবের এটি ভাল লাগছে না বলে তিনি প্রচলিত ভুল গ্রন্থে ১১০-১১১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি ১১০ লিখেছেন-"অনেকের মনে এই ধারণা রয়েছে যে, সাতাশের রাতই হচ্ছে শবে ক এই ধারণা ঠিক নয়।" তিনি একটু অগ্রসর হয়ে ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেন-"তাই সাত রাতকেই সুনির্দিষ্টভাবে লাইলাতুল কদর বলা উচিত নয়।"

আবারও প্রমাণিত হয়ে গেল যে ইলমে হাদিসে মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব ক জাহেল।

আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল সংশোধন' গ্রন্থের ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখেন-"২৭ শে রমযান রাত্রে শবে কদর নিশ্চিত মনে ঠিক নয়।" তিনি একটু সামনে অগ্রসর হয়ে ২২৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"এরূপ আরো ব বর্ণনা এসেছে। যার দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না, যে শবে কদর শুধু ২৭ শে রমজানের র নিহিত আছে। এমন কি বছরের যে কোন দিন শবে কদর হতে পারে।"

এ ধরনের জাহেলদের একক হযরত আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) এর বর্ণনা বেজোড় তালাশের হাদিস দ্বারা দলিল দেন; মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিসের বিরুদ্ধে। র (ﷺ) নিজেই বলেছেন লাইলাতুল কদর ২৭ তারিখের রাতে। ২৭ তারিখের রাতই কদর এ বিষয়ে অনেক হাদিসে পাক বর্ণিত আছে। বেজোড় রাতের হাদিসের আমরা অনুসন্ধান করলে অধিকাংশ সাহাবীদের, আল্লাহর রাসূলের এবং মুজতাহিদদের অভিমত আমরা ২৭ তারিখের পক্ষেই পাই।

মাহে রমদ্বানের শেষ দশ দিনের যেকোন বেজোড় রজনীতে লাইলাতুল কদর নি থাকে ইহা ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বটে, তবে তা কয়েকজন সাহাবীর বর্ণনা। ২৭ তারিখকে নির্দিষ্ট করে পালনের পিছনে মুতাওয়াতির পর্যায়ের অনেক ছহীহ্ হ রয়েছে। শেষ দশ দিনের যেকোন বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর থাকে এই হ বর্ণনা করেছেন ৩ জন সাহাবী, যেমনঃ হজরত উবাদা ইবনে সামিত (رضي الله عنه), হজরত সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) ও হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها)। অন্যদিকে ২৭ তারিখ লাইলাতুল কদর এই সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন সর্বমোট ১০ জন সাহ স্বভাবত'ই তিনজন সাহাবীর বর্ণিত হাদিসের উপর ১০ জন সাহাবীর বর্ণিত হাদি প্রাধান্য পাবে। কিন্তু জাহেল আবদুল মালেক সাহেবকে এগুলো কে বুঝাবে আয়েশা ও উবাই ইবনে কাব থেকে দুই ধরনের বর্ণনা আমরা পাই। ২৭তম শবে কদর তাদের থেকেও এ বিষয়টি প্রমাণিত বলে ইমাম কুরতবী (رحمه الله) করেন এভাবে-

---

৪১১. ইমাম ইবনে খালদুন, তারীখে খালদুন, ১/৪০৫প ... কোরআন।

وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

-"কদর রজনী ২৭ তারিখ রাত্রে এই বক্তব্য হল হজরত আলী (رضي الله عنه), হজরত আয়েশা (رضي الله عنها), হজরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (رضي الله عنه) এর।"[৪১২] তাহলে মালেক সাহেবের পক্ষের বর্ণনা গরীব বলে প্রমাণিত হল।

২৭তম রাতে শবে কদরের মারফু হাদিস সমূহ

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

-"হজরত উবাই ইবনে কাব (رضي الله عنه) নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেনঃ নিশ্চয় লাইলাতুল কদর ২৭তম রাতে।"[৪১৩]

ইহা ছহীহ্ ও মারফূ হাদিস এবং স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল লাইলাতুল কদর রমদ্বানের ২৭তম রাতেই নিহিত থাকে। তাই ২৭তম রাত্রকে এনকার করার কোন রাস্তা নেই, যেহেতু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজেই এ রাতের কথা বয়ান করেছেন।

এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে-

عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

-"হজরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه), ইবনে উমর (رضي الله عنه), ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় ইহা (লাইলাতুল কদর) ২৭তম রাতে।"[৪১৪]

হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাছির (رحمه الله) বিশুদ্ধভাবে এই তিনজন সাহাবী থেকে এই হাদিস মরফূ রুপে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাই লাইলাতুল কদর ২৭শে রমদ্বান এই কথা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজেই সমর্থন ও বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে,

---

৪১২. ইমাম কুরতবী, আহকামুল কোরআন, ২০/১০৫ পৃঃ।

৪১৩. ইমাম তাহাভী, শরহে মাআনিল আছার, হাদিস/৪৬৪৩; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৬৫৫ পৃঃ; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস/৭৬২; ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদিস/২১১৯০, ২১১৯৫; তিরমিজি শরীফ, হাদিস/৩৩৫১; সুনানে আবি দাউদ, হাদিস/১৩৭৮; ইমাম পানিপথি, তাফছিরে মাজহারী, ১০ম খন্ড, ২৯১ পৃঃ; ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, হাদিস/৪৬৪৫, ৪৬৪৭; ইমাম তাবারানী, মু'জামুল আওছাত, হাদিস/৪৩৫৩, ৭৭৯৪; ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস/৯৫৮৭; ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৮৬পৃ.; বায়হাকী, শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস/৩৪১০, হা/৩৪১১; বায়হাকী, মা'রিফাতু সুনানি ওয়াল আছার, হাদিস/৯০৭৯; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কোবরা, হা/৮৫৫১; ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, হাদিস/৮৬৬৭, হা/৯৫১৪

৪১৪. তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৬৫৬ পৃঃ; ইমাম খাযেন, তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ৪৫২ পৃ.

ثنا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: ثنا أُبَيٌّ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
... مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
... فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

-"হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) নবী করিম (ﷺ) থেকে 'লাইলাতুল কদর' সম্পর্কে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: লাইলাতুল কদর ২৭ রমজান।"[৪১৫]

এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে,

ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
... لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَقَالَ:
... رَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ

-"হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন রমদ্বানের ২৭তম রাতে ইহা অনুসন্ধান করেন।"[৪১৬] ইহা ছহীহ্ হাদিস এবং ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহর হাবীব (ﷺ) ২৭ রমদ্বানে লাইলাতুল কদরের কথা বলেছেন। আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রহঃ) বলেছেন, وحديث جابر بن سمرة نحوه أخرجه الطبراني -"হজরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাঃ) থেকেও এরূপ হাদিস বর্ণিত আছে, যা ইমাম তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।"[৪১৭] হাদিসটি নিম্নরূপঃ-

ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْخَلِيلِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي
... أَبِي بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
... صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

-"হজরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন: তোমরা লাইলাতুল কদর তালাশ কর রামাদ্বানের ২৭তম রাতে।"[৪১৮]

---

৪১৫ . তাহাবী: শরহে মাআনিল আছার, হাদিস/৪৬৪৮; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস/১০৫৪; সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ১৩৮৬; তাবারানী, মু'জামুল কাবীরে, হাদিস/৮১৪; বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস/৮৫৫৫, তাফছিরে মাজহারী, ১০ম খন্ড, ৩১৩ পৃ:;

৪১৬ . ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২০৭; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৪৮০৮ ছহীহ্ সনদে; ইবনে মুনজির: জামে কুরতুবী, ২০তম জি: ১০৫ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ১০ম খন্ড, ২৯১ পৃ:; মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, পৃ:; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস/২০০০; বায়হাক্বী শরীফ, হাদিস নং ৫৮৪৮, ছহীহ্ হাদিস।

৪১৭ . কাযি সানাউল্লাহ পানীপথি, তাফছিরে মাজহারী, ১০ম খন্ড, ২৯১ পৃ.

৪১৮ . তাবারানী, মুজামুছ ছগীর, হাদিস/২৮৫; তাবারানী, মু'জামুল আওসাত; মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃ: হাদিস নং ৫০৫৭)।

এই হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম হায়ছামী (রহঃ) বলছেন: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ এই হাদিসের সকল রাবী বিশ্বস্ত। (ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃ: হাদিস/৫০৫৭) তাই বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: লাইলাতুল কদর রমদ্বানের ২৭ তম রাতে।

এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে,

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليلة سبع وعشرين

-"হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: নিশ্চয় ইহা (কদর রজনী) রমদ্বানের ২৭তম রাতে।"[৪১৯]

ইহাও ছহীহ্ হাদিস যা ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আবারও প্রমাণ হল, আল্লাহর হাবীব (ﷺ) লাইলাতুল কদর ২৭ রমদ্বানের কথাই বলেছেন।

এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُعْلِمْتُهَا ثُمَّ انْفَلَتَتْ مِنِّي، فَاطْلُبُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ

-"হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম, তবে আমাকে ইহা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা ইহা রমদ্বানের ৭ দিন বাকী থাকতে অথবা ৩ দিন বাকী থাকতে তালাশ কর।"[৪২০]

ইমাম হায়ছামী (রহঃ) হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেন: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ -"এর সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।"[৪২১]

তাই ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হাদিস। এই হাদিসে ২৩ তম রজনী ও ২৭ তম রজনীর কথা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে উল্লেখ রয়েছে।

২৭তম রাতে শবে কদরের মাওকুফ হাদিস সমূহ

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ قَنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَحُذَيْفَةُ، وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُّونَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ تَبْقَى ثَلَاثٌ

---

৪১৯ . তাফছিরে মাজহারী, ১০ম খন্ড, ৩১৪ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ৩৫/১২৮ পৃ. সনদ ছহীহ্।

৪২০ . মুসনাদে বায্যার, হাদিস নং ১৭৩৯; সুনানে কোবরা লিন নাসাঈ, হাদিস নং ৩৩৯২; মাজমাউয যাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৪১১ পৃ: হাদিস নং ৫০৫০; তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ৪৫২ পৃ:; মুসনাদে শাশী, হাদিস নং ১৪৭৭; তাবারানী তাঁর কবীরে, ৯৫৮২; ফাদ্বাইলে আওকাত লিল বায়হাক্বী, হাদিস নং ১০১।

৪২১ . ইমাম হাইছামী, মাজমাউয জাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৪১১ পৃ:

-"কানান ইবনে আব্দুল্লাহ নাহমী বলেন, হজরত জীর্‌রান (রাঃ) কে লাইলাতুল কদর স[illegible] জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বলেন: নিশ্চয় তাঁকে লাইলাতুল কদর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছি[illegible] তিনি বললেন: হজরত উমর (রাঃ) ও হুজায়ফা (রাঃ) সহ নবী পাক (দঃ) এর সাহা[illegible] দাবীদার ছিলেন নিশ্চয় লাইলাতুল কদর রমদ্বানের ২৭ তম রাতে।"[৪২২]

এ বিষয়ে অপর রেওয়াতে আছে,

...نْ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: هِيَ لَيْلَةُ

...ع وَعِشْرِينَ

-"হজরত যির্‌রীন ([illegible]) বলেন, আমি উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা কর[illegible] লাইলাতুল কদর সম্পর্কে। তিনি বললেন: ইহা রমজানের ২৭তম রাতে।"[৪২৩]

এ বিষয়ে অপর রেওয়াতে আছে,

...ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا

...بَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

-"হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন, লাইলাতুল কদর হল রমজানের ২৭তম রাত।"[৪২৪]

উল্লেখিত হাদিস গুলো দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, মাহে রামাদ্বানের ২৭ তম রাতে লাইলা[illegible] কদর নিহিত আছে এই কথা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামের।[illegible] ব্যাপারে মোট ১০ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদিস পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ ২৭ রমদ্বানের ব্যাপারে যেহেতু বেশীরভাগ সাহাবীর মারফূ বর্ণনা পাওয়া যা[illegible] সেহেতু ২৭ রমদ্বানে কদর রজনী হওয়ার সম্ভবনা বেশী। এ কারণেই এ রা[illegible] আনুষ্ঠানিক ভাবে ইহা পালন করা হয়। অপরদিকে শেষ দশকের যেকোন বেজোড় রা[illegible] কদর রজনী হওয়ার ছহীহ্ বর্ণনা আছে বিধায় ঐ রাত গুলোতেও লাইলাতুল ক[illegible] থাকতে পারে। তাই ২৭ রমদ্বান সহ অন্যান্য বেজোড় রাত গুলোতেও রাতভর বি[illegible] নফল বন্দেগী করা আমাদের উচিৎ।

জরুরী নোট ঃ 'লাইলাতুল কদর ২৭ রামাদ্বানে' এই কথা স্বয়ং আল্লাহর নবী (ﷺ) [illegible] সাহাবায়ে ক্বোরামের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাই ২৭ রমদ্বানে কদর রজনী পা[illegible] করাকে তিরস্কার করলে অথবা বাধা দিলে রাসূলে পাক (ﷺ) এর হাদিসের বিপরী[illegible] কাজ করাতে কুফুরী হবে, যেমনটি আবদুল মালেক সাহেবসহ আরও কিছু পণ্ডিত[illegible] করে থাকেন।

৪. আজানের পূর্বে দরুদ ও সালাম পড়া নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার **'প্রচলিত ভুল'** গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে[illegible] "আজান শুরু করার আগে আজানের শব্দাবলীর মত 'আসসালাতু আসস[illegible]

৪২২. ইমাম সুয়ূতি, তাফছিরে দুররুল মানসূর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৭৯ পৃঃ; ইমাম ইবনে ইবনে আবী, হাদিস ন[illegible] ৮৬৬৭; তাবারানী, মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৪৩৫৩

৪২৩. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ১১২৩; মুসনাদে আহমদ, ৩৫/১২৮ পৃ. হাদিস নং ২১২১১

৪২৪. সুনানে কুবরা লিল বায়হাক্বী, হাদিস নং ৮৫৫৫; মুসনাদে আবী দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ১০৫৪

আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ', 'আসসালাতু আসসলামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ', 'আসসালাতু আসসলামু আলাইকা ইয়া শাফিয়াল মুজনেবীন', 'আসসালাতু আসসলামু আলাইকা ইয়া রাহ্‌মাতুল্লিল আলামিন' ইত্যাদি পড়া, মূলত প্রথমোক্ত সুন্নতটি ছেড়ে দেওয়ার কারণেই বিদআতটি প্রবেশ করেছে। তাই বিদআত ছেড়ে সুন্নাত ধরতে হবে।"

উক্ত উক্তির পর্যালোচনা ঃ

সম্মানিত পাঠকবর্গ! মালেক সাহেব এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটিতে চারটি মিথ্যাচার করেছেন।

ক. তিনি দাবী করেছেন যে, যারা আজানের পূর্বে সালাতু সালাম পড়ে তারা নাকি আজানের শব্দাবলীর মত বলেন। এবার আমি তাকে প্রশ্ন করি যে, আপনি এর দ্বারা কী বুঝাতে চাচ্ছেন? আজানের জন্য নির্দিষ্ট শব্দবলী রয়েছে। তাই কোন শব্দকে আজানের মত বলা যাবে না।

খ. তিনি লিখিছেন, যারা আজানের আগে দরূদ ও সালাম পড়ে তারা নাকি আজানের পরে দরূদ ও সালাম পড়ে না। অথচ এটি হচ্ছে জঘন্য মিথ্যাচার, তিনি কোন জায়গায় দেখেছেন তা আমি জানিনা, আমি অধম এই বিষয়ে **'ফতোয়ায়ে আহলে সুন্নাহ'** গ্রন্থে ৪৬-৫২ পৃষ্ঠায় আজানের পূর্বে দরূদ ও সালামের বৈধতা শিরোনামে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। আমাদের আকাবীরদের অনেকে এই নামে গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। যেমন-অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ জলিল ([illegible]) এর লিখিত 'ফতোয়ায়ে ছালাছা', মাওলানা মুফতি আলী আকবর লিখিত 'আজানের আগে দরুদ ও সালামের বৈধতা' এবং আমার স্নেহের বড় ভাইয়ের লিখা 'ছহীহ হাদিসের আলোকে হানাফীদের নামায পদ্ধতী' দেখুন।

গ. মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দাবী করেছেন যে, আজানের পূর্বে সালাতু সালাম পড়া বিদ'আত; আমি বলবো আপনার ভিত্তি কী? নিশ্চই চাপাবাজি ছাড়া আর কিছুই না,নইলে এই বিষয়ে একটি দলীল হলে থাকত। রাসূল (ﷺ) এর উপর সালাতু সালাম পড়ার কোন সময় নির্ধারণ নেই; বরং সর্ববিস্থায় পড়া জায়েজ। তবে ফোকাহায়ে কেরাম সাত স্থান ছাড়া সকল স্থানে দরূদ ও সালামকে মুস্তাহাব বলেছেন। নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যে আজানের পূর্বে সালাতু সালাম নেই। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ বিষয়ে আমি এই গ্রন্থে আলোকপাত করতে চাই না, এই বিষয়ে আমার ছোট রিসালা (প্রকাশের পথে) "আজানের আগে ও পরে সালাতু সালাম" এবং "ফতোয়ায়ে আহলে সুন্নাহ গ্রন্থের ৪৬-৫২ পৃষ্ঠায় দেখুন, আশা করি সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

ঘ. মালেক সাহেব আরো লিখেছেন, আজানের পূর্বে ও পরে সালাতু সালাম পড়া নাকি সমাজে বিদ'আত হিসেবে অনুপ্রবেশ করেছে। আমি বলবো এটি যুগ যুগ ধরে ছিল ,আপনারাই রাসূলের (ﷺ) প্রতি সালাতু সালাম পড়া থেকে মানুষকে বিদ'আত বিদ'আত বলে দূরে সরিয়ে রাখছেন। এখন আমরা যখন সেই মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করতে চেষ্টা করছি আবার আপনারা বিদ'আত ফতোয়া দেয়ার জন্য কোমড় বেঁধে নেমেছেন। আল্লাহ এই ফিতনা বাজদের থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

৫. আযানের পরে উচুঁ স্বরে দরূদ পড়া প্রসঙ্গ ঃ

মাওলানা আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় আজানের পরে উঁচু স্ব দরূদ পড়াকে ইনকার করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, নিম্নস্বরে দরূদ পাঠ করা সুন্ন এর ভিত্তি হিসেবে তিনি সহীহ মুসলিমের ৩৮৪ নং হাদিসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপ করেছেন। আমি তাকে বলবো যে, এই হাদিসের কোথায় নিম্নস্বরে সালাতু সালাম পড় কথা বলা হয়েছে? ইমাম নববী (رحمة الله عليه) রচিত 'কিতাবুল আযকার' গ্রন্থে رَفْعِ الصَّوْتِ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

يستحب لقارئ الحديث وغيره ممّن في معناهُ، إذا ذُكر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أن يرفَعَ صوتهُ بالصلاة عليه والتسليم......وقد نصَّ العلماء من أصحابنا وغيرهم أنه يستحبّ أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية

-"হাদীছ শরীফ ইত্যাদি অধ্যয়নকারীদের উচিত যে যখন হুযুর আলাইহিস সালামে আলোচনা হয়, তখন যেন উচ্চস্বরে সালাত ও সালাম পাঠ করে। আমাদের উলামায়ে কিরাম তলবিয়া অর্থাৎ লাববাইকা বলার সময় উচ্চেস্বরে দরুদ শরীফ পড়ার ক বলেছেন।" (ইমাম নববী, কিতাবুল আযকার, ২২৫ পৃ.)

এই বিষয়ে আমার ছোট রিসালা (প্রকাশের পথে) "আজানের আগে ও পরে সালাত **সালামের বৈধতা"** গ্রন্থে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৬. আযান ও ইকামতে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর জবাব প্রসঙ্গ:

মাওলানা আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"মুয়াযযি **যে শব্দগুলো বলবে, জবাবে সে শব্দগুলোই বলতে হয়।"** অথচ বিশুদ্ধ বর্ণনা হল আশহাদু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে দরুদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বৃদ্ধাঙ্গলী চুমু খেয়ে চোখ মাছেহ করবে এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে এবং এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৮০-৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

৭. মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাজের পূর্বে লোকটি ভাল ছিলেন বলা প্রসঙ্গে ঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় জানাজার পূ মৃত ব্যক্তির ভাল প্রসংশা করাকে ভুল প্রচলন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার কথা ভিত্তি কি তিনিই ভাল জানেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই বিষয়ে আমি বিস্তারিত আমা লিখিত **'হাদিসের আলোকে জানার নামাযের পর দোয়ার বিধান'** গ্রন্থের ১৪-১৭ পৃ পর্যন্ত এবং এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৬৩-২৬৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। সর্বশেষ এই বিষয়ে আমি বলবো পৃথিবীতে নবী রাসূল ছাড়া কেহই নিষ্পাপ নয়; তাই ভুল বা গুনাহ থাকবেই, কারো তুলনায় কারও বেশী। কারও গুনাহ আছে বলে প্রসংশা না করা গেলে আমি বলবো

অনুপাতে পৃথিবীর কারও প্রসংশা করা যাবে না। বিখ্যাত হানাফী ফাতওয়ার কিতাব **'ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে'** রয়েছে-

وَأَصْلُ الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ لَيْسَ بِمَكْرُوه

-"মৃত ব্যক্তির ভাল প্রসংশা করা অপছন্দনীয় নয়।"[৪২৫]

কেউ জীবত অবস্থায় মন্দ কাজ করলেও আমার নবীর আদর্শ হল তার ভালটা বলবে মন্দটা এড়িয়ে যাবে। যাই হোক এ বিষয়ের আলোচনা উপরের উল্লেখিত আমার লিখিত গ্রন্থে পাবেন। ইনশাআল্লাহ

৮. হযরত জাবের (رضي الله عنه) এর দুই সন্তানের শাহাদত এবং পূর্ণজীবিত করার ঘটনা:

হযরত জাবের (رضي الله عنه) এর দুই সন্তান শাহাদাত বরণ করেছিলেন সর্বশেষ রাসূল (ﷺ) তাদের জীবিত করে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন এবং মহান রব তাদেরকে জীবিত করে দেন। এই মূল ঘটনাটি আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি, পাঠকবর্গের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। জনাব মাওলানা আবদুল মালেক তার **'প্রচলিত ভুল'** গ্রন্থের ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি বিকৃত করে উপস্থাপন করেন, জানি না তিনি এই বিকৃত ঘটনা কোন পুস্তক হতে সংগ্রহ করেছেন। তিনি ৩৪ পৃষ্ঠায় দাবী করেছেন যে, এটির কোন ভিত্তি নেই। আমি বলবো ভিত্তি নেই বলতে আপনার এই কথারই উসূলে হাদিসে কোন ভিত্তি নেই। আমি মালেক সাহেবকে বলবো সব সময় দলিলের দাবী করে কেন দলিল ছাড়া ভিত্তি নেই শ্লোগান দিচ্ছেন? আপনাদের তো বিদ'আত আর ভিত্তি নেই বলতে বলতে গলা শুকিয়ে ফিলেন। কারণ এই শ্লোগানের জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন হয় না। এজন্য আমি জনাব আবদুল মালেক সাহেবকে বলবো আপনাদের দেওবন্দী গুরু মাসিক মদিনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান অনুবাদিত আল্লামা মোল্লা আব্দুর রহমান জামী (رحمة الله عليه) এর শাওয়াহেদুন নবুয়ত গ্রন্থের ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৯. মি'রাজে ৯০ হাজার কালাম লাভ প্রসঙ্গ ঃ

মি'রাজের রজনীতে মহান আল্লাহ তার রাসূলের সাথে ৯০ হাজার কালাম করেছেন। এই বিষয়টি প্রমাণিত, যা আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৭৪-৭৬ পৃষ্ঠায় আমি আল্লামা মোল্লা জিওন (رحمة الله عليه) এর অন্যান্যের বরাতে উল্লেখ করেছি। কিন্তু মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব তার প্রচলিত ভুল গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় ৯০ হাজারের বন্টন করেছেন যে ৩০ হাজার আলেমদের কাছে, বাকি ৬০ হাজার কালাম নবীজী (ﷺ) হযরত আলী (رضي الله عنه) কে বলে গেছেন। এই শেষের অংশটুকু তার বানানো। আমি কোন কোন বাউলকে ৯০ হাজার কালামের বর্ণনা ভিন্নভাবে করতে শুনেছি তাও ভিত্তিহীন। শুধু ৯০ হাজার কালাম হয়েছে এতটুকই প্রমাণিত। তবে রাসূল (ﷺ) হতে খাছ ইলম মাওলা আলী (رضي الله عنه) পেয়েছেন তাও প্রমাণিত যা আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করেছি। তবে

৪২৫. নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে হিন্দীয়া ৫/৩১৯পৃ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

মাওলানা আবদুল মালেক ৯০ হাজার কালামের বিশ্বাস সম্পর্কে বলেছেন যে এটি ঈমাণ বিধ্বংসী বাতিল আক্বিদা। অথচ এ বিষয়ে মাওলানা সাহেবের সত্য গোপন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। এ বিষয়ে মাওলানা আবদুল মালেকের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'এসব হাদীস নয়' গ্রন্থেও এমন মিথ্যাচারিত করেছেন।

১০. রাসূল (ﷺ)-এর নাম শুনে আঙ্গুলি চুমু খেয়ে চোখ মাসেহ করা প্রসঙ্গ:

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় এই আমল বিদআত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার ভিত্তি কী তিনিই ভাল জানেন। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে এবং এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে আলোকপাত করা হয়েছে পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

১১.সাক্ষাতে কদম বুছি করা প্রসঙ্গ ঃ

নিয়ম হল কোন বয়স্ক, উস্তাদ, শায়খ বা পীরের সাথে সাক্ষাত হলে প্রথমে সালাম দি তারপর কদমবুছি করবে। কিন্তু অনেকে সালাম না দিয়ে কদমবুসি করে থাকেন আদবের বরখেলাপ; তাই বলে মূলত না জায়েয নয়, যেমনটি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় বলেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কদমবুছি নিয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৫৩-৪৫৮ পৃ আলোচনা করেছি এবং আমার স্নেহের বড় ভাই আল্লামা মুফতি আলাউদ্দিন জি সাহেবের **'কদমবুছি ও মাযার যিয়ারতের বিধান'** গ্রন্থ দেখুন আশা করি আপনাদে সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

১২.কবর যিয়ারতের সময় হাত দ্বারা চুমু খাওয়া ঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় কোন কবরকে বা হাত দ্বারা চুমু খাওয়াকে বিদআত ও সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ উল্লেখ করেছেন। মাযার চুমু দেওয়া নিয়ে মতভেদ আছে, তবে পিতা-মাতার কবর খাওয়া নিয়ে নয়। ১. যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ قَبْرِ الْوَالِدَيْنِ.

-"অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন, পিতা-মাতার কবর চুমু দিতে কোন সমস্যা নেই।"[৪২৬]

২. বিখ্যাত হানাফী ফাতওয়ার কিতাব 'ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে' রয়েছে-

لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ قَبْرِ وَالِدَيْهِ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

-"পিতা-মাতার কবরে হাত দ্বারা চুমু খেলে এতে কোন অসুবিধা কিছু নেই যেমন গারায়েব কিতাবে বর্ণিত আছে।"[৪২৭]

৩. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ বিষয়ে উল্লেখ করেন-

৪২৬ . আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৪/১২৫৭পৃ. হা/১৭৬৫
৪২৭ . নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, ৫/৩৫১পৃ

أن الإِمَام أَحْمد سُئِلَ عَن تَقْبِيل قبر النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وتقبيل منبره، فَقَالَ: لَا بَأْس بذلك

-"নিশ্চয় ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রাসূল (ﷺ)-এর রওজা শরীফ কে এবং মিম্বার শরীফ কে চুমু দেয়াতে কোন অসুবিধা আছে? তিনি বলেন এতে কোন অসুবিধা নেই।"[৪২৮]

৪. আহলে হাদিসদের প্রসিদ্ধ ইমাম শাওকানী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেন-

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَقْبِيلِ قَبْرِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ..... وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّيْفِ الْيَمَانِيِّ أَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ تَقْبِيلِ الْمُصْحَفِ وَأَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَقُبُورِ الصَّالِحِينَ

-"ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাকে রাসূল (ﷺ) এর মিম্বার ও তাঁর রওজার শরীফ চুমু দেয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে এতে তিনি অসুবিধার কিছু দেখেননি। ....আল্লামা ইবনে আবি সাইফ ইয়ামানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) যিনি শাফেয়ী মাযহাবের মক্কা শরীফের বিখ্যাত ফকিহ এর একজন ছিলেন, তিনি কোরআন ও হাদিস শরীফের কিতাব এবং বুযুর্গানে দ্বীনের কবরসমূহ চুমু দেয়া জায়েয বলেছেন।"[৪২৯]

৫. বিশ্ব বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস হাফেজ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ বিষয়ে লিখেন-

اسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ تَقْبِيلِ الْأَرْكَانِ جَوَازَ تَقْبِيلِ كُلِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ فَأَمَّا تَقْبِيلُ يَدِ الْآدَمِيِّ فَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْبِيلِ قَبْرِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ..... وَنقل عَن بن أَبِي الصَّيْفِ الْيَمَانِيِّ أَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازَ تَقْبِيلِ الْمُصْحَفِ وَأَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَقُبُورِ الصَّالِحِين

-"কাবা শরীফের স্তম্ভগুলোর চুম্বন থেকে কতেক উলামায়ে কিরাম বুযুর্গানে দ্বীন ও অন্যান্য পবিত্র বস্তুসমূহ চুম্বনের বৈধতা প্রমাণ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত আছে যে তার কাছে জানতে চাওয়া হল যে রাসূল (ﷺ) এর রওজা ও মিম্বার শরীফকে চুমু দেওয়া জায়েয কিনা? এতে তিনি অসুবিধার কিছু দেখেননি। আল্লামা ইবনে আবি সাইফ ইয়ামানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) যিনি শাফেয়ী মাযহাবের মক্কা শরীফের বিখ্যাত ফকিহ এর একজন ছিলেন, তিনি কোরআন ও হাদিস শরীফের কিতাব এবং বুযুর্গানে দ্বীনের কবরসমূহ চুমু দেয়া জায়েয বলেছেন"[৪৩০]

৪২৮ . আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৯/২৪১পৃ.
৪২৯ . শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৫/৫১পৃ.
৪৩০ . ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ৩/৪৭৫পৃ. হা/১৬১১ এর আলোচনা।

৬. আল্লামা ইমাম জুরকানী (রহ.) এমনটি ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে ... করেছেন ।[৪৩১]

৭. ইমাম ইবনে সালেহ শামী (রহ.) শাওকানীর ন্যায় উল্লেখ করেছন ।[৪৩২]

৮. আহলে হাদিসদের মোবারকপুরী লিখেন-

بعض العلماء جواز تقبيل قبره - صلى الله عليه وسلم - ومنبره وقبور الصالحين

-"উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) এর রওজা, মিম্বার শরীফ ... সালেহীন (নেককারদের) কবরে চুমু দেওয়া জায়েয ।"[৪৩৩]

প্রখ্যাত 'তুশেখ' গ্রন্থে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) বলেছেন-

...ط بعض العارفين من تقبيل الحجر الاسواد تقبيل قبور الصالحين

-"হাজারে আসওয়াদ চুম্বন থেকে কতেক আরেফীন বুযুর্গানে কিরামের মাযারে ... দেয়ার বৈধতা প্রমাণ করেছেন ।"

এ বিষয়ে 'সহীহ' সনদে একটি হাদিসে ইশারা পাওয়া যায় । ইমাম হাকেম নিশা... (রহ.), ইমাম ইবনে মাযাহ (রহ.)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

...يَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
...رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَمَا مَاتَ

-"যথাক্রমে...সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) তিনি আসেম ইবনে উবায়দুল্লাহ হতে তি... কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) হতে তিনি মা আয়েশা (রা.) হতে তিনি বলেন, ... (ﷺ) হযরত উসমান ইবনে মযউন (রা.) কে মৃতবস্থায় চুমু দিয়েছেন ।"[৪৩৪]

হাদিস পর্যালোচনা ঃ

আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন-

...دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

-"এই হাদিসই প্রমাণ করে যে ওফাতের পরেও মৃত চুমু দেয়া জায়েয ।"[৪৩৫]

বুঝা গেল ওফাতের পরেও মৃতকে চুমু দেয়া জায়েয হলে তার কবরে চুমু দেয়াতে কো... অসুবিধা নেই তাই এই থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে বুজুর্গানে দ্বীনের কবরে হাত... চুমু খেতে কোন অসুবিধা নেই ।

৪৩১ . ইমাম জুরকানী, শরহে মুয়াত্তা, ২/৪৫৮পৃ.

৪৩২ . ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১২/৩৯৯পৃ.

৪৩৩ . মোবারকপুরী, মের'আত, ৯/১২৯পৃ.

৪৩৪ . ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৩/২০৯পৃ. হা/৪৮৬৮, ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ২/৪৪৪পৃ. হা/১৪৫৬, ইমাম ইবনে যা'দ, মুসনাদে ইবনে যা'দ, ১/৩০৯পৃ. হা/২০৮৬, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৪০/১৯৪পৃ. হা/২৪১৬৫, হা/২৪২৮৬ এবং হা/২৫৭১২, মুয়াসসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহবিয়্যাহ, আল-মুসনাদ, ২/৩৭৬পৃ. হা/৯২১-৯২২, ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৪/৩২পৃ.

৪৩৫ .শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৪/৩২পৃ.

সনদ পর্যালোচনা ঃ

ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) এই হাদিসটি সংকলন করে লিখেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"এই হাদিসটির সনদ সহীহ, যদিও ইমাম বুখারী, মুসলিম সংকলন করেননি ।"

ইমাম যাহাবী (রহ.) তার সাথে একমত পোষণ করে লিখেছেন- سنده صالح -"সনদটি উত্তম ।"(তালখীছ, হা/৪৮৬৮)

এমনকি আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী, অপরদিকে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ইমাম হাকেমের সমাধানকে মেনে নিয়েছেন ।[৪৩৬]

এ বিষয়ের দ্বিতীয় হাদিস ঃ

ইমাম ইবনে মাযাহ (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مَيِّتٌ

-"যথাক্রমে...সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) তিনি মূসা ইবনে আবি আয়েশা (রহ.) থেকে তিনি উবায়দুল্লাহ থেকে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ই বলেন, ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ওফাতের পরে রাসূল (ﷺ) কে তিনি চুমু দিয়েছেন ।"[৪৩৭]

এই হাদিসেও প্রমাণ হয়ে গেল বুজুর্গানে দ্বীন জীবিত অবস্থায় যেমন চুমু দেয়া বৈধ তেমন ওফাতের পরেও চুমু দেয়া বৈধ এবং ওফাতের পরেও মুহাব্বাতে বরকত হাসিলের জন্য চুমু দেয়া বৈধ । তাই আবদুল মালিক সাহেবের চাপাবাজি ইসলামী শরীয়তে কোন চার আনা পয়সার মূল্য নেই ।

১৩.কবরের পাশে কোরআন তেলাওয়াত করানো :

কবরের পাশে কোরআন তেলাওয়াত করাকে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় বিদআত বলে আখ্যা দিয়েছেন । অথচ তার এ কথার ভিত্তি কি তিনিই ভাল জানেন । তার এ কথার ভিত্তি স্বরূপ যদি তিনি একটি দলিলও উপস্থাপন করতেন তাহলেও আমি বুঝতাম যে এই কথা নিয়ে আলেমদের দ্বিমত আছে বা অন্য কিছু । এই বিষয়ে কিতাবের সামনে জানাযা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল ।

১৪.মক্কা হতে মদিনা উত্তমঃ

মাওলানা আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেন-"কতক লোককে বলতে শোনা যায় এবং কেউ কেউ একে হাদীসও মনে করে থাকে যে,

৪৩৬ . ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তিহাফুল মাহারাহ, ১৭/৪৭৪পৃ. হা/২২৬৪২

৪৩৭ . ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ১/৪৬৮পৃ. হা/১৪৫৭, আলবানীও এই হাদিসটিকে সহীহ বলে তাহকীক করেছেন ।

মদীনা মক্কা থেকে উত্তম। অথচ এটা কোন হাদীস নয় এবং কোন দলিল দ্বা
এটা প্রমাণিত নয়।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তার এ কথার পিছনে কী ভিত্তি তিনিই ভাল জানেন। তার উক্ত কথা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনি ইলমে হাদিসে জাহেল। এবার আ দেখবে মক্কা হতে মদিনা উত্তম এটা হাদিস কিনা।

আহলে হাদিসদের অভিমত ঃ আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানীর দাবী হল বিষয়ে হাদিস রয়েছে ঠিক তবে সনদটি এটি যঈফ।[৪৩৮]

অথচ এই হাদিসটি 'হাসান' এবং এ বিষয়ের সমর্থনে আরও একাধিক সূত্রে হাদিস আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম তাবরানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ অসংখ্য মুহাদ্দিস করেন-

ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَدَّادٍ الْعَامِرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ ... سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ مِنْ مَكَّةَ

-"সাহাবী হযরত রা'ফে বিন খাদীজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ..আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ব শুনেছি, মদিনা মক্কা হতে উত্তম।"[৪৩৯]

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি:

আহলে হাদিসদের আপত্তি হল তাবরানীর সনদের এক রাবী 'মুহাম্মদ বিন আ রাহমান রাদ্দাদ' রয়েছেন যাকে ইমাম হাইছামী দুর্বল বলেছেন। আমার দাবি বর্ণিত হাদিস সামান্য দুর্বল। কেননা ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

...و حاتم: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: رواياته ليست محفوظة.

-"ইমাম আবু হাতেম বলেন, তিনি অতিশক্তিশালী বর্ণনাকারী নয়, হাফেজুদ্দনীয়া ই আবু যারওয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি কিছুটা নরম প্রকৃতির রাবী, ইমাম ইবনে আ বলেন, তার হাদিস মাহফুজ নয়।"[৪৪০] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখে

وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات

৪৩৮. আলবানী, যঈফুল জামেউস সগীর, হা/৫৯২০

৪৩৯. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৪/২৮৮পৃ. হা/৪৪৫০, ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ১/১৬০পৃ. হা/... তাখরিজুল আহাদিসুল মারফূআত, ১/৪৬২পৃ. হা/১৩৮, ইমাম আবুল কাসেম জাওয়াহেরী মালেকী, মুসনা... মুয়াত্তা, ১/৯৬পৃ. হা/৩০, ইমাম দারেকুতনী, আল-ইফরাদ, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,৩/২... হা/১২৫৪৭, সুলাইমান ফাসী, জামিউল ফাওয়াইদ, ২/৫৭পৃ. হা/৩৭৭৪, হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৩/২৯৯পৃ. হা/৫৭৭৮, ইমাম ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ২/৭১৫পৃ. হা/৩০০০, মুত্তা... হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/২৩০পৃ. হা/৩৪৮০১, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৬২৩পৃ. ক্রমিক. ৭৮৪৮, ৭/৪০৩পৃ. ক্রমিক.১৬৬৭, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, জামেউস সগীর, হা/১২৬৯০

৪৪০. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৬২৩পৃ. ক্রমিক. ৭৮৪৮, আবু হাতেম, জারহু ওয়া তা'দীল, ৭/৩১৫পৃ. ক্রমিক. ১৭০৫, ইমাম ইবনুল জাওযী, দ্বঈফা ওয়াল মাতরুকুন, ৩/৭৫পৃ. ক্রমিক. ৩০৬৫, ... হাজার, লিসানুল মিযান, ৭/২৮৫পৃ. ক্রমিক. ৭০৬২,

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন।"[৪৪১] তাই এই হাদিসটি 'হাসান' বলে প্রতিয়মান হয়। এ হাদিসের সমর্থনে আরেকটি হাদিস রয়েছে যেখানে নবীজী মদিনা শরীফের ফযিলত বর্ণনা করেছেন। যেমন-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةُ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ، وَدَارُ الْإِيمَانِ، وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ، وَمُبَوَّأُ الْحَلَالِ، وَالْحَرَامِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মদিনা হল ইসলামের গুম্বুজ, ঈমানের দরজা, হিজরতের ভূমি, হালাল-হারামের কেন্দ্র।"[৪৪২] ইমাম হাইছামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই সনদের সমর্থনে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ مِينَا قَالُونُ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

-"ইমাম তাবরানী এই হাদিসটি তার মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন, আর তার সনদে 'ঈসা বিন মীনা' রয়েছেন তাকে নিয়ে কিছুটা সমালোচনা রয়েছে। তবে সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের, আর বাকি সকল রাবী বিশ্বস্ত।"[৪৪৩] তাই মালেক সাহেবের জাহেলতী আবারও প্রমাণ হল। তিনি ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মিযানুল ই'তিদালের অভিমত পেশ করেছেন, অথচ সেখানে কিন্তু এটি হাদিস অস্বীকার করেননি; বরং বলেছেন- ليس بصحيح -"হাদিসটি সহীহ পর্যায়ভুক্ত নয়।"[৪৪৪] সহীহ নয় অস্বীকার করেছেন জাল বলেননি। আমিও বলছি হাদিসটি সহীহ নয়, বরং হাসান পর্যায়ের। আর এটি ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর নিজস্ব উক্তি মাত্র। সনদের উপর নির্ভর করবে হাদিসের সহীহ যঈফ।

১৫.নামায মু'মিনের মি'রাজ শরীফ হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে- 'এটি প্রসিদ্ধ উক্তি।' এই কথার ভিত্তি কি তিনিই ভাল জানেন। এই হাদিস নিয়ে আমি এ গ্রন্থে সামনে নামায অধ্যায়ে ২নং বিষয়ে আলোকপাত করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

১৬.মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খৃষ্টানদের অনুকরণে পালন এবং আবু কবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পালন নিয়ে বিভ্রান্তির জবাব ঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠায় হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালনকে একদম তাজা মিথ্যা আখ্যা দিয়েছেন। অপরদিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রসঙ্গে তিনি বেয়াদবিমূলক কথা লিখেছেন-"কে না

৪৪১. ইমাম ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৭/২৮৫পৃ. ক্রমিক. ৭০৬২,

৪৪২. তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৩/২৯৯পৃ. হা/৫৭৭৭,

৪৪৩. হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৩/২৯৯পৃ. হা/৫৭৭৭,

৪৪৪. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৬২৩পৃ. ক্রমিক. ৭৮৪৮

জানে যে, প্রচলিত মিলাদ নবী-যুগ ও খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-যুগের শ
বছর পরে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অনুকরণে শুরু হয়েছে।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! দেখুন তিনি কতবড় গাজাখুরি কথা বলেছেন দলিলবিহীন আর তিনি আরও দাবী করেছেন যে এটা নাকি সকলেই জানেন। কাবা ঘরের ইমাম ছিলেন আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর ভিত্তি বলেন-

يخرج له الحافظ ابن حجر أصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطي وردا على الفاكهاني في قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة كما في انسان العيون

-"মিলাদ কিয়ামের ভিত্তি সুন্নাহ থেকে বের করেছেন হাফেজুল হাদিস ইমাম হাজার আসকালানী আর এমনিভাবে বের করেছেন হাফেজুল হাদিস ইমাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। আর তিনি মালেকী মাযহাবের আলেম ফাকেহানীর অভিমত এটা মন্দ বিদ বলাকে খণ্ডন করে দিয়েছেন।"[৪৪৫]

হাফেজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

استخرج لَهُ إِمَامُ الْحُفَّاظِ أبو الفضل ابن حجر أَصْلًا مِنَ السُّنَّةِ، وَاسْتَخْرَجْتُ لَهُ أَنَا أَصْلًا

-"মিলাদুন্নবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) পালনের ভিত্তি সুন্নাহ (হাদিস থেকে) বের করেছেন হাফে হাদিসের অন্যতম আবুল ফযল ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং দ্বিতীয়ত আ (সুয়ূতি) এই বিষয়ের ভিত্তি বের করেছি।"[৪৪৬]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! দুইজন জগত বিখ্যাত হাফেজুল হাদিস (যাদের বক্ষে ১ লক্ষ বেশী হাদিস মুখস্ত ছিল) বলছেন যে মিলাদুন্নবী সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু কাট আবদুল মালেক তাদের বড় হাফেজুল হাদিস হওয়ায় তিনি বলেছেন এটি খ্রিষ্টান অনুকরণে নাকি করা হয়। আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আ রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ৬৪-৬৬ পৃষ্ঠায় মিলাদুন্নবীর বি লিখে এক পর্যায়ে ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেন-"৯ম শতাব্দীর অন্যতম আলিম আল্লামা ই হাজার আসকালানী (৮৫২হি.) রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন কর জায়েয মনে করেন।" আমি যদি বলি দাদা আপনি কি তার চেয়ে বড় কোরআন, পণ্ডিত?

যাই হোক মিলাদুন্নবী (ﷺ) পালন বিষয়ে আমি আমার লিখিত 'ফাতওয়ায়ে আ সুন্নাহ' গ্রন্থে আলোকপাত করেছি, পাঠকবৃন্দের সেখানে এবং সম্পাদকের 'কোর সুন্নাহের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ)' দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) মিলাদুন্নবী (ﷺ) পালনের উৎসাহ দিয়েছেন এ বিষয়ে আমি গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি, পাঠকবর্গের সেখানে

৪৪৫. ইসমাঈল হাক্কী, তাফসিরে রুহুল বয়ান, ৯/৫৭পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৪৪৬. ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ১/২২৫পৃ. এবং হুসনুল মাকাসিদ ফি আমালিল মওলুদ,

নেয়ার অনুরোধ রইল। এ আলোচনার সর্বশেষ এ বিষয়ে আবদুল মালেক সাহেবকে বলবো যদি হিম্মত থাকে প্রসাশনকে নিয়ে মুনাজারায় আসুন দেখবো কতটুকু পুঁজি অর্জন করেছেন।

১৭.জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশে যাও হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

এটি একটি মাশহুর পর্যায়ের হাদিস যা ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার শুয়াবুল ঈমানে বলেছেন। এই হাদিস প্রসঙ্গে আবদুল মালেক সাহেব তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"প্রকৃতপক্ষে এটি পরবর্তী কারও বাণী।" তিনি তার উল্লেখিত মতন (اطلبوا العلم ولو بالصين) সম্পর্কে তার গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন-"কিন্তু আমাদের আলোচ্য বাক্যটি হাদিস নয়।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মাওলানা সাহেব যে ইলমে হাদিসের কতবড় মহা পণ্ডিত তা আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম। পাঠকবর্গ! এ বিষয়ে মোট ৫ টি সনদ রয়েছে এর মধ্যে এক একটি সনদ এক এক একটি সনদ হতে ভিন্ন রাবী বিদ্যমান। সর্বশেষ মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব ইমাম উকাইলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সংকলিত যঈফাউল কাবীর গ্রন্থের তাবেয়ী আবু আতিকা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর যঈফ সনদটি সর্বশেষ স্বীকার করতে বাধ্য হন। আমার মনে তিনি ইচ্ছা করে সাধারণ মানুষদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য বাকী চারটি সনদ ইচ্ছা করে গোপন করেছেন। আর না হয় এ বিষয়ে আরও সনদ আছে সেগুলোর বিষয়ে তার কোন খবর নেই। আবদুল মালেক সাহেবের শ্রদ্ধাভজন ব্যক্তি জুনাইদ বাবানগরীর তত্ত্বাবধানে লিখিত 'প্রচলিত জাল হাদীস' গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেন-"হাদিসটি একাধিক সূত্র রয়েছে, যা একত্রিত করলে হাদিসটি "হাসান" এর স্তরে উপনীত হয়।" তাই আবদুল মালেক সাহেবকে বাবুনগরী সাহেব থেকে শিক্ষা নেয়ার অনুরোধ রইল। আল্লামা মানাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن

-"এই হাদিসটি যেহেতু একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তাই এটি 'হাসান' পর্যায়ের উপনীত হয়েছে।" (মানাভী, ফয়যুল ক্বাদীর, ১/৫৪২ পৃ. হা/১১১০) আল্লামা তাহের পাটনীও এ ধরনের কথা বলেছেন। (তাহের পাট্টনী, তাযকিরাতুল মাওদুআত, ১৮ পৃ.)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২২৭-২৩১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি এবং দ্বিতীয় সংস্করণে আরও আলোচনা করবো, তাই সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

১৮.নেককারদের আলোচনাকালে রহমত নাযিল হয় হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন উপরের শিরোনামে রাসূল (ﷺ) বাণী নয় বলে দাবী করেছেন। কিন্তু এ দাবীতে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু আপত্তিকর উক্তি তিনি লিখেছেন যে-"অনেককে উপরোক্ত কথাটি হাদীস হিসাবে বলতে শুনা যায়।" তাই বলবো কোন লোককে নয়, বরং কোন কোন

ইমামদের শুনা যায়। তবে ইমাম গায্যালী (রহ.)(ওফাত. ৫০৫হি.) এবং আল্লামা আব্দুর রহমান শাফুরী (রহ.) সনদবিহীন ভাবে সংকলন করেন-

قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন নেককারদের আলোচনা হয় তখন রহমত ন... হয়।"[৪৪৭] তবে তারা সনদ উল্লেখ না করায় এই হাদিসটি সম্পর্কে বাকি অবগত হ... সম্ভব হয়নি। তবে এটি তাবেয়ীদের বাণী হিসেবে পাওয়া যায়। ইমাম ইমাম আ... ইবনে হাম্বল (রহ.), আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.)সহ আরও অনেকে সন... করেন-

...ثنا أَبُو حَامِدٍ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعَيْنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
...ن قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

-"মুহাম্মাদ ইবনে হাস্সান (রহ.) বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলতে শুনেছি, যখন সালেহীনদের জিকির করা হয় তখন রহমত বর্ষন হয়।"[৪৪৮] খতিবে বাগদাদী (রহ.) এটি বিখ্যাত আবিদ, ওলী, দার্শনিক ইমাম ফুজায়েল ই... আয়্যাজ (রহ.) (ওফাত. ১৭১হি.) এর বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪৪৯] এ বি... আমি আরও বিস্তারিত এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৭০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি, পাঠক... সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৪৪৭. ইমাম গায্যালী, ইহইয়াউল উলূম, ২/২৩১পৃ. এবং মিযানুল আ'মাল, ৩১১পৃ. আল্লামা আব্দুর রহ... ছাফুরী, নুযহাতুল মাজালিস, ১/৩পৃ.

৪৪৮. ইমাম আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/২৮৫পৃ. ইমাম আহমদ, কিতাবুয-যুহদ, ২৬৪পৃ., ইবনে জাওযী, সিফাতুস সাফা, ১/১৮পৃ.

৪৪৯. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদী, ৪/৪০৬পৃ. ক্রমিক. ১৬০৫

চতুর্থ অধ্যায়

মাউযু' হাদিস বা প্রচলিত জাল হাদিস গ্রন্থের কতিপয় প্রমাণিত হাদীসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন

কিছু দিন পূর্বে আমার নিকট ***"মাউযু হাদিস বা প্রচলিত জাল হাদিস"*** নামক একটি গ্রন্থ আসে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে এর অধিকাংশের জবাব আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে দিয়ে এসেছি। তারপরও আমি মনে করলাম এই গ্রন্থটির একটি পর্যালোচনার প্রয়োজন; আসলেই কী এগুলো জাল হাদিস কীনা।

অনেকের অনুরোধে আমি গ্রন্থটি আমি খুব তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়েই আমি সম্পূর্ণটা অধ্যয়ন করি। তাতে আমি দেখি অনেক গ্রহনযোগ্য সনদের হাদিসকে তিনি জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। হাদিসটি কোন ভিত্তিতে জাল হল তা তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। পাঠকবর্গ! একটি হাদিসের একাধিক সূত্র থাকে, কোন সূত্র কোন সূত্র থেকে বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকতে পারে। তাই একজন মুহাদ্দিসদের অভিমত তুলতে হলে আগে তুলতে হলে কোন সূত্রের বিষয়ে তিনি এই উক্তিটি করেছেন। কিন্তু ড. মানজুরুর রহমান সাহেব তার গ্রন্থে এটি করা একেবারেই ভুলে গেছেন। তার দৃষ্টিতে প্রথম জাল হাদিস হিসেবে তার গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তোমরা ৩ কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাস এই হাদিসকে। অথচ এই হাদিসটির ৩টি সূত্র রয়েছে। ইবনে আব্বাসের সনদ নিয়ে সমালোচনা বেশী তবে জাল নয়। যা আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৯২-৪৯৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোকপাত করেছি। আল্লামা আজলূনী, ইমাম হাকেম, ইমাম সুয়ূতি (রহ.) হাদিসটির একটি সূত্রকে শক্তিশালী বলেছেন।[৪৫০]

কিন্তু ড. মানজুরুর রহমান এগুলো তিনি উল্লেখ করেননি। তাই একজন মুহাদ্দিসের অভিমত উল্লেখ করতে হলে প্রথমে উল্লেখ করতে হবে যে, কোন সূত্র সম্পর্কে মুহাদ্দিস এ কথা বলেছেন। তবে কোন হাদিসের সনদই যদি না থাকে তাহলেও এটা উলে-খ করতে হবে যে এটার সনদ নেই। তাই এগুলো উল্লেখ না করে কোন হাদিসকে কোন মুহাদ্দিসদের নাম দিয়ে জাল বললে এটি হবে ধোঁকাবাজি করা। আর এটি তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আলোচনা সংক্ষেপ করেছেন। আমি বলবো আপনি আলোচনা সংক্ষেপ করেননি বরং সাধারন মানুষকে পথভ্রষ্ট করার রাস্তা খুলেছেন। যাই হোক আমি এ গ্রন্থের জবাবে কিছু লিখার ইচ্ছা ছিল না, কারণ এর অধিকাংশ বিষয়ের জবাব আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে দিয়ে ফেলেছি। তারপরও অনেকের অনুরোধে কিছু লিখতে বাধ্য হলাম।

৪৫০. আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৪৮ পৃ. হা/১৩৩, ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ৪/৯৭-৯৮ পৃ. হা/৬৯৯৯, ইমাম সুয়ূতি, জামেউস-সগীর, ১/৪০ পৃ. হা/২২৫।

১. তোমরা আরবীকে ৩ কারণে ভালবাসবে হাদিস প্রসঙ্গে ঃ

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান তার বিভ্রান্তিকর গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় প্রথম জাল হা
হিসেবে এই হাদিসকে উল্লেখ করেছেন। এই হাদিসটির অনেক সনদ রয়েছে। বি
কোন সনদ প্রসঙ্গে এই হুকুম লাগিয়েছেন তা স্পষ্ট উল্লেখ করেননি; তা
ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিস প্রসঙ্গে

لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ وَالْفَارِسِيَّةُ الدَّرِيَّةُ

-"জান্নাতের ভাষা হল আরবী ও ফারসী।" এ হাদিসটি প্রসঙ্গে তিনি লিখেন-

يُعَارِضُ بِمَا فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ مَرْفُوعٍ أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ فَإِنِّي عَرَبِيٌّ وَكَلَامُ اللهِ
عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

-"এটি হচ্ছে নিম্নোক্ত <u>সহীহ মারফু</u> হাদিসের বিপরীত যেমন রাসূল (ﷺ) ইরশা
করেন, তোমরা আরবীকে তিন কারণে ভালবাস, কেননা আমি আরাবী, আল্লাহ
কালামের ভাষা আরবী, জান্নাতীদের ভাষা হল আরবী।"[৪৫১] তাই আমি তাকে বল
মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কিতাবের হাওলা আপনি অনেক স্থানে দিয়েছেন এটি
আপনি দেখেননি?

আল্লামা তাহের পাটনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

وَهُوَ مَعَ ضعفه أصح من الأول

-"এটি যঈফ হওয়া সত্ত্বেও (ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্র হতে) তবে অধিক বিশুদ্ধ।"
এরপর তিনি হাকেমের সনদ প্রসঙ্গে লিখেন- قلت صَحَّحهُ الْحَاكِم -"আমি বলি, হাকে
সহীহ সনদে সংকলন করেছেন।"[৪৫৩]

ড. মানজুরুর রহমান সাহেব সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রটি ৬০ পৃষ্ঠায় উল্লে
করেছেন। তিনি এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ইমাম উকায়লী ও আবু হাতেমে
রায়কে উল্লেখ করেছেন; অথচ তাদের এই মত যে গ্রহণযোগ্য হয়নি তিনি পর্যালোচ
করেননি।

ইমাম সুয়ূতি, আল্লামা আজলূনী এবং তাহের পাটনী তাদের এই অভিমত খণ্ডন করেছে
এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা দুজন এই সনদের রাবী আ'লা ইবনু আমর হানাফী
কারণে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আমরা তাদের অন্ধ অনুসরণ করতেই হ
এমনটি নয়। আমরা বাস্তবতায় তাদের এই অভিমত অগ্রহণযোগ্য বলে দেখতি পারি
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাদের প্রতিবাদে লিখেন-

قال الْحَافِظ ابْن حجر فِي اللِّسَان: الْعَلَاء ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وَقَالَ صَالح جزرة لَا
بَأْس بِهِ.

৪৫১. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআ, ২৭৭ পৃ. হা/৩৫৮
৪৫২. তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদ্বুআত, ১১২ পৃ.
৪৫৩. তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদ্বুআত, ১১২ পৃ.

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার লিসানুল মিযান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন এবং সালেহ জায়রাহ বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।[৪৫৪] তিনি ইমাম আবু হাতেমের বরাতে লিখেছেন এটি তার মিথ্যা হাদিস। অথচ ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেছেন-

وَقَالَ أَبُو حاتِم: كتبت عَنهُ مَا أعلمُ إِلَّا خيرا

-"ইমাম আবু হাতেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি তার হাদিস লিপিবদ্ধ করেছি, আমি তাকে ভাল ছাড়া কিছুই জানি না।"[৪৫৫]

ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দ্বিতীয় সূত্র সম্পর্কে লিখেছেন-

والْحَدِيث أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الإِيمَان

-"ইমাম তাবরানী, হাকেম তার আল-মুস্তাদরাকে সহীহ সনদে বায়হাকী তার শুয়াবুল ঈমানে সংকলন করেন।[৪৫৬] এমনটি ইমাম ইরাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও বলেছেন। (ইরাকী, তানজিহুশ-শরিয়াহ, ২/৩০ পৃ.)

রাবী আ'লায়ী সম্পর্কে ঈমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن صالح جزرة أنه سئل عنه فقال: لا بأس به.

-"ইমাম হাকেম তার তারিখে নিশাপুরীতে লিখেছেন যে, সালেহ ইবনে যাযারাহ থেকে বর্ণিত তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার হাদিস সম্পর্কে তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৪৫৭]

তাই এই হাদিসকে জাল বলা মানে অসংখ্য গ্রহণযোগ্য ইমামদের রায়কে এবং গবেষণাকে হেয় করা। আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে ইরাকী কেনানী (ওফাত ৯৬৩ হি.) উল্লেখ করেন-

(قُلْتُ) قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي مَحَجَّةِ الْقُرَبِ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلَاءِ احْتَجَّ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ إِنَّهُ مُسْتَقِيمُ الأَمْرِ فِي الْحَدِيثِ

-"আমি বলি, হাফেজুল হাদিস ইরাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার "মুহাজ্জাতিল কুরব" গ্রন্থে বলেন, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিস সহীহ। শিবল ইবনু আ'লা (আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সনদের রাবী) হাদিস দ্বারা সহীহ ইবনে হিব্বান দলিল গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন তার হাদিস সঠিক।"[৪৫৮]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার জীবনীতে লিখেছেন-

৪৫৪. সুয়ূতি, লা আলিল মাসনূ, ১/৪০৪ পৃ. কিতাবুল মানাকিব এবং ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৫/৪৬৬ পৃ. ক্রমিক ৫২৮০, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস্-সিকাত, ৮/৫০৪ পৃ. ক্রমিক ১৪৬৮৮.
৪৫৫. সুয়ূতি, লা আলিল মাসনূ, ১/৪০৪ পৃ. কিতাবুল মানাকিব এবং আবু হাতেম, জারহু ওয়া তা'আদীল, ৬/৩৫৯ পৃ. ক্রমিক ১৯৮৩, ইমাম আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৫/৪৬৬ পৃ. ক্রমিক- ৫২৮০
৪৫৬. সুয়ূতি, লা আলিল মাসনূ, ১/৪০৪ পৃ. কিতাবুল মানাকিব
৪৫৭. ইমাম আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৫/৪৬৬ পৃ. ক্রমিক- ৫২৮০
৪৫৮. ইবনূল আর্‌রাক, তানজিহুশ-শরিয়াহ, ২/৩১পৃ.

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে দিয়েছেন।"[৪৫৯]

তাই আমরাও দুটি সূত্রের দুই জন রাবীকে নিয়ে যে বিভ্রান্ত করছেন তাদের মোটামুটি গ্রহনযোগ্য। এই বিষয়ে তিনি ইমাম সাখাভীর দলিল দিয়েছেন যে, তিনি উক্ত হাদিসকে জাল বলেছেন। তিনি কী খুলে দেখাতে পারবেন যে সাখাভী মাকাসিদুল হাসানা গ্রন্থের কোন স্থানে এটিকে জাল বলেছেন? তিনি শুধুমাত্র সনদ পর্যালোচনা করেছেন। তাই ড. মানজুরুর রহমান একে জাল বলার আলবানীকেই অনুসরন করেছেন।[৪৬০]

২. দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ হাদিস প্রসঙ্গে ঃ

এটিকে তিনি তার গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় বানোয়াট বলেছেন। আমার বক্তব্য হল এটি (ﷺ) এর বাণী না হলেও এর মর্মার্থ সহীহ। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন-

قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ

-"ইমাম সাখাভী (রহ.) বলেন, আমি এর বিষয়ে অবগত নই, তবে এর মর্মার্থ সঠিক।"[৪৬১]

কিন্তু মানজুরুর রহমান এটি কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই জাল বলে দিলেন। মুহাদ্দিসগণ কী বিনয়ের সাথে বলেছেন-

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ

-"ইমাম যারকুশী (রহ.) বলেন, এটির বিষয়ে আমি অবগত নই।"[৪৬২] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) আরও লিখেন-

وَلَا يُخْفَى أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ حُبُّ الْوَطَنِ مِنْ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ

-"এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, দেশকে ভালবাসা ঈমানের আলামত।"[৪৬৩]

আল্লামা আমিরী ওফাত (১১৫৩ হি.) ইমাম আবূ হাতেমের তাফসীর গ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ﷺ) মক্কা হতে হিজরতের সময় বাড়বাড় মক্কার পিছনে দেখছিলেন।[৪৬৪] আল্লামা তাহের পাটনী (রহ.)ও বলেন-

لم أقف عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ.

৪৫৯. ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৫/২৩০ পৃ. ক্রমিক- ৩৭৬০ এবং ইবনে হিব্বান, আস্-সিকাত, ৬/৪৫২ পৃ. ক্রমিক- ৮৫৫০
৪৬০. আলবানী, সিলসিলাতুল...দ্বঈফাহ, ১/২৯৩ পৃ. হা/১৬০
৪৬১. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ, ১৮০ পৃ. হা/১৬৪, সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ২৯৭ পৃ. হা/
৪৬২. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ, ১৮০ পৃ. হা/১৬৪, সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ২৯৭ পৃ. হা/
৪৬৩. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ, ১৮১ পৃ. হা/১৬৪
৪৬৪. আমিরী, জাদ্দুল হাছিছ ফি বায়ানু মা লাইছা বি হাদিস, ১/৮৫ পৃ. হা/১২৫, দারুর রাইয়্যা, রিয়াদ, সৌদি

-"এটির মর্মার্থ সহীহ।"[৪৬৫] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) এর মত হাফেজুল হাদিস এর প্রসঙ্গে বলেছেন- لم أقف عليه. -"এটির বিষয়ে ঠিক আমি অবগত নই।"[৪৬৬] আল্লামা আজলূনী (রহ.)ও বলেছেন, তার মর্মার্থ সঠিক।[৪৬৭] এতগুলো গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসদের অভিমতকে হেয় করে আহলে হাদিসদের তথাকথিত আলবানী লিখেছেন- ومعناه غير مستقيم-এর মর্মার্থ সঠিক নয়।"[৪৬৮]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা কী হাফেজুল হাদিসদের কথা মানবো না সনদবিহীন মুহাদ্দিস আলবানীর?[৪৬৯] দেওবন্দীদের সকলের গুরু হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী (রহ.) তার লিখিত 'কুল্লিয়াতে এমদাদিয়াতে' ২৫০ পৃষ্ঠায় এটিকে রাসূল (ﷺ) এর হাদিস বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বুঝা গেল তারা তাদের গুরুর কথাই জানে না।

৩. দুনিয়ার ভালবাসা সকল পাপের মাথা বা মূল হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

এই হাদিসটিকে তিনি তার গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় এটিকে কিছু মুহাদ্দিসদের নাম দিয়ে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমি বলবো আল্লামা আজলূনী এবং সাখাভীর নাম নিয়েছেন যে তারা এটিকে জাল বলেছেন, অথচ আমি তাকে বলবো এই হাদিসের তো অনেকগুলো সূত্র এর মধ্যে কোন সূত্রকে তারা জাল বলেছেন তা আপনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন না কেন?

প্রথম সূত্র: আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

قُلْتُ: وَهُوَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مِنْ قَوْلِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ لَهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، وَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ مِنْ كَلَامِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

-"আমি বলি, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) সুফিয়ান সাওরীর জীবনী আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, এটি হযরত ঈসা (আ.) এর বাণী। ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া এমনটি তার 'মাকায়িদুশ শায়তান' এ বিখ্যাত তাবেয়ী দার্শনীক ও ওলী হযরত মালেক ইবনে দিনারের বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে ইমাম বায়হাকী তার কিতাবুয যুহদে হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।"[৪৭০]

ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) সংকলন করেন-

৪৬৫. তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওযুআত, ৬ পৃ.
৪৬৬. সুয়ূতি, আদ্দুররুল মুনতাসিরাহ, ১/১০৮ পৃ. হা/১৯০
৪৬৭. আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৩৪৫ পৃ. হা/১১০২
৪৬৮. আলবানী, সিলসিলাতুল...দ্বঈফাহ, ১/১১০ পৃ. হা/৩৬
৪৬৯. আলবানীর যে কোন মুহাদ্দিস হওয়ার সনদ নেই। আল্লামা হাবিবুর রহমান আজমীসহ আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন।
৪৭০. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৮/৩২৬৩ পৃ. হা/৫২১৩ এর আলোচনা

أبو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ،
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

-"ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, আল্লাহর নবী ঈসা ইবনে মারিয়াম বলেন, দুনিয়ার ভালবাসা সকল ভুলের মূল।"[৪৭১] কিন্তু ইমাম বায়হাকী (রহ.) ... ইবনে সাদ (রহ.) থেকে ঈসা (আ.) এর বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪৭২]

দ্বিতীয় সূত্রঃ ইমাম দায়লামী (রহ.) এর দ্বিতীয় সূত্র সংকলন করেছেন সাহাবী ... ইবনে মাসউদ (রা.) হতে মারফূ সূত্র হতে। তবে তার মতন হল-

الكبائر حب الدُّنْيَا

-"সবচেয়ে বড় গুনাহের মাথা হল দুনিয়ার ভালবাসা।"[৪৭৩]

এ হাদিসের সনদে কোন ক্রটিপূর্ণ রাবী আছে বলে আমি জানি না। কিন্তু আলবানী সনদটিকে যঈফ বলেছেন। সে এটির পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেছেন। তারপর লিখেছেন

وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال الستة، غير أبي جعفر محمد بن ... بن عيسى بن إبراهيم فلم أعرفه.

-"আমি বলি, এই সনদটি যঈফ, এই সনদের সকল রাবী পরিচিত এবং কুতুবে সিত্তার রাবী শুধু আবূ জাফর মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ঈসা বিন ইবরাহিম ছাড়া তাকে আমি ... না।"[৪৭৪] আলবানীর ন্যায় আল্লামা আজলূনী (রহ.) অনুরূপ বলেছেন-

الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو ضعيف.

"ইমাম দায়লামী (রহ.) যঈফ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে ... করেছেন।[৪৭৫] প্রকৃতপক্ষে সনদটি যঈফ নয়, কেননা খতিবে বাগদাদী (রহ.) ... সিকাহ এবং তিনি একজন হাশেমী বংশের লোক ছিলেন।[৪৭৬] তিনি ছিলেন ... আবেদ ও হাদিস বর্ণনাকারী ফুজায়েল ইবনে আয়াজের ছাত্র।[৪৭৭]

কিন্তু আশ্চর্যিত যে, ড. মানজুরুর রহমান সাহেব এই সনদ উল্লেখই করেননি, ... করেননি, নাকি জানেনেই না। মহান রবই ভাল জানেন।

তৃতীয় সূত্রঃ এই হাদিসটি হযরত হাসান বসরী (রা:) মুরসাল সূত্রে রাসূল (দ:) এর ... হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর সে সনদটিকে ইমাম সাখাভী, আল্লামা আযলূনী, ... সুয়ূতি (রহ.) লিখেন-

رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا

৪৭১. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানীর, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৮৮ পৃ.
৪৭২. বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ১০/৭৪ পৃ. হা/৯৯৭৪
৪৭৩. দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ১/৩৬৪ পৃ. হা/১৪৬৮, ইমাম সুয়ূতি, জামেউস-সগীর, ১/২০৯ পৃ. হা/১৩৭৫
৪৭৪. আলবানী, সিলসিলাতুল----যঈফাহ, ৬/৪০৩ পৃ. হা/২৮৭১
৪৭৫. আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/১৭৬ পৃ. হা/৫২৪
৪৭৬. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাদগাদ, ৩/৭০১ পৃ. ক্রমিক- ১১৮৮
৪৭৭. মিযযী, তাহজিবুল কামাল, ২১/৯৮ পৃ. ক্রমিক. ৪১২১

"হযরত হাসান বসরী (রহ.) থেকে মুরসালরূপে মারফূ সূত্রে বর্ণিত সনদটি হাসান পর্যায়ের।"[৪৭৮]

কিন্তু ড. মানজুরুর রহমান সাহেব এই হাদিসকে কিছু মুহাদ্দিসদের নাম নিয়ে তিনি এটিকেও জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমি সবচেয়ে আশ্চর্যিত হয়েছি যে, তার মিথ্যাচারের পিছনে কানযুল উম্মাল গ্রন্থকার মোল্লা আলী ক্বারী ও সাখাভীর নাম ব্যবহার করেছেন। আমি তাকে বলতে চাই যে, আপনি তাদের কিতাবে খুলে দেখাতে পারবেন? এত মিথ্যাচার বন্ধ করুন। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মিরকাতে' লিখেন-

(فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) أَيْ: بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

-"(এটি ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার শুয়াবুল ঈমানে সংকলন করেছেন) অর্থাৎ তিনি 'হাসান' সনদে সংকলন করেছেন।"[৪৭৯] শুধু তাই নয় তিনি তার অপর আরেক গ্রন্থে লিখেন-

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَفَعَهُ مُرْسَلًا

-"ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার শুয়াবুল ঈমানে হাসান বসরী (রহ.) হতে মুরসাল রূপে 'হাসান' সনদে বর্ণনা করেছেন।"[৪৮০]

চতুর্থ সূত্রঃ ইমাম সুলায়মান ফার্সী (ওফাত ১০৯৪ হি.) এবং ইমাম ইবনে আছির (ওফাত ৬০৬ হি.) হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে মারফূ সূত্রে সংকলন করেন এভাবে-

حُبُّ الدنيا رأسُ كلِّ خَطِيئَة، وحبُّكَ الشيءَ يُعمي أو يُصِمُّ

-"দুনিয়ার ভালবাসা সকল গুনাহের মাথা। আর কোন বস্তুর বা কিছু ভালবাসা তাকে অন্ধ অথবা বধির করে দেয়।"[৪৮১]

পঞ্চম সূত্রঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) বলেন, ইমাম দায়লামী হযরত আলী (রা:) হতে মারফূ সূত্র সংকলন করেছেন।[৪৮২]

৬ষ্ঠ সূত্রঃ ইমাম ইবনে আসাকীর (ওফাত. ৫৭১ হি.) সনদসহ সংকলন করেন-

عن عقبة بن مسلم عن سعد بن مسعود قال حب الدنيا رأس الخطايا

যথাক্রমে--- উকবাহ বিন মুসলিম (রহ.) তিনি সাহাবী সা'দ ইবনু মাসউদ আনসারী (রা.) হতে তিনি বলেন, দুনিয়ার ভালবাসা হল সকল পাপের মাথা।"[৪৮৩]

৪৭৮. সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ২৯৬ পৃ. হা/৩৮৪, আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৩৪৪ পৃ. হা/১০৯৯, ইমাম সুয়ূতি, আদ্দুররুল মুনতাসিরাহ, ১/১০৫ পৃ. হা/১৮৫, ইমাম ইরাকী, তাখরীজু আহাদিসু ইহ্ইয়া, ১/১১০২ পৃ. হা/৫ এবং ১/১৩৩৩ পৃ. দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ ১৪২৬ হি.
৪৭৯. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৮/৩২৬৩ পৃ. হা/৫২১৩
৪৮০. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআ, ১৭৯পৃ. হা/১৬৩
৪৮১. ইমাম ইবনে আছির, জামিউল উসূল, ৪/৫০৬ পৃ. হা/২৬০৩, সুলায়মান ফার্সী, জামিউল ফাওয়াইদ, ৩/৩৪১ পৃ. হা/৭৯৭৫, তিনি ইমাম রাযীন (রহ.) এর সূত্রে সংকলন করেন।
৪৮২. ইমাম সুয়ূতি, আদ্দুররুল মুনতাসিরাহ, ১/১০৫ পৃ. হা/১৮৫, আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৩৪৪ পৃ. হা/১০৯৯, সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ২৯৬ পৃ. হা/৩৮৪

এ সনদে 'ইবনে লাহিয়াহ' থাকায় সনদটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। সা'দ বিন মু
(রা:) একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন।[৪৮৪] তাই বুঝা গেল এই হাদিসের ভিত্তি আ

(৪) উম্মতের ইখতিলাফ রহমত হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

তিনি তার গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় এটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ এই হাদিস
আমার সাহাবীদের ইখতিলাফ রহমত স্বরূপ। এটি ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর হতে
সূত্রে ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) সংকলন করেছেন। এ বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম
৩৯২-৩৯৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল

৫. যে নিজেকে চিনেছে সে তার রবকে চিনেছে হাদিস প্রসঙ্গ:

ড. মানজুরুর রহমান তার গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন
"ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া ও ইয়াহইয়া ইব্‌নে মু'আয (রহ.) বলেন: হাদীসটি (موضوع)
জাল। (তথ্য হিসেবে আজলূনীর কাশফুল খাফা গ্রন্থের দোহাই দিয়েছেন)।

পর্যালোচনা: তিনি এ সংক্ষিপ্ত উক্তিতে ২টি মিথ্যাচার করেছেন।

ক. তিনি লিখেছেন যে, বিখ্যাত দার্শনিক আরিফীন দরজার ওলী, ইমাম ইয়াহ্ইয়া ই
মুয়ায (ওফাত ২৫১ হি.) নাকি এটি জাল বলেছেন। পাঠকবর্গ! এটা যে কত
মিথ্যাচার তার বাস্তবতা তুলে ধরছি। অথচ বাস্তব কথা হল অনেকে বলেছেন যে
তাঁর বাণী। এমনটি আল্লামা আজলূনী (রহ.)ও বলেছেন।

খ. তিনি আযলূনী (রহ.) এর কিতাবের বরাত দিয়েছেন, আমি বলবো আপনি দে
পারবেন যে, তিনি এটিকে জাল বলেছেন? তিনি তিলকে তাল বানাতে চেয়েছিলেন।
অপরদিকে বাতিলপন্থীদের গুরু আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে ইমাম
সম্বোধন করেছেন। বুঝা গেল তিনি তাকে ইমাম মানেন।

আল্লামা আহমদ কারমী মুকাদ্দাসী হাম্বলী (ওফাত ১০৩৩ হি.), মোল্লা আলী
তাহের পাটনী, দরবেশ হুত, শাওকানী সহ আরও অনেকে উল্লেখ করেছেন যে-

السَّمْعَانِيُّ إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُحْكَى عَن عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ

-"আল্লামা সাম'আনী (রহ.) ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাজী (রহ.) থেকে তার
হিসেবে বর্ণনা করেন।[৪৮৫] তবে কোন কোন মুহাদ্দিস একে রাসূলের বাণী হিসেবে
করেছেন।[৪৮৬]

৪৮৩. ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ২০/৪০২ পৃ. ইমাম সুয়ূতি, আদ্-দুররুল মুনতাসিরাহ, ১/
হা/১৮৫

৪৮৪. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, মা'রিফাতুস সাহাবা, ৩/১২৫০ পৃ. হা/৩১৩৭, দারুল ওতন লি
রিয়াদ প্রকাশ ১৪১৯ হি., ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ২০/৪০০ পৃ. ক্রমিক: ২৪২৯

৪৮৫. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ, ৩৫২ পৃ. হা/৫০৬, মুকাদ্দাসী হাম্বালী, ফাওয়াইদুল
মাওযুআত, ১০৩ পৃ. হা/৮৭, ইমাম সুয়ূতি, আদ্-দুররুল মুনতাসিরাহ, ১/১২৯ পৃ. হা/৩৯৩, সাখাভী,
মাকাসিদুল হাসানা, ৬৫৭ পৃ. হা/১১৪৯, দরবেশে হুত, আসনাউল মাতালিব, ১/২৭৭ পৃ. হা/১৪৩৫

৪৮৬ মেরকাত, ১/১৫২ পৃ. হা/৮২, ৫/১৭২০ পৃ. হা/২৪২৮, ইমাম মানাভী, তাইসির, ১/৪৯৩ পৃ.
ফয়যুল কাদীর, ১/২২৪ পৃ. হা/৩১০, ইমাম ছালাভী, তাফসীরে ছালাভী, ...

ইমাম মানাভী (রহ.) তার এক গ্রন্থে ইমাম গায্যালীর কওল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪৮৭] অনেকে মাওলা আলী (رضي الله عنه) এর বাণী বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ এটির মর্মার্থ সঠিক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আমি গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৫১-৪৫৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। পাঠকবর্গের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

তবে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (ওফাত ৬০৬ হি.) একে খুব দৃঢ়ভাবে রাসূলের বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪৮৮] দেওবন্দীদের সকলের গুরু হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী (رحمه الله) তার লিখিত 'কুল্লিয়াতে এমদাদিয়াতে' ৪০ এবং ৬৩ পৃষ্ঠায় এটিকে রাসূল (ﷺ) এর হাদিস বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বুঝা গেল তারা তাদের গুরুর কথাই মানে না।

৬. দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র

এটি সরাসরি রাসূল (ﷺ) এর বাণী না হলেও এর মর্মার্থ সঠিক। ড. মানজুরুর রহমান তার গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় এটিকে ভিত্তিহীন কথা বুঝাতে চেয়েছেন। ইমাম গায্যালী (رحمه الله) লিখেন-

بقوله عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الاخرة-

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।"[৪৮৯]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) লিখেন-

قُلْتُ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ يُقْتَبَسُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ}

-"আমি বলি, এর মর্মার্থ সঠিক। যেমন-মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী- যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে সে ফসল বাড়িয়ে দেই।" (সূরা শু'রা, আয়াত- ২০, সূরা নং- ৪২)।"[৪৯০]

আমি অধম অনুসন্ধান করে দেখেছি যে মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসটির শাহেদ হিসেবে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ دَرَسْتَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَتَزَوَّدْ فِي الدُّنْيَا يَنْفَعْهُ فِي الْآخِرَةِ

১/২১৪ পৃ. এবং ১/২১৫ পৃ. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী, তাফসিরে রাগেব, ১/৫৫ পৃ. ইমাম বাগভী, তাফসিরে বাগভী, ১/১৫৩ পৃ. তাফসিরে বায়যাভী, ৫/২২০ পৃ. তাফসিরে আবিস সাউদ, ৯/১৭৫ পৃ. তাফসিরে রুহুল বায়ান, ১/২৩৭ পৃ. এবং ৩/৭৮ পৃ. সূরা আন'আমের ব্যাখ্যা।

৪৮৭. মানাবী, তাইছির, ২/১৪ পৃ.

৪৮৮. ইমাম রাযী, তাফসীরে কাবীর, ১/৯৭ পৃ. এবং ৩০/৭২১ পৃ., ৯/৪৬০ পৃ. সূরা আলে ইমরানের ব্যাখ্যা দেখুন।

৪৮৯. ইমাম গায্যালী, ইহইয়াউল উলূম, ৪/১৯ পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন।

৪৯০. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফুআ, ১৯৯ পৃ. হা/২০৫

-"হযরত জারির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ
যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পাথেয় অর্জন করে সেটা পরকালে তাকে ফসল (উপকার) দেয়।
হাদিসটি মান "হাসান"। আলবানী এটিকে যঈফ বলেছেন। তিনি লিখেছেন-

قلنا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير هشام بن عمار؛ فهو - مع كونه من
البخاري - متكلم في ضبطه وحفظه

-"আমি বলি, সনদটি যঈফ, এর সনদের সমস্ত রাবী বুখারী মুসলিমের রাবী। শুধু
বিন আম্মার ছাড়া। তিনি ইমাম বুখারীর শায়খ স্মরণশক্তি এবং সংরক্ষণ শক্তিতে
ছিল।"[৪৯২] আমি বলবো এটি আলবানীর মিথ্যাচার। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) লিখেন-

عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ الكُتُبِ: البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

-"তার হাদিস ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাযাহ-এ
হয়েছে।"[৪৯৩] তাই বুঝা গেল তিনি সহীহ বুখারীর রাবী, তাই এই সনদও সহীহ
ন্যায়। ইমাম কালাবাযী (ওফাত ৩৯৮ হি.) তাকে বুখারীর রাবী এবং তার
কিতাবুল মানাকিব এবং কিতাবুল বুয়ূতে সংকলিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।
ইমাম যাহাবী (رحمه الله) লিখেন-

وقال النَّسائيُّ، وغيره: لا بأس به.

-"ইমাম নাসাঈ সহ আরও অন্যান্যরা বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা
নেই।"[৪৯৫] ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন।"[৪৯৬] ইমাম মুগ
(رحمه الله) লিখেন-

هشام ثقة أمين عند أئمة الحديث.

-"হাদিসের ইমামদের নিকট হিশাম সিকাহ, নিরাপদ ব্যক্তি।"[৪৯৭] তিনি আরও
করেন-

روى عنه - يعني البخاري - أربعة أحاديث.

-"তার থেকে ইমাম বুখারী ৪টি হাদিস সহীহ বুখারীতে এনেছেন।"[৪৯৮] ইমাম
তাকে সিকাহ এবং সত্যবাদী বলেছেন।[৪৯৯] ইমাম ইবনে মঈন তাকে ثقة
বলেছেন।[৫০০]

---

৪৯১. ইমাম বায়হাকী, যুহদুল কাবীর, ১৯১ পৃ. হা/৪৫৯ এবং হা/৭০৩, ইমাম তাবরানী, মু'জামু
২/৩০৫ পৃ. হা/২২৭১, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক
৪৯২. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, ১০/১৯৭ পৃ. হা/৪৬৬৬
৪৯৩. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/৪২২ পৃ. ক্রমিক. ৯৮
৪৯৪. কালাবাযী, রিজালু সহীহ বুখারী, ২/৭৭৪ পৃ. ক্রমিক: ১২৯৫
৪৯৫. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/১২৭২ পৃ. ক্রমিক: ৫৭৫
৪৯৬. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/১২৭২ পৃ. ক্রমিক: ৫৭৫
৪৯৭. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/১৫১ পৃ. ক্রমিক: ৪৯৫৩
৪৯৮. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/১৫১ পৃ. ক্রমিক: ৪৯৫৩
৪৯৯. ইজলী, তারিখুস্-সিকাত, ১/৪৫৯ পৃ. ক্রমিক: ১৭৪১; মিযযী, তাহজিবুল কামাল, ৩১/২৪৭ পৃ.

তাই বুঝতে পারলাম এর মর্মার্থ তো সঠিক এবং এর সপক্ষে কোরআন হাদিসে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণও রয়েছে।

৭.আল্লাহর সাথে আমার বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

এই হাদিসকে ড. মানজুরুর রহমান ৯ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন-"এ হাদীসের ব্যাপারে সকল হাদিস বিশারদ একমত যে কথাটি বানোয়াট ভিত্তিহীন।"
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি এই মিথ্যাচারের পিছনে দলিল দিয়েছেন যে, ইমাম সাখাভী ও মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) এর কিতাবের।[৫০১]
অথচ তাদের গ্রন্থে এই ধরনের কোন কথাই নেই। এ বিষয়ে আমি এখানে কিছুই আলোকপাত করতে চাইনি। এ বিষয়ে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৪১-১৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন সেখানে এই বিষয়ের সকল আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। দেওবন্দীদের সকলের গুরু হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী (رحمه الله) তার লিখিত 'কুল্লিয়াতে এমদাদিয়াতে' ৪২ পৃষ্ঠায় এটিকে রাসূল (ﷺ) এর হাদিস বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বুঝা গেল তারা তাদের গুরুর কথাই মানে না।

৮. ওলীদের জন্য নেক পাপ বলে গন্য ঃ

তিনি এটিকে ১০ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
প্রকৃতপক্ষে তা মাশায়েখদের বাণী এবং তাসাউফের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটির মর্ম সঠিক। আল্লামা আহমদ কারমী মুকাদ্দাসী হাম্বলী (ওফাত ১০৩৩ হি.) এ হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

حَسَنَاتُ الأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ. .... وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ لِلْجُنَيْدِ.

-"মানুষের নেক আমল সমূহ নিকটবর্তী (আল্লাহর ওলীদের) জন্য পাপ বলে গন্য। ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে ইমাম জুনাইদ বাগদাদীর কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।"[৫০২]
আল্লামা তাহের পাট্টনী এবং মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) উল্লেখ করেছেন-

هُوَ من كَلَام أبي سعيد الخزاز رَوَاهُ ابْن عَسَاكِر فِي تَرْجَمته.

-"এটি বিখ্যাত ওলী দার্শনিক আবু সাঈদ খাযযী (رحمه الله) এর বাণী।"[৫০৩]
উক্ত মহান ওলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আপনারা অনেক আসমাউর রিজাল দেখতে পারেন।[৫০৪] তিনি হযরত সিররী সাখতী ও জুন্নুন মিসরী (رحمه الله) এর সাথী ছিলেন।[৫০৫]

---

৫০০. ইজলী, তারিখুস্-সিকাত, ১/৪৫৯ পৃ. ক্রমিক: ১৭৪১; মিযযী, তাহজিবুল কামাল, ৩১/২৪৭ পৃ.
৫০১. দেখুন তার গ্রন্থের ১২২ টিকা।
৫০২. দামেস্কী, ফাওয়াইদুল মাওজুআত, ১/১২৩ পৃ. হা/১৫৯
৫০৩. তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওজুআত, ১৮৮ পৃ. মোল্লা আলী, আসরারুল মারফূআ, ১৮৬ পৃ. হা/১৭২
৫০৪. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ১০/৪১৯ পৃ. ক্রমিক: ২০৭, ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/৫৮ পৃ. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৪৬ পৃ., ইবনে আসাকির, তারিখে দামেস্ক, ২/৩১ পৃ. তারিখে বাগদাদ, ৪/২৭৬-৭৮৯

৯. নামাযে অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া নামায হবে না ঃ

তিনি এটিকে তার গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় ১৬ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ১৪৬ নং টীকায় লিখেছেন-"এ কথাটি সনদবিহীন বানোয়াট কথা।" এই কথার ভিত্তি কি বা কোন মুহাদ্দিস এমনটি বলেছেন তা তিনি কিছুই ... করেননি।

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلبِ

-"রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, হুজুরী দেল ব্যতীত নামাজ হবে না।"[৫০৬] এই হাদিস সমর্থনে আরো গ্রহণযোগ্য সনদে হাদিস বর্ণিত হওয়ায় বিষয়টি সঠিক বলে সুপ্রমাণিত হয়। ইমাম দায়লামীসহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

عَن أبي سعيد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لمن لَا يتخشع فِي صلَاته

-"হজরত আবু ছাইদ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি নামাজে খুশু তথা হুজুরী ক্বাল্ব নেই তার নামাজ হবেনা।" (ইমাম সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, ৮ম খণ্ড, ২৯১ পৃ: হাদিস/১৭১৫৩; ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, হাদিস/৭৯৩৫; মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/২১৩ পৃ: হাদিস/২০০৮৮)।

এই হাদিস সম্পর্কে আহলে হাদিস নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেন,

رواه الديلمي في "مسنده" من طريق النضر بن سلمة: حدثنا ابن أبي أويس عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.

-"ইমাম দায়লামী (رحمه الله) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে 'নদ্বর ইবনে সালামা' এর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সূত্রটি হল: হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী আইয়ুছ, তিনি ত্বালহা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মুছাইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ সূত্র বর্ণনা করেছেন।" (আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিদ-দ্বঈফাহ, হাদিস নং ৬৯৪২)

সর্বোপরি আলবানীর বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় ইহার সনদ বিদ্যমান। অতএব নামাজে খুশু তথা হুজুরী ক্বাল্ব না থাকলে নামাজ কবুল হবেনা, এই কথাকেই বলা হয় صلاة إلا بحضور القلب-"হুজুরী ক্বাল্ব ব্যতীত নামাজ হবেনা।"

এ সম্পর্কে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে-

عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ عَمِلَ عَمَلًا حَتَّى يَشْهَدَ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ

৫০৫. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/৪২০ পৃ.

৫০৬. আল্লামা ইমাম ইউছুফ ইবনে মূছা ইবনে মুহাম্মদ জামালুদ্দিন হানাফী, {ওফাত ৮০৩ হিজরী} মু'তাছার মিনাল মুখতাছার মিন মুশকিলিল আছার, (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار) তিনি হজরত ... ইবনে ইয়াছার (রাঃ) হতে। দেখুন এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা, কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী, সিররুল আসরার, ১১৯ পৃ., হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী, ...

-"হজরত উবাই ইবনে কাব (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'লা ঐ নামাজের দিকে নজর করেন না যে ব্যক্তির নামাজে দেহের সাথে ক্বাল্ব হাজির থাকেনা।" (ইমাম দায়লামী, মুসনাদিল ফিরদাউস, হাদিস/৭৯৩৫; হাফিজ যায়নুদ্দিন ইরাকী: শরহু তাছরীব ফি শরহে তাকরীব, ২/৩৭২ পৃ:; মুহাম্মদ ইবনে নছর, কিতাবুস-ছালাতে, হাদিস/১৫৭; ইমাম গাযযালী, ইহইয়াউল উলুমুদ্দিন, ১/২০১ পৃ:)।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে নাছার ইবনে হাজ্জার মারওয়াজী (رحمه الله) {ওফাত ২৯৪ হিজরী} সনদ সহ উল্লেখ করেন:-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي دَهْرَشٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ:...... هَكَذَا خَرَجَتْ عَظَمَةُ اللهِ مِنْ قُلُوبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَشَهِدَتْ أَبْدَانُهُمْ وَغَابَتْ قُلُوبُهُمْ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتَّى يَشْهَدَ بِقَلْبِهِ مَعَ بَدَنِهِ

-"হজরত উসমান ইবনে আবী দাহরাশ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার কাছে হাদিস পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উচ্চ আওয়াজে কেরাতে সালাত পড়ছিলেন। যখন তিনি নামাজ থেকে বের হলেন,...... এমনিভাবে বনী ইসরাইলের অন্তর থেকে আল্লাহর বড়ত্বের কথা বের করে দিয়েছেন, কেননা (নামাজে) তাদের দেহ উপস্থিত থাকে কিন্তু অন্তর উপস্থিত থাকেনা। আর আল্লাহ পাক তার বান্দার আমলের মধ্যে ঐ আমলসমূহ কবুল করেন না যে আমলে তার দেহের সাথে ক্বাল্ব হাজির থাকেনা।" (ইমাম মারুজী, তাজিমে কাদরিস সালাত, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃ: হাদিস নং ১৫৭)

উপরের এই শব্দে হাদিসটির আরেকটি সনদ বিদ্যমান রয়েছে-

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي دَهْرَشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

-"ছাদাক্বা ইবনে ফুদ্বাইল হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি উছমান ইবনে আবী দাহরিশ (رضي الله عنه) হতে, তিনি হাকিম ইবনে আবীল আস এর পরিবারের একজন থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।" (ইমাম মারুজী {ওফাত. ২৯৪হি.} তাজিমে কাদরিস সালাত, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃ: হাদিস নং ১৫৮)

হাফিজ ইমাম মুনজিরী (رحمه الله) বলেন-

وَعَن عُثْمَان بن أَبِي دَهْرَشٍ رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يقْبل مِمَّنْ عَمِلَ عَمَلًا حَتَّى يَشْهَدَ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ هَكَذَا مُرْسلا وَوَصله أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس بِأبي بن كَعْب والمرسل أصح

-"হজরত উছমান ইবনে আবী দাহরিশ (رضي الله عنه) নবী করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা ক... আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির আমলকে কবুল করে... যতক্ষন না তার দেহের সাথে ক্বালব হাজির না থাকে।"

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাছর মারওয়াজী তাঁর 'কিতাবু তাজিমু কাদরিস সালাত'... মুরছাল রূপে বর্ণনা করেছেন, আবু মানছুর দায়লামী (رحمة الله عليه) তাঁর 'মুসনাদে ফেরদা... গ্রন্থে উবাই ইবনে কা'ব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুরছাল রেওয়াতটি ... ছহীহ্।" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ৭৬৯) ইমাম গায্যালী (رحمة الله عليه) ... করেছেন এভাবে,

...صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه

-"আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ ঐ নামাজের দিকে দৃষ্টি দেননা যে ব্য... নামাজে দেহের সাথে ক্বাল্ব বা অন্তর হাজির থাকেনা।" (ইমাম গায্যালী, ইহ্ইয়া... উলুমুদ্দিন, ১/১৫০ পৃ:) হাফিজ যায়নুদ্দিন ইরাকী (رحمة الله عليه) বলেন,

...مُحَمَّد بن نصر فِي كتاب الصَّلَاة من رِوَايَة عُثْمَان بن دهرش مُرْسلا لَا يقبل الله ...عبد عملا حَتَّى يشْهد قلبه مَعَ بدنه وَرَوَاهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس من ...بيّ أبي بن كَعْب وَإِسْنَاده ضَعِيف.

-"মুহাম্মদ ইবনে নাছর (رحمة الله عليه) তাঁর 'কিতাবুস সালাত'-এ হজরত উসমান ইব... দাহরিশ (رضي الله عنه) এর মুরছাল রেওয়াত বর্ণনা করেছেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছে... আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির আমলকে কবুল করেন না যতক্ষন না তার দেহের সাথে ক্বা... হাজির না থাকে। ইমাম দায়লামী (رحمة الله عليه) তাঁর 'মুসনাদে ফিরদাউস' গ্রন্থে উবাই ইব... কা'ব (رضي الله عنه) থেকে হাদিসটি বর্ণিত আছে আর ইহার সনদ জয়ীফ।" (হাফিজ যায়নু... ইরাকী: তাখরিজু আহাদিসুল এহ্ইয়া, হাদিস নং ৭)

আল্লামা আহমদ ইবনে আব্দুর রাহিম ইবনে হুছাইন আবু যুরাআ ইবনে ইরাকী (... ওফাত ৮২৬ হিজরী বলেন,

...مُحَمَّد بن نصر فِي تَعْظِيم قدر الصَّلَاة وَهُوَ مُرْسل لِأَن عُثْمَان هَذَا ذكره ابْن حبَان فِي ...ثقات فِي أَتبَاع التَّابِعين

-"মুহাম্মদ ইবনে নাছর তাঁর 'তাজিমে কাদরিস সালাত' গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করেছেন ... ইহা মুরছাল। কেননা রাবী উসমান (رحمة الله عليه) কে ইবনে হিব্বান (رحمة الله عليه) তাঁর কিতা... ছিক্বাত-এ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তাবেঈ।" (তুহফাতু তাহছিল ফি ... রেওয়াতিল মারাছিল, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃ:)

হাদিসটি দুইটি সূত্রে বর্ণিত আছে যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাই ইহা আরো শক্তি... হবে। সুতরাং নিজেকে ক্বাল্বে হাজির রেখে নামাজ পড়াকেই বলা হয় 'হুজুরী ক্বা... একেই বলা হল لا صلاة إلا بحضور القلب -"হুজুরী ক্বাল্ব ব্যতীত নামাজ হবেনা।" এ... প্রেক্ষিতে আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন:

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ هِلَالٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا

-"হযরত আবু উমামা (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: ঐ আমল আল্লাহ তা'লা কবুল করেন না, যা তাঁর জন্য খালেছ ভাবে না করা হয়।" (নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৪৩৩৩; নাসাঈ শরীফ, কিতাবুয জিহাদ, হাদিস নং ৩১৪০; তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৯ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ১৬তম জি: ৫২৪ পৃ:; ছিয়ূতী: জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ১১৪ পৃ:)।

আল্লাহর জন্য খালেছ ভাবে আমলের আরেক নাম হল 'হুজুরী ক্বাল্বের' নামাজ। অপর হাদিসে উল্লেখ আছে: أَن تعبد الله كَأَنَّك تَرَاهُ فَإِن لم تكن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يراك -"এমন ভাবে আল্লাহর বন্দেগী কর যেন আল্লাহকে দেখতে পাও, যদি তাঁকে না দেখ তাহলে বিশ্বাস রাখ তিনি তোমাকে দেখতেছেন।" (ছহীহ্ বুখারী শরীফ, ১/১২ পৃ: হাদিস/৫০)। আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার চেষ্টা করে নামাজ পড়াই হল হুজুরী ক্বাল্বের নামাজ। এরই প্রেক্ষিতে 'আছারে' আরো উল্লেখ আছে:

عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْمَكِّيِّ عَنْ بِشْرٍ الْحَافِي أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.

-"আবী তালেব মক্কী হজরত বিশর হাফি (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন (তিনি ইমাম আহমদ রঃ এর পীর ও ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ এবং একজন সু-প্রসিদ্ধ তাবেঈ) বলেনঃ যার খুশু তথা হুজুরী দেল নেই তার নামাজ ফাছেদ বা বাতিল।" (তাফছিরে কবির শরিফ, ২৩ তম খন্ড, ৭৪ পৃ:; এরশাদুস ছারী শরহে বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৮৫ পৃ:; তাফছিরে নিছাপুরী, ৫ম খন্ড, ১০৮ পৃ:) এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করা যায়,

وروى عن سفيان الثوري أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاه. -"হজরত সুফিয়ান ছাওরী (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: যার খুশু তথা হুজুরী দেল নেই তার নামাজ ফাছেদ বা বাতিল।" (মেরআত শরহে মেশকাত, ২য় খন্ড, ২৭৬ পৃ:; তাবকাতুল কুবরা লিশ শারানী, ১ম খন্ড, ৩০ পৃ:; এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন, ১ম খন্ড, ৩১২ পৃ:; কুওয়াতুল কুলুব লি'আবী তালেব মক্কী, ২য় খন্ড, ১২ পৃ:)

এ বিষয়ে আরেকটি আছার রয়েছে,

وَعَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ فِيهَا الْقَلْبُ فَهِيَ إِلَى الْعُقُوبَةِ أَسْرَعُ.

-"বিশিষ্ট তাবেঈ হজরত হাছান বছরী (রঃ) হতে বর্ণিত, প্রত্যেক ঐ নামাজ যার মধ্যে হুজুরী ক্বাল্ব নেই তা যেন পন্ডশ্রমের মধ্যেই নিক্ষিপ্ত।" (তাফছিরে কবির শরিফ, ২৩ তম খন্ড, ৭৪ পৃ:; এরশাদুস ছারী শরহে বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৮৫ পৃ:; তাফছিরে নিছাপুরী, ৫ম খন্ড, ১০৮ পৃ:)।

সুতরাং তাবেঈ বিশর হাফী (রঃ), হাছান বছরী (রঃ) ও সুফিয়ান ছাওরী (রঃ) এর কওল তথা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় খুশু বা হুজুরী ক্বাল্ব ব্যতীত নামাজ হবেনা। একেই বলা

হয় لا صلاة إلا بحضور القلب "লা ছালাতা ইল্লা বে হুজুরিল ক্বাল্ব" তথা হুজুরী দেল ...
নামাজ (কবুল) হবেনা।

দেওবন্দীদের সকলের গুরু হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী (رحمة الله عليه) তার ... যিয়াউল কুলুবে ৮৬ পৃষ্ঠায় এবং তার অপর আরেক গ্রন্থ 'কুল্লিয়াতে এমদাদিয়াতে ... পৃষ্ঠায় এটিকে রাসূল (ﷺ) এর হাদিস বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বুঝা গেল তারা ... গুরুর কথাই মানে না।

১০. মরার আগেই মর হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

তিনি এটিকে তার গ্রন্থের ১৫ হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ এটি রাসূল (... এর বাণী নয় বরং আউলিয়ায়ে কিরামের বাণী। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (... বলেন-

قُلْتُ هُوَ مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ

-"আমি বলি, এটি সূফিয়ায়ে কেরামের বাণী।"[৫০৭]

তবে এর সমর্থনে ইমাম দায়লামী (ওফাত ৫০৯ হি.) সাহাবী জাবের বিন আব্দু... (رضي الله عنه) হতে মারফূ সূত্রে সংকলন করেছেন।[৫০৮]

১১. তোমরা মাশায়েখদেরকে সম্মান করবে, কারণ মাশায়েখদেরকে সম্মান করা স্বয়ং আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর" হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

ড. মানজুরুর রহমান তার "প্রচলিত জাল হাদিস" গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় ২১ নং মিথ্যা হা... হিসেবে একে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمة الله عليه) সংকলন করেন-

...المَشَايِخ فَإِن تبجيل الْمَشَايِخ من إجلال الله عز وَجل فَمن لم يبجلهم فَلَيْسَ منا

-"সাখর বিন মুহাম্মদ হাজাবী তিনি লাইস বিন সা'দ (رحمة الله عليه) থেকে তিনি ইমাম যু... থেকে তিনি হযরত আনাস (رضي الله عنه) হতে তিনি রাসূল (ﷺ) হতে, তিনি বলেন, তো... মাশায়েখদেরকে সম্মান কর, কেননা তাদেরকে সম্মান করা স্বয়ং আল্লাহকে সম্মান ক... নামান্তর।"[৫০৯]

ইমাম ইবনে হিব্বান এই হাদিস সংকলন করে কোন সমালোচনা করেননি। ... মানজুরুর রহমান তার গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় উপরের হাদিসের প্রথম রাবী সাখর ... মুহাম্মদ কে মিথ্যাবাদী দাবী করে একে জাল প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আমি ক... উক্ত রাবীর হাদিস সহীহ পর্যায়ের।

---

৫০৭. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআ, ৩৬৩ পৃ. হা/৫৩৯
৫০৮. দায়লামী, ফিরদাউস, ৫/২৭৫ পৃ. হা/৮১৬৮
৫০৯. ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ১/৩৭৮ পৃ. ক্রমিক ৫১১, ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ২/৯ পৃ. হা/২০৮২

ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন, ইমাম নাসাঈ (رحمة الله عليه) তার সম্পর্কে বলেছেন- صالح তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন।[৫১০]

যাহাবী আরও উল্লেখ করেন- وذكره ابن حبان في الثقات-"ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[৫১১] ইমাম মুগলতাঈ (رحمة الله عليه) উল্লেখ করেন-

قال أبو الحسن العجلي الكوفي في تاريخه: ثقة.

-"ইমাম আবুল হাসান ইজলী (رحمة الله عليه) বলেন, সে সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৫১২] তিনি আরও উলে-খ করেন-

وذكره ابن خلفون في الثقات. وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه».

-"ইমাম ইবনে খালফুন (رحمة الله عليه) তাকে সিকাহ রাবীর গ্রন্থে তাকে স্থান দিয়েছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান তার হাদিস সহীহ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।[৫১৩] তবে ইমাম দারাকুতনী তাকে শুধু সাধারণ যঈফ বলেছেন।[৫১৪] কেউ কেউ একক অপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে তাহেরের অভিমত দিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণের অপচেষ্টা চালাতে চান আমি বলবো এই অপচেষ্টা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। একক তার সমাধান যদি আমরা যিদের বশঃবুত হয়ে গ্রহন করি তাহলে অনেকের সমাধানকে হেয় করা হবে।

তাই এই হাদিসটি 'হাসান' তাতে কোন সন্দেহ নেই, কেহ যদি এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে চান আমি বলবো, তাহলে আমার উল্লেখিত আসমাউর রিজালগুলো মিথ্যা প্রমাণ করুন।

১২.পীর তার শিষ্যদের কাছে তেমন যেমন নবী তার উম্মতের কাছে ঃ

এটিকে তিনি ২২ নং জাল হাদিস হিসেবে তার গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ের আপত্তির জবাব আমি ইতপূর্বে মাওলানা আবদুল মালেক এর প্রচলিত ভুল গ্রন্থের আপত্তিকর ২নং বিষয়ের জবাবে হিসেবে আলোচনা করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

১৩.মু'মিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে আরোগ্য হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

এটিকে তিনি ৭৫ পৃষ্ঠায় ২৬ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
আহলে হাদিস আলবানী এই হাদিসটিকে জাল বলে আখ্যা দিয়েছে এবং এটির মর্মার্থ ও সঠিক নয় বলে দাবী করেছে।[৫১৫] ইমাম সাখাবী বলেন- معناه صحيح -"এটির মমার্থ

---

৫১০. ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৩/১২৩ পৃ., যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩০৯ পৃ. ক্রমিক নং-৩৮৬৭, মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৬/৩৫৮ পৃ.
৫১১. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩০৯ পৃ. ক্রমিক. ৩৮৬৭, ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৩/১৮৩ পৃ.
৫১২. মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিব, ৬/৩৫৮ পৃ. ক্রমিক: ২৪৮৫
৫১৩. মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিব, ৬/৩৫৮ পৃ. ক্রমিক: ২৪৮৫
৫১৪. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩০৯ পৃ. ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৩/১৮২ পৃ. ক্রমিক: ৭৩৯
৫১৫ . আলবানী, সিলসিলাতুল ...দ্বইফাহ, ১/১৭৭পৃ. পৃ. হাদিস/৭৮-৭৯

বিশুদ্ধ।"[৫১৬] আল্লামা আজলুনী, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, আল্লামা তাহের পা
ইমাম সুয়ূতি, আল্লামা ইবনুল আর্রাক সহ আরও অনেক মুহাদ্দিসগণ অনু
বলেছেন।[৫১৭] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন-

صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لِرِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا

-"এই হাদিসটির মর্মার্থ বিশুদ্ধ। আর এটি (প্রমাণিত হয়েছে) ইমাম দারেকুতনী (রহ.) এর ইফরাদ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণিত মারফূ হাদিস দ্বারা।"[৫১৮]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী সম্পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করেননি। আমি অধম সম্পূর্ণ হা অনুসন্ধান করে বের করেছি। ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) ইমাম দারেকুতনী (রহ.) ইমাম দায়লামী (রহ.) সহ অনেকে সংকলন করেছেন-

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ رُفِعَتْ لَهُ سَبْعُونَ دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَبْعُونَ خَطِيئَةً، وَكُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً

-"....যথাক্রমে নূহ ইবনে আবি মারইয়াম তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে তিনি আতা থে তিন ইবনে আব্বাস (রা.) হতে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ কর কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে পান করা নম্রতার অর্ন্তভুক্ত।
যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পান করবে মর্যাদা সত্তর গুন বৃদ্ধি করা হবে এবং তার সত্তরটি গুনাহ মোচন করে দেয়া হবে এ তার জন্য সত্তরটি মর্যাদা লিখা হবে।"[৫১৯]

সনদ পর্যালোচনা ঃ আহলে হাদিস আলবানী এই সনদটিকেও জাল বলে আখ্যা করেছেন। তার দাবী হল ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথী নূহ ইবনু মারি দোষী। আলবানীর আরেকটি দাবী হল যে ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) এই হাদি তার কিতাবুল মাওদুআত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন; তাই হাদিসটি জাল।[৫২০] সম্মা পাঠকবৃন্দ! ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) তার গ্রন্থে এই হাদিসকে জাল বলেননি, বলেছেন এই সনদের রাবী নূহ রয়েছেন আর তাকে ইবনে মাঈন, দারেকুতনী বলেছেন।[৫২১]

পাঠকবর্গ! এই সনদের অন্যতম রাবী নূহ ইবনে আবি মারিয়াম অনেক বড় বিজ্ঞ আ ছিলেন। স্বয়ং আলবানী তার প্রসঙ্গে এই হাদিসের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন-

---

৫১৬. ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ৩৭৩ পৃ. হাদিস/৫৩৪
৫১৭. আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৮৩৬পৃ. হাদিস/১৪০৫, মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূ'আত, ২০৯পৃ. ইবনুল ইরাক, তানযিহুশ শরীয়াহ ২/৩১৮পৃ. হাদিস নং ৯৪, সুয়ুতি, লা আলিল মাসনূ ২২০পৃ. তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদুআত ১/১৪৭পৃ.
৫১৮. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআত, ২০৯
৫১৯. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৭/৪৪৫পৃ. ক্রমিক ২১৯৭, ইমাম দায়লামী, আল-ফি ৩/৬৩৬পৃ. হাদিস ৫৯৯২, ইমাম দারাকুতনী, আল-ইফরাদ, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩৩/১১৫পৃ. হাদিস
৫২০. আলবানী, সিলসিলাতুল ...দ্বইফাহ, ১/১৭৭পৃ. পৃ. হাদিস/৭৮-৭৯
৫২১. ইমাম ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওদুআত, ৩/৪০পৃ.

قلت: ونوح هذا كان من أهل العلم، وكان يسمى: الجامع، لجمعه فقه أبي حنيفة

-"আমি বলি, নূহ ছিলেন আহলে ইলম তথা জ্ঞানীদের একজন। তার নাম 'জামে' বলা হয়েছে, কারণ তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা এর সকল ফিক্বহী মাস'য়ালা একত্রিত করেছিলেন।"[৫২২] এটি ইমাম যাহাবী (রহ.)ও তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে আরও লিখেন-

أَحَدُ الْأَعْلَامِ، وَيُلَقَّبُ بِنُوحِ الْجَامِعِ لِمَعْنًى، وَهُوَ أَنَّهُ أَخَذَ الْفِقْهَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

-"তিনি বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীদের একজন। তাকে 'জামে' উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে, তার অর্থ তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এর সকল ফিকহী মাস'য়ালা খুঁজে একত্রিত করেছিলেন।"[৫২৩] আলবানী 'নূহ' নামক রাবীর সমালোচনার মূল কারণ হল তিনি ইমাম 'আযমের সাথী ছিলেন। আলবানী তা নিজেই উল্লেখ করেছেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) নূহ ছাড়াও এই হাদিস তাবেয়ী ইবনে জুরাইজের আরেকজন ভিন্ন ছাত্র 'হাসান ইবনে রাশেদ আল-মারওয়াজী' এর মাধ্যমে সংকলন করেছেন।[৫২৪] সনদটি প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) বলেন- لين -"সনদটি কিছুটা নরম প্রকৃতির।"[৫২৫] তাই এই দুটি সনদ মিলে হাদিসটি হাসান পর্যায়ে উন্নিত বলে বুঝা যায়।

১৪. পাগড়ীসহ দুই রাকাআত ৭০ রাকাআতের চেয়েও উত্তম ঃ

তিনি এটিকে তার গ্রন্থের ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় ২৮ নং এবং ২৯ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
এ বিষয়ে আহলে হাদিসদের আপত্তির জবাব আমি এ কিতাবের সামনে মুযাফফর বিন মুহসিনের জবাবে এবং এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৯৮-১০০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি পাঠবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

১৫. জানাজার পূর্বে লোকটি কেমন ছিল বলা প্রসঙ্গ ঃ

এ বিষয়টিকে তিনি ভিত্তিহীন বলেছেন তার গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় ৩১ নং জাল হাদিসের আলোচনায়। এ বিষয়ে ইতপূর্বে আমি আবদুল মালেক সাহেবের জবাবে ও এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৬৩-২৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং আমার লিখিত অপর গ্রন্থ 'হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান' দেখুন সেখানে বিস্তারিত বাতিল পন্থীদের জবাব দিয়েছি।

১৬. মৃত ব্যক্তিকে নেককারদের পাশে দাফন করা প্রসঙ্গ ঃ

এই বিষয়ক তিনি একটি সূত্রকে তিনি ৩২ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই না। এ ব্যাপারে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে আলোকপাত করা হয়েছে; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

---

৫২২. আলবানী, সিলসিলাতুল ...দ্বইফাহ, ১/১৭৭পৃ. পৃ. হাদিস/৭৮-৭৯
৫২৩. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৭৫৭পৃ. ক্রমিক. ৩০৩
৫২৪. ইসমাঈলী, আল-মু'জামে, ২/১২৩পৃ., ইমাম সুয়ূতি, লা-আলিল মাসনূআ, ২/২২০পৃ.
৫২৫. ইমাম সুয়ূতি, লা-আলিল মাসনূআ, ২/২২০পৃ.

১৭. যে ব্যক্তি মুত্তাকী আলেমের পিছনে নামায পড়া নবীর পিছনে না পড়া সমতুল্য ঃ

তিনি এটিকে ৩৭ নং জাল হাদিস হিসেবে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার ৮২ পৃষ্ঠায় মোল্লা আলী ক্বারী, শাওক্বানী, ইবনে হাজার সহ অনেকের নাম উল্লে দাবী করেছেন যে তারা নাকি এটিকে জাল বলেছেন। অথচ দেখুন তারা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন-

فَلم أَقِف عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظ.

-"এই শব্দে হাদিসটি প্রসঙ্গে আমি পরিচিত নই।"[৫২৬]

তাই প্রমাণিত হল যে, তিনি মুহাদ্দিসদের নামে মিথ্যাচার করেন। বুখারী শরীফের কারী আল্লামা শামসুদ্দীন আহমদ সাফেরী (ওফাত ৯৫৬ হি.) উল্লেখ করেন-

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: من صلى خلف عالم من العلماء فكأنما خلف نبي من الأنبياء

-"এবং প্রমাণিত আছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত যে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে উলামাদের থেকে যে কোন একজন আলেমের পি নামায পড়া নবীদের থেকে একজন নবীর পিছনে নামায পড়ার ন্যায়।"[৫২৭] অত বর্ণনাকে আল্লামা ইমাম যায়লাঈ (রহ.) (ওফাত ৭৬২ হি.) লিখেন- قلت : غريب "আমি বলি, এটি বর্ণনার দিক থেকে গরীব।[৫২৮] তাই নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া জাল বলা গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেন-

لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِمَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ قَدِّمُوا خِيَارَكُمْ تُزَكُّوا أَعْمَالَكُمْ وَلِلْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ

-"আমি বলি, এটির মর্মার্থ সঠিক। যেমন ইমাম দায়লামী (রহ.) হযরত জাবের (রা.) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে ইমাম মননীত কর তাহলে তোমাদের আমল পরিশুদ্ধ হবে। ইমাম হাকেম ও ইমাম তাবরানী যঈফ স হযরত মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ গানাভী (রা.) হতে সংকলন করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, তোমাদের সালাত কবুল হওয়াতে তোমরা আনন্দিত হতে চা তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে ইমাম মননীত করা উচিত।"[৫২৯]

---

৫২৬. তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদুআত, ৪০; আসনাউল মাতালিব, ১/২০০ পৃ. হা/৯৯০, শাওক্বানী ফাওয়াইদুল মাজমু'আ, ১/৩২ পৃ. হা/৬৯; ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ১/৪৮৬ পৃ. হা/৭৬৪; যায়লাঈ নাসবুর রায়্যাহ, ২/২৬ পৃ. আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/৯৩, হা/১৮৬৫

৫২৭. সাফেরী, শরহে বুখারী লিল সাফেরী, ২/৯১ পৃ.

৫২৮. যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ২/২৬ পৃ.

৫২৯. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ, ২৩৪ পৃ. ক্রমিক হাদিস: ২৬৪

১৮. মসজিদের প্রতিবেশীর মসজিদ ছাড়া নামায হবে না ঃ

এটিকে তিনি তার গ্রন্থের ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় ৪২ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনেকে আল্লামা সাগানীর একক মতামতের উপর ভিত্তি করে এটিকে জাল বলে থাকেন। এটি ঠিক নয়। আল্লামা সাগানী এমন অসংখ্য সহীহ হাদিসকে কোন কারণ উল্লেখ না করে জাল বলেছেন। যাই হোক এই হাদিসকে আলবানী পর্যন্ত জাল বলেননি।[৫৩০] এটি একটি মশহুর হাদিস। কেননা ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন- مَشْهُورٌ بَيْنَ النَّاسِ -"এটি মানুষের নিকট (মুহাদ্দিসদের নিকট) প্রসিদ্ধ হাদিস।"[৫৩১] আহলে হাদিস আলবানী এই হাদিসটিকে যঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।[৫৩২] অথচ আল্লামা দরবেশ হুত (রহ.) উল্লেখ করেন- وَقَالَ ابْن حجر: حَدِيث مَشْهُور -"ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এই হাদিসটি মশহুর।"[৫৩৩] অথচ এই হাদিসটির কোন কোন সনদ সহীহ, আবার কোনটি হাসান পর্যায়ের রয়েছে। এটির মোট ৪টিরও বেশী সনদ রয়েছে। কিন্তু আলবানী দুটি সনদের সমালোচনা করেছেন। উসূলে হাদিসের দাবী হল তার দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি সনদ যঈফ হলেও এই হাদিসটি হাদিসটি 'হাসান' মেনে নেয়ার কথা ছিল।

প্রথম সনদ : ইমাম দারাকুতনীসহ আরও অনেকে হযরত জাবের (রা.) হতে তিনি রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন-

لا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

-"মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সালাত হবে না।"[৫৩৪]

হাদিসটির মান :

আলবানী দাবী করেছেন যে এই সনদে মুহাম্মদ বিন সিক্কীন নামক রাবীর অপরিচিত তাই যঈফ। তিনি আরও দাবী করেছেন যে ইমাম দারাকুতনী তার হাদিসকে দুর্বল বলেছেন। আমি সে বেঁচে থাকলে তাকে বলতাম ইমাম দারাকুতনী এই কথা বলেছেন এটি আপনি কোথায় পেলেন? তিনি যদি অপরিচিত হয় দারাকুতনী তাকে যঈফ বললেন কেন? তাই আলবানীর কথায়ই উক্ত অপরিচিত ছিলেন না বলে বুঝা যায়; তিনি কুফার অধিবাসী একজন মুহাদ্দিস ছিলেন।[৫৩৫] ইমাম ইবনে আসাকীর (রহ.) বলেছেন- مؤذن مسجد بني شقرة -"তিনি প্রসিদ্ধ মসজিদে বনী শাকারা এর সম্মানিত মুয়াযি্যন ছিলেন।"[৫৩৬] আর

---

৫৩০. আলবানী, সিলসিলাতুল---যঈফাহ, ১/৩৩২ পৃ. হা/১৮৩

৫৩১ .ইবনে হাজার, তালখিছুল হবীর, ২/৭৭পৃ. ইমাম সাখাভী (রহ.) অনুরূপ বলেছেন (মাকাসিদুল হাসানা, ৭২৬পৃ. হা/১৩০৯)

৫৩২ .আলবানী, সিলসিলাতুল..যঈফাহ, হা/১৮৩

৫৩৩ .দরবেশ হুত, আসনাউল মাতালিব, ১/৩২৩পৃ. হা/১৭০৯

৫৩৪ .ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ২/২৯২পৃ. হা/১৫৫২

৫৩৫ .ইমাম মুসলিম, আল-কুনী ওয়াল আসমা, ১/১৭৭পৃ. ক্রমিক. ৫২১, শায়খ মাহমুদ মুহাম্মদ খলিল, মাওসুআতুল আকওয়াল আবি হাসান দারাকুতনী ফি রিজালুল হাদিস,২/৫৭৮পৃ. ক্রমিক. ৩১04

৫৩৬ .ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৭৩/১০৩পৃ

তিনি যে আপত্তিকর, যঈফ এবং অপরিচিত রাবী ছিলেন না তার জলন্ত প্রমাণ হল, ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।[৫৩৭] প্রমাণিত হয়ে গেল তিনি সিকাহ এবং পরিচিত রাবী ছিলেন; তাই সনদটিও সহীহ।

দ্বিতীয় সনদ ঃ উপরের হাদিসের এই শব্দে ইমাম হাকেম নিশাপুরীসহ আরও ... সাহাবী আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে তিনি আল্লাহর রাসূলের বানী হিসেবে ... করেন।[৫৩৮] ইমাম হাকেম সনদটি সংকলন করে নিরব ছিলেন।[৫৩৯] আলবানীর দাবী এই সনদে রাবী 'সুলায়মান ইবনু দাউদ অত্যন্ত দুর্বল। আমি বলি কোন মুহাদ্দিস ... অত্যন্ত দুর্বল শব্দটি তার শানে বলেনি। এই সনদটি উপরের সনদের শাওয়াহেদ ... হাসান বলে বিবেচিত।

তৃতীয় সনদ ঃ ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

... بن راشد عَن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ... اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلا فِي الْمَسْجِدِ

-"আমর বিন রাশেদ তিনি ইবনে আবি যিইব থেকে তিনি ইমাম জুহুরী থেকে ... উরওয়া থেকে তিনি হযরত মা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সালাত হবে না।"[৫৪০]

সনদ পর্যালোচনা ঃ আলবানী এই সনদকে উমর বিন রাশেদের কারণে যঈফ ... উল্লেখ করেছেন।[৫৪১]

১. অথচ ইমাম সুয়ূতি এই রাবীর বিষয়ে লিখেছেন-

... قد وثقه العجْلِيّ وَغَيره وروى لَهُ التِّرمذِيّ وَابْن مَاجَه

-"আমি (সুয়ূতি) বলি, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী; কেননা ইমাম ইজলীসহ ... অনেকে তাকে সিকাহ বলেছেন। তার হাদিস ইমাম ইবনে মাযাহ এবং তিরমিযি তার সুনানদ্বয়ে সংকলন করেছেন।"[৫৪২] তবে আমি ইমাম ইজলী (ওফাত. ২৬১হি.) এর ... কিতাবে দেখেছি যে সেখানে তিনি তার জীবনীতে এমনটি লিখেছেন- لا بأس به -"... হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৫৪৩] ইমাম আদি তাকে সত্যবাদী বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪৪] তবে তার বর্ণিত হাদিস সহীহ নয় বরং হাসান। কেননা ইমাম ই...

৫৩৭ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৯/৬৭পৃ. ক্রমিক. ১৫২২২ , ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৭/১৬৩পৃ. ক্রমিক. ৬৮৪৬

৫৩৮ .ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক লিল হাকেম,১/৩৭৩পৃ. হা/৮৯৮, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৩/৮১পৃ. হা/৪৯৪৫, ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ২/২৯২পৃ. হা/১৫৫৩

৫৩৯ .ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ৪/৪১৩পৃ.

৫৪০ .ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ২/৯৩পৃ. ক্রমিক/৬৫৮

৫৪১ . আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ২/২৫২পৃ. হা/৪৯১

৫৪২ . ইমাম সুয়ূতি, লা-আলিল মাসনূআহ, ২/১৫পৃ.

৫৪৩ . ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ২/১৬৫পৃ. ক্রমিক. ১৩৪০

৫৪৪ . ইমাম ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/৪৪৬পৃ.

হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেছেন- وقال أبو زرعة لين الحديث -"ইমাম আবু যারওয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি হাদিসে নরমপন্থী বা শিথিলতা প্রদর্শন কারী ছিলেন।"[৫৪৫]

২. ইমাম যারকশী (ওফাত. ৭৯৪হি.) উল্লেখ করেন-

وَذكر عبد الْحق انه رَوَاهُ بِإِسْنَاد كلهم ثِقَات

-"মুহাদ্দিস আব্দুল হক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন, এই হাদিসের সকল রাবীই সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৫৪৬] এমনকি আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী পর্যন্ত লিখেছেন-

قَالَ السُّيُوطِيُّ: وَثَّقَهُ العجلي وغيره

-"ইমাম সুয়ূতি বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত যেমনটি ইমাম ইজলী এবং অন্যান্যরা বলেছেন।"[৫৪৭] ইমাম সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম ইবনে হাজারের বরাতে উল্লেখ করেন- إسناد ثابت -"এই সনদটি দৃঢ়।"[৫৪৮]

চতুর্থ সনদ ঃ ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আব্দুর রায্যাক এবং বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম)সহ এক জামাত ইমামগণ সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি সুফিয়ান সাওড়ী এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে তারা হযরত আবি হায়্যান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি তার পিতা থেকে তিনি মাওলা শেরে খোদা আলী (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন, মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সালাত হবে না।"[৫৪৯]

সনদ পর্যালোচনা ঃ এটি মাওলা আলী (رضي الله عنه) এর বানী। এই হাদিসটি সহীহ হওয়ার বিষয়ে অনেক ইমাম তাদের গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

وَقد صَحَّ من قَول عَلّي

-"তবে সাহাবী আলী (رضي الله عنه) এর বাণী হিসেবে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে।"[৫৫০] ইমাম সাখাভীও অনুরূপ বলেছেন।[৫৫১] আল্লামা আজলূনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এভাবেই অনেক সহীহ হাদিসকে আলবানী যঈফ জাল বলে দিয়ে গেছে আর তার অনুসারীরা আজ প্রচার করছে।

৫৪৫ . ইমাম ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/৪৪৬পৃ.

৫৪৬ . যারকশী, তাযকিরাহ ফি আহাদিসিল মুশতাহিরাহ, ১/৬০পৃ. আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/৪৪৯পৃ. হা/৩০৭৩,

৫৪৭ . শাওকানী, ফাওয়াইদুল মাজমু'আহ, ১/২১পৃ. হা/২৭

৫৪৮ . সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ৭২৬পৃ. হা/১৩০৯

৫৪৯ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৯৭পৃ. হা/১৯১৫, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩০৩পৃ. হা/৩৪৬৯

৫৫০ .ইমাম ইবনে হাজার, দিরায়া ফি তাখরীজে হিদায়া, ২/২৯৩পৃ. হা/১০৮০

৫৫১ .ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা ...

১৯. জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে হলেও যাও ঃ

তিনি এই হাদিসকে তার গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠায় ৪৭ নং জাল হাদিস হিসেবে উ করেছেন। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২২৭-২৩১ পৃষ্ঠায় আলোচনা ক পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

২০. এক মুহূর্ত রাত জেগে দ্বীনী ইলম শিক্ষা সারা রাত জেগে ইবাদত হতে উত্তম ঃ

তিনি এ বিষয়ক হাদিসকে তার গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় ৪৮ নং জাল হাদিস হিসেবে উ করেছেন। এ বিষয়ে সামনে এবং এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে আলোকপাত করেছি; পাঠকবৃ সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

২১. আলেমদের ঘুমও ইবাদত রূপে গন্য হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

এ বিষয়ক হাদিসকে তিনি ৯১ পৃষ্ঠায় ৫১ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয়ের আপত্তির জবাব আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ইমাম দায়লামী (রহ.) ও ইমাম নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে মারফূ সূত্রে সং করেন।[552] হাদিসটিকে আলবানী পর্যন্ত জাল বলেননি, বরং যঈফ বলেছেন।[553] বিষয়ে আরেকটি সূত্র হল ইমাম দায়লামী (রহ.) আব্দুল-াহ ইবনে আবি আউফা (হতে মারফূ সূত্রে সংকলন করেন। যাই হোক এই বিষয়ে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫ ৫১১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

২২. আলেমের দিকে তাকানো ইবাদত হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

তিনি এ বিষয়ক শুধুমাত্র একটি সূত্র পর্যালোচনা করে এটিকে জাল বলে তার গ্রন্থে পৃষ্ঠায় জাল বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সামনে মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের প্রথম আপত্তিকর বিষয় হিসেবে বিস্তারিত দিয়েছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

২৩. মুরাকাবার বিভিন্ন হাদিস নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান ঃ

তিনি এ বিষয়ে মাত্র একটি সূত্রকে তার গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে জাল বলে উ করেছেন।

আলবানী মুরাকাবা বিষয়ক দুটি বর্ণনাকে জাল বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।[554] করে তিনি যঈফ রাবীকে মিথ্যাবাদী বলে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। এখন আমি এ বিষ যতগুলো হাদিস বর্ণিত আছে তা নিয়ে আপনাদের সামনে আলোকপাত করবো।

---

৫৫২. দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/২৪৭ পৃ. হা/৬৭৩২ এবং আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আ ৪/৩৮৫ পৃ.

৫৫৩. আলবানী, সিলসিলাতুল---যঈফাহ, ১০/২৫১ পৃ. হা/৪৬৯৭

৫৫৪ . আলবানী, সিলসিলাতুল..যঈফাহ, হা/১৭৩

প্রথম বর্ণনা ঃ

ইমাম সুয়ূতি (রহ.) ইমাম আবু শাইখ ইস্পাহানী (রহ.) 'আল-আযমাহ' গ্রন্থ হতে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن مُحَمَّد بْن زَكَرِيَا حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن عَبْد الله الْقُرَشِيَ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن نجيح الْمَلْطِي حَدَّثَنَا عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله: فكرة سَاعَة خَيره مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

-"ইমাম আবু শাইখ (রহ.) যথাক্রমে...ইসহাক বিন নাযিহ থেকে তিনি আতা আল-খুরাসানী হতে তিনি আবু হুরায়রা (রা.) হতে তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, এক ঘন্টা গবেষণা (মুরাকাবা) ৬০ বছরের (নফল) ইবাদতের চেয়েও অতি উত্তম।"[555]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

ড. মানজুরুর রহমান এই হাদিসটিকে তার গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় ৮৭ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মূলত এই হাদিসের সনদটি যঈফ। কেননা উসমান বিন আব্দুল্লাহ এবং তার শায়খ ইসহাক উভয়েই যঈফ। উসমানকে ইমাম বুখারী, ইবনে মাঈন, দারেকুতনী, নাসাঈ (রহ.) তাকে যঈফ বা দুর্বল বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।[556] কেউ কেউ দাবী করেন তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন; তা বাস্তবতার আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম ইবনে মাঈনের কোন ছাত্র এটি তার থেকে শুনেছেন তা প্রমাণিত নয়।[557] দ্বিতীয় রাবী ইসহাক তিনি সকলের ঐকমত্যে যঈফ বর্ণনাকারী।[558] ইসহাকের কোন কোন উস্তাদের বর্ণনা সিকাহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে আদি (রহ.) লিখেন-

عَنْ هِشَامٍ، وهِشام هُوَ ابْنُ حسان، وَهو ثقة.

-"তিনি যখন হিশাম অর্থাৎ তিনি ইবনে হাস্‌সান থেকে বর্ণনা করেন তখন সিকাহ।"[559] কিন্তু আমি গবেষণা করে দেখতে পেলাম যে উক্ত রাবীকে অনেক বড় হাদিসের ইমামরাও সিকাহ বলেছেন। আল্লামা মুগালতাঈ (রহ.) উক্ত রাবীর জীবনীতে লিখেন-

ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتاب «الثقات»

-"ইমাম আবু হাতেম, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর গ্রন্থে বিশ্বস্ত রাবীদের তালিকায় রেখেছেন।"[560] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন-

---

৫৫৫ . ইমাম আবু শাইখ আল-ইস্পাহানী, আল-আযমাহ, ১ম খণ্ড, ২৯৭পৃ., সুয়ূতি, লাআলিল মাসনূআহ, ২/২৭৬পৃ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/১০৬পৃ. হা/৫৭১০, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ২/২৫৭পৃ. হা/৮১৮৭, ইমাম ইরাকী, তাখরিজুল আহাদিসু ইয়াহইয়া, ১/১৭৯৮পৃ.

৫৫৬ . ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৩পৃ. ক্রমিক. ৫৫৩১

৫৫৭ . ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৩পৃ. ক্রমিক. ৫৫৩১

৫৫৮ . ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২০০পৃ. ক্রমিক. ৭৯৫

৫৫৯ . ইমাম আদি, আল-কামিল, ১/৫৩৮পৃ. ক্রমিক. ১৫৫

৫৬০ . ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/১০৬পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

رج ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وأبو علي الطوسي حديثه في «صحاحهم».
-"ইমাম খুযায়মা, ইবনে হিব্বান, হাকেম নিশাপুরী, আবু আলী তূসী তার হাদিস প্রত্যেকের সহীহ হাদিসের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।"[৫৬১] তাই আমি বলবো এই সহীহ না হলেও হাসান হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) উপরের এই দুর্বল সনদটি উল্লেখ করে বলেন-

اقتصر الْعِرَاقِيِّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ عَلَى تَضْعِيفه وَلَهُ شَاهد

-"আমি (সুয়ূতি) বলি, ইমাম ইবনুল ইরাকী তার তাকরীজুল ইয়াহইয়া গ্রন্থে হাদিস শুধু দুর্বল হওয়াকে তিনি নির্ধারণ করেছেন। তবে তার শাহেদ রয়েছে।"[৫৬২]

দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) এবং ইমাম ইবনুল ইরাকী (রহঃ) উপ হাদিসের শাহেদ স্বরূপ ইমাম দায়লামীর একটি সনদ তুলে ধরেন-

الديلمي: أَنبأَنَا أَحْمَد بْن نصر أَنبأَنَا طَاهِر بن ملّة حَدَّثَنَا صَالح بن أَحْمَد حَدَّثَنَا عَلِيّ بن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق النَّيسابوريّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الودكاني حَدَّثَنَا سَعِيد بن سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: تَفَكُّرُ سَاعَةٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَة.

-"ইমাম দায়লামী যথাক্রমে...সাঈদ ইবনে মায়সারা (রহঃ) হতে তিনি বলেন, খাদেমুর রাসূল (ﷺ) হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, রাত দিনের বিবর্তনের মাঝে এক ঘন্টা গবেষণা (মুরাকাবা) করা হাজার বছর ইবাদত হতেও উত্তম।"[৫৬৩]

সনদ পর্যালোচনা ঃ ড. মানজুরুর রাহমান এই হাদিসটিকে তার গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠার নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে আলবানী এই সনটিকেও উপ দুই হাফেজুল হাদিসের সমাধানকে তোয়াক্কা না করে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি তাবেয়ী সাঈদ কে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু কোন আসমা রিজালের কিতাবের উদ্ধৃতি দেননি। অনেক মুহাদ্দিস তাকে যঈফ বলেছেন, যেমন ই বুখারী, ইয়াহইয়া কাত্তান, ইবনে হিব্বান, হাকেমসহ আরও অনেকেই। তবে যেহেতু তাবেয়ী এবং সকল মুহাদ্দিস একমত হয়েছেন তিনি হযরত আনাস থেকে হা শুনেছেন সে হিসেবে তাকে যঈফ রাবীর বেশী কিছু বলা উচিত নয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণনা ঃ

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) নতুন সূত্র সংকলন করেন এভাবে-

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قيام لَيْلَة نَقله الخطابي

৫৬১. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/১০৬পৃ. ক্রমিক. ৪১৪
৫৬২. ইমাম সুয়ূতি, লাআলিল মাসনূআহ, ২/২৭৬পৃ. তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওযুআত, ১৮৮/ ২/
৫৬৩. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ২/৭০পৃ. হা/২৩৯৭, ইমাম সুয়ূতি, লাআলিল মাসনূআহ,
৫৬৪. আলবানী, সিলসিলাতুল..যঈফাহ, হা/১৭৩

-"সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, ১ ঘন্টা গবেষণা (মুরাকাবা) করা সারা রাত দাঁড়িয়ে নামায পড়া হতে উত্তম। এই হাদিসটি ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।"[৫৬৫] এই সনদটি প্রসঙ্গে আমি কিছুই জানতে পারিনি। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী এবং দরবেশ হুত কোন মন্তব্য করেনি। তবে দরবেশ হুত (রহঃ) লিখেছেন- وليس من المرفوع -"আর এটি মারফূ (রাসূলের বাণী) নয়।"[৫৬৬] আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহঃ)ও এই হাদিস উল্লেখ করে লিখেছেন-

أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس موقوفا.

-"ইমাম আবু শাইখ (রহঃ) তার আল-আযমাত গ্রন্থে (মাওকুফ) সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বক্তব্য হিসেবে সংকলন করেছেন।"[৫৬৭]

৫ম বর্ণনা ঃ

আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহঃ) সংকলন করেন-

تفكر ساعة خير من قيام ليلة. صالح بن أحمد في كتاب التبصرة عن أنس مرفوعا

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ১ ঘন্টা গবেষণা (মুরাকাবা) করা সারা রাত জেগে দাঁড়িয়ে ইবাদত করা হতে অতি উত্তম। ইমাম সালেহ ইবনু আহমাদ (রহঃ) তার কিতাবুল তাবসিরাত গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে সংকলন করেন।"[৫৬৮]

৬ষ্ঠ বর্ণনা ঃ

আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহঃ) আরেকটি সনদ সংকলন করেন সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি বলেন-

التفكر في عظمة الله وجنته وناره ساعة خير من قيام ليلة وخير الناس المتفكرون في ذات الله، وشرهم من لا يتفكر في ذات الله

-"আল্লাহর মহাত্ব, জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে এক মুহূর্ত ফিকির (গবেষণা) করা সারা রাত জেগে ইবাদত করা হতে উত্তম। সবচেয়ে উত্তম মানুষ হল যারা আল্লাহর জাত নিয়ে গবেষণা করে এবং সবচেয়ে খারাপ মানুষ হল যারা আল্লাহর জাত নিয়ে গবেষণা (মুরাকাবা) করে না।"[৫৬৯] আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহঃ)ও এই হাদিস উল্লেখ করে লিখেছেন-

أبو الشيخ عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس

-"ইমাম আবু শাইখ (রহঃ) যথাক্রমে এই হাদিসটি নাহশাল থেকে তিনি যাহ্হাক (রহঃ) থেকে তিনি সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেননি।"[৫৭০]

৫৬৫. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ ফি আখবারুল মাওযুআত, ১৬৩পৃ. হা/১৪১
৫৬৬. দরবেশ হুত, আসনাউল মাতালিব, ১/১১৩পৃ. হা/৫০০
৫৬৭. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/১০৭পৃ. হা/৫৭১১
৫৬৮. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/১০৭পৃ. হা/৫৭১১
৫৬৯. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/১০৭পৃ. হা/৫৭১২
৫৭০. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/১০৭পৃ. হা/৫৭১২

মানজুরুর রহমান এই হাদিসকে তার গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় ৮৬ নং জাল হাদিস হি
উল্লেখ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থের যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের একজনও
হাদিসটিকে জাল বলেননি। তিনি শুধু শুধু তাদের নাম ব্যবহার করেছেন। তবে
সনদটি যঈফ; যেহেতু রাবী নাহাশাল রয়েছেন।

সপ্তম বর্ণনা ঃ

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) সংকলন করেন-

أَبُو الشَّيْخ فِي العظمة حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى المَرْوَزِيّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن الْمُنْذر يَحْيَى بْن المتَوَكل أَبُو عقيل عَنْ عَمْرو بْن قيس المْلَائِي قَالَ بَلغنِي أَن: تفكر سَاعَة من عمل دهر مِنَ الدَّهْر

-"ইমাম আবু শাইখ (রহ.) তার আযমাহ গ্রন্থে যথাক্রমে...তাবে-তাবেয়ী হযরত আ
বিন কায়েস মালায়ে (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট পৌছেছে যে, কোন ব্যক্তি ১ ঘ
গবেষণা (মুরাকাবা) করা এক যুগ ইবাদত করা হতে অতি উত্তম।"[৫৭১]

হযরত আমর বিন কায়েস (১৪৬ হি.) সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেছেন- من أَوْلِيَاء الله.
"তিনি ছিলেন একজন হাফেজুল হাদিস, আল্লাহর ওলীদের একজন।"
ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেছেন-

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ثِقَةٌ، مَأْمُوْنٌ. وذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ.

-"হাফেজুদ্দুনীয়া ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) বলেন, তিনি ছিলেন সিকাহ বা বিশ্ব
নিরাপদ এবং সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) তার কথা উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন।"[৫৭৩]

অষ্টম বর্ণনা ঃ

আল্লামা মোল্লা আলী, আজলূনী, দরবেশ হুত (রহ.)সহ এক জামা'আত ইমাম
উল্লেখ করেন-

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

-"১ ঘন্টা গবেষণা (মুরাকাবা) করা ১ বছর ইবাদত করা হতে অতি উত্তম।"[৫৭৪]
তারা এই উক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন-

هُوَ مِنْ كَلَامِ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى

-"এটি বিখ্যাত দার্শনিক, ওলী, ইমাম সিররী সাকতী[৫৭৫] (রহ.) এর নূরাণী বাণী।"
আল্লাহ এই সমস্ত ধোঁকাবাজদের থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন। যারা এতগুলো
সূত্রে বর্ণিত থাকার পরেও তাকে জাল বলে।

---

৫৭১. ইমাম সুয়ূতি, লাআলিল মাসনূআহ, ২/২৭৬পৃ.
৫৭২. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/৩১০পৃ. ক্রমিক. ১১২
৫৭৩. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/৩১০পৃ. ক্রমিক. ১১২
৫৭৪. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ, ১৬৩পৃ. হা/১৪১, এবং আল-মাসনূ ফি মারিফাতুল মাওদু, ৮২পৃ. হা/৯৪, দরবেশ হুত, আসনাউল মাতালিব, ১/১১৩পৃ.হা/৫০০, আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৩১০পৃ. হা/১০০৪

২৪. আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র ঃ

এই বিষয়ক অনেক সূত্র থাকতে তিনি মাত্র একটি সূত্রকে উল্লেখ করে এটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ সেটিও জাল নয় যা আমি আবদুল মালেক সাহেবের জবাবে প্রথম প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। আমি এখানে আবার বিষয়টি দ্বিতীয়বার উল্লেখ করে কিতাব দীর্ঘায়িত করতে চাই না। অপরদিকে এ বিষয়ে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৭২-৪৭৬ পৃষ্ঠায়ও আলোচনা করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

২৫. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে বড় জিহাদ ঃ

এ বিষয়ক একটি বর্ণনা-

أَشَدُّ الْجِهَاد جِهَادُ الْهَوَى

-"সবচেয়ে বড় জিহাদ হল নফসের (প্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ। এটিকে তিনি তার গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় ৫৭ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি এটিকে জাল হিসেবে প্রমাণ করার জন্য লিখেছেন-"আবু নু'আইম ইস্পাহানী হিলইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে এ হাদিসটিকে মিথ্যা বানোয়াট বলে সাব্যস্ত করেছেন।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি ড. মানজুরুর রহমান সাহেবকে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সময় দিলাম যে আপনি কখন দেখাবেন যে ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী (রহ.) তার এ গ্রন্থে জাল তো বহু দূরের কথা যঈফ বলেছেন তা পারলে দেখাবেন। তিনি কতবড় ধোঁকাবাজ যে এই মিথ্যাচারের পিছনে সেই গ্রন্থের ৩৬২ নং টীকায় পৃষ্ঠা, খন্ড নাম্বারও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

পাঠকবৃন্দ! ইমাম আবু নু'য়াইম (রহ.) মূলতঃ হাদিসটির বিষয়ে তার গ্রন্থে কী উল্লেখ করেছেন এখন আমরা তা পর্যালোচনা করবো।

তিনি সংকলন করেন-

أَخْبَرَنِي جَعْفَرٌ، وَحَدَّثَنِي عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ، يَقُولُ: أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى

-"তিনি যথাক্রমে ইবরাহিম বিন বাশ্শার (রহ.) থেকে তিনি বলেন, আমি ইবরাহিম বিন আদহাম (রহ.) কে বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে কঠিন জিহাদ হল নিজের প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা।"[৫৭৭]

---

৫৭৫. ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন তিনি বিশ্বস্ত বাগদাদের বিখ্যাত আবেদদের একজন। (ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৮/৩০১পৃ. ক্রমিক. ১৩৫৬৬)
৫৭৬. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ, ১৬৩পৃ. হা/১৪১, এবং আল-মাসনূ ফি মা'রিফাতুল মাওদু, ৮২পৃ. হা/৯৪, দরবেশ হুত, আসনাউল মাতালিব, ১/১১৩পৃ.হা/৫০০, আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৩১০পৃ. হা/১০০৪
৫৭৭. আবু নু'য়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৮ পৃ., দারুল কিতাব আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০৯ হি.

বুঝতে পারলাম তিনি এটিকে ওলীদের বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর উক্ত লিখক লিখেছেন যে, তিনি হাদিসটিকে মিথ্যা বানোয়াট বলেছেন, কতবড় মিথ্যা তিনি আপনারাই দেখুন। নিম্নের হাদিসটিকে তার গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় জাল বলে করেছেন। অথচ সনদটি 'হাসান'।

ইমাম বায়হাকী (রহ.), ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) সংকলন করেন-

بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ غُزَاةٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ. قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَالَ: مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ

-"বায়হাকী যথাক্রমে ঈসা ইবনু ইবরাহিম (রহ.) থেকে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু ই (রহ.) থেকে তিনি লাইস থেকে তিনি আতা (রহ.) থেকে তিনি হযরত জাবের হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) একদা এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বললেন, এখন ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। সাহাবীগণ ফরমালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বড় জিহাদ কোনটি? রাসূল (ﷺ) বললেন, বান্দার কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ।"[৫৭৮]

সনদ পর্যালোচনা : ইমাম সুয়ূতি, মানাভী, ইরাকী, আযলূনী, মোল্লা আলী ক্বারী, তা পাটনী সহ এক জামাত হাদিসের ইমামগণ ইমাম বায়হাকীর উপর ভিত্তি করে সনদটিকে যঈফ বলেছেন।[৫৭৯]

কিন্তু আলবানী সকল ইমামদের অভিমতকে হেয় করে নিজেকে বড় মুহাদ্দিস সাজ গিয়ে তিনি এই হাদিসকে মুনকার বা বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[৫৮০] প্রকৃত হাদিসটি 'হাসান'। আলবানী ছাড়া আর কোন ইমামগণ মুনকার বলেননি। সে দাবী করেছে যে, এই সনদের অন্যতম রাবী 'ঈসা ইবনু ইবরাহিম' (ওফাত ১২৮

৫৭৮. ইমাম বায়হাকী, আয-যুহদুল কাবীর, ১/১৬৫ পৃ. হা/৩৭৩; খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১০/ পৃ. ক্রমিক. ৭২৯৭; ইমাম ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া, ৩৯ পৃ.; ইমাম গাযযালী, ইহ্ইয়াউল উলূম, ২/ ৩/৭ পৃ. এবং ৩/৬৬ পৃ. এবং মিযানুল আমাল, ২৩৯ পৃ.; মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআত, ১ হা/২১১; তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওযুআত, ১৯১ পৃ.; ইমাম সুয়ূতি, আদ্-দুররুল মুনতাসিরা আহাদিসিল মুশতাহিরাহ, ১/১১ পৃ.; ইমাম সয়ূতি, জামেউস-সগীর, হা/৮৫১০, ইবনে রযব হাম্বলী, উলূম ওয়াল হিকম, ২/৫৮৩ পৃ. ইবনে বাত্তাল, শরহে বুখারী, ১০/২১০ পৃ. সুয়ূতি, শরহে সুনানে ইবনে ১/২৮২ পৃ. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ১/১০৫ পৃ., ১/১০৮ পৃ., ২/৬০৭ পৃ., ২/৭৭৪ পৃ., ৬/২৪ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন; জুরকানী শরহে মুয়াত্তা, ১/৫৫৮ পৃ.; মানাভী ফয়যুল কাদীর, পৃ. হা/৬১০৭; ইমাম ইরাকী, তাখরিজু আহাদিসু ইহ্ইয়া, ১/৮৮২ পৃ.; মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৪/ হা/১১২৬০, ৪/৬১৬ পৃ. হা/১১৭৭৯; আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৪২৪ পৃ. হা/১৩৬২,

৫৭৯. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআত, ১৯১ পৃ. হা/২১১; তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাও ১৯১ পৃ.; ইমাম সুয়ূতি, আদ্-দুররুল মুনতাসিরাহ ফি আহাদিসিল মুশতাহিরাহ, ১/১১ পৃ.; ইমাম জামেউস-সগীর, হা/৮৫১০, মানাভী ফয়যুল কাদীর, ৪/৫১১ পৃ. হা/৬১০৭; ইমাম ইরাকী, তাখরিজু ইহ্ইয়া, ১/৮৮২ পৃ., আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৪২৪ পৃ. হা/১৩৬২,

৫৮০. আলবানী, সিলসিলাতুল---যঈফাহ, ৫/৪৭৮ পৃ. হা/২৪৬০

আপত্তিকর। আমি বলি ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাকে صدوق -তথা সত্যবাদী বলেছেন।[৫৮১] ইমাম বুখারী জীবনী উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করেননি।[৫৮২] ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনী উল্লেখ করে শুরুতেই লিখেছেন- صدوق -তিনি সত্যবাদী ছিলেন।[৫৮৩] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ -"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৫৮৪] বুঝা গেল তার হাদিস গ্রহণযোগ্য। সুনানে আবু দাউদ তার হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[৫৮৫] তারপর আলবানী দাবী করেছেন যে, এই সনদের অন্যতম রাবী লাইস ইবনু আবি সুলাইম যঈফ এবং সমালোচিত রাবী। আমি বলি তার 'হাদিস' হাসান পর্যায়ের। ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন- محدث الكوفة -"তিনি কুফার একজন মুহাদ্দিস ছিলেন।"[৫৮৬] ইমাম যাহাবী লিখেছেন-

حَدَّثَ عَنْهُ: الثَّوْرِيُّ، وَزَائِدَةُ، وَشُعْبَةُ

-"তার থেকে ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী, যায়েদাহ এবং আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস ইমাম শু'বা (রহ.) হাদিস গ্রহণ করেছেন।"[৫৮৭]

সকল মুহাদ্দিস একমত যে, ইমাম শু'বা কোন যঈফ রাবী হতে হাদিস বর্ণনা করেননি। তাই এই হাদিস কমপক্ষে হাসানের মর্যাদা রাখে। যাহাবী উল্লেখ করেন-

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْ لَيْثٍ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

-"ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) কে লাইল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৫৮৮] তিনি আরও লিখেন ইমাম আবু হাতেম বলেন- يكتب حديثه -"তার হাদিস লিপিবদ্ধ যোগ্য।"[৫৮৯] যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন

وقال الدارقطني: كان صاحب سنة

-ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন।"[৫৯০]

যাহাবী আরও উল্লেখ করেন-

وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ)، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ

৫৮১. ইবনে হাজর, তাক্বরিবুত তাহযিব, ৪৩৮ পৃ. ক্রমিক. ৫২৮৪
৫৮২. বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৬/৪০৭ পৃ. ক্রমিক: ২৮০১
৫৮৩. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৩১০ পৃ. ক্রমিক: ৬৫৪৯
৫৮৪. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৫৫ পৃ. ক্রমিক: ৩৬৯
৫৮৫. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৫৫ পৃ. ক্রমিক: ৩৬৯
৫৮৬. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/১৭৯ পৃ. ক্রমিক: ৮৪
৫৮৭. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/১৭৯ পৃ. ক্রমিক: ৮৪
৫৮৮. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/১৮১ পৃ.
৫৮৯. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/১৮১ পৃ., ইবনে হাজর, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৪৬৭ পৃ.
৫৯০. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/১৮১ পৃ., ইবনে হাজর, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৪৬৭ পৃ.

-"ইমাম বুখারী তার হাদিসের সাক্ষ্য দিয়েছেন সহীহ বুখারীতে এবং ইমাম মুসলি... হাদিস সহীহ মুসলিমে এনেছেন।"[৫৯১] যাই হোক তার হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের... ইজলী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

لَيْث بن أَبِي سليم كوفي جَائِز الحَدِيث وَقَالَ مرَّة لَا بَأْس بِهِ

-"লাইস বিন আবি সুলাইম তিনি কুফার অধিবাসী তার হাদিস গ্রহণ করা বৈ... বর্ণনায় তিনি বলেছেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৫৯২]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন-

وقال بن شاهين في الثقات قال عثمان بن أبي شيبة ليث صدوق

-"ইমাম ইবনে শাহীন তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। ইমাম উসমা... আবি শায়বাহ (রহ.) বলেন, লাইস সত্যবাদী।"[৫৯৩]

তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال بن سعد كان رجلا صالحا عابدا -"ইমাম ইবনে... (রহ.) বলেন, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি, আবেদ ছিলেন, হাদিসে দুর্বলতা ছিল।"[৫৯৪] ...গেল এই হাদিসটির সনদের মান 'হাসান' তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় সূত্র : আল্লামা মোত্তাকী হিন্দী (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থে ইমাম ইবনে ন... (রহ.) এর সূত্রে হযরত আবু যার গিফারী (রা.) হতে মারফূ সূত্রে সংকলন করেন-

أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه في الله وهواه

-"কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় জিহাদ হল, আল্লাহ দেখেন কে ... কারণ জেনে নফসের বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা।"[৫৯৫] এই সনদকে... আপত্তিকর বলেছে বলে আমি পাইনি।

তৃতীয় সূত্র : ইমাম তিরমিযি (রহ.) হযরত ফাদ্বালাহ ইবনে উবায়দ (রা.) বলে...

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.

-"আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, সেই প্রকৃত মুজাহিদ যে নিজের ন... বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"[৫৯৬] ইমাম তিরমিযি (রহ.) এই হাদিস সংকলন করে... সনদের মান সম্পর্কে বলেন- وحديث فضالة حديث حسن صحيح -"হযরত ফা... (রা.) এর হাদিসটি হাসান, সহীহ।"[৫৯৭] আল্লামা মানাভী (রহ.) হাদিস... লিখেন-

৫৯১. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/১৮১ পৃ.
৫৯২. ইমাম ইজলী, তারিখুস্-সিকাত, ২/২০১ পৃ. ক্রমিক: ১৫৬৭
৫৯৩. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৪৬৮ পৃ. ক্রমিক. ৮৩৫
৫৯৪. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৪৬৮ পৃ. ক্রমিক. ৮৩৫
৫৯৫. মুত্তাকী, হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৪/৪৩০ পৃ. হা/ ১১২৬১ তিনি ইবনে নাজ্জারের সূত্রে। এবং ৪/৬১৬ পৃ. হা/১১...
৫৯৬. তিরমিযি, আস্-সুনান, ৩/২১৭ পৃ. হা/১৬২১; আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক, কিতাবুয্-যুহদ, ২/৩... বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১০/৩৫৩ পৃ. হা/ ২৬১৭; মুস্তাদরাক লিল হাকেম, ১/৫৪ পৃ. হা/২৪
৫৯৭. তিরমিযি, আস্-সুনান, ৩/২১৭ পৃ. হা/১৬২১, একটি আলবানী এই সনদটিকে সহীহ বলে ... করেছেন। আলবানী, সহিহুল তিরমিযি, হা/১৬২১

قال العلائي حديث حسن وإسناده جيد-

-"আল্লামা আ'লায়ী (রহ.) বলেন, এই সনদটি হাসান এবং শক্তিশালী।"[৫৯৮] ইমাম হাকেম এটিকে সহীহ মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ। আর যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম ইরাকী তার সমাধানকে মেনে নেন।[৫৯৯]

২৬. হাকীকত, তরীকত, মা'রিফত প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি ঃ

ড. মানজুরুর রহমান তার গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠায় ৫৯ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি হল-

الشَرِيْعَةُ شَجَرَةٌ وَ الطَّرِيْقَةُ أغصانها والمعرفة أوراقها و الحقيقة ثمرها

-"শরী'আত একটি বৃক্ষ, তরীকত তার শাখা, মা'রিফাত তার পাতা এবং হাকীকত তার ফল।"[৬০০]

তিনি লিখেছেন যে, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এই হাদিসকে মিথ্যা বলেছেন তাই এটি জাল। পাঠকবর্গ! আমরা কি ওলীকূল শিরমনী তাকে মানবো না যে রাসূল (ﷺ) এর শানে অসংখ্য সহীহ হাদিসকে 'হাদিসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে জাল আখ্যায়িত করেছেন তাকে মানবো?

২৭. ওলীগণ কবরে জিন্দা ও সেখানে তারা ইবাদতে রত ঃ

এই বিষয়ক একটি হাদিস উল্লেখ করে তিনি দাবী করেছেন যে, ওলীরা কবরে জীবিত এ বিষয়টি নিয়ে তিনি লিখেন-"ওলীগণের কথা বানোয়াট মিথ্যা।" (উক্ত গ্রন্থ পৃ: ১০৩) এ কথাটি সরাসরি কোন হাদিসে শব্দ না হলেও এর মমার্থ সঠিক। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন-

لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا يَمُوتُونَ، وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [آل عمران: ١٦٩] الْآيَةَ.

-"নিশ্চয় আল্লাহর ওলীরা মৃত্যুবরণ করেন না; বরং এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থান্তরিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদের তোমরা কখনো মৃত জ্ঞান করোনা বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত এবং রিযিক প্রাপ্ত হন।" (সূরা আলে-ইমরান, ১৬৯)।"[৬০১] তাই আল্লাহর ওলীগণ শহীদগণ থেকে উত্তম।

আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৪৪-৫৫০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৫৯৮. মানাভী, ফয়যুল ক্বাদীর, ৬/২৫২ পৃ. হা/৯১৭৫
৫৯৯. ইরাকী, তাখরিজু আহাদিসু ইহ্ইয়া, ১/৭১১ পৃ.
৬০০. গাউছে পাক আবদুল কাদের জিলানী, সিররুল আসরার, ৬১ পৃ.
৬০১. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাতুল মাফাতিহ, ৪/১৫৮২পৃ. হা/২২৮৮, আল্লাহ তা'লার নাম অধ্যায়, প্রথম প্রকাশ. ১৪২২হি.

২৮. আমার সাহাবীগণ তারকাতুল্য যে কোন একজনকে অনুসরণ ক... সে সুপথ পাবে ঃ

এই হাদিসটিকে তিনি তার গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় ৬১ নং জাল হাদিস হিসেবে উ... করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে আমি যা বুঝলাম তিনি গবেষণাই করেননি।
তিনি লিখেছেন এই বিষয়ক হাদিসকে ইমাম ইবনুল বার্ (রহ.) নাকি জাল বলে... আমি বলবো কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম আপনি তার কিতাব খুলে দেখান তি... হাদিসকে জাল বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কী বলেছেন তা সমানে আলোচনা কর... আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল... সংশোধন' গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় এ হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-"উল্লেখিত কথা... মুহাদ্দিসগণ জাল ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন।" এ কথাটি লিখে তিনি ক... ভুয়া কিতাবের তালিকা দিয়েছেন যেখানে তারা এমনটি কিছুই বলেননি। ইমাম আ... বার্ ও ইমাম দারাকুতনী (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থে সংকলন করেন-

...أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، ...عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ، ثنا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ غُصَيْنٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ...عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ ...اقْتَدَيْتُمْ

-"হারেস ইবনু গুছাইন তিনি আ'মাশ (রহ.) থেকে তিনি আবি সুফিয়ান থেকে... হযরত জাবের (রা.) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমার সাহা... তারকাতুল্য, যে তাদের কোন একজনকেও অনুসরণ করবে সুপথ পাবে।"[৬০২] ... হাদিস ও বাতিলপন্থীগণ দলিল দেন যে এই হাদিসটি সংকলন করে ইমাম ইবনু... (রহ.) লিখেছেন যে-

...لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الْحَارِثَ بْنَ غُصَيْنٍ مَجْهُولٌ

-"এই সনদটি হুজ্জাত হিসেবে দাঁড় করানোর মত নয়, কেননা, এই সনদে হারেস... গুছান অপরিচিত রাবী।"[৬০৩]
আমি বলি বাস্তবতার আলোকে আমরা গবেষণা করে দেখি যে, তিনি মাজহ... অপরিচিত নয়। ইমাম আবদুল বার্ (রহ.) এমনটি উল্লেখ করলেও অনেকে... তাকে সিকাহ এবং পরিচয় তুলে ধরেছেন। কিন্তু আহলে হাদিস আলবানী এই... বুঝে এই হাদিসকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।"[৬০৪]
আমি বলি ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেন-

৬০২. ইমাম ইবনুল বার্, জামিউল বায়ানুল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, ২/৯২৫ পৃ. হা/১৭৬০, ইমাম দারা... মুয়াতালাফ ওয়াল মুখতালাফ, ৪/১৭৭৮পৃ.
৬০৩. ইমাম ইবনুল বার্, জামিউল বায়ানুল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, ২/৯২৫ পৃ. হা/১৭৬০
৬০৪. আলবানী, সিলসিলাতুল---দ্বঈফাহ, ১/১৪৪ পৃ. হা/৫৮

عن الأعمش. وعنه سلام بن سليم. قال ابن عبد البر في كتاب العلم: مجهول.... روى عن جعفر الصادق ....وذكره ابنُ حِبّان في الثقات وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي.

-"তিনি তাবেয়ী আ'মাশ (রহ.) থেকে হাদিস শুনেছেন, তাঁর থেকে সাল্লাম বিন সুলাইম হাদিস বর্ণনা করতেন, ইমাম ইবনুল বা্র (রহ.) তার কিতাবুল ইলম গ্রন্থে বলেন, তিনি মজহুল। ....তিনি ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) থেকে হাদিস শুনেছেন। ....আর ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন। এবং আরও বলেছেন, তাঁর থেকে হুসাইন ইবনে আলী জু'ফী (রহ.) হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[৬০৫]
উসূলে হাদিসের দাবী হল একজন মুহাদ্দিস যদি দুই বা দুইয়ের অধিক সিকাহ রাবী হতে হাদিস বর্ণনা করেন এবং তাঁর থেকে পরিচিত দুইজন মুহাদ্দিস যদি হাদিস গ্রহণ করেন তাহলে তাকে মজহুল বলা যাবে না। আর ইমাম ইবনে হিব্বানতো তাকে সিকাহই বলেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন-

عَنْ: عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَمَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ.

وَعَنْهُ: شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، وَحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ.

-"তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে সায়িব, মানছুর, হুছাইন (রহ.) থেকে হাদিস শুনেছেন। তার থেকে শিহাব ইবনু খার্‌রাস, হুসাইন জু'ফী, ই'য়ালা ইবনু উবায়দ, মুহাম্মদ ইবনু জা'ফর মাদায়ীনী হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[৬০৬] ইমাম দারাকুতনী (রহ.) আরও অনেক তাঁর উস্তাদ ও ছাত্রের তালিকা পেশ করেছেন।[৬০৭] তাই বুঝতে পারলাম যে, ইমাম ইবনুল বা্র (রহ.) এর কথার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সনদের রাবী সুপরিচিত এবং সিকাহ রাবী। ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) তার এক গ্রন্থে উক্ত রাবীর গ্রহণযোগ্যতা এবং তার উস্তাদ এবং শিষ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছেন।"[৬০৮]
এমনকি ইমাম বুখারী (রহ.) তাকে মাজহুল না বলে তার পরিচয় তুলে ধরেছেন।[৬০৯] ইমাম যাহাবী তার পৃথিবী বিখ্যাত গ্রন্থে তার বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছেন।[৬১০] এমনকি ইমাম ইবনে হাজারও তাকে সিকাহ হিসেবে আলোচনা করেছেন।[৬১১]
আহলে হাদিস আলবানী আরও দাবী করেছেন যে, এই সনদের আরেক রাবী সাল্লাম বিন সুলাইমকে বাতিল রাবী। তিনি লিখেছেন-

سلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك

৬০৫. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৮/১৮১ পৃ., ক্রমিক: ১২৮৬৭; আলবানী, সিলসিলাতুল...দ্বঈফাহ, ১/১৪৫ পৃ. হা/৫৮; ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ২/৫২৪ পৃ. ক্রমিক: ২০৫২
৬০৬. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৩২৪ পৃ. ক্রমিক: ৫৪
৬০৭. ইমাম দারাকুতনী, মুয়াতালাফ ওয়াল মুখতালাফ, ৪/১৭৭৮পৃ.
৬০৮. খতিবে বাগদাদী, তালখিছুল মুতাশাবাহ, ২/৭৩৩ পৃ.
৬০৯. ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ২/২৭৮ পৃ. ক্রমিক: ২৪৫৮
৬১০. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৩২৪ পৃ. ক্রমিক: ৫৪
৬১১. ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ২/৫২৫ পৃ. ক্রমিক: ২০৫২, তাক্বরিবুত-তাহযিব,

..., আর আমার মনে হয়
তিনি বানিয়েছেন।"[৬১২]
পাঠকবর্গ! সে যে কতবড় দাজ্জাল তা অনুধাবন করুন। ইমাম ইবনে হিব্বান
তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।[৬১৩]
ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ.

-"ইমাম ইবনে মাঈন বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম ... হাতেম বলেন, তিনি সত্যবাদী।"[৬১৪] ইমাম মিয্যী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

النَّسَائِيُّ فِي "الكنى": أخبرنا العباس بْن الْوَلِيد، قال: حَدَّثَنَا سلام بْن سُلَيْمان، ثقة

-"ইমাম নাসাঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার কুনী গ্রন্থে লিখেন, আমাকে আব্বাস ইবনুল ... বলেন, সাল্লাম ইবনু সুলাইমান সিকাহ।"[৬১৫] তাই আলবানীর মুখোশ উন্মোচন ... গেল। এই বিষয়ে এখানে আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। কেননা ... বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৩৪-২৪১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আরও অনেক ... মাধ্যমে আলোকপাত করেছি। পাঠকবর্গের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

২৯. আমি ইলমের শহর আলী তার দরজা :

তিনি এই হাদীসটিকে তার গ্রন্থের ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠায় ৬২ নং জাল হাদিস হিসেবে ... করেছেন। এই হাদিসকে জাল বলার ভিত্তি সে হুবহু তার উস্তাদ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবকে অনুসরণ করে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ... খণ্ডের ২০১ পৃষ্ঠায় যেহেতু বিস্তারিত আলোকপাত করেছি, সেহেতু দ্বিতীয়বার ... আলোচনা করতে চাই না। তবে সর্বশেষ বলবো যে, হাফেজুল হাদিস ইমাম ইবনে ... হাজার আসকালানী যে হাদিসকে হাসান বলে ফাতওয়া দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে আমার ... কোন কাট মোল্লার কথা শুনার সময় নেই।

৩০. যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (ﷺ) কে সম্মান করবে সে যেন ইসলামকে ... জীবিত করল:

এই হাদিসকে তিনি তার গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠায় ৬৩ নং জাল হাদিস হিসেবে ... করেছেন। এই হাদিসকে জাল বলার সপক্ষে তিনি আজলূনী ও আহলে ... আলবানীর দলিল দিয়েছেন, তাও মিথ্যা। কেননা তাদের কেহ এই হাদিসটিকে ... বলবেন তো দূরের কথা হাদিসই উল্লেখ করেননি। তিনি ১০৭ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

قَالَ السُّيُوطِي: لَا أَعْرِفُهُ. قَالَ الأَلْبَانِي: لَا أَصْلَ لَهُ

---

৬১২. আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ১/১৪৫ পৃ. হা/৫৮
৬১৩. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৬/৪১৬ পৃ. ক্রমিক: ৮৩৬৪, আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমাল ... তাহযিবুল কামাল, ৬/১৭৭ পৃ. ক্রমিক: ২৩০৮
৬১৪. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৬৬৭পৃ. ক্রমিক. ১১০
৬১৫. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১২/২৮৭পৃ. ক্রমিক. ২৬৫৬

-"ইমাম সুয়ূতি বলেন, এটিকে আমরা চিনি না, আলবানী বলেন, এটির কোন ভিত্তি নেই।" নাউযুবিল্লাহ
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি এই আরবী ইবারত উল্লেখ করে ইমাম সুয়ূতি, এমনকি আলবানীর নামেও মিথ্যাচার করেছেন। আমি তাকে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সময় দিলাম, আপনি উত্তর দিন অথবা কিতাব খুলে দেখান এই হাদিসকে ইমাম সুয়ূতি তার কোন গ্রন্থে এই উক্তি বলেছেন। আর আলবানীর ইবারত যয়ীফুল জামেউস সাগীর খুলে দেখানোর অনুরোধ রইল।[৬১৬]
এই হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৬৯-১৭২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৩১. দূরের দরূদ পাঠকারীর আওয়াজ রাসূল (ﷺ) এর শুনা প্রসঙ্গঃ

তিনি এ প্রসঙ্গে একটি বিকৃত বর্ণনা তার গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় ৬৫ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না; এ সম্পর্কে জানতে আপনারা এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৫৯-১৬৮ পৃষ্ঠায় দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৩২. লাইলাতুল মি'রাজ এর রাতে নফল নামায পড়া প্রসঙ্গেঃ

তিনি তার গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন- **"নফল সালাত (মি'রাজ উপলক্ষে) আদায়ের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদিস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।"**
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি এ কথার পিছনে যদি একজন গ্রহনযোগ্য মুহাদ্দিসদের অভিমত পেশ করতেন, তাহলেও আমি বুঝতে পারতাম যে, এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন।
এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমি এ গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৬৬-২৭০ পৃষ্ঠায় করেছি।

৩৩. রাসূল (ﷺ) নিরক্ষর ছিলেন প্রসঙ্গঃ

তিনি তার গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠায় জোর করে রাসূল (ﷺ) কে নিরক্ষর করতে চেয়েছেন। কিন্তু পারেননি, কারণ তার সপক্ষে যে কোন গ্রহণযোগ্য দলিল নেই। এ বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২১৯-২২৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৩৪. আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আলাইহিস সালাম) মাটি ও পানির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেনঃ

এটিকে তার গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠায় ৬৮ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেন। তার আপত্তির জবাব আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৪৬ পৃষ্ঠায় দিয়ে ফেলেছি। পাঠকবর্গের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তবে তিনি যে লিখেছেন- "হাদিসটির সনদ আপত্তিকর ও অত্যন্ত দুর্বল সাব্যস্ত।"

---

৬১৬. আলবানীর যঈফুল জামেউস সাগীর খুলে আপনারা দেখুন, আলবানী এই হাদিস উল্লেখই করেননি।

আমি বলবো সনদের কোন রাবীটির কারণে এই হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল, প্র আমাদেরকে দেখান, সময় দিলাম কিয়ামত পর্যন্ত।

৩৫. আমি সৃষ্টিতে সকল নবীর প্রথম প্রেরণে সবার শেষে :

এটিকে তিনি তার গ্রন্থের ১০৯ পৃষ্ঠায় রাসূলের নামে মিথ্যা বর্ণনা বলে উল্লেখ করে এ হাদিসটিকে তিনি তার গ্রন্থের ৬৯ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন এই হাদিসকে জাল বলার পিছনে ৭ জন আলেমের নাম পেশ করেছেন। আমি আ যে, তার উল্লেখিত একজন আলেমও এই হাদিসকে মিথ্যা বলেননি। মুহাদ্দিসদের ন কতবড় মিথ্যাচার করতে পারলেন! আমার ভাবতেও অবাক লাগে। কী জবাব দি তিনি হাশরের ময়দানে? আমি তাকে সাদরে আমন্ত্রন জানাবো যে, আপনি য কিতাবের নাম এবং তাদের কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন সত্যই কী আপনি ত কিতাব থেকে দেখাতে পারবেন?

আপনি যাদের কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে ভুয়া তাহকীককারী হ আলবানী। অথচ সেও এই হাদিসকে শুধুমাত্র যঈফ বলেছেন।[৬১৭]

তিনি আলবানীর যয়ীফুল জামিউস সাগীর গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন। অথচ তিনি সে শুধু যঈফ বলেছেন।[৬১৮]

বুঝা গেল তিনি তার ইমাম আলবানীর নামেও মিথ্যাচার করেন। এই সনদে কে আপত্তিকর রাবী নেই। এই সনদেরর াবী সাঈদ ইবনে বাশীর রাবী হিসেবে গ্রহণযো যা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবদুল মালেক সাহেবের জবাবে উল্লেখ করেছি। রাসূল (নবীদের মধ্যে নয় তিনি বাবা আদমের পূর্বে সৃষ্টি। ইমাম ইবনে সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফা ২০৭হি.}একটি হাদিস সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ... الْكِلَابِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. صلى الله عليه وسلم : ... أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ

-"হযরত কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমাদেরকে জানানো হয়েছে, আল্লাহর র (ﷺ) এরূপ বলেছেন, সৃষ্টির মধ্যে আমিই প্রথম মানুষ এবং প্রেরিত হয়েছি স শেষে।"[৬১৯] আহলে হাদিসদের ইমাম এবং ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র আল্লামা হাফেজ ই কাসির (রহ.) {ওফাত. ৭৭৪হি.}একটি হাদিস সংকলন করে লিখেন- ثَبْتٌ وَأَصَحُّ

-"এই সনদটি প্রমাণিত ও অধিক সহীহ।"[৬২০] তাই আদম (আলাইহিস সালাম)-এরই পূর্বেই রাসূল (ﷺ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৪৮-২৫১ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। আল্লাহ আমাদেরকে এই ধোঁকাবাজদের থেকে আমাদের ঈমানকে হিফাযত করুন। আমিন

৩৬. রাসূল (ﷺ) কে সৃষ্টি করা না হলে মহা বিশ্ব কিছুই সৃষ্টি হত না ঃ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তার গ্রন্থের ১০৯ পৃষ্ঠায় ৭০ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি নিয়ে আমি আমার এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১০৬-১২৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। পাঠকবৃন্দকে সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তারপরও দুই একটা কথা না বললেই নয় তা লিখতে বাধ্য হলাম। তিনি ১০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-**"হাদিসটির সনদ মিথ্যা, বানোয়াট, আপত্তিকর ও অত্যন্ত দুর্বল।"**

আমি বলবো এই হাদিস সনদের মিথ্যা আর দুর্বল পরের বিষয়। আগে সনদ দেখান তারপর দেখবো সনদ গ্রহণযোগ্যতা। একমাত্র আলবানী ও শাওকানী ছাড়া সকল মুহাদ্দিস এর মর্মার্থ অর্থাৎ এই কথাটি সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন এবং এর সমর্থনে হাদিস বর্ণনা করেছেন যা আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে উল্লেখ করেছি। এ বিষয়টি একাধিক সনদ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রথম সূত্র: ইমাম দায়লামী (ওফাত ৫০৯ হি.) একটি সনদ সংকলন করেন-

عبيد الله بن موسى القرشي حدثنا الفضيل بن جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله يقول لولاك ما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت النار

-"ইমাম দায়লামী তিনি যথাক্রমে----- উবায়দুল্লাহ বিন মূসা কুরশী থেকে তিনি ফুযায়েল বিন জাফর ইবনে সুলায়মান থেকে তিনি আব্দুস সামাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, একদা আমার নিকট জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন, অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! যদি আল্লাহ্ আপনাকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে আল্লাহ্ জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্টি করতেন না।"[৬২১]

সনদ পর্যালোচনাঃ আলবানী এই সনদটিকে জোর করে উসূলে হাদিসের নিয়মকে উপেক্ষা করে যঈফ প্রমাণের অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এতে সর্বশেষে দাবী

---

৬১৭. আলবানী, সিলসিলাতুল---যঈফাহ, ২/১১৫ পৃ. হা/৬৬১

৬১৮. আলবানী, যয়ীফুল জামেউস সাগীর, ...

৬১৯. ইমাম ইবনে সা'দ, আত্-তবকাতুল কোবরা, ১/১৯৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩৯৩পৃ.দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, শরীফ, ১/১১৪পৃ. কাসতাল্লানী, মাওয়াহেবে ...

৬২০. ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩৯৩পৃ.

৬২১. আলবানী, সিলসিলাতু আহাদিসুদ্-যঈফাহ, ১/৪৫১ পৃ. হা/২৮২, ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৭৫ পৃ.

করেছেন যে, সনদের অন্যতম রাবী আব্দুস সামাদের হাদিসের বিষয়ে ইমাম উকা (রহ.) বলেছেন-.غير محفوظ ولا يعرف الا به "তার হাদিস সংরক্ষিত নয়। মাধ্যম ছাড়া হাদিসটির অন্য কোন মাধ্যমে জানা যায় না।"[৬২২]

যদি আলবানী বর্তমানে জীবিত থাকতো তাহলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম যে, উকায়লীর এই উক্তি কোথায় হতে নকল করেছেন।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উকাইলীর শুধু غير محفوظ অভিমত উল্লেখ করেছেন; কিন্তু আলবানী দেখুন আরেকটু তার নামে সংযোজন করে দিলেন। বর্তমান আহলে হাদিসদেরকে বলবো যে, আপনারা উকাইলীর উক্তি ছাড়া আর মুহাদ্দিসের অভিমত পেশ করুন যে, তাকে দুর্বল বলেছেন।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) (ওফাত ৫৯৭ হি.) তার সংকলিত হাদিস সংকলন করে

الْحَسَنِ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"খতিবে বাগদাদী যথাক্রমে---- হাসান ইবনু ছালত হতে তিনি বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবরাহিম ইবনু আব্দুস সামাদ ইবনে মূসা তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা তাকে তার চাচা ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মদ তিনি আমাকে আব্দুস সামাদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ.) হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি তার পিতা তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ...।"[৬২৩]

এই হাদিসটি সংকলন করে ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) উল্লেখ করেন-

قال الخطيب: "تفرد بروايته عَبْد الصمد بْن مُوسَى وقد ضعفوه". قال العقيلي: "هذا محفوظ".

ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) বলেন, এহৈ রেওয়ায়েতটি একক আব্দুস সামাদ ইবনে মূসা বর্ণনা করেছেন, তবে সে যঈফ। ইমাম উকাইলী (রহ.) এই সনদ সম্পর্কে বলেন, এটি সংরক্ষিত হাদিস।"[৬২৪]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখলেন যে ইমাম উকাইলী (রহ.) স্বয়ং তার সনদে বর্ণিত হাদিস محفوظ তথা সংরক্ষিত সনদ বললেন। অনেকে হয়ত বলতে পারেন ইবনে হাজার তাহলে কেন এমনটি উল্লেখ করেছেন। আমি বলবো ইবনে হাজার তিনি ৩০০ শত বছরের পূর্বের মুহাদ্দিস তাই তার এই অভিমত অগ্রগন্য। ইমাম সাখাভী

৬২২. আলবানী, সিলসিলাতু আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, ১/৪৫১ পৃ. হা/২৮২
৬২৩. ইমাম ইবনুল জাওযী, ইলালুল মুতানাহিয়াত, ২/২৭৫ পৃ. হা/১২৬৭
৬২৪. ইমাম ইবনুল জাওযী, ইলালুল মুতানাহিয়াত, ২/২৭৫ পৃ. হা/১২৬৭

(রহ.) তার একটি সনদকে এক স্থানে শুধু গরীব বলেছেন, কোন দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেননি।[৬২৫] ইমাম আবু হাতেম তার জীবনী উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করেননি।[৬২৬]

আল্লামা ছালাহ উদ্দিন খালীল ছাফকী (ওফাত ৭৬৪ হি.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন- وكان كبير القدر معظمًا-"তিনি ছিলেন বড় সম্মানিত।"[৬২৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এর জীবনীতে লিখেন-

وما عبد الصمد بحجة ولعل الحفاظ

-"আব্দুস সামাদ তিনি হুজ্জাত (চার লক্ষেরও বেশী হাদিসের হাফেয) পর্যায়ের রাবী নন, সম্ভবত তিনি হাফেজ (১ লক্ষ হাদিসের) ছিলেন।"[৬২৮]

এ বিষয়ের দ্বিতীয় বর্ণনা : ইমাম দায়লামী (রহ.) আরেকটি সনদ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

يَقُول الله عز وَجل وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لولاك مَا خلقت الْجنَّة ولولاك مَا خلقت الدُّنْيَا

-"আমার মহান আল-াহ্ তায়ালা বলেন, আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের শপথ! আমি যদি আপনি না হতেন তাহলে জান্নাত এমনকি দুনিয়া আমি বানাইতাম না।"[৬২৯]

এই হাদিসটির সনদ নিয়ে আলবানী থেকে শুরু করে কেহই কলম ধরার সাহস করেনি।

তৃতীয় বর্ণনা: ইমাম ইবনে আসাকীর (রহ.) দীর্ঘ হাদিস সনদসসহ হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে সংকলন করেন হাদিসের শেষের অংশ হল-

وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلاكَ يَا مُحَمَّدُ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا

-"হে আমার হাবিব! যদি আপনি না হতে তাহলে আমি দুনিয়া বানাইতাম না। আমি পৃথিবী এবং পৃথিবীবাসীকে সৃষ্টি করেছি আমার নিকট আপনার মর্যাদা ও সম্মান কতটুকু তা দেখানোর জন্য।"[৬৩০]

সনদ পর্যালোচনা: আহলে হাদিস আলবানী ইমাম ইবনুল জাওযীর কট্টর ভুল সিদ্ধান্তএর অনুসরণ করে হাদিসটিকে জাল বলেছেন।[৬৩১]

যারা ইলমে হাদিস নিয়ে গবেষণা করেন তারা অনেকেই জানেন যে, ইমাম ইবনুল জাওযী ছিলেন কট্টর সমালোচক। যাচাই বাছাই ছাড়া তার অভিমত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

৬২৫. ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ১৪৪ পৃ. হা/১৫৪
৬২৬. ইমাম আবু হাতেম, জারহু ওয়া তা'আদীল, ৬/৫০ পৃ. ক্রমিক: ২৬৬
৬২৭. ছাফকী, (نكت الهميان) নাকসুল হামীয়ান, ১/১৭৬ পৃ.
৬২৮. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৫/১৮৭পৃ. ক্রমিক. ৪৭৮৭
৬২৯. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৫/২২৭ পৃ. হা/৮০৩১, মুসনাদিল ফিরদাউস, ২/২২ পৃ. হা/৮০৩১
৬৩০. ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৩/৫১৮ পৃ. ক্রমিক: ৮০১, ইমাম জাওযী, কিতাবুল মাওদ্বুয়াত, ১/২৮৯ পৃ. ইমাম সুয়ূতি, লা-আলিল মাসনু, ১/২৪৯ পৃ. কিতাবুল মানাকেব।
৬৩১. আলবানী, সিলসিলাতু আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, ১/৪৫১ পৃ. হা/২৮২

তাই এবার দেখবো [illegible] জাল বানোয়াট বলেছেন।
ইবনুল জাওযী (রহ.) এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وفى إِسْنَاده مَجْهُولُونَ وضعفاء أَبُو السكين وَإِبْرَاهِيم بن اليسع. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَبُو السكين ضَعِيف وَإِبْرَاهِيم وَيحيى الْبَصْرِيّ

-"এই হাদিসটি জাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সনদে অপ্রসিদ্ধ ও যঈফ আবুল সাকীন এবং ইবরাহিম ইবনে আল ইয়াছাঈ দুর্বল রাবী। ইমাম দারাকুতনী [illegible] আবুল সাকীন যঈফ রাবী। ইবরাহিম এবং ইয়াহইয়া বসরী দুজন পরিত্যাক্ত রাবী।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি যে আপত্তি এই হাদিসের সনদের বিষয়ে করেছেন তা[illegible] সনদ যঈফ প্রমাণ হয় জাল নয়। এবার তিনি এই সনদের যে ৩ জন রাবীকে [illegible] করেছেন আসলে আসমাউর রিজালবিদগণ তাদের হাদিসকে কী বলেছেন আমরা তা গবেষণা করে দেখবো।

প্রথম আপত্তিকর রাবী: এই সনদের প্রথম আপত্তিকর রাবী দাবী করা হয়েছে [illegible] عيس بن حيان (মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন হাইয়্যান) নামক রাবী যার উপনাম হল [illegible] সাকীন। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে শুরুতেই লিখেন- [illegible] المقرئ الامام -"তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন, ক্বারী ছিলেন, হাদিসের ইমাম ছিলেন।" তিনি আরও উল্লেখ করেন- قال البرقانى لا بأس به -"ইমাম বারকানী (রহ.) [illegible] তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৬৩৪] ইমাম ইবনে হাজার আস[illegible] (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

ذكره ابن حبان فى الثقات-

"এমনিভাবে (বারকানীর মত) ইমাম হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় [illegible] দিয়েছেন।[৬৩৫] তিনি আরও উল্লেখ করেন, ইমাম লালকায়ী (রহ.) বলেন- صالح [illegible] হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি ছিলেন।[৬৩৬] তবে তিনি কেরাতের প্রতি বেশী মনযোগের [illegible] অনেকে তাকে দুর্বলতার ইঙ্গিত করেছেন যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই একক [illegible] দারাকুতনীর অভিমত দিয়ে তাকে যঈফ বলা মানে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভি[illegible] হেয় করা।

---

৬৩২. ইমাম ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযুআত, ২/২৮৯ পৃ. কিতাবুল ফাযায়েল ওয়াল মানাকিব।
৬৩৩. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২১ পৃ. ক্রমিক: ১২ এবং তারিখুল ইসলাম, ৬/৬[illegible]
ক্রমিক: ৪০৫, ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৭/৪২৮ পৃ., ক্রমিক: ৭২৮৬
৬৩৪. ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৭/৪২৮ পৃ., ক্রমিক: ৭২৮৬
৬৩৫. ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৭/৪২৮ পৃ. ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৯/১৪৩ পৃ. ক্রমিক: ১[illegible]
৬৩৬. ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৭/৪২৮ পৃ. ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৯/১৪৩ পৃ. ক্রমিক:
১৫৬৫১

দ্বিতীয় আপত্তিকর রাবী: এই সনদের দ্বিতীয় আপত্তিকর রাবী হিসেবে ইমাম ইবনুল জাওযী ابراهيم بن اليسع (ইবরাহিম বিন আল-ইয়াছাঈ) যার উপনাম হল ইবনে আবি হায়াত। তার হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

ونقل عثمان بن سعيد الدارى عن يحيى بن معين أنه قال شيخ ثقة كبير

"উসমান বিন সাঈদ দারেমী (রহ.) তিনি ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উক্ত রাবী হাদিসের শায়খ, উঁচু মানের বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন।"[৬৩৭]
ইমাম মুগলতাঈ (রহ.) বলেন,

وفى قول المزى: ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات

ইমাম মিয্যী (রহ.) তার আসমাউর রিজাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে বিশ্বস্ত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬৩৮]
তবে যা তার জীবনী থেকে বুঝা যায় তা হল তিনি তাদলিস করতেন বলেই তাকে অনেকে কেউ কেউ দুর্বলতার ইঙ্গিত করেছেন।[৬৩৯] তবে ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন- كان يدلس على الثقات - "তিনি সিকাহ রাবীর নামে তাদলিস করতেন।"[৬৪০] তাই অন্যান্যের তাদলিসের ন্যায় তার তাদলীস করা নয়। যেমন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহালী তিনি ইয়াযিদ ইবনে হারুন থেকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন- كان صدوقا ولكن يدلس -"তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তবে তিনি তাদলীস করতেন।"[৬৪১] ইমাম মিয্যী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

قال أبو نعيم: كان ثقة وكان يدلس

-"ইমাম আবু নুয়াইম বলেন, তিনি সিকাহ রাবী, তবে তিনি তাদলীস করতেন।"[৬৪২]
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন- صدوق তিনি সত্যবাদী ছিলেন। তিনি অন্য বর্ণনায় এনেছেন ليس به بأس -তার হাদিস গ্রহন করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৬৪৩] ইমাম ইজলী তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন এবং

---

৬৩৭. ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ১/২৭১ পৃ. ক্রমিক: ১১৬
৬৩৮. মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৩০২ পৃ. ক্রমিক: ৫১১৮, ইবনে হিব্বান, কিতাবুস্-সিকাত, ৭/৫৯৭ পৃ. ইমাম মিয্যী, তাহজিবুল কামাল, ৩১/২৮৯ পৃ.
৬৩৯. মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৩০২ পৃ. ক্রমিক: ৫১১৮, ইবনে হিব্বান, কিতাবুস্-সিকাত, ৭/৫৯৭ পৃ. ইমাম মিয্যী, তাহজিবুল কামাল, ৩১/২৮৯ পৃ.
৬৪০. মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৩০২ পৃ. ক্রমিক: ৫১১৮
৬৪১. ইমাম মিয্যী, তাহজিবুল কামাল, ৩১/২৮৬ পৃ. ক্রমিক: ৬৮১৭
৬৪২. ঐ
৬৪৩. ঐ

বলেছেন, كان يدلس لا بأس به -"তিনি তাদলীস করতেন। তার হাদিস গ্রহণে অসুবিধা নেই।"[৬৪৪] তাই বুঝতে পারলাম এই রাবীকে যঈফ বলা মানে ইমামদের অভিমতকে হেয় করা।

তৃতীয় আপত্তিকর রাবী: ইমাম ইবনুল জাওযী এই সনদের তৃতীয় আপত্তিকর হিসেবে ইয়াহইয়া বসরী রাবীকে দায়ী করেছেন। যার মূল নাম হল بن ميمون بن عطاء) ইয়াহইয়া ইবনে মায়মুন বিন আতা। বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ইবনে হি তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[৬৪৫]

তবে তাকে ইমাম আহমদ থেকে শুরু করে আরও অনেকে যঈফ রাবী বলেছেন। সর্বোপরি আমরা বলতে পারি যে, উক্ত হাদিসটি হাসান পর্যায়ের কখনই জাল নয়। অপরদিকে উপরের আরেক সনদ দ্বারা এই হাদিস শাহেদ প্রমাণিত হওয়ায় এই হা গ্রহনযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই আমাদের দেশের কাট মোল্লা যারা এই হাদিসকে জাল বলেন, বুঝতে হবে তারা আসমাউর রিজাল কখনই পড়েইনি এবং তারা জাহেল বলেই প্রতিয়মান হয়।

৩৭. যে দাবা খেলে সে অভিশপ্ত হাদিস প্রসঙ্গ:

তিনি তার গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় ৭৯ নং জাল হাদিস হিসেবে এটিকে উলে-খ করেছে অথচ তিনি এই হাদিস নিয়ে গবেষণাই করেননি। এটি কোন কারণে জাল হল কিছুই তিনি উল্লেখ করেন।

প্রথম বর্ণনা: ইমাম দায়লামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন, হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণি রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

مَلْعُون من لعب بالشطرنج

-"যে দাবা খেলে সে অভিশপ্ত।"[৬৪৬]

সনদ পর্যালোচনা: আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী পর্যন্ত হাদিসটিকে জা বলেননি। যাই হোক এই সনদটি নিয়ে আলবানী ছাড়া আর কেহ আপত্তি করেছেন বা আমি জানি না।

আহলে আলবানী সে বলেছে যে, এই হাদিসটি জাল। সে লিখেছে এই সনদে হযর আনাসের ছাত্র তাবেয়ী আবযাদ বিন আব্দুস সামাদ রয়েছে সে আপত্তিকর হাদি বর্ণনাকারী।[৬৪৭] আমি গবেষণা করে দেখেছি যে, উক্ত রাবীকে যঈফ বা তার হাদিস নি আপত্তির কারণ হল তাকে অনেকে শিয়া বলে ধারনা করতেন।[৬৪৮] ইমাম যাহাবী বলে

৬৪৪. ইমাম ইজলী, তারিখুস্-সিকাত, ২/৩৫০ পৃ. ক্রমিক: ১৯৭৩
৬৪৫. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস্-সিকাত, ৭/৬০৩ পৃ., আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৩৭২ পৃ. ক্রমিক: ৫২০৮
৬৪৬. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/১২৬ পৃ. হা/ ৬৩৯১, শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৮/১০৮ পৃ.
৬৪৭. আলবানী, সিলসিলাতুল---যঈফাহ, ৩/২৮৩ পৃ. হা/১১৪৫
৬৪৮. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/৫৫২ পৃ.

شيخ بصرى -"তিনি বসরার হাদিসের শায়খ ছিলেন।"[৬৪৯] সর্বোপরি আমি গবেষণা করে দেখেছি যে, তাকে কেহ কায্যাব বা তার হাদিস বাতিল বলে গন্য কেহ একথা বলেননি।[৬৫০]

দ্বিতীয় সূত্র: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাবে-তাবেয়ী আবদান, ইমাম মুরসাল সূত্রে হযরত আবি মূসা এবং ইবনে হাযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি হুব্বাত বিন মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالْآكِلِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ

-"যে দাবা খেলে সে অভিশপ্ত, যে তার দিকে মনোনিবেশ করে সে যেন শুকরের গোস্ত খেল।"[৬৫১] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

مُرْسَلًا كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ وَهُوَ مُلْتَزِمٌ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِيهِ مَوْضُوعًا وَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ

-"হাদিসটি মুরসাল যেমনটি ইমাম সুয়ূতি জামেউস সগীর গ্রন্থে বলেছেন আর তিনি সে গ্রন্থে নিজেকে অপরিহার্য করে নিয়েছেন যে এখানে তিনি জাল হাদিস আনবেন না। এটি যেহেতু মুরসাল, আর মুরসাল জমহুরের নিকট হুজ্জাত বা দলিল।"[৬৫২]

বুঝা গেল তিনি এটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তাকে তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।[৬৫৩]

আহলে হাদিস আলবানী ইমাম যাহাবীর মিযানুল ই'তিকালের বরাতে লিখেছেন যে, তিনি নাকি এ তাবেয়ীর এ হাদিসের বিষয়ে লিখেছেন-

وفي الميزان: إنه خبر منكر

-"এই হাদিসটি মুনকার বা আপত্তিকর।"[৬৫৪]

আমি বলবো, মিযানুল ই'তিকালের কোন স্থানেই এই উক্তি তো নেই, বরং উক্ত রাবির জীবনীই নেই। তাই বুঝা গেল আলবানী কিতাবের ভুয়া উদ্ধৃতিও দেন। ইমাম সুয়ূতি নিজেও একজন আসউর রিজালবিদ ছিলেন এবং একাধিক আসমাউর রিজাল গ্রন্থ তিনি লিখেছেন।[৬৫৫]

তাই তিনি তাকে বিশ্বস্ত তাবেয়ী বলেছেন, আমরা তাকে তাবেয়ী নয় বলতে অবশ্যই প্রমাণ পেশ করতে হবে। ইমাম ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন- وهو تابعي أرسل حديثا - "তিনি তাবেয়ী ছিলেন তিনি মুরসাল করে নবীজী থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন।"[৬৫৬]

৬৪৯. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৪৪৮ পৃ. ক্রমিক: ২৬০
৬৫০. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩৬৯ পৃ. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৪৪৮ পৃ. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৪/৩৯৩ পৃ. তাই এটাকে যঈফ ছাড়া অন্য কোন কিছু বলার সুযোগ নেই।
৬৫১. শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৮/১০৮ পৃ. ইমাম সুয়ূতি, জামেউস-সগীর, হা/১২০৫৬, আলবানী, ৩/২৮৩ পৃ. হা/১১৪৫
৬৫২. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআ, ৩৫৮ পৃ. হা/৫২৪
৬৫৩. ইবনে হাজার আসকালানী, ইসাবা, ২/১৭০ পৃ.
৬৫৪. আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ৩/২৮৩ পৃ. হা/১১৪৫
৬৫৫. যেমন দেখুন তাবাকাতুল হুফফায,

তৃতীয় সূত্রঃ ইমাম ইবনে কাসির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ... সূত্রে সংকলন করেন-

... بن موسى، عن ابن جريج، حدث عن حبة بن مسلم، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ملعون من لعب بالشّطرنج

-"আসাদ বিন মূসা তিনি ইবনে জুরাইজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে তিনি তাবেয়ী হযরত হাব্বা ... মুসলিম হতে তিনি ....উপরের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।"[৬৫৭]

বুঝা গেল এটিও মুরসাল হিসেবে সহীহ।

চতুর্থ সূত্রঃ ইমাম দায়লামী (৫০৯ হি.) সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ... মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন-

... باالشطرنج كالآكل لحم الخِنْزِير والناظر إِلَى من يلْعَب بالشطرنج كالغامس يَده فِي ... خنزير

-"যে দাবা খেলল সে যেন শুকরের গোস্ত খেল, আর যে দাবা খেলার সময় ... গুটি ধরলো সে যেন শুকরের রক্ত ধরল।"[৬৫৮]

এই হাদিসটির সনদ প্রসঙ্গে কেহ মন্তব্য করেছেন বলে আমি জানি না। আল্লামা ইবনে ইরাকী কেনানী (৯৬৩ হি.) তিনি এটি উল্লেখ করে সনদে আপত্তিকর রাবী আছে ... ইঙ্গিত করেননি।[৬৫৯]

৩৮. রযব মাসের ফযিলত প্রসঙ্গে হাদিসঃ

ইমাম দায়লামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত ৫০৯ হি.) হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে ... তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

فضل رَجَب على سَائِر الْأَشْهر كفضل الْقُرْآن على سَائِر الْكَلَام

-"সমস্ত কথার উপর পবিত্র কুরআনের যেরূপ মর্যাদা, সকল মাসের উপর রযব মাসের অনুরূপ মর্যাদা।"[৬৬০]

ড. মানজুরুর রহমান তার গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় ৮০ নং জাল হাদিস হিসেবে ... হাদিসকে এনেছেন। তিনি লিখেছেন যে, শাওকানী নাকি বলেছেন হাদিসটির ... মিথ্যা। আমি বলবো আপনাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম পারলে দেখান ফাওয়ায়িদুল মাজমু'আ গ্রন্থের কোথায় তিনি এ কথা বলেছেন। যে কোন মুহাদ্দিসই হোক না

৬৫৬. ইমাম ইবনে হাজার, ইসাবা, ২/১৭০ পৃ.
৬৫৭. ইবনে হাজার, ইসাবা, ২/১৭০ পৃ. ক্রমিক: ২০৬৪ এবং ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ২/৫৪২ ক্রমিক: ২১০৫, ইবনে কাসির, জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ২/২৯৭ পৃ. হা/২০১৩
৬৫৮. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৩/৪৭০ পৃ. হা/৫৪৬২
৬৫৯. ইবনে ইরাকী, তানযিহুশ-শরীয়াহ, ২/২৩৪ পৃ. হা/৭৫, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, তিনি সনদের ধারাও বর্ণনা করেছেন।
৬৬০. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৩/১৩০ পৃ. হা/৪৩৫০

কোন সনদসহ বর্ণিত হাদিসকে ইল্লত প্রকাশ না করে জাল বলতে পারেন না। আলবানী পর্যন্ত এটির সনদ নিয়ে আপত্তি তুলেননি। তবে ইমাম ইবনুল আর্‌রাক ইরাকী কেনানী (ওফাত. ৯৬৩ হি.) বলেন-

قَالَ الْحَافِظ رَوَاهُ السلَفِي وَإِسْنَاده ثِقَات إِلَّا هبة الله السقطي

-"ইমাম সালাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ তবে হিব্বাতুল্লাহ সাখতী ছাড়া। (তানযিহুশ শরীয়াহ, ২/১৬১পৃ.)

ইমাম যাহাবী যদিও তাকে যঈফ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।[৬৬১] তবে তিনি অন্য একাধিক গ্রন্থে তার প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন তিনি বড়পীর গাউছে সাকলাইন আব্দুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উস্তাদ ছিলেন।[৬৬২]

তিনি আরও লিখেন- الشيخ المحدث -"তিনি হাদিসের শায়খ ছিলেন, তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন।"[৬৬৩] তিনি কবি হওয়ায় এবং কবিতার প্রতি বেশী আসক্ত হওয়ায় অনেকে তাকে হাদিসে দুর্বলতার ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। যেমন ইমাম ইবনে নাজ্জার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- وله نظم جيد -"তিনি কবিতার শক্তিশালী ছিলেন।[৬৬৪] আল্লামা ইবনে কাসির তার প্রশংসা করেছেন।[৬৬৫] তাই এই হাদিস কখনই জাল হতে পারে না।

৩৯. সূরা ইয়াসীন হচ্ছে পবিত্র কোরআনের হৃদয় হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

তিনি তার গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় ৮১ নং জাল হাদিস হিসেবে এটিকে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ইমাম আবু হাতেম নাকি সনদ মিথ্যা বলেছেন। আমি বলবো, আপনি তার কিতাব থেকে দেখাতে পারবেন যে তিনি এই হাদিসের সনদটিকে মিথ্যা বলেছেন? আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী বাড়াবাড়ি করে এই হাদিসকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬৬৬] ইমাম তিরমিযি, দারেমী, ক্বাদাঈ, বায়হাকী, শাজারী, ইবনে আরবীসহ এক জামাত ইমাম সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس، مَنْ قَرَأَهَا، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ

-"ইমাম দারেমী....যথাক্রমে তিনি মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান তিনি কাতাদা থেকে তিনি হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নূরাণী

৬৬১. যাহাবী, দিওয়ানুল দ্বঈফাহ, ১/৪১৭ পৃ. ক্রমিক: ৪৪৫৪
৬৬২. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৯/২৮২ পৃ. ক্রমিক: ১৮১
৬৬৩. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৯/২৮২ পৃ. ক্রমিক: ১৮১
৬৬৪. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৯/২৮২ পৃ. ক্রমিক: ১৮১
৬৬৫. ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২/১৭৯ পৃ.
৬৬৬. আলবানী, সিলসিলা...

জবানে ইরশাদ করেন, প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কোরআনের হৃদয় হচ্ছে ইয়াসীন। যে ব্যক্তি তা পাঠ করল, সে যেন দশবার পাঠ করল।"[৬৬৭]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

এই হাদিসটির সনদ নিঃসন্দেহে সহীহ। কিন্তু, আলবানী হাদিসটিকে জাল বলার হিসেবে তাবেয়ী কাতাদা (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ছাত্র মুকাতিল কে দায়ী করেছেন। তার দাবী সনদে মুকাতিল বলতে মুকাতিল ইবনে সুলায়মান। অথচ একজন মুহাদ্দিস মুকাতিল ইবনে সুলাইমান কে বুঝিয়ে সংকলন করেননি। আলবানী তার কথার ভিত্তি হিসেবে ইমাম আবু হাতেমের পিতার একটি উক্তি-**"সেই কিতাবের প্রথমে দেখেছি মুকাতিল ইবনু সুলায়মান জাল করেছিলেন।"** এ থেকে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন মুকাতিল বলতে মুকাতিল ইবনে সুলায়মার এবং এটি তার জাল করা একটি হাদিস। নাউযুবিল্লাহ

ইমাম তিরমিযি, দারেমীসহ অনেক হাফেজুল হাদিসদের প্রতি মিথ্যারুপ? তারা মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান বলে সংকলন করেছেন এবং তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আলবানী তাদের সকলকে তোয়াক্কা না করে ইবনে আবি হাতেমের বাবার একটি উক্তি দিয়ে বিভিন্ন ইমামদের ভুল ধরতে চাইছেন। আলবানী এই হাদিসকে জাল বলতে বিখ্যাত ইমামদের সমালোচনায় লিখেন-

...عندي الترمذي والدارمي مقاتل بن حيان كما رأيت، فلعله خطأ من بعض الرواة

-"তিরিমিযি ও দারেমী কর্তৃক মুকাতিল ইবনু হায়য়ান হিসেবে উল্লেখ করা সম্ভবত বর্ণনাকারী হতে ভুলক্রমে সংঘঠিত হয়েছে।"[৬৬৮]

পাঠকবর্গ! এই ভুয়া তাহকীককারী আলাবানী কিভাবে দুইজন হাফেজুল হাদিসের সমালোচনা করতে পারল। আবু হাতেমের পিতার এই অভিমত কতটুকু গ্রহণযোগ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই উক্তির জবাবে ইমাম আহমদ লিখেন- هذا كلام موضوع -"এটি মিথ্যা কথা।"[৬৬৯] তাই বুঝতে পারলাম মিথ্যা আবু হাতেমের পিতা অভিমত দিয়ে আলবানী এই হাদিসের রাবীর নাম পাল্টে দিতে চেয়েছেন। আলবানীর রাবী নিয়ে এটি করার কারণ হচ্ছে ইবনু হায়য়ান হচ্ছে সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী। আলবানী নিজেই হায়য়ান সম্পর্কে বলেছেন- وهو الإمام الحجة -"তিনি হাদিসের ইমাম, তার হাদিস সকলের নিকট হুজ্জাত।"[৬৭০] মুকাতিল ইবনে হায়য়ান

৬৬৭ . ইমাম দারেমী, আস-সুনান, ৪/২১৪৯পৃ. হা/৩৪৫৯, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৪/৯৪পৃ. হা/২২৩৫, ইমাম কুদাঈ, মুসনাদিশ শিহাব, ২/১৩০পৃ. হা/১০৩৫, ইমাম শাজারী, তারতীবুল আমালী, ১/১৫৪পৃ. হা/৫৬৯, ইবনে আরাবী, মু'জাম, ৩/১০২৬. হা/২২০১, ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ইমাম ছালাভী, ছালাভী, ৮/১১৮পৃ. তাফসীরে কাশ্শাফ, ৪/৩২পৃ., তাফসীরে সাম'আনী, ৪/৩৬৫পৃ. মাওয়ারিদী, তাফসীরে মাওয়ারীদী, ৫/৩৫পৃ. নাসাফী, তাফসীরে নাসাফী, ৩/১১৫পৃ. ইবনে কাসির, তাফসীরে ইবনে কাসির, ১/১৪৯পৃ., নিশাপুরী, তাফসীরে নিশাপুরী, ৫/৫৪৯পৃ.

৬৬৮ . আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ১/৩১৩পৃ. হা/১৬৯

৬৬৯ . ইমাম খাল্লাল, আল-মুন্তাখাবু মিন ইলাল, ১১৭পৃ.

৬৭০ . আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ১/...

হচ্ছেন সহীহ মুসলিমের রাবী। তাই তাকে যঈফ বলা মানে সহীহ মুসলিমের হাদিসকে যঈফ বলার নামান্তর। (যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৬/৩৪১পৃ.)

ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) তার জীবনীতে লিখেন-

الإِمَامُ، العَالِمُ، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ،

-"তিনি ছিলেন ইমাম, আলেম, মুহাদ্দিস, সিকাহ বা বিশ্বস্ত হাদিস বিশারদ।"[৬৭১] ইমাম ইবনে মাঈন, আবু দাউদ, দারেকুতনী (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস বলে সনাক্ত করেছেন।[৬৭২] আলবানী আরেকটি ভুয়া দাবী করেছেন যে এই সনদে নাকি হামীদ নামক একজন মাজহুল রাবী রয়েছেন।[৬৭৩] অথচ আমি ইতোপূর্বে সম্পূর্ণ দারেমীর সনদ উল্লেখ করেছি যে সেই সনদে এই নামে কোন রাবীই নেই। তাই প্রমাণিত হল এই সনদটি সহীহ মুসলিমের ন্যায় সহীহ হাদিস; তা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হল আলবানী একজন ভুয়া তাহকীককারী।

এই হাদিসের দ্বিতীয় সূত্র ঃ

ইমাম কুদায়ী (ওফাত. ৪৫৪হি.) তার বিখ্যাত হাদি্সের গ্রন্থে এই হাদিসটির ন্যায় অন্য সাহাবী হতে আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا. وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس وَمَنْ قَرَأَ يس وَهُوَ يُرِيدُ بِهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

-"যথাক্রমে...আলী ইবনে যায়েদ এবং আতা ইবনে আবি মায়মুনা তিনি যির ইবনে হুবাইশ হতে তিনি সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তুরই হৃদয় রয়েছে, নিশ্চয় সূরা ইয়াসীন হচ্ছে পবিত্র কোরআনের হৃদয়। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।"[৬৭৪] এই সনদটি সহীহ। তাবেয়ী যার্ ইবনে হুবাইশ (রাহিমাহুল্লাহ) সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য রাবী। তিনি হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে শুরু করে অনেক উঁচ পর্যায়ের সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত পেয়েছেন।[৬৭৫] ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন-

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً، كَثِيْرَ الحَدِيْثِ.

-"ইমাম ইবনে সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, তিনি অনেক হাদিস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস ছিলেন।"[৬৭৬] তাবে-তাবেয়ী আতা ইবনু মায়মুনাও সিকাহ রাবী। ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) তার জীবনীতে লিখেন- بَصْرِيٌّ، حُجَّةٌ -"তিনি বসরার অধিবাসী,

৬৭১ . যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৬/৩৪০পৃ. মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।

৬৭২ . যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৬/৩৪১পৃ. ক্রমিক. ১৪৪, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।

৬৭৩ . আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ১/৩১৩পৃ. হা/১৬৯

৬৭৪ . ইমাম কুদাঈ, মুসনাদিশ শিহাব, ২/১৩০পৃ. হা/১০৩৬

৬৭৫ . যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৪/১৬৭পৃ. ক্রমিক. ৬০, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।

৬৭৬ . যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৪/১৬৭পৃ. ক্রমিক. ৬০, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।

তার হাদিস হুজ্জাত।"[৬৭৭] যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার হাদিস বুখারী মুসলিমে ... হয়েছে।[৬৭৮]

৪০. কুরআনের আনন্দের স্থান হল সূরা আর-রাহ্‌মান ঃ

ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

...جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:
...رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ، وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنُ

-"হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে ... প্রত্যেক জিনিসের আনন্দের জায়গা আছে। আর কুরআনের আনন্দের স্থান হল ... আর-রাহ্‌মান'।"[৬৭৯]

সনদ পর্যালোচনাঃ

এই হাদিসটিকে ড. মানজুরুর রাহ্‌মান তার গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় ৮২ নং জাল ... হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেছেন-"হাদিসটির সনদ ... বানোয়াট বলে সাব্যস্ত করেন- আলবানীঃ যয়ীফুল জামি'য়িস সাগীর, আলী ... সিলসিলাতুল আহাদিল ওয়াহিয়া; আলী ইব্‌ন হিসামুদ্দীন আল-হিন্দীঃ ক... আমাল প্রমুখ।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি তার এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ৪টি মিথ্যাচার করেছেন।

এক. আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস এই হাদিসকে জাল বলেননি এমনকি আলবানীও ...

দ্বিতীয়ত. তিনি আলবানীর যে গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে এমনটি বলা হয়নি ... সেখানে আলবানী এটিকে শুধু যঈফ বলেছেন মাত্র।[৬৮০]

বুঝা গেল তিনি তার গুরু আলবানীর নামেও মিথ্যাচার করেন।

তৃতীয়. সে দাবী করেছে আলী হাশীশ এর গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন (তিনি গ্রন্থের ... শুদ্ধ লিখেননি) যে তিনি নাকি এটিকে মিথ্যা বানোয়াট বলেছেন। অথচ তিনি ... বলেছেন। মুনকার যঈফের অন্তর্ভুক্ত জাল হাদিসের নয়।

চতুর্থ. তিনি লিখেছেন কানযুল উম্মাল গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) নাকি এই হাদিসকে ... বানোয়াট বলেছেন। তিনি কতবড় মিথ্যাবাদী তা ভাবতেও আমার অভাক লাগে ... লাভ মুহাদ্দিসদের নামে মিথ্যাচার করে?

আল-ামা মানাভী (ওফাত ১০৩০ হি.) এই সনদ প্রসঙ্গে লিখেছেন- وإسناد حسن ... সনদটি হাসান।"[৬৮১] তাই আমি বলবো আপনি কী মানাভী থেকেও বড় হাদিস প...

৬৭৭. যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৬/৪৭পৃ. ক্রমিক. ১৪, মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন
৬৭৮. যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৬/৪৭পৃ. ক্রমিক. ১৪, মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন
৬৭৯. ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৪/১১৬ পৃ. হা/ ২২৬৫, ইমাম সুয়ূতি, জামেউস-সগীর, হা/১০২... মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১/৫৮২ পৃ. হা/ ২৬৩৮, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/২০... ৯৮৪০, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৬৮ পৃ. হা/ ২১৮০
৬৮০. আলবানী, যয়ীফু জামেউস সগীর, হা/৪৭২৯
৬৮১. মানাভী, তাইছির বিশারহে জামিউস সগীর, ... ইমাম শাফেয়ী, রিয়াদ, ...

৪১. মধু ও কুরআন দুটিই তোমাদের জন্য ঔষধ স্বরূপ হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

তিনি এটিকে ৮৩ নং জাল হাদিস হিসেবে ১১৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহিমাহুল্লাহ) সংকরন করেন-

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ

-"ইমাম আবু ইসহাক তিনি তাবেয়ী আবি আহওয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য দু'টি ঔষধ। একটি মধু অপরটি হল পবিত্র কুরআন।"[৬৮২]

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম হাকেম এই সনদটি সংকলন করে বলেন-

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

-"এই হাদিসটির সনদ সহীহ। আর এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ যদিও তারা সংকলন করেননি।[৬৮৩] তিনি আরেকটি সূত্র মাওকুফ হিসেবেও সংকলন করেছেন।[৬৮৪] আমার মনে হয় তিনি নেশায় বিভোর হয়েই তিনি এই হাদিসকে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তার সাথে একমত হয়ে বলেন-

على شرط البخاري ومسلم

-"এটি বুখারী মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ হাদিস।"[৬৮৫]

আল্লামা মানাভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- على شرطهما -"এটি বুখারী মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ।"[৬৮৬] ইমাম দারাকুতনী বলেন- وهو الصحيح -"আর এটি সহীহ।"[৬৮৭]

তিনি ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ইব্‌নুত তারকামানী নাকি এই হাদিসকে মিথ্যা বানোয়াট বলে সাব্যস্ত করেছেন। আমি অবাক যে তিনি কতবড় ধোঁকাবাজ এবং মুহাদ্দিসদের নামে মিথ্যাচার কারী। কি লাভ এই ধোঁকাবাজী করে? আল্লামা তারকামানী (রহিমাহুল্লাহ) হাকেমের সূত্র উল্লেখ করে লিখেন- قال صحيح على شرط الشيخين -"ইমাম হাকেম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদিসটি ইমাম বুখারী মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ।[৬৮৮]

তিনি আরও সমকালিন আহলে হাদিস শায়খ আলী হাশীশ এই সনদটিকে বানোয়াট বলেছেন। আমি বলি এটিও তার নামে মিথ্যাচার। তিনি এটিকে শুধু যঈফ বলেছেন।[৬৮৯]

৬৮২. ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/২২২ পৃ. হা/৭৪৩৫, ৪/৪৪৭ পৃ. হা/ ৮২২৫, ইমাম ইবনে মাযাহ, ৪/৫০৭ পৃ. হা/৩৪৫২, ইমাম বায়হাকী, আস্‌-সুনানিল কোবরা, হা/১৯৫৬৫
৬৮৩. ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/২২২ পৃ. হা/৭৪৩৫, ৪/৪৪৭ পৃ. হা/ ৮২২৫
৬৮৪. হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/২২৩ পৃ. হা/৭৪৩৭
৬৮৫. যাহাবী, তালখীছ, হা/৭৪৩৭
৬৮৬. মানাভী, তাইছির, ২/১৪১ পৃ.
৬৮৭. দারে কুতনী, ইলাল, ৫/৩২২ পৃ. হা/৯১৫
৬৮৮. তারকামানী, জাওয়াহিরুন নাকী, ৯/৩৪৬ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৬৮৯. আলী হাশীশ, সিলসিলাতুল আহাদিসুল ওয়াহিয়াত, ১/২৪২ পৃ. হা/৮২

বুঝা গেল তিনি তার আহলে হাদিস শায়খদের সামেও মিথ্যাচার করেন। আলী ... মিথ্যাবাদী, কেননা সে শুধু নকলকারী। সে শুধু আলবানীর অভিমত দিয়েই হাদি... যঈফ বলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি আলবানীর অভিমতকে আকড়ে ধরে চরম বি... পতিত হয়েছেন।

আহলে হাদিস আলবানী মওকুফ অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউফ (রা.) এর বাণী... সহীহ বলেছেন।৬৯০

তবে আলবানী এক পর্যায়ে লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে,

إنما هو على شرط مسلم، فإن أبا الأحوص - وهو عوف بن مالك الجشمي - لم يحتج به في صحيحه

-"আমি (আলবানী) বলছি, এটি কেবল মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ। কেননা ... আহওয়াহ যার মূল নাম আউফ বিন মালিক জাশমী এর দ্বারা ইমাম বুখারী সহীহ... দলিল গ্রহণ করেননি।"৬৯১

বুঝা গেল মারফূ সনদটি আলবানীর দাবী অনুসারে সহীহ মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে ... হাদিস। তারপরও তিনি বুখারী মুসলিমের রাবী তাবেয়ী আবু ইসহাক সুবা... মুদাল্লিস রাবী বানিয়ে এই সনদটিকে যঈফ বানাবার অনেক অপচেষ্টা করেছেন। ... তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, সে বুখারী মুসলিমের রাবী। তাই আমি বলবো, ... যঈফ বলা মানে বুখারী মুসলিমের উপর হাত দেওয়া। ইমাম যাহাবী (রহ.) ... হাফেজুল হাদিস বলেছেন।৬৯২

অপরদিকে সে হযরত আলী, যায়েদ বিন আরকাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আদি ... হাতেম, বারা ইবনে আযেব সাহাবীদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।৬৯৩

এই রাবীর বিষয়ে আমরা ঈদের তাকবীরের আলোচনা এবং তারাবীহ নাম... আলোচনায় বিস্তারিত আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ্।

তাই আসুন আমরা ঘড়ি মেকানিক আলবানীর বক্তব্যের এবং ড. মানজুরুর রহ... মত মিথ্যকদের কথার পিছনে না পড়ে বিজ্ঞ হাফেজুল হাদিসরা এ হাদিসের বিষয়... বলেছেন তার দিকে দৃষ্টিপাত করি।

৪২. রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠকারীকে অভাব স্পর্শ করবে না :

ড.মানজুরুর রহমান তার গ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠায় ৮৫ নং জার হাদীস হিসেবে ... করেছেন। ইমাম বায়হাকী, ইবনে সুন্নি (রহ.) সহ আরো অনেকে সংকলন করেন-

ثنا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُنِيبٍ الْعَدَنِيُّ. ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ . أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا

৬৯০. আলবানী, সিলসিলাতুল----যঈফাহ, ৫/২৩ পৃ. হা/১৫১৪
৬৯১. আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ৪/২৩ পৃ. হা/১৫১৪
৬৯২. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৮৬ পৃ. ক্রমিক: ৯৯
৬৯৩. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৮৬ পৃ. ক্রমিক ...

-"ইমাম ইবনে সুন্নি বলেন,আমাকে আবু ই'য়ালা তিনি ইসহাক ইবনু আবি ইসরাঈল হতে তিনি মুহাম্মদ ইবনু মুনীব আদনী হতে তিনি সিররী ইবনু ইয়াহইয়া শায়বানি হতে তিনি আবি যাবইয়াহ থেকে বলেন, নিশ্চয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন আমি রাসূল (ﷺ) থেকে শুনেছি যে ব্যক্তি সূরা ওয়াকেয়া প্রত্যেক রাতে তেলাওয়াত করবে তাকে কখনো অভাব গ্রাস করবে না।"৬৯৪

সনদ পর্যালোচনা :

ড. মানজুরুর রহমান তার গ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠায় ৫ জন মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করে দাবী করেছেন যে তারা সকলেই নাকি এই হাদীসের সনদ মিথ্যা, বানোয়াট বলে সাব্যস্ত করেন। নাউজুবিল্লাহ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! তিনি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তার থেকে যদি একজনও এই হাদিস কে জাল বলতেন তারপরও আমি বলতাম তিনি একজনকেই পাঁচ জনকে মনে করেছেন। তার উল্লেখিত পাঁচজনের মধ্যে মনগড়া তাহকীক কারী হলেন শায়খ আলি হাশীশ, অথচ যেও এই হাদিসকে যঈফ বলেছেন মাত্র।৬৯৫ ড.মানজুরুর রহমানের প্রিয় মুহাদ্দিস শায়খ আলবানিও এই হাদিসকে যঈফ বলেছেন মাত্র।৬৯৬

যাই হোক মানজুরুর রহমান যে মিথ্যাবাদী তা আবারো প্রমাণিত হয়ে গেল। এবার আলবানি সাহেবের আলোচনায় আসি। আলবানি এই সনদটিকে দুটি কারণে যঈফ বলেছেন। প্রথমত, বায়হাকির সনদে আবু শুযা কে চেনা যায় না বলেছেন। আমি বলবো ইমাম ইবনে সুন্নি (রহ.) সংকলিত সনদে এই রাবীই নেই। দ্বিতীয়ত,তিনি দাবী করেছেন আবু তায়বাহ মাজহুল। আমি বলবো এটি ছিল আলবানির প্রকাশ্য মিথ্যাচার। আমি বলবো ইমাম সুন্নি (রহ.) এর সনদে তার নাম হলো أبي ظَبْيَةَ (আবু যাবয়াহ)। ইমাম যাহাবী, ইমাম মিয্যী (রহ.) তার জীবনী বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তবে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি তার বিস্তারিত জীবনী উদ্ধার করতে পারেন নি, তাই বলে এটিই বলতে হবে এমনটি নয়। ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

-"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ, ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"৬৯৭

তাই বুঝা গেল তিনি পরিচিত এবং বিশ্বস্ত রাবী। জানিনা কোন ভিত্তিতে তিনি এই রাবি নিজস্ব উক্তিটি মাজহুল বলে ঘোষণা দিলেন।৬৯৮ প্রমাণিত হল এই সনদটি যঈফ নয়

৬৯৪. ইমাম ইবনে সুন্নি, আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ, ১/৬২৯ পৃ. হা/৬৮০, বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান, ৪/১১৯ পৃ. হা/২২৬৮ এবং হা/ ২২৬৯, ইমাম আবু মুহাম্মদ হারেস ইবনে আবি উসামা, মুসনাদিল হারেস, ২/৭২৯ পৃ. হা/ ৭২১, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৬৮ পৃ. হা/ ২১৮১
৬৯৫. আলী হাশীশ, সিলসিলাতুল আহাদিসিল ওয়াহিয়াত, ১/২৩৭ পৃ. হা/৩৮
৬৯৬. আলবানি, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ- যঈফাহ,১/৪৫৭ পৃ. হা/২৮৯
৬৯৭. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ২/১০২৯ পৃ. ক্রমিক নং ১৮৪ এবং ইমাম মিযযী, তাহজীবুল কামাল ,৩৩/৪৪৯ পৃ. ক্রমিক ...

বরং সহীহ। ইমাম দায়লামি (রহ.) এটির সমর্থনে যাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) মারফু সুত্রে আরেকটি হাদিস সংকলন করেছেন।[৬৯৯]

৪৩. বিপদে আউলিয়ায়ে কেরামের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে সা... চাওয়াঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একটি বিশ্বাস যে, নবী-রাসূল (ﷺ), অলী ... ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া একটি উত্তম পন্থা। এটি সালফে সালে... কাছ থেকে ধরাবাহিক বর্ণিত আছে। তবে একটি বর্ণনা রয়েছে-

...تُمْ فِي الأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِأَهْلِ الْقُبُورِ

-"যখন তোমরা কোন ব্যাপারে পেরেশান হও, তখন কবরবাসীদের (ওলীদের) ... সাহায্য প্রার্থনা করো।"[৭০০] আল্লামা ইমাম খাযেন আশ্‌শাফেয়ী (ওফাত.৭৪১হি.) ... বিষয়ে বলেন-

الإِسْتِعَانَةُ بِالمَخْلُوقِ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ جَائِزَة

-"দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহর মাখলুকের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া বৈধ।"[৭০১]

প্রথম বর্ণনাটিকে ড. মানজুরুর রহমান তার গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠায় ৯২ নং জাল হা... হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কথার ভিত্তি স্বরূপ তিনি টীকায় আব্দুল হাই লাখনে... কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ সে কিতাবে এই হাদিস নিয়ে আলোচনাই করেন... তার সম্পূর্ণ বইটিতে এমন ভূয়া তথ্যে ভরপুর। তার গ্রন্থের ভূয়া টীকা তথ্যের জ... দিতে হলে আমার আলাদা একটি পুস্তক লিখার প্রয়োজন।

আল্লাহ রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি অস... অবস্থায় কোন স্থানে পড়ে যায় তার কোন সাহায্যকারী ব্যক্তি খুজেঁ না পায় তখন ... অলীদের আহ্বান করার জন্য। তারা আল্লাহর বান্দাদের সাহায্যের জন্য গায়েবী ... চলে আসেন। এ বিষয়ে ইমাম তাবরানী (রহ.) একটি হাদীস সংকলন করেন-

...الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، ...ثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى ...عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، ...فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ

-"ইমাম তাবরানী যথাক্রমে.............আলে রাসূল (ﷺ) ইমাম জয়নাল আবেদী... সন্তান যায়েদ বিন আলি (রহ.) হতে তিনি যাহাবী উতবাতা ইবনে গাযওয়ান (রা.) হতে তিনি আল্লাহর নবী হতে তিনি বলেন, যখন কোন স্থানে তোমরা পথহারা হয়ে

৬৯৮. ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৯/১০৩ পৃ. ক্রমিক নং ৮৯০২
৬৯৯. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ১/৪৫৮ পৃ. হা/২৯০
৭০০. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৪/১২৫৯ পৃ. হা/১৭৬৯
৭০১. খাযেন, ...

অথবা কোন এমন অঞ্চলে অবস্থান হল যেখানে তোমাদের কোন সাহায্যকারী সাথী নেই। অতঃপর তোমরা বলবে: হে আল্লাহর মহান বান্দাগণ (ওলীরা) সাহায্য করুন! হে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাগণ সাহায্য করুন!......অতঃপর তোমার সমস্যা দূর হয়ে যাবে।"[৭০২]

এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন আমরা দুরাবস্থায় পড়বো তখন আল্লাহর নবী আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন আল্লাহর মহান বন্ধু (অলীদের) আহবান করার জন্য। এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে আহলে হাদিসদের ইমাম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালি লিখেন- رجاله ثقات -"এই হাদিসের সমস্ত রাবী সিকাহ।" (নাযলুল আবরার, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

অনেকে এই সনদের সমস্ত রাবীই সিকাহ অনেকে আলে রাসুল (ﷺ) যায়েদ বিন আলীকে প্রশ্ন বিদ্ধ করতে চান, ইমাম যাহাবী তার জবাব তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[৭০৩] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে লিখেন-

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الثِّقَاتِ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسَافِرُونَ

-"বিশ্বস্ত উলামাগণ বলেছেন, এই হাদিসটি 'হাসান' এবং মুসাফিরদের জন্য দলিল।"[৭০৪]

দ্বিতীয় বর্ণনা :

ইমাম বাযযার (রহ.) সংকলন করেন যে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত সূত্রে সেখানে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ....فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ

-"যখন ভূলে মসিবতে পড়ে যাবে, যখন কোন আল্লাহর বান্দা যমীনের কোন ভুল স্থানে চলে গেল এই দূরাবস্থায় সময় সে এ বলে আহবান করবে, হে আল্লাহর বান্দাহ (ওলীগণ) সাহায্য করুন।"[৭০৫]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

হাফেজুল হাদিস ইমাম নুরুদ্দিন ইবনে হাজার হাইছামী (রহ.) এই সনদ সম্পর্কে বলেন- رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. -"ইমাম বাযযার (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আর সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ।"[৭০৬]

৭০২. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৭/১১৭ পৃ. হা/ ২৯০, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৭৮ পৃ. হা/ ৭৩৪, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৬/৭০৬ পৃ. হা/১৭৪৯৮, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ১০/১৩২ পৃ., মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৪/১৬৯৩ পৃ. হা/২৪৪১
৭০৩. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৩৮৯ পৃ. ক্রমিক নং ১৭৮, তারিখুল ইসলাম, ৩/৪১৫ পৃ. ক্রমিক নং ১১৫
৭০৪. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৪/১৬৯৩ পৃ. হা/২৪৪১
৭০৫. ইমাম বাযযার, আল-মুসনাদ, ১১/১৮১, হা/৪৯২২, ইমাম হাইছামি, মাযমাউজ-যাওয়াহিদ, ১০/১৩২ পৃ. হা/১৭১০৪, ইমাম বায়হাকি, আদাব, ১/২৬৯ পৃ. হা/৬৫৭, এবং শুয়াবুল ঈমান, ১/৩২৫ পৃ. হা/১৬৫, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৬/৯১ পৃ. হা/২৯৭২১, ইমাম হাইছামি, কাশফুল আশতার, ৪/৩৪ পৃ. হা/৩১২৯
৭০৬. হাইছামী, মাযমাউদ-যাওয়াইদ, ১০/১৩২পৃ. হা/ ১৭১০৪

এ ধরনের শব্দে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরেকটি হাদিস সূত্রে বর্ণিত আছে যা ইমাম আবু ইয়ালা এবং তাবরানী সংকলন করেছেন।[৭০৭] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল, ড. মানজুরুর রহমানের ইলমে হাদিসের জ্ঞানের ভাণ্ডার বড় যে, তিনি তার ভিতর থেকে এই হাদিসগুলো খুঁজে বের করতে পারছেন না।

মানজুরুর রাহমান সাহেব কী তাদের থেকে বেশী বুঝেন?

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ ঘটনাটির সনদসহ উল্লেখ করেছেন এভাবে-

أنا القَاضِي أَبُو عَبْد اللهِ الْحُسَيْنُ بْن عَلِيّ بْن مُحَمَّد الصيمري قال أنبأنا عمر بن إبراهيم قال نبأنا عَلِيّ بْن ميمون قَالَ: سمعت الشافعي يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم- يَعْنِي زائرا- فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى.

-"ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন আমাকে.......তাকে আলী ইবনে মায়মুন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উসিলায় প্রতিদিন তার যিয়ারত করার মানসে বরকত হাসিল করি এবং তাঁর মাজারে আসি। আমার কোন সমস্যা দেখা দিলে, প্রথমে দু'রাকাত নামাজ পড়ি। তাঁর মাজারের পাশে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তখন সহসা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।"[৭০৮] তিনি দ্বীনের মুজতাহিদ ইমামদের থেকেও কতবড় হাদিস পণ্ডিত তা সকলেরই জানা আছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই সত্য গোপনকারী আলেম হতে হেফাজত করুন। আমিন।

৪৪. রাসূল (ﷺ) এর নাম শুনে চুমু খাওয়া প্রসঙ্গ :

আজান ইকামতে বা বিভিন্ন মজলিশে রাসূল (ﷺ) এর নাম মুবারক উচ্চারিত হলে বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় চুমু খেয়ে চোখে মাসেহ করা নিয়ে এ গ্রন্থের শুরুতে, আমার এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৭৫-৯৫ পৃষ্ঠায় এবং আমার লিখিত ফতোয়ায়ে আহলে সুন্নাহ এর মধ্যে আমি এ বিষয় ব্যাপক আলোচনা করেছি। ড. মানজুরুর রহমান তার গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৯৬ এর আলোচনায় মুহাদ্দিসদের নামে মিথ্যাচার করে অপ্রকৌশলে এ বিষয়ে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিস কে জাল, বানোয়াট বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি এই ভূয়া তাহকীকের পিছনে পাচঁ জন মুহাদ্দির নামে মিথ্যাচার করেছেন।

৭০৭. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৩২ পৃ. হা/১৭১০৫, ইমাম আবু ইয়ালা, আল- মুসনাদ, ৯/১৭৭পৃ. হা/ ৫২৬৯, ইমাম ইবনে সুন্নি, আমালিল ইয়াউম ওয়াল লাইলা, ১/৪৫৫ পৃ. হা/৫০৮, ইমাম হাইছামী, আল-মাকসাদুল উলা, ৪/৩৩৫ পৃ. হা/১৬৬৫

৭০৮. খতিবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ১/১৩৫পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইবনে আবেদীন শামী, ফাতওয়ায়ে শামী, ১/৫৫পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

এক. আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানি নাকি এটিকে বানোয়াট বলেছেন। অথচ আলবানী বলেছেন- لَا يَصِحُّ -"হাদীসটি সহীহ পর্যায়ের নয়।"[৭০৯]

হাদিসটি সহীহ নয় পরিভাষাটি দিয়ে হাদিসের দুর্বলতা বুঝায় জাল বুঝায় না। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে এবং এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩০-৩৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। لا يصح শব্দ দ্বারা হাদিসটি জাল বুঝায় এ বিষয়ে কোন গ্রহণ যোগ্য উসূলে হাদিসদের আছে বলে দেওবন্দী আহলে হাদসিরা উল্লেখ করতে পারেন নি। কেউ কেউ চাপাবাজি করে যায়েদ কাওসারির অভিমত একটা দিয়ে ধোকাবাজির চেষ্টা করেন। তাই প্রমাণিত হল তিনি আলবানীর নামে মিথ্যাচার করেছেন।

দুই. তিনি লিখেছেন ইমাম সূয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নাকি আল আলিল মাসনূ গ্রন্থে এটিকে জাল বানোয়াট বলেছেন। তিনি যে কত বড় ধোঁকাবাজ, গণ্ডমূর্খ, মিথ্যা হাওলাদানকারী, ইমামদের নামে মিথ্যাচারকারী, ভূয়া তথ্য পেশকারী তা এবার স্পষ্ট হয়ে গেল। ইমাম সূয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিস নিয়ে তার গ্রন্থে আলোচনাই আনেন নি। আবার জাল, যঈফ বলা তো দূরের কথা। তিনি আবার পৃষ্ঠা নং দিয়েছেন ১৭০ পৃষ্ঠা। কেহ তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা দরকার যে তার কাছে কোন আসমানি নুসকা আছে কী ?

তিন. সে আরো লিখেছে যে শাওকানী নাকি এটিকে জাল বানোয়াট বলেছেন। অথচ শাওকানী লিখেছেন-

رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ عن أبي بكر مرفوعاً. قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي التَّذْكِرَةِ: لا يصح

-" ইমাম দায়লামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার মুসনাদিল ফিরদাউস গ্রন্থে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফু সূত্রে সংকলন করেছেন। আল্লামা তাহের পাটনী তার তাযকিরাতুল মাওদুআত গ্রন্থে বলেন- لَا يَصِحُّ -"হাদীসটি সহীহ পর্যায়ভূক্ত নয়।"[৭১০]

বুঝা গেল সে শাওকানীর নামে মিথ্যাচার করেছেন।

চার. তিনি লিখেছেন আল্লামা আজলূনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নাকি এটিকে মিথ্যা বানোয়াট বলেছেন। অথচ আল্লামা আজলূনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর পথ্যে জোরালো আলোচনা করেছেন। অথচ তিনি এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন

قَالَ فِي الْمَقَاصِدِ وَلَا يَصِح، وَقَالَ الْقَارِي وَإِذَا ثَبت رفعه إِلَى الصّديق فَيَكْفِي الْعَمَل بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة والسلام عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن مِنْ بَعْدِي

-" ইমাম সাখাভী তার মাকাসিদুল হাসানা গ্রন্থে বলেছেন (وَلَا يُصِح) এই হাদিসটি সহীহ পর্যায়ের নয়। এবং আল্লামা মোল্লা আলি ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আর যখন এই আমলটি হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে আমলের জন্য এতটুকুই

৭০৯. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ-দ্বঈফাহ, ১/১৭৩ হা/৭৩

৭১০. শাওকানী, ফাওয়াইদুল মাজমুয়াহ, ১/১৯-২০ পৃ. হা/১৮, দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

যথেষ্ট। কেননা, রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা আমার পরে আমার সুন্নাত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আকঁড়ে ধর।"[৭১১]

বুঝা গেল, ড. মানজুরুর রহমান যে কত বড় সত্য গোপনকারী তা আবারও প্রমাণ হয়ে গেল।

পাঁচ. তিনি লিখেছেন যে, ইমাম শামসুদ্দিন সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নাকি তার গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লিখেছেন- لا يثبت اصلا -"এটি প্রমাণিত নয়।"

আমি ড.মানজুরুর রহমানকে বলবো ধোকাঁবাজি আর কতদিন করবেন? আপনি কিতাব খুলে ইবারতটি দেখতে পারবেন ইমাম সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) অনুরুপ শব্দ বলেছেন? কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম। তাই আমি তাকে বলবো সময় থাকতে তাওবা করে ঈমান নবায়ন করুন এবং ধোকাবাজি বন্ধ করুন। আমি আশ্চর্যিত যে, তিনি আরবী শব্দ দিয়েছেন অর্থও ইচ্ছা করে ভুল করেছেন। আমি অবাক এই মিথ্যায় ভরপুর গ্রন্থটিকে তিনি পিতা-মাতার নামে উৎসর্গ করেছেন। ইমাম সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই আমলের বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি শুধু হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর বর্ণনাকে- لا يصح -সহীহ পর্যায়ভুক্ত নয় বলেছেন।[৭১২]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উসূলে হাদিসের নিয়ম হল মিথ্যাবাদীর জারহ তা'দীল গ্রহণযোগ্য নয়, তাই কিভাবে আপনারা এই মিথ্যাবাদী লেখকের কথায় পথভ্রষ্ট হবেন?

তিনি তার গ্রন্থের ১২৬ পৃষ্ঠায় চাপাবাজি দিয়ে লিখেছেন যে, এ ব্যাপারে কোন সাহাবী, তাবেয়ী, তবে-তাবেঈ ও মুজতাহিদ আলিম থেকেও কিছুই বর্ণিত হয়নি।

আমি বলবো নেই আর বিদ'আত বলাতো আপনাদের চিরায়িত অভ্যাস এটি আমরা ভালো করেই জানি। এ বিষয়ে যেহেতু আমার এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৭৫-৯৫ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করেছি সেহেতু দ্বিতীয়বার পুনরায় আলোচনা করে কলবর বৃদ্ধি করলাম না, তাই পাঠকদের গ্রন্থের ১ম খণ্ড দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৪৫. যার কোন পীর নাই তার পীর শয়তান :

এটি হাদিস নয় বরং বিজ্ঞ আউলিয়ায়ে কেরামের মহান বাণী। তিনি এটিকে তার গ্রন্থের ১২৭ পৃষ্ঠায় জাল বানানোর অনেক অপচেষ্টা করে নিজেকে ইলমে হাদিসের বড় পণ্ডিত প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এই বিষয়ে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২০৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি পাঠকবৃন্দদের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরুধ রইল।

৪৬. নামাজ মু'মিনের মেরাজ স্বরুপ হাদিস প্রসঙ্গ :

এই হাদিসকে তিনি তার গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় ১০৪ নং জাল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটি জাল তিনি এর পথ্যে যদি একটিও দলিল পেশ করতেন তাহলে বুঝা যেত তার গভীর জ্ঞানের পরিধি। এই বিষয়ে আমি সামনে আলেঅচনা করবো ইনশাআল্লাহ পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরুধ রইল।

৭১১ .আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/২০৬ পৃষ্ঠা, হা/২২৯৬, মাকাবাতুল কুদসী, কায়রু, মিশর, প্রকাশ ১৩৫১ হি.

৭১২ .ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ৬০৪-৬০৫ পৃষ্ঠা, হা/১০২১, দারুল কিতাব আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.

৪৭. রওজা জিয়ারতের হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

তিনি তার গ্রন্থের ১৩২-১৩৩ পৃষ্ঠায় ১১০-১১১ নং জাল হাদিস হিসেবে রাসূল (ﷺ) এর রওজা জিয়ারতের দুটি হাদিসকে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে দলীল দিয়েছেন আলবানীর গ্রন্থের। আলবানী যেহেতু মুহাদ্দিসে আজম তার দলীল দেওয়া ছাড়া তার উপায় কী। এ বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করে ফেলেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৪৮. হযরত আলী (رضي الله عنه) এর দিকে তাকানো ইবাদত :

এটিকে ১১৬ নং জাল হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে সামনে তৃতীয় খণ্ডে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৪৯. খতমে তাহলীলের আমলকে অস্বীকার ঃ

তিনি তার গ্রন্থের ১৬১ নং জাল হাদীস হিসেবে এই আমলের হাদিসকে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১০১ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করেছে পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৫০. হযরত জাবের (رضي الله عنه) এর ছেলে মৃতের পর পুনরায় জীবিত হওয়া ঃ

এই ঘটনাটিকে তিনি তার গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় ১৬৪ নং জাল হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনাটি যে জাল তার প্রমাণ স্বপক্ষে মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের মাসিক আল কাউসারের প্রচলিত ভুল কালামের তার উক্তিকে দলিল হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। এই বিষয়টি নিয়ে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় এ খন্ডের শুরুতে কিছুটা আলোকপাত করেছি। তবে ড. মানজুরুর রহমান মুল ঘটনাটি বিকৃত করে উল্লেখ করেছেন। এটিও তার আরেকটি ধোঁকাবাজি।

পঞ্চম অধ্যায়
কিতাবুল ঈমান

বিষয় নং.১ : রাসূল (ﷺ)-এর পিতা-মাতা কী মুশরিক ছিলেন?

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার "আল-ফিকহুল আকবারের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৭৭-৪৮৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করে বুঝাতে চেয়েছেন যে রাসূল (ﷺ)-এর পিতা-মাতা জাহান্নামী ছিলেন। তিনি তার এ গ্রন্থের ৪৮১ পৃষ্ঠায় লিখেন - "... তাবিয়ী, তাবি-তাবেয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনেক প্রসি... উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা কাফির-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে... নাউযুবিল্লাহ!

অথচ তিনি কোন তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ... ইমাম এ আক্বিদা পোষণ করতেন তা তিনি উল্লেখ করলেন না কেন? আমি ... লিখিত "আকায়েদে আহলে সুন্নাহ" গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছি... আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমাম হলেন আবুল হাসান আশ'আরী (রহ.) ও ... সহচর ইমাম আবুল মানসুর মাতুরিদী (রহ.)। তাদের আক্বিদা বা মতবাদ... আশআরী মতবাদ বলে। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) লিখেন-

...تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥] وَقَدْ أَطْبَقَتْ أَئِمَّتُنَا ...ائِرَةُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْأُصُولِ وَالشَّافِعِيَّةُ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ ...يَمُوتُ نَاجِيًا وَأَنَّهُ لَا يُقَاتَلُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ

-"মহান আল্লাহ তা'য়ালা ﷻ ইরশাদ করেন, কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত ... কাউকে শাস্তি প্রদান করি না। (সুরা বানী ইসরাঈল, আয়াত, ১৫) আমাদের আশ... ইমামদের মধ্যে আকাঈদ ও উসূলবিদগণ এবং শাফেয়ী মাযহাবের ফোকাহা... ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দাওয়াত পৌঁছার পূর্বে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে ... সে নাযাতপ্রাপ্ত। এবং ইসলামের দাওয়াত না দেওয়া পর্যন্ত কাউকে হত্যা করা ... না।"[৭১৩] তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা হল তারা যেহেতু রাসূল (ﷺ)... তাদের নিকট দ্বীনী দাওয়াত পৌঁছানোর পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন সেহেতু তাদের ... আযাব দেয়া হবে না। কেননা তখন একটি মতে ইবরাহিম (আ.) এর দ্বীন ও ... (আ.)-এর দ্বীন বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল; যা স্বয়ং ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্বীকার করেছে... তার এ গ্রন্থের ৪৮৮ পৃষ্ঠায়।

ইউটিউবে অনেক আহলে হাদিসদের শায়খদের বক্তব্য পাওয়া যায় যে রাসূল (ﷺ)-... পিতা-মাতা কুফুরীর উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে। এ বিষয়ে তারা কোন... ...ন্নাহের কতিপয় হাদিসকে অপব্যাখ্যা করে থাকে।

[৭১]৩. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/১৪৪প

...রাসূল (ﷺ)'র পিতামাতা মু'মিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন :

...আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা হলো মহানবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)'র সম্মানিত ...পিতা-মাতা কুফুরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেননি।

...আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.১

...মহান আল্লাহর বাণী-

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

-"(হে হাবীব! আমি আপনাকে) সেজদাকারীদের (নামাজীদের) মধ্যে আপনার স্থানান্তর ...করেছি।"[৭১৪]

(১) বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসসির ও হাফিজুল হাদিস, নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম ...জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)(৯১১হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُلُ نُورَهُ مِنْ سَاجِدٍ إِلَى سَاجِدٍ، وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ فَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ ... آبَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مُسْلِمِينَ

-"উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নূর মোবারক নামাজী থেকে নামাজী অর্থাৎ ঈমানদারদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই সূত্রমতে উক্ত আয়াতে কুরআনী দালালত করে যে, আখেরী নবী (ﷺ)-এর বংশীয় সকল পূর্ব পুরুষগণ মুসলমান ছিলেন।"[৭১৫] ইমাম কাস্তাল্লানী (রহ.)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।[৭১৬]

(২) এ আয়াতটি যে এ বিষয়ের দলিল সে প্রসঙ্গে ইমাম আবু হাইয়্যান আন্দুলসী (রহ.) তার তাফসীরে বলেন-

وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

-"এ বিষয়ে {নবিজী (ﷺ)-এর পিতা-মাতা এবং তাঁর পূর্ব পুরুষগণ যে ঈমানদার} এ আয়াত তার দলিল।"[৭১৭]

(৩) ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (৪৩০হি.) ও ইমাম আবু সাঈদ বিন আরাবী (৩৪০হি.) উল্লেখ করেন-

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء ٢١٩] قَالَ: يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

-"ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতের (আপনি সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার বিবর্তন) ব্যাখ্যায় বলেন, নবীদের মাধ্যমে তার স্থানান্তরিত হয়ে, পিতা-মাতা পৌঁছা পর্যন্ত।"[৭১৮]

৭১৪ . সুরা আশ-শূরা, আয়াত- ২১৮- ২১৯
৭১৫ . ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫৪প.
৭১৬ . ক.ইমাম কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ১/১০৪প.
৭১৭ . ইমাম আবু হাইয়্যান আন্দুলসী, তাফসীরে বাহারুল মুহিত, ৮/১৯৮প.
৭১৮ . ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, দালায়েলুল নবুয়ত, ১/৫৮প. হা/১৭, ইমাম আবু সাঈদ, মু'জামে ইবনে আরাবী, ২/৮৪১প. হাদিস : ১৭৫০

(৪) ইমাম ইবনে যুবাজ (৩১১হি.) তার তাফসীরে বলেন-

فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) أي المصلين.

-"সিজদাকারীদের মধ্যে আপনাদের বিবর্তন অর্থাৎ নামাযীদের মধ্যে আপনার আগমন…" বুঝা গেল রাসূল (ﷺ) এর পূর্বপুরুষগণ সকলেই মুসলিম নামাযী ছিলেন।

(৫) ইমাম সমরকান্দী (ওফাত. ৩৭৩হি.) বর্ণনা করেন-

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ يعني: تقلبك في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات من

عكرمة: ..... وإلى نوح، وإلى إبراهيم، وإلى من بعده صلوات الله عليهم.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর ছাত্র তাবেয়ী ইমাম ইকরামা (… বলেন, সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার বিবর্তন অর্থাৎ আপনাদের পিতৃপুরু… পৃষ্ঠদেশ ও মাতাদের মাধ্যমে হযরত আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.) ও ইবরাহিম (… এবং তার পরবর্তীদের মাধ্যমে আগমন আল্লাহ তাদের সকলের উপর শান্তি … করুক।"[৭২০] এজন্যই ইমাম সমরকুন্দী সবার জন্য দোয়া করলেন। এই তাফ… সুস্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, রাসূল (ﷺ) এর পূর্বপুরুষগণ সকলেই ঈমানদার ছিলেন।

(৬) ইমাম বগভী (৫১০হি.) তার তাফসীরে উল্লেখ করেন-

عِكْرِمَةُ وَعَطِيَّةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي السَّاجِدِينَ أَيْ فِي الْمُصَلِّينَ.

-"তাবেয়ীদ্বয় ইমাম ইকরামা ও আতিয়্যা () সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (… হতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, সিজদাকারীদের মধ্যে অর্থাৎ নামাযীদের ম… আপনার শুভাগমন।"[৭২১]

(৭) ইমাম কুরতুবী (৬৭১হি.) বলেন-

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: فِي الْمُصَلِّينَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ فِي أَصْلَابِ الْآبَاءِ

-"সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার আগমন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাবেয়ী ই… কাতাদা এবং মুজাহিদ () বলেন, নামাযীদের মাধ্যমে (আপনার আগমন… সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) তিনি (এই আয়াতের ব্যাখ্যায়) বলেন, তিনি পূতপুরু… পৃষ্ঠদেশের মাধ্যমে।"[৭২২]

(৮) তাফসিরে মানারে রয়েছে-

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) (٢٦: ٢١٩) لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ: إِنَّ مَعْنَاهُ فِي أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ أَيِ الْمُؤْمِنِينَ

-"সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার বিবর্তন অর্থাৎ মুফাস্‌সির বলেছেন, এর মর্মার্থ পবিত্র পুঃত পুরুষদের অর্থাৎ মু'মনিদের মাধ্যমে আপনার বিবর্তন হয়েছে।" (তাফসিরে মানার, ৭/৪৫১ পৃ.)

৭১৯. ইবনে যুবাজ, মা'নীল কোরআন, ৪/১০৪পৃ.
৭২০. তাফসীরে বাহরুল মুহিত, ২/৫৭০পৃ.
৭২১. তাফসীরে মা'আলিমুত তানযিল, ৩/৪৮৩পৃ.
৭২২. তাফসীরে কুরতুবী, ১৩/১৪৪পৃ.

(৯) ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (৮৫০হি.) বলেন-

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ [الشعراء: ٢١٩] بانتقاله من ساجد إلى ساجد وأكدوه بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لم أزل أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات

-"সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার বিবর্তন অর্থাৎ তার স্থানান্তর হয়েছে সিজদাকারী হতে সিজদাকারীর মধ্যে যেমনিভাবে রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, সর্বদা পাক পবিত্র পিতাদের থেকে পবিত্র মাতাদের নিকট আমি স্থানান্তরিত হয়েছি।"[৭২৩]

(১০) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১হি.) তার তাফসীরে উল্লেখ করেন

وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة {وتقلبك فِي الساجدين} قَالَ: فِي الْمُصَلِّين

-"ইমাম আব্দুর রায্‌যাক, আব্দ বিন হুমাইদ এবং ইমাম ইবনে জারীর আত্-তবারী তাবেয়ী কাতাদা () থেকে বর্ণনা করেন, সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার বিবর্তন অর্থাৎ মুসল্লী তথা নামাযীদের মধ্যে আপনার শুভাগমন।"[৭২৪]

(১১) ইমাম দিন্নুরী আল-মালেকী (৩৩৩হি.) বলেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ [الشعراء: ٢١٩] : قَالَ: مَا زَالَ يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার বিবর্তন অর্থাৎ তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, আপনি এক নবী থেকে আরেক নবী এমনিভাবে আপনি আপনার মায়ের নিকট আগমন করেছেন।"[৭২৫]

(২১) আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসির লিখেন-

حَدِيثُ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) قَالَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أُخْرِجْتُ نَبِيًّا.

-"ইমাম আবি আসেম হাদিস সংকলন করেন, শাবীব ইকরামা থেকে তিনি সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) হতে তিনি কুরআনুল কারীমের আয়াত- وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ -"মহান রব সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার (বংশধরকে) বিবর্তন দেখতে পান। (সূরা আশ-শূরা, ২১৯) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আপনাকে এক নবী থেকে আরেক নবীর মাধ্যমে স্থানান্তরিত করেছেন এবং নবী করেই আবির্ভূত করেছি।"[৭২৬]

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.২

রাসূল (ﷺ) এর সম্মানিত পিতামাতাসহ বংশসূত্রের সকলেই পুতঃপবিত্র এবং ঈমানদার ছিলেন, হুজুর (ﷺ) এর ঘোষনাও দলিল হিসেবে সাব্যস্ত-

৭২৩. তাফসীরে নিশাপুরী, ৩/১০৩পৃ.
৭২৪. তাফসীরে আদ্দুররুল মানসুর, ৬/৩৩০পৃ.
৭২৫. ইমাম দিন্নুরী, মাজালিসাত ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৮/১৮৪পৃ. হাদিস ঃ ৩৪৮৯
৭২৬. ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩১৪পৃ.

لَمْ أَزَلْ أُنْقَلُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ

-"সর্বদা পাকপবিত্র পিতাদের থেকে পবিত্র মাতাদের নিকট আমি স্থানান্তরিত হয়েছি
এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসির (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

...الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ فِي قَوْلِهِ (لَقَدْ جاءكم رسول من أنفسكم) قال لم يصبه شئ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ ...رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক যথাক্রমে তাবেয়ী ইমাম বাকের (رحمه الله) থেকে বর্ণনা... তিনি কুরআনুল কারীমের لَقَدْ جاءكم رسول من أنفسكم এর ব্যাখ্যায় বলেন, ... (ﷺ) কে জাহেলী যুগের কোন অবৈধ উপায় স্পর্শ করে নি। তিনি আরও বলেন, ... (ﷺ) নিজেই ইরশাদ করেন, আমি অবৈধ সম্পর্কে থেকে নয়, আমি বৈবাহিক সম্... মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছি।"[৭২৮] এ হাদিসটি সংকলন করে ইমাম হাফেজ ইবনে ক... বলেন- وَهَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ. -"হাদিসটি শক্তিশালী যদিও সনদের দিক থেকে মুরসাল।"
ইমাম ইবনে কাসির আরও উল্লেখ করেন-

...عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي وَلَمْ يُصِبْنِي من سفاح الجاهلية شئ

-"হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (رضي الله عنه) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ক... অবৈধ সম্পর্ক থেকে নয়, বৈবাহিক সম্বন্ধ থেকেই আমি নির্গত হয়েছে। আদম (... থেকে আমার আব্বা-আম্মা আমাকে জন্ম দেয়া পর্যন্ত আমার বংশ ধারায় এ প... অব্যাহত ছিলেন। আমার জন্মে জাহিলিয়াতের কোন অপকর্ম আমাকে স্পর্শ ক... পারেনি।"[৭৩০] এ হাদিসটি সনদের দিক থেকে 'হাসান'। এ ধরনের আরও অনেক... ইমাম ইবনে কাসির সংকলন করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা উপরের হাদিসে পাকের আলোচনায় আমরা ... পারলাম যে আদম (عليه السلام) থেকে রাসূল ﷺ পর্যন্ত তার সকল পূর্বপুরুষগণই পূত... তথা ঈমানদার ছিলেন। কেননা মহান আল্লাহর ঘোষনা হচ্ছে-

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

(৭২৭.) ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫৪পৃ. আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হলিয়াতুল আউলি... সূত্রে, এ ছাড়া হাদিসটি পাওয়া যায়-ইমাম রাজী, তাফসীরে কাবীর, ১৩/৩৩পৃ.ও ৩৪পৃ. ২৪/৫৩৭পৃ. আ... হাইয়্যান আন্দুলুসী, তাফসীরে বাহারুল মুহিত, ৮/১৯৮পৃ. আবু হাফস দামেস্কী, তাফসীরে আল-লুবাব ফি উলূমিল কিতাব, ৮/২৩৩পৃ.ও ২৩৪পৃ. ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, ৩/৫৪পৃ. ৬/৩১৩পৃ. ... তাফসিরুল মুনীর, ১৯/৩৩৯পৃ.
৭২৮ .ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩১৪পৃ.
৭২৯ .ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩১৪পৃ.
৭৩০ .ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩১৪পৃ.

-"মুশরিকরা হচ্ছে অপবিত্র।"(সূরা তাওবা-১২৮) মুশরিক হলে পবিত্র হত না। তাই হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১হি.) উপরের হাদিস ও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ أَجْدَادِهِ مُشْرِكًا

-"উক্ত আয়াতের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পূর্ব পুরুষদের কেউ মুশরিক না থাকাটা আবশ্যক হচ্ছে।"[৭৩১] বুঝা গেল রাসূল ﷺ-এর পিতা-মাতা পবিত্র থাকা মানে ঈমানদার ছিলেন।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.৩

তিনি (রাসূল ﷺ এর নূর মোবারক) যখনই যার পৃষ্ঠ দেশে আমানত ছিল সে ব্যক্তি তৎকালিন যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন।
ইমাম বুখারী (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ، قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি বনি আদমের সর্বোত্তম যুগে আবির্ভূত হয়েছি। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে আমি সেই যুগেই এসেছি যে যুগ আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিল।" (সহীহ বুখারী, ৪/১৮৯পৃ. হা/৩৫৫৭, কিতাবুল মানাকিব)

হাদিসের সারমর্মঃ আমি যখনই ছিলাম সেই যুগের সর্বোত্তম মানুষের কাছেই ছিলাম; তারা ছিলেন সেই যুগের ঈমানদার।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.৪

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনেক ইমামের মতে, আল্লাহ তা'য়ালা নবীয়ে পাক ﷺ এর পিতা-মাতাকে পূনর্জীবিত করে রাসূল (ﷺ) এর দ্বীনের উপর ঈমান আনার সুযোগ করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা নবীজীর উপর ঈমান আনয়ন করেছেন। আর এটি আল্লাহর কুদরত। ইমাম সুয়ূতি (رحمه الله) লিখেন-

وَهَذَا الْمَسْلَكُ مَالَ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ حُفَّاظِ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ، مِنْهُمُ ابن شاهين وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ، والسهيلي، والقرطبي، والمحب الطبري، وَالْعَلَّامَةُ ناصر الدين بن المنير، وَغَيْرُهُمْ

-"হুফফাজদের মুহাদ্দিসিনের (যারা এক লক্ষ হাদিস সনদসহ মুখস্ত জানতো) কিরামের বিরাট একটি জামাত এ মসলকের প্রতি সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে শাহীন, হাফিজ আবু বকর আল খতিব বাগদাদী, সুহাইলী, কুরতুবী, মুহিব তাবারী, আল্লামা নাসিরুদ্দীন বিন আল মুনির প্রমুখ অন্যতম।"[৭৩২] কিছু জাহেল হাফেযুল হাদিস

৭৩১ .ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫৪পৃ.
৭৩২ .ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৮পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

হবে তো দূরের কথা ২শ হাদিসও সনদসহ মুখস্ত বলতে পারবে না; তারাও এই
বিরোধীতা করেন; তাই আমি তাদেরকে বলি আপনি একলক্ষেরও বেশী হাদিস
করে বলো দেখি তাহলে আমি বুঝবো তুমি তার চেয়ে বড় পণ্ডিত তোমার অভিমত
করা যায় কিনা তখন ভেবে দেখবো।

প্রথম বর্ণনা ঃ ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

ابن شاهين في النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
عساكر، كِلَاهُمَا فِي غَرَائِبِ مالك بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عائشة قَالَتْ: حَجَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَمَرَّ بِي عَلَى عَقَبَةِ بِالْحَجُونِ وَهُوَ بَاكٍ حَزِينٌ مُغْتَمٌّ، فَنَزَلَ
عني طَوِيلًا ثُمَّ عَادَ إِلَيَّ وَهُوَ فَرِحٌ مُتَبَسِّمٌ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ
فأحياها فَآمَنَتْ بِي وَرَدَّهَا اللَّهُ

-"ইমাম ইবনে শাহীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'নাসেখ ওয়াল মানছুখ' গ্রন্থে ইমাম খতিবে বাগদাদী
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'সাবেক ওয়াল লাওয়াহেক', ইমাম দারাকুতনী এবং ইমাম ইবনে আসাকির
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'তারীখে দামেস্কে', কিছুটা দুর্বল সনদে হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা
করেন, তিনি বলেন বিদায় হজ্জের সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেদনার্ত ছিলেন। এসময়
আনন্দচিত্তে আমার নিকট আগমন করেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন-

فَقَالَ: ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيَهَا فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بِي وَرَدَّهَا اللَّهُ

-"অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার মা আমেনা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর কবরের নিকট গমন
এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করি তাঁকে জীবিত করতে। তখন আল্লাহ তাঁকে জী
করেন, তিনি আমার উপর ঈমান আনয়ন করেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁকে ফিরিয়ে নে
কোনো কোনো বর্ণনায় পিতামাতা উভয়ের কথা বলা হয়েছে।"[৭৩৩]

ইমাম সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সনদটিকে যদিও দ্বঈফ বলেছেন, কিন্তু আমি বলি এ হাদিস
ইমাম তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং ইমাম সুহাইলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে আরও একাধিক সূত্র
যার দরুণ আমরা সনদটির সর্বনিম্ন মর্যাদাও 'হাসান' পর্যায়ের তাতে কোন সন্দেহ
যার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা বৈধ। অনেকে আবার এই প্রথম সূত্রকেই জাল বলে
তার জবাবে ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন- لَكِنَّ الصَّوَابَ ضَعْفُهُ لَا وَضْعُهُ -"তবে
কথা হল, এই হাদিসটি জাল নয়, যঈফ বা দুর্বলতা আছে।"[৭৩৪]

৭৩৩ .ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৮পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,
প্রকাশ.১৪২৪হি. ইমাম কুরতুবী, তাযকিরাহ, ১৫পৃ., ইমাম কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ১/১০৩
সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/১২২পৃ. দিয়ার বকরী, তারীখুল খামীস, ১/২৩০পৃ. দারুল
ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ,১/১৫৫পৃ., দারুল
ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. জুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৩১৫পৃ.এ হাদিসটি ইমাম সুয়ূতী
৭৩৪ .ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৮পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,
প্রকাশ.১৪২৪হি.

দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ ইমাম কাস্তাল্লানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

فروى الطبرى بسنده عن عائشة أن النبى – صلى الله عليه وسلم – نزل الحجون كئيبا حزينا،
فاقام به ما شاء الله عز وجل، ثم رجع مسرورا، قال: سألت ربى فأحيا لى أمى، فآمنت بى ثم ردها

-"ইমাম তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে সনদ সহকারে বর্ণনা করেন যে,
তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বিষন্ন ও চিন্তীত অবস্থায় হাজ্জুন নামক কবরস্থানে আল্লাহর
মর্জি মুতাবেক অবতরণ বা অবস্থান করলেন। অতঃপর আনন্দিত হয়ে দাঁড়ালেন বা
উঠলেন। (কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি) বললেন, আমি আমার রবের কাছে প্রার্থনা
করেছি যে আমার মা কে জীবিত করে দেয়ার জন্য অতঃপর আল্লাহ তাকে জীবিত করে
দিলেন। অতঃপর তিনি আমার উপর ঈমান আনলেন। তারপর তাতে (কবরে) ফিরিয়ে
দেন।"[৭৩৫]

তৃতীয় বর্ণনা ঃ ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

السهيلي فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ بِسَنَدٍ قَالَ أَنَّ فِيهِ مَجْهُولِينَ عَنْ عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُحْيِيَ أَبَوَيْهِ فَأَحْيَاهُمَا لَهُ فَآمَنَا بِهِ ثُمَّ أَمَاتَهُمَا

-"ইমাম সুহাইলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'রাওজুল উনূক' গ্রন্থে তিনি বলেছেন সনদে অজ্ঞাত রাবীদ্বয়
রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন
তিনি যেন তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করে
দেন। অতঃপর তারা নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করলেন। অতঃপর তারা মৃত্যুবরণ
করলেন।"[৭৩৬] ইমাম সুহাইলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সনদটি সংকলন করেন-

مُعَوِّذُ بْنِ دَاوُدَ بْنِ مُعَوِّذِ الزَّاهِدِ يَرْفَعُهُ إِلَى [عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ] أَبِي الزِّنَادِ عَنْ [هِشَامِ بْنِ]
عُرْوَةَ، عَنْ [أَبِيهِ عَنْ] عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

-"মুআওজ ইবনু দাউদ তিনি আব্দুর রাহমান বিন আবি যানাদ তিনি হিশাম বিন উরওয়া
থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে।"[৭৩৭]

অনেকে ভ্রান্ত দলের অনুসারী এটিকে অসম্ভব মনে করেন তাই এর জবাবে শুধু মাত্র
কয়েকজন ইমামের অভিমত আপনাদের সামনে পেশ করছি। যেমন ইমাম সুহাইলী
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

وَلَعَلَّهُ يَصِحُّ مَا جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اللهَ سُبْحَانَهُ. فَأَحْيَا لَهُ أَبَوَيْهِ، فَآمَنَا بِهِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ هَذَا، وَلَا يُعْجِزُ اللهَ سُبْحَانَهُ شَيْءٌ

৭৩৫ .ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবু ল্লাদুন্নিয়া, ১/১০৩পৃ., ইবনে কাসির, তাফসীরে ইবনে কাসির,
৭৩৬ .ইমাম সুহাইলী, রওজুল উনূক, ২/১২১পৃ. দারু ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.
১৪২১হি., ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৮পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন,
প্রকাশ.১৪২৪হি.
৭৩৭ .ইমাম সুহাইলী, রওজুল উনূক, ২/১২১পৃ. দারু ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.
১৪২১হি.

-"সম্ভবত এজন্য ইহা সঠিক যে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর তারা নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করলেন। কারণ আল্লাহর নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নয়।"

ইমাম কাস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় লিখেন-

جزم بعض العلماء: بأن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان، وليسا في النار، تمسكًا بهذا ... وغيره.

-"কতিপয় আলেম বলেন, রাসূল ﷺ এর পিতা নাজাতী এবং তিনি জাহান্নামী নন। তারা এই হাদিস ও অন্যান্য হাদিস থেকে এই আক্বিদা পোষণ করে থাকেন।"[৭৩৯]

ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার কিতাবে এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় আরও উল্লেখ করেন-

قال القرطبي: لَا تَعَارُضَ بَيْنَ حَدِيثِ الْإِحْيَاءِ وَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ، فَإِنَّ ... مُتَأَخِّرٌ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ لَهُمَا بِدَلِيلِ حَدِيثِ عائشة أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، ... جَعَلَهُ ابن شاهين نَاسِخًا لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْأَخْبَارِ

-"ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, পুনর্জীবন সংক্রান্ত হাদিস ও ইস্তেগফার নিষেধ ... মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ পুনর্জীবন সংক্রান্ত ঘটনা ইস্তেগফার সংক্রান্ত ঘটনা অনেক পরে হয়েছে। যেমন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তার প্রমাণ। তিনি বলেছেন, পুনর্জীবন এর ঘটনা বিদায় হজ্বের সময় ঘটেছিল। এ জন্য ইমাম ইবনে শাহীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ হাদিসকে অন্যান্য হাদিসের নাসিখ ও বা রহিতকারী নির্ধারণ করেছেন।"

ইমাম কুরতবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার তাফসির গ্রন্থে এই বক্তব্যে প্রতি ইশারা করে লিখেন-

... ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ التَّذْكِرَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَا لَهُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَآمَنَا بِهِ

-"আমি আমার লিখিত 'তাযকিরা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ... (রাসূল ﷺ এর) পিতা-মাতাকে জীবিত করেছেন এবং তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন।" (ইমাম কুরতুবী, তাফসিরে কুরতবী, ২/৯৩ পৃ.সূরা বাক্বারার ১১৯ ... ব্যাখ্যা) ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার কিতাবে এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় আরও উল্লেখ করেন-

قال العَلَّامَةُ ناصر الدين بن المنير المالكي فِي كِتَابِ الْمُقْتَفَى فِي شَرَفِ الْمُصْطَفَى: قَدْ وَقَعَ ... - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْيَاءُ الْمَوْتَى نَظِيرَ مَا وَقَعَ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، إِلَى أَنْ قَالَ: ... فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا مُنِعَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ لِلْكُفَّارِ دَعَا ... أَنْ يُحْيِيَ لَهُ أَبَوَيْهِ، فَأَحْيَاهُمَا لَهُ فَآمَنَا بِهِ وَصَدَّقَا وَمَاتَا مُؤْمِنَيْنِ

৭৩৮. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫২পৃ.
৭৩৯ .কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, জুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৩১৭পৃ.
৭৪০ .ইমাম কুরতুবী, তাযকিরা, ১৩৮পৃ. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৮পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

-"আল্লামা নাছিরুদ্দীন ইবনে মুনির মালিকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় 'আল-মুকতাফা ফি শরফুল মোস্তাফা' গ্রন্থে বলেছেন, আমাদের নবী ﷺ এর মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করা ঈসা ইবনে মরিয়ম কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার অনুরূপ। অতঃপর তিনি বলেন, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম ﷺ কে যখন কাফিরদের জন্য ইস্তেগফার করতে বারণ করা হল তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করার জন্য। তখন আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর তারা নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করলেন। অবশেষে মু'মিন হিসেবে ইন্তিকাল করলেন।"[৭৪১]

ইমাম সুয়ূতি উল্লেখ করেন-

وَقَالَ الْحَافِظُ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى مَوْرِدُ الصَّادِي فِي مَوْلِدِ الْهَادِي بَعْدَ إِيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مُنْشِدًا لِنَفْسِهِ:

حَبَا اللَّهُ النَّبِيَّ مَزِيدَ فَضْلٍ ... عَلَى فَضْلٍ وَكَانَ بِهِ رَؤُوفَا
فَأَحْيَا أُمَّهُ وَكَذَا أَبَاهُ ... لِإِيمَانٍ بِهِ فَضْلًا لَطِيفَا
فَسَلِّمْ فَالْقَدِيمُ بِذَا قَدِيرٌ ... وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفَا

-"হাফিজ সামসুদ্দীন বিন নাসিরুদ্দীন দামেস্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখিত হাদিসটি বর্ণনার পর বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী ﷺ এর অসংখ্য অগণিত মুহাব্বত ও অনুগ্রহ করেছেন। তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত স্নেহশীল। অতঃপর তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করেছেন। সাথে তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। ইহা একটি সুক্ষ্ম অনুগ্রহ। অতঃপর তার উপর সালাম। যদিও এ সংক্রান্ত হাদিস যঈফ।"[৭৪২] এ হাদিসগুলোর আলোকে বুঝি যে, রাসূল (ﷺ) এর পিতা-মাতা বণী হানিফের উপরে বিশ্বাসী হওয়ার পরেও আবার রাসূল (ﷺ) এর দ্বীনের উপর ঈমাণ আনার সুযোগ দিয়েছেন। উপরে ইমামদের অভিমত দ্বারা বুঝলাম যে এটা অবাস্তব মনে করা আল্লাহর কুদরতের প্রতি আস্থাশীল নয় বান্দাদের কাজ। এই বিষয়ক হাদিসগুলো দলিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আহলে হাদিসদের সমর্থক উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী লিখেন-

وأما قول ابن حجر: وحديث إحيائهما حتى آمنا به ثم توفيا حديث صحيح، وممن صححه الإمام القرطبي والحافظ ابن ناصر الدين

-"ইমাম ইবনে হাজার বলেন, রাসূল (ﷺ) এর পিতা-মাতা জীবিত করে দেয়া হয়েছিল তার ফলে তাঁরা ঈমান এনেছে তারপর আবার পুনরায় ওফাত বরণ করেছেন এই হাদিস সহীহ। আর এমনিভাবে সহীহ বলেছেন ইমাম কুরতবী এবং হাফেযুল হাদিস ইবনে নাসিরুদ্দীন।" (মোবারকপুরী, মের'আত, ৫/৫১৩ পৃ.)

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.৫

৭৪১ .ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৮পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.
৭৪২ .ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৯পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাশায়েখগণ বলেছেন যে, নবী-বিহীন মৃত্যুর কারণে তাঁরা শাস্তিযোগ্য নন। আর তার নিম্নের এ আয়াতে কারীমা দলিল হি পেশ করে থাকেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

-"রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি শাস্তি প্রদান করি না।" (সুরা বনী ইসরাঈল, ইমাম সুয়ূতি (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥] قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِمُعَذِّبٍ أَحَدًا حَتَّى يَسْبِقَ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ خَبَرٌ، أَوْ تَأْتِيَهِ مِنَ اللَّهِ بَيِّنَةٌ.

-"ইমাম ইবনে জারীর (রহ.) ও ইমাম ইবনে আবি হাতেম (রহ.) উভয়েই তা তাফসীরে লিখেছেন তাবেয়ী ইমাম কাতাদা (রহ.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তত পর্যন্ত কাউকে শাস্তি প্রদান করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ বা কোন প্রমাণ না পৌছবে।"[৭৪৩]

তাই রাসূল (ﷺ)-এর পিতা-মাতার সময়ে কোন নবী ছিলেন না; বরং বর্ণনায় পা যায় যে তাঁরা উভয়েই বনী হানিফ হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর উম্মত ছিলেন। ইমাম সুয়ূতি বলেছেন যে রাসূল (ﷺ) এর পিতা-মাতা থেকে তাদের দূরুত্ব ৩ হা বছরেরও অনেক পূর্ব কাল ছিল বিধায় তা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইমাম সুয়ূতি (রহ.) উল্লেখ করেনছেন-

ابن المنذر عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [إبراهيم: ٤٠] فَلَنْ يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ نَاسٌ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ

-"সূরা ইবরাহিমের ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাবেয়ী ইবনে জুরাইজ (রহ.) ব ইবরাহিম (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে সদাসর্বদা এমন কিছু লোক বিদ্যমান ছিল ফিতরাতের উপর বিশ্বাসী ছিল এবং আল্লাহর ইবাদাত করত।"[৭৪৪] এ আয়াতের সম আরও আয়াতে কারীমা উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন রব তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

-"রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে; রাসূলগণের পরে মানুষের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ অবশিষ্ট না থাকে।" (নিসা, আয়াত, ১৬৫) তাই কিয়ামতের ময়দানে যাতে কোন মানুষ বলতে না আমাদেরকে তো কোন রাসূল অথবা রাসূলের পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত আসে অনুরূপ কুরআনুল কারীমের আরেকটি আয়াতে কারীমা উল্লেখ করা যেতে পারে মহান রব তা'য়ালা বলেন-

৭৪৩. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৪৫পৃ.
৭৪৪. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৬৩পৃ.

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى

-"যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন না কেন? পাঠালে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম।"(সুরা তাহা, আয়াত, ১৩৪, সুরা কাসাস, আয়াত, ৪৭) এ সকল আয়াতে কারীমার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, "ফাতরাত" বা রাসূল-বিহীন যুগে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না। ইমাম কাস্তাল্লানী (রহ.) লিখেন-

لقوله تعالى: وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا قال: وقد أطبقت الأئمة الأشاعرة من أهل الكلام والأصول، والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا

-"মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি প্রদান করি না। (সুরা বানী ইসরাঈল, আয়াত, ১৫) আমাদের আশআরী ইমামদের মধ্যে আকাঈদ ও উসূলবিদগণ এবং শাফেয়ী মাযহাবের ফোকাহাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দাওয়াত পৌছার পূর্বে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে নাযাতপ্রাপ্ত।"[৭৪৫] এ বিষয়ে ইমাম সুয়ূতির অনুরূপ বক্তব্য এ বিষয়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.৬

সকল নবীদের মাতাগণই ঈমানদার ছিলেন সে হিসেবে রাসূল (ﷺ) এর মাতা অবশ্যই ঈমানদার ছিলেন বলে অনুমিত হয়। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) তার বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ করেন-

ثُمَّ إِنِّي اسْتَقْرَأْتُ أُمَّهَاتِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - فَوَجَدْتُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ

-"তারপর আমি সমস্ত আম্বিয়া (আ.) কেরামদের জননী সমন্ধে গবেষণা করেছি এবং তাদের সবাইকে মু'মিনাত হিসেবে পেয়েছি।"[৭৪৬] ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَمِائَةِ أُمٍّ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِنَّ سِفَاحًا وَلَا شَيْئًا مِمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

-"হিশাম বিন মুহাম্মদ কালবী (রহ.) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর মায়ের বংশধারার ৫০০ মহিলার তালিকা সংকলন করেছি। তাদের কোন একজনকে না ব্যাভিচারী পেয়েছি, না জাহিলীযুগের কোন কোন অনাচারের সম্পৃক্ত পেয়েছি।"[৭৪৭] তাই মা আমেনা (রা.) জাহেলী যুগের কোন মুশরিকী কর্ম কাণ্ডে জড়িত ছিলেন না।

৭৪৫. ক.ইমাম কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ১/১০৩পৃ.
৭৪৬. ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/৬৬৯পৃ.
৭৪৭. ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ...

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.৭

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোন কোন মসলকের দাবী হল, কিয়ামতের ময়দানে রাসূল (ﷺ) তার পিতা-মাতার বিষয়ে সুপারিশ করবেন এবং তারা জান্নাতে যাবে। কোন কাফির যেহেতু জান্নাতে যাবে না; বুঝা যায় তারা কাফির ছিলেন না। এটি ইমাম সুয়ূতি (رحمه الله) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله)-এর মত বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তারা একাধিক হাদিসও বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) দলিল দেন-

أخرج الحاكم في الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَمْ أَرَ رَجُلًا كَانَ أَكْثَرَ سُؤَالًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَبَوَيْكَ فِي النَّارِ؟ فَقَالَ: مَا سَأَلْتُهُمَا رَبِّي فَيُطِيعَنِي فِيهِمَا، وَإِنِّي لَقَائِمٌ يَوْمَئِذٍ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ.

-"ইমাম হাকেম নিশাপুরী (رحمه الله) তার মুস্তাদরাক' গ্রন্থে সহীহ সনদে সাহাবী ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, একদা আনসারী এক যুবক রাসূল (ﷺ) এর কাছে প্রশ্ন করল; বর্ণনা ইবনে মাসউদ বলেন, আমি তার চেয়ে অধিক প্রশ্ন কারী আর কাউকে দেখিনি ঐ লোকটি বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কী মনে করেন, আপনার পিতা-মাতা জাহান্নামী? তখন তিনি বললেন, আমি তাদের সম্বন্ধে আমার প্রভুর নিকট চাইব আমাকে তাই দেয়া হবে। আর সেদিন আমি মাকামে মাহমুদে অবস্থান করব।"[৭৪৮] ইমাম সুয়ূতি ও ইবনে হাজার আসকালানী সনদটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম হাকেম নিশাপুরী (رحمه الله) এ হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"এই হাদিসটির সনদ সহীহ, যদিও ইমাম বুখারী, মুসলিম সংকলন করেননি।"

ইমাম জুরকানী (رحمه الله) এ হাদিসটি সম্পর্কে লিখেন- فإنها حديث ابن مسعود الحاكم صححه -"অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। ইমাম হাকেম এটির (মানে উপরের হাদিসটির) সনদ সহীহ।"[৭৫০] তাই এ হাদিস থেকে বুঝা গেল রাসূল (ﷺ) তার পিতা-মাতাকে সুপারিশ করবেন এবং জান্নাতে নিবেন। অনেকে দাবী করতে পারেন এই সনদের রাবী তাবেয়ী 'উসমান বিন উমায়ের' দুর্বল তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।[৭৫১] আমি বলবো এটি ঠিক নয়। তিনি হযরত আনাস বিন মালেক (رضي الله عنه)সহ অনেক সাহাবীদেরকে তিনি দেখেছেন। হ্যাঁ, ইমাম নাসাঈ (رحمه الله)

---

৭৪৮ .ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ২/৩৯৬পৃ. হা/৩৩৮৫, ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

৭৪৯ .ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ২/৩৯৬পৃ. হা/৩৩৮৫

৭৫০ .ইমাম জুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৩২৫পৃ.

৭৫১ .ইমাম যাহাবী (رحمه الله) তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেন- عن أنس، وغيره. -"তিনি আনাস (رضي الله عنه)সহ অনেক সাহাবীকে দেখেছেন।" (যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৫০পৃ. ক্রমিক.৫৫৫০)

তার সম্পর্কে লিখেছেন- وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. -"তিনি শক্তিশালী রাবী নন।"[৭৫২] ইমাম নাসাঈ (رحمه الله) অনেক সহীহ বুখারী মুসলিমের অসংখ্য সিকাহ রাবী কে এ ধরনের উক্তি করেছেন। এর ব্যাখ্যা ইতপূর্বে ইমাম আযমের আলোচনায় করে এসেছি। তিনি মূলত এই রাবীর হাদিস উচ্চ পর্যায়ের সহীহ নয় বুঝিয়েছেন। ইমাম আদী (رحمه الله) লিখেছেন- يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. -"আমরা তাঁর হাদিস লিপিবদ্ধ করি।"[৭৫৩] একটি বিষয় সকল হাদিস শাস্ত্রেও জ্ঞানীগণ জানেন যে ইমাম শু'বা (رحمه الله) যঈফ রাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন না। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) তার জীবনীতে লিখেন-

وَعَنْهُ: الأَعْمَشُ، وَسُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَشَرِيكٌ، وَغَيْرُهُمْ.

-"তার থেকে ইমাম আ'মাশ, ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী, ইমাম শু'বা, হাজ্জাজ বিন আরতাহ, ইমাম শারীক (رحمه الله)সহ অনেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[৭৫৪] ইমাম ইবনে আদি (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

يَحْيَى بْنَ مَعِين عَنْ عُثْمَان أبي اليقظان قَالَ ليس به بأس.

-"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (رحمه الله) তিনি উসমান আবিল ইয়াকজান (رحمه الله) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৭৫৫] আল্লামা মুগলতাঈ (رحمه الله) তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেন-

ابن شاهين ذكره في كتاب الثقات

-"ইবনে শাহীন (رحمه الله) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন।"[৭৫৬] তাই ইমাম হাকেমের হাদিসটি 'সহীহ' অভিমত সঠিক।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.৮

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আরেকটি ভিত্তি আহলে বায়'আতের কোন সদস্য জাহান্নামে যাবে না।

১. এ বিষয়ে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (رحمه الله) এ বিষয়ে লিখেন-

أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: ٥] قَالَ: مِنْ رِضَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ.

-"ইমাম ইবনে জারীর আত-তবারী (رحمه الله) তার তাফসীরে সাহাবী ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর রেযা বা সন্তুষ্টি হচ্ছে তাঁর

---

৭৫২ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/৯২৬পৃ. ক্রমিক.২৯৮

৭৫৩ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/৯২৬পৃ. ক্রমিক.২৯৮

৭৫৪ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/৯২৬পৃ. ক্রমিক.২৯৮

৭৫৫ .ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৬/২৮৫পৃ. ক্রমিক.১৩২৫

৭৫৬ .ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/১৭৮পৃ. ক্রমিক.৩৬৪৫

পরিবারের কোন সদস্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।"[৭৫৭] তাই রাসূল (ﷺ)-এর পি
মাতা যেহেতু তাঁর আহলে বায়'আত তাই তারাও জান্নাতীই হবেন। ইমাম ইবনে ক
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন- وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ -"এই হাদিসটির সনদ সহীহ।"[৭৫৮]

২. এ বিষয়ে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরেকটি হাদিসে পাক সংকলন করে

أبو سعيد في شَرَفِ النُّبُوَّةِ وَالْمُلَّا فِي سِيرَتِهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُدْخِلَ النَّارَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَأَعْطَانِي ذَلِكَ». أَوْرَدَهُ
محب الدين الطبري في كِتَابِهِ " ذَخَائِرِ الْعُقْبَى

-"ইমাম আবু সাঈদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার লিখিত 'শরফুন-নবুয়ত' গ্রন্থে, ইমাম মোল্লা (
তার সিরাতে সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে একটি হাদিস সংকলন ক
রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি যেন আ
পরিবার থেকে কাউকে জাহান্নামে প্রবেশ না করান। অতঃপর আমাকে তা প্রদান
হয়েছে। এ হাদিসটি হাফেজুল হাদিস মুহিবুদ্দীন তবারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর ذخائر العقبى
বর্ণনা করেছেন।"[৭৫৯]

এই সনদটি উপরের হাদিসের সমর্থক হওয়ায় হাসান। কিন্তু আহলে হাদিস আল
এই সনদটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৭৬০] সে এ সনদের অন্যতম রাবী '
হামযা আস-সুমালী' এর কারণে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ আমি আসমা
রিজালের একজন মুহাদ্দিসকেও পেলাম না যে উক্ত রাবীকে মিথ্যাবাদী অথবা জা
হাদিসের রচনা করতেন মর্মে। তাহলে সে কিভাবে এই সনদকে জাল বলার দুঃ
দেখাতে পারলো? হ্যাঁ, অনেক তাকে হাদিস শাস্ত্রে নরম প্রকৃতির বলেছেন। ইমাম ই
হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর জীবনীতে লিখেন- روى عن أنس والشعبي وأبي إسحاق
"তিনি সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে, ইমাম শা'বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও

৭৫৭ .ইমাম তবারী, জামিউল বায়ান, ২৪/৪৮৮পৃ. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি., ও ইমাম সুয়ূতি, তাফসীরে দুররুল মানসুর, ৮/৪৪২পৃ., ইমাম ছালাভী, তাফসীরে ছা'লাভী, ১০/২২৪পৃ. ইমাম কুরতুবী আন্দুলসী, তাফসীরে হিদায়া বুলুগুন নিহায়া, ১২/৮৩২৫পৃ., ইবন কাসির, কুরআনুল আযিম, ৮/৪১২পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম আবু হাইয়্যান আন্দুলসী, বাহারুল মুহিত, ১০/৪৯৬পৃ.,ইমাম কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, ২০/৯৫পৃ., শাওকানী, ফতহুল কাদীর, ৫/৫৬০পৃ. , ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/২৫৩পৃ.

৭৫৮ . ইবন কাসির, কুরআনুল আযিম, ৮/৪১২পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৭৫৯ .ইমাম তবারী, যাখায়েরুল উকবা, ১/১৯পৃ., ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি., ইমাম আবু সা'দ নিশাপুরী, শরফুল মোস্তফা, ৫/৩২২পৃ.হা/২২৭৫, জুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৩২৫পৃ., ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/২৫৩পৃ.

৭৬০ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ,

ইসহাক ইবনু সাবাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[৭৬১] বুঝা গেল তিনি একজন তাবেয়ীও ছিলেন। ইবনে হাজার লিখেন-

وقال أبو زرعة لين وقال أبو حاتم لين الحديث يكتب حديثه

-"হাফেজুদ্দনীয়া ইমাম আবু যারয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় নরম প্রকৃতির, ইমাম আবু হাতেম বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় নরম প্রকৃতির, তবে তাঁর হাদিস আমি লিপিবদ্ধ করি।"[৭৬২] ইমাম আবু হাতেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মিথ্যাবাদী ও অধিক দুর্বল রাবীর হাদিস তাঁর কিতাবে লিখতেন না। তাই রাসূল (ﷺ)-এর পিতা-মাতাও আহলে বায়াত তথা পরিবার পরিজনের অর্ন্তভুক্ত; তাই তারাও জান্নাতে যাবেন।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.৯

১. রাসূল (ﷺ)-এর পরিবার পরিজন সকলেই রাসূল ﷺ -এর শাফায়াত লাভ করবে; আর তাঁর শাফায়াত লাভ করলে সকলেই জান্নাতী হবেন। এ বিষয়ের সপক্ষে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কতিপয় হাদিসে পাক সংকলন করেন। ইমাম তাবরানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَتْ مُتَبَرِّجَةً قَدْ بَدَا قُرْطَاهَا، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اعْمَلِي، فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يُغْنِي عَنْكِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَتْهُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ شَفَاعَتِي لَا تَنَالُ أَهْلَ بَيْتِي! وَإِنَّ شَفَاعَتِي تَنَالُ حَاءَ وَحَكَمَ - وَحَاءَ وَحَكَمَ قَبِيلَتَانِ

-"হযরত আব্দুর রাহমান বিন রা'ফে (রাঃ) তিনি উম্মে হানী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ...অতঃপর রাসূল (ﷺ) বলেন, সে সমস্ত সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যারা ধারণা করে আমার পরিবাগণ আমার শাফায়াত লাভ করবে না। নিশ্চয় আমার শাফায়াত 'হা' ও 'হুকুম' গোত্রদ্বয় পর্যন্ত লাভ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, হা ও হুকুম হল দুটি গোত্র।"[৭৬৩] তাই এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে রাসূল (ﷺ) এর সকল পরিবার নবীজির শাফায়াত লাভ করবে; তাই কোন প্রমাণ হবে না যে নবীজির পিতা-মাতা রাসূল (ﷺ)-এর পরিবার ছিল না। এই হাদিসটি যদিও মুরসাল কিন্তু সনদ সহীহ। যেমন ইমাম ইবনে হাজার হাইছামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৭৬১ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ২/৭পৃ. ক্রমিক.১০

৭৬২ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ২/৭পৃ. ক্রমিক.১০

৭৬৩ .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২৪/৪৩৪পৃ. হা/১০৬০, ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি., হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৯/২৫৭পৃ. হা/১৫৪০১

-"ইমাম তাবরানী হাদিসটি সংকলন করেছেন সনদটি মুরসাল; তবে সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ।"[৭৬৪] আমাদের দাবি রাবী (তাবেয়ী) সিকাহ হলে এবং সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ হলে হাদিসে মুরসাল গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

২. তবে এই সহীহ সনদের মুরসালের সমর্থনে আরও একাধিক মারফূ হাদিস রয়েছে। ইমাম সুয়ূতি তাবেয়ী ইমাম আবুল বুখতারী (رحمه الله) এর সূত্রে সংকলন করেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ قَرَابَتِي لَا يَنْتَفِعُ، بَلَى حَتَّى تَبْلُغَ حَكَمَ وَهُمْ أَحَدُ قَبِيلَتَيْنِ مِنَ الْيَمَنِ إِنِّي لَأَشْفَعُ فَأُشَفَّعُ، حَتَّى إِنَّ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ لَيَشْفَعُ فَيُشَفَّعُ، حَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ لَيَتَطَاوَلُ طَمَعًا فِي الشَّفَاعَةِ

-"হযরত জাবের (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, সে সম্প্রদায়ের কী হয়েছে যারা ধারনা করে যে, আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন উপকার করবে না। কিন্তু না, অবশ্যই উপকার করবে। এমনকি 'হুকুম' সম্প্রদায় পর্যন্ত উপকৃত হবে। হুকুম হল ইয়ামনের একটি গোত্র। আমি শাফায়াত করবো এবং যার জন্য শাফায়াত করব তা গ্রহণ করা হবে। শেষ পর্যন্ত ইবলিসও শাফায়াতের আবেদন করবে।"[৭৬৫] তাই বুঝা যায় তার পরম আত্মীয় পিতা-মাতার সুপারিশ তিনি অবশ্যই করবেন। এই হাদিসের সমর্থনে আরেকটি হাদিস নিম্নে পেশ করা হল।

৩. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম দায়লামী (رحمه الله) সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে একটি হাদিস সংকলন করেন-

أول من أشفع لَهُ يَوْم الْقِيَامَة من أمتِي أهل بَيْتِي ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب

-"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আমি সর্বপ্রথম সুপারিশ করব আহলে বাইতের জন্য। অতঃপর নিকটাত্মীয়দের জন্য। অতঃপর তাদের নিকটাত্মীয়দের জন্য।"[৭৬৬] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল যে রাসূল (ﷺ) তার পরম আত্মীয় পিতা-মাতার সুপারিশ করবেন।

৪. এখন আপনাদের সামনে সরাসরি নবীজি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন মর্মে উপরের হাদিসের সমর্থনে একটি হাদিস পেশ করছি। ইমাম ইবনে তামাম রাযী {ওফাত.৪১৪হি.} সনদসহ তাঁর হাদিস গ্রন্থে এ হাদিসটি সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَارِثِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ اللَّيْثِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، ثنا أَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَبَطِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

৭৬৪. হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৯/২৫৭পৃ. হা/১৫৪০১

৭৬৫. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

৭৬৬. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস বি মাসূরিল খিতাব, ১/২৩পৃ. হা/২৯, মসনাদিল ফিরদাউস, ১/৪৭ হা/২৯, ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شَفَعْتُ لِأَبِي وَأُمِّي وَعَمِّي أَبُو طَالِبٍ وَأَخٍ لِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

-"নাফে (رحمه الله) সাহাবী ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি কিয়ামতের দিন আমার পিতা, মাতা, চাচা আবু তালিব ও আমার জাহিলিয়াতের যুগের ভাইদের (দুধভাইদের) জন্য শাফায়াত করব।"[৭৬৭] আবু তালেবের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ যা ইমাম সুয়ূতি হাদিসটি উল্লেখের পর বলেছেন। এই হাদিসটি উল্লেখ করার পূর্বে ইমাম সুয়ূতি (رحمه الله) বলেছেন-

أَخْرَجَ تمام الرازي فِي فَوَائِدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

-"ইমাম তামাম রাজী (رحمه الله) তার ফাওয়াইদ গ্রন্থে যঈফ সনদে ইবনে উমর (رضي الله عنه)-হতে সংকলন করেন।"[৭৬৮]

এই সনদটিতে ওয়ালীদ বিন সালমা' দুর্বল রাবী। এজন্যই ইমাম সুয়ূতি, ইমাম ইরাকী, ইমাম তাহের পাটনীসহ অনেকে সনদটিকে যঈফ বলেছেন।[৭৬৯] আমিও বলছি সে দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সবাই একমত। কিন্তু হাফিজুদ্দনীয়া ইমাম আবু যারওয়া (رحمه الله) তার প্রশংসায় লিখেছেন-

وقال أبو زرعة: كان ابنه يحدث بأحاديث مستقيمة وكان صدوقا

-"তার পিতা থেকে তিনি যে হাদিস বর্ণনা করেছেন তা সঠিক এবং তিনি সত্যবাদী।"[৭৭০] কিন্তু আমি বলবো উপরের হাদিসগুলো এ হাদিসটিকে শক্তিশালী করেছে। ইমাম সুয়ূতি (رحمه الله) এ হাদিসগুলো প্রসঙ্গে লিখেন-

فَهَذِهِ أَحَادِيثُ عِدَّةٌ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإِنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ يَتَقَوَّى بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

-"এ সমস্ত হাদিসগুলি একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। কেননা যঈফ হাদিস যখন বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয় তখন তা শক্তিশালী হয়ে যায়।"[৭৭১] আমি বলব এটিই উসূলে হাদিসের নীতিমালা। <u>এ বিষয়ে বিস্তারিত এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫০-৫৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।</u> তাই প্রমাণিত হল হাশরের ময়দানে রাসূল (ﷺ) তার পিতা-মাতার সুপারিশ করবেন এবং তারা জান্নাতী হবেন।

৭৬৭. ইমাম তামাম রাজী, আল-ফাওয়াইদ, ২/৪৫পৃ. হা/১০৯৫, মাকতুবাতুল রুশদ, রিয়াদ, সৌদি, ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

৭৬৮. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

৭৬৯. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি., ইমাম ইরাকী, তানযিহুশ শরীয়াহ, ১/৩৬৬পৃ., তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওযুআত,

৭৭০. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৮/৩৮৩পৃ. ক্রমিক.৮৩৫৭

৭৭১. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫২পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.১০

আমরা অনেকেই জানি জাহান্নামে **সবচেয়ে কম শাস্তি হবে** রাসূল (ﷺ)-এর চাচা আবু তালেবের। তার কারণ তা হল রাসূল (ﷺ) **তাযিমে এবং তিনি** রাসূল (ﷺ) কে লালন পালন এবং ছোট থেকে দেখাশুনা করেছেন। হযরত উম্মে সালামা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) তাঁর চাচা সম্পর্কে বলেছেন-

وَجَدْتُ عَمِّي أَبَا طَالِبٍ فِي طَمْطَامٍ مِنَ النَّارِ، فَأَخْرَجَهُ اللهُ لِمَكَانِهِ مِنِّي وَإِحْسَانِهِ إِلَيَّ، فَجَعَلَهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ

-"আমি আমার চাচা আবু তালিবকে **জাহান্নামের সর্বনিম্ন** স্তরে পেয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আমার কারণে তাকে সেখান থেকে বের করে নিয়েছেন এবং তাকে জাহান্নামের শিখার মধ্যে রেখেছেন।"[৭৭২] এই হাদিসটি **'হাসান'** পর্যায়ের। সনদটিতে **'মুহাম্মদ বিন আকিল'** রয়েছেন তাকে নিয়ে আবার আপত্তি তুলার সুযোগ নিতে পারেন। আমি বলব, ইমাম হাইছামী (رحمه الله) তার সম্পর্কে **লিখেছেন-**

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

-"মুহাম্মদ বিন আকিলের হাদিস দলিল হবার বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম তিরমিযি, ইমাম আহমাদসহ অসংখ্য **ইমামগণ** তাকে সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত বলেছেন।"[৭৭৩] তিনি আরেক স্থানে লিখেন- وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ. -"তবে এক জামাত ইমামগণ তাকে সিকাহ বলেছেন।"[৭৭৪] তাই হাদিসটিকে **সহীহও বলা যায়।**

অথচ আবু তালিব রাসূল (ﷺ) **ইসলাম প্রকাশ করার** সময়ও তিনি জীবিত ছিলেন এবং তার দাওয়াত গ্রহণ করেননি। তার যদি **ইসলাম গ্রহণের** সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ না করে সবচেয়ে কম শাস্তি হয় তাহলে কী **রাসূল (ﷺ)-এর** পিতা-মাতা তো ইসলাম গ্রহণের সুযোগ লাভের পূর্বেই ওফাত হয়ে গিয়েছিল, **তাদের অবস্থা** কী চাচা আবু তালেবের চেয়েও খারাপ হবে?? তাই ইমাম সুয়ূতি (رحمه الله) **এ ঘটনা উল্লেখ করে লিখেন-**

وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا فَلَيْسَ أَبَوَاهُ مِنْ أَهْلِهَا، وَهَذَا يُسَمَّى عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ دَلَالَةَ الْإِشَارَةِ.

৭৭২. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭/২৪১পৃ. হা/৭৩৮৯ ও মু'জামুল কাবীর, ২৩/৪০৫পৃ. হা/৯৭২, ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৫পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি., মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/১৫১পৃ. হা/৩৪৪৩৬, হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/১১৮পৃ. হা/৪৬৪

৭৭৩. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/৩১০পৃ. হা/১৭২৭

৭৭৪. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/৯২পৃ. হা/২৫১১

"অতএব অধিক সত্যবাদী নবীর হাদিস **অনুযায়ী** সর্বনিম্ন শাস্তি হবে আবু তালেবের। সুতরাং নবিজীর পিতা-মাতা জাহান্নামী নন। আহলে উসূলদের ভাষায় ইহাকে বলা হয় ইঙ্গিতসূচক দলিল।"[৭৭৫]

তাই বিবেকও বলে রাসূল (ﷺ)-এর পিতা-মাতা ঈমানদার ছিলেন তথা জান্নাতী হবেন।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.১১

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা: কোন সাহাবীরা রাসূল (ﷺ) এর পিতা-মাতাকে সাহাবায়ে কেরামদের আক্বিদা: কোন সাহাবীরা রাসূল (ﷺ) এর পিতা-মাতাকে ঈমানদার ছিলেন না এই আক্বিদা পোষণ করেননি। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সাতজন মুজতাহিদ ফকিহদের অন্যতম, আহলে বায়াতের সদস্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) আক্বিদা ছিল রাসূল (ﷺ) এর **উর্দ্ধতন সকল পূর্ব পুরুষ** ঈমানদার ছিলেন। ইমাম তাবরানী (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: ٢١٩] قَالَ: مِنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أُخْرِجْتُ نَبِيًّا

-"ইমাম ইকরামা (رحمه الله) তিনি ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, মহান রবের বাণী সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার **বিবর্তন** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নবী থেকে নবী শেষ পর্যন্ত আমি নবী হয়েই প্ররিত হয়েছি।"[৭৭৬] ইমাম হাইছামী (رحمه الله) সংকলন করেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ.

-"এই হাদিসটি ইমাম বায্যার, তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন, আর সনদের সমস্ত বর্ণনাকারীই সহীহ বুখারীর শুধু 'শাবিব ইবনে বিশর' ছাড়া, কিন্তু তিনিও সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৭৭৭] ইমাম জুরকানী (رحمه الله) **সনদটি প্রসঙ্গে লিখেন-**

أبو نعيم في الدلائل بسند صحيح، والطبراني ورجاله ثقات

-"ইমাম আবু নুয়াইম (رحمه الله) তার দালায়েলুল নবুয়তে সহীহ সনদে এবং ইমাম তাবরানী (رحمه الله) বিশ্বস্ত রাবীর মাধ্যমে **সংকলন করেন।**"(জুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/১২৮পৃ.) এই হাদিসটি অন্য বর্ণনায় কিছুটা **পরিবর্তন** আছে যেমন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: ٢١٩] قَالَ: مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى صِرْتَ نَبِيًّا.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) **মহান রবের বাণী** সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার বিবর্তন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় **তিনি বলেন, এক নবীর (আদম** (عليه السلام) **এর) পৃষ্ঠ দেশ**

৭৭৫. ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৬পৃ.

৭৭৬. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১১/৩৬২পৃ. হা/১২০২১, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৭/৮৬পৃ. হা/১১২৪৭, ইমাম দিয়ার বকরী, তারিখুল খামিস, ১/৫৬ পৃ. ও ১/১৫১পৃ., ইমাম কাযি আয়্যায, শিফা, আবু সা'দ খারকুশী, শরফুল মোস্তফা, ১/২৮৫পৃ., ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/২৫৫ পৃ., ইমাম ইবনে কাসির, সিরাতে নববিয়্যাহ, ১/১৯১পৃ.

৭৭৭. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-...

হয়ে অন্য নবীর শেষ পর্যন্ত নবী হিসেবে আবির্ভূত।"[৭৭৮] এই হাদিস সংকলন করে... হাইছামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

-"ইমাম বায্যার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আর সনদের সমস্ত রাবী বিশ্বস্ত।"[৭৭৯]

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভিত্তি নং.১২

পূর্বসূরি আলেমগণ বর্তমানের বাতিলপন্থীদের এ মত কেউ গ্রহণ করেননি। ... ইসলামের ইতিহাস তালাস করলে দেখি এ ধরনের উক্তি কেউ যদি রাসূল ﷺ ... পিতা-মাতা সম্পর্কে বলেছেন তাহলে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আরোপিত হত। ... জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) লিখেন-

...إمَامُ مُوَفَّقُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ: وَمَنْ قَذَفَ أُمَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ... قُتِلَ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا.

-"ইমাম মুয়াফ্ফাক উদ্দিন ইবনু কুদামা হাম্বলী (রহ.) তাঁর 'মুকনীঈ' গ্রন্থে বলে... ব্যক্তি নবী করিম (ﷺ)-এর <u>মায়ের প্রতি অপবাদ দিবে তাকে হত্যা করা হে...</u> হোক সে মুশরিক অথবা কাফির।"[৭৮০] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) আরও লি...

...الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا النَّبِيِّ - صَلَّى ... عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّارِ، فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ ... اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [الأحزاب: ٥٧] قَالَ: وَلَا أَذَى أَعْظَمُ ... يُقَالَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ فِي النَّارِ

-"ইমাম আযি আবু বকর ইবনু আরাবী (রহ.) যিনি মালেকী মাযহাবের এ... সুপ্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন, তাকে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল যে বলে রাসূল ﷺ ... পিতা জাহান্নামী। তিনি জবাবে বলেন, <u>যে ব্যক্তি ইহা বলবে সে মালাউন বা অভি...</u> যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ ত... প্রতি দুনিয়াতে ও আখেরাতে অভিসম্পাত করেন' (সূরা আহযাব, ৫৭)। তিনি ব... রাসূল ﷺ এর পিতা জাহান্নামী বলার চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক ব্যাপার নেই।"[৭৮১] তাই আমি বিরোদ্ধবাদীরে সাবধান হয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করব। এখন ... আপনাদের সামনে ইসলামের ৫ম খলিফা যাকে বলা হয় তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া ... ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। এ প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (... লিখেন-

৭৭৮. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৮/২১৪পৃ. হা/১৩৮১৯
৭৭৯. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৮/২১৪পৃ. হা/১৩৮১৯
৭৮০. ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৮২পৃ.
৭৮১. ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৯পৃ.

وَأَخْرَجَ ابن عساكر فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ يحي بن عبد الملك بن أَبِي غنية قَالَ: حَدَّثَنَا نوفل بن الفرات - وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ كُتَّابِ الشَّامِ مَأْمُونًا عِنْدَهُمُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى كُورَةِ الشَّامِ، وَكَانَ أَبُوهُ يَزِنُ بِالْمَنَانِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَسْتَعْمِلَ رَجُلًا عَلَى كُورَةٍ مَنْ كُوَرِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَبُوهُ يَزِنُ بِالْمَنَانِيَّةِ؟ قَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَيَّ! كَانَ أَبُو النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُشْرِكًا، فَقَالَ عمر: آهٍ، ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أَأَقْطَعُ لِسَانَهُ؟ أَأَقْطَعُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ؟ أَأَضْرِبَ عُنُقَهُ؟ ثُمَّ قَالَ: لَا تَلِي لِي شَيْئًا مَا بَقِيتُ

-"ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.) তাঁর স্বীয় 'তারিখে দামেস্ক' গ্রন্থে ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল মালিক বিন আবি গুনিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন নওফেল বিন ফুরাত। তিনি ছিলেন হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয এর কর্মচারী। তিনি ছিলেন শাম দেশের একজন লোক যিনি তাদের নিকট বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি সেখানে এমন একজন ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করলেন যার পিতা ছিল একজন অগ্নি পূজক। এ খবরটি হযরত উমর বিন আব্দুল আযিযের নিকট পৌছল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কিভাবে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এমন ব্যক্তি কে নিযুক্ত করলেন যার পিতা একজন অগ্নিপূজক? তখন সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ আমিরুল মু'মিনীনকে বিশুদ্ধ করুক। এতে আমার কি ত্রুটি হয়েছে। নবী ﷺ এর পিতাও মুশরিক ছিলেন। তখন উমর বিন আব্দুল আযিয বললেন- আহ! অতঃপর নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উত্তোলন করে বললেন- আমি কি তার জিহবা কেটে ফেলব? <u>আমি কি তার হাত পা কেটে ফেলব?</u> আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব? অতঃপর বললেন- আমি তোমাকে এ পদে রাখার মত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"[৭৮২] এই সনদটিও সহীহ। নওফেল বিন ফুরাতও সিকাহ; ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন-

وقال بن حبان فِي ترجمة نوفل بن الفرات فِي كتاب الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) নাওফাল বিন ফুরাত কে সিকাহ রাবীর তালিকা গ্রন্থে রেখেছেন।"[৭৮৩] আজ যদি ইসলামের ৫ম খলিফা[৭৮৪] উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.) থাকতেন তাহলে বর্তমান আহলে হাদিসদের অবস্থা কী হত?

৭৮২. ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৮০পৃ., ইমাম ইবনে আসাকির, তারিখে দামেস্ক, ৪৫/২২২পৃ.
৭৮৩. ইমাম ইবনে হাজর, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৬৯পৃ. ক্রমিক. ৮২
৭৮৪. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৯০পৃ. ক্রমিক. ১০৪ এ উল্লেখ করেন-

قال الشافعي الخلفاء الراشدون خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز

-"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, খুলাফায়ে রাশেদীন হলেন পাঁচজন, ১. আবু বকর, ২. উমর, ৩. উসমান, ৪. আলী, ৫. উমর বিন আব্দুল আযিয (রা.)।"

ইমাম ও মনিষীদের আক্বিদা

১.ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

ইমাম জালালালুদ্দীন সুয়ূতি তার ফাতওয়ার কিতাবে লিখেন-

... في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ناجيان وليسا في النار، صرح بذلك جمع من ...

-"নবী করিম (ﷺ)-এর পিতা-মাতা সমন্ধে শরয়ী হুকুম হল তাঁরা উভয়েই নাজাত... এবং তাঁরা জাহান্নামী নয়। অনেক উলামায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট... আলোচনা করেছেন।"[৭৮৫]

২. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর সর্বশেষ অভিমত ঃ

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) প্রাথমিক জীবনে রাসূল (ﷺ)-এর পিতা-মা... জাহান্নামী ও কাফির হওয়ার উপরে অভিমত পেশ করেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূ... কিতাব অধ্যায়নের পরে তার ভুল ভেঙ্গে যায় এবং ইতোপূর্বের আক্বিদা ঠিক করে... যেমন তার শেষের দিকের গ্রন্থে তিনি লিখেছেন-

...اسلام أبويه ففيه أقوال والأصح اسلامهما على ما اتفق عليه الأجلة من الأئمة كما بينه ...

...سوطي في رسائله الثلاث المؤلفة

-"বিশুদ্ধ অভিমত হল, রাসূল (ﷺ)-এর পিতা-মাতা উভয়ই ইসলাম গ্রহণ করেছি... এ বিষয়ে উম্মতের মর্যাদাপূর্ণ ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন। যেমনটি ই... জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) তার তিনটি রিসালায় উল্লেখ করেছেন।"[৭৮৬]

৩. ইমাম কাস্তাল্লানী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ

তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেন-

...يل على أن آباء محمد– صلى الله عليه وسلم– ما كانوا مشركين. قوله عليه السلام–: «لم ... أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وقال تعالى: إنما المشركون نجس ... لايكون أحد من أجداده مشركا

-"এই দলিল থেকে প্রমাণিত হয় যে রাসূল (ﷺ)-এর পিতা মুশরিক ছিলেন না।... (ﷺ) এর ঘোষনাও দলিল হিসেবে সাব্যস্ত-

...لم أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات

-"সর্বদা পাকপবিত্র পিতাদের থেকে পবিত্র মাতাদের নিকট আমি স্থান্তরিত হয়েছি... কেননা মহান আল্লাহর ঘোষনা হচ্ছে-إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ -"মুশরিকরা ... অপবিত্র।"(সুরা তাওবা-১২৮) তাই হাফিজুল হাদিস ইমাম কাস্তাল্লানী (রহঃ) উপরের হাদিস ও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ أَجْدَادِهِ مُشْرِكًا

-"উক্ত আয়াতের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পূর্ব পুরুষদের কেউ মুশরিক না থাকাটা আবশ্যক হচ্ছে।"[৭৮৮] বুঝা গেল পূর্বসূরি সকলে ইমামের আক্বিদা ছিল তাঁরা মুমিন ছিল।

৫. বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং সকলের মান্যবড় ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেন-

وَلِهَذَا عَمَّمَ الحافظ ابن حجر فِي قَوْلِهِ: الظَّنُّ بِآلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ أَنْ يُطِيعُوا عِنْدَ الِامْتِحَانِ

-"নিশ্চয় রাসূলে পাক ﷺ এর পিতা মাতা সম্বন্ধে যে ধারণা করা হয় যে, তারা প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন পরীক্ষায় আনুগত্যশীল হবেন।"[৭৮৯] তিনি দুটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর পিতা-মাতা জান্নাতী হবেন প্রমাণ করেছেন।

৪.বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ও ইতিহাসবিদ ইমাম সুহাইলী (রহঃ)-এর অভিমত

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) তাঁর অভিমত উল্লেখ করেন-

وَلَعَلَّهُ يَصِحُّ مَا جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ، فَأَحْيَا لَهُ أَبَوَيْهِ، فَآمَنَا بِهِ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ هَذَا، وَلَا يُعْجِزُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ شَيْءٌ

-"সম্ভবত এজন্য ইহা সঠিক যে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর তারা নবীজির প্রতি ইমান আনয়ন করলেন। কারণ আল্লাহর নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নয়।"[৭৯০]

৫. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এর অভিমত:

ইমাম কুরতবী (রহঃ) বলেন-

وَقَالَ القرطبي: لَا تَعَارُضَ بَيْنَ حَدِيثِ الْإِحْيَاءِ وَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ، فَإِنَّ إِحْيَاءَهُمَا مُتَأَخِّرٌ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ لَهُمَا بِدَلِيلِ حَدِيثِ عائشة أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلِذَلِكَ جَعَلَهُ ابن شاهين نَاسِخًا لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْأَخْبَارِ

-"ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, পুনর্জীন সংক্রান্ত হাদিস ও ইস্তেগফার নিষেধ এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ পুনর্জীবন সংক্রান্ত ঘটনা ইস্তগফার সংক্রান্ত ঘটনার অনেক পরে হয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তার প্রমাণ। তিনি বলেছেন,

---

৭৮৫ . ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৪৪পৃ.

৭৮৬ . মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে শিফা, ১/৬০৫পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

(৭৮৭.) ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫৪পৃ. আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া... সূত্রে, এ ছাড়া হাদিসটি পাওয়া যায়-ইমাম রাজী, তাফসীরে কাবীর, ১৩/৩৩পৃ.ও ৩৪পৃ. ২৪/৫৩৭পৃ. ... হাইয়্যান আন্দুলুসী, তাফসীরে বাহারুল মহিত, ৮/১৯৮পৃ. ... তাফসীরে আল-মুনীর... উর্দূনিল কিতাব, ৮/২৩৩পৃ.ও ২৩৪পৃ. ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, ৩/৫৪পৃ. ৬/৩১৩পৃ. জুহাইলী, তাফসিরুল মুনীর, ১৯/৩৩৯পৃ.

৭৮৮ .ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ১/১০৫পৃ.

৭৮৯. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৫১পৃ.

৭৯০. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভী...

পুনর্জীবন এর ঘটনা বিদায় হজ্বের সময় ঘটেছিল। এ জন্য ইবনে শাহীন এ হাদিস অন্যান্য হাদিসের নাসিখ ও বা রহিতকারী নির্ধারণ করেছেন।"[৭৯১]

৬. ইমাম ইবনে সালেহ শামী (রহ.) উল্লেখ করেন-

لم يثبت عنهما شرك بل كانا على الحنيفيّة دين جدهما إبراهيم صلى الله عليه وسلّم كما كان زيد بن عمرو بن نفيل وأضرابه في الجاهلية. ومال إلى هذا المسلك الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. وزاد أن آباءه صلى الله عليه وسلّم كلهم إلى آدم كانوا على التوحيد.

-"রাসূল (ﷺ) এর পিতা-মাতা শিরক করেছেন তা প্রমাণিত নয়; বরং তারা তাদের দাদার ইবরাহিম (আ.) এর দ্বীনে বনী হানাফিয়্যার উপরে বিশ্বাসী ছিলেন। যেমন অন্ধ জাহিলী যুগে এমন ঈমানদার যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলসহ আরও অন্য ছিল। এ মসলকের উপরে রয়েছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী। সেখানে তিনি আরো অতিরিক্ত বলেছেন, রাসূল (ﷺ)-এর পিতা থেকে বাবা আদম (আ.) পর্যন্ত সকলে তাওহিদ বা একত্ববাদের উপরে বিশ্বাসী ছিলেন।" (ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/২৫৫ পৃ., ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, তাফসিরে কাবীর, ৪/৭৭ পৃ.)

৭. আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানীর অভিমত:

আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম হলেন আলবানী। কোন হাদিসের বিষয়ে তারা তার দোহাই দেয়। এবার আমরা দেখবো রাসূল (ﷺ) এর পিতা-মাতার বিষয়ে সে কি বলেছেন। সে তার একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

أنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: ٢١٩] قَالَ: مَنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أُخْرِجْتَ نَبِيًّا

-"ইমাম ইকরামা (রহ.) তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, মহান রবের বাণী সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার বিবর্তন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নবী থেকে নবী শেষ পর্যন্ত আমি নবী হয়েই প্ররিত হয়েছি।"[৭৯২]

আলবানীর তাহকীক:

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইতিপুর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আলবানী সাবিব ইবনে বিশর কে দুর্বলতা প্রকাশ করেও তার সহীহ হাদিসের গ্রন্থে বলেন-

قلت: وهذا سند حسن رجاله ثقات وفي شبيب كلام لا يضر.

-"আমি বলি, এই সনদটি 'হাসান' সমস্ত বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত, সাবিবের বিষয়ে আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।" (সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহা, ১/৬৮৯পৃ. হা/৩৫৪) বুঝা গেল আলবানীর দৃষ্টিতে এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের।

৭৯১. ইমাম কুরতুবী, তাযকিরা, ১৩৮পৃ. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৮পৃ. দারুল কিতাব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

৭৯২. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৬/৩৩২পৃ. হা/১৯১৪

আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানীর আক্বিদা:

৮. আহলে হাদিসদের প্রিয় একজন ইমাম হলেন শাওকানী। সে উপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

وأخرج ابن أبي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ قَالَ: مِنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أُخْرِجْتَ نَبِيًّا.

-"ইমাম ইবনে আবি উমর আদনী তার মুসনাদে, ইমাম বায্যার, ইবনে আবি হাতেম, ইমাম তাবরানী, ইবনে মারদুওয়াই এবং ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) তার দালায়েলুল নুবুয়তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, মহান রবের বাণী সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার বিবর্তন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নবী থেকে নবী শেষ পর্যন্ত আমি নবী হয়েই প্ররিত হয়েছি।"[৭৯৩] তিনি এই হাদিস উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করেননি।

১০. ইবনে কাসিরের আক্বিদা:

আহলে হাদিসদের প্রিয় একজন ইমাম হলেন ইবনে কাসির; যার তাফসির জামাতে ইসলাম, আহলে হাদিস সকলে ঐক্যমত পোষণ করে গ্রহণ করেন। তিনি তার বিখ্যাত একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

أَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) قَالَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أُخْرِجْتُ نَبِيًّا.

-"ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) তিনি তিনি আবি আসেম থেকে তিনি সাবিব থেকে তিনি ইকরামা থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, মহান রবের বাণী সিজদাকারীদের মাধ্যমে আপনার বিবর্তন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নবী থেকে নবী শেষ পর্যন্ত আমি নবী হয়েই প্ররিত হয়েছি।" (ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিয়াহা, ২/৩১৪পৃ.)

উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরীরর আক্বিদা:

তিনি তার বিখ্যাত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মের'আত' এ লিখেন-

وأما قول ابن حجر: وحديث إحيائهما حتى آمنا به ثم توفيا حديث صحيح، وممن صححه الإمام القرطبي والحافظ ابن ناصر الدين

-"ইমাম ইবনে হাজার বলেন, রাসূল (ﷺ) এর পিতা-মাতা জীবিত করে দেয়া হয়েছিল তার ফলে তাঁরা ঈমান এনেছে তারপর আবার পুনরায় ওফাত বরণ করেছেন এই হাদিস সহীহ। আর এমনিভাবে সহীহ বলেছেন ইমাম কুরতবী এবং হাফেযুল হাদিস ইবনে নাসিরুদ্দীন।" (মোবারকপুরী, মের'আত, ৫/৫১৩ পৃ.)

৭৯৩. শাওকানী, ফতহুল কাদীর, ৪/১৮১ পৃ.

আহলে হাদিসসহ বাতিলপন্থীদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি ঃ

এ বিষয়ে বাতিলপন্থী লা-মাযহাবিসহ দেওবন্দী কিছু মৌলভী সাহেবগণ কিছু আপ... করেছেন। নিম্নে সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তাদের আপত্তি ও তার জবাব উল্লেখ ... হল।

আপত্তি নং-১

অনেক আহলে হাদিসদের আপত্তি যে তাদের উভয়ের নিকটই হযরত ইবরাহিম (আ.) ... হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে ছিল কিন্তু তারা এই দাওয়াত গ্র... করেননি, কারণ তারা মুশরিক ছিলেন।

আপত্তির নিষ্পত্তি ঃ

আমি আহলে হাদিসসহ সকল বাতিল পন্থীদেরকে বলবো যে আপনার এ কথা তখ... মানবো যখন আপনি কোন প্রমাণ পেশ করবেন যে তারা মূর্তিপূজা করেছেন। তা... পর্যন্ত কোন চাপাবাজি দ্বারা প্রমাণিত হবে না। আমরা ইতোপূর্বে বহু হাদিস উল্লে... করেছি যে রাসূল (ﷺ)-এর পূর্ব-পুরুষগণ সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ইমা... ইবনে সালেহ শামী (রহ.)-এর একটি ইবারতও উল্লেখ করেছি যে রাসূল (ﷺ)-এ... জন্মের পূর্বেও মক্কায় অনেক ঈমানদার ছিলেন যারা মূর্তিপূজা করেননি। তাই রাসূ... (ﷺ) যেই যুগেই যার পৃষ্ঠদেশে ছিলেন সে ব্যক্তি তৎকালিন সর্বশ্রেষ্ঠ ফরহেজগা... ছিলেন।

আহলে হাদিসদের প্রধান আপত্তি নং-২

তাদের প্রধান দ্বিতীয় আপত্তি হল মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত আনাস বিন মাল... (রা.) হতে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: «فِي النَّارِ»، فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»

-"ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) থেকে তিনি আফ্ফান থেকে তিনি <u>হাম্মাদ বিন সালামা</u> (রহ.) থেকে তিনি সাবেত বুনানী (রহ.) থেকে ... সাহাবী হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, জনৈক এক ব্যক্তি বলল... ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কোথায়? তিনি বললেন জাহান্নামে। তখন ইহা তার নি... কষ্টদায়ক হল। নবীজী তাকে ডেকে বললেন- <u>আমার পিতা ও তোমার পি... জাহান্নামে</u>।"[৭৯৪] তাই বাতিলপন্থীগণ বলে থাকেন যে রাসূল (ﷺ) নিজে তার পিতা... জাহান্নামী বলেছেন; আমরাও তাই বলি।

---

৭৯৪. সহীহ মুসলিম, ১/১৯১পৃ. হা/২০৩, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১৯/২২৮পৃ. হা/১২১৯২, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন ...

আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব ঃ

এই আপত্তিটির অনেকগুলো জবাব রয়েছে।

প্রথমতঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) এই হাদিস উল্লেখ করেই এই সনদের অন্যতম রাবী 'হাম্মাদ বিন ইবনে সালামা' সম্পর্কে লিখেন-

لَمْ يَتَّفِقْ عَلَى ذِكْرِهَا الرُّوَاةُ

-"এ বর্ণনাকারীর বিষয়ে এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেননি।"[৭৯৫] কারণ, এই হাদিসের সনদে অন্যতম রাবী **'হাম্মাদ বিন সালমা বিন দিনার'** এর এ রেওয়ায়েতটি শুদ্ধ নয়। কারণ, তাঁর এই হাদিসের প্রধান রাবী হযরত আনাস বিন মালেকের ছাত্র বিখ্যাত বুজুর্গ (যিনি কবরে সালাত আদায় করতে অনেক বুজুর্গ দেখেছেন) শায়খ সাবেত বুনানী (রহ.) থেকে এই হাদিসটিই ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুর রায্যাকের প্রধান উস্তাদ হযরত মা'মার বিন রাশেদ (রহ.) এর হাদিসে إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ **'আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়ই জাহান্নামে'** এই শব্দটি ব্যতিত বর্ণনা করেছেন। তাই হাফেজুল হাদিস ইমাম সুয়ূতি (রহ.)সহ অনেক মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে তিনি এই বর্ণনায় যে কোন ভাবে ভুল করেছেন। যদিও তাকে কেউ কেউ সত্যবাদী বলেছেন এবং ইমাম মুসলিম তার হাদিস গ্রহণ করেছেন; ইমাম বুখারী (রহ.) এজন্য তার হাদিস গ্রহণ করেননি। হাফেজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) এ রাবীর বিষয়ে লিখেছেন-

قَالَ الحاكم فِي الْمَدْخَلِ: مَا خَرَّجَ مُسْلِمٌ لحماد فِي الْأُصُولِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ ثابت

-"ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) তার মাদখাল গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) হাম্মাদ (রহ.) থেকে শুধু মাত্র সাবিত বেনানী (রহ.)-এর হাদিস ব্যতিত অন্য কোন হাদিস বর্ণনা করেননি।"[৭৯৬] তাই ইমাম সুয়ূতি (রহ.) আরও লিখেন-

وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ الْبُخَارِيُّ شَيْئًا، وَلَا خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْأُصُولِ إِلَّا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ ثابت

-"তাই ইমাম বুখারী (রহ.) হাম্মাদ থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করেননি। ইমাম মুসলিমও প্রকৃতপক্ষে হাম্মাদ থেকে তার উস্তাদ তাবেয়ী সাবেত বুনানী (রহ.)'র হাদিস ছাড়া।"[৭৯৭] তাই উক্ত রাবী হাম্মাদই এই হাদিসের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। হযরত আনাসের ছাত্র তাবেয়ী সাবেত বেনানী (রহ.)-এর ছাত্রদের মধ্যে শুধু হাম্মাদই অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

যেমন ইমাম সুয়ূতি (রহ.) এ হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

---

৭৯৫. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৩পৃ.
৭৯৬. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৩পৃ.
৭৯৭. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৩পৃ.

وخالفه معمر عَنْ ثابت فَلَمْ يَذْكُرْ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ» ، وَلَكِنْ قَالَ لَهُ: «إِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ فبشره بالنار

-"অথচ হযরত মা'মার হযরত সাবেত বেনানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে ব্যতিক্রমভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি **'আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামী'** বাক্যটি উল্লেখ করেননি বরং তার বর্ণনায় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন-

إِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ

-"যখন তুমি কোন কাফেরের কবরের পাশ দিয়ে গমন করবে তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও।"[৭৯৮] তাই আমরা বুঝতে পারলাম উক্ত রাবী হাম্মাদ যে কোন ভাবে এ অংশটি তার উস্তাদের সংরক্ষন করতে না পেরে ভুল বর্ণনা করেছেন। এটি আমার একার বক্তব্য নয় এটি আসমাউর রিজালবিদদের বক্তব্য।

১. যেমন বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ও হাদিসের ইমাম, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'হাম্মাদ বিন সালামা' -এর জীবনীতে লিখেন- كَانَ يخطىء -"তিনি হাদিসে ভুল করতেন।"[৭৯৯] তিনি আরও উল্লেখ করেন- قد كثر من تغير حفظه -"তিনি স্মৃতি শক্তিতে অনেক দুর্বল ছিলেন।"[৮০০]

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

قال البيهقي هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري وأما مسلم فاجتهد

-"ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি মুসলমানদের আইম্মাদের একজন হলেও বৃদ্ধ বয়সে তার স্মরণশক্তি ত্রুটি পাওয়া যায়। এজন্য ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার হাদিস পরিত্যাগ করেছেন তবে ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার হাদিস (নেয়া যাবে কিনা) নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন।"[৮০১]

৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও উল্লেখ করেন-

قال أبو داود: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ إِلا كِتَابَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ، يَعْنِي كَانَ حَافِظًا يَرْوِي مِنْ حفظه

-"ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কায়েস ইবনে সা'দ মাক্কী এর পাণ্ডুলিপি ব্যতিত তার অন্য কোন পাণ্ডুলিপি নেই, এর অর্থ হল তিনি ঐ পাণ্ডুলিপির হাফেজ ছিলেন।" ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেছেন-

৭৯৮. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৩পৃ.
৭৯৯ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৬/২১৬পৃ. হা/৭৪৩৪, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৭/২৬৭পৃ. ক্রমিক.
৮০০ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৬/২১৬পৃ. হা/৭৪৩৪
৮০১ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/১৪পৃ. ক্রমিক.১৪
৮০২ . যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৩৪১পৃ.

وقال يحيى القطان: حماد بن سلمة، عن زياد الاعلم. وقيس بن سعد ليس بذاك.

-"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে কাত্তান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাম্মাদ বিন সালামা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি যিয়াদ আ'লাম থেকে এবং কায়েস বিন সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে যে হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন তা কিছুই নয়।"[৮০৩] যাহাবী তার আরেকটি গ্রন্থে লিখেছেন-

قلت هو ثقة صدوق يغلط وليس في قوة

-"আমি বলি যদিও তিনি সিকাহ ও বিশ্বস্ত তবে তিনি হাদিসে ভুল করতেন এবং তিনি হাদিসে তেমন শক্তিশালী নন।"[৮০৪]

তাই উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে আপত্তিকর হাদিসের প্রধান রাবী 'হাম্মাদ' ভুল করেই অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেননা হযরত আনাসের ছাত্র সাবেত বুনানীর আরেক ছাত্র হযরত মা'মার বিন রাশেদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ব্যতিক্রম শব্দে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

وَأَمَّا معمر فَلَمْ يُتَكَلَّمْ فِي حِفْظِهِ وَلَا اسْتُنْكِرَ شَيْءٌ مِنْ حَدِيثِهِ، وَاتَّفَقَ عَلَى التَّخْرِيجِ لَهُ الشَّيْخَانِ فَكَانَ لَفْظُهُ أَثْبَتَ

-"কিন্তু মা'মার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে কেউ কোন আপত্তি করেননি এবং তাঁর কোন হাদিস মুনকার পর্যায়ের নেই। তাছাড়া শাইখাইন তথা ইমাম বুখারী, মুসলিম তাঁর থেকে হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতএব তাঁর বর্ণনা অধিক নির্ভরযোগ্য।"[৮০৫] তাই সমকালিন হাদিস গবেষক শায়খ শুয়াইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদে এই হাদিসের (আহলে হাদিসদের সমর্থিত) তাহকীকে লিখেছেন-

رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد –وهو ابن سلمة– فمن رجال مسلم، وقد تفرد برواية هذا الحديث بهذا اللفظ، وخالفه معمر عن ثابت

-"হাম্মাদ ছাড়া সকলেই বুখারী মুসলিমের রাবী। আর তিনি হলেন ইবনে সালামা তিনি সহীহ মুসলিমের রাবী। তিনি শুধু একক এই শব্দে হাদিসটি সংকলন করেছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস মা'মার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সাবেত বুনানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে এর ব্যতিক্রম বর্ণনা করেছেন।"[৮০৬] তিনি আরও লিখেছেন যে- فإن حمادا تكلم في حفظه -"নিশ্চয় হাম্মাদের স্মৃতি শক্তি নিয়ে অনেক আপত্তি রয়েছে।"[৮০৭] তাই বুঝা গেল এই হাদিসের তাহকীককারীগণও হাদিসের শেষের অংশটুকু নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম জুরকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন-

৮০৩. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৫৯২পৃ. ক্রমিক.২২৫১
৮০৪. যাহাবী, কাশেফ, ১/৩৪৯পৃ. ক্রমিক/১২২০
৮০৫. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৩পৃ.
৮০৬. শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ১৯/২২৮পৃ. হা/১২১৯২, টিকা নং ২, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২১হি.(শামিলা)
৮০৭. শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ১৯/২২৯পৃ. হা/১২১৯২, টিকা নং ২, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত

وقال الذهبي: حماد ثقة له أوهام ومناكير كثيرة

-"ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, হাম্মাদ যদিও সিকাহ বিশ্বস্ত, তবে তিনি অনেক ভুল আপত্তিকর হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[৮০৮] এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম বুরহানুদ্দীন হালাবী (রহ.) লিখেছেন-

أن معمرا أثبت من حماد، فإن حمادا تكلم في حفظه

-"নিশ্চয় মা'মার বিন রাশেদের বর্ণনা হাম্মাদের বর্ণনা থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু হাম্মাদের স্মৃতিশক্তি নিয়ে অনেক আপত্তি রয়েছে।"[৮০৯] ইমাম ইবনে সালেহ শামী (রহ.) তার সিরাত গ্রন্থেও অনুরূপ বলেছেন।[৮১০] এই রাবীর সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- وتغير حفظه بأخرة -"তার শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি খারাপ হয়ে গিয়েছিল।" (ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযিব, ১৭৮, ক্রমিক. ১৪৯৯) এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো ইমাম মা'মার বিন রাশেদ (রহ.) (ওফাত.১৫৩হি.) কী ধরনের শব্দে এই হাদিসটি সংকলন করেছেন। ইমাম মা'মার (রহ.)-এর হাদিসের শেষের অংশ হল-

...النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَيْثُ مَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: ...نِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ

-"অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, যখন তুমি কোন কাফেরের কবরের পাশ দিয়ে গমন করবে তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও। অতঃপর ঐ বেদুইন লোকটি বললেন রাসূল (ﷺ) আমাকে এমন কঠিন নির্দেশ দিয়েছেন যে যখনই আমি কোন কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে গমন করেছি তখন তাকে জাহান্নামের সংবাদ দেয়েছি।"[৮১১] তাই রাবী হাম্মাদ যেকোন ভাবেই হাদিসের শেষে এ ভুলটি করেছেন। রাবী মা'মার (রহ.) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি বিষয় হাদিসে জাবের (রা.)-এর আলোচনা অর্থাৎ এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৬০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

দ্বিতীয় জবাব ঃ অপরদিকে এই হাদিসটি ইমাম বায্যার (রহ.), ইমাম তাবরানী (রহ.), ইমাম বায়হাকী (রহ.)সহ এক জামাত ইমামগণ ভিন্ন আরেকজন সাহাবী থেকে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন-

...زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا ...بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

৮০৮ .ইমাম জুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৩৩৬পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৭হি.

৮০৯ .ইমাম হালবী, সিরাতে হালাবিয়্যাহ, ১/৭৫পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪২৭হি.

৮১০ .ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/২৪৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৪হি.

৮১১ .ইমাম মা'মার বিন রাশেদ, আল-জামে, ১০/৪৫৪পৃ. হা/১৯৬৮৭

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ فِي النَّارِ. قَالَ: فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: حَيْثُ مَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ

-"ইমাম বায্যার (রহ.) যথাক্রমে...ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে তিনি আমের বিন সা'দ (রহ.) থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুইন রাসূল (ﷺ) কে বলল- আমার পিতা কোথায়? নবীজী বললেন জাহান্নামে। অতঃপর লোকটি বলল আপনার পিতা কোথায়? নবীজী বললেন-যখন তুমি কোন কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে গমন করবে তখন তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিবে।"[৮১২] তাই বুঝা গেল উপরের রাবী হাম্মাদ হাদিসের শেষের অংশটি পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন যার দরুন এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

সনদ পর্যালোচনা ঃ ১. ইমাম নুরুদ্দীন হাইছামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَزَادَ: فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"হাদিসটি ইমাম বায্যার ও তাবরানী (রহ.) সংকলন করেছেন তবে তাবরানী তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, বেদুইন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অতঃপর বলেছেন, আমি যখন কোন কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে গমন করি তখন তাদেরকে জাহান্নামের সুসংবাদ দেই। এই হাদিসের সমস্ত রাবী সহীহ বুখারী মুসলিমের ন্যায়।"[৮১৩]

২. ইমাম সুয়ূতি (রহ.) বলেন- وَهَذَا إِسْنَادٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ -"হাদিসটির সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুরূপ সহীহ।"[৮১৪]

৩. ইমাম বুরহানুদ্দীন হালাবী (রহ.) লিখেন- وَهَذَا إِسْنَادٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ - "হাদিসটির সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুরূপ সহীহ।"[৮১৫]

৪. ইমাম সুহাইলী (ওফাত. ৫৮১হি.) বলেন- أَنْ يَصِحَّ -"নিশ্চয় হাদিসটি সহীহ।"[৮১৬]

৫. ইমাম জুরকানী (রহ.) লিখেন-

أخرج البيهقي والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح

-"ইমাম বায়হাকী, ইমাম বায্যার, তাবরানী তাঁর মু'জামুল কাবীরে সহীহ সনদে সংকলন করেন।"[৮১৭]

৮১২ .ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ৩/২৯৯পৃ. হা/১০৮৯, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১/১৪৫পৃ. হা/৩২৬, ইমাম ইবনে সুন্নী, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলা, ১/৫৪৬পৃ. হা/৫৯৫, ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়াত, ১/১৯১পৃ.

৮১৩ .ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/১১৮পৃ. হা/৪৬১

৮১৪. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৩পৃ.

৮১৫ .হালাবী, সিরাতে হালাবিয়্যাহ, ১/৭৫পৃ.

৮১৬ .ইমাম সুহাইলী, রাওযুল উনুক, ২/১২১পৃ.

৮১৭ .ইমাম জুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৩৩৭পৃ.

৬. ইমাম ইবনে সালেহ শামী (রহঃ) বলেন- وَهَذَا إِسْنَادٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
"হাদিসটির সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুরূপ সহীহ।"[৮১৮]

তৃতীয় জবাব ঃ অনেক হাদিস তথা বিশারদগণ এই মতও পোষণ করেছেন সহীহ মুসলিমের এই হাদিসে এখানে পিতা বলতে রাসূল (ﷺ)-এর পিতাকে বুঝানো হয়নি বরং তার চাচাকেই বুঝানো হয়েছে। তার প্রমাণ হল রাসূল (ﷺ)-এর যুগে আরবে চাচাকে পিতা বলে ডাকার প্রচলন ছিল। যেমন তাফসিরে মানারে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় এসেছে-

إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَبِيهِ فِيهِ عَمُّهُ أَبُو طَالِب

-"নিশ্চয় আমার পিতা ও তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামে আছে অর্থাৎ এখানে রাসূল (ﷺ) এর পিতা বলতে তার চাচা আবু তালেবকে বুঝানো হয়েছে।" (তাফসিরে মানার, ৭/৪৫৩ পৃ.) কোরআন মাজীদেই ইবরাহিম (আঃ)-এর চাচাকে পিতা বলা হয়েছে। যেমন মহান রব তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

-"যখন ইবরাহিম তাঁর পিতা (চাচা) আযরকে বললেন আপনি মূর্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করবেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি ও আপনার কওম প্রকাশ্য ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছেন।" (সুরা আন-আম, ৭৪)

১. দেখুন এখানে আযরকে ইবরাহিমের পিতা বলা হয়েছে। বর্তমানে অনেক আহলে হাদিস এ মত পোষণ করেন যে ইবরাহিম (আঃ)-এর পিতাই ছিলেন আযর। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) ইমাম ইবনে আবি হাতেম (রহঃ)-এর বরাতে উল্লেখ করেন-

عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ قَالَ: إِنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ آزَرَ، إنما كَانَ اسْمُهُ تَارَحَ.

-"তাবেয়ী ইমাম যাহ্হাক (রহঃ) সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী (যখন ইবরাহিম তাঁর পিতা আযরকে বললেন) তিনি বলেন, ইবরাহিম (আঃ)-এর পিতার নাম আযর ছিল না। তার নাম ছিল তারিহ।"[৮১৯] এই সনদটি সহীহ, কেননা ইমাম ইবনে কাসির ও ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) সনদের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

২. বর্তমান আহলে হাদিস ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য আলেম ইমাম ইবনে কাসির (রহঃ) উক্ত সাহাবী থেকে তাঁর তাফসীরে আরেকটি হাদিস সংকলন করেন এভাবে-

---

১৮. ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/২৪৮পৃ.

১৯. ইমাম ইবনে আবি হাতেম, তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ৪/১৩২৫পৃ. ক্রমিক. ৭৪৯১, ইমাম সুয়ূতি, ...ফসীরে দুররুল মানসূর, ৩/৩০০পৃ. ও আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৩পৃ., ইবনে কাসির, তাফসীরে ...রআনুল আযিম, ৩/২৫৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, শাওকানী, ফতহুল কাদীর, ...৫৪পৃ.।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ شَبِيبٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ يَعْنِي بِآزَرَ الصَّنَمَ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ اسْمُهُ تَارِحُ، وَأُمُّهُ اسْمُهَا مَثَانِي

-"ইমাম ইবনে কাসির (রহঃ) যথাক্রমে তাবেয়ী ইকরামা (রহঃ) থেকে তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী (যখন ইবরাহিম তাঁর পিতা আযরকে বললেন) তিনি বলেন, আযর বলতে মূর্তিপূজক আযরকে বুঝানো হয়েছে, ইবরাহিম (আঃ)-এর পিতার নাম আযর ছিল না। তার নাম ছিল তারিহ।"[৮২০]

৩. ইমাম ইবনে আবি হাতেম (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন-

حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ آزَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ.

-"তাবে-তাবেয়ী হযরত লাইস (রহঃ) তিনি ইমাম মুজাহিদ (রহঃ) হতে তিনি বলেন, ইবরাহিম (আঃ)-এর পিতার নাম আযর ছিল না।"[৮২১]

৪. ইমাম তবারী (রহঃ) লিখেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ آزَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ

-"ইমাম তবারী (রহঃ) যথাক্রমে লাইস হতে তিনি ইমাম মুজাহিদ (রহঃ) হতে তিনি বলেন, ইবরাহিম (আঃ)-এর পিতার নাম আযর ছিল না।"[৮২২] রাবী লাইসের হাদিস 'হাসান' স্তরের তার সম্পর্কে বিস্তারিত এ গ্রন্থের 'সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো কু-প্রবৃত্তির বিরোদ্ধে জিহাদ' এর সনদ পর্যালোচনায় উল্লেখ করেছি।

৫. ইমাম বাগভী (রহঃ) তার তাফসীরে উল্লেখ করেন-

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَالضَّحَّاكُ وَالْكَلْبِيُّ: آزَرُ اسْمُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ تَارِخُ

-"তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহঃ), তাবেয়ী ইমাম যাহ্হাক (রহঃ), তাবেয়ী ইমাম কালবী (রহঃ) বলেন, এখানে ইবরাহিম (আঃ)-এর পিতার নাম আযর বলা হয়েছে আসলে মূলত তাঁর পিতা হচ্ছেন তারিহ।"[৮২৩]

৬. ইমাম ইবনে আবি যামানীন মালেকী (রহঃ) (ওফাত.৩৯৯হি.) তার তাফসীরে উল্লেখ করেন-

---

৮২০. ইমাম ইবনে কাসির, তাফসীরে কোরআনুল আযিম, ৩/২৫৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৮২১. ইমাম ইবনে আবি হাতেম, তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ৪/১৩২৫পৃ. ক্রমিক. ৭৪৯২

৮২২. ইমাম তবারী, তাফসীরে তবারী, ৯/৩৪৩পৃ.

৮২৩. ইমাম বাগভী, তাফসীরে মা'লিমুত-তানযিল, ২/১৩৬পৃ.

قَالَ قَتَادَةُ: أَبُو إِبْرَاهِيمَ اسْمُهُ: تَارَحُ.

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ও তাফসিরকারক তাবেয়ী, ইমাম কাতাদা (রহ.) বলেন, ইবরা… (আ.)-এর পিতার নাম হচ্ছে তারিহ।"[৮২৪]

৭. ইমাম তবারী (রহ.) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন-

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ} [الأنعام: ٧٤] قَالَ: اسْمُ أَبِيهِ، وَيُقَالُ: لَا، بَلِ اسْمُهُ تَارِحُ

-"তাবেয়ী ইমাম সুদ্দী (রহ.) বলেন, এখানে কোরআনে আযরকে তাঁর পিতা … হয়েছে। আমি বলি, না। বরং তাঁর পিতার নাম হল তারিহ।"[৮২৫]

৮. ইমাম ইবনে আবি হাতেম (রহ.)ও উক্ত তাবেয়ী থেকে অনুরূপ উল্লেখ… করেছেন।[৮২৬]

৯. ইমাম আবু হাফস সিরাজুদ্দীন দামেস্কী (রহ.) লিখেন-

إن والد إبراهيم – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – كان اسمه تارح، وكان آزر عمًّا له

-"ইবরাহিম (আ.)-এর পিতার নাম হল তারিহ, আর আযর ছিল তার চাচা।"[৮২৭]

১০. ইমাম কাযি নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহ.) লিখেন-

وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح

-"অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর পিতার নাম তারিহ লিখা হয়েছে।"[৮২৮]

১১. ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.) বলেন- اسْمُهُ تَارَحُ -"ইবরাহিম (আ.)-এর পিতা… নাম ছিল তারিহ।"[৮২৯] তাই উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে প… কোরআনেই রয়েছে যে চাচাকে বাবা অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই বুঝা যায় মুসলি… হাদিসে রাসূল ﷺ -এর পিতা বলতে চাচাকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূল (ﷺ) এর চাচাকে বাবা বলার প্রমাণ :

রাসূল ﷺ -এর তাঁর চাচা আবু তালেবকে মানুষেরা পিতা শব্দ দ্বারা সম্বোধন করতে… এ ধরনের নজির তৎকালিন সময়ে প্রচুর ছিল। এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতি (… লিখেছেন-

أَنَّ إِطْلَاقَ ذَلِكَ على أَبِي طالب كَانَ شَائِعًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৮২৪ .ইমাম যামানীন, তাফসীরে কুরআনুল আযিয, ২/৭৮পৃ.
৮২৫ .ইমাম তবারী, তাফসীরে তবারী, ৯/৩৪৪পৃ.
৮২৬ .ইমাম ইবনে আবি হাতেম, তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ৪/১৩২৪পৃ. ক্রমিক. ৭৪৯০
৮২৭ .ইমাম আবু হাফস সিরাজুদ্দীন দামেস্কী, তাফসীরে লুবাব ফি উলূমিল কিতাব, ৮/২৩২পৃ.
৮২৮ .ইমাম বায়যাভী, তাফসীরে বায়যাভী, ২/১৬৯পৃ.
৮২৯ .ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, তাফসীরে কাবীর, ১৩/৩১পৃ.

-"পিতা শব্দটি আবু তালিবের উপর প্রয়োগ করা নবী করিম ﷺ -এর যামানায়ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ছিল।"[৮৩০]

১. ইমাম সুয়ূতি (রহ.) উল্লেখ করেন একদা কাফিরগণ বললেন-

وَلِذَا كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ: قُلْ لِابْنِكَ يَرْجِعُ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا

-"একবার মক্কাবাসী কাফিরেরা আবু তালিবকে বললো-তোমার পুত্রকে বল আমাদের দেবদেবীদেরকে গালি না দিতে।"[৮৩১] বুঝা গেল চাচাকে বাবা বলার রীতি আরবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

২. ইমাম সুয়ূতি (রহ.) উল্লেখ করেন-

قَالُوا لَهُ: أَعْطِنَا ابْنَكَ نَقْتُلْهُ وَخُذْ هَذَا الْوَلَدَ مَكَانَهُ -: أُعْطِيكُمُ ابْنِي تَقْتُلُونَهُ وَآخُذُ ابْنَكُمْ أَكْفُلُهُ لَكُمْ

-"একবার মক্কার কাফেরেরা আবু তালিবকে বলল যে, তোমার পুত্রকে আমাদেরকে দিয়ে দাও। আমরা তাকে হত্যা করব এবং তুমি তার স্থলে এই ছেলেকে গ্রহণ কর। তখন আবু তালিব তাদেরকে বলেছিলেন আমার পুত্রকে তোমাদেরকে দিয়ে দেব তোমরা তাকে হত্যা করবে আর আমি তোমাদের পুত্রকে গ্রহণ করে লালন পালন করব।"[৮৩২] এই ঘটনাটি অসংখ্য সিরাত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৮৩৩] আহলে হাদিসদের শ্রদ্ধাভাজন ইমাম ইবনে কাসির ও শফিউর রাহমান মোবারকপুরীও ঘটনাটি তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[৮৩৪]

৩. ইমাম সুয়ূতি (রহ.) আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেন-

وَلَمَّا سَافَرَ أبو طالب إِلَى الشَّامِ وَمَعَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَزَلَ لَهُ بحيرا فقال له مَا هَذَا مِنْكَ؟ قَالَ: هُوَ ابْنِي، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِهَذَا الْغُلَامِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ حَيًّا

-"যখন আবু তালেব নবী করিম (ﷺ) কে নিয়ে সিরিয়া গমন করছিলেন তখন একজন পাদ্রীর সাক্ষাত হলে সে আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করল এ ছেলেটি তোমার কী হয়? তিনি বললেন সে আমার পুত্র। অতঃপর পাদ্রী বলল এটি কী করে সম্ভব যে এ বালকের

৮৩০ .ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৫পৃ.
৮৩১ .ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৫পৃ.
৮৩২ .ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৫পৃ.
৮৩৩ .ইমাম ইবনে ইসহাক, সিরাতে ইবনে ইসহাক, ১/১৫২পৃ., ইমাম বুরহানুদ্দীন হালাবী, সিরাতে হালাবিয়্যাহ, ১/৪০৮পৃ., ইমাম ওয়াকেদী, কিতাবুল মাগাজী, ২/৮৪০পৃ., সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/২৬৭পৃ., ইমাম সুহাইলী, রওযুল উনূক, ৩/১৩পৃ., ইমাম জুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৪৬৩পৃ., ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/৩২৭পৃ.,ইমাম ইবনে কাসির, সিরাতে নববিয়্যাহ, ১/৪৭৫পৃ. বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৬৩পৃ., ইমাম মুকরীজী, ইমতাউল আসমা, ৬/২২৫পৃ., ইয়াহইয়া আমরী, বাহজাতুল মাহফিল, ১/৭৭পৃ.
৮৩৪ .ইমাম ইবনে কাসির, সিরাতে নববিয়্যাহ, ১/৪৭৫পৃ. এবং বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৬৩পৃ., মোবারকপুরী, আর-রাহিকুল মাখতুম, ১/…

পিতা এখনও জীবিত? ।"[৮৩৫] এ ঘটনাটির সনদসহ সূত্র বিখ্যাত ইমাম আবু ইস্পাহানী (রহ.)সহ এক জামাত সিরাতবিদ নকল করেছেন ।[৮৩৬] তাই এই হাদিসে নবীজী তার পিতা মুরাদ নেননি বরং তার চাচাকে মুরাদ নিয়েছেন বলে যায় ।

চতুর্থ জবাব ঃ এই সহীহ মুসলিমের হাদিসটি বর্ণনার দিক থেকে গরীব । কেননা আনাসের এই সূত্র ছাড়া আর কোন সাহাবী এই শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করেননি। অপরদিকে সনদের রাবী হাম্মাদ নিয়ে রয়েছে প্রচুর সমালোচনা ।

৫ম জবাব ঃ 'রাসূল (ﷺ)-এর পিতা-মাতা জাহান্নামী' এ মর্মে এই (সমালোচিত) দুর্বল রেওয়ায়েতটি ছাড়া এ মতের অনুসারীদের নিকট আর কোন নেই । এজন্যই ইমাম সুয়ূতি (রহ.) লিখেন-

عَلَيْهِ إِلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَإِنَّهَا مُلْزِمَةٌ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ

-"এর পক্ষে মুসলিমের এ হাদিস ব্যতিত আর কোন হাদিস নেই ।"[৮৩৭] তাই এ একক অস্পষ্ট দলিল দিয়ে এমন অকাট্য বিষয়ের বিপরীত সাবিত করা যাবে না।

আপত্তি নং ৩: কোন আহলে হাদিসের ভিডিও বক্তব্য আমি ইউটিউবে দেখেছি যে দাবী করেছেন যে, সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে তিনি বলেন-

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ»

-"(মক্কা বিজয়ের সময়) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করেন । তখন তিনি এমনভাবে ক্রন্দন করেন যে তাঁর সাথীগণও ক্রন্দন করতে থাকেন । তিনি বলেন: আমার রবের নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না । তারপর আমি তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হলো । তোমার কবর যিয়ারত করবে; কারণ তা মৃত্যুর স্মরণ করায় ।" (সহীহ মুসলিম, ২/৬৭১পৃ. হা/৯৭৬) এই হাদিস থেকে অনেক বলে থাকেন রাসূল (ﷺ) তাঁর পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি না পাওয়ার কারণ হলে তারা কাফির মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছিল তাই মহান রব তার অনুমতি দেননি ।

---

৮৩৫ . ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৫পৃ.
৮৩৬ . ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নুবয়ত, ১/১৬৫পৃ. হা/৯৯, ইমাম ওয়াকেদী, কিতাবুল মাগাজী, ১/১০৬পৃ., ইমাম হালাবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/১৬১পৃ., ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/১৩০পৃ., ইমাম মুকরিজী, ইমতাউল আসমা, ৪/৯৭পৃ.
৮৩৭ . ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৬পৃ.

আপত্তির নিষ্পত্তিঃ

এখানে কয়েকটি জবাব রয়েছে । প্রথমত. এই হাদিসে কোথাও তারা কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন তার কোন কথাই নেই । আর এটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থা সে সময় কবর যিয়ারতের হুকুমও ছিল না । বুঝা গেল এটি অনেক দূরবর্তী ঘটনা, বরং আমাদের উল্লেখিত হাদিসগুলো (যেখানে রয়েছে পুর্নজীবিত) হয়েছে সেটা মক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা । ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ সর্বশেষ অবস্থার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হবে অর্থাৎ মানসুখ হাদিসের উপরে বিশ্বাস করা হবে না । এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেন-

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَحَدِيثُ إِحْيَائِهِمَا حَتَّى آمَنَا بِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ، وَالْحَافِظُ ابْنُ نَاصِرِ الدِّينِ

-"ইমাম ইবনে হাজর (রহ.) এর বক্তব্য যেখানে তিনি বলেছেন, সেটিই সহীহ বা বিশুদ্ধ যে রাসূল (ﷺ)-এর পিতা-মাতা উভয়কে জীবিত করে দেয়া হয়েছিল তাঁরা রাসূল (ﷺ) এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন তারপর পুনরায় আবার মৃত্যুবরণ করেন । পাশাপাশি এ মতকে সহীহ বলেছেন ইমাম কুরতুবী ও ইমাম হাফেযুল হাদিস ইবনু নাসিরুদ্দীন (রহ.) ।" (মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৪/১২৫৬ পৃ. হা/১৭৬৩ এর ব্যাখ্যায়)

আপত্তির নিষ্পত্তিঃ

এখানে কয়েকটি জবাব রয়েছে । প্রথমত. এই হাদিসে কোথাও তারা কাফির অবস্থায় ছিলেন বলে কোন কথা নেই । আর এটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থা সে সময় কবর যিয়ারতের হুকুমও ছিল না । বুঝা গেল এটি অনেক দূরবর্তী ঘটনা, বরং আমাদের উল্লেখিত হাদিসগুলো (যেখানে রয়েছে পুর্নজীবিত) হয়েছে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ সর্বশেষ অবস্থার তাই বিশ্বাস করা হবে ।

আপত্তি নং. ৪:

ইমাম তাবারী ও ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) সংকলন করেন-

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْتَ شِعْرِي مَا فَعَلَ أَبَوَايَ، لَيْتَ شِعْرِي مَا فَعَلَ أَبَوَايَ، لَيْتَ شِعْرِي مَا فَعَلَ أَبَوَايَ؟". فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ} فَمَا ذَكَرَهُمَا حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

-"রাসূল (ﷺ) বললেন, হায় আমি যদি জানতে পারতাম আমার পিতা কোথায়? অতঃপর এ আয়াত নাযিল হল 'আপনি জাহান্নামীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে না । (সূরা বাক্বারা, আয়াত, ১১৯) ।" (ইমাম ইবনে কাসির, তাফসিরে ইবনে কাসির, ১/৪০১ পৃ., তাফসিরে তবারী, ২/৫৫৮ পৃ.) তাই আমাদের আহলে হাদিস ভাইগণ বলে থাকেন যে

রাসূল (ﷺ) তার পিতা সম্পর্কে জানতে চাওয়ার কারনেই তো এই আয়াত
হয়েছে তাই তিনি জাহান্নামী। নাউযুবিল্লাহ

আপত্তির নিষ্পত্তি:

আমি বলি এটির অনেকগুলো জবাব রয়েছে। প্রথমত. এটি মুরসাল, কেননা মুহা
ইবনে কা'ব কুরাজী (রহঃ) ছিলেন একজন তাবেয়ী, আর আপনাদের নিকট মুর
হাদিস যঈফ হাদিসের অর্ন্তভুক্ত।[৮৩৮] দ্বিতীয়ত. এটির সনদও খুব দুর্বল; কেনন
সনদের অন্যতম রাবী 'মূসা ইবনে উবায়দুল্লাহ' রয়েছেন তিনি সকলের ঐক্যমতে
অত্যন্ত দুর্বল রাবী। যেমন ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: الضعف على رواياته

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال – مرة: لا يحتج بحديثه. ..... وقال ابن سعد: ثقة، وليس

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدا.

-"ইমাম আহমদ বলেন, তার হাদিস লিপিবদ্ধযোগ্য নয়, ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্
বলেন, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী, ইমাম ইবনে আদি বলেন, তার বর্ণনা দুর্বল, ইমাম ই
মাঈন বলেন, তার হাদিস কিছুই নয়, অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তার হাদিস দিয়ে দলি
দেয়া যাবে না, ...ইমাম ইবনে সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ হলেও তার হাদিস গ্রহ
বা দলিলযোগ্য নয়, ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী হলেও তার হা
অত্যন্ত দুর্বল।" (যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২১৩ পৃ. ক্রমিক. ৮৮৯৫) আর
মুগলতাঈ (রহঃ) বলেন-

وفي معرفة الصحابة» لابن حبان: ضعيف.

-"ইমাম ইবনে হিব্বানের মা'রিফাতুস সাহাবাতে রয়েছে যে তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী
(ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/২৭ পৃ. ক্রমিক. ৪৮১০) তিনি আরও লিখেন-

وفي كتاب العقيلي: عن ابن المديني: ضعيف، يحدث بأحاديث مناكير. وقال الساجي:
منكر الحديث

-"ইমাম উকাইলী তিনি ইবনে মাদীনী হতে বর্ণনা করেন, তিনি যঈফ ....তিনি মুনক
বা আপত্তিকর হাদিস বর্ণনা করতেন। ইমাম সাজী (রহঃ) বলেন, তিনি মুনকার
আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী।"(ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/২৭ পৃ. ক্রমিক. ৪৮
তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وترك بعض أهل العلم بالحديث الرواية عنه.

-".....হাদিস গবেষক আহলে ইলমগণ তার হাদিস পরিত্যাগ করেছেন।"(ইক
তাহযিবুল কামাল, ১২/২৭ পৃ. ক্রমিক. ৪৮১০) তাই আহলে হাদিস ভাইদেরকে বলব
আপনারা এই মুনকার বা জাল হাদিস দিয়ে দলিল দেওয়া বন্ধ করুন এবং আহলে সু
ওয়াল জামাতের সঠিক আক্বিদায় বিশ্বাসী হোন।

৮৩৮. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ...

বিষয় নং ২ : রাসূল (ﷺ) রওজা মোবারক থেকে উম্মতের ভাল মন্দ দেখেন হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গ :

আলবানী এই নিম্নের হাদিসটিকে যঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। ইমাম বাযযার (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ

-" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমার হায়াত তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা আমি তোমাদের সাথে কথা বলি তোমরাও আমার সাথে কথা বলতে পারছ। এমনকি আমার ওফাতও তোমাদের জন্য উত্তম (নেয়ামত)। কেননা তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হবে এবং আমি তা দেখবো। যখন তোমাদের কোন ভাল আমল দেখবো তখন আমি তোমাদের ভাল আমল দেখে আল্লাহর নিকট প্রশংসা করবো, আর তোমাদেরকে কোন মন্দ কাজ করতে দেখলে আল্লাহর কাছে তোমাদের গুনাহের জন্য (তোমাদের পক্ষ হয়ে) ক্ষমা প্রার্থনা করবো।"[৮৩৯]

হাদিসটির সনদ পর্যালোচনা : আলবানী তাঁর একাধিক গ্রন্থে এই হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন।[৮৪০] আলবানী এ সনদটির অন্যতম রাবী ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহঃ)-এর ছাত্র 'আব্দুল মাজিদ' এর উপর নারাজ হয়ে সনদটিকে যঈফ বলেছেন।
অথচ উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইসামী (রহঃ) বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"হাদিসটি ইমাম বাযযার সংকলন করেছেন আর উক্ত হাদীসের সমস্ত রাবী বুখারীর সহীহ গ্রন্থের ন্যায়।"[৮৪১] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

৮৩৯. ১. বাযযার, আল-মুসনাদ,৫/৩০৮পৃ.হাদিস,১৯২৫
২.সুয়ূতি, জামিউস সগীর, ১/২৮২পৃ. হাদিস, ৩৭৭০-৭১
৩.আল্লামা ইবনে কাছির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/২৫৭পৃ.
৪.ইমাম ইবনে সা'দ, আত্-তবকাতুল কোবরা,
৫.আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৪০৭পৃ. হাদিস ঃ ৩১৯০৩
৬.ইমাম ইবনে জওজী, আল-ওফা বি আহওয়ালি মোস্তফা, ২/৮০৯-৮১০পৃ.
৭.আল্লামা ইবনে কাছির, সিরাতে নববিয়্যাহ, ৪/৪৫পৃ.
৮৪০ .আলবানী, সিলসিলাতুল-আহাদিসুযঈফাহ, ৪/৪০৪পৃ. হা/৯৭৫, যঈফুল জামেউস-সগীর,
৮৪১ .ইমাম হাইছামী, মাজমাউয-যাওয়াইদ, ৯/২৪পৃ. হা/১৪২৫০

500+ Book here
www.sahihaqeedah.com
Scanned by C

رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده والبزار بإسناد صحيح

-"ইমাম হারেস ইবনে আবু উসামা তার মুসনাদে এবং ইমাম বায্যার (রহ.) স্ব সনদে বর্ণনা করেন।" (শরহে শিফা, ১/৪৫পৃ.) তাই বুঝা গেল হাদিসটি সহীহ।

আপত্তিকর রাবীর বিষয়ে জবাব ঃ

আলবানী এ রাবীর বিষয়ে লিখেছেন- وهو متكلم فيه من قبل حفظه -"তার স্মরণ নিয়ে অনেক আপত্তি রয়েছে।"[৮৪২] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তার এ কথার ভিত্তি কী সে জানে। সে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এর নাম ভাঙ্গিয়ে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল। অথচ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) রাবী 'আব্দুল মাজিদ বিন আব্দুল আযিয' সম্পর্কে তার বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থে লিখেন-

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن ابن معين ثقة ليس به بأس وقال الدوري عن ابن معين ثقة وقال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة

-"ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল (ইমাম আহমাদের ছেলে) তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, রাবী আব্দুল মাজিদ (রহ.) সিকাহ, তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম দাওরী (রহ.) তিনি ইবনে মাঈন (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, উক্ত রাবী সিকাহ, ইমাম ইবনে আবি মারিয়াম (রহ.) বলেন, ইবনে মাঈন (রহ.) বলেছেন তিনি সিকাহ।"[৮৪৩] ইমাম আসকালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- قال أحمد ثقة -"ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৮৪৪] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال النسائي ثقة وقال في موضع أخر ليس به بأس

-"ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেছেন তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[৮৪৫] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال الدارقطني في العلل كان أثبت الناس -"ইমাম দারেকুতনী (রহ.) তাঁর ইলাল গ্রন্থে লিখেছেন মুহাদ্দিসদের মধ্যে তাঁর হাদিস দৃঢ়।"[৮৪৬] তিনি আরও লিখেন-

وقال الآجري عن أبي داود ثقة

-"ইমাম আজরী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, উক্ত রাবী হাদিস বর্ণনায় বিশ্বস্ত।"[৮৪৭] তাই বুঝা গেল এই হাদিসটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

৮৪২ .আলবানী, সিলসিলাতুল-আহাদিসুদ্বঈফাহ, ৪/৪০৪পৃ. হা/৯৭৫
৮৪৩ .ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/৩৮১পৃ. ক্রমিক. ৭২৪
৮৪৪ .ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/৩৮১পৃ. ক্রমিক. ৭২৪
৮৪৫ .ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/৩৮১পৃ. ক্রমিক. ৭২৪
৮৪৬ .ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/৩৮১পৃ. ক্রমিক. ৭২৪
৮৪৭ .ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/৩৮১পৃ. ক্রমিক. ৭২৪

এই হাদিসের অন্যান্য সূত্র ঃ

এই হাদিসটি সাহাবী ইবনে মাসউদের সূত্র ছাড়াও আরও কতিপয় সূত্র রয়েছে।

২. এই হাদিসটি আল্লামা আজলূনী (রহ.) এ হাদিসটির দ্বিতীয় আরেকটি সূত্র হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে ইমাম দায়লামী (রহ.)'র 'ফিরদাউস' গ্রন্থ হতে সংকলন করেন।[৮৪৮]

৩. ইমাম সুয়ূতী (রহ.) এবং আল্লামা আজলূনী (রহ.) এ হাদিসটির তৃতীয় আরেকটি মুরসাল সূত্র ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.)-এর 'তাবকাতে' গ্রন্থের সূত্রে তাবেয়ী আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) হতে সংকলন করেন।[৮৪৯] তাই বলি জাহেল আলবানীর ফাতওয়ার সবগুলো সূত্র যঈফ হলেও তো সনদটি অন্তত তার 'হাসান' বলা উচিত ছিল।

বিষয় নং. ৩: আমার আহলে বায়'আত নূহ (আলাইহিস সালাম) এর নৌকার ন্যায়:

আহলে হাদিস আলবানী এই সহীহ হাদিসটিকে সামগ্রীকভাবে যঈফ বলে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[৮৫০] সে যে কতবড় ভুয়া তাহকীককারী তা সহজেই বুঝা গেল। অথচ এই হাদিসটির অনেকগুলো সূত্র রয়েছে যার দ্বারা এই হাদিসটিকে আমরা মুতাওয়াতিরের কাছাকাছি বলতে পারি। আর এ ধরনের হাদিসকে অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে। অথচ আলবানী এই হাদিসটির বিষয়ে লিখেছেন-

روي من حديث عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأبي ذر، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك.

-"এই হাদিসটি হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, হযরত আবু যার গিফারী, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে।"[৮৫১] তার দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবেও এতগুলো সনদে হাদিসটি বর্ণিত থাকার কারণে এটিকে তিনি অন্তঃত হাসান বলতে পারতেন; কিন্তু তিনি তাও করলেন না।

হযরত আবু যার গিফারী (রা.)-এর বর্ণনা:

উক্ত সাহাবী থেকেও একাধিক সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

ক. ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَنِي فَأَنَا مَنْ عَرَفْتُمْ، وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَأَنَا أَبُو ذَرٍّ

---

৮৪৮ .আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৩৬৮পৃ. হা/১১৭৮
৮৪৯ .আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৩৬৮পৃ. হা/১১৭৮, ইমাম সুয়ূতি, জামিউস সগীর, ১/২৮২পৃ. হাদিস, ৩৭৭০-৭১, আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৪০৭পৃ. হাদিস ঃ ৩১৯০৩, ইবনে হাজার আসকালানী, মাতালিবুল আলিয়া, ১৫/৫৮৫পৃ. হা/৩৮২৪, ইবনে হাজার, ইত্তিহাফুল খায়রাহ, ৭/৭৪পৃ., হা/৬৪১২
৮৫০ . আলবানী, সিলসিলাতুল....দ্বঈফাহ, ১০/৫পৃ. হা/৪৫০৩
৮৫১ . আলবানী, সিলসিলা...

Scanned by C

...رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ ... وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

-"....মুফায্যল ইবনু সালেহ (রহ.) তিনি আবি ইসহাক সাবাঈ (রহ.) থেকে ... হানাশীল কিনানী তিনি বলেন, আমি কাবার দরজায় ধরে হযরত আবু যার গিফারী (... কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হে মানুষ সকল! তোমরা যারা আমাকে চি... তোমাদের চিনি। আর যারা আমাকে চিননা তাদেরকে বলছি আমি আবু যার গিফা... আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমার আহলে বায়'আত নূহ (আ.)... নৌকার ন্যায়; যে এটিতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে; আর যে এর বিরো... করবে সে ধ্বংস হবে।"[৮৫২]

সনদ পর্যালোচনা :

ইমাম হাকেম (রহ.) সনদটি সংকলন করে লিখেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"ইমাম মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে এটি সহীহ, যদিও বা তিনি এটিকে সং... করেননি।"[৮৫৩] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) উল্লেখ করে লিখেন-

(ك) عن أبي ذر (صح)

-"ইমাম হাকেম হাদিসটি আবু যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। ... হাদিসটির সনদ সহীহ।"[৮৫৪] আমি বলি, এই হাদিসটির মান হাসান লিজাতিহী; ... ইমাম হাকেম একে সহীহ বলেছেন। আমি 'হাসান' বলার কারণ হলে এই স... মুফাযযল নামক রাবীর সামান্য স্মৃতিশক্তিতে সমস্যা রয়েছেন। যার ধরুন সনদটি হা... হলেও এই সনদটি অন্য পন্থায় তাবেয়ী আ'মাশের মাধ্যমে এই সাহাবী থেকে ব... হওয়ায় এটির মান দাঁড়ায় সহীহ লিগায়রিহী। উসূলে হাদিসের দাবী হল, হা... লিজাতিহী যখন একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তা সহীহ লিগায়রিহী পর্যায়ে উপনীত হ... ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

ابن عدي: أنكر ما رأيت له حديث الحسن بن علي، وسائره أرجو أن يكون مستقيما.

-"ইমাম ইবনে আদি (রহ.) বলেন, হাসান ইবনে আলীর হাদিসকে কেহ ইনকা... করতে আমি দেখিনি। আমি আশা রাখি তার সকল হাদিস সঠিক।" (ইমাম যাহা... মিযানুল ই'তিদাল, ৪/১৬৭পৃ. ক্রমিক. ৮৭২৮)

খ. ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

---

৮৫২. ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৩৭৩পৃ. হা/৩৩১২ এবং ৩/১৬৩পৃ. হা/৪৭২০, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ, ১০/৫পৃ. হা/৪৫০৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৯৪পৃ. হা/...

৮৫৩. হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৩৭৩পৃ. হা/৩৩১...

৮৫৪. ইমাম সুয়ূতি, জামিউস সগীর, ৯/...

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ سَجَّادَةُ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاهِرٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ أَخَذَ بِعِضَادَتَيْ بَابِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ عَرَفَنِي، فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ

-"...আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল কুদ্দুস (রহ.) তিনি আ'মাশ (রহ.) থেকে তিনি তাবেয়ী আবু ইসহাক সুবাঈ (রহ.) থেকে তিনি হানাশ ইবনে মু'তামার থেকে তিনি বলেন, ...উপরের ন্যায়।"[৮৫৫] এই সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল কুদ্দুস কিছুটা আপত্তি থাকলেও তার হাদিস 'হাসান' হতে কোন অসুবিধা নেই। অনেকে তাকে মিথ্যা রাফেযী বলে অপবাদ দিতেন কেননা ইমাম ইবনে আদি (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন-

وقال ابْنُ عَديٍّ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ فِي فَضَائِلِ أهل البيت.

-"ইমাম ইবনে আদি (রহ.) বলেন, তার অধিকাংশ বর্ণনা আহলে বায়আতের ফাযায়েলের উপর।"[৮৫৬] ইমাম মিযযী ও ইমাম আদি (রহ.) উল্লেখ করেন-

وحكي عن محمد بن عيسَى إنه قال: هو ثقة.

-"ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ঈসা বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৮৫৭] ইমাম মুগালতাঈ(রহ.) উল্লেখ করেন-

قال البخاري في التاريخ: هو في الأصل صدوق

-"ইমাম বুখারী তার তারিখে উল্লেখ করেন প্রকৃতপক্ষে আব্দুল্লাহ সত্যবাদী।"[৮৫৮] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وفي قول المزي: وذكره ابن حبان في الثقات

-"ইমাম মিযযী বলেন, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[৮৫৯] তবে এই রাবীর বিষয়ে যাই বলি না কেন ইমাম বুখারী (রহ.) তার হাদিস গ্রহণ করেছেন। যেমন ইমাম মিযযী (রহ.) উল্লেখ করেন-

---

৮৫৫. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৪/৯পৃ. হা/৩৪৭৮, আলবানী, সিলসিলাতুল....দ্বঈফাহ, ১০/৫পৃ. হা/৪৫০৩

৮৫৬. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৮৮১পৃ. ক্রমিক. ১৮৭, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/৩২৯পৃ. ক্রমিক. ১০০৮, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৫/৩০৩ পৃ. ক্রমিক. ৫১৬

৮৫৭. মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৫/২৪২পৃ. ক্রমিক. ৩৩৯৭, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/৩২৯পৃ. ক্রমিক. ১০০৮

৮৫৮. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/৪৩পৃ. ক্রমিক. ৩০৪৪, মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৫/২৪২পৃ. ক্রমিক. ৩৩৯৭, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৫/৩০৩ পৃ. ক্রমিক. ৫১৬

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

Scanned by C

استشهد به البخاري، وروى له التِّرْمِذِيّ.

-"ইমাম বুখারী (রহ.) তার সহীহ গ্রন্থে তার হাদিসের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ই... তিরমিযি (রহ.) তার সুনানে উক্ত রাবীর হাদিস সংকলন করেছেন।"[৮৬০] তাই ত... যঈফ বলতে হলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আলবানী এই হাদিসটির বি... আরেকটি আপত্তি তুলেছেন যে-

أبا إسحاق – وهو السبيعي –؛ وهو مدلس مختلط

-"এই সনদে রয়েছে আবু ইসহাক তিনি হচ্ছেন সাবাঈ তিনি তাদলীসকারী এবং হা... বিশৃঙ্খলা করে ফেলতেন।"[৮৬১] অথচ এটি তার প্রতি মিথ্যাচার। এর জবাব দি... ঈদের ৬ তাকবীরের প্রমাণের আলোচনায় ৩নং হাদিসের তাহকীকে।

গ. এই রাবী ছাড়াও আরেক সনদ ইমাম তাবরানী (রহ.) উক সাহাবী থেকে এ... সংকলন করেন-

ثنا محمد بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ ... عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَهُوَ آخِذٌ بِحَلْقَةِ ... وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ، مَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ الْغِفَارِيُّ، سَمِعْتُ ... رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

-"আমর ইবনে ছাবিত তিনি সিমাক ইবনে হারব (রহ.) থেকে তিনি হানশ ইব... মু'তামার (রহ.) থেকে তিনি .....উপরের ন্যায়।"[৮৬২]

সনদ পর্যালোচনা: আলবানী এই সনদের আবু যার গিফারী (রা.) এর ছাত্র হা... ইবনিল মু'তামার কে আপত্তি করে অত্যন্ত যঈফ বলেছেন।[৮৬৩] ইমাম ইবনে হা... আসকালানী (রহ.) লিখেন- وقال أبو داود ثقة -"ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ব... তিনি সিকাহ।"[৮৬৪] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو حاتم حنش بن المعتمر هو عندي صالح

---

৮৫৯. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৭/৪৮পৃ. ক্রমিক.৮৯৪৭, ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযি... কামাল, ৮/৪৩পৃ. ক্রমিক. ৩০৪৪, মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৫/২৪২পৃ. ক্রমিক. ৩৩৯৭, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৫/৩০৩ পৃ. ক্রমিক. ৫১৬

৮৬০. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৫/২৪২পৃ. ক্রমিক. ৩৩৯৭

৮৬১. আলবানী, সিলসিলাতুল.....যঈফাহ, ১০/৬পৃ. হা/৪৫০৩

৮৬২. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৫/৩৫৪পৃ. হা/৫৫৩৬, আলবানী, সিলসিলাতুল.....যঈফাহ, ১০/৫পৃ. হা/৪৫০৩

৮৬৩. আলবানী, সিলসিলাতুল.....যঈফাহ, ১০/৭পৃ. হা/৪৫০৩

৮৬৪. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/৫৮পৃ. ক্রমিক. ১০৪

-"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, আমার নিকট তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি।"[৮৬৫] এখানে সিমাক ইবনে হারব সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রাবী। ইমাম মুগালতাঈ (রহ.) বলেন তাকে সাতজন মুহাদ্দিস সিকাহ বলেছেন।[৮৬৬] উক্ত সাহাবী থেকে এই হাদিসটি অন্য ধারায়ও বর্ণিত আছে।

ঘ. ইমাম বায্যার (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالُوا: نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

-"হযরত হাসান ইবনু আবি ঝা'ফর তিনি আলী ইবনে যায়েদ থেকে তিনি সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহ.) থেকে তিনি আবু যার গিফারী (রা.) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমার আহলে বায়'আত নূহ (আ.) এর নৌকার ন্যায়; যে এটিতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে; আর যে এর বিরোধীতা করবে সে ধ্বংস হবে।" (মুসনাদে বায্যার, ৯/৩৪৩পৃ. হা/৩৯০০) এই হাদিসের সনদে 'হাসান ইবনে আবি জাফর' নামক রাবী রয়েছেন, যার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে চতুর্থ সূত্রে আলোকপাত করা হবে।

দ্বিতীয় সূত্র: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর হাদিস:

ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.

-"হযরত আতিয়্যাহ (রহ.) তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) ইরশাদ কে বলতে শুনেছি, আমার আহলে বায়'আত নূহ (আ.) এর নৌকার ন্যায়; যে এটিতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে; আর যে এর বিরোধীতা করবে সে ধ্বংস হবে।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৬/৮৫পৃ. হা/৫৮৭০, মু'জামুস সগীর, ২/৮৪পৃ. হা/৮২৫)

আপত্তি ও নিষ্পত্তি:

আলবানী এই সনদের রাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর ছাত্র তাবেয়ী আতিয়্যাহ আওফী (রহ.) কে নিয়ে আপত্তি করেছেন।[৮৬৭] তাই সে এত বড় তাবেয়ীকে আপত্তিকর

---

৮৬৫. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/৫৮পৃ. ক্রমিক. ১০৪

৮৬৬. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৬/১০৯-১১১পৃ. ক্রমিক. ২২৩৮

৮৬৭. আলবানী, সিলসিলাতুল.....যঈফাহ, ১০/৬পৃ. হা/৪৫০৩

Scanned by C

বানিয়ে হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন। অথচ উক্ত রাবী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আ... আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, যায়েদ বিন আরকাম, আদি বিন সাবেত আনসারী, আবু... খুদরী, আবু হুরায়রা, আব্দুর রহমান বিন জানাদাহ (রা.)সহ অনেক সাহাবীদের... থেকে তিনি হাদিস শুনেছেন।[৮৬৮] এত বড় একজন তাবেয়ীকে দুর্বল বলা বাস্তব... নয়। আর এই হাদিসটি হল উক্ত সাহাবীর সাথে উপস্থিত থাকার একটি শক্তিশালী... ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[৮৬৯] ... ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার বিখ্যাত আসমাউর রিজালের কিতাবে লি... صدوق -"তিনি সত্যবাদী ছিলেন।"[৮৭০] ইমাম মিয্‌যী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: صالح

-"ইমাম আব্বাস দাওরী (রহ.) তিনি হাদিসের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন।"[৮৭১] ইমাম ... হাতেম (রহ.) বলেন- يكتب حديثه -"আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতাম।" ইমাম আদি (রহ.) বলেন- يكتب حديثه -"আমরা তার হাদিস লিখি।"[৮৭২] ... হাফেজুদ্দুনীয়া ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) বলেন- لين. -"তিনি কিছুটা নরম প্র... হাদিস বর্ণনাকারী।"[৮৭৪] এই ধরনের শব্দ মুহাদ্দিসগণ 'হাসান' পর্যায়ের রাবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। সর্বশেষ সকলের আপত্তির জবাবে আমি বলবো ইমাম খ... বাগদাদী (রহ.) এবং ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার জীবনীতে উ... করেন-

وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ وَلَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ.

-"তিনি আল্লাহ চাহে তো সে বিশ্বস্ত এবং তাঁর হাদিস গ্রহণযোগ্য।"[৮৭৫] অ... হাদিসটি সামগ্রীকভাবে 'হাসান' পর্যায়ের তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে বর্ণ... করবেন বুঝা গেল উক্ত ইমামদের রায়কে উপেক্ষা করা।

---

৮৬৮. ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/১৪৬পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬

৮৬৯. ইমাম ইবনে শাহীন, কিতাবুস সিকাত, ক্রমিক. ১০২৩

৮৭০. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৩৯৩পৃ. ক্রমিক. ৪৬১৩, দারুর রশ, সি...

৮৭১. ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/১৪৭পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবু... তাহযিব, ৭/২২৫পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

৮৭২. ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবু... তাহযিব, ৭/২২৫পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

৮৭৩. ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবু... তাহযিব, ৭/২২৫পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

৮৭৪. ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবু... তাহযিব, ৭/২২৫পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

৮৭৫. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৬/৩০৫পৃ. ক্রমিক. ২৩৭৫, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব. ৭/১২৬পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

...হযরত আমর ইবনে ওয়াসেলা (রা.)-এর হাদিসঃ

তৃতীয় সূত্রঃ হযরত আমর ইবনে ওয়াসেলা (রা.)-এর হাদিসঃ
ইমাম দাওলাভী রাজী (৩১০হি.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ:، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ:، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ هِلَالٍ الْجُعْفِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ الْمَكِّيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَرَكَهَا غَرِقَ

-"হযরত আসলাম মক্কী (রহ.) তিনি বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু তুফায়েল আমের ইবনু ওয়াসেলা (রা.) তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমার আহলে বায়'আত নূহ (আলাইহিস সালাম) এর নৌকার ন্যায়; যে এটিতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে; আর যে এর বিরোধীতা করবে সে ধ্বংস হবে।" (আল-কুনা ওয়াল আসমা, ১/২৩২পৃ. হা/৪১৯)

চতুর্থ বর্ণনাঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিস

ইমাম আবু নুয়াইম ইসবাহানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

-"হাসান ইবনে আবি জাফর তিনি আবু ছাহবা থেকে তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমার আহলে বায়'আত নূহ (আলাইহিস সালাম) এর নৌকার ন্যায়; যে এটিতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে; আর যে এর বিরোধীতা করবে সে ধ্বংস হবে।" (ইমাম আবু নুয়াইম ইসবাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩০৬পৃ. মুসনাদে বায্‌যার, ১১/৩২৯পৃ. হা/৫১৪২)

আপত্তি ও নিষ্পত্তিঃ আলবানীর দাবী হল এই হাদিসটি যঈফ কেননা সনদে হাসান ইবনু আবি জা'ফর অত্যন্ত যঈফ। আমি বলবো এটি নিজস্ব ক্ষমতাতেই হাসান পর্যায়ের হাদিস। ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন- قال الفلاس: صدوق -"ইমাম ফাল্লাস (রহ.) বলেন, সত্যবাদী।"[৮৭৬] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال مسلم بن إبراهيم: كان من خيار الناس رحمه الله.

-"ইমাম মুসলিম ইবনু ইবরাহিম (রহ.) বলেন, তিনি সর্বোত্তম মানুষের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।"[৮৭৭] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

---

৮৭৬. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৪৮২পৃ. ক্রমিক.১৮২৬

৮৭৭. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৪৮২পৃ. ক্রমিক.১৮২৬

Scanned by C

قال ابن عدي: وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب.

-"ইমাম ইবনে আদি (رحمه الله) বলেন, আমাদের নিকট তিনি মিথ্যাবাদী হওয়ার কো অভিযোগ নেই।"[৮৭৮] আল্লামা মুগালতাঈ (رحمه الله) মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে আবি হাতে (رحمه الله) এর অভিমত উল্লেখ করেন- وكان رجلا صالحا -"তিনি ছিলেন একজন নে ব্যক্তি।"[৮৭৯] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال علي بن المديني: كان الحسن يهم في الحديث

-"ইমাম আলী ইবনে মাদনী (رحمه الله) বলেন, তিনি প্রশংসনীয়; তবে তার হা ত্রুটিযুক্ত।"[৮৮০] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: صدوق

-"ইমাম ইবনে আবি খায়ছামা তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (رحمه الله) বলেন, তিনি সত্যবাদী।"[৮৮১] ইমাম মুগালতাঈ (رحمه الله) বলেন, ইমাম আবু হাতেম (رحمه الله) বলেন-

عن أبيه: ليس بقوي في الحديث، وكان شيخا صالحا

-"তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি হাদিসে অতিশক্তিশালী নন; তবে তিনি হাদিসের শায়খ ও নেক্কার ব্যক্তি ছিলেন।"[৮৮২] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

قال: وسألت أبا زرعة عنه؟ فقال: ليس بالقوي في الحديث.

-"ইমাম আবু যারওয়া (رحمه الله) কে উক্ত রাবীর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যে তিনি হাদিসে খুব শক্তিশালী ছিলেন না।"[৮৮৩] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ليس بالقوي في الحديث.

-"জারহ্ ওয়া তা'দীল গ্রন্থে রয়েছে ইমাম দারাকুতনী (رحمه الله) বলেন, তিনি হাদিসে অতিশক্তিশালী নন।"[৮৮৪] ইমাম আবু হাতেম (رحمه الله) বলেন- وكان فاضلا - "তিনি ছিলেন অনেক মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন।"[৮৮৫] বাকী আলোচনা দেখুন সূরা ইখলাসের ফযিলতের আলোচনায়। তাই এই হাদিসের সনদ 'হাসান' পর্যায়ের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

৮৭৮. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৪৮২পৃ. ক্রমিক.১৮২৬
৮৭৯. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৪/৭২পৃ. ক্রমিক.১২৭৭
৮৮০. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৪/৭২পৃ. ক্রমিক.১২৭৭
৮৮১. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৪/৭২পৃ. ক্রমিক.১২৭৭
৮৮২. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৪/৭৩পৃ. ক্রমিক.১২৭৭
৮৮৩. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৪/৭৩পৃ. ক্রমিক.১২৭৭
৮৮৪. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৪/৭৩পৃ. ক্রমিক.১২৭৭
৮৮৫. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৪/৭৪পৃ. ক্রমিক.১২৭৭

পঞ্চম বর্ণনা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের হাদিস

ইমাম বাযযার (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ ؛ مَنْ رَكِبَهَا سَلِمَ، وَمَنْ تَرَكَهَا غَرِقَ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (رضي الله عنه) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমার আহলে বায়'আত হল নূহ (عليه السلام) এর নৌকার ন্যায়। যে এটিতে আরোহন করতে পারবে সেই নিরাপত্তা পাবে; আর যে এর থেকে (আহলে বায়'আত) মুখ ফিরিয়ে নিবে সে ধ্বংস হবে।"[৮৮৬]

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম হাইছামী (رحمه الله) বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ لَيِّنٌ.

-"ইমাম বাযযার (رحمه الله) এটি সংকলন করেন, আর তাতে ইবনে লাহিয়াহ রাবী বিদ্যমান রয়েছে সে হাদিস বর্ণনায় নরম প্রকৃতির।"[৮৮৭]

আমি অনেকবার ইবনে লাহিয়াহ রাবী সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে তার হাদিস যদি অন্য হাদিস দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায় তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) বলেন-

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول. ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب لاعتبر به ويقوى بعضه بعضا.

-"ইমাম হাম্বল (رحمه الله) বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ কে বলতে শুনেছি, ইবনে লাহিয়াহ এর হাদিস আমাদের নিকট হুজ্জাত নয়, তবে আমি তার অধিকাংশ হাদিস লিপিবদ্ধ করিনি ; আমি শুধু সেগুলোকেই লিখিছে যেগুলোকে অন্য বর্ণনা দ্বারা শক্তিশালী করেছে।" (ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৭৮পৃ. ক্রমিক.) তাহলে ইবনে লাহিয়াহ এর হাদিস এই হাদিস হুজ্জাত কেননা এটির আরও অসংখ্য শাহেদ সূত্র রয়েছে। ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন-

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة.

-"ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله) বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, তৎকালিন সময়ে মিশরে ইবনে লাহিয়াহ ছাড়া আর কোন মুহাদ্দিস ছিলেন।"[৮৮৮]

আলবানী বলেন-

وعبد الله بن لهيعة ضعيف؛ لسوء حفظه.

-"আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিয়াহ যঈফ, কেননা তার হেফযে ত্রুটি আছে।"[৮৮৯]

---

৮৮৬. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৯/১৬৮পৃ. হা/১৪৯৮০, মুসনাদে বাযযার, হা/২৬১২
৮৮৭. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৯/১৬৮পৃ. হা/১৪৯৮০
৮৮৮. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৭৮পৃ. ক্রমিক.
৮৮৯. আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ১০/৬পৃ. হা/৪৫০৩

Scanned by C

আমি নামাযে হাত বাঁধার আলোচনায় উল্লেখ করবো। রাবীর হেফযে ত্রুটি থাকলে মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে তার হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের। রাবী ইবনে লাহীয়াহ এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আমি শবেই বরাতের আলোচনায় এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৮৩-২৮৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৬ষ্ঠ বর্ণনা : হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) এর হাদিস

ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا ... الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ... بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَرِيكٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِمَكَّةَ، ... بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ي وَسَلَّمَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

-"আবান ইবনে আবি আয়্যাশ (রহ.) তিনি হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ...উপরের হাদিসের ন্যায়।"[৮৯০]

সনদ পর্যালোচনাঃ আলবানী এই হাদিসটিকে এ বিষয়ক সবচেয়ে দুর্বল হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। তার কারণ তাবেয়ী হযরত আনাসের ছাত্র আবান ইবনে আবি আয়্যাশ কে নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

... دينار الزاهد

-"কেউ বলেছেন, তিনি দিনার নামেও পরিচিত, তিনি আবেদ ছিলেন।"[৮৯১] তিনি আরও বলেন- وهو تابعي صغير -"তিনি ছোট তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত।"[৮৯২] এই রাবী নিয়ে বিস্তারিত নামাযে পাগড়ী বাঁধার ফযিলতের আলোচনায় তার গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

সপ্তম বর্ণনা : হযরত আলী (رضي الله عنه) এর হাদিস :

ইমাম মুহিবুদ্দীন তবারী (রহ.) সংকলন করেন-

... على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثل اهل بيتى كمثل سفينة ... من ركبها نجا ومن تعلق بها فاز ومن تخلف عنها زج في النار

-"হযরত আলী (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আহলে বায়াতের উপমা হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) এর নৌকার ন্যায়; যে উহাতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে।" (মুহিবুদ্দীন তবারী, যাখায়েরুল উকবা, ২০পৃ.)

অষ্টম বর্ণনাঃ

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) সংকলন করেন-

৮৯০. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১০/৫৬৯পৃ. ক্রমিক. ৬৪৬০
৮৯১. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/১০পৃ. ক্রমিক. ১৫
৮৯২. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/১০পৃ. ক্রমিক. ১৫

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمَنَاقِبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ

-"ইমাম আহমদ (রহ.) তিনি তার মানাকিব গ্রন্থে হযরত আলী (আলাইহিস সালাম) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (رضي الله عنه) বলেন, আকাশের তারকা আসমানবাসীদের জন্য আমানত স্বরূপ, তারকা যদি ধ্বংস হয়ে যায় আসমানবাসী হয়ে যাবে, আমার আহলে বায়াত হলো ... তাদের কিছু হয়ে গেলে পৃথিবীবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৮৯৩]

... এই হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের আর এটিকে ইনকার করে আলবানী তার ... সমস্যায় জর্জরিত করেছেন।

বিষয় নং ৪: পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহে কালিমায়ে তায়্যিবাহ

বর্তমান সালাফী তথা নামধারী আহলে হাদিসগণ কালিমায়ে তায়্যিবাহ নিয়ে খুব বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তাদের এই বিষয়টি নিয়ে লিখার জন্য আমাকে চার দিক থেকে শুভাকাঙ্খীগণ তাগিদ দেওয়ায় এই বিষয়ে কিছু লিখার ইচ্ছা পোষণ করলাম।

পবিত্র কোরআনে কালিমায়ে তায়্যিবাহঃ

১ম আয়াতঃ কালিমায়ে তায়্যিবাহ (كَلِمَةً طَيِّبَةً) শব্দটি সূরা ইবরাহিমের ২৪ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। ইমাম বুরহানুদ্দীন কিরমানী (৫০৫হি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قوله، (كَلِمَةً طَيِّبَةً) ، عند جل المفسرين، لا إله إلا الله محمد رسول الله

-"মহান আল্লাহর বাণী (কালামায়ে তায়্যিবাহ বা পবিত্র বাক্য) এর ব্যাখ্যায় উঁচু পর্যায়ের মুফাসসিরিনগণ বলেন, তা পরিপূর্ণ রূপ হল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"[৮৯৪] ইমাম সুয়ূতি, ইমাম তবারী, ছালাভী, ইবনে কাসির (রহ.)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

وَأَخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي رَضِي الله عَنهُ {وألزمهم كَلِمَة التَّقْوَى} قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

-"ইমাম আব্দ হুমাইদ ও ইমাম ইবনে জারীর (রহ.) হযরত ইমাম আতা খুরাসানী (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি খোদাভিরুদের বাণী তাদের উপর আবশ্যক করেছেন, তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে (খোদাভিরুদের বাণী মানে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"[৮৯৫]

৮৯৩. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৯/৩৯৪৮পৃ. হা/৬১৮৩, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৩/১৬২পৃ. হা/৪৭১৫
৮৯৪. ইমাম বুরহানুদ্দীন কিরমানী, গারায়েবুত তাফাসির ওয়া আযায়েবুল তা'বীল, ১/৫৭৮পৃ.
৮৯৫. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৭/৫৩৭পৃ. তাফসীরে ছালাভী, ৯/৬৩পৃ. কুরতুবী, ... হিদায়া ইলা ... [illegible]

Scanned by C

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর অভিমত সংকলন করেন-

وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"এটাই হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"[৮৯৬]

আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী এর ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَهِيَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»

-"আর এটাই হল, পবিত্র বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৮৯৭]

ইমাম কুরতুবী আন্দুলুসী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

اجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ على أنه من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أخبر أن قلبه غَيْرُ مُصَدِّقٍ بِمَا ذلك، أَنَّهُ كَافِرٌ، فدل على أنَّ الاعتقاد لا بد منه.

-"সমস্ত মুসলমানগণ এটার উপরে একমত পোষণ করেছেন, সেটা হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই বাক্যটিকে অন্তরে ধারণ রাখবে; আর যে এটি মিথ্যা পতিপন্ন করতে চাইবে সে কাফির......।"[৮৯৮]

আল্লামা জুহাইলী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

وهي عند الجمهور (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)

-"অধিকাংশ তাফসিরকারকগণ বলেন, এটা হল সেই পবিত্রতম বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"[৮৯৯]

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"আর এটাই হল, পবিত্র বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৯০০]

আয়াত নং ২.:

মহান রব তার হাবিবের নামকে তার সাথে সাথে রেখেছেন। তাই যেখানে আল্লাহর জিকির বা স্মরণ হয় সেখানে আমার নবীজীর যিকিরও হয়। এজন্যই মহান রব বলেন- {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ}.

-"আমি আপনার যিকির কে বুলন্দ করে দিয়েছি।" (সূরা ইনশিরাহ,) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী আন্দুলুসী (রহঃ) তিনি আরও উল্লেখ করেন-

لا أذكر إلا ذكرت معي. وذلك قول المؤمنين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

৭/৩২১পৃ. আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসিরে মাযহারী, ৯/৩৪পৃ., তাফসিরে খাযেন, ৪/১০৫পৃ. ইমাম তাবরানী, কিতাবুদ দোয়া, ১/৪৬৩পৃ. হা/১৬১৮

[৮৯৬]. ইমাম আবু হাতেম, তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ১০/৩২১০পৃ. ক্রমিক. ১৮১৭৩

[৮৯৭]. শাওকানী, তাফসিরে ফতহুল কাদীর, ৪/৪৫৩পৃ.

[৮৯৮]. তাফসিরে হিদায়া ইলা বুলুগুল নিহায়া, ৪/২৭১৬পৃ.

[৮৯৯]. আল্লামা জুহালী, তাফসিরিল ওয়াসীত, ৩/২৪৬৪পৃ.

[৯০০]. বায়হাকী, আসমাউ ওয়াস সিফাত, ...

"অর্থাৎ যেখানে আমার যিকির হবে আমার সাথে আপনার যিকিরও হবে। আর এজন্যই মুমিনগণ বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৯০১]

আয়াত নং ৩:

সূরা ফাতাহ ২৬ নং আয়াতের (كَلِمَةَ التَّقْوَى) অর্থাৎ খোদাভিরুদের বাণী এর ব্যাখ্যায় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

-"আর সেটি হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৯০২] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) এমনটি উল্লেখ করেছেন। (ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে জালালাইন, ১/৬৮৩পৃ.) ইমাম নাসাফী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

وَأَخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي رَضِي الله عَنهُ {وألزمهم كلمة التَّقْوَى} قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

-"ইমাম আব্দ হুমাইদ ও ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) হযরত ইমাম আতা খুরাসানী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি মহান রবের বাণী 'খোদাভিরুদের বাণী তাদের উপর আবশ্যক করলেন' এর ব্যাখ্যায় বলেন, আর তা হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৯০৩]

এমনকি আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে কাসির তার তাফসিরে লিখেন-

وَهِيَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"আর সেটিই হল 'লা ইলাহা ইল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৯০৪]

আয়াত নং ৪:

কালিমার প্রথম অংশটি 'সূরা সাফফাত' এর ৩৫ নং আয়াত এবং দ্বিতীয় অংশটি 'সূরা ফাতহ' এর ২৯ টি নং আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে।

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (سورة الصافات)

-"এরা এমন (বিদ্রোহী) ছিলো, যখন এদের বলা হতো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো।" (সূরা সাফফাত, ৩৫)

প্রখ্যাত বিখ্যাত মুফাস্সির ইমাম কুরতবী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"(যে বাক্য শুনে কাফেরেরা অহংকারে ফেটে পড়তো) এটির পরিপূর্ণ বাক্য হল 'লা ইলাহা ইল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৯০৫]

[৯০১]. তাফসিরে হিদায়া ইলা বুলুগুল নিহায়া, ১২/৮৩৩৩পৃ.

[৯০২]. তাফসিরে ইবনে আব্বাস, ১/৪৩৪পৃ.

[৯০৩]. ইমাম নাসাফী, তাফসিরে নাসাফী, ২/১৭২পৃ.

[৯০৪]. ইমাম ইবনে কাসির, তাফসিরে ইবনে কাসির, ৭/৩২০পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন

[৯০৫]. ইমাম কুরতবী, তাফসিরে ...

Scanned by C

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (سورة الفتح)

-"হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল; অন্য যেসব লোক তাঁর সাথে আছে (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" (সূরা ফাতাহ, ২৯) পবিত্র কুরআনে যদিও আলাদা করে কালেমা রয়েছে; কিন্তু রাসূল (ﷺ) এবং তার সাহবীরা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীরা এটিকে সাথে করে ব্যাখ্যা করে খুলাছা করে দিয়েছেন।

হাদিস শরীফে 'কালিমা তায়্যেবাহ'

১নং হাদিস

ثنا يُوسُفُ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انطلق أَبُوْ ذر ونعيم ابن عم أبي ذر، وأنا معهم يطلب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو مستتر بالجبل، فقال له أبو ذر: يا محمد، أتيناك لنسمع ما تقول، قال: أقول لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، فآمن به أبو ذر وصاحبه.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ যর ও তাঁর চাচাতো ভাই নুআঈম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর খুজে বের হল। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। আর রাসূল (ﷺ) তখন পাহারের আড়ালে ছিল। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে পেয়ে আবূ যর (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আপনার নিকট এসেছি আপনি কী বলেন তা শুনতে। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, আমি বলি...

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

অতপরঃ আবূ যর ও তাঁর সঙ্গী তাঁর উপর ঈমান আনলেন।"[১০৬]

সনদ পর্যালোচনাঃ এই হাদিসটির সনদ নিয়ে কোন মুহাদ্দিস সমালোচনা করেননি।

হাদিস নং ২

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ، ثنا حَيَّانُ بْنِ عَبد اللهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ مَكْتُوبٌ فِيهِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُحمد رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"আবূ মিযলায (رحمه الله) তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ঝান্ডা ছিল কালো এবং পতাকা ছিল সাদা রঙের। পতাকায় লেখা ছিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)।"[১০৭]

১০৬. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬/৩৬৫পৃ. ক্রমিক. ৮৮০১। হাদিসটির সনদ সহীহ

সনদ পর্যালোচনাঃ এই সনদের তাবেয়ী মিযলাযের নাম মূল হল 'লাহক ইবনে হুমাইদ' যিনি সিহাহ সিত্তার রাবী।[১০৮] আর এই সনদে 'হাইয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ' ইবনে সাঈদ' তার সম্পর্কে ইমাম আবু হাতেম (رحمه الله) বলেন, হাদিসে মহান শায়খ ছিলেন।[১০৯]

হাদিস নং ৩

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، نَا أَبِي، نَا عَزْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَصُّ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَشِيًّا، وَكَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ سَطْرٌ، وَمُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ اللهِ سَطْرٌ

-"হযরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (ﷺ) এর আংটির পাথরটি ছিল আবিসিনিয়া এলাকার। আর তার উপর লেখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। (ওপরের) প্রথম লাইন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', দ্বিতীয় লাইন 'মুহাম্মদ' তৃতীয় লাইন 'রাসুলুল্লাহ'।"[১১০]

সনদ পর্যালোচনাঃ এই সনদটিও সহীহ। রাবী গাযরাহ ইবনে ছাবেত সহীহ বুখারীর রাবী। বাকী সকল রাবীও সিকাহ।

হাদিস নং ৪

ইমাম আবু শায়খ ইসবাহানী (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، قَالَ: ثنا الْحَكَمُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ، قَالَ: مَنْ خَالَفَ دِينَ اللهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلا سَبِيلَ لأَحَدٍ عَلَيْهِ، إِلا مَنْ أَصَابَ حَدًّا، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নবী করিম (ﷺ) বলেন, 'যে মুসলমান আল্লাহর দ্বীনের বিরোধীতা করবে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম অস্বীকার করবে) তাকে তোমরা হত্যা করে ফেলো। আর যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলবে তাকে কিছু বলার অধিকার নেই। তবে কোন দন্ডের উপযুক্ত হলে তা তার উপর কার্যকর করা হবে।"[১১১]

১০৭. তাবারানী, আল-মুজামুল আওসাত ১/৭৭পৃ. হাদীস/২১৯, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৫/৩২১পৃ. হা/৯৬৩৯, আখলাকুন্নবী, আবুশ শাইখ আল আসবাহানী, ২/৪১৬পৃ. হাদীসঃ ৪২৪। হাদীসটির সনদ সহীহ

১০৮. যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/১৯৬পৃ. ক্রমিক. ৩০১

১০৯. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৮৪১পৃ.

১১০. আবুশ শাইখ আল আসবাহানী, আখলাকুন্নবী, ২/২৮২-২৮৩পৃ.হাদীসঃ ৩৩৫। হাদিসটির সনদ সহীহ

১১১. ইমাম আবু শায়খ ইসবাহানী, তবকাতুল মুহাদ্দিসীন, ২/৪০৯পৃ. হা/২৩২ এবং তারিখে ইস্পাহান, ১/২৬১পৃ.। হাদিসটির সনদ সহীহ।

Scanned by C

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসটির সনদও সহীহ।

হাদিস নং- ৫

أخبرنا الحافظ شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي في كتاب الفردوس الذي أملاه لنا والده شيرويه أن ابن لال قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مسعود الزاهد قال حدثنا عبد الله بن زياد البغدادي حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت في عارضي الجنة ثلاثة أسطر مكتوبات بالذهب الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله والثاني وجدنا ما قدمنا وربحنا ما أكلنا وخسرنا ما تركنا والثالث أمة مذنبة ورب غفور

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, 'মেরাজের রাত্রে আমি বেহেশতে প্রবেশের প্রাক্কালে তার দুই পাশে স্বর্ণাক্ষরে লেখা তিনটি লাইন দেখতে পাই-

এক. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল।

দুই. আমরা যা ভাল কর্ম পেশ করেছি তা পেয়েছি, আর যা খেয়েছি তা থেকে উপকৃত হয়েছি, যা ছেড়ে এসেছি সে ব্যাপারে তা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

তিন. উম্মত হলো গুনাহগার আর রব হলেন ক্ষমাশীল।"[৯১২]

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) বলেন-

(الرافعي وابن النجار عن أنس (صح))

-"ইমাম রা'ফেয়ী ও ইমাম নাজ্জার (তারিখে মদিনা) তে হাদিসটি সংকলন করেন। যা হাদীসটি সহীহ।"[৯১৩]

হাদিস নং- ৬

ইমাম বায়হাকী, ইমাম ইবনে আসাকীর, ইমাম সুয়ূতি, খতিবে বাগদাদী (রহঃ) হরিণীর ঘটনা সংক্রান্ত হাদিস সংকলন করেন-

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القاضي، أنبأنا أبو علي حامد بن محمد الهروي، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا يعلى بن إبراهيم الغزال، حدثنا الهيثم بن حماد، عن أبي كثير، عن زيد بن أرقم:.....فأطلقها رسول الله صلى الله عليه

৯১২. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৩/৪২৯পৃ. হা/৫০১৬, ইমাম সুবকী, তবাকাতুশ শাফিয়্যাহ: ১/১৫০পৃ. ইমাম সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদিস/৬৮০৮

৯১৩. ইমাম সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদিস/৬৮০৮

وسلم. قال زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسيح في البرية، وتقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله-

-"হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, ...সে মতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে মুক্ত করে দিলেন। বর্ণনাকারী (যায়েদ বিন আরকাম) বলেন, আল্লাহর কসম আমি তাকে জঙ্গলে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছি; এমতাবস্থায় সে বলতেছিল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৯১৪]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসটির মান 'হাসান' পর্যায়ের। এই সনদতে ই'য়ালা ইবনে ইব্রাহিম গায্যাল ও তার শায়খ হাছাম ইবনে হাম্মাদ দুজনেই যঈফ, তবে হরিনীর ঘটনাটির এই হাদিস ছাড়াও অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত হওয়ায় অর্থাৎ শাহেদ থাকায় এটি 'হাসান' পর্যায়ের। এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২১৩-২১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

হাদিস নং- ৭

ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) সংকলন করেন-

حدثنا علي بن حمشاذ العدل، إملاء، ثنا هارون بن العباس الهاشمي، ثنا جندل بن والق، ثنا عمرو بن أوس الأنصاري، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট ওহী নাযিল করলেন, হে ঈসা! তুমি মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর ঈমান আন এবং তোমার উম্মতের মধ্যে যারা তাঁর যুগ পাবে তাদেরকে ঈমান আনতে বলো। কারণ যদি মুহাম্মদ (ﷺ) না হতেন, তাহলে আমি না আদমকে সৃষ্টি করতাম, না বেহেশত, না দোযখ সৃষ্টি করতাম। আমি (আল্লাহ) যখন পানির উপর আরশ তৈরী করেছিলাম, তখন তা এদিক সেদিক কম্পন করতে লাগল।

৯১৪. ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুন নবুওয়াত : ৬/৩১ পৃ. হাদিস : ২২৭৪, দারুল হাদিস, কায়রু, মিশর, ইমাম আবু নুয়াইম ইসবাহানী, দালায়েলুন নবুওয়াত, ৩২০পৃ. হাদিস/২৭৩, মুকরিজী, ইমতাউল আসমা, ৫/২০৮পৃ., ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ৩/৩৯৯পৃ., ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/১০৩ : হাদিস/১৮০০, আল্লামা ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়া, ২/১৪২ পৃ:, আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৫/১৫০ প. ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৪/৩৮১পৃ., ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া...

Scanned by C

তখন আমি তার উপর কালেমা শরীফ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখে দিলাম অতঃপর আরশ স্থির হয়ে গেল।"[৯১৫]

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম হাকিম (রাহিমাহুল্লাহ) সনদটি সংকলন করে বলেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"এই হাদিসটির সনদ সহীহ; যদিও তারা (বুখারী ও মুসলিম) সংকলন করেননি।" আর ইমাম হাকেমের বক্তব্যের সমর্থন করেছেন সুয়ূতি, ইমাম সুবকী, ইবনে হাজার মক্কী, মোল্লা আলী ক্বারী (রাহিমাহুল্লাহ)সহ এক জামাত হাদিসের ইমাম।

আপত্তি নিষ্পত্তি:

অনেক আহলে হাদিস হযরতগণ বলতে পারেন যে ইমাম যাহাবী (তার তালখীস গ্রন্থে) তে এই হাদিসের রাবী কাতাদার ছাত্র সম্পর্কে বলেছেন- أظن موضوعا على سعيد

"আমার ধারণা এটি সাঈদের নামে বানানো হয়েছে।" (ইমাম যাহাবী, তালখীস ...) আমি বলি, এটি জাল বলা সঠিক নয়। প্রথমত. সাঈদ ইবনে আবি উরবাতা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য রাবী। ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) তার লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থে তার জীবনী লিখেন-

الإمام الحافظ، عالم أهل البصرة

-"তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, হাফেযুল হাদিস, বসরাবাসীদের একজন বিজ্ঞ ইমাম।"[৯১৬] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وثقه يحيى بن معين، والنسائي، وجماعة.

-"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম নাসাঈ এবং এক জামাত ইমামগণ তাকে সিকাহ বলেছেন।"[৯১৭] মূল কথা হল তিনি সহীহ মুসলিমের রাবী।[৯১৮]

দ্বিতীয়ত. রাবী 'জানদাল ইবনে ওলক' সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন-

قال أبو حاتم: صدوق.

৯১৫. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল মুস্তাদরাক ২/৬৭১, পৃষ্ঠা হাদিস : ৪২২৭, ২. আল্লামা ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী : শিফাউস সিকাম ৪৫ পৃষ্ঠা, আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী, আফজালুল কুররা, আল্লামা সিরাজুদ্দীন ... ফতোয়ায়ে সিরাজিয়া : ১/১৪০ পৃ., আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মাওজুআতুল কবীর : ১০১ পৃ., ইমাম ইবনে সা'দ : আত-তবকাতুল কোবরা, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : হিলয়াতুল আউলিয়া, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা : ১/১৪ হাদিস : ২১, আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : শরহে শামায়েল ১/... পৃ., আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী, যাওয়াহিরুল বিহার : ২/১১৪ পৃ., ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৫/২৯৯ পৃ. রাবী/৬৩৩৬, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৪/৩৫৪ পৃ., ইমাম ... হাইয়ান : তবকাতে মুহাদ্দিসিনে ইস্পাহানী : ৩/২৮৭ পৃ., আবু সা'দ ইবরাহিম নিশাপুরী, শরফে ... ১/১৫৫পৃ., যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব: ১২/২২০পৃ., ইবনে কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, ১/২৯... তালিফ, কায়রো, মিশর, ইবনে কাসীর, সিরাতে নববিয়্যাহ: ১/৩২০পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন, ইবনে কাসীর, মুজিজাতুন্নাবী, ১/৪৪১পৃ. মাকতুবাতুল তাওফিকিয়্যাহ, কায়রু, মিশর, ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১২/৪০৩পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৯১৬. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪১৩পৃ. ক্রমিক. ১৭০

৯১৭. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪১৩পৃ. ক্রমিক. ১৭০

৯১৮. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪১৩পৃ. ক্রমিক. ১৭০

ইমাম আবু হাতেম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন।"[৯১৯] ইমাম মুগালতাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন-

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه».

ইমাম হাকেম (রাহিমাহুল্লাহ) তার হাদিস সহীহ হিসেব মুস্তাদরাকে সংকলন করেছেন।"[৯২০] ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম ইজলী (রাহিমাহুল্লাহ) উভয়েই তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[৯২১] ইমাম বুখারী তার আদাবুল মুফরাদে তার হাদিস নকল করেছেন।[৯২২] এর বাকী সকল রাবীই সিকাহ। তাই এই হাদিসটির সনদটিও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের। তবে আমর ইবনে আউসকে অনেকে সুপ্রসিদ্ধ নয় বলেছেন।

হাদিস নং. ৮

ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأُحِبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ

-হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) যখন অপ্রত্যাশিতভাবে (ইজতেহাদি) ভুল করলেন তখন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, হে পরওয়ারদিগার! হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উসিলায় আমাকে মার্জনা করুন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কিভাবে চিনেছ? জবাবে আদম (আলাইহিস সালাম) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় কুদরতি হাত দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করে আমার দেহের অভ্যন্তরে যখন আত্মা প্রবেশ করিয়ে ছিলেন, তখন আমি মাথা তুলে আপনার আরশের পায়ায় লেখা দেখেছিলাম, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" আমি বুঝতে পারলাম, আপনি আপন নামের সাথে এমন একটি নাম মিলিয়ে রেখেছেন যেটি সমগ্র সৃষ্টি জগতে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। নিশ্চয় ঐ নাম সমগ্র জাহানে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। যেহেতু তুমি সেই

৯১৯. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/৫৫০পৃ. ক্রমিক. ৯০, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৫/১৫১পৃ.

৯২০. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৩/২৫০পৃ. ক্রমিক. ১০২৬

৯২১. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৮/১৬৭পৃ. ক্রমিক. ১২৭৮৪, ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ১/২৭২পৃ. ক্রমিক. ২৩৩, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৫/১৫১পৃ.

৯২২. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম ...

Scanned by C

নাম নিয়েই আমার কাছে প্রার্থনা করেছ, সেহেতু আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মদ (ﷺ) না হতেন, আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।"[৯২৩]

সনদ পর্যালোচনাঃ

এই হাদিসটি সংকলন করে ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) বলেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ

-"এই সনদটি সহীহ; তার প্রথম হাদিস উল্লেখে আমি বলেছি যে সে এই হাদিস পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করেছেন।"[৯২৪]

ইমাম হাকেমের এ অভিমতকে বহু ইমামগণও গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, শাহ আঃ আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী, কাস্তাল্লানী, যুরকানী, ইসমাঈল হাক্কী, ইবনে হাজার হাইতামী, ইবনে কাসীর, বুরহানউদ্দীন হালাবী, এমনকি দেওবন্দের অন্যতম আলেম আশরাফ আলী থানভী তার নশরুত্তীবে উক্ত হাদিসটির ব্যাপারে হাকেমের সহীহ হওয়ার মতকে গ্রহণ করে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলবানী এটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। (আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ যঈফাহ, ১/৮৮ পৃ., হা/২৫)

তার আপত্তি হল এই সনদের অন্যতম রাবী 'আব্দুর রাহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম' কে নিয়ে, সে তাকে জাল হাদিস বানানোর অভিযোগ চাপিয়ে হাদিসটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করে। ইমাম বায়হাকীর বরাত উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমাম বায়হাকী (রহঃ) শুধু লিখেছেন-

تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ

-"এটি একক হযরত যায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেছেন; আর সে যঈফ। আর আল্লাহই ভাল জানেন।" (ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুল নবুয়ত, ৫/৪৮৮পৃ.)

---

৯২৩. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল মুস্তাদরাক, ২/৪৮৬ পৃ. হাদিস/৪২২৮ ইমাম হাকেম বলেন, হাদিসের সনদ সহীহ, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত : ৬/৩১৩ হাদিস/৬৫০২, ইমাম তাবরানী/মু'জামুস সগীর ২/১৮২ হাদিস : ৯৯২, ইমাম ইবনে হাজার নুরুদ্দীন হায়সামী, মাযমাউস যাওয়াইদ : ৮/২৫৩ পৃ, ইমাম ইবনে আসাকির, তারিখে দামেস্ক : ৭/৪৩৭, ইমাম ইবনে কাসীর, বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১/১৮ পৃ, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা, ১/১২ হাদিস : ১২, ইমাম বুরহান উদ্দিন হালবী : সিরাতুল হালবিয়াহ ১/৩৫৫পৃ., ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহিবুল্লাদুনীয়া, ১/৮২ পৃ., ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, দুররে মানসুর, ১/১৪২ পৃ., ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ৫/৪৮৯ পৃ., ইমাম হাকেম নিশাপুরী, মাদখাল : ১/১৫৪ পৃ., ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী : হিলয়াতুল আউলিয়া, আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : শাওয়াহিদুল হক্ব : পৃ নং ১৩৭, আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : আনোয়ার-ই-মুহাম্মদিয়া : পৃ নং, আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী : তাফসীর-ই-আযীযী : প্রথম খণ্ড, পৃ-১৮৩, আল্লামা ইউসুফ নাবহানী : আফযালুস সালাত : পৃ-১১৭, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, সূরা মায়েদাঃ আয়াত নং-১৫, আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : শরহে শামায়েল : ১/১১৫ পৃ, আল্লামা ইউসুফ নাবহানী : জাওয়াহিরুল বিহার : ২/১১৪ পৃ., ইমাম যুরকানী, শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, পৃ., শায়খ ইউসুফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন : ৭৯৫ পৃ. এবং ৩১ পৃ., মাকতাবাতুত তাওফিকিয়াহ্, কায়রো,মিশর, আল্লামা শফী উকাড়বী : জিকরে হাসীন, ৩৭ পৃষ্ঠা, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী : নশরুত্তীব : পৃষ্ঠা নং- ২৮

৯২৪. ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল মুস্তাদরাক, ২/৪৮৬ পৃ. হাদিস/৪২২৮

মুহাদ্দিসগণ তাকে সামান্য দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। যেমন ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার গ্রন্থে লিখেন- وَفِيهِم لِينٌ -"তিনি হাদিসে নরম প্রকৃতির।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৩৪৯পৃ. ক্রমিক. ৯৪) তাই এটি বর্ণনা 'হাসান' পর্যায়ের নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা আরশে কালিমা লিখা ছিল এ বিষয়ে সামনে আরও অনেক হাদিসে আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আলবানীর জাল বলা হল সীমালঙ্ঘন।

ইমাম ছালাভী (৪২৭হি.) এই ঘটনাটি ইঙ্গিত করে লিখেন-

وقال بعضهم: نظر آدم عليه السّلام الى العرش فرأى على ساقه مكتوبا لا اله الّا الله محمد رسول الله

-"অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) আরশের পায়ায় দৃষ্টি দিয়ে লিখা দেখতে পেয়েছিলেন যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৯২৫] ইমাম হাকেমের সনদের ন্যায় আবার তাবরানীর সমস্যা নয়।

তাবরানীর সনদ প্রসঙ্গে ইমাম হাইছামী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

-"ইমাম তাবরানী (রহঃ) এটি মু'জামুল আওসাত ও মু'জামুস সগীরে উল্লেখ করেছেন; তবে সনদে এমন কেহ আছেন যাদের আমি চিনি না।"[৯২৬] বুঝা গেল তাবরানীর সমস্যা হল আরেকটা। দুটি যঈফ সূত্র দ্বারা এটি শক্তিশালী করে। আরশে আযীমে কালেমা লেখার বিষয়টি আরও অনেক হাদিসে পাকে এসেছে; যেমন মি'রাজে রাসূল (ﷺ) দেখেছিলেন। এ বিষয়ক হাদিস সামনে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হাদিস নং ৯

ইমাম মহিব উদ্দিন তাবারী (রহঃ) সংকলন করেন-

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم ما على العرش مكتوب قلنا: بلى يا رسول الله قال: على العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله, أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان الشهيد علي الرضا" أخرجه أبو سعد في شرف النبوة

-"ইমাম জাফর সাদেক তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ বাকের থেকে তিনি তার দাদা জয়নাল আবেদীন থেকে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) একদা সাহাবীদেরকে বললেন আমি কী তোমাদেরকে সংবাদ দিব না যে আরশের পায়ায় কী লিখা? তারা বললেন, অবশ্যই। অতঃপর তিনি বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, উসমান শহীদ, আলী রেযা।"[৯২৭]

হাদিস নং ১০

عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم- عن لواء الحمد فقال: له ثلاث شقاق، كل شقة منها ما بين السماء والأرض ،على الشقة الأولى مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ...

---

৯২৫. ইমাম ছালাভী, তাফসিরে ছালাভী, ১/১৮৪পৃ.

৯২৬. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৮/২৫৩পৃ. হা/১৩৯১৭

৯২৭. ইমাম ইবনে আসাকির, তারিখে দামেস্ক, ৩৯/৫১৭পৃ. ক্রমিক. ৭৭৮৮, তাবারী, রিয়াদুন নাদরাত ফি মানাকিবিল আশারাহ, ৫৪পৃ.

Scanned by C

...وعلى الثانية لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وعلى الثالثة أبو بكر الصديق ،عمر الفاروق ،عثمان ذو النورين ،علي المرتضى أخرجه الملاء.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) কে (لواء الحمد) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, এর তিনটি অংশ রয়েছে। প্রত্যেক অংশ যেন আসমান ও যমিনের মাঝামাঝি স্থানের সমতুল্য। এটির প্রথম অংশে রয়েছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং সূরা ফাতেহা। দ্বিতীয় অংশে লিখা রয়েছে (কালিমা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তৃতীয় অংশে লিখা রয়েছে খলিফার নাম।" (তাবারী, রিয়াদুল নাদরাত ফি মানাকিবে আশারাহ, ৫৪পৃ.)

হাদিস নং ১১

...عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة شجرة إلا وعلى كل ورقة مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله ،أبو بكر الصديق ،عمر الفاروق ،عثمان ذو النورين.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, জান্নাতের এমন কোন পাতা নেই যাতে লিখা নেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আবু বকর, উমর, উসমান জিন্নুরাইন।" (তাবারী, রিয়াদুল নাদরাত ফি মানাকিবে আশারাহ, ৬৭পৃ.)

হাদিস নং ১২

খতিবে বাগদাদী (রহঃ) সংকলন করেন-

...أبو نُعَيم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ابْنُ الصَّوَّافِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الإِمَامُ وَالْحَسَنُ بْنُ ...بْنِ الْخَطَّابِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّونَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ...زلي ... قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ابْنُ ...حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَكَانَ يُفَضَّلُ عَلَى الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ جَابِرٍ، ...قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"আতিয়্যা (রহঃ) তিনি হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতের দরজায় লিখা আছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১২৮] সনদ সহীহ। কেননা খতিবে বাগদাদী সিকাহ রাবীর আলোচনায় এটিকে উল্লেখ করেছেন। তবে রাবী আতিয়্যা আওফীও সিকাহ তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমি এ গ্রন্থের আমার বাহ বায়াত নূহ (আঃ)-এর নৌকার ন্যায় দ্বিতীয় হাদিসের তাহকীকে উল্লেখ করেছি। পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

হাদিস নং ১৩

খতিবে বাগদাদী (রহঃ) ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) সংকলন করেন-

১২৮. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৮/৩৮৭পৃ. ক্রমিক. ৩৮৭২, ইমাম আদি, আল-কামিল, ৭/২২৮পৃ. ক্রমিক. ১৬১৬, ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস ...

وَأَخرج ابْن عدي وَابْن عَسَاكِر عَن أنس رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله: لما عرج بِي رَأَيْت على سَاق الْعَرْش مَكْتُوبًا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

-"ইমাম ইবনে আদি (রহঃ) ইমাম ইবনে আসাকির (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন আমি মি'রাজে গেলাম তখন আরশে লিখা দেখতে পেয়েছিলাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১২৯]

হাদিস নং ১৪

ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) আরও সংকলন করেন-

وَأَخرج ابْن عَسَاكِر عَن عَليّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَيْلَة أسري بِي رَأَيْت على الْعَرْش مَكْتُوبًا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

-"ইমাম ইবনে আসাকীর (রহঃ) সংকলন করেন, হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি মি'রাজের রাতে আরশে লিখা দেখেছি, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১৩০]

হাদিস নং ১৫

ইমাম জুরজানী (রহঃ) সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو طَلْحَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ السِّيرَافِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ الأَحْمَرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُقْبَةَ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"আমর ইবনে মালেক (রহঃ) তিনি সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর আংটিতে লিখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১৩১]

সনদ পর্যালোচনাঃ ইমাম জুরজানী (রহঃ) এই হাদিসটি রাবী 'দাউদ ইবনু সুলাইমান' এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি সিকাহ তাও আলোচনা করেছেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার জীবনীতে লিখেন-

الإِمَامُ، الْعَالِمُ الصَّالِحُ، الْمُحَدِّثُ، الْحَافِظُ، الْقَاضِي

-"তিনি ইমাম, সৎ আলিম, মুহাদ্দিস, হাফেজুল হাদিস, কাযি ছিলেন।"[১৩২]

১২৯. ইমাম সুয়ূতি, আদদুররুল মানসুর, ৫/২১৯পৃ. তারিখে বাগদাদ, ১২/৫০৩পৃ. ক্রমিক. ৫৮২৯, ইমাম আদি, আল-কামিল, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৪৭/৩৪৪পৃ. ক্রমিক. ৫৫১৫, সনদ সহীহ।

১৩০. ইমাম সুয়ূতি, আদদুররুল মানসুর, ৫/২১৯পৃ., ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৩৯/৫১পৃ.

১৩১. ইমাম জুরজানী, তারিখে জুরজানী, ১/২১০পৃ. ক্রমিক. ৩২৩

১৩২. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু ...

Scanned by C

তবে সুলায়মান (আ.) এর আংটির বিষয়ে এটিই মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সনদ হাদিস। তবে এই বিষয়ে আরও সনদ রয়েছে।

হাদিস নং. ১৬:

তবে ইমাম ইবনে আদি (রহ.) সংকলন করেন এভাবে-

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَزِّيُّ بِغَزَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ أَبِي السري، حَدَّثَنَا شيخ بن أبي خالد الصوفي البصري، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ কর হযরত সুলাইমান (আ.) এর আংটিতে লিখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্ রাসূলুল্লাহ'।"[১৫৩]

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) আপত্তি করেছেন রাবী শায়খ ইব আবি খালেদ সূফীকে নিয়ে এবং তিনি দলিল দিয়েছেন-

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِحَال.

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন, তার এমন অবস্থা এই যে তাকে দিয়ে দ দেয়া যাবে না।"[১৫৪] আমি বলবো তার হাদিস দ্বারা যদিও শরিয়তের কোন বিষ ক্ষেত্রে দলিল দেয়া যাবে না ; তবে উপরের সনদ মিলে সুলায়মান (আ.) এর আং বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তার হাদিস হুজ্জাত নয় বলে সে হাদিসকে জাল বলা হল ইম ইবনুল জাওযীর কঠোরতার বহিঃপ্রকাশ।

হাদিস নং. ১৭-১৯

এবার আমরা রাসূল (ﷺ)-এর ঝান্ডায় কি লিখা ছিল তা নিয়ে আলোকপাত করবো। হাদিসটির অনেকগুলো সূত্র রয়েছে।

প্রথম সূত্র. ইমাম ইবনে আদি (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عَبد اللَّهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ مَكْتُوبٌ فِيهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৫৩. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/৭৩পৃ. ক্রমিক. ৯০৭, ইমাম খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, ১/৬৮/ হা/২০১, জুনাইদ বাজলী রাজী, কাওয়াইদ, ১/২৭১পৃ. হা/৬৬৭, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৫০/ হা/৩২৩৩৭, ইমাম ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযুআত, ১/২০১পৃ.

১৫৪ .ইমাম ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযুআত, ১/২০১পৃ., ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ১/৩৬৪পৃ. ক্রমিক. ৪৮৩

-"আবু মিজলায (রহ.) তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ঝান্ডা ছিল কালো এবং পতাকা ছিল সাদা রঙের। এই পতাকায় লেখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১৫৫] এই সনদে হাইয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ যঈফ রাবী।[১৫৬] তবে ইমাম ইবনে আদি (রহ.) এই সনদটি সংকলন করেই আরও উল্লেখ করেন-

حَدَّثَنَا أحمد بن موسى، حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ مُحَمد بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله.

-"...মুহাম্মদ ইবনু আবি হুমাইদ তিনি ইমাম জুহরী (রহ.) থেকে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) থেকে তিনি সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) হতে তিনি রাসূল (ﷺ) হতে উপরের হাদিসের ন্যায় শব্দে আরেকটি সূত্র সংকলন করেন।"[১৫৭] এই সনদে মুহাম্মদ ইবনু আবি হুমাইদ কিছুটা দুর্বল রাবী।[১৫৮] এই দুটি সূত্র ও নিম্নের আরেকটি সূত্র হাদিসটিকে শক্তিশালী করেছে।

তৃতীয় সূত্র: ইমাম ইবনে আদি (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبد الْكَرِيمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيَّانَ الْمُرَادِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ المستنع، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْوَقَّارُ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بن طالب الأزيد عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُبَيد اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ عُمَر قَالَ كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ مَكْتُوبًا فِيهَا لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"হযরত তাবেয়ী আবু মুযাল্লাদ (রহ.) তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ঝান্ডা ছিল কালো এবং পতাকা ছিল সাদা রঙের। এই পতাকায় লেখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১৫৯] এই সনদে 'আবু ইয়াহইয়া ওক্কার' কিছুটা দুর্বল কেহ কেহ বললেও ইমাম ইবনে আদি (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন- صدوق بصري سكن مصر لا بأس به -"তিনি সত্যবাদী, মিসরে অবস্থান করতেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১৬০] তবে

১৫৫. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৩/১৩পৃ. ক্রমিক. ৪১৭

১৫৬. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৮৪১ পৃ. ক্রমিক. ৮৯, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৬২২ পৃ.

১৫৭. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৩/১৩পৃ. ক্রমিক. ৪১৭

১৫৮. ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযিব, ১/৪৭৫ পৃ. ক্রমিক.৫৮৩৬, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৫৮৯ পৃ. ক্রমিক. ২২৪৪ এবং তারিখুল ইসলাম, ৪/২০০ পৃ., দিওয়ানুল দুয়াফা, ১/৩৪৮ পৃ. ক্রমিক. ৩৬৮১

১৫৯. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৪/১৭৫পৃ. ক্রমিক. ৭১৩, ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৩/৫১৭পৃ. ক্রমিক. ৩২৩

১৬০. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৪/১৭৪পৃ. ক্রমিক. ৭১৩, ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৫/৫১৭পৃ. ক্রমিক. ৩২৩

Scanned by C

ইমাম ইবনে হাজার উল্লেখ করেন- قال ابن يونس: كان فقيها صاحب حلقة عاش ثمانين سنة

-"ইবনে ইউনুস বলেন, তিনি একজন ফকিহ ছিলেন, তার দরসের মজলিস, তিনি ৮০ বছর জীবিত ছিল।"[১৪১]

হাদিস নং ২০

ইমাম আবু শায়খ ইসবাহানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ: ثنا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ أَوْ مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ, إِلا مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, জান্নাতের পাতায় পাতায় লিখা আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১৪২]

এই সনদে লাইস এর গ্রহণযোগ্যতা ইতোপূর্বে আমি ড. মানজুরুর রহমানের 'নফসের বিরোদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে বড় জিহাদ' হাদিসকে জাল বলার জবাবের আলোচনায় উল্লেখ করেছি, পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

হাদিস নং ২১

ইমাম ইবনে কানাঈ (৩৫১হি.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الدَّلَّالُ, نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ, نا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا عَلَى الْعَرْشِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ

-"হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) তিনি সাহাবী আবু হামরা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি যখন মি'রাজে আসমানে গেলাম আর দেখি আরশে লিখা দেখতে পেলাম যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' আলী (রা.) দ্বারা তাকে সাহায্য করা হবে।"[১৪৩]

হাদিস নং ২২

ইমাম দায়লামী (রহ.) হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

১৪১. ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৩/৫১৭পৃ. ক্রমিক. ৩২৩

১৪২. ইমাম আবু শাইখ ইসবাহানী, তবকাতুল মুহাদ্দিসীন, ৪/৬৪পৃ., ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/২৫৬পৃ.

১৪৩. ইমাম ইবনে কানাঈ, মু'জামুস সাহাবা, ৩/২০২পৃ., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৩/২৬৮, ক্রমিক. ৭৩২৭, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, তাফসিরে আদদুররুল মানসূর, ৫/২১৯পৃ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৬২৪পৃ. হা/৩৩০৪১

لما خلق الله عز وَجل الْعَرْش كتب بقلم من نور طول الْقَلَم مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب مداد الْقَلَم نور لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

"যখন মহান রব আরশকে সৃষ্টি করলেন, নূরের কলম দ্বারা লিখলেন, ঐ কলমের দীর্ঘতা ছিল মাশরিক থেকে মাগরীব। ঐ কলমের কালি হচ্ছে (কালিমা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"[১৪৪]

হাদিস নং ২৩

ইমাম দায়লামী (রহ.) হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

مَكْتُوب على الْعَرْش لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله أَبُو بكر الصّديق عمر الْفَارُوق عُثْمَان الشَّهِيد عَليّ الرِّضَا

-"আরশের পায়ায় লিখা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ', আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, উসমান শাহীদ, আলী রেযা।"[১৪৫]

হাদিস নং ২৪

ইমাম হুলাভী (রহ.) সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন-

ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: عرّج بي الى السماء رأيت على ساق العرش مكتوبا لا إله إلّا الله محمد رسول الله

-"ইমাম ইবনে জুরাইজ (রহ.) তিনি তাবেয়ী আতা (রহ.) থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, রাসূল (ﷺ) যখন মি'রাজে আসমানে ঊর্ধ্বে গেলেন তখন আরশে লিখা দেখতে পেলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১৪৬]

হাদিস নং ২৫

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن سهل بن سعد رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لما أسرى بِي جِبْرِيل سَمِعت تسبيحاً فِي السَّمَاوَات العلى فَرَجَفَ فُؤَادِي فَقَالَ لِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام: تقدم يَا مُحَمَّد وَلَا تخف فَإِن اسْمك مَكْتُوب على الْعَرْش لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

-"ইমাম ইবনে আসাকীর (রহ.) সাহাবী হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যখন আসমানে উঠতে লাগলেন আসমানে আমি একটি তাসবীহ এর আওয়াজ শুনলাম, অতঃপর আমার অন্তর

১৪৪. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৩/৪২৩পৃ. হা/৫২৯৫

১৪৫. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/১২৩পৃ. হা/৬৩৮২

১৪৬. ইমাম হুলাভী, আল...

Scanned by C

কেপে উঠল। অতঃপর জিবরাঈল (ﷺ) বললেন, আপনি সামনে অগ্রসর হউন কেননা পানে নাঃ কেননা আপনার নাম আরশের পায়ায় লিখা রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১৪৭]

হাদিস নং ২৬

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (رحمه الله) সংকলন করেন-

أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد والخطيب وَابْن عَسَاكِر عَن أَبِي الدَّرْدَاء عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: رَأَيْت لَيْلَة أُسرِي بِي فِي الْعَرْش فريدة خضراء فِيهَا مَكْتُوب بِنور أَبيض لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

-"ইমাম দারাকুতনী তার ইফরাদে, ইমাম খতিবে বাগদাদী, ইমাম ইবনে আসাকির (رحمه الله) হযরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি মি'রাজের রাতে আরশের পায়ায় একটি স্বতন্ত্র মূল্যবান রত্ন দেখলাম। আর সেখানে সাদা নূর দ্বারা লিখা রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১৪৮]

হাদিস নং ২৭

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بْنُ دَاوُدَ الْأُبُلِّيُّ بِالْأُبُلَّةِ قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الرَّبِيعِ النَّهْدِيُّ الْكُوفِيُّ قثنا كَادِحُ بْنُ رَحْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ

-"হযরত আতিয়্যাহ আওফী (رحمه الله) তিনি হযরত জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি জান্নাতের দরজায় লিখা দেখতে পেয়েছি, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' আলী (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) এর ভাই।"[১৪৯]

সনদ পর্যালোচনাঃ এই সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের। রাবী সুলায়মান কে শুধু একজন যঈফ বলেছেন। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন- قال البرقاني عن الدارقطني ضعيف

-"বিরকনী ইমাম দারাকুতনী (رحمه الله) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাকে যঈফ বলেছেন।"[১৫০] তবে ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمه الله) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১৫১] এই সনদের হযরত জাবের (رضي الله عنه) এর ছাত্র আতিয়্যাহ আওফী গ্রহণযোগ্য সম্পর্কে ইতোপূর্বে ড. মানজুরুর রহমানের 'নফসের বিরোদ্ধে জিহাদই

১৪৭. ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে আদদুররুল মানসুর, ৫/২১৭পৃ.
১৪৮. ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে আদদুররুল মানসুর, ৫/২১৯পৃ.
১৪৯. ইমাম আহমদ, ফাযায়েলুস সাহাবা, ২/৬৬৫পৃ. হা/১১৩৪
১৫০. ইমাম ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৪/১৫২ পৃ. ক্রমিক. ৩৬১২
১৫১. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৪/...

সবচেয়ে বড় জিহাদ' হাদিসকে জাল বলার খণ্ডনে আলোকপাত করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

হাদিস নং ৩১

আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله لا أعذب من قالها (اسمعيل بن عبد الغافر الفارسي في الأربعين عن ابن عباس)

আরশের পায়ায় লিখা আছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' আর যে ব্যক্তি এটি ঈমানের জন্য বলবে তাকে আযাব দেওয়া হবে না। এই হাদিসটি ইসমাঈল ইবনে আব্দুল গাফ্ফার ফাসী (رحمه الله) তিনি তার 'আরবাঈন' নামক কিতাবে সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।"[১৫২]

হাদিস নং ৩২

কাযী সানাউল্লাহ পানীপথি ও ইমাম খাযেন (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

قال البغوي عن عطاء عن ابن عباس انه تقول الملئكة حراما محرما ان يدخل الجنة الا من قال لا اله الا الله محمد رسول الله

ইমাম বাগভী (رحمه الله) তিনি তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে রাবাহ (رحمه الله) থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন, ...কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।[১৫৩]

ইমাম মণীষীদের দৃষ্টিতে কালিমায়ে তায়্যিবাহঃ

ইমাম মুসলিম (رحمه الله) সহীহ মুসলিম শরীফে একটি শিরোনাম কায়েম করেন-

بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

"ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হত্যা করবে না যতক্ষণ না সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলবে।" (ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ১/৫১পৃ.) তাহলে কি ইমাম মুসলিম এই কালিমা সহীহ মুসলিমে লিখে শিরকী কাজ করলেন?

ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (رحمه الله) যিনি আসমাউর রিজালের জনক নামে পরিচিত তিনি তার বিখ্যাত এক গ্রন্থে লিখেন-

وَكَذَلِكَ كَلِمَةُ الْإِيمَانِ، وَهِيَ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

-"এটাই ঈমানের কালিমা যে বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[১৫৪]

১৫২. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১/৫৭পৃ. হা/১৮৬
১৫৩. পানীপথি, তাফসিরে মাযহারী, ৭/২০পৃ., ইমাম খাযেন, তাফসিরে খাযেন, ৩/৩১১পৃ.
১৫৪. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন...

Scanned by C

ইমাম কুরতুবী আল-মালেকী (রহঃ) মুযাফফর বিন মুহসিন যার দলিল তার হাদীছের কবলে.... ' গ্রন্থের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় গর্ব করে আমাদের বিরোদ্ধে উল্লেখ করতে চেয়েছেন তিনি তার বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

بِحُرْمَةِ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

-"একনিষ্ঠতার কালিমা তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।" (তাফসিরে কুরতুবী, ১৪/৩৫০পৃ.) তিনি আরও উল্লেখ করেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

-"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, হযরত সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) এর আংটিতে লিখা ছিল।"[৯৫৫] তিনি সূরা কাউসারের ব্যাখ্যায় সিহাহ সিত্তার হাদিসের একজন অন্যতম মুহাদ্দিসের অভিমত উল্লেখ করেন-

قَالَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ: هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

-"তাবেয়ী ও সিহাহ সিত্তার রাবী হযরত হেলাল ইবনু ইয়াসাফ (রহঃ) বলেন, ইহা কালিমা হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৫৬] হযরত হিলাল বিন ইয়াসাফ (রহঃ) হলেন সিহাহ সিত্তার অন্যতম জ্ঞানগর্ভ রাবী; তিনি হাদিস, শিরক, কুফর বুঝেন না আমাদের আহলে হাদিস পণ্ডিতগণ তাদের থেকে বেশী বুঝেন। হাফেযুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) লিখেন-

كلمة التَّوْحِيد وَهِي لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله

-"কালিমায়ে তাওহীদ হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৫৭] উম্মতের লক্ষ হাদিসের হাফেয হয়েও তিনি এটাকে কালেমায়ে তাওহীদ স্বীকার করলেন, কিন্তু আমাদের আহলে হাদিস শায়খরা কী তার চেয়ে বড় হাফেযুল হাদিস?

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

-"কালিমাতুত তায়্যিবাহ হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৫৮] মোল্লা আলী ক্বারীর দলিল স্বয়ং আলবানী থেকে শুরু করে অনেক আহলে হাদিস পণ্ডিত দিয়ে থাকেন তাদেরকে তার এই বক্তব্য থেকে শিক্ষা নেয়ার অনুরোধ রইল।

ইমাম কাযি আয়্যাজ (ওফাত. ৫৪৪ হি.) সূরা বাক্বারা ২২৯ এর ব্যাখ্যায় লিখেন-

القاضي: وقيل: المراد بكلمة الله: التوحيد وقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله

---

৯৫৫. ইমাম কুরতুবী, তাফসিরে কুরতুবী, ১৫/২০০পৃ.
৯৫৬. ইমাম কুরতুবী, তাফসিরে কুরতুবী, ২০/২১৮পৃ.
৯৫৭. ইমাম সুয়ূতি, শরহে সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/২২২পৃ.
৯৫৮. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৪/১৬৭৫পৃ. হা/২৪১৫

ইমাম কাযি আয়্যায (রহঃ) বলেন, কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর কালিমা বা কালিমায়ে তাওহীদ হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৫৯] ইমাম তার পৃথিবী বিখ্যাত এক গ্রন্থে লিখেন-

«إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي» فِي قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে, হে হাবীব! যেখানে আমার যিকির হবে আমার সাথে আপনারও যিকির হবে; আর এই কথার মর্মার্থ হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।" (ইমাম কাযি আয়্যায মালেকী, আশ-শিফা, ১/৬২পৃ.)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (ওফাত. ৬০৬ হি.) সংকলন করেন-

لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِسْلَامُ وَهُوَ الْإِيمَانُ، وَلَوْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

-"আমাদের (ইসলাম ধর্মের নীতি) মাযহাব হল সে ইসলামের উপরে, ঈমানের উপরে থাকবে যে বলবে (মুখে ও অন্তরে স্বীকার করবে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৬০] তিনি আর উল্লেখ করেন-

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ حم عسق قَالَ: الْحَاءُ حُكْمُهُ وَالْمِيمُ مُلْكُهُ وَالْعَيْنُ عَظَمَتُهُ وَالسِّينُ سَنَاؤُهُ وَالْقَافُ قُدْرَتُهُ، يَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: بِحُكْمِي وَمُلْكِي وَعَظَمَتِي وَسَنَائِي وَقُدْرَتِي لَا أُعَذِّبُ بِالنَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

-ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম জাফর সাদেক (আলাইহিস সালাম) কে (حم عسق) প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি এক পর্যায়ে বলেন, ...তাকে আযাব দেওয়া হবে না যে ব্যক্তি এই কালিমা পড়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।" (ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, তাফসিরে কাবীর, ২২/১২পৃ.)

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: مَكْتُوبٌ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ. أَوْ فِي سَاقِ الْعَرْشِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

-হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আরশের পায়ায় লিখা রয়েছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৬১]

আল্লামা আযিমাবাদী উল্লেখ করেন-

كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"কালেমায়ে তাওহীদ হল এটাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৬২] পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিস, হাফেযুল হাদিস, ইমাম নববী (রহঃ) তার এক বিখ্যাত কিতাবে উল্লেখ করেন-

---

৯৫৯. ইমাম কাযি আয়্যায, শরহে মুসলিম, ৪/২৭৭পৃ.
৯৬০. ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, তাফসিরে কাবীর, ১১/১৯০পৃ.)
৯৬১. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৯/১৩৯পৃ. হা/৬০৬০-এর আলোচনা
৯৬২. আযিমাবাদী, আওনুল ...

كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَهِيَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"কালামায়ে তাওহীদ হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৬৩]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম শিহাবুদ্দীন কাস্তাল্লানী (ওফাত. ৯২৩ হি.) লিখেন-

لابن عدي عن أبي هريرة مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"ইমাম ইবনে আদি (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করে যে, আরশে আজিমের পায়ায় লিখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৬৪]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তার বিখ্যাত একটি গ্রন্থে লিখেন-

لأبي الشَّيْخ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى رَايَتِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"ইমাম আবি শায়খ (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে, রাসূল (ﷺ)-এর পতাকায় লিখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৬৫]

তিনি আরও উল্লেখ করেন-

ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فَصُّ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَشِيًّا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"তাবেয়ী ছুমামা (রহঃ) তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ)-এর আঙটির পাথরটা হাবশীয় ছিল, যেটার উপরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' লিখা ছিল।"[৯৬৬]

ইমাম ইবনুল বার্ আল-মালেকী (রহঃ) লিখেন-

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় তিনি বলেন, তার উপর জানাযার নামায পড়বে যে পড়েছে (কালিমা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"[৯৬৭]

আহলে হাদিসদের ইমামদের আলোকে কালেমার প্রমাণঃ

১.আহলে হাদিসদের শায়খুল ইসলাম, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (ওফাত. ৭২৮ হি.) তার এক গ্রন্থের শুরুই করেছেন এই কালেমা দিয়ে।[৯৬৮]

---

৯৬৩. ইমাম নববী, শরহে মুসলিম, ৮/১৮৩পৃ.
৯৬৪. ইমাম কাস্তাল্লানী, ইরশাদুস সারী, ৬/৩৬৬ পৃ.
৯৬৫. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ৬/১২৭ পৃ.
৯৬৬. ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ১০/৩২৯ পৃ.
৯৬৭. ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তেযকার, ৩/২৯ পৃ.
৯৬৮. ইবনে তাইমিয়া, আল-জাওয়াবুস সহীহ, ১/৫৯ পৃ.

২. তথাকথিত আহলে হাদিসদের ইমাম, ইবনে তাইমিয়ার সুযোগ্য ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম জাওযিয়্যাহ (ওফাত.৭৫১ হি.) তার তাফসিরে লিখেন-

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فقد دخل في الإسلام

-"মুসলিমগণ একমত যে কোন কাফির যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' বলবে সে ইসলামের উপর দাখিল হল।"[৯৬৯] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তারা যদি তাদের ইমামের কথা না মানেন আমরা কি করে তাদের কথা মানতে পারি?

৩. আহলে হাদিসদের খুব পছন্দের ইমাম শাওকানী উল্লেখ করেন-

كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى رَايَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

-"রাসূল (ﷺ) এর ঝাণ্ডায় লিখা ছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।"[৯৭০]

৪. আহলে হাদিসদের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রাহমান মোবারকপুরী লিখেন-

كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَهِيَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لِلْإِجْمَاعِ

-"কালেমায়ে তাওহীদ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে।"[৯৭১]

৫. আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (ওফাত. ১৪২০ হি.) তার এক বিখ্যাত কিতাবে লিখেন-

إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله

-"তার ঈমান আছে প্রমাণিত হবে যে সাক্ষ্য দিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে।"[৯৭২] তিনি তার এ গ্রন্থের ৪/৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখেন-

هذا المشرك لا يشهد بـ لا إله إلا الله محمد رسول الله

-"সেই লোক মুশরিক যে সাক্ষ্য দিবে না 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে।"

৬. আহলে হাদিসদের শ্রদ্ধাভাজন মুহাদ্দিস হেসামুদ্দীন মোবারকপুরী তার বিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেন-

يعني كلمة الإيمان وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله للإجماع

-"কালেমাতুল ঈমান হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে।"[৯৭৩] তিনি এ গ্রন্থের আরেক স্থানে রিখেন-

المراد كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله

---

৯৬৯. ইবনুল কাইয়্যুম, তাফসিরে কাইয়্যুম, ১/১৭৯পৃ.
৯৭০. শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৭/২৭৯পৃ.
৯৭১. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ৭/২৮৩পৃ.
৯৭২. আলবানী, মওসূআতুল আলবানী, ৪/৩৯৯ পৃ.
৯৭৩. মোবারকপুরী, মের'আত, ৬/৫৮ পৃ.

Scanned by C

-"এর দ্বারা উদ্দেশ্য কালেমায়ে তাওহীদ তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।" (মোবারকপুরী, মের'আত, ৯/২৪ পৃ.)

বিষয় নং. ৫ : বিভিন্ন ইমাম মনিষীদের ইবাদত নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তি :

১. ইমাম আযমের ইবাদত নিয়ে বিভ্রান্তি :

আহলে হাদিসগণ মাযহাব নিয়ে টানা হেচড়া করতে করতে মাযহাবের ইমামদের ইবাদত নিয়েও সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। যেমন আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর ছালাত' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানিফা ( ) ৪০ বছর ইশারের নামাযের ওজু দ্বারা ফজর পড়া তিনি ইনকার বা হেয় করেছেন। তিনি এটিকে আশ্চর্যের ঘটনা বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। তিনি এই ঘটনা মিথ্যা তার পক্ষে কোন একটিও প্রমাণ দিতে পারেন নি। তিনি এই ঘটনাটি বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জামাতের পাঠ্য কিতাব ফাযায়েলে আমল নামক গ্রন্থ হতে সংকলন করেছেন। আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. মু. আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন এটি তাঁর নামে বানানো ঘটনার অর্ন্তভুক্ত।

বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ও মুহাদ্দিস ইমাম খতিবে বাগদাদী ( ) সনদ উল্লেখ করেন-

حدثنا حماد بن قريش، قال: سمعت أسد بن عمرو، يقول: صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة، فكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة

-"যথাক্রমে....হাম্মাদ বিন কুরাইশ থেকে তিনি বলেন, আমি আসাদ ইবনু আমর ( ) কে বলতে শুনেছি, ইমাম আবু হানিফা ( ) ইশার নামাযের ওজু দ্বারা ৪০ বছর ফজরের নামায আদায় করেছেন। অধিকাংশ রাতে তিনি এক রাক'আত নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন।"[৯৭৪] আহলে হাদিসদের ইমাম এবং ইবনে তাইমিয়ার প্রিয় ছাত্র ইমাম ইবনে কাসির দামেস্কী ( ) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বেদায়া ওয়ান নিহায়া'তে উল্লেখ করেন-

وروى الخطيب بِسَنَدِهِ عَنْ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا حنيفة كان يصلي بالليل وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَيَبْكِي حَتَّى يَرْحَمَهُ جِيرَانُهُ. وَمَكَثَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يُصَلِّي الصُّبْحَ بوضوء العشاء

-"খতিবে বাগদাদী ( ) সনদ সহকারে তার তারিখে বাগদাদে বর্ণনা করেন, বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আসাদ ইবনে আমর ( ) বলেন, নিশ্চয় ইমাম আবু হানিফা ( )

---

৯৭৪. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩৫৩পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।
ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/১১৪পৃ.

রাতে সালাত আদায় করতেন ও প্রত্যেক রাতে কুরআন খতম করতেন এবং রহমতের দরুন পর্যন্ত কাঁদতেন। এমনিভাবে তিনি ৪০ বছর ইশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করতেন।"[৯৭৫]

পৃথিবী বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী ( ) ইমাম আযম আবু হানিফা ( ) এর জীবনীতে বর্ণনাটি এভাবে উল্লেখ করেন-

وَعَنْ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِوُضُوءٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

-"মুহাদ্দিস আসাদ ইবনে আমর ( ) বলেন, নিশ্চয় ইমাম আবু হানিফা ( ) ইশার নামাযের ওজু দিয়ে সকলের নামায (ফজরের) ৪০ বছর পড়েছেন।"[৯৭৬]

দৃষ্টি আকর্ষণ :

কেউ বলতে পারেন এই ঘটনার বর্ণনাকারী আসাদ গ্রহণযোগ্য কিনা এবং তিনি ইমাম আযমের সাথে সাক্ষাত পেয়েছেন কিনা। ইমাম ইবনে সা'দ ( ) আসাদের জীবনীতে লিখেছেন-

وهو ثقة إن شاء الله. وكان قد صحب أبا حنيفة وتفقه.

-"আল্লাহ চাহে তো তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত ও তিনি ইমাম আবু হানিফা ( ) এর সাথী ছিলেন এবং তিনি তার থেকে ফিক্হ শিখেছেন।"[৯৭৭] খতিবে বাগদাদী ( ) লিখেন- صاحب أبي حنيفة -"তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা ( ) এর সাথী ছিল।"[৯৭৮]

ইমাম আদি ( ) উল্লেখ করেন-

حَدَّثَنَا عباس سمعت يَحْيى يقول أسد بْن عَمْرو القاضي ثقة

-"মুহাদ্দিস আব্বাস ইবনে মাঈন ( ) থেকে বর্ণনা করেন যে আসাদ কাযি ছিলেন এবং সিকাহ ছিলেন।"[৯৭৯] আহমদ ইবনে মুনঈ ( ) বলেন- وَكَانَ ثقة صدوقا. - "তিনি ছিলেন সিকাহ, সত্যবাদি।"[৯৮০] ইমাম যাহাবী ( ) লিখেন-

وقال أحمد: صالح الحديث

-"তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন।"[৯৮১] তাই প্রমাণিত হল যে ঘটনা বর্ণনাকারীও নির্ভরযোগ্য।

ইমাম সাইমারী (ওফাত. ৪৩৬হি.) ইমাম আযমের জীবনীতে ইমাম আবু ইউসুফ ( )'র কওল নকল করে লিখেন-

---

৯৭৫. ইমাম ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/১১৪পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
৯৭৬. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০পৃ. ক্রমিক. ৪৪৫ এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৩৯৯পৃ. ক্রমিক. ১৬০
৯৭৭. ইমাম আদি, আল-কামিল, ২/৮৩পৃ. ক্রমিক. ২১৪
৯৭৮. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৭/১৮পৃ. ক্রমিক. ৩৪৮৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৯৭৯. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৭/১৮পৃ. ক্রমিক. ৩৪৮৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৯৮০. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৭/১৮পৃ. ক্রমিক. ৩৪৮৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৯৮১. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, [illegible]

Scanned by C

وأخبر بن إبراهيم قَالَ ثَنَا مكرم قَالَ ثَنَا أَحْمد قَالَ ثَنَا ابن سَمَّاعَة قَالَ سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول كَانَ أَبُو حنيفَة يخْتم الْقُرْآن كل يَوْم وَلَيْلَة ختمة ....صلى الْغَدَاة على وضوء أول اللَّيْل أَرْبَعِينَ سنة وَكَانَ دَاوُد الطَّائِي يفعل ذَلِك ويفعله بِالصبرِ على الْفقر

-"আমাকে সংবাদ দিয়েছেন উমর ইবনে ইবরাহিম তিনি বলেন আমি মুকাররম [illegible] তিনি বলেন আমি শুনেছি আহমদ থেকে তিনি ইবনে সাম্মা'আত থেকে তিনি [illegible] আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে শুনেছি তিনি বলতেন, ইমাম আবু হানিফা [illegible] প্রত্যেক দিনে ও রাতে পবিত্র কোরআন খতম দিতেন। ......তিনি প্রথম ভাগের [illegible] ৪০ বছর ফজরের নামায পড়েছেন। দাউদ তাঈ (রহ.) এমনটি করতেন।"[১৮২] ইমাম আযমের এই আমল শুধু তাকে দেখে আশ্চর্যিত হওয়ার কিছু নেই। ইমাম [illegible] (রহ.) এবং ইমাম গায্যালী (রহ.) বিখ্যাত তাবেয়ী সুলাইমান বিন [illegible] (রহ.)(ওফাত. ১৪৩হি.) সম্পর্কে লিখেন-

[illegible] بْنُ سُلَيْمَانَ: مَكَثَ أَبِي أَرْبَعِينَ سَنَةً يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ، وَعَاشَ أَبِي سَبْعًا وَتِسْعِينَ سَنَةً

-"তার ছেলে মু'তামার বিন সুলাইমান (রহ.) বলেন, তিনি এক টানা ৪০ বছর [illegible] সময় ব্যতীত) একদিন পরপর রোযা রাখতেন এবং ইশার নামাযের ওযু [illegible] ফজর নামায আদায় করতেন। আর তিনি ৯৭ বছর জীবিত ছিলেন।"[১৮৩] অথচ [illegible] আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' [illegible] ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে এটি নাকি তার নামে মিথ্যাচার। অথচ উক্ত তাবেয়ীর [illegible] ভুল লিখেছেন যে 'আবুল মোতামের'। ইমাম গায্যালী (রহ.) উল্লেখ করেন-

[illegible] ذلك طريق جماعة من السلف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء حكى أبو طالب [illegible] ذلك حكي على سبيل التواتر والاشتهار عن أربعين من التابعين

-"পূর্বসূরি মাশায়েখদের মধ্যে এমন অনেক মাশায়েখ ছিলেন যারা ইশারের নামাযের [illegible] যারা ফজরের নামায পড়েছেন এমনটি ইমাম আবু তালেব মক্কী (রহ.) উল্লেখ [illegible] এগুলো আমাদের কাছে ধারাবাহিকভাবে এসেছে এ ধরনের ৪০ জন তাবেয়ী [illegible] এমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন।"[১৮৪]

ইমাম আযমের এক রাক'আতে কোরআন খতম ঃ

এ বিষয়ে আমাদের বর্ণনায়ও প্রমাণ পেলাম। এছাড়াও আরও কিছু প্রমাণ [illegible] সামনে তুলে ধরছি। ইমাম যাহাবী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর [illegible] লিখেন-

১৮২. ইমাম সাইমারী, আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহী, ১/৫৫পৃ.
১৮৩. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৮৭৯পৃ. ক্রমিক. ১৯৪, ইমাম গায্যালী, ইহইয়াউল উলূম, ১/৩৫৬ পৃ.
১৮৪. ইমাম গায্যালী, ইহইয়াউল উলূম...

وَكَانَ يَخْتِمُ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ السَّحَرِ.

-"ইমাম আযম (রহ.) প্রত্যেক সাহরীর সময় রাতে কুরআন শরীফ খতম (শেষ) করতেন।"[১৮৫] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেছেন-

وَرَوَى: ابْنُ إِسْحَاقَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، عَنِ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ، قَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَكْعَةٍ.

-"ইমাম ইবনে ইসহাক সমরকান্দী (রহ.) তিনি আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে তিনি বলেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) প্রত্যেক রাতে (নফল নামাযে) প্রত্যেক রাক'আতে এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন।"[১৮৬] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেছেন-

قَالَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ: رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ.

-"ইমাম মিসআর বিন কিদাম (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কে দেখেছি তিনি এক রাক'আতেই সম্পূর্ণ কোরআন খতম করে ফেলতেন।"[১৮৭] ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) সংকলন করেন-

وقال ابن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: سمعت زافر بن سليمان، يقول: كان أَبُو حنيفة يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن.

-"হযরত জুফার ইবনে সুলাইমান (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রাতে জাগরণ করতেন; আর তাতে তিনি এক রাক'আতেই সম্পূর্ণ কোরআন খতম করতেন।"[১৮৮]

২. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর ইবাদত নিয়ে টানা হেচড়া ঃ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তাবলীগী নিসাবের কিতাব ফাযায়েলে আমাল থেকে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর ফরহেজগারীতার একটি ঘটনা তার গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায় ৩নং মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাকে খুব কৌশলে মিথ্যা বলতে চেয়েছেন। অথচ তার জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু তা নিম্নের আলোচনায়ই বুঝতে পারবেন। আরেক জন কথিত আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ২৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেন-"আর সম্ভব হলেও তা রাসূলের সুন্নাতের পরিপন্থী।" তিনি কতবড় পণ্ডিত যে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কে যিনি একজন দ্বীনের মুজতাহিদ তাকে রাসূলের আদর্শ বুঝাতে চাচ্ছেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) তার التبصرة গ্রন্থের

১৮৫. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামীন আন-নুবালা, ৬/৪০০পৃ.
১৮৬. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামীন আন-নুবালা, ৬/৪০০পৃ.
১৮৭. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামীন আন-নুবালা, ৬/৪০১পৃ.
১৮৮. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩৫৩পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/১১৪পৃ.

২য় খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় (যা দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুতের লেবানন হতে প্রকাশিত)
ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) সম্পর্কে উল্লেখ করেন-

الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْتِمُ فِي رَمَضَانَ سِتِّينَ خَتْمَةً.

-"ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) রমযানে ৬০টি খতম দিতেন।"

পৃথিবীর নির্ভরযোগ্য আসমাউর রিজালবিদ ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (رحمه الله) এবং ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী (رحمه الله) ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) এর জীবনীতে লিখেন-

الشافعي، أنه كان يختم في رمضان ستين ختمة. سوى ما يقرأ في الصلاة، فأكثر ما قدرت عليه تسعا وخمسين ختمة وأتيت في غير رمضان بثلاثين ختمة.

-"ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) থেকে বর্ণিত আছে, যে তিনি নামাযের খতম ছাড়া রমযানে ৬০টি খতম দিতেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) নিজের বক্তব্য হল, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও তবে ৫৯ খতম দিতে সক্ষম হয়েছি এবং রমযান ছাড়া অন্য মাসে ৩০ খতম দিয়েছি।"[১৮৯] যাই হোক জাহেলদের প্রলাপ শুনে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই, যারা জীবনে আসমাউর রিজালের কিতাবই পড়েনি তাদের মুখে এমন কথাই শোভা পায়। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) ইমাম শাফেয়ী এর জীবনীতে তার আরেক গ্রন্থে সনদসহ উল্লেখ করেন-

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَصْبَهَانِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ يَخْتِمُ فِي رَمَضَانَ سِتِّينَ خَتْمَةً

-"শায়খ ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইস্পাহানী (رحمه الله) তিনি শায়খ রবি (رحمه الله) থেকে তিনি বলেন, যে ইমাম শাফেয়ী রমযানে ৬০টি খতম দিতেন।"[১৯০]
তারা এমন পণ্ডিতি দেখাচ্ছেন যে ইমাম বুখারী (رحمه الله) থেকেও বেশী হাদিস লিখেছেন।
ইমাম যাহাবী (رحمه الله) ইমাম বুখারী (رحمه الله) এর জীবনীতে উল্লেখ করেন-

مُسَبِّحُ بْنُ سَعِيدٍ: كَانَ الْبُخَارِيُّ يختم في رمضان كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة.

-"ইমাম মাসাব্বাহ ইবনু সাঈদ (رحمه الله) বলেন, ইমাম বুখারী (رحمه الله) রমযানে প্রতি দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। তারপর যখন তারাবীহ নামাযে দাঁড়াতেন তখন পড়তে যেতেন তখন তিন দিনে এক খতম কোরআন পড়তেন।"[১৯১] শুধু তাই নয় বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহি উদ্দিন হানাফী (৭৭৫হি.) উল্লেখ করেন-

يحيى بن معين أنه كَانَ يختم فى رَمَضَان سِتِّينَ ختمة

১৮৯ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৭/৮০৩পৃ. ক্রমিক. ১৩৬, ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী, তবকাতুশ শাফেয়্যাহ, ৩/৮১পৃ.
১৯০ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৯০পৃ. ক্রমিক.
১৯১ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৬/১৪০পৃ. ক্রমিক. ৪০৯ এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/...

-"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (رحمه الله) এর বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, যে তিনি রমযানে ৬০টি খতম দিতেন।"[১৯২] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রাহমান তামীমী (رحمه الله) এর জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وَكَانَ يخْتم فِي رَمَضَان مائَة ختمة

-"তিনি রমযানে ১০০টি খতম দিতেন।"[১৯৩] ইমাম যাহাবী (رحمه الله) ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) এর উস্তাদ জুহাইর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কামীর মারুজী (رحمه الله) এর জীবনীতে উল্লেখ করেন-

كان يختم في رمضان تسعين ختمة

-"তিনি রমযানে ৯০টি খতম দিতেন।"[১৯৪] আমরা কী তাহলে তাদের থেকে কোরআন হাদিস বেশী বুঝি?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ইবাদতের উপর সন্দেহ পোষণ ঃ

৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) দৈনিক ৩০০ ... তিনি তার গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) দৈনিক ৩০০ রাক'আত নফল সালাত আদায় করতেন এবং ৮০ বছর বয়সে তিনি দৈনিক ১৫০ রাক'আত সালাত পড়তেন। এই মহান ইমামের আমলকে সে মিথ্যার ৭ নং তালিকায় রেখেছেন। আমি আশ্চর্যিত যে তিনি কোন আসমাউর রিজালের কিতাব না পড়ে তিনি কিভাবে যঈফ, জাল বলার দুঃসাহস দেখান। পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) এবং ইমাম ইবনে আসাকীর (رحمه الله) সনদসহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের জীবনীতে লিখেন-

وقال عبد الله: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة

-"ইমাম আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমদের ছেলে) বলেন, আমার সম্মানিত পিতা প্রত্যেক দিনে ও রাতে ৩০০ রাক'আত নামায পড়তেন।"[১৯৫] ইমাম যাহাবী (رحمه الله) ও ইমাম মিয্যী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ: كَانَ أَبِي يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ ثَلاَثَ مائَةِ رَكْعَةٍ، فَلَمَّا مَرِضَ مِنْ تِلْكَ الأَسوَاطِ، أَضعفَتْهُ، فَكَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ مائَةً وَخَمْسِيْنَ رَكْعَةً.

-"ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমদ (رحمه الله) বলেন, আমার সম্মানিত পিতা প্রত্যেক দিনে ও রাতে ৩০০ রাক'আত নামায পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি অসুস্থ হয়ে দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তখন তিনি দিনে রাতে ১৫০ রাক'আত নামায পড়তেন।"[১৯৬]

১৯২ .ইমাম মহিউদ্দিন হানাফী, আল-জাওয়াহেরুল মযিয়্যাত, ২/৪৯৩পৃ. মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান।
১৯৩ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, আদদুরারুল কামিনাহ, ৫/৪৪৯পৃ. ক্রমিক. ১৮৪০
১৯৪ .ইমাম যাহাবী, আল-কাশেফ, ১/৪০৭পৃ. ক্রমিক. ১৬৬৫
১৯৫ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/১১৩পৃ. ক্রমিক. ১২৬, দারুল হাদিস, কায়রো, মিশর, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৫/৩০০পৃ.
১৯৬ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৫/১০১৩পৃ. এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/২১২পৃ. ক্রমিক. ৭৮, ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১/৪৫৮পৃ. ক্রমিক. ৯৬

Scanned by C

তিনি এত আমল করার কারণে তিনি আল্লাহ তা'য়ালাকে অসংখ্য বার দেখেছিলেন। ইমাম আহমাদের ছেলে বর্ণনা করেন-

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَأَيْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ مَا أَفْضَلُ مَا تَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْكَ الْمُتَقَرِّبُونَ؟ قَالَ: بِكَلَامِي يَا أَحْمَدُ. قُلْتُ: يَا رَبِّ، بِفَهْمٍ أَوْ بِغَيْرِ فَهْمٍ؟ قَالَ: بِفَهْمٍ، وَبِغَيْرِ فَهْمٍ

-"আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলাকে দেখলাম এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি জবাব দেন হে আহমাদ! আমার কালাম দ্বারা। তখন আমি বললাম, হে আমার রব! বুঝে পড়ি বা না বুঝে? তিনি বললেন, বুঝে পড় এবং না বুঝে পড়; দুটি পদ্ধতিতেই সান্নিধ্য লাভ করতে পার।"[৯৯৭]

৪. তিনি তার বিভ্রান্তিকর গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে জুবাইর এক রাক'আতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়তেন কে ৮নং মিথ্যা ঘটনা বলে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ এটি সহীহ সনদসহ প্রমাণিত। ইমাম তাহাবী (রহ.) তাবেয়ী ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ، فِي الْبَيْتِ

-"ইমাম আযমের উস্তাদ তাবেয়ী হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান (রহ.) বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) বায়তুল্লাহ শরীফে এক রাকা'আতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়েছেন।"[৯৯৮] এই হাদিসটির সনদ সহীহ এবং সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

أنه كان يدخل ليلا في جوف الكعبة فقرأ القرآن في ركعة رواها حماد بن أبي سليمان عنه

-"নিশ্চয় তিনি (সাঈদ ইবনে জুবাইর) রাতে কা'বা ঘরে এক রাক'আতেই পূর্ণ কোরআন খতম করতেন যেমনটি তাবেয়ী ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান (রহ.) তার থেকে বর্ণনা করেছেন।"[৯৯৯] তাই প্রমাণিত হল যে মুহসিন সাহেব আসমাউর রিজালে একদম জাহেল।

৫. বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) এর পরহেজগারীতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তার লিখিত গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায়। তিনি ৫০ বছর ইশার ওযু দ্বারা ফজর পড়াকে তিনি ৩ নং মিথ্যা কাহিনী বলে উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) তার জীবনীতে লিখেছেন-

---

৯৯৭ . ইমাম গাযযালী, ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/২৭৪পৃ. যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ১১/৩৪৭পৃ. ক্রমিক. ৭৮, ইবনে কুদামাহ, মিনহাজুল কাসেদীন, ১/৪২পৃ. শানকীতী, সিলসিলাতুল আনসাব ও সিফাত, ৫/১৭পৃ. ইবনু রজব, যায়লু তাবাকাতিল হানাবিলাহ, ২০১পৃ.

৯৯৮ . ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'য়ানীল আছার : ১/৩৪৮পৃ. হাদিস/২০৫৪ ।

৯৯৯ . ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৬১পৃ. ক্রমিক. ৮৩

وقال ابن إدريس: صَلَّى سَعِيدٌ الصُّبْحَ بِوُضُوءِ الْعَتَمَةِ خَمْسِينَ سَنَةً.

-"ইমাম ইবনে ইদরিস (রহ.) বলেন, বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) একাধারে রাতে জেগে ৫০ বছর এক ওজুতে (ফজর পর্যন্ত) নামায আদায় করেছেন।"[১০০০]

ইমাম আইমী ইস্পাহানী (ওফাত.৫৩৫হি.) তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وَقَالَ سَعِيدٌ مَا فَاتَتْنِي التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً

-"হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) বলেন, আমার ৫০ বছর জামাতে তাকবীরে তাহরীমা ফওত হয়নি।"[১০০১] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وَقَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا، يَقُولُ: لَقَدْ حَجَجْتُ أَرْبَعِينَ حَجَّةً.

-"ইবনে হারমালাহ বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) কে বলতে শুনেছি, আমি ৪০ বার হজ্ব করেছি।"[১০০২] অথচ আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন এটি নাকি তার নামে বানানো ঘটনার অর্ন্তভুক্ত।

ইসলামের পঞ্চম খলিফার ইবাদত নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ

৪.ইসলামের পঞ্চম খলিফার ইবাদত নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায়. তিনি লিখেছেন ইসলামের পঞ্চম খলিফা[১০০৩] হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.) সারা রাত ইবাদত করতেন এটাকে তিনি ১২ নং বানোয়াট কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইবাদত রিয়াজত সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

قال مغيرة بن حكيم قالت لي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزيز: قد يكون في الناس من هو أكثر صوما وصلاة من عمر وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه من عمر، كان إذا صلى العشاء قعد في المسجد ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى يغلبه النوم ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عيناه يفعل ذلك ليله أجمع

-"মুগীরা ইবনে হাকীম বলেন, ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালক ইবনে মারওয়ান যিনি উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.) এর স্ত্রী ছিলেন তিনি বলেন, তিনি ইশার নামাযের পরে মসজিদে বসে থাকতেন, তারপর আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে কান্নাকাটি করে দোয়া করতেন। এমনকি তিনি সারা রাত ঘুমাতেন না।"[১০০৪]

১০০০ . ইমাম ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/১১৮পৃ., ইমাম আইমী ইস্পাহানী (ওফাত.৫৩৫হি.) সিইরু সালফে সালেহীন, ১/৭৭৪পৃ.

১০০১ . ইমাম আইমী ইস্পাহানী (ওফাত.৫৩৫হি.), সিইরু সালফে সালেহীন, ১/৭৭৪পৃ.

১০০২ . ইমাম আইমী ইস্পাহানী (ওফাত.৫৩৫হি.), সিয়ারু সালফে সালেহীন, ১/৭৭৪পৃ.

১০০৩ . ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন-

قال الشافعي الخلفاء الراشدون خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وقد ولي أولا

-"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন হলেন পাঁচজন, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী এবং উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.)। (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৯০পৃ. ক্রমিক. ১০৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন)

১০০৪ . যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৯০পৃ. ক্রমিক. ১০৪

Scanned by C

মুহসিন সাহেব ৮৭ পৃষ্ঠায় ইসলামের এই ৫ম খলিফা সম্পর্কে লিখেছেন-"খি খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার ফরয গোসলের প্রয়োজন হয়নি।" এটি বা তম মিথ্যা ঘটনা। অথচ ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাঁর জীবনীতে লিখেছেন-

وقالت: ما اغتسل من جنابة منذ ولي

-"তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বলেন, তিনি খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পরে তাঁর ফরয গোস প্রয়োজন হয়নি।"[১০০৫] তাই বুঝা গেল মুহসিন সাহেব বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে জাহেল।

৫.সাবেত বুনানীর ইবাদতকে মিথ্যাচার:

মুহসিন সাহেব তিনি বিখ্যাত হাদিসের ইমাম, আবেদ সাবিত বুনানী (রহঃ) এ রিয়াজতকে তার গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় 14 নং মিথ্যা কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করেছে আমার মনে হয় এই জাহেল কোন দিন আসমাউর রিজালের কিতাবই জল পড়েনি। ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قال عن حماد بن سلمة، قال: كان ثابت يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. فيقال: إن هذه الدعوة استجيبت له، وإنه رئي بعد موته يصلي في قبره

-"হযরত আফ্ফান (রহঃ) তিনি হাম্মাদ বিন সালামাহ (রহঃ) থেকে তিনি বল হযরত সাবিত বুনানী (রহঃ) দোয়াতে বলতেন, হে আল্লাহ! কবরে যদি কাউকে নম আদায় করার অনুমতি দান করে থাকেন, তাহলে আমাকে তা প্রদান করুন। বর্ণনা (হাম্মাদ) বলেন, আল্লাহ তাঁর এই দোয়াকে কবুল করেছেন এবং আমি নিজে দেখি যে, তিনি যখন মারা যান তাকে যখন দাফন করা হলে (দাফন কালিন দাফনের স্থ একটি ইট পড়ে গেলে একটু ফাকা হওয়ায়) আমি দেখতে পেলাম তিনি তাঁর কর শরীকে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন।"[১০০৬] এই ঘটনাটি এক জামাত আসমা রিজালবিদ নকল করেছেন।[১০০৭] এই মর্যাদা তাকে দান করা হয়েছে তার অধিক ইবাদতের কারণে। ইমাম বায়হাকী ও ইমাম যাহাবী (রহঃ) সংকলন করেন-

حدثنا شعبة، قال: كان ثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة، ويصوم الدهر

-"ইমাম শু'বা (রহঃ) বর্ণনা করেন, তাবেয়ী সাবেত বুনানী (রহঃ) দিনে রোযা রাখতেন এবং দিনে ও রাতে (মিলিয়ে) কুরআন খতম করতেন।"[১০০৮] আল্লাহ যেন এ আহলে হাদিস ধোঁকাবাজদের খপ্পর থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

১০০৫ . যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৯০পৃ. ক্রমিক. ১০৪
১০০৬ . যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৫/২২২পৃ. ক্রমিক. ৯১
১০০৭ . ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা, ৭/১৭৪পৃ. ক্রমিক. ৩১৪১, ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ৪/৩৪৮পৃ. ক্রমিক. ৮১১, ইমাম ইবনুল মুলাক্কীন, তবকাতুল আউলিয়া, ১/১২৫পৃ. ক্রমিক.
১০০৮ . ইমাম বায়হাকী : শুআবুল ঈমান : ৩/৪৮৯পৃ. হাদিস : ১৯৯৫, যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৫/২২৪পৃ. ক্রমিক. ৯১

বিষয় নং ৬: আল্লাহ হতে সিদরাতুল মুনতাহার দূরত্ব ৭০ হাজার নূরের পর্দা হাদিস প্রসঙ্গ :

এ বিষয়ের নিম্নের হাদিসটি প্রসঙ্গে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৯৬-১৯৭ (প্রথম প্রকাশ) পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। মুহসিন সাহেব তার 'জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' নামক গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"হাদীসটি জাল। উক্ত বর্ণনার সনদে উছমান ইবনু আব্দুল্লাহ নামে একজন রাবী আছে। সে জাল বর্ণনা করত।" নাউযুবিল্লাহ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের টীকায় ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) দলিল পেশ করেছেন।[১০০৯] অথচ তিনি যে রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন প্রকৃতপক্ষে সে রাবী সনদে আছে কী তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। ইমাম ইবনে হিব্বানের সংকলিত হাদিসের সনদটি হল-

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) যথাক্রমে......ইবনে উমর (রাঃ) হতে ।.....।"[১০১০]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তার কথা মত আমি ১৫৯৯ নং হাদিসের ইবনে হিব্বানের সম্পূর্ণ সনদ উল্লেখ করলাম। ধোঁকাবাজ মুহসিন কে বলব রাবী উসমান এ সনদের কোন জন? কতবড় মিথ্যাচার। এই হাদিসটি দুটি সনদে বর্ণিত। অথচ আমাদের আলোচ্য বিষয় মিশকাতে বর্ণিত আবু উমামা (রাঃ) এর সনদের যা এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোকপাত হয়েছে। আর তিনি আমাদের ভিন্ন আরেকটি সনদ যা সাহাবী ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তা দেখিয়ে দিতে চাচ্ছেন। তাই আমি বলবো যে নিজে সহীহ হাদিসের সনদকে যঈফ প্রমাণের জন্য মিথ্যা রাবীর নাম সাজানোর নাটক করতে পারেন তার জারহাহ ওয়া তা'দীল গ্রহণযোগ্য নয়।

মিশকাতের তাহকীকে মুহসিন সাহেবের ইমাম এবং তার পুস্তক যার কিতাবের উপর ভিত্তি আলবানীও কিন্তু সনদটিকে 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[১০১১]

তাই আমি বলবো এখানে এসে কী তিনি তার ইমাম কেও ভুলে গেলেন? আল্লাহ তার কপালে হেদায়াত লিখে থাকলে যাতে তা নসিব দান করেন তার প্রতি সেই দোয়াই রইল।

১০০৯ .মুযাফফর বিন মুহসিন, জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত, দেখুন ৩৮১ নং টিকা
১০১০ .ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৪/৪৭৬পৃ. হা/১৫৯৯
১০১১ . আলবানী, মিশকাত, (তাহকীক), ১/২৩০পৃ. হাদিস:৭৪১, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪০৫হি.

Scanned by C

ষষ্ঠ অধ্যায়
পবিত্রতার অধ্যায়

১.মিসওয়াকের ফযিলতের হাদিস নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান ঃ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে...গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় মিসওয়াক করে নামায পড়ার সহীহ হাদিসকে জাল বানানোর অপচেষ্টা করেছেন। তিনি ৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"মিসওয়াক করার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত উক্ত প্রসিদ্ধ বর্ণনার সনদে মিথ্যুক রাবী থাকায় কথাটি জাল বলে অনুমিত।"

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণনা : ইমাম হাকেম নিশাপুরীসহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا

-"হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে নামায মিসওয়াক করে আদায় করা হয়, সেই নামাযে মিসওয়াক করা বিহীন নামাযের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী নেকী রয়েছে।"[১০১২]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

এই হাদিসটিকে আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন আলবানীর ধোঁয়াই দিয়ে ইমাম বায়হাকীর বরাতে এই হাদিসকে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) এই হাদিস সংকলন করে লিখেছেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"এই হাদিসটি সহীহ মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে সহীহ।"[১০১৩] আর ইমাম হাকেমের এ কথার সমর্থন করে ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) লিখেন- على شرط مسلم -"সহীহ মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।"[১০১৪] তাই প্রমাণিত হল এই সনদটি সহীহ। আলবানী এই সনদটিকে যঈফ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন এই ভাবে যে এই সনদের অন্যতম রাবী তাবেয়ী ইমাম ইবনে ইসহাক (রহঃ) তাদলীস কারী তাই

১০১২ .ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/২৪৪পৃ. হা/৫১৫, ইমাম খুযায়মা, আস-সহীহ, ১/৭০; হা/১৩৭, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/৬১পৃ. হা/১৫৯,
১০১৩ .ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/২৪৪পৃ. হা/৫১৫
১০১৪ .ইমাম যাহাবী, তালখিছ, হা/৫১৫

বলছেন যে তিনি সহীহ মুসলিমের রাবী নন। তিনি নিজেকে ইমাম যাহাবী[১০১৫] আবার বলছেন যে তিনি সহীহ মুসলিমের রাবী নন। তিনি নিজেকে ইমাম যাহাবী (রহঃ) থেকেও বড় আসমাউর রিজালবিদ প্রমাণের চেষ্টা করেন। অথচ অন্য এক হাদিসের আলোচনায় তিনি তাকে সহীহ মুসলিমের রাবী বলে মেনে নেন।[১০১৬] ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহঃ) উল্লেখ করেন, ইবনে গালাবী (রহঃ) বলেন-

قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق، فقال: كان ثقة، وكان حسن الحديث.

"আমি ইবনে মাঈন (রহঃ) কে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সে বিশস্ত, তার হাদিস সুন্দর।"[১০১৭] ইমাম ইবনে সা'দ ও ইমাম ... বলেন, ... তাকে সিকাহ বলেছেন। (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৪৭ পৃ. ক্রমিক. ১৫) এক মুখে যে দুই রকমের কথা বলে সে কী মুনাফিক নয়?

ইমাম বায়হাকীর নামে জালিয়াতি :

মুহসিন সাহেবের আলবানীর ইবারতের পূর্বে লিখেছেন যে-"ইমাম বায়হাকীর উক্তি তুলে ধরে শায়খ আলবানী বলেন।"(জাল হাদিসের কবলে... ৩১পৃ.)

মুহসিন সাহেব ও আলবানী তারা ইমাম বায়হাকী (রহঃ) নামে লিখেছেন যে-

وَفِي طَرِيقِ الْوَجْهِ الْآخَرِ عَنْ عُرْوَةَ الْوَاقِدِي وَهُوَ كَذَّابٌ

"বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ওয়াক্বেদী (রহঃ) হযরত ওরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন আর তিনি মিথ্যাবাদী।" (জাল হাদিছের কবলে...৩১-৩২পৃ.) এই অংশটুকুও ইমাম বায়হাকীর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে অথচ আপনারা ইমাম বায়হাকীর আস-সুনানুল কোবরা খুলে দেখুন এই অংশটুকুর লেশমাত্রও নেই।[১০১৮]

আর মুহসিন আলবানীর যে ইবারত ইমাম বায়হাকীর নামে উল্লেখ করেছেন তা পরিপূর্ণ তার ইবারত নয়। আর ইমাম বায়হাকী (রহঃ) এই সনদ যঈফ বলেননি; বরং তিনি এই বিষয়ে এ হাদিস ছাড়া আরেকটি সূত্র রয়েছে আর সেখানে ইমাম জুহরীর ছাত্র ইবনে ইসহাকের পরিবর্তে ছাত্র মুয়াবীয়া ইবনু ইয়াহইয়া সাদাফী তা বুঝিয়েছেন। বুঝা গেল মুযাফফর বিন মুহসিন কতবড় ধোঁকাবাজ। ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সেই সনদটি পরিপূর্ণভাবে আরেকটি কিতাবে সংকলন করেন এভাবে-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا

১০১৫ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, হা/১৫০৩
১০১৬ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, হা/১৫১৪
১০১৭ . খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ২/৭৭পৃ. ক্রমিক. ১
১০১৮ . ইমাম বায়হাকীর আস-সুনানুল কোবরা ১/৬১পৃ. হা/১৫৯, দারুল কুতুব ইলমিয়া, বয়রুত, লেবানন. প্রকাশ ১৪২৪হি:

Scanned by C

-"মুয়াবিয়া ইবনু ইয়াহইয়া তিনি জুহরী থেকে তিনি উরওয়া থেকে তিনি হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, যে নামায মিসওয়াক করে আদায় করা হয়, সেই নামাযে মিসওয়াক বিহীন নামাযের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী নেকী রয়েছে।"[১০১৯] তবে এই সনদের মুআবিয়া ইবনু ইয়াহইয়া কিছুটা দুর্বল। ইমাম বুখারী তার জীবনীতে লিখেন- مستقيمة -"তার হাদিস সঠিক।" (আত-তারিখুল কাবীর, ৭/৩৩৬পৃ. ক্রমিক.১৪৪৭)
ইমাম যাহাবী এবং ইবনে হাজার আসকালানী শুধু তার জীবনীতে লিখেন- لينه أحمد بن حنبل. -"ইমাম আহমদ তাকে নরম প্রকৃতির বর্ণনাকারী বলেছেন।"[১০২০]
ইমাম যাহাবী বলেন, তার স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি ছিল এজন্যই অনেকে তার দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যখন কিতাব (পাণ্ডুলিপি) থেকে ইমাম জুহরী এর মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করবেন তা সঠিক। যেমন ইমাম যাহাবী লিখেন-

قال البخاري: روى عن الزُّهْرِيِّ أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب

-"ইমাম বুখারী বলেন, তিনি যখন ইমাম জুহরী থেকে বর্ণনা করেন তা সঠিক কেননা তা তার কিতাব (পাণ্ডুলিপি) থেকে বর্ণনা করেছেন (তা তার স্মরণশক্তি থেকে নয়)।"[১০২১] আল্লামা মুগলতাঈ তার জীবনীতে লিখেন- قال العجلي: لا بأس به. -"ইমাম আজলী বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১০২২] তাই তার এই সূত্রের হাদিস গ্রহণযোগ্য অপরদিকে এটি উপরের প্রথম শাহেদ থাকায় সহীহ। ইমাম মিযযী লিখেন-

روى له الترمذي وابن ماجه.

-"তার হাদিস ইমাম তিরমিযি এবং ইবনে মাযাহ সংকলন করেন।"[১০২৩]
তাই ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে এই হাদিসও সহীহ; যেহেতু সে ইমাম জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।
ইমাম বায়হাকী সনদটিকে যঈফ বলেননি বরং তার উল্লেখিত সনদটি ছাড়া আরও তিনটি দুর্বল সনদ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। পাঠকবর্গ! আমার প্রমাণিত হাদিস গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি যে যঈফ সনদের দুর্বল সনদের হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়, তখন তা হাসান পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

মুহাদ্দিসদের নামে জালিয়াতি ঃ

১০১৯. ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান,৪/২৮০পৃ. হা/২৫১৯
১০২০. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৫৯৮পৃ. ক্রমিক. ৫০০৪, ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৫/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ৪৭১৮
১০২১. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/২১১পৃ. ক্রমিক. ৩৭০, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৮/২২২পৃ. ক্রমিক. ৬০৬৮
১০২২. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১১/২৭৮পৃ. ক্রমিক. ৪৬৫১

মুহসিন সাহেব তার বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"মুহাম্মদ বিন তাহের আল-মাকদেসী বর্ণনাটিকে তার জাল হাদীছের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।"
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কোন মুহাদ্দিসের জাল হাদিসের গ্রন্থে কোন হাদিস থাকাটা কী সে হাদিস জাল বা বানোওয়াট হওয়া অপরিহার্য করে? বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণ জাল হাদিসের গ্রন্থে অনেক সহিহ হাদিস সংকলন করেছেন, তাই বলে কী তা জাল হয়ে যাবে? মুহসিন সাহেবের মত এ ধরনের বোকামী কথা বলেছেন বাংলাদেশের দেওবন্দী হাদিস গবেষক মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব মাসিক আল-কাউসারের" মার্চ ২০১৬ সংখ্যার ০৬ পৃষ্ঠায়। সম্মানিত পাঠকবর্গ! আলবানী পর্যন্ত সনদটিকে যঈফ বলেছেন কিন্তু জাল বলেননি।[১০২৪]
এ বিষয়ের তৃতীয় হাদিস ঃ মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠার নিম্নের এই হাদিসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বাযযার সংকলন করেন-

حدثنا به إدريس بن يحي، قال: حَدَّثَنَا محمد بن الحسن الواسطي، قال: حَدَّثَنَا معاوية بن يحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ

-"আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইদরিস বিন ইয়াহইয়া তাকে মুহাম্মদ বিন হাসান তাকে মুআবিয়া বিন ইয়াহইয়া তিনি হাদিস শুনেছেন ইমাম যুহরী থেকে তিনি উরওয়া হতে তিনি হযরত আয়েশা হতে তিনি বলেন নিশ্চয় নবী করিম ইরশাদ করেছেন মিসওয়াক করে দুই রাক'আত নামাজ পড়া না করা নামাজের চেয়ে ৭০ গুণ উত্তম।"[১০২৫] মুহসিন সাহেব এ গ্রন্থে লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল। ইমাম বাযযার বলেন, এর সনদে মুআবিয়া নামে একজন রাবী রয়েছে। সে ছাড়া আর কেউ এই হাদীছ বর্ণনা করেনি। ইবনু হাজার আসকালানী তাকে যঈফ বলেছেন, এ ছাড়া মুহাম্মদ ইবনু ওমর নামে আরেকজন রাবী রয়েছে। সে মিথ্যুক।"
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব কতগুলো মিথ্যাচার করেছেন তা আপনাদের সামনে প্রমাণিত করবো।
এক. তিনি প্রথমে বলেছেন হাদিসটি জাল আমি বলবো কোন মুহাদ্দিস আলবানী ব্যতীত সনদটি কে জাল বলেছেন প্রমাণ পেশ করুন? ইমাম বাযযার এর সনদ সর্ম্পকে ইমাম নুরুদ্দীন হায়ছামী বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

-"ইমাম বাযযার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১০২৬]
পাঠকবর্গ দেখুন! মুযাফফর বিন মুহসিন এ সহীহ হাদিসকে কিভাবে ধোঁকাবাজী করে জাল প্রমানিত করতে চেয়েছেন? মুআবিয়া রাবী নিয়ে আলবানী ও মুহসিন সাহেব

১০২৪. আলবানী, সিলসিলাতুল যঈফাহ, ৪/১২পৃ. হা/১৫০৩
১০২৫. ইমাম বাযযার, আল-মুসনাদ, ১৮/১৪৬ পৃ. হা/১০৯
১০২৬. হায়ছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ

Scanned by C

আপত্তি তুলেছেন: এই বিষয়ে ইতোপূর্বের ২নং হাদিসে তার গ্রহণযোগ্যতা
আলোকপাত করেছি সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

দুই. মুহসিন সাহেব ইমাম বাযযারের ধোহাই দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে মুআবিয়া
এ বিষয়ক আর কোন রাবী হাদিস বর্ণনা করেননি। ইতিপূর্বে আমি স্বয়ং হযরত
হতে বিশুদ্ধ বর্ণনা পেশ করেছি যার দ্বারা এ বক্তব্য রদ হয়ে গেছে

তিন. মুহসিন সাহেব আলবানীর কিতাবের হাওলা দিয়ে লিখেছেন যে ইমাম আসাদ
এ হাদিস ও রাবীকে যঈফ বলেছেন। আমি বলবো এটি উক্তি ইমামের নামে
হয়েছে। কেননা তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন তাহলে আলবানী ও মুহসিন সাহেব
কিতাবের নাম উল্লেখ করলেন না কেন? তবে সে নরম প্রকৃতির রাবী তিনি এর
বলেছেন।[১০২৭]

চার. মুহসিন সাহেব দাবি করেছেন যে ইমাম বাযযারের সনদে 'মুহাম্মদ ইবনু
নামে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইতোপূর্বে আপনাদের সামনে ইমাম বায্যারের সম্পূর্ণ
উল্লেখ করেছি আপনারাই দেখুন এ নামক কোনো রাবী সনদে আছে কীনা! মুহসিন
সাহেব কতবড় মিথ্যুক আপনারাই বলুন? আমার প্রশ্ন হল তিনি এ রকম মিথ্যা
লিখে তার লাভটাই বা কী। আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত মিথ্যুকদের থেকে
করুন। আমিন।

পাঁচ. মুহসিন সাহেবের আরেকটি মিথ্যাচার হল তিনি হাদিসের ৫৮ নং টিকায়
ইবনে আবি শায়বার মুসান্নাফ গ্রন্থের দলিল দিয়েছেন অথচ তিনি হাদিসটি
করেননি বরং করেছেন ভিন্ন সনদের ধারায় এবং আলাদা মতনে।[১০২৮]

এ বিষয়ে তৃতীয় হাদিস:

মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় নিম্নের এ হাদিসটি সংকলন করেন-

ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا
بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: مَا كَانَ رَسُول
... يَخْرُجُ مِنْ شَيْءٍ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَاكَ

-"হযরত যায়েদ ইবনু খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, মিসওয়াক না করে রাসূল
কোন সালাতের জন্য বাড়ী থেকে বের হতেন না।"[১০২৯]

তিনি এ হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন যে-"বর্ণনাটি যঈফ। সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার
কারনে ইবনু রজব এবং শায়খ আলবানী হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন।"

১০২৭. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৫৯৮পৃ. ক্রমিক. ৫০০৪, ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান
৫/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ৪৭১৮

১০২৮. দেখুন, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/১৫৬পৃ.হাদিস/১৮০৩, মাকতাবাতুর রুশদ,
রিয়াদ, ১৪০৯ হি.

১০২৯. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৫/২০৪পৃ. হাদিস: ...

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম ইবনে রজব (রহঃ) উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে যঈফ এ ধরনের কোন
কথাই বলেননি। বরং তিনি শুধু গরিব হাদিসটি বর্ণনাগত দিক থেকে গরীব
বলেছেন।[১০৩০] তাই মুহসিন সাহেব ইমামের নামে মিথ্যাচার করেছেন, তাই ইমাম ইবনে
রজব একজনের-বর্ণনায় পাওয়ায় তিনি সনদটিকে গরীব বলেছেন মাত্র। তাই বলে যঈফ
বা দুর্বল বলেননি। বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী (রহঃ)
এই সনদ সম্পর্কে লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

."হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার মু'জামুল কাবীরে সংকলন করেছেন আর সনদের
সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১০৩১] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল মুহসিন সাহেব কতবড়
মিথ্যাবাদী।

এ বিষয়ের চতুর্থ হাদিস:

ইমাম দায়লামী (রহঃ) হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল
(ﷺ) ইরশাদ করেন-

صَلَاةٌ بعد سواك أفضل من خَمْسَةٍ وَسبعين صَلَاةً بِغَيْرِ سواك

."মিসওয়াক ছাড়া নামায মিসওয়াকসহ নামায হতে ৭৫ গুণ অনুত্তম।"[১০৩২]

বিষয় নং. ২ : ওজুতে মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা :

ওজুর ফরজের মধ্যে মাথা মাসেহ্ করার পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ,
সারা মাথা মাসেহ্ করা ফরজ, নাকি মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করলেই ফরজ
আদায় হয়ে যাবে। এ নিয়ে উলামায়ে কেরাম এর মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে।
হানাফী মাজহাব মোতাবেক, মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা ফরজ, আর সমস্ত মাথা
মাসেহ্ করা মোস্তাহাব।

কেউ কেউ বলতে চান সারা মাথা মাসেহ করা ফরজ। এই মাসয়ালার সুষ্ঠ ও সহজ
সমাধান খুঁজবো প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর আমল দ্বারা। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন
মুহসিন তার 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায়
(১৮নং পয়েন্টে) মাথার ৪ ভাগের এক ভাগ মাসেহ করাকে তিনি কুদূরী ও হেদায়া
প্রণেতার ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই আমি এ বিষয়ে কয়েকটি হাদিসে পাক
উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি।

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ

."হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) অজু
করেন ও মাথার সম্মুখভাগের (এক-চতুর্থাংশ) মাসেহ করেছেন।"[১০৩৩]

১০৩০. ইমাম ইবনে রজব, ফতহুল বারী, ৮/১২৫পৃ.৮৮৭ (শামিলা)

১০৩১. হায়ছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/৯৯পৃ, হাদিস/২৫৬৯

১০৩২. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ২/৩৯১পৃ. হা/৩৭৩৫

Scanned by C

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করা যায়-

عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ ﷺ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

-"হজরত ইবনে মুগীরা (ﷺ) তদীয় পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় নবী করীম (ﷺ) মোজার উপর, মাথার অগ্রভাগ এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করতেন।"[১০৩৩]

এই হাদিসের অপব্যাখ্যা মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায় করেছেন। অথচ এ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, আল্লাহর হাবীব রাসূলে করিম (ﷺ) অজুর সময় মাথার প্রথমাংশ মাসেহ্ করেছেন। অনেকে বলে থাকেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর মাথা মোবারকে পাগড়ী থাকলে মাঁথার অগ্রভাগ মাসেহ করতেন, অন্যথায় নয় যেমনটি ধোঁকাবাজ মুহসিন সাহেব বলেছেন। আমি বলব, তাদের এই দাবী সঠিক নয়। কারণ এই হাদিসে মোট ৩টি মাসেহ্ করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকটিকে و (ওয়া) হরফে আত্ফ দ্বারা বিন্যস্ত করা হয়েছে। আরবী গ্রামার মোতাবেক و (ওয়া) হরফে আত্ফ থাকলে معطوف (মা'তুফ) ও معطوف عليه (মা'তুফ আলাইহে) হুকুমে এক হয় কিন্তু জাতে ভিন্ন হয় এবং উভয়টি একই সাথে সংগঠিত হয় না (দেখুন-হেদায়াতুন নাহসহ আরও নাহ্ শাস্ত্রের কিতাবসহ)।

সুতরাং পাগড়ীর উপর মাসেহ্ এবং মাথার অগ্রভাগ মাসেহ্ উভয়টি একই সময় সংগঠিত বুঝাবে না। আর এ কারণেই উভয় মাসেহ্কে ভিন্ন সময় ও ভিন্ন স্থিতি বুঝানোর উদ্দেশ্যে و (ওয়া) হরফে আত্ফ ব্যবহার করা হয়েছে।

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রিয় নবী রাসূলে পাক (ﷺ) অজু করার সময় মাথার অগ্রভাগ মাসেহ্ করেছেন। তবে অনেক সময় পাগড়ী মোবারক মাঁথায় রেখে অগ্রভাগ মাসেহ্ করতেন।

❖ যেমন আরেকটি হাদিসে আছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ

-"হযরত আনাস (ﷺ) বলেন, আমি রাসূলে পাক (ﷺ) কে অজু করতে দেখেছি তখন তাঁর মাঁথায় পাঁগড়ী মোবারক ছিল। ফলে তিনি পাঁগড়ীর নিচে হাঁত প্রবেশ করালেন ও মাঁথার সামনের অংশে মাসেহ করলেন অথচ পাঁগড়ী মোবারক খুললেন না।"[১০৩৪]

১০৩৩. ছহীহ্ মুসলীম, ১ম খন্ড, হাদিস/২৭৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস/১৮১৬৪; শরহে সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৩০১ পৃ:; মুসনাদে শাফেয়ী, হাদিস/৪৩; সুনানে কুবরা লিন নাসাঈ, হাদিস/১০৯; সুনানে নাসাঈ, হাদিস/১০৮; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, হাদিস/১৬৪৫; শরহে মাআনিল আছার, হাদিস/১৩২; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস/১৩৪৬; দারেমী শরীফ; মুজামুল আওছাত, হাদিস/৩৪৪৮; মু'জামুছ ছাগীর, হাদিস/৩৬; মু'জামুল কবীর, হাদিস/ ১০৩৫; সুনানে দারে কুতনী, হাদিস/৭৪০; সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, হাদিস/১০৮; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস/১৮৭৭; নাছবুর রায়া, ১ম খন্ড, ৪১ পৃ:

১০৩৪. ছহীহ্ মুসলীম শরীফ, হাদিস/২৪৭; সুনানে দারে কুতনী, হাদিস/৭৩৮; নাসাঈ শরীফ, হাদিস/১০৮; বুলুগুল মারাম, ১৯ পৃ:; শরহে মুসলীম লিন নববী, ... ছহীহ।

সুতরাং উল্লেখিত আহাদিছ দ্বারা প্রমাণ হয়, প্রিয় নবীজি ﷺ মাঁথা মাসেহ্ করার সময় সর্বনিম্ন মাঁথার সম্মুখের এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করেছেন। সুতরাং পবিত্র কোরআনের মডেল বা সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে রাসূলে করিম (ﷺ)। তাই মহান আল্লাহ তা'য়ালার মাথা মাসেহ করার নির্দেশ আল্লাহর নবী ﷺ যেভাবে আমল করেছেন ঐভাবে আমল করাই হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহর কথা মান্য করার রুপ। এ জন্যে হানাফী মাযহাবে বলা হয়েছে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা ফরজ, আর সারা মাথা মাসেহ্ করা সুন্নাত। এখন যদি বলা হয় যে, মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ্ করলে ফরজিয়্যাত আদায় হবে না। তাহলে আমরা বলব, প্রিয় নবীজি (ﷺ) কি মাথার সম্মুখভাগ তথা এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করে ভুল করেছেন? (নাউজুবিল্লাহ)

বিষয় নং ৩ : ওজুতে ঘাড় মাসেহ করা কি বিদ'আত?

কথিত আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"ওযুতে ঘাড় মাসাহ্ করার পক্ষে ছহীহ্ কোন প্রমাণ নেই। এর পক্ষে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবই জাল ও মিথ্যা।"

আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' (যা পিস পাবলিকেশন, ৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১১০০ হতে প্রকাশিত) গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখেন-"তবে ঘাড় মাসেহ্ করার বিষয়টি এরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই অযুতে ঘাড় মাসেহ্ করা বিদআত ভিন্ন আর কিছুই নয়।" এই জাহেলের কথার ভিত্তি কী তিনিই ভাল জানেন।

অপরদিকে আহলে হাদিসদের তথাকথিত আমীর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব তার লিখিত বিভ্রান্তিকর গ্রন্থ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এর ৬২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন-"গর্দান মাসাহ্ করার কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই। ইমাম নববী (رحمه الله) একে বিদ'আত বলেছেন।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যেই বিষয়ের প্রমাণে ৫-৬টি হাদিসে পাক রয়েছে তা কি কখনো বিদআত হয়? আমার মনে হয় এই আহলে হাদিসদের এখন আবার নতুন করে বিদআতের সংজ্ঞা শিক্ষা দিতে হবে। গালেব সাহেব এই কথা লিখার পর তার গ্রন্থের ২০৭ নং টীকায় উল্লেখ করেন-"আহমাদ হা/১৫৯৯৪, আবুদাউদ হা/১৩২, আলবানী, উভয়ের সনদ যঈফ; নায়লুল আওত্বার, ১/২৪৫-৪৭।" মেনে নিলাম যে ঘাড় মাসেহ্ করার দুটিই হাদিসই যঈফ তাহলে আমল করতে অসুবিধা কোথায়? গালেব সাহেব যেই ইমাম নববী (رحمه الله) এর ধোঁহাই দিচ্ছেন আমি সেই ইমাম নববী (رحمه الله) এর দলিল দিচ্ছি যে দেখুন তিনি যঈফ হাদিসের উপরে আমল করা প্রসঙ্গে কী বলেছেন। ইমাম নববী (رحمه الله) বলেন-

قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال:مقدمة المؤلف

১০৩৫. সুনানে আবু দাউদ, ১ম জি: হাদিস নং ১৪৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৫৬৪; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৬০৩; মারেফাতুছ সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৬২৬; সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, হাদিস নং ২৮১; নাছবুর রায়া, ১ম খন্ড, ৪১-৪২ পৃ:)।

Scanned by C

-"ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে দুর্বল হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।"[১০৩৬]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ঘাড় মাসেহ করা প্রসঙ্গে আমি এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের... পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি যারা পড়েছেন তারা অবশ্যই দেখেছেন। তারপরও এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় কলম ধরতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রথম হাদিস : ইমাম তাবারানী ও ইমাম বায্যার সংকলন করেন-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ رَقَبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ بِفَضْلِ مَاءِ الرَّأْسِ

-"হযরত ওয়াইল ইবনে হুজুর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে উপস্থিত হলাম (দীর্ঘ হাদিস).....তারপর তিনি তাঁর মাথা মোবারক তিন বার মাসেহ করলেন এবং দুই কানের পিঠ মাসেহ করেন ও ঘাড় মাসেহ করেন, দাড়ি মোবারকের পার্শ্ব মাসেহ করেন মাথার অতিরিক্ত পানি দিয়ে।"[১০৩৭]

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূল (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল। ইমাম নববী (রহ.) বলেন-

لِأَنَّ هٰذَا مَوْضُوعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"এটা জাল। নবী (ﷺ)-এর বক্তব্য নয়।"[১০৩৮]

মিথ্যা বক্তব্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব : সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা দেখলেন তিনি ইমাম নববী (রহ.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে এ হাদিস প্রসঙ্গে তিনি এ কথা বলেছেন। আসলে কী তাই? আমরাও সত্য জানতে আগ্রহী। দেখুন ইমাম নববী (রহ.) এ বক্তব্য কোন হাদিসের প্রসঙ্গে লিখেছেন। ইমাম নববী (রহ.) লিখেন-

قَالَ الْغَزَالِيُّ إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ ... لِأَنَّ هٰذَا مَوْضُوعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেন, ঘাড় মাসেহ করা সুন্নাত। যেমন নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ওজুতে ঘাড় মাসেহ করবে কেয়ামতে তার ঘাড় নিরাপদ থাকবে।... এটি ভুল আমি বলবো এটি জাল। রাসূল (ﷺ)-এর কালাম বা বাণী নয়।"

পাঠকবৃন্দ! আপনারই দেখলেন যে তিনি কোন হাদিস প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন আর তিনি কিভাবে ধোঁকাবাজি করে আরেক সনদবিহীন হাদিসের হুকুম সনদসহ হাদিসে লাগিয়ে দিলেন! আল্লাহ এ মিথ্যাবাদী হতে আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন। ইমাম হাইছামী এ হাদিসটির প্রসঙ্গে লিখেন-

১০৩৬. আল্লামা ইমাম নাওয়াবী : আরবাঈন : ১/৪২ পৃষ্ঠা
১০৩৭. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/৪৯পৃ. হা/১১৮, ইমাম বায্যার, ১০/৩৫৫পৃ. হা/৪৪৮৮, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/২৩২পৃ. হা/১১৭৮
১০৩৮. ইমাম নববী, আল-মাজমু শারহুল মুহায্যাব, ১/৪৬৫পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন
১০৩৯. ইমাম নববী, আল ...

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَفِي سَنَدِ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

-"ইমাম তাবরানী ও বায্যার হাদিসটি সংকলন করেছেন, সনদে সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বার রয়েছেন তাকে ইমাম নাসাঈ অধিক শক্তিশালী নয় বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। উক্ত সনদে মুহাম্মদ বিন হুজর দুর্বল রাবী আছেন।"[১০৪০] এ সনদে সাঈদ রাবী কোন আপত্তিকর নয়, তিনি ছিলেন তাবেয়ী এবং সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.)-এর সাহেবজাদা। তিনি তার পিতা থেকে হাদিস শুনা বৈধ। ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন- له أحاديث عن أبيه. -"তিনি তার পিতা হতে হাদিস বর্ণনা করতেন।"[১০৪১] ইমাম নাসাঈ অনেক সিকাহ রাবীর শানেও এমন কথা বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান যেহেতু তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় রেখেছেন তাহলে আর এ রাবী নিয়ে কোন সংশয় থাকলো না।[১০৪২] দ্বিতীয় রাবী 'মুহাম্মদ বিন হুজর' কে নিয়েই আপত্তি করতে পারেন। আমি বলবো তিনি কিছুটা দুর্বল। ইমাম বুখারী (রহ.) তার সম্পর্কে লিখেছেন- فِيهِ نَظَرٌ. -"তার বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়।"[১০৪৩] ইমাম আবু হাতেম (রহ.) লিখেন- كوفى شيخ. -"তিনি কুফার একজন হাদিসের শায়খ ছিলেন।"[১০৪৪] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন-

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم

-"ইমাম আবু আহমাদ হাকেম বলেন, আমাদের নিকট সে শক্তিশালী হাদিস বর্ণনাকারী নয়।"[১০৪৫] সব মিলিয়ে ইমাম আমিমুল ইহসান (রহ.) এ সনদটি প্রসঙ্গে লিখেন- "সনদটি হাসান বা সুন্দর।"[১০৪৬]

এ বিষয়ের দ্বিতীয় হাদিস : সকলের মান্যবড় ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বর্ণনা করেন-

رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ هٰذَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

১০৪০. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/২৩২পৃ. হা/১১৭৮
১০৪১. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৫/৮২৭পৃ.
১০৪২. ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, ৬/৩৫০পৃ. ক্রমিক/৮০৫৬, ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৪৪পৃ. ক্রমিক/৮৮
১০৪৩. ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ১/৬৯পৃ. ক্রমিক. ১৬৪
১০৪৪. আবু হাতেম, জারহাহ ওয়া তা'দীল, ৭/২৩৯পৃ. ক্রমিক. ১৩১০
১০৪৫. ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৭/৫৭পৃ. ক্রমিক. ৬৬৩৩
১০৪৬. আমিমুল ইহসান, ফিক্হুস সুনানি ওয়াল আছার, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত।

Scanned by C

-"ইমাম আবুল হুসাইন বিন ফারস (রহ.) ফুলাইহ বিন সুলায়মান তিনি নাফে থেকে তিনি সাহাবী ইবনে উমর (রা.) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ওযু করবে এবং তাতে হাত দ্বারা ঘাড় মাসেহ করবে; তাহলে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে। ইনশাআল্লাহ এ হাদিসটি সহীহ।"[১০৪৭] আহলে হাদিসদের শাওকানী এ হাদিসটি সংকলন করে লিখেন- إن شاء الله هذا حديث صحيح "ইনশাআল্লাহ এ হাদিসটির সনদ সহীহ।"[১০৪৮] এমনটি মুহসিন সাহেবের আলবানীও উল্লেখ করে কোন মন্তব্য করেননি।[১০৪৯] মুহসিন সাহেবকে [illegible] ইমামদের থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

তৃতীয় হাদিস পর্যালোচনা : ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আরেকটি [illegible] উল্লেখ করেন এভাবে-

[illegible] نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا عُثْمَانُ [illegible] ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ [illegible] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عُنُقَهُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [illegible] مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

-"ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) তার 'তারিখে ইস্পাহান' গ্রন্থে সনদ সংকলন করেন, ...হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি [illegible] করবে এবং ঘাড় মাসেহ করবে, তাকে কিয়ামতের দিন খিয়ানতের অপরাধে [illegible] হবে না।"[১০৫০]

সনদ পর্যালোচনা : আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের [illegible] কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে [illegible] লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা।" তিনি সেখানে তার ভিত্তি হিসেবে আলবানীর সিলসিলাতুল যঈফাহ গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন। অথচ আলবানী এ সনদটিকে [illegible] বলেছেন জাল বলেননি। আলবানী লিখেছেন- رواه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف. [illegible][১০৫১] দায়লামী মুসনাদিল ফিরদাউস গ্রন্থে যঈফ সনদে সংকলন করেছেন। [illegible] সনকে যঈফ, জাল বলায় আমাদের কিছু আসে যায় না। আর এটি দায়লামীর [illegible] যেমনটি আলবানী দাবী করেছেন। যাই হোক মুহসিন সাহেবকে তো এখন দেখি [illegible] ইমামের নামেও মিথ্যাচার করেন। তিনি সনদটিতে দুইজন রাবী যঈফ হওয়া [illegible] করেছেন মাত্র। আর তিনি জাল বলেছিলেন মুহসিন সাহেবের উল্লেখিত চার নং [illegible]

১০৪৭. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হাবীর, ১/২৮৮পৃ.
১০৪৮. শাওকানী, নায়লুল আওতার, ১/২০৭পৃ.
১০৪৯. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/১৬৯পৃ. হা/৬৯
১০৫০. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, তারিখে ইস্পাহান, ২/৭৮পৃ. ইবনে হাজার, তালখিসুল হাবীর, ১/২৮৮পৃ. দারুল কুতুব, লেবানন।
১০৫১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/১৬৯পৃ. হা/৬৯

মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) [illegible] এ হাদিসটি জাল বলেছেন।[১০৫২] মুহসিন সাহেব যে কিতাবটির হাওলা দিয়েছেন [illegible] সেখানে এ হাদিস জাল হবে দূরের কথা আদৌ এ হাদিসই নেই। আধুনিক যুগ যারা [illegible] কিতাবায়ে শামিলা ব্যবহার করেন আপনার মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)-এর কিতাবটি [illegible] করে উপরের এ হাদিসটি খুজে দেখতে পারেন। তিনি মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)-[illegible] এর দোহাই দিয়েছেন; তাই এ বিষয়ে তিনি কী বলেছেন তার আরেকটি কিতাব থেকে আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি-

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ

-"সকল ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যঈফ সনদের হাদিসের [illegible] উপরে আমল করা মুস্তাহাব। তাই ইমামগণ বলেছেন ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত।"[১০৫৩] তাই মুহসিন সাহেবকে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) কে মানলে তার কিতাব থেকে শিক্ষা নেয়ার অনুরোধ রইল। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটিকে জাল বলার কারণ হিসেবে দুইজন দুর্বল রাবীকে দায়ী করেছেন এবং তাদেরকে ক্রটিপূর্ণ বলেছেন। আমি বলবো মুহসিন সাহেব! রাবী যঈফ অর্থাৎ মিথ্যাবাদী না হলে সে সনদকে কী জাল বলা যায়?? এটি কোন মুহাদ্দিস সাহেবের উসূল?? উক্ত তৃতীয় সনদের হাদিসটিকে কোন মুহাদ্দিসদের অভিমত ছাড়াই জঘণ্য ফিতনাবাজ ড. আহমদ আলী তার 'বিদ'আত' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠায় (টীকায়) এটিকে যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ এর ভিত্তি কী তিনি ই ভাল জানেন।

চতুর্থ বর্ণনা : ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو الْيَامِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِيِّ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، يَبْلُغُ بِهِ كَعْبَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ لِحْيَتِهِ وَقَفَاهُ»

-"হযরত কা'ব বিন আমর (রা.) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে ওযু করার সময় দেখেছি তিনি দাড়ির পার্শ্ব এবং ঘাড় মাসাহ করেছেন।"[১০৫৪]

সনদ পর্যালোচনা : আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল।" আর তিনি হাদিসটি জাল প্রমাণের জন্য দলিল দিয়েছেন এ সনদের মজহুল রাবী 'মুছাররফ'। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একজন রাবী মজহুল বা অপরিচিত হওয়ায় কী সনদ জাল হয়?? না যঈফ হয়?? আমি মুহসিন সাহেবের কাছে

১০৫২. তিনি লিখেছেন মোল্লা আলী ক্বারী, আল-মাছনূ' ফী মা'রেফাতিল মাওযূ, পৃ. ৭৩
১০৫৩. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ ফি আখবারিল মাওযুআত, ৩১৫পৃ. হা/৪৩৪
১০৫৪. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৯/১৮১পৃ. হা/৪১২, ইমাম ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান, ৭/১৯০পৃ.হা/৯০১৫

Scanned by C

জানতে চাই যে এই উসূলে হাদিসের নীতিমালা আপনি কোন মুহাদ্দিস হতে গ্রহণ করেছেন? আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস এ সনদটিকে জাল বলেনি। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন-

قال ابن القطان: هو إسناد مجهول

-"ইমাম ইবনে কাত্তান (রহ.) তাকে মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন।"[১০৫৫] তাই মাজহুল মানে যঈফ হওয়াকে বুঝায় জাল হওয়াকে নয়। এটা একক একজন আসমাউর রিজালবিদের অভিমত। আল্লামা মুগলতাঈ (রহ.) উক্ত রাবীর জীবনীতে উল্লেখ করেন-

ابن حبان في كتاب «الثقات» – الذي نقل المزي توثيقه

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। যা সিকাহ হওয়াকে ইমাম মিয্যী তার গ্রন্থে নকল করেছেন।" (ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১১/২১১ পৃ. ক্রমিক. ৪৫৭৪) ইমাম মিয্যী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وأبو زُرْعَة الرازي وَقَال : كوفي ثقة.

-"ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) বলেন, তিনি কুফার অধিবাসী, সিকাহ।" (ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২৮/১৬ পৃ. ক্রমিক. ৫৯৭৯) আর এ সনদ মাজহুল হবে কী হবে! বিষয়ে তো আরও শাওয়াহেদ হিসেবে অনেক সনদ রয়েছে।

৫-৬ বর্ণনা : ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেন-

طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ – وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا

-"তালহা ইবনে মুছাররফ তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (ﷺ) -কে দেখেছি তিনি একবার তার মাথা মাসেহ করতেন এমনকি তিনি মাথার পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পৌছাতেন। আর তা হল ঘাড়ের অগ্রভাগ।"[১০৫৬]

সনদ পর্যালোচনা : আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে লিখেছেন-"বর্ণনাটি মুনকার বা অস্বীকৃত।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি আশ্চর্যিত যে তিনি কোন মুহাদ্দিসের উক্তিতি ছাড়াই কোন হাদিসের সমাধান নিজ থেকেই দিয়ে দেন। অথচ তার ইমাম আলবানীও কিন্তু যে কোন হাদিসের বিষয়ে বিভিন্ন ইমামদের উক্তিতি দিয়ে জাল যঈফ বলে থাকেন। আলবানী এ হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন মাত্র। তিনি তার ইমামকেও ভুয়া তাহকীকে ছাড়িয়ে গেলেন। এই হাদিসের প্রধান রাবী 'তালহা ইবনু মুছাররাফ' একজন তাবেয়ী। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁর জীবনীতে লিখেন-

عن ابن أبي أوفى وأنس

১০৫৫. ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৮/৭৩পৃ. ক্রমিক. ৭৭৫৯
১০৫৬. সুনানে আবি দাউদ, ১/৩২পৃ. হা/১৩২

-"তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে হাদিস শুনেছেন।"[১০৫৭] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১০৫৮] ইমাম ইজলী (২৬১হি.) বলেন- كوفي تابعي ثقة -"তিনি কুফার অধিবাসী, তাবেয়ী, সিকাহ বিশ্বস্ত ছিলেন।"[১০৫৯] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এই রাবীর বিষয়ে সকল আপত্তির জবাব দিয়ে সর্বশেষে লিখেন-

قلت وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة وذكره ابن حبان في الثقات

-"আমি বলি, তাকে ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) সিকাহ এবং হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন এবং ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[১০৬০]

দ্বিতীয় সূত্র : এই হাদিসটির দ্বিতীয় আরেকটি সূত্র ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটির সূত্রটি হল-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ بِمَرَّةٍ قَالَ الْقَذَالُ: السَّالِفَةُ الْعُنُقُ

-"ইমাম আহমদ (রহ.) যথাক্রমে আব্দুস সামাদ ইবনু আব্দুল ওয়ারিস (রহ.) থেকে তিনি তার সম্মানিত পিতা থেকে তিনি লাইস বিন আবি সুলাইম (রহ.) থেকে তিনি তালহা (রহ.) থেকে তিনি তার পিতা তিনি তার দাদা থেকে তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে দেখলাম যে, তিনি মাথা মাসেহ করতে গিয়ে ঘাড়ের উপরিভাগ পর্যন্ত মাসেহ করলেন।"[১০৬১]

সনদ পর্যালোচনা : এই হাদিসটির মান 'হাসান' পর্যায়ের। জঘণ্য মিথ্যাচারকারী ড. আহমদ আলী তার নিকৃষ্ট গ্রন্থ 'বিদ'আত' এর ১ম খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে আহলে হাদিস শাওকানীর নাম ভেঙ্গে তিনি লিখেছেন-"এ হাদীসটি একটি অতি দুর্বল হাদীস। এ হাদীসের রাবী লায়ছ (রাহ.) অত্যন্ত দুর্বল ও সমালোচিত। (শাওকানী, নায়লুল আওতার, ১/৪২৩পৃ.)।"

আপত্তির নিষ্পত্তি : শাওকানী যেহেতু বাতিল আক্বিদায় বিশ্বাসী সেহেতু তার জারহ তা'দিল গ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে শাওকানী এই হাদিসকে অতি দুর্বল বলেননি; বরং আহমদ আলী তার নামে মিথ্যাচার করেছেন। যেমন শাওকানী লিখেছেন-

الْحَدِيثُ فِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

-"এই হাদিসে লাইস ইবনু আবি সালেম রয়েছেন আর সে দুর্বল।"[১০৬২] বুঝা গেল আহমদ আলী তার ইমামদের নামেও মিথ্যাচার করেন। লাইস যে সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী

১০৫৭. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৪/৩৯৩পৃ. ক্রমিক. ৩৫১৮
১০৫৮. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৪/৩৯৩পৃ. ক্রমিক. ৩৫১৮
১০৫৯. ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ১/৪৭৯পৃ. ক্রমিক. ৭৯৭
১০৬০. ইমাম ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৫/২৬পৃ. ক্রমিক. ৪৩
১০৬১. ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ২৫/৩০১পৃ. হা/১৫৯৫১, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।
১০৬২. শাওকানী, নায়লুল আওতার, ১/২০৬পৃ. হা/১৯৮

Scanned by C

এ বিষয়ে এ গ্রন্থের ইতোপূর্বে 'নফসের বিরোদ্ধে জিহাদ সবচেয়ে বড় জিহাদ' ... সনদ গ্রহণযোগ্যতার আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

সপ্তম বর্ণনা : ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) উল্লেখ করেন,

... عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ ... بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ ...

-"ইমাম আবু উবায়দ (رحمه الله) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবিত-তুহুর' গ্রন্থে তিনি ... হাদিসের ইমাম (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) আব্দুর রাহমান ইবনে মাহদী থেকে ... মাসউদী থেকে তিনি তাবেয়ী কাসেম ইবনে আব্দুর রাহমান (رحمه الله) থেকে তিনি ... মূসা ইবনু তালহা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মাথার সাথে ... নিম্নদেশ মাসেহ করবে, কিয়ামাতের দিন সে বেড়ি থেকে রক্ষা পাবে।"[১০৬৩] ... হাদিসটির সনদ অতি উত্তম মানের। তবে কিছু ইমাম নিম্নের অভিমত পেশ করেছে ... ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

... يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ ... الرَّأْيِ فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرْسَلٌ.

-"আমি বলি, এটি যদিও মাওকূফ কিন্তু হুকুমগত দিকে মারফূ। কেননা তিনি ... কথা নিজে বলতে পারেন না। তিনি রাসূল (ﷺ) এর বাণীকেই মুরসাল রূপে ... করেছেন।"[১০৬৪] আল্লামা আজলূনী (رحمه الله) এই হাদিস উল্লেখ করে বলেন-

... موقوف لكنه في حكم المرفوع إذ لا يقال بالرأي.

-"এটি যদিও মাওকূফ কিন্তু হুকুমের দিক থেকে মারফূ। কেননা তিনি তো এ কথা ... বলতে পারেন না। অর্থাৎ অবশ্যই তিনি তা রাসূল (ﷺ) বাণী বলেই ... বলেছেন।"[১০৬৫]

আহলে হাদিসদের সর্বশেষ ধোঁকা :

আহলে হাদিসগণ যখন ঘাড় মাসেহ ভিত্তিহীন আমল প্রমাণ করতে পারেন না ... সর্বশেষ বলেন, ইমাম নববী আশ্-শাফেয়ী (رحمه الله) বলেছেন- لَيْسَ هُوَ سُنَّةً، بَلْ بِدْعَةٌ

-"এটি রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত নয়, বরং এটি বিদ'আত।"[১০৬৬] ইমাম নববীর পরবর্তী ... সকল মুহাদ্দিসগণ তাঁর এ অভিমতকে ইনকার করেছেন; কারণ তার এই কথা ...

১০৬৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবীর, ১/১৬২পৃ. হা/৯৭, আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/২০৮পৃ. হা/২৩০০

১০৬৪. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবীর, ১/১৬২পৃ. হা/৯৭, শাওকানী, নায়লুল আওতার, ১/২০৬পৃ. হা/১৯৮

১০৬৫. আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/২০৮পৃ. হা/২৩০০

১০৬৬. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবীর, ১/১৬২পৃ. হা/৯৭

... হাদিসের বিপরীত এবং বাস্তবতার বিপরীত। যেমন ইমাম নববী (رحمه الله) এ এই উক্তির প্রতিবাদে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) বলেন-

لِأَنَّ هَذَا لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ

-"নিশ্চয়ই এটি তার অনুমান নির্ভর কথা।"[১০৬৭] আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী এর প্রতিবাদে লিখেন-

وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَلَا جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ

-"এরূপটি ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) বলেননি এবং অধিকাংশ শাফেয়ীদের বক্তব্যও না।"[১০৬৮] শাওকানী আরও উল্লেখ করেন-

فَإِنَّهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِالْبَحْرِ مَا لَفْظُهُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهُوَ سُنَّةٌ، وَتَعَقَّبَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا ابْنَ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْبَغَوِيَّ وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ قَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ

-"ইমাম রুওয়ানী আশ্-শাফেয়ী (رحمه الله) এর সুপরিচিত কিতাব 'আল-বাহর'এ বলেন, আমাদের শাফেয়ী সাথীরা বলেছেন এটি (ওজুতে ঘাড় মাসেহ করা) সুন্নাত। শাফেয়ী ফকিহ ইমাম ইবনে রা'ফঈ (رحمه الله) ইমাম নববীর কথার প্রতিবাদ করেছেন। ইমাম বগভী (رحمه الله)সহ এক জামা'আত হাদিসের তাঁরা বলেছেন এটি করা মুস্তাহাব।"[১০৬৯]

অজু ভঙ্গের কারণ সমূহ

নিম্নলিখিত কারণ গুলোর জন্য অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমনঃ

১. পায়খানা ও মূত্রদ্বার থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়া।

২. শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত, পুজ বা রক্ত মিশ্রিত রস নির্গত হয়ে এমন স্থানে পৌঁছ, যে স্থান অজু বা গোসলে ধৌত করা ফরজ।

৩. মুখ ভরে বমি হওয়া

৪. নিদ্রা যাওয়া।

৫. সংজ্ঞাহীন ও উন্মাদনার কারণে বিবেক হারা হওয়া।

৬. রুকূ-সেজদা বিশিষ্ট নামাজে উচ্চস্বরে হাসা। (মুখতাছারুল কুদুরী)।

উল্লেখিত ৬টি অজু ভঙ্গের কারণের মধ্যে লা-মাজহাবীরা ৪টিতে কোন আপত্তি করেনা, শুধু ২টি বিষয়ে তারা আপত্তি তুলে। তাদের দাবী হচ্ছেঃ ১. বমি হলে অজু ভাঙ্গেনা। ২. রক্ত বের হলে অজু ভাঙ্গেনা। তারা আরো বলে, এই দুটি কারণে অজু ভাঙ্গে এরূপ কোন সহীহ্ রেওয়াত নেই। তাহলে আসুন আমরা দেখি এ বিষয়ে কোন সহীহ্ রেওয়াত আছে কিনা।

১০৬৭. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবীর, ১/১৬২পৃ. হা/৯৭

১০৬৮. শাওকানী, নায়লুল আওতার, ১/২০৬পৃ. হা/১৯৮

১০৬৯. শাওকানী, নায়লুল আওতার, ১/২০৬পৃ. হা/১৯৮

Scanned by C

বিষয় নং ৪: রক্ত বের হলে ওযু ভাঙ্গা প্রসঙ্গ ঃ

আহলে হাদিস মুহসিন তাঁর গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"শরীর হতে রক্ত বের হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। রক্ত বের হলে ওযু করতে হবে মর্মে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।"

প্রথম হাদিস ঃ

ইমাম দারাকুতনী (রহ.)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ , نا أَبِي , نا بَقِيَّةُ , نا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ: قَالَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ

-"ইসলামের পঞ্চম খলিফা উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.) তিনি সাহাবী হযরত তামীম দারী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক প্রবাহমান রক্তের জন্যই ওযূ করতে হবে।"[১০৭০]

আপত্তি ও নিষ্পত্তি :

মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"হাদীছটি যঈফ।" তার এই কথার পিছনে ১৬৮ নং টিকায় দলিল দিয়েছেন আলবানীর। হায় আফসোস! জনাব আলবানীকে যঈফ বলার কারণে। মুহসিন সাহেব আলবানীর বরাতে লিখেছেন-"উমর বিন আব্দুল আযিয তামীম দারীর নিকট থেকে শুনেননি। আর ইয়াযীদ ইবনু খালিদ ও ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মদ দুইজনই অপরিচিত।"

নিষ্পত্তি :

যদি আমরা আহলে হাদিস আলবানী ও তার উত্তরসূরিদের ফাতওয়া মুতাবেক এই হাদিসটির সনদকে যঈফ বলে মেনেও নেই তাহলেও আমি বলবো এই শব্দে হবহু অন্য সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত থাকার কারণে এই বিষয়টি ও এই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন ইমাম ইবনে আদি (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنا عَنْ مُحَمد بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ

-"বিখ্যাত সাহাবী হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক প্রবাহমান রক্তের জন্যই ওযূ করতে হবে।"[১০৭১]

১০৭০. দারাকুতনী, আস-সুনান, ১/২৮৭পৃ. হা/৫৮১
১০৭১. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল ফি দ্বুআফাউর রিজাল, ১/৩১৩পৃ. ক্রমিক. ২৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

সনদ পর্যালোচনা :

আলবানীর দাবী হল এই সনদে অন্যতম রাবী 'আহমদ ইবনে ফারজ' সমালোচিত ও মজহুল যঈফ রাবী।[১০৭২] ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর জীবনীর শুরুতেই লিখেন-

الشَّيْخُ، المُعَمَّرُ، المُحَدِّثُ

-"তিনি হাদিসের বড় শায়খ, বয়োবৃদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন।"[১০৭৩]

ইমাম মুগালতাঈ (রহ.), ইমাম যাহাবী (রহ.)সহ আরও অনেক আসমাউর রিজালবিদগণ উল্লেখ করেছেন-

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: مَحَلُّهُ عِنْدَنَا الصِّدْقُ

-"বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ও হাদিসের ইমাম ইবনে আবি হাতেম (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট তিনি একজন সত্যবাদী।"[১০৭৪]

আল্লামা মুগলতাঈ (রহ.) বলেন-

ولما ذكره ابن حبان في الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।"[১০৭৫] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور.

-"মাসলামা ইবনে কাশেম (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, সুপ্রসিদ্ধ একজন মুহাদ্দিস।"[১০৭৬]

বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ও আসমাউর রিজালবিদ খতিবে বাগদাদী (রহ.) উক্ত রাবীর জীবনীতে কোন সমালোচনা না করে উল্লেখ করেন-

وذكر ابن أَبِي حاتم الرَّازِيّ أنه كتب عَنْهُ، وَقَالَ: محله عندنا الصدق.

-"ইমাম ইবনে আবি হাতেম রাজী (রহ.) বলেন, আমরা তাঁর হাদিস লিপিবদ্ধ করি এবং তিনি আরও বলেন, আমাদের নিকট তিনি একজন সত্যবাদীদের একজন।"[১০৭৭]

উক্ত রাবীর সবচেয়ে কাছাকাছি যুগের লোক হলেন ইমাম আবু হাতেম (রহ.); তাই তাঁর অভিমতই সকলের পূর্বে গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে আহমদের উস্তাদ 'বাকিয়্যাত

১০৭২. আলবানী, সিলসিলাতুল....যঈফাহ, হা/
১০৭৩. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/৫৮৫পৃ. ক্রমিক. ২২১
১০৭৪. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/৫৮৫পৃ. ক্রমিক. ২২১, তারিখুল ইসলাম, ৬/৪৯১পৃ. ক্রমিক. ৪৮, ইমাম আবু হাতেম, জারহ ওয়া তা'দীল, ২/৬৭পৃ. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১/১০৬পৃ. ক্রমিক. ১৩৪, ইমাম সাখাভী, সিকাত, ১/৪৫৬পৃ. ক্রমিক. ৫৩৪
১০৭৫. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৮/৪৫পৃ. ক্রমিক. ১২১৭৬, ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১/১০৬পৃ. ক্রমিক. ১৩৪, ইমাম সাখাভী, সিকাত, ১/৪৫৬পৃ. ক্রমিক. ৫৩৪
১০৭৬. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১/১০৬পৃ. ক্রমিক. ১৩৪, ইমাম সাখাভী, সিকাত, ১/৪৫৬পৃ. ক্রমিক. ৫৩৪
১০৭৭. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৫/৫৫৮পৃ. ক্রমিক. ২৪৩৭

Scanned by C

ইবনে ওয়ালীদ' হলেন সহীহ মুসলিমের রাবী এবং হাফেজুল হাদিস।[১০৭৮] তাই আমরা বলতে পারি এই হাদিসটির মান সহীহ নয় হলেও 'হাসান' হতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি আহলে হাদিস ভাইয়েরা দু'টি সনদকেই যঈফ বলেন তাহলেও উসূলে হাদিস নিয়মানুযায়ী এই হাদিসটি দুটি সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় 'হাসান' পর্যায়ে উপনীত।

হাদিস নং ৩:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ: وَقَالَ أَبِي: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ

-"হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা.) নবী করিম (ﷺ) এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এত বেশী রক্তস্রাব হয় যে, আর পবিত্র হইনা। এমতাবস্থায় আমি কি নামাজ ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: না, এ তো ধমনী নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। তাই যখন তোমার হায়েয আসবে তখন নামাজ ছেড়ে দিবে। আর যখন তা বন্ধ হবে (কিন্তু ধমনী নির্গত রক্ত দেখা দিবে) তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর নামাজ আদায় করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন: তারপর এভাবে আরেক হায়েয না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে।"[১০৭৯]

ইহা সহীহ হাদিস এবং এর দ্বারা দু'টি বিষয় প্রতিয়মান হয়, ১. মানুষের ধমনী নির্গত তথা অসুস্থতা জনীত যে কোন রক্ত কাপড়ে দেখা দিলে ঐ রক্ত ধুয়ে তারপর ওযূ করে নামায পড়তে হবে। সুতরাং রক্ত নাপাক, নচেৎ কাপড়ে রক্ত সহকারে নামায পড়া যেত। ২. ধমনী নির্গত রক্ত তথা অসুস্থতাজনীত রক্ত স্বাভাবিক প্রবাহিত হলে প্রত্যেক নামাজের পূর্বে অজু করতে হবে। যদি রক্ত বের হলে অজু না ভাঙ্গত তাহলে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযূ করার প্রয়োজন ছিলনা।

হাদিস নং ৪:

এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়াত দেখুন:-

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، قَالاَ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ

১০৭৮. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৮/৫১৮পৃ. ক্রমিক. ১৩৯, তিনি লিখেন- الحَافِظُ، العَالِمُ، مُحَدِّثُ حِمْصَ
-"তিনি ছিলেন হাফেজুল হাদিস, বিজ্ঞ আলেম, হিমস শহরের মুহাদ্দিস।"

১০৭৯. ছহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ২২৮; আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৩/১৪২ পৃ.

قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ

-"হজরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় যখন তাঁর নাক থেকে রক্ত ঝরত, তখন ফিরে যেতেন ও অজু করতেন আর কোন কথা বলতেন না। পুনরায় ফিরে গিয়ে নামাজ পূর্ণ করতেন।"[১০৮০] এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) বলেন:-

هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ - "ইবনে উমর (রা.) থেকে এই হাদিস সহীহ। হজরত আলী (রা.) থেকেও ইহা বর্ণিত আছে।"[১০৮১]

... নিমাভী (রহ.) বলেন: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ -"এর সনদ ছহীহ।"[১০৮২]

... বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَرْقَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ لِيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلاَتَهُ

-"হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, যদি নামাযরত অবস্থায় কারো নাক দিয়ে রক্ত আসে তাহলে সে যেন নামায ছেড়ে দেয় এবং রক্ত ধুয়ে ফেলে। তারপর ওযূ করে ও নতুন করে নামায আদায় করে।"[১০৮৩]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে 'নওয়াব সিদ্দিক হাছান খান' লেখেন: বমি বা নাক দিয়ে রক্ত ... দ্বারা অজু নষ্ট হয়, এই হাদিসটি 'হাছান' পর্যায়ের।" (বুদূরুল আহিল্লাহ: ৩০)।

... বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

-"হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, যখন কোন ব্যক্তির নামাজে নাক থেকে রক্ত ঝরবে অথবা বমি হবে অথবা আনন্দের কারণে মজি বের হবে। তাহলে সে নামাজ ছেড়ে বের হবে এবং অজু করবে। অত:পর পুনরায় ফিরে গিয়ে নামাজ আদায় করবেন ... কোন কথা বলবেন না।"[১০৮৪]

১০৮০. বায়হাক্বী সুনানে কুবরায়, হাদিস নং ৩৩৮৪; নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৪৭ পৃ:।
১০৮১. বায়হাক্বী সুনানে কুবরায়, হাদিস/৩৩৮৪
১০৮২. ইমাম নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৪৭ পৃ:।
১০৮৩. তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, ১১তম খন্ড, ১৩২ পৃ:; হাদিস নং ১১৩৭৪; শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফাতহুল কাবীর, হাদিস নং ১০৮৯; মুত্তাকী হিন্দী, কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ১৮৮২১; নববী: খুলাছাতুল আহকাম, হাদিস নং ২৯২; হাইছামী, মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১২৭৬।
১০৮৪. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদিস নং ৩৬০৯; নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৪৭ পৃ:।

Scanned by C

ইমাম নিমাভী (রহঃ) বলেনঃ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ - "এর সনদ ছহীহ্।"[১০৮৫]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ

-"হজরত নাফে হতে বর্ণিত নিশ্চয় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর যখন রক্ত ঝরত তখন অজু করতেন, অতঃপর পুনরায় নামাজ আদায় করতেন ও কোন কথা বলতেন না।"[১০৮৬]

উল্লেখিত সহীহ্ ও হাসান হাদিসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, রক্ত বের হলে পুনরায় ওযূ করে নামায আদায় করতে হবে। কেননা রক্ত বের হলে অজু ভেঙ্গে যায়।

এ সমর্থনে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করছি:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُلَاعِبٍ وَأَنَا أَسْمَعُ نا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نا أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ

-"হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (সাঃ) বলেছেনঃ যার নামাজে নাক থেকে রক্ত ঝরে সে নামাজ থেকে ফিরে যাবে ও পুনরায় অজু করবে এবং পুনরায় নামাজে ফিরে আসবে।"[১০৮৭]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ

-"হজরত আলী (রাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সঙ্গম করল অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরল অথবা বমি করল তাহলে সে যেন ফিরে যায় ও নাকে আঙ্গুল দিয়ে পরিস্কার করে এবং অজু করে।"[১০৮৮]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন,

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ - "আব্দুর রাজ্জাক তার মুছান্নাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আর ইহার সনদ হাছান।"[১০৮৯]

১০৮৫. ইমাম নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৪৭ পৃঃ।

১০৮৬. মুয়াত্তা মালেক, হাদিস নং ১১০; মুসনাদে শাফেয়ী, ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃঃ; বায়হাক্বীঃ মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৪১৬১; বায়হাক্বীঃ সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৩৩৮৪

১০৮৭. সুনানে দারে কুতনী, হাদিস নং ৫৮৪; নাইলুল আওতার, ১ম খণ্ড, ২৩৮ পৃঃ

১০৮৮. মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৩৬০৬; নাছবুর রায়া, ১ম খণ্ড, ৪২ পৃঃ

১০৮৯. ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিছুল হাবির, ১ম খণ্ড, ৬৫৫ পৃঃ

...হাদিস ইমাম ইবনে আদী (রহঃ) তদীয় 'আল কামিল' গ্রন্থে ...আরেকটি হাদিস ... জায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে দারে কুতনী ...আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনটি সনদই দুর্বল, তবে ...সাহাবী থেকে বর্ণিত থাকার কারণে উছুলে হাদিসের আইন মোতাবেক হাদিসটি ...'হাসান লি-গাইরিহি' হয়ে যাবে। সর্বোপরি এই তিনটি সনদ ছহীহ্ বুখারী সহ ...ছহীহ্ হাছান হাদিসের সমর্থক বিধায় আরো ক্বাবী বা শক্তিশালী হবে।

...ছহীহ্ বুখারীর হাদিস সহ একাধিক ছহীহ্ রেওয়াত ও حَسَنٌ لِغَيْرِهِ 'হাছান লি-গাইরিহি' হাদিসের মাধ্যমে মোট ৮ জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ...রক্ত প্রবাহিত হলে রক্ত পরিস্কার করে নতুন করে অজু করতে হবে। আফছুছ! লা-...রা কতইনা মিথ্যা কথা বলে থাকে।

...নং ০৫: বমি হলে ওযু ভেঙ্গে যাওয়া প্রসঙ্গঃ

...সাহেব তার গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় (২৭নং পয়েন্টে) লিখেছেন-"ওযু ভঙ্গের কারণ ...বিভিন্ন গ্রন্থে বমিকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মানুষও তাই আমল করে ...। অথচ তার পক্ষে কোন ছহীহ্ হাদীছ নেই।"

...তিরমিযি (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ

...হজরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে পাক (সাঃ) এর বমি হলো, ...তিনি অজু করলেন। মাদান ইবনে আবী তালহা (রহঃ) বলেনঃ দামেস্কের ...হজরত ছাওবান (রাঃ) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তাঁর কাছে হজরত আবু ...(রাঃ) এর এই রেওয়াতটি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেনঃ আবু দারদা (রাঃ) ...বলেছেন। আমি'ই তখন নবী করিম (সাঃ) কে অজুর পানি ঢেলে ...ছিলাম।"[১০৯০]

...হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বলেনঃ وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَحَدِيثُ حُسَيْنٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ - "হুছাইন আল মুয়াল্লিম (রহঃ) এই হাদিসটি ...বলে অভিমত পেশ করেছেন। এ বিষয়ে হজরত হুছাইন (রহঃ) এর রিওয়াতটি ...ছহীহ্।" (সুনানে তিরমিজি, হা/৮৭)। ইমাম নিমাভী (রহঃ) বলেনঃ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ -"এর সনদ ছহীহ্।" (আছারুছ ছুনান, ৪৭ পৃঃ)। ইমাম তিরমিজি (রহঃ) আরো ...

১০৯০. তিরমিজি শরীফ, ১ম জিঃ হাদিস নং ৮৭; নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৪৭ পৃঃ।

Scanned by C

وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ: الوُضُوءَ مِنَ القَيْءِ وَالرُّعَافِ

-"অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈগণের মত হল, বমি হলে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অজু নষ্ট হয়।" (ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, বাবু অজুই মিনাল কাই ওয়ার রুআফ, ১/১৪৬ পৃ. হা/৮৭)।

সুতরাং একটি বিষয় পরিষ্কার হলো যে, লা-মাযহাবীদের দাবী সঠিক নয়। কারণ বমি হলে অজু ভাঙ্গার ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে, অথচ ঐ সকল মিথ্যাবাদীরা বলেছে 'এ বিষয়ে কোন বিশুদ্ধ হাদিস নেই'। আহলে হাদিস মুহসিন মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেননি; কারণ তাহলে তার মুখোশ উন্মোচন হয়ে যেত।

দ্বিতীয় হাদিস :

প্রথম বর্ণনা : ইমাম ইবনে মাযাহ ( )সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ

-"হযরত আয়েশা ( ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ( ) বলেছেন, নামাযের মধ্যে কারও যদি বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে বা মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বের হয় কিংবা মযী নির্গত হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায় এবং ওযূ করে। এরপর পূর্ববর্তী নামাযের উপর ভিত্তি করে নামায আদায় করে। আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না।"[১০৯১]

মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেন-"বর্ণনাটি যঈফ। উক্ত হাদীসের সনদে (বিখ্যাত শাম দেশের মুহাদ্দিস) 'ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ' নামে একজন রাবী আছে, সে যঈফ। সে হিজাযের দুই ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু তারা যঈফ।"

আপত্তির নিষ্পত্তি:

তিনি এখানে একাধিক মিথ্যা দাবী করেছেন। প্রথমত. রাবী ইসমাঈল সিকাহ রাবী; তাকে তিনি আসমাউর রিজালের উক্তিতি ছাড়াই তাকে যঈফ বলেছেন যা এক প্রকারের ধোঁকাবাজির নামান্তর। দ্বিতীয়ত. তিনি দাবী করেছেন যে, উক্ত রাবী নাকি তার দুই হিজাযের উস্তাদ থেকে এই হাদিস শুনেছেন। নাউযুবিল্লাহ। মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত; পাঠকবর্গ! দেখুন আমি সুনানে ইবনে মাযাহ এর সম্পূর্ণ সনদটি উল্লেখ করেছি দেখুন এই সনদে হেজাযের রাবী বলতে কেউ আছে কী? আপনারাই বলুন মিথ্যাবাদীকে আমরা কি বলবো।

১০৯১ . ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, হা/১২২১, সুনানে দারাকুতনী, ১/২৮০পৃ. হা/৫৬৩

এ সনদের অন্যতম রাবী ইসমাঈলের জীবনীর শুরুতেই ইমাম যাহাবী ( ) লিখেছেন-

الحَافِظُ، الإِمَامُ، مُحَدِّثُ الشَّامِ

"তিনি হাফেজুল হাদিস, হাদিসের ইমাম, শাম দেশের মুহাদ্দিস ছিলেন।"[১০৯২]

ইমাম যাহাবী ( ) আরও উল্লেখ করেন-

وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، صَادِقَ اللَّهْجَةِ، مَتِيْنَ الدِّيَانَةِ، صَاحِبَ سُنَّةٍ

"তিনি ছিলেন ইলমের সমুদ্র, সত্যবাদী, সুদৃঢ় দ্বীনদার, সুন্নাহের সাথী তথা মুহাদ্দিস ছিলেন।"[১০৯৩]

তিনি আরও উল্লেখ করেন-

قَالَ يَعْقُوْبُ بنُ شَيْبَةَ: إِسْمَاعِيْلُ ثِقَةٌ عِنْدَ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ

"ইয়াকুব ইবনু আবি শায়বাহ ( ) বলেন, ইমাম ইবনে মাঈন ( ) এর নিকট ইসমাঈল ( ) সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১০৯৪]

তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيْثِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ عَيَّاشٍ، فَقَالَ: لَيِّنٌ، يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ

"ইমাম আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতেম ( ) বলেন, আমি ইসমাঈল ইবনে আবি আইয়াশ সম্পর্কে আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তিনি কিছুটা নরম প্রকৃতির; তবে আমরা তাঁর হাদিস লিপিবদ্ধ করি।"[১০৯৫] ইমাম ইবনে আদি ( ) তাঁর কামিলে লিখেন-

حَدَّثَنَا مُحمد بن علي بن إسماعيل، حَدَّثَنا عثمان بْنُ سَعِيد الدَّارِمِيُّ، قالَ: قُلتُ لِيَحيى بْنِ مَعِين: إسماعيل بن عياش كيف هو عندك؟ قال أرجو ان لا يكون به بأس

"উসমান দারেমী ( ) বলেন, আমি ইবনে মাঈন ( ) কে ইসমালের হাদিস তাঁর নিকট কেমন জিজ্ঞাস করলাম ফলে তিনি বলেন, আমি আশাবাদী তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১০৯৬] ইমাম যাহাবী ( ) উল্লেখ করেন-

وقال عباس عن يحيى: ثقة.

"ইমাম আব্বাস ( ) তিনি ইমাম ইবনে মাঈন ( ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন সে সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১০৯৭] ইমাম ইবনে শাহীন ( ) অন্য বর্ণনা উল্লেখ করেন-

১০৯২ . ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৮/৩১২পৃ. ক্রমিক. ৮৩ এবং তাযকিরাতুল হুফফায, ১/২০৩পৃ.

১০৯৩ . ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৮/৩১৩পৃ. ক্রমিক. ৮৩

১০৯৪ . ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৮/৩১৯পৃ. ক্রমিক. ৮৩, ইমাম ইবনে শাহীন, তারিখু আসমাইছ ছিকাত, ১/২৭ পৃ. ক্রমিক. ৯

১০৯৫ . ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৮/৩১৯পৃ. ক্রমিক. ৮৩

১০৯৬ . ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ১/৪৭১পৃ. ক্রমিক. ১১০

Scanned by C

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَيْسَ بِهِ بَأْس

-"তার থেকে অন্য বর্ণনা রয়েছে যে তিনি বলেছেন যে ইসমাঈলের হাদিস গ্রহণ করার কোন অসুবিধা নেই।"[১০৯৮] তিনি আরও লিখেন-

قال الفسوي: وهو ثقة عدل

-"ফাসভী বলেন, ...তিনি সিকাহ ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন।"[১০৯৯] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال الهيثم بن خارجة: سمعت يزيد بن هارون يقول: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش

-"সিহাহ সিত্তার রাবী ইমাম ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রহ.) বলেন, আমি ইসমাঈল (রহ.) হতে বড় কোন হাফেজুল হাদিসকে দেখিনি।"[১১০০] ইমাম যাহাবী (রহ.) তার একটি সনদ উল্লেখ করে তিনি লিখেন- هذا حسن قوى الإسناد -"এই হাদিসটির সনদ হাসান ও খুবই শক্তিশালী।"[১১০১]

ইমাম যাহাবী (রহ.) উদাহারণ স্বরূপ তাঁর একটি হাদিস সংকলন করে শেষে মন্তব্য দেন- هَذَا إِسْنَادٌ قَوِيٌّ -"এই সনদটি খুবই শক্তিশালী।"[১১০২] আল্লামা মুগলতাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন-

وقال ابن خلفون في «الثقات»: إسماعيل عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين.

-"ইমাম ইবনে খালফুন (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। ইসমাঈল (রহ.) আমাদের কাছে তৃতীয় তবকার মুহাদ্দিস।"[১১০৩] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন-

وذكره ابن شاهين في جملة «الثقات»

-"ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.) তাকে সিকাহ বলে অভিহিত করেছেন।"[১১০৪] আরও উল্লেখ করেন-

وفي «تاريخ» ابن سعيد الطراز عن يحيى: ثقة

-"ইমাম শাহীন (রহ.) তার তারিখে ইবনে সাঈদ (রহ.) থেকে তিনি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সে সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১১০৫] ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.) বলেন-

وَقَالَ احْمَد بن حَنْبَل كَانَ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش صَاحب حَدِيث .

১০৯৭. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৪১পৃ. ক্রমিক. ৯২৩
১০৯৮. ইমাম ইবনে শাহীন, তারিখু আসমাউ সিকাত, ১/২৭ পৃ. ক্রমিক. ৯
১০৯৯. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৪১পৃ. ক্রমিক. ৯২৩
১১০০. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৪১পৃ. ক্রমিক. ৯২৩
১১০১. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৪১পৃ. ক্রমিক. ৯২৩
১১০২. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৮/৩২৩পৃ. ক্রমিক. ৮৩
১১০৩. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/১৯৮পৃ. ক্রমিক. ৫১২
১১০৪. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/১৯৮পৃ. ক্রমিক. ৫১২, ইমাম ইবনে শাহীন, তারিখু আসমাউ সিকাত, ১/৪৯ পৃ. ক্রমিক. ১৩৯
১১০৫. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/১৯৮পৃ. ক্রমিক. ৫১২

ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, ইসমাঈল মুহাদ্দিস ছিলেন।"[১১০৬] তাই প্রমাণিত হল ...রাবী ছাড়াও এই হাদিসটি বর্ণিত আছে।

...হাদিস:

...দারাকুতনী (রহ.) সংকলন করেন-

سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَلْسُ حَدَثٌ

-সাওয়ার ইবনু মুস'আব (রহ.) তিনি যায়েদ ইবনে আলী (রহ.) হতে তিনি তাঁর ...হতে তিনি তাঁর দাদা হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, বমি ...করে।"[১১০৭]

...পর্যালোচনা: মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"বর্ণনাটি নিতান্ত ...এর সনদে সাওর নামক রাবী রয়েছেন।" আমি বলি সাওর ইবনু মুসআব ...অবশ্যই দুর্বল। কেননা ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেছেন- وقال البزار: لين الحديث. -"ইমাম বাযযার (রহ.) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় ...নরম প্রকৃতির।"[১১০৮] যেমন তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

-ইমাম আবু আহমাদ আল-হাকেম (রহ.) বলেন, তিনি আমাদের নিকট শক্তিশালী কোন রাবী নন।"[১১০৯] তার হাদিসের শাওয়াহেদ হিসেবে উপরের ...সমূহ থাকায় এটিও 'হাসান' বলে পরিগণিত।

...হাদিস:

...বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ

-হযরত আলী (রা.) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সঙ্গম করল অথবা নাক থেকে রক্ত ...অথবা বমি করল তাহলে সে যেন ফিরে যায় ও নাকে আঙ্গুল দিয়ে পরিস্কার করে ...অজু করে।"[১১১০] এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

...৬. ইমাম ইবনে শাহীন, তারিখু আসমাউ সিকাত, ১/২৭ পৃ. ক্রমিক. ৯ এবং ১/৪৯ পৃ. ক্রমিক. ১৩৯
...৭. ইমাম দারাকুতনী, সুনানে দারাকুতনী, ১/২৮৩পৃ. হা/৫৭৪, ইমাম বায়হাকী, আল-মারিফাতুল সুনানি ...আসার, ইমাম যায়লায়ী, নাসবুর রায়্যাহ, ১/৪৩পৃ. শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ২/২৯১পৃ. ...৬, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া ফি তাখরিজু আহাদিসু হিদায়া, ১/৩২পৃ. হা/২৩ এবং ...মুল মাযাহর, ৪/৩০৭পৃ. হা/৪৩০১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৯/৩৩১পৃ. হা/২৬২৭৯, ইমাম ...কাশ্মিরিক তাহকীক, ১/৬৫পৃ.
...৮. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৪/২১৬পৃ. ক্রমিক. ৩৭৩৬
...৯. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৪/২১৬পৃ. ক্রমিক. ৩৭৩৬
১১১০. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক, ...

Scanned by C

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ -"ইমাম আব্দুর রাযযাক তার মুছান্নাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আর ইহার সনদ হাসান।"[১১১১]

বিষয় নং ৬: ওযূ থাকা সত্ত্বেও ওযূ করা প্রসঙ্গ:

মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ক হাদিসকে অত্যন্ত যঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৯১-৪৯২ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

বিষয় নং ৭: মুসল্লীর ওযূতে ত্রুটি থাকলে ইমামের কিরাতে ভুল হয়:

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় নিম্নের এই সহীহ হাদিসটিকে যঈফ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَبِيبٍ أَبِي رَوْحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَرَأَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ، فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী শাবীব ইবনে রাওহ (রহঃ) তিনি আল্লাহর রাসূলের এক সাহাবী হতে শুনেছেন, রাসূল (ছাঃ) একদা ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং সূরা রূম পড়লেন। কিন্তু পড়ার মাঝে কিছু গোলমাল হল। নামায শেষে তিনি বললেন, তাদের কী হয়েছে যে, যারা আমাদের সাথে নামায আদায় করে অথচ উত্তমরূপে ওযূ করে না। এরাই আমাদের কুরআন তেলাওয়াতে গোলযোগ সৃষ্টি করে।"[১১১২]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসটি সহীহ। মুহসিন তার এই গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- **"হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল মালেক বিন উমাইর নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।"**

আপত্তির নিষ্পত্তি:

এই হাদিসটি সহীহ। আলবানী এই হাদিসটিকে যঈফ বলায় মুহসিন অন্ধভাবে তাকে অনুসরণ করায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাবী 'আব্দুল মালেক বিন উমাইর' সিকাহ সিকার রাবী।[১১১৩] বুঝা গেল মুহসিন সাহেব যে আসমাউর রিজালে জাহেল। ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قَالَ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الحَدِيْثِ

১১১১. ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিছুল হাবির, ১ম খণ্ড, ৬৫৫ পৃ:
১১১২. ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ২/১৫৬পৃ. হা/৯৪৭ এবং আস-সুনানিল কোবরা, ১/৪৮৮পৃ. হা/১০২১, ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১১৬পৃ. হা/২৭২৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৯৭পৃ. হা/২৯...
১১১৩. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৫/৪৩৮পৃ. ক্রমিক. ১৯৫

ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্য ইমামরা বলেন, তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন।"[১১১৪] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১১১৫] ইমাম ইজলী (রহঃ) বলেন- كوفي تابعي ثقة -"তিনি কুফার অধিবাসী, তাবেয়ী, সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন।"[১১১৬] তিনি আরও লিখেছেন- وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ -"তিনি হাদিস বর্ণনায় একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন।"[১১১৭] আল্লামা মুগালতাঈ (রহঃ) বলেন-

قال المنتجيلي: كوفي تابعي ثقة.

ইমাম মুনতাজীলী (রহঃ) বলেন, তিনি কুফার অধিবাসী, তাবেয়ী, সিকাহ ছিলেন।"[১১১৮] তিনি আরও উল্লেখ করেন- ذكره ابن خلفون في كتاب " الثقات -"ইমাম ইবনে খলফুন (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।"[১১১৯] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال ابن نمير: كان ثقة متقنا للحديث

ইমাম ইবনে নুমাইর (রহঃ) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, হাদিসের বিষয়ে দৃঢ় ব্যক্তি (হাদিসের বিষয়ে দক্ষ) ছিলেন।"[১১২০] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

أبو جعفر السبتي: كوفي ثقة، وقال ابن البرقي عن ابن معين: ثقة

আবু জা'ফর সুবাতী বলেন, তিনি কুফীর অধিবাসী, সিকাহ এবং ইবনে বারকী (রহঃ) তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন, সে সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১১২১] তাই এই হাদিস সহীহ হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মুহসিন একজন সিকাহ রাবীকে যঈফ বলে মিথ্যাচার করেছেন। মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লা'নত।

বিষয় নং ৮: ওযূর পড়ে সূরা ক্বদর পড়া হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা:

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"ওযূর পর সূরা ক্বদর পড়া যাবে না। উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল।"

ইমাম দায়লামী (রহঃ) ও ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) আরও অনেকে সংকলন করেন হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন-

১১১৪. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামুন নুবালা, ৫/৪৩৯পৃ. ক্রমিক. ১৯৫
১১১৫. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৫/১১৬পৃ. ক্রমিক. ৪১২২
১১১৬. ইমাম ইজলী, তারিখুস-সিকাত, ২/১০৪পৃ. ক্রমিক. ১১৩৮
১১১৭. ইমাম ইজলী, তারিখুস-সিকাত, ২/১০৪পৃ. ক্রমিক. ১১৩৮
১১১৮. আল্লামা মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/৩২৯পৃ. ক্রমিক. ৩৩৫৫
১১১৯. আল্লামা মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/৩৩১পৃ. ক্রমিক. ৩৩৫৫
১১২০. আল্লামা মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/৩৩১পৃ. ক্রমিক. ৩৩৫৫
১১২১. আল্লামা মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/৩৩২পৃ. ক্রমিক. ৩৩৫৫

Scanned by C

رَوَاهُ الديلمي فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عبيدة، عَنِ الحسن، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ فِي أَثَرِ وُضُوئِهِ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: ١] مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ، وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِي دِيوَانِ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا حَشَرَهُ اللهُ مَحْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ»

-"যে ব্যক্তি তার ওযূর পর 'ইন্না আনযালনা-হু ফী লায়লাতিল ক্বাদরি' অর্থাৎ সূরা কদর একবার পড়বে সে সত্যবাদীদের অর্ন্তভুক্ত হবে, যে দুই বার পাঠ করবে তার নাম শহীদদের দফতরে লিখা হবে এবং যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ তাকে নবীদের সাথে হাশর-নাশর করাবেন।"[1122]

পর্যালোচনা :

এই হাদিসটি একজন রাবী মাজহুল হওয়ার কারণে কিছুটা যঈফ; তবে এর উপর আমল করা যাবে। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠায় উপরের হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেছেন- "**বর্ণনাটি জাল এর কোন সনদ নেই। (তার এই কথার ভিত্তি স্বরূপ উল্লেখ করেছেন আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ, হা/১৪৪৯ ও ১৫২৭)।**"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি যে মূল ইবারতটি উল্লেখ করেছি তা ইমাম সুয়ূতির ফাতওয়ার কিতাব থেকে। তিনি দেখুন এই হাদিসের মূল সনদ উল্লেখ করেছেন; অথচ মুহসিন সাহেব কেমন মিথ্যাচার করলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল আলবানী পর্যন্ত বলেননি এটির কোন সনদ নেই। অথচ আলবানী এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন-

رواه الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي عبيدة عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعا. وأبو عبيدة مجهول. كذا في الحاوي للفتاوي للسيوطي (٢ / ٦١)

-"ইমাম দায়লামী তার মুসনাদিল ফিরদাউস গ্রন্থে আবু উবায়দা থেকে তিনি হাসান বসরী (রহ.) থেকে তিনি হযরত আনাস (রা.) হতে মারফু সূত্রে সংকলন করেন। এই সনদে আবু উবায়দা রাবী হিসেবে মজহুল যেমনটি ইমাম সুয়ূতি তার হাভীলিল ফাতওয়ায় বলেছেন।"[1123] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! প্রমাণিত হয়ে গেল যে মুহসিন সাহেব মিথ্যুক এবং আলবানীর নামেও মিথ্যাচারকারী। মূল কথা হল যে সনদে যদি একজন রাবী মাজহুল হয় সেই সনদটি কী জাল হবে? এটি কোন মুহাদ্দিসদের নীতিমালা? ইমাম সুয়ূতি (রহ.) হাদিসটিকে জাল বলেননি; কিন্তু আলবানী সুয়ূতির কথা নকল করার পরেও এসে জাল ফাতওয়া দিয়ে দিলেন। তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী, মহা ওলী হযরত

১১২২. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৯/২৯৯পৃ. হা/২৬০৯০, ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, দরবেশহুত, আসনাউল মাত্বালিব, ১/২৮১পৃ. হা/১৪৫৪, ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ যঈফাহ, ৪/৩৫পৃ. হা/১৫২৭, ইমাম সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ২১/২৬১পৃ. হা/২৩৪৫০, আল্লামা নুরুদ্দীন হিরাভী, সহিহুল বিহারী, ১/৩৩৬পৃ. হা/৪০৮
১১২৩. ইমাম সুয়ূতি, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, দরবেশ হুত, আসনাউল মাত্বালিব, ১/২৮১পৃ. হা/১৪৫৪, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ যঈফাহ, ৪/৩৫পৃ. হা/১৫২৭

হাসান বসরী (রহ.) এর ন্যায় সিহাহ সিত্তার রাবীকে যঈফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[1124] অথচ আহলে হাদিসদের সমর্থিত আলেম দরবেশ হুত লিখেন-

رَوَاهُ الديلمي قَالَ السُّيُوطِيّ: فِي سَنَدِه أَبُو عُبَيْدَة مَجْهُول.

"ইমাম দায়লামী (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতি (রহ.) বলেন, এই সনদে আবু উবায়দা নামক রাবী মাজহুল বা অজ্ঞাত পরিচায়ক।"[1125] তাই এই সনদের উপর আমল করতে কোন অসুবিধা নেই। আরেক জাহেল আহলে হাদিস ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন- "ওযূর পরে সূরা কদর পড়ার ফজিলত সম্বলিত যে হাদিসটি প্রচলিত তা জাল।" কিন্তু এই আহলে হাদিস ভাই তার কথার ভিত্তি কী তিনি তা কিছুই উল্লেখ করেননি। তাই প্রমাণিত হল সনদটি রাবী মাজহুলের কারণে কিছুটা দুর্বলতা বিদ্যমান; না হয় অন্য কোন জাল নয়। তাই এর উপর আমল করা বৈধ।

হাদিস নং. ৯ : ওযূর পর আয়াতুল কুরসী পড়া প্রসঙ্গঃ

ইমাম দায়লামী (রহ.) সহ আরও অনেকে সংকলন করেন যে হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَلَى أَثَرِ وُضُوئِهِ أَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَ أَرْبَعِينَ عَامًا وَرَفَعَ لَهُ أَرْبَعِينَ دَرَجَةً وَزَوَّجَهُ أَرْبَعِينَ حوراء

"যে ব্যক্তি ওযূর পরে আয়াতুল কুরসী পড়বে আল্লাহ তাকে ৪০ বছরের নফল বন্দীগীর সওয়াব দিবেন, ৪০ টি মর্যাদা বুলন্দ করবেন এবং জান্নাতে ৪০ টি হুর দান করবেন।"[1126]

সনদ পর্যালোচনা:

এই হাদিসটি কিছুটা যঈফ যা ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য; কিন্তু জাল নয়। কেউ বলতে পারেন যে আল্লামা তাহের পাটনী (রহ.) বলেন-

فِيهِ مُقَاتِل بن سُلَيْمَان كَذَّاب

"এই সনদে মাকাতিল ইবনে সুলায়মান (ওফাত. ১৫০হি.) রয়েছেন আর সে মিথ্যুক।"[1127] আমি বলবো ইমাম ওয়াকী (রহ.) তাকে একক মিথ্যাবাদী বলেছেন। আর একজনের অভিমত দিয়ে আসমাউর রিজালের সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।[1128] ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন- كَبِيْرُ الْمُفَسِّرِيْنَ -"তিনি অনেক বড় মুফাসসির ছিলেন।"[1129] ইমাম আদি (রহ.) উল্লেখ করেন-

১১২৪. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ যঈফাহ, ৩/৬৪৬পৃ. হা/১৪৪৯, এবং ৪/৩৫পৃ. হা/১৫২৭
১১২৫. দরবেশ হুত, আসনাউল মাত্বালিব, ১/২৮১পৃ. হা/১৪৫৪
১১২৬. ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৯/৪৬৫পৃ. হা/২৬৯৮৯, আল্লামা তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওযুআত, ৭৯পৃ., নুরুদ্দীন ইবনে ইরাকী, তানযিহুশ শারীয়াহ, ১/২৯৮পৃ. হা/৩৯,
১১২৭. আল্লামা তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওযুআত, ৭৯পৃ.
১১২৮. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২০১পৃ. ক্রমিক. ৭৯
১১২৯. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২০১পৃ. ক্রমিক. ৭৯, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১১/৩৪২পৃ. ক্রমিক. ৪৭২৩

Scanned by C

قَالَ نُعَيْم سَمِعْتُ بَقِيَّةَ يَقُولُ كَانَ مقاتل يذكر عند شُعْبَةَ فما رأيته يَقُول فيه إلاَّ خيرا.

-"নুআইম বলেন, আমি বাকিয়্যাহ কে বলতে শুনেছি, মুকাতিলের আলোচনা ইমাম শু'বার কাছে হলে তিনি তাকে ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলতে শুনিনি।"১১৩০

তবে হাদিসে তার সমালোচনা রয়েছে। তার হাদিসে সমালোচনা থাকার কারণ হল যে তিনি বর্তমান সালাফীদের মত আল্লাহকে আরশে সমাসীন মনে করতেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مدرك: سَمِعْتُ مَكِّيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: كَانَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ.

-"শায়খ উমর ইবনে মুদরাক (রহ.) বলেন, আমি ইবরাহিম মক্কী (রহ.) কে বলতে শুনেছি, মুকাতিল ইবনে সুলাইমান মানুষদেরকে বলতো যে আল্লাহ তা'য়ালা আরশের উপরে।"১১৩১ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে উক্ত রাবীর বিষয়ে একটি বক্তব্য রয়েছে।১১৩২ তাই তার হাদিস গ্রহণের বিষয়ে সকল আপত্তি হল তার বদ আকিদা পোষণের কারণে। তবে অন্য বিষয় সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَك: مَا أحسن تفسيره لو كَانَ ثقة.

-"ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) বলেন, তিনি তাফসিরে সুন্দর ব্যাখ্যা দানকারী যদি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"১১৩৩ ইমাম মুগালতাঈ (রহ.) বলেন-

والشافعي أشار إلى أن تفسيره صالح.

-"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তার তাফসিরে তিনি সৎ ব্যক্তি ছিলেন বলে ইশারা করেছেন।"১১৩৪ তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وفي تاريخ نيسابور: ولد ببلخ، ونشأ بخراسان، وسكن البصرة، وسكن على كبر السن خراسان.

-"ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) তিনি তার তারীখে নিশাপুরীতে লিখেন, তিনি বলখে জন্ম গ্রহণ করেন, খুরাসানে প্রসিদ্ধতা লাভ করেন, বসরায় অবস্থান করেন, তিনি খুরাসানের মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন।"১১৩৫ তবে তিনি হাদিসে যঈফ এবং তার হাদিসের উপরে ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণ করা যাবে। কেননা ইমাম দারাকুতনী, আবু আহমাদ হাকেম, ইবনে খুজায়মা (রহ.)সহ আরও অনেকে বলেছেন- ضعيف الحديث "তিনি হাদিসে দুর্বল।"১১৩৬

১১৩০. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৮/১৮৭পৃ.
১১৩১. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/২৩২পৃ. ক্রমিক. ৩৮০
১১৩২. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/২৩২পৃ. ক্রমিক. ৩৮০
১১৩৩. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/২৩২পৃ. ক্রমিক. ৩৮০, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৮/৪৩৭পৃ.
১১৩৪. ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১১/৩৪২পৃ. ক্রমিক. ৪৭২৩
১১৩৫. ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১১/৩৪২পৃ. ক্রমিক. ৪৭২৩
১১৩৬. ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১১/৩৪২পৃ. ক্রমিক. ৪৭২৩

সপ্তম অধ্যায়
আযান ও ইকামাত

আযানের পূর্বে কোন কিছু বলা প্রসঙ্গ :

আপত্তি নং ১ : আকরাম বিন মুহসিন সাহেব তার 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সালাত' গ্রন্থের ১৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন-"আযান দেওয়ার পূর্বে কোন কিছু বলা বা দুআ পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।"

আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব :

আকরাম সাহেবের ইলমের দৌড়তো আমাদের বহু আগে থেকেই জানা রয়েছে। আযানের পূর্বে দুরূদ-সালাম, বিভিন্ন দোয়া পড়া ইসলামের প্রথম সাহাবী মুয়াযযিন হযরত বিলাল (রা.)-এর সুন্নাত। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) একটি হাদিসে পাক বর্ণনা করেন-

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ

হযরত উরওয়াহ বিন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা সাহাবী থেকে, তিনি বলেন, মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ঘর সমূহের মধ্যে আমার বাড়ি ছিল সুউচ্চ। হযরত বিলাল (রা.) সেখানে উঠে ফজরের আযান দিতেন। তিনি সাহরীর শেষ সময়ে এসে ঐ ছাদের উপরে বসে সুবহে সাদেকের অপেক্ষা করতেন। অতঃপর ফজর হয়েছে দেখার পর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং বলতেন- اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ "ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার প্রসংশা করি এবং আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এজন্য যে, আপনি কোরাইশদেরকে দীন ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন।" রাবী বলেন, অতঃপর হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আযান দিতেন। রাবী আরো বলেন, আল্লাহর শপথ! বিলাল (রা.) এ দোয়া কোন রাতে বাদ দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই।"১১৩৭ যারা বলেন আযানের পূর্বে কিছু বলা নিষেধ উক্ত হাদিস দ্বারা তাদের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল।

সনদ পর্যালোচনা: আল্লামা যায়লাঈ (রহ.) বলেন-

قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: وَالصَّحِيحُ

১১৩৭. ইমাম আবু দাউদ : আস সুনান : বাবুল আযান : ১/৭৭পৃ. হাদিস/৫১৯, ইমাম বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা : বাবুল আযান কিল বিনায়াহ : ১/৪২৫পৃ. হাদিস/১৮৪৬, মাকতাবায়ে দারুল বায, মক্কাতুল মুকাররামা সৌদি।

Scanned by C

-"শায়খ আব্দুল হক (رحمه الله) বলেন, এই হাদিসটি সহীহ।"[১১৩৮] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) বলেন- إسناده حسن -"এই সনদটি হাসান।"[১১৩৯] এ হাদিসটিকে আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানীও 'হাসান' বলেছেন।[১১৪০] আযান ও ইকামাতের পূর্বে সালাতু-সালাম পড়ার বৈধতা প্রসঙ্গে আমি আমার লিখিত 'ফাতওয়ায়ে আহলে সুন্নাত' গ্রন্থের ৪৬-৫৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি পাঠকবৃন্দের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

বিষয় নং.২ ঃ যে আযান দিবে সেই ইকামত দিবে প্রসঙ্গ :

হানাফী মাযহাবের যে আযান দিবে সেই ইকামত দেওয়া মুস্তাহাব। এই মাসয়ালার বিরোধীতা করে আহলে হাদিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার সিলসিলাতুল..যঈফাহ গ্রন্থে লিখেন- لا أصل له -"এই বিষয়ক হাদিসের কোন ভিত্তি নেই।"[১১৪১] অথচ এই হাদিসটির একাধিক সনদ রয়েছে।

প্রথম সনদ ঃ ইমাম তিরমিজী (رحمه الله)সহ এক জামাত হাদিসের ইমাম সংকলন করেছেন-

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ.

-"সাহাবী হযরত যিয়াদ বিন হারেস সুদায়ী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফজর নামাযের আযানের জন্য আদেশ করেন, অতঃপর আমি আযান দেই। অতঃপর হযরত বেলাল (رضي الله عنه) আযান দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমার ভাই ছুদাঈ আযান দিয়েছে; আর যে আযান দেবে সে ইকামত দিবে।"[১১৪২]

তবে এই হাদিসটি ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) এই সনদ ধারাই বর্ণনা করেছেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ

১১৩৮. যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ১/২৮৭পৃ.

১১৩৯. আসকালানী, দিরায়া ফি তাখরীজে হিদায়া, ১/১২০পৃ.

১১৪০. আলবানী, সহিহুল সুনানে আবি দাউদ, হাদিস/৫১৯

১১৪১. আলবানী, সিলসিলাতুল..যঈফাহ, ১/১০৮পৃ. হা/৩৫

১১৪২ .ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ১/২৭৩পৃ.,পরিচ্ছেদ, যে আযান দিবে সে ইকামত দিবে, হা/১৯৯, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৯/৮০পৃ. হা/১৭৫৩৮, ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ১/২৩৭পৃ. হা/৭১৭, ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৭৫পৃ. হা/১৮৩৩

...ইমাম আব্দুর রায্যাক তিনি সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) থেকে তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু যিয়াদ থেকে তিনি যিয়াদ বিন নুয়াইম থেকে তিনি সাহাবী যিয়াদ বিন হারেস (রা.) হতে।"[১১৪৩]

...হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি :

...আলবানী দাবী করেছেন যে এই সনদটি যঈফ যা আমলযোগ্য নয়।[১১৪৪] আমাদের ...দের দাবি হল আপনাদের কথা মত মোস্তাহাব প্রমাণের জন্য যঈফ হাদিসই ...।[১১৪৫] কেননা আমাদের মাযহাব হল যে আযান দেবে সে ইকামত দেওয়া ...হাব। এমনকি মোবারকপুরী লিখেছেন-

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ كَانَ يُقَالُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

...ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) বলেন, যে আযান দিবে সেই ইকামত দিবে।"[১১৪৬] ...ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) আরও লিখেছেন-

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العلم أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

...এই অধিকাংশ আহলে ইলম (ইলমে ফিকহ ও হাদিসে অভিজ্ঞ ব্যক্তি) ব্যক্তিদের ...ল।"[১১৪৭]

...দের আরেকটি দাবি রাবী 'আব্দুর রাহমান ইবনু যিয়াদ' হাদিস বর্ণনায় দুর্বল। ...লবো, এই রাবীর হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের। ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) এই রাবী ...র্কে ইমাম বুখারীর অভিমত লিখেছেন- هُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ -"তার হাদিস সহীহ এর ...কটবর্তী।"[১১৪৮] ইমাম যায়লাঈ (رحمه الله) বলেন-

قُلْنَا: قَدْ قَوَّى أَمْرَهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

...আমরা বলি, ইমাম বুখারী (رحمه الله) এর আদেশে এটি শক্তিশালী প্রমাণ করে; কেননা ...তিনি বলেন তার হাদিস সহীহ এর নিকটবর্তী।"[১১৪৯] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

قَالَ وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

...আমি (এই হাদিসের বিষয়ে) ইমাম বুখারী (رحمه الله) অভিমত শক্তিশালী পেয়েছি; ...কেননা তিনি এই রাবীর বিষয়ে বলেছেন তার হাদিস সহীহ এর নিকটবর্তী।"[১১৫০]

১১৪৩. ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ১/২৭৩পৃ.,পরিচ্ছেদ, যে আযান দিবে সে ইকামত দিবে, হা/১৯৯, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৯/৮০পৃ. হা/১৭৫৩৮, ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ১/২৩৭পৃ. হা/৭১৭, ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৭৫পৃ. হা/১৮৩৩

১১৪৪. আলবানী, সিল..যঈফাহ, ১/১০৮পৃ. হা/৩৫

১১৪৫. এ বিষয়ে বিস্তারিত এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের যঈফ হাদিসের হুকুমের আলোচনা দেখুন।

১১৪৬. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ১/৫০৯পৃ.হা/১৯৯

১১৪৭. ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ১/২৭৩পৃ.,পরিচ্ছেদ, যে আযান দিবে সে ইকামত দিবে, হা/১৯৯

১১৪৮. ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ১/২৭৩পৃ.,পরিচ্ছেদ, যে আযান দিবে সে ইকামত দিবে, হা/১৯৯

১১৪৯. ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ১/২৮৯পৃ.

১১৫০. ইমাম আসকালানী, তালখিসুল হাবীর, ১/৫১৬পৃ. হা/৩০৮

Scanned by C

এমনটি আল্লামা আব্দুল হাদী হাম্বলী (রহ.)[১১৫১], ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.)[১১৫২] এমনটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) উক্ত রাবীর জীবনীতে লিখেন-

الإمَامُ الْقُدْوَةُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ أَبُو أَيُّوْبَ الشَّعْبَانِيُّ الإِفْرِيْقِيُّ، قَاضِي إِفْرِيْقِيَّةَ وَعَالِمُهَا وَمُحَدِّثُهَا، عَلَى سُوْءٍ فِي حِفْظِهِ

-"তিনি ছিলেন মহান হাদিসের ইমাম, অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি, শায়খুল ইসলাম, তিনি ইফরিকীর কাযি, বিজ্ঞ আলেম এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। তবে তার স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি ছিল বলে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন।"[১১৫৩] ইমাম মিয্যী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

وَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

-"মুহাদ্দিস আব্বাস দুওরী ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১১৫৪] তিনি আরও উল্লেখ করেন যে মুহাদ্দিস ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ (রহ.) বলেন-

وَهُوَ ثِقَةٌ صَدُوقٌ، رَجُلٌ صَالِحٌ

-"তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, সৎ ব্যক্তি ছিলেন।"[১১৫৫] ইমাম মিয্যী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وَقَالَ يعقوب بن سفيان : لا بأس بِهِ

-"মুহাদ্দিস ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (রহ.) বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১১৫৬] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وَقَالَ أبو داود : قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم، قلت: صحيح الكتاب؟ . قال: نعم

-"ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, আমি আহমদ ইবনে সালেহ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম যে ইফরীকীর হাদিস কী হুজ্জাত? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাঁর পাণ্ডুলিপি কী বিশুদ্ধ? তিনি বলেন, হ্যাঁ।"[১১৫৭] ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওইয়্যাহ (রহ.) বলেন-

سَمِعْتُ يَحْيَى بن سَعِيد القطان يقول عبد الرحمن بن زياد ثقة.

-"আমি বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (রহ.) কে বলতে শুনেছি, আব্দুর রাহমান ইবনে যিয়াদ (রহ.) সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১১৫৮] ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন-

১১৫১ .ইমাম আব্দুল হাদী, তানকিহুল তাহকীক, ২/৬৫পৃ.
১১৫২ .ইমাম জাওযী, তাহকীক ফি মাসায়েলিল খিলাফ, ১/৩০৭পৃ. হা/৩৭০
১১৫৩ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪১১পৃ. ক্রমিক. ১৬৯
১১৫৪ .ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৭/১০৬পৃ. ক্রমিক. ৩৮১৭
১১৫৫ .ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৭/১০৬পৃ. ক্রমিক. ৩৮১৭
১১৫৬ .ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৭/১০৬পৃ. ক্রমিক. ৩৮১৭
১১৫৭ .ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৭/১০৬পৃ. ক্রমিক. ৩৮১৭

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ

-"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করি।"[১১৫৯] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال أحمد بن صالح: هُوَ ممن يُحتج به. وقال صالح جزرة: كان رجلا صالحا

-"ইমাম আহমদ ইবনে সালেহ বলেন, তার বর্ণনা দলিলযোগ্য, ইমাম সালেহ জাযরা বলেন, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি।"[১১৬০] ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১১৬১] বুঝা গেল এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

হাদিসটির দ্বিতীয় সনদ ঃ ইমাম তিরমিযি (রহ.) এই হাদিসটি সংকলন করে লিখেন-

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

-"এই বিষয়ে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে হাদিস বর্ণিত আছে।"[১১৬২] তাই বুঝা গেল এই হাদিসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ায় সনদ আরও শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে। এই হাদিসটির সনদ ইমাম উকায়লী (রহ.) ও ইমাম তাবরানী এবং ইমাম আবুশ শায়খ ইস্পাহানী (রহ.) সংকলন করেছেন। ইমাম উকায়লীর সনদটি হল-

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ الْغَنَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ السَّمَّاكُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

-"ইমাম উকায়লী (রহ.) তিনি ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) থেকে তিনি...যথাক্রমে তাবেয়ী আতা ইবনে রাবাহ (রহ.) হতে তিনি সাহাবী ইবনে উমর (রা.) হতে।"[১১৬৩] তারা এই হাদিসের মতনে শেষে রয়েছে নবীজী বলেছেন- 'إِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ - যে আযান দিবে সেই কেবল ইকামত দিবে।"[১১৬৪] এই হাদিসটির সনদ কিছুটা দুর্বল। ইমাম হায়ছামী (রহ.) এই সনদের রাবী তাবে-তাবেঈ 'সাঈদ বিন রাশেদ' কে দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছেন।[১১৬৫] আমার বক্তব্য দুটি সনদে বর্ণিত হওয়ায় বিষয়টি প্রমাণিত বলে প্রতীয়মান হয়; কেননা দুটি সনদের একটিতেও কোন মিথ্যাবাদী রাবী নেই।

১১৫৮ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/১১৫পৃ. ক্রমিক. ১৫৫
১১৫৯ .ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/৪৫৮পৃ. ক্রমিক. ১১০৪
১১৬০ .ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/৪৫৮পৃ. ক্রমিক. ১১০৪
১১৬১ .ইমাম ইবনে শাহীন, কিতাবুস সিকাত, ক্রমিক. ৮০৬
১১৬২ .ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ১/২৭৩পৃ., পরিচ্ছেদ, যে আযান দিবে সে ইকামত দিবে, হা/১৯৯
১১৬৩ .ইমাম উকায়লী, দুয়াফাউল কাবীর, ২/১০৫পৃ., ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/৪৩৫পৃ. হা/১৩৫৫০, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৪১০পৃ. হা/৪৪৩৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হা/২০৯৬৬, হায়ছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/৩পৃ. হা/১৯১২, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৩৫পৃ. ক্রমিক.৩১৯৯
১১৬৪ .ইমাম উকায়লী, দুয়াফাউল কাবীর, ২/১০৫পৃ.
১১৬৫ . হায়ছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/৩পৃ. হা/১৯১২

বিষয় নং৩ : ইকামতের বাক্য জোড়া জোড়া বলা প্রসঙ্গ:

মুবাক্কর বিন মুহসিন সাহেব তার 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় অনেক কষ্টে ইকামতের বাক্য দুইবার করে বলার পক্ষে একটি সহীহ হাদিস আছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন। তাই আমি এ বিষয়ে কয়েকটি হাদিসে পাক উল্লেখ করবো। ইকামতের বাক্য গুলো আযানের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' এর পরে 'ক্বাদ কামাতিছ ছালাত' ২ বার বলতে হবে। অতএব মোট ইকামতের বাক্য সংখ্যা হবে ১৭টি। ইহাই হানাফী মাজহাবের সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ আছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رَأَى فِي الْمَنَامِ الْأَذَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: عَلِّمْهُ بِلَالًا فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى

-"হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার কাছে নবী করিম (ﷺ) একাধিক সাহাবীগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) যখন স্বপ্নে আযান দেখে ছিলেন তখন নবী পাক (ﷺ) নিকট এসে ছিলেন ও তাঁকে জানালেন। অতঃপর প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন: তুমি ইহা বিলাল (রাঃ) কে শিখিয়ে দাও। তারপর বিলাল (রাঃ) দাঁড়ালেন ও আযানের বাক্য গুলো দুইবার করে আযান দিলেন এবং ইকামতের বাক্য গুলো দুইবার করে বললেন।"[১১৬৬]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিস উল্লেখ করার সময় ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) বলেন:-

روى بن أبي شيبة بسند رجاله رجال الصحيح - "ইবনে আবী শায়বাহ বর্ণনা করেছেন [illegible] সকলেই বিশুদ্ধ।"[১১৬৭]

সুনানে [illegible] শরীফের [illegible] হাদিসটিকে صَحِيحٌ 'সহীহ্' বলে উল্লেখ করেছেন।

এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম নিমাভী (রহঃ) বলেন: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।" (আছারুস সুনান, [illegible] পৃ:)।

এই হাদিস [illegible] আল্লামা ইবনে [illegible] (রহঃ) ও আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী [illegible]: قال في الإمام: رواته رجال الصحيح -"'আল্ ইমাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এই হাদিসের রাবীগণ সকলেই বিশুদ্ধ রাবী।"[১১৬৮]

১১৬৬. ছহীহ্ ইবনে [illegible], ১ম খণ্ড, [illegible] পৃ:; তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: হাদিস নং ১৯৪; বায়হাক্বী [illegible], ১ম খণ্ড, [illegible] পৃ:; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ১ম খণ্ড, ২০১ পৃ:; তাহাবী শরীফ, ১ম জি: হাদিস নং [illegible]; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃ:; মাআরিফুস সুনান, ২য় খণ্ড, ১৮৮ পৃ:; আছারুস সুনান, ৭০ পৃ:; শরহে ইবনে মাজাহ, ৩য় খণ্ড, ৮৫ পৃ:; ইমাম ইবনু আব্দিল বার, আল ইস্তেজকার, ১ম খণ্ড, [illegible] পৃ:।

১১৬৭. শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ লিস সিয়ূতী, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ:।

ইমাম তিরমিজি (রহঃ) এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন-

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

-"ইহা অধিক বিশুদ্ধ হাদিস।"[১১৬৯] এই হাদিস খানা হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) এর সূত্রে উল্লেখ করে আহলে হাদিস মোবারকপুরী উল্লেখ করেছেন-

قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

-"আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"[১১৭০]

এই হাদিসের সনদে কোন আপত্তিকর রাবী নেই, সুতরাং ইহা ছহীহ্ হাদিস। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) একজন বিশিষ্ট তাবেঈ এবং তাঁর সাথে ১২০ জন সাহাবীর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং সে বুখারী-মুসলীমের রাবী। বর্ণনাকারী 'আমর ইবনে মুররা, আ'মাশ, ইমাম ওয়াকী, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিছাপুরী' সকলেই বুখারী-মুসলীমের রাবী। এর আরেকজন রাবী 'আলী ইবনে শাইবাহ' সম্পর্কে খতিবে বাগদাদী (রহঃ) বলেন: أحاديث مستقيمة -"তার হাদিস সমূহ সুদৃঢ় বা মজবুত।"[১১৭১]

ইমাম শামছুদ্দিন ছাখাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন: قال مسلمة بن قاسم: صدوق - মাসলামাহ ইবনে কাশেম (রহঃ) বলেন: সে সত্যবাদী।"[১১৭২]

এই ছহীহ্ হাদিসের আলোকে প্রমাণিত হলো, আযান ও ইকামতের বাক্য গুলো দুইবার করে বলতে হবে।

এই হাদিস বিশিষ্ট তাবেঈ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এর বরাতে ও হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। যেমন:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

-"আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আযান ও ইকামত উভয় ক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ) যুগে বাক্য গুলো দুই-দুইবার করে বলা হত।"[১১৭৩]

১১৬৮. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃ:; মাআরিফুস সুনান, ২য় খণ্ড, ১৮৯ পৃ:; মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে মুসনাদে ইমামে আজম, ১ম খণ্ড, ৩৪৪ পৃ:।

১১৬৯. তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: হাদিস নং ১৯৪

১১৭০. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃ:; নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৭১ পৃ:।

১১৭১. তারিখে বাগদাদ, রাবী নং ৬২৮৫ এর ব্যাখ্যায়

১১৭২. ছিক্বাত মিম্মান লা ইয়াকায়া ফি কুতুবি ছিত্তাহ, রাবী নং ৮০২৭

১১৭৩. তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: হাদিস নং ১৯৪; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, ১ম খণ্ড, ১৯০ পৃ:; বায়হাক্বী: মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ২৬১১; সুনানে দারে কুতনী, ১ম খণ্ড, ৪৫১ পৃ:; উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৫ পৃ: [illegible]

Scanned by C

এই হাদিসের বর্ণনাকারী 'আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা, আমর ইবনে মুররা, উমর ইবনে খালেদ' সকলেই বুখারী-মুসলীমের রাবী। 'আবু সাঈদ আশায' হলে ছহীহ্ মুসলীমের রাবী ও ইমাম মুসলীম (রহঃ) এর উস্তাদ। এই হাদিসের রাবী 'ইবনে আবী লায়লা' এর মূল নাম হল مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা'। তার হাদিসের মর্যাদা 'হাছান'। কেননা তার ব্যাপারে ইমামদের সমালোচনাও রয়েছে আবার ভাল আলোচনাও রয়েছে। ইমামগণ তার বর্ণিত হাদিসকে 'হাসান' বলেছেন ও তাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। যেমন:-

وقال العجلي كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث وقال يعقوب بن سفيان ثقة عدل في حديثه بعض المقال

-"ইমাম আজলী (রহঃ) বলেন: সে ফকিহ্ ছাহেবে সুন্নাহ ছিল ও সত্যবাদী, তার হাদিস গ্রহণযোগ্য। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (রহঃ) বলেন: সে বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ন, তার কোন কোন হাদিস সমালোচিত।"[১১৭৪]

যেমন ইমাম হাকেম (রহঃ) তার বর্ণিত হাদিসকে সহীহ্ বলেছেন ও ইমাম যাহাবী (রহঃ) একমত পোষন করেছেন।[১১৭৫]

ইমাম তিরমিজি (রহঃ) তার বর্ণিত হাদিসকে 'হাসান' বলেছেন।[১১৭৬] (তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ১০০৫, ১৪৮৫)

ইমাম তিরমিজি (রহঃ) তার বর্ণিত হাদিসকে সহীহ্ বলেছেন।[১১৭৭] (তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ১৬২৯)

এরূপ আরেকটি রেওয়াত রয়েছে:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ

-"হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর মুয়াজ্জিন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) আযান ও ইকামতের বাক্য গুলো দু'বার করে বলতেন।"[১১৭৮]

এই রাবী 'আব্দুর রহমান ইবনে লায়লা, আমর ইবনে মুররা, আবু বকর' বুখারী-মুসলীমের রাবী। 'আলী ইবনে হাশেম' ছহীহ্ মুসলীমের রাবী। 'ইবনে আবী লায়লা' সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তার হাদিস হাসান অথবা সহীহ্। এই হাদিস প্রসঙ্গে আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন:

১১৭৪ . ইমাম ইবনে হাজার, তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫০৩
১১৭৫ . ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল মুস্তাদরাক, হাদিস নং ৪৩৩৮, ৮০১৮, ১৯৫৫, ২৮৮০
১১৭৬ .
১১৭৭ .
১১৭৮ . মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃ: হাদিস নং ২১০৯।

قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

-"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"[১১৭৯]

হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) কতজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে:

عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى الْأَنْصَارِيّ الْكُوفِي، كَانَ أَصْحَابه يعظمونه، كَانَ أَمِيرا، أدْرك مائَة وَعشْرين صحابيا.

-"ইবনে আবী লায়লা আনছারী কূফী (রহঃ) কে তার সঙ্গীরা খুবই তাজিম করত। আর তিনি ছিলেন তাদের আমীর। তার সাথে ১২০ জন সাহাবীকে সাক্ষাৎ হয়েছে।"[১১৮০]

এ কারণেই অন্য রেওয়াতে তিনি বলেছেন: أَخْبَرَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"আমার কাছে নবীজি (ﷺ) এর অসংখ্য সাহাবীগণ এই হাদিস বর্ণনা করেছেন।" (তিরমিজি শরীফ)।

উল্লেখ্য যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) ইন্তেকাল হয়েছেন হজরত উছমান (রাঃ) এর জামানায় এবং উসমান (রাঃ)'ই তাঁর জানাযা পড়েছিলেন। (আল ইছাবা, মায়ারিফুস সুনান)।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন:- وُلِدَ فِي وَسَطِ خِلَافَةِ عُمَرَ، -"আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা হজরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতের মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করেছেন।"[১১৮১]

ইমাম যাহাবী (রহঃ) অন্যত্র আরো বলেন:- وُلِدَ فِي: خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ. -"সে আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর খেলাফত আমলে জন্মগ্রহণ করেন অথবা এরও পূর্বে।"[১১৮২]

অন্যদিকে, وعبد الرحمن ادرك عهد عمر -"আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) হজরত উমর (রাঃ) এর জামানা দেখেছেন।"[১১৮৩]

সুতরাং আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) এর সাথে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) এর সাক্ষাৎ অসম্ভব কিছু নয়, যেহেতু তিনি হজরত উমর (রাঃ) এর জামানা পেয়েছেন, আর আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন হজরত উছমান (রাঃ) এর জামানায়। وصلى عَلَيْهِ عُثْمَان -"উছমান (রাঃ) তার জানাযা পড়ান।"[১১৮৪]

অতএব, আবারও প্রমাণিত হল, বিশিষ্ট সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) এবং ফকিহ্ সাহাবী হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) আযান ও ইকামতের বাক্য গুলো দু'বার করে বলতেন। এ বিষয়ে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে-

১১৭৯ . মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃ.।
১১৮০ . যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, ২/৯৬৬ পৃ. রাবী নং ৯২; উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৭ পৃ: মায়ারিফুস সুনান।
১১৮১ . যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, ২/৯৬৬ পৃ. রাবী নং ৯২
১১৮২ . যাহাবী: সিয়ারু আলামিন নুবালা, রাবী নং ৯৬
১১৮৩ . মায়ারিফুস সুনান শরহে তিরমিজি।
১১৮৪ . ইবনে আব্দিল বার্: আল ইস্তেআব ফি [illegible] রাবী নং [illegible]

Scanned by C

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى

-"হজরত আউন ইবনে আবী জুহাইফা (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় হজরত বিলাল (রা.) নবী পাক (ﷺ) নিকট আযানের বাক্য গুলো দু'বার দু'বার করে বলতেন এবং ইকামতের বাক্য গুলোও দু'বার দু'বার করে বলতেন।"[১১৮৫] সনদ ছহীহ।

এই হাদিসের সনদে 'ইদরিছ আওদায়ী' এর মূল নাম إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي 'ইদরিছ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুর রহমান আওদায়ী'। সে বুখারী-মুসলীমের রাবী। 'জাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া' ছহীহ্ মুসলীমের রাবী। এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে আল্লামা ইমাম হায়ছামী (রহ.) বলেন- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
-"ইহা বর্ণনা করেছেন তাবারানী তাঁর 'মু'জামুল আওছাতে' এবং 'মু'জামুল কবীর' গ্রন্থে। এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।"[১১৮৬]

ইমাম নিমাভী (রহ.) বলেন:

إن رجاله كلهم ثقات إلا زياد بن عبد الله البكائي وثقه غير واحد وهو من رجال الصحيحين

-"আমি বলছি: এর সনদের সকলেই বিশ্বস্ত শুধু 'যিয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল বক্কা' ব্যতীত। একাধিক ইমাম তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন, তিনি বিশুদ্ধ রাবীদের একজন ছিলেন।"[১১৮৭]

ইমাম আহমদ (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.), ইমাম আবু যুরআ (রহ.), ইমাম ইবনে আদী (রহ.) প্রমূখ তাকে নির্ভর গ্রহণযোগ্য ও সত্যবাদী রাবী বলেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তার থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১১৮৮]

ইমাম মুসলীম (রহ.) তার সহীহ্ গ্রন্থে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। মুসলীম শরীফ হাদিস নং ১০৮০, ১২৮৩ ও ৫১০। ইমাম তিরমিজি (রহ.) তার বর্ণিত হাদিসকে হাছান বলেছেন এবং নাছিরুদ্দিন আলবানী তিরমিজি শরীফের ৩০১১ নং হাদিসের তাহকিকে তার বর্ণিত হাদিসকে ছহীহ্ বলেছেন। ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) তার বর্ণিত হাদিসকে ইমাম মুসলীমের শর্তে সহীহ্ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী সমর্থন করেছেন। যেমন-মুস্তাদরাক হাদিস নং ৭৪০১।

১১৮৫. সুনানে দারাকুতনী, ১ম খণ্ড, ৪৫২ পৃ: হাদিস/৯৩৮; ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস/... ও মু'জামুল আওছাত, হাদিস/৭৮২০; আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৫ পৃ: মাজমাউয যাওয়াইদ, ২য় খণ্ড, ৮৯ পৃ:; মাআরিফুস সুনান, ২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃ:; আছারুস সুনান, ৭৩ পৃ:
১১৮৬. হায়ছামী, মাজমুয়ায়ে যাওয়াইদ, ২য় খণ্ড, ৮৯ পৃ: হাদিস নং ১৮৬১।
১১৮৭. ইমাম নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৭৩ পৃ:।
১১৮৮. তাহজিবুত তাহজিব, ২য় খণ্ড, ৫৮৬ পৃ:; তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ১১২১।

এ সহীহ হাদিসটিকে আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় ... করে জাল বলেছেন। অথচ তার এই কথার ভিত্তি কি তিনিই ভাল জানেন। তিনি ... টীকায় তিনিটি ভুয়া কিতাবের তথ্য দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের এই সমস্ত ... থেকে হিফাযত করুন।

... ব্যাপারে আরো উল্লেখ আছে:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ، وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ

-"হজরত আছওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় হজরত বিলাল (রা.) আযানের বাক্য গুলো দুইবার দুইবার ও ইকামতের বাক্য গুলো দুইবার দুইবার করে বলতেন। তিনি তাকবীর দ্বারা আযান শুরু করতেন ও তাকবীর দ্বারা আযান শেষ করতেন।"[১১৮৯]

এই হাদিসের সনদ নিয়ে ইমাম দারাকুতনী (রহ.) এর মত শাফেয়ী ইমাম ইহার কোন সমালোচনা করেননি।

ইমাম নিমাভী (রহ.) বলেন: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"[১১৯০]

আছওয়াদ (রহ.) হজরত বেলাল (রা.) থেকে হাদিস শুনেছেন, যেমন ইমাম যাহাবী (রহ.), ইমাম সুয়ূতি (রহ.) ও ইমাম নিমাভী (রহ.) হজরত আছওয়াদ (রহ.) এর জীবনী প্রসঙ্গে বলেন: أخذ عن معاذ وابن مسعود وحذيفة وبلال.... -"আছওয়াদ হাদিস গ্রহণ করেছেন মুয়াজ (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), হুজাইফা (রা.), বেলাল (রা.) হতে....।"[১১৯১]

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, হযরত বেলাল (রাঃ) ইকামতের বাক্য গুলো ২ বার করেই বলতেন, যেমনটি আযানের বাক্য গুলো বলতেন।

বিষয় নং-৪ : 'ইক্বামতে ক্বাদ কামাতিছ সালাহ' এর জবাবে আক্বা মাহাল্লাহ ওয়া আদামাহা বলা প্রসঙ্গ ঃ

মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে লিখেছেন "ক্বাদক্বা মাতিছ সালাহর জবাবে আক্বা মাহাল্লাহ্ ওয়া আদা মাহা বলার কোন সহিহ নেই বরং উত্তরে ক্বাদ ক্বামাতিছ সালাহ ই বলতে হবে। উক্ত বাক্যের পক্ষে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ যঈফ।"

শুধু তাই নয় তিনি সাহাবী আবু উমামা (রা.) এর সনদটি প্রসঙ্গে আরও লিখেন-'ইমাম বায়হাক্বী, ইবনে হাজার আসকালানী, শায়খ আলবানীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ উক্ত হাদীসকে একবারেই দুর্বল বলেছেন।"

১১৮৯. দারাকুতনী শরীফ, ১ম জি: হাদিস নং ৮২৪; সুনানে দারে কুতনী, ১ম খণ্ড, ৪৫৩ পৃ: হাদিস নং ৯৪০; মাআরিফুস সুনান, ২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃ:; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক; আছারুছ ছুনান, ৭২ পৃ: হাদিস নং ১৭৯০।
১১৯০. ইমাম নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৭২ পৃ:।
১১৯১. যাহাবী: তাযকিরাতুল হুফফাজ, রাবী নং ২৯; ইমাম সুয়ূতি, তাবাকাতুল হুফফাজ; আছারুছ ছুনান, ৭২।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ হাদিসটি সেটি তিনটি ধারায় বর্ণিত।

প্রথম ধারা :

ইমাম আবু দাউদ, ইমাম বায়হাকী, ইমাম ইবনুস সুন্নী (রহ.) প্রথমত ধারাটি সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

-"হযরত আবু উমামা (রা.) অথবা রাসূল (ﷺ) এর এক সাহাবী বর্ণনা করেন, বেলাল (রা.) যখন ইক্বামতে ক্বাদ ক্বামাতিছ সালাহ বলেন তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আলা মাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা।"[১১৯২]

সনদ পর্যালোচনা :

এ সনদটি সহিহ তবে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর দাদা উস্তাদ মুহাম্মদ বিন সাবিত আর শাম দেশের শায়খ এর নাম উল্লেখ না করে বলেছেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন শাম দেশের একজন ব্যক্তি। তাই এ সনদে তার শায়খের নাম উল্লেখ করেননি। তাই সনদটি কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ। তাই ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) শুধু একক এই সনদটিকে দুর্বল বলেছেন।[১১৯৩] এমনটি আহলে হাদিস আলবানী সুনানে আবি দাউদের তাহকীকে বলেছেন।

দ্বিতীয় ধারা :

উপরের ইমাম আবু দাউদের সনদে সাহাবী আবু উমামা (রা.) এর ছাত্র ছিলেন। শাহর ইবনু হাওশাব। কিন্তু ইমাম তাবরানী (রহ.) উক্ত সাহাবী থেকে আরেকটি সূত্র সংকলন করেন এভাবে-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ بِلَالًا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ছেলে) আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু হাম্বল তাকে তার পিতা (ইমাম আহমদ

১১৯২. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৭০৬পৃ. হাদিস : ২১০২৪, ইবনে আছির, জামিউল উসুল, ৫/২৯৪পৃ. হাদিস : ৩৩৭৬, ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/১৪৫পৃ. হাদিস : ৫২৮, বায়হাকী, দাওয়াতুল কাবীর, ১/১০৬পৃ. হাদিস : ৭১ ও আস-সুনানুস-সগীর ১/১২৩পৃ. হাদিস : ২৯৭, ইমাম বায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার ২/৩৩১পৃ. হাদিস : ২৯৪৩ ও আস-সুনানিল কুবরা ১/৬০৫পৃ. হাদিস : ১৯৪০, ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ১/৯৪পৃ. হাদিস : ১০৪

১১৯৩. ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিছুল হাবীর, ১/৫২০পৃ. ক্রমিক : ৩১০

হাম্বল) তিনি বলেন ইমাম ওয়াকী (রহ.) তাকে মুহাম্মদ বিন সাবিত তিনি শাম দেশের একজন (অজ্ঞাত নামা) ব্যক্তি হতে তিনি সাহাবী হযরত আবি উমামা (রা.) হতে তিনি বর্ণনা করেন... উপরের অনুরূপ।"[১১৯৪] এই সনদের 'মুহাম্মদ বিন সাবেত' তার শাম দেশের শায়খের নাম তাদলীস করেছেন।[১১৯৫]

তৃতীয় ধারা :

ইমাম বায়হাকী (ওফাত. ৪৫৮হি) আরেকটি সূত্রের দিকে ইশারা করে তার একটি গ্রন্থে লিখেছেন-

"অনুরূপভাবে আমিরুল মু'মিনীন উমর (রা.) হতেও আরেকটি সূত্রে বর্ণিত আছে মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদ ক্বা মাতিছ ছালাহ বলতেন তখন রাসূল (ﷺ) বলতেন 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা'।"[১১৯৬] তাই এই হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত থাকায় সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের। অপরদিকে আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহ.) সংকলন করেন-

عن أبي أمامة أن بلالا لما قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقامها الله وأدامها". (أبو الشيخ في الأذان)

-"হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, বেলাল (রা.) যখন ইক্বামতে ক্বাদ ক্বামাতিছ সালাহ বলতেন তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, আক্বা মাহাল্লাহু ওয়া আলা মাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা শব্দটি বলতেন। হাদিসটি ইমাম আবু শায়খ (রহ.) তার আযান নামক গ্রন্থে নকল করেছেন।"[১১৯৭] তবে এই সনদে কোন মজহুল রাবী নেই। ইমাম নববী (রহ.)ও এই হাদিসটি সংকলন করেন-

وَحَدِيث أبي أمامة، أقام بِلَال، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد قَوْله: قد قَامَت الصَّلَاة أقامها الله وأدامها

-"হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত বেলাল (রা.) যখন নবী করীম (ﷺ) এর নিকট ক্বাদকামাতিস সালাহ বললেন তখন রাসূল (ﷺ) আকামাল্লাহু আদামা বললেন।" (নববী, খুলাসাতুল আহকাম, ১/২৯৫পৃ. হা/৮৪৩) তাই সবগুলো সূত্র মিলিয়ে এই হাদিসটি শক্তিশালী বলে বুঝা যায়।

১১৯৪. ইমাম তাবরানী, কিতাবুদ-দোয়া, ১/১৬৮পৃ. হাদিস : ৪৯১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ ১৪১৩হি.

১১৯৫. ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (কিতাবুস সিকাত, ৭/৪০৬ পৃ. ক্রমিক. ১০৬৪০) ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন। (তারিখু আসমাউস সিকাত, ১/২০০ পৃ. ক্রমিক. ১২০১) ইমাম ইজলী (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন। (তারিখুস সিকাত, ১/৪০৩ পৃ. ক্রমিক. ১৫৭৬৮)

১১৯৬. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/১২৩পৃ. হাদিস : ২৯৭, জামেয়া দারাসাতুল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান, প্রথম প্রকাশ, ১৪১০হি., ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/১৪৫পৃ. হাদিস : ৫২৮

১১৯৭. ইমাম মোত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৩৬৩পৃ. হা/২০২৬৩

Scanned by C

বিষয় নং ৫ ঃ আযানে ও ইকামতে রাসূল (ﷺ) এর নাম মোবারক শুনে চুম্বন করা ও চোখে মাসেহ করা ঃ

মুবাক্কর বিন মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"উক্ত আমল শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ এর পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। যে বর্ণনাগুলো এসেছে, তা জাল বা মিথ্যা।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব সংক্ষিপ্ত এ বক্তব্যে তিনটি মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছেন।

এক. শরিয়ত সম্মত নয় তাহাকে কোন শরিয়তবিদ বলেছেন? আর যদি বলেই থাকে তার নাম ও গ্রহণযোগ্যতা পেশ করলেন না কেন? আর যদি থেকে থাকে পেশ করার অনুরোধ রইল।

দুই. এর পক্ষে কোন সহীহ হাদিস নেই তা তাকে কে বলল আলবানী? এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৭৫-৯৫ পৃষ্ঠায় দেখুন সেখানে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। তাই আর দ্বিতীয় দীর্ঘ আলোচনা করতে চাই না।

তিন. তিনি লিখেছেন এ বিষয়ের সব বর্ণনাই নাকি জাল বা মিথ্যা। আমি তাকে বলতে চাই মুহতারাম আপনি একজন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসের নাম বলুন যিনি আপনি যে বর্ণনা দুটি উল্লেখ করেছেন তাকে জাল বা মিথ্যা বলেছেন?

প্রথমে তিনি তার পুস্তকের ১৫৭ পৃষ্ঠায় হযরত খিযির (আঃ) এর বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন যা আমি আমার এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এ বর্ণনাটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। এর কোন সনদ নেই।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনটি মিথ্যা কথা লিখেছেন।

এক. বর্ণনাটি বানোয়াট বা ভিত্তিহীন এ শব্দটি এ হাদিসের বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস বলেননি।

দুই. তিনি ৫৭১ নং টীকায় (সাখাভী ও শাওকানীর) দুটি কিতাবের হাওলা উল্লেখ করেছেন, অথচ সে তার মিথ্যা কথার সমর্থনে লিখেছে এ হাদিস বিষয়ে এই দুই মুহাদ্দিস নাকি বলেছেন "বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। এর কোন সনদই নেই।" [illegible] উক্ত দুই মুহাদ্দিস এই হাদিসে সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কী [illegible]। ইনশাআল্লাহ

১. [illegible] সাখাভী (রহঃ) (ওফাত. ৯০২হি.) তার গ্রন্থে এ হাদিস প্রসঙ্গে [illegible] "সনদটি বিচ্ছিন্নসহ অন্ধকারচ্ছন্ন।"[১১৯৮]

২. [illegible] শাওকানী তার গ্রন্থে লিখেন- قال في التذكرة: لا [illegible] এ হাদিস প্রসঙ্গে লিখা হয়েছে হাদিসটি সহীহ নয়।[১১৯৯]

১১৯৮. সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ১/৬০৬পৃ. হাদিস : ১০২১, দারুল কুতুব আরাবী, বয়রুত, লেবানন, [illegible] ১৪০৫হি.

১১৯৯. শাওকানী, ফাওয়াইদুল মাজমুআ, ১/২০পৃ. হাদিস : ১৯

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখুন তিনি এ দুই মুহাদ্দিসের নাম দিয়ে কেমন মিথ্যা কথা লিখেছেন। আল্লাহ এ মিথ্যুক হতে আমাদেরকে হেফাজত করুক। আমীন।

তিন. তিনি লিখেছেন যে এর কোন সনদ নেই। তিনি যে দুই ইমামের নামে দলিল দিয়েছেন তাদের কেউ কী বলেছেন সে বর্ণনাটির সনদ নেই? বরং ইমাম সাখাবী (রহঃ) বলেছেন সনদ রয়েছে তবে তা বিচ্ছিন্ন (মাঝে রাবীর নাম বাদ পড়ে বর্ণিত হয়েছে) ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনটি আরও অনেক মুহাদ্দিস তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১২০০] আমি জানি, মুহসিন সাহেবদের মত লোকেরা কেমন মিথ্যাচার বলতে ও লিখতে পারে।

আর উসূলে হাদিসের মূলনীতি অনুযায়ী সনদ আছে তবে সনদ (বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হওয়ায়) সনদটি ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল হলেও তা ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য যেমনটি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৯-৪৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে পাঠকবৃন্দের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

মুহসিন সাহেবের আপত্তিকর দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ

মুহসিন সাহেব এ বিষয়ে দ্বিতীয় বর্ণনা হিসেবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর হাদিসটি নিয়ে আসেন যা আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠা হতে ৯১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। মুহসিন সাহেব তার লিখিত গ্রন্থের ১৫৮ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেন-"এটি ডাহা মিথ্যা বর্ণনা। এর কোন সনদ নেই।"

পর্যালোচনা ঃ মুহসিন সাহেব এখানে তিনি দুটি জঘণ্য মিথ্যাচার করেছেন।

এক. আমি মুহসিন সাহেবকে বলতে চাই এটিকে ডাহা মিথ্যা বর্ণনা তা আপনি কোন মুহাদ্দিসের অভিমতের ভিত্তিতে বলেছেন?

মুহসিন সাহেব কে বলবো, আপনি ৫৭৪ নং টীকায় যে দুই মুহাদ্দিসের (সাখাবী ও শাওকানীর) দলিলের দোহাই দিয়েছেন তারা তাদের কিতাবে আপনার অনুরূপ বলেছেন আপনি কিতাব খুলে দেখতে পারবেন? আপনাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সময় দিলাম আপনি কিতাব খুলে দেখান। ইমাম সাখাবী ও শাওকানী দুজনেই এ হাদিস প্রসঙ্গে তার উল্লেখিত অনুরূপ কিছুই বলেননি। ইমাম সাখাভী বলেছেন সনদটি- لا يصح -"সহীহ পর্যায়ের নয়।"[১২০১]

তার দাবীর পক্ষের দ্বিতীয় মুহাদ্দিস আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেছেন-

قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي التَّذْكِرَةِ: لَا يَصِحُّ

"ইমাম তাহের পাটনী (রহঃ) তার 'তাযকিরাতুল মাওদুআত' গ্রন্থে সনদটি প্রসঙ্গে লিখেন 'সনদটি সহীহ পর্যায়ভুক্ত নয়'।"[১২০২] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উক্ত দুই মুহাদ্দিস

১২০০. আল্লামা তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদুআত, ১/৩৪পৃ., আল্লামা আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/২০৬পৃ. হাদিস/২২৯৬

১২০১. সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, ১/৬০৬পৃ. হাদিস : ১০২১, দারুল কুতুব আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৪০৫হি.

১২০২. শাওকানী, ফাওয়াইদুল মাজমুআ, [illegible]

Scanned by C

উক্ত বক্তব্যের (لا يصح) বাহিরে একটি শব্দও বলেননি। তাহলে আপনি চিন্তা করুন মুহসিন সাহেব কতবড় সত্যবাদী। হাদিসটি সহীহ নয় বলতে জাল হওয়া বুঝায় না, ইতোপূর্বে আলোকপাত করেছি।

দুই নং মিথ্যা কথা :

তিনি লিখেছেন 'এর কোন সনদ নেই'। আমি বলবো আপনি যে কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানেই রয়েছে দেখুন-

رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكر مرفوعاً.

-'ইমাম দায়লামী (রহঃ) 'মুসনাদিল ফিরদাউস' গ্রন্থে হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে মারফু সনদে সংকলন করেন।"[১২০৩] এমনকি এ কথাটি মুহসিন সাহেবের ইমাম আলবানী পর্যন্ত লিখেছেন।[১২০৪] বুঝা গেল মুহসিন সাহেব নিজের ইমামের কিতাবই ভাল করে পড়েননি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যেটির সনদই নেই সেটি কী করে 'মারফূ' হতে পারে? বুঝতে পারলাম মুহসিন সাহেব কতবড় ধোঁকাবাজ এবং সত্য গোপনকারী।

হাদিসটি 'সহীহ নয়' বলতে কী বুঝায়?

পাঠকবৃন্দ! যে নিয়ম নীতিটি আপনাদের আগে জানা অতি জরুরী তা হল হাদিসটি 'সহীহ নয়' বলতে মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ বুঝায় যার দ্বারা বানোয়াট বুঝায় না। এ বিষয়টি নিয়ে আমি এখানে বিস্তারিত আলোকপাত করতে চাই না। আপনারা কষ্ট করে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩০-৩৯ পৃষ্ঠায় এবং এ গ্রন্থের শুরুতে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবের এ গ্রন্থের ১ম খণ্ড নিয়ে আপত্তির জবাব দেখুন সেখানে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত জবাব দিয়েছি।

পাঠকবর্গ! একটি লক্ষনীয় বিষয় হলো আলবানী কোন হাদিস জাল হলে সরাসরি মাওযু শব্দ বলে দেন। কিন্তু তিনি মুহসিন সাহেবের মত মাথা খারাপ না করে এ হাদিসের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন হাদিসটি - لا يصح -"সহীহ পর্যায়ভুক্ত নয়"।[১২০৫] আল্লাহ মুহসিন সাহেবকে তার কপালে মেলানোর পাল্লায় সঠিক বুঝ দান করুন।

কতিপয় বিদ্রান্তদের মিথ্যাচারের জবাব:

ক. বাংলাদেশের আমীরে জামায়াতে আহলে হাদিস মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এর ৮০ পৃষ্ঠায় এই আমলটি প্রসঙ্গে লিখেছেন-"আযান ও ইক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শুনে বিশেষ দো'আ সহ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ বুলানো.....কোন শারঈ ভিত্তি নেই।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাঁর এই লিখা

[১২০৩] [illegible]

[১২০৪] [illegible]

[১২০৫] আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বয়িফাহ, ১/৩০৭, [illegible]

[১২০৬] আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বয়িফাহ, ১/৩০৭, [illegible]

...পিছনে যেই দলিল তিনি তার গ্রন্থের ৩১৭ নং টীকায় উল্লেখ করেছেন তার ...টাই মিথ্যা। এমনকি সে আলবানীর 'ইরওয়া' গ্রন্থের হা/৪৩৩-৩৪ এর তথ্য সূত্র ...লেও তাও মিথ্যা সেখানে এই বিষয়ক কোন আলোচনাই নেই।

...হলে হাদিসদের আরেক পণ্ডিত ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক তার লিখিত 'প্রচলিত ...ভুলের সংশোধন' গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন-"উল্লেখ্য এ ব্যাপারে খিযির ...) এবং আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক যে দুটি হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করা হয়, তা ...ও বানোয়াট। (এ বিষয়ে দলিল উল্লেখ করেছেন) তাযকিরাতুল মাওযুয়াত, ..., শাওকানী, আলফাওয়াইদুল মাজমাহ ফিল আহাদিসিল মাওযুআহ, পৃ. ...।

...বর্গ! তার কথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই মিথ্যায় ভরপুর। তিনি যে কিতাব ...র দলিল দিয়েছেন সেই কিতাবে কথার সাথে লেশ মাত্রই নেই। আমি তাকে ...ত পর্যন্ত সময় দিলাম যে তিনি যেই কিতাব দুটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই কিতাব ...রা এই হাদিস দুটিকে জাল বলেছেন মর্মে দেখানোর জন্য।

...নং৫ : ফজরের আযানের জবাব 'ছাদ্দাক্বতা ওয়া বারারতা' বলা প্রসঙ্গ:

...হলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"আছ ...তু খায়রুম মিনান নাউম উক্ত বাক্যের জবাবে 'ছাদ্দাক্বতা ওয়া বারারতা' বলার ...র দলিল নেই। বরং উত্তরে আছ ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম ই বলতে হবে। ...ম আলবানী বলেন এর কোন ভিত্তি নেই।"

...নিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেবের ইমামের দলিল-ই যদি তার জন্য কোন শরিয়ত ...মের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ইমামে আযম ইমাম আবু হানিফা ...এ তাবেয়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই দোয়া পড়া মোস্তাহাব বললে অনুসরণ জায়েয হবে ...না?

...হলে হাদিসদের আরেক পণ্ডিত ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক তার লিখিত 'প্রচলিত ...ভুলের সংশোধন' গ্রন্থের ১৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন-"ইবনে হাজার ...আসকালানী, মোল্লা আলী ক্বারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, আযানের ...সময় এ বাক্যটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।"[১২০৭]

...তাদের নামে মিথ্যাচারের পিছনে তাদের দুজনের দুটি কিতাবের উদ্ধৃতি দেন। ...অথচ তাদের সে কিতাবে তার দাবীর লেশ মাত্রও নেই। তিনি ইমামদের নামে এ ...মিথ্যাচার লিখে কী লাভ আল্লাহই ভাল জানেন।

[১২০৭] [illegible]

গ. বাংলাদেশের আমীরে আহলে হাদিস মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব তাঁর লিখিত গ্রন্থ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) এর ৭৬ পৃষ্ঠায় এই আমলটি প্রসঙ্গে লিখেছেন-"ফজরের আযানে 'আছ ছালা-তু খায়রুম মিনান নাঊম'-এর জওয়াবে 'ছাদাক্বতা ওয়া বারারতা' বলার কোন ভিত্তি নেই। (এর ভিত্তি স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন) মির'আত ২/৩৬৩, হা/৬৬২-এর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আহলে হাদিস মোবারকপুরীর (যিনি ১৪১৪ হিজরীতে মারা যান) মের'আতে এই দোয়া পড়ার ভিত্তি নেই বলাতে গালেব সাহেব এত আশ্চর্যিত হওয়ার কি আছে। আমি বলবো তিনি আপনাদেরই একজন। তিনি ৩০ বছর আগে কী ফাতওয়া দিয়েছেন তাতে আমাদের নজর করার কোন সময় নেই। ইমাম সারখসী (যার ওফাত. ৪৮৩ হিজরীতে) হাজার বছরের পুরানো হাদিস ও ফিকহের ইমাম এই দোয়া পড়ার কথা বলেছেন, অথচ তার কথা মানতে গালেব সাহেবের এত কষ্ট লাগে কেন আমার বুঝে আসে না। যাই হোক এবার বিভিন্ন ইমাম, ফকিহ, মুহাদ্দিসগণ এই দোয়া পড়ার বৈধতার প্রসঙ্গে কি বলেছেন তা দেখবো।

বিখ্যাত হানাফী ফতোওয়ার কিতাব 'ফতোওয়ায়ে আলমগীরী' তে রয়েছে-

وَكَذَا فِي قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ لَا يَقُولُ السَّامِعُ مِثْلَهُ وَلَكِنْ يَقُولُ: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

-"মুয়াজ্জিন যখন (ফজরের আযানে) আছছালাতু খায়রুম মিনান নাউম বললে শ্রোতা তার অনুরূপ বলবে না। তবে বলবে হয় 'ছাদ্দাক্বতা ওয়া বাররকতা' যেমনটি ইমাম সারাখসী (رحمه الله) তার মুহীত কিতাবে উল্লেখ করেছেন।"[১২০৭]

ইমাম রমলী (رحمه الله) ওফাত ৯৫৭ হি. তার ফতোওয়ার কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।[১২০৮] হাজার বছরের পূর্বের বিখ্যাত ফকিহ্ ইমাম কাসানী (رحمه الله) (ওফাত. ৫৮৭হি.) তার ফতোয়ার কিতাবে উল্লেখ করেন যেমন বর্ণিত আছে মুয়াজ্জিন যখন 'আছ ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' বলবে তখন তাঁর অনুরূপ বলবে না তবে ছাদ্দাকতা ওয়া বাররকতা বলবে।[১২০৯]

ইমাম যায়লাঈ (رحمه الله) (ওফাত. ৭৪৩ হি.) ও ইমাম কাসানী (رحمه الله) অনুরূপ মতামত পেশ করেছেন।[১২১০]

ইমাম নুযাইম মিশরী (رحمه الله) ও এ দোয়া পড়ার জন্য আদেশ করেছেন।[১২১১]

বিখ্যাত ফকিহ ইমাম আলাউদ্দিন হাসকাফী (رحمه الله) অনুরূপ দোয়া পড়া মুস্তাহাব বলেছেন।[১২১২]

১২০৭ .নিযামুদ্দীন বলখী, ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৫৭পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩১০ হি.

১২০৮ .রমলী, ফতোওয়ায়ে রমলী ১/১৩৯পৃ. মাকতুবাতুল ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১২০৯ . ইমাম কাসানী, বাদাউস সানাঈ, ১/১৫৫পৃ.।

১২১০ .ইমাম যায়লাঈ, তাবায়েনুল হাকায়েক, ১/৮৯পৃ.।

১২১১ .নুযাইম, ফতোওয়ায়ে বাহারুর রায়েক, ১/২৭৩পৃ.।

১২১২ .হাসকাফী, দুররুল মুখতার, ১/৪২৮পৃ.।

...কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (رحمه الله) অনুরূপ বলেছেন।[১২১৩]

...বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (رحمه الله)(৮৫৫হি) ও অনুরূপ দোয়া ...মুস্তাহাব বলেছেন।[১২১৪]

...মালেকী মাযহাব :

...মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ আইনী মাগরীবী (رحمه الله)(৯৫৪হি) ফজরের আযানে এ ...জবাবে এই বাক্য বলবো বলে পড়ে লিখেন-

وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، فَقَالَ: وَيَقُولُ فِي قَوْلِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

...ইমাম নববী (رحمه الله) তার 'কিতাবুল আযকার' গ্রন্থে এর বিপরীত উল্লেখ করেছেন। ...তিনি লিখেছেন এর জবাবে 'ছাদ্দাকতা ওয়া বারকাতা' বলবে।"[১২১৫]

...শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (رحمه الله) উল্লেখ করেছেন।[১২১৬] বিখ্যাত শাফেয়ী ফকিহ ইমাম নববী (رحمه الله) (ওফাত. ৬৭৬হি) উল্লেখ করেন-

أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الْأَذْكَارَ الْمَذْكُورَةَ كُلَّهَا وَيَقُولَ إِذَا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ

...মুয়াজ্জিন যখন ফজরের নামাযে 'আছ সালাতু খায়রুম মিনান নাউম' বলবে তখন ...'ছাদ্দাকতা ওয়া বারাকতা' বলবে। আর এটিই মশহুর বা প্রসিদ্ধ।"[১২১৭]

...হাম্বলী মাযহাব :

...ইমাম ইবনে মুফলিহ হাম্বলী (رحمه الله) (৮৮৪হি) তার ফতোওয়ার কিতাবে দোয়াটি ...উল্লেখ করেছেন।[১২১৮] ইমাম কুদামা (رحمه الله) 'মুগনী' কিতাবেও উল্লেখ করেছেন।[১২১৯]

...বিষয় নং. ৭: মহিলাদের আযান ও ইকামাত দেওয়া প্রসঙ্গ :

...গালিব সাহেব তার লিখিত জাল হাদিসের কবলে গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠায় দাবী করেছেন যে- "...পুরুষ ও মহিলাদের সালাতের মধ্যে প্রার্থক্য নির্ধারন করতে গিয়ে মহিলাদের ...ইকামত নেই বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। তাই অধিকাংশ মহিলা সালাতে ...ইকামত দেয় না। অথচ ফরয সালাত পুরুষের ইক্বামত দেয়া যেমন সুন্নাত, তেমনি ...মহিলাদের জন্যও ইক্বামত দেয়া সুন্নাত।" শুধু তাই নয় আমরা হানাফীসহ চার ...মাযহাবের ইমামরা মহিলাদের আযান ও ইকামত নিষেধাজ্ঞার অনের সহিহ হাদিস

১২১৩ .ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ১/৪৭২পৃ.

১২১৪ .আইনী, বেনায়া শরহে হেদায়া, ২/৯৮পৃ.।

১২১৫ .ইমাম ফকীহ মাগরিবী, মাওয়াহিবুল জালীল, ১/৪৪৪পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ...প্রকাশ, ১৪১২ হি.।

১২১৬ .ইবনে হাজার মক্কী, তুহফাতুল মুহতাজ, ১/৪৮০পৃ.।

১২১৭ .ইমাম নববী, আল-মাজমু, ৩/১১৭পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ ,বয়রুত, লেবানন।

১২১৮ .মুফলিহ, মানাসি ফি শরহে মাকনাসি, ১/২৯২পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৮হি.।

১২১৯ .ইবনে কুদামা, মুগনী,

থাকতেও সে লিখেছে-"তবে তারা যেন ইক্বামত না দেয় সে জন্য অনেক যঈফ ও জাল কথা রচনা করা হয়েছে।"
আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ত্রুটি সংশোধন' (যা পিস পাবলিকেশন, ৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ হতে প্রকাশিত) গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখেন-"মহিলাদের ইকামত দেয়া নিষেধ এ বিষয়ের কোন সহীহ হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই।"
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব কতবড় মিথ্যাবাদী এবং আব্দুর রাজ্জাক সাহেব কতবড় জাহেল তা নিম্নের আলোচনা থেকেই বুঝতে পারবেন।
ইমাম বায়হাকী (রহ.) তিনি হাদিস সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ

-"তাবেয়ী হাকেম (রহ.) তিনি হযরত আসমা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, মহিলাদের উপর আযান, ইকামাত, জুম'আর নামায নেই।"[1220] ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর এ হাদিসটি কিছুটা দুর্বল। তবে ইমাম আসকালানী (রহ.) হাদিসটি সংকলন করে তিনি হাদিসটির বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।[1221] কিন্তু ভুয়া তাহকীককারী আলবানী এ সনদটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[1222]

মাওকুফ হাদিস:

১. ইমাম বায়হাকী (রহ.) একটি পরিচ্ছেদ কায়েম করেন- بَابُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ "মহিলাদের উপর আযান, ইকামাত নেই।"[1223] তারপর তিনি হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

১২২০ .ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/৬০০পৃ. হাদিস নং ১৯২১ মাকতাবায়ে দারুল বায, মক্কাতুল মুকাররামা আরব, প্রকাশ.১৪১৪হি., ইমাম আদি, আল-কামিল, ২/১৪৮পৃ.ক্রমিক.৩৮৯, ইবনে হাজার, তালখিসুল হাবীর, ১/৫১২পৃ. হাদিস : ৩১২, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৬৯৭পৃ.হা/২০৯৮১, ইবনুল মুলাক্কীন, তুহফাতুল মুহতাজ, ১/৪৬০পৃ. হা/৫৫০, ও বদরুল মুনীর, ৩/৪২১পৃ., আইনী, শরহে আবি দাউদ, ৩/৯৬পৃ., আহলে হাদিস শাওকানী, নায়লুল আউতার, ২/১৩৯পৃ.
১২২১ .ইমাম ইবনে হাজার, তালখিসুল হাবীর, ১/৫১২পৃ. হাদিস : ৩১২, ও দিরায়া ফি তাখরীজে হিদায়া, ১/১৭০পৃ. ক্রমিক. ২০৫
১২২২ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ২/২৬৯পৃ. হা/৮৭৯,
১২২৩ .ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/৬০০পৃ. মাকতাবায়ে দারুল বায, মক্কাতুল মুকাররামা আরব, প্রকাশ.১৪১৪হি.

"হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামতের বিধান নেই।"[1224]
সনদ পর্যালোচনা:
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ হাদিসের হাফেজুল হাদিস সনদ সম্পর্কে বলেন-

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

"ইমাম বায়হাকী হাদিসটি মওকুফ সূত্রে সংকলন করেছেন আর সনদটি সহীহ।"[1225]
আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী বলেন-

عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

"আমাদের নিকট ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর ইবনে উমর (রা.)-এর সংকলিত হাদিসটির সনদটি সহীহ।"[1226] কিন্তু আমাদের আলবানী সাহেব শাওকানীর কথার প্রতিবাদে লিখেন-

وأما قول الشوكاني في النيل (٢ / ٢٧) : إسناد صحيح فليس بصحيح.

"শাওকানী তার নায়লুল আউতারে (২/২৭পৃ.) সনদটিকে সহীহ বলেছেন, আমি বলি, তার এ কথা সঠিক নয়।"[1227] বুঝা গেল আলবানী নিজেকে বড় হাদিস গবেষক প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। সে কতবড় মুহাদ্দিস যে ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)'র মত ব্যক্তি সহীহ বলেছেন আর তা তার ভাল লাগছে না। আলবানী দাবি করেছেন যে মহিলারা ইকামাত দিতে পারবে এটি আয়েশা (রা.)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত। অথচ ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার কথার বিপরীতে হাদিস সংকলন করেন-

الزُّهْرِيَّ حَدَّثَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ

-"ইমাম যুহরী (রহ.) তিনি হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহ.) হতে তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমরা (মহিলা সাহাবীরা) ইকামাত ছাড়াই নামায আদায় করতাম।"[1228] ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন- وَهَذَا إِنْ صَحَّ - "এই হাদিসটির সনদ সহীহ।"[1229]

১২২৪ .ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/৬০০পৃ. হাদিস নং ১৯২০ মাকতাবায়ে দারুল বায, মক্কাতুল মুকাররামা আরব, প্রকাশ,১৪১৪হি. ইবনে হাজার, তালখীসুল হবীর, ১/৫১২পৃ. হাদিস : ৩১২ বায়হাকী, মারিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ২/২৪৪পৃ. হাদিস ২৫৫৮, ইমাম ইবনে ওহাব (১৯৭হি), আল-মুসনাদ ১/২৭৪পৃ. হাদিস : ৪৭৮
১২২৫ . ইবনে হাজার, তালখিসুল হাবীর, ১/৫১২পৃ. হাদিস : ৩১২ দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ,বয়রুত, লেবনন, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯হি.
১২২৬ .শাওকানী, নায়লুল আউতার, ২/১৩৯পৃ.
১২২৭ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ২/২৭০পৃ. হা/৮৭৯,
১২২৮ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/৬০০পৃ. হাদিস : ১৯২৩,প্রাগুক্ত., ইমাম আসকালানী, তালখিসুল হাবীর, ১/৫২১পৃ. ক্রমিক.৩১২, আলবানী, সিলসিলা..দ্বঈফাহ, হা/৮৭৯
১২২৯ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/৬০০পৃ. হাদিস : ১৯২৩

Scanned by C

ইমাম মুগালতাঈ (৭৬২হি) সুনানে ইবনে মাযাহ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১৮৬ পৃষ্ঠায় ইমাম বায়হাকীর সহীহ বলার মতকে গ্রহণ করেছেন। এই বর্ণনার বিপক্ষে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেছেন-

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ

-"লাইস বিন আবি সুলাইম (রহ.) বলেন, ইমাম তাউস (রহ.) বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.) আযান দিতেন এবং ইকামাত দিতেন।"[১২০০] এটির সম্পর্কে আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী নিজেই বলছেন-

وفيه ليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف

-"সনদে লাইস রয়েছেন, আর তিনি হচ্ছেন ইবনে আবি সুলাইম; তিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল।"[১২০১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মহিলাদের নামায সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর পত্নী আয়েশা (রা.) হতে কেউ ভাল জানেন এমন ব্যক্তি কী আছেন? তাই ইমাম বুখারী বর্ণনার উপর আমল করাই আমাদের জন্য শ্রেয়। আহলে হাদিস ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় উপরের যঈফ হাদিসকে চাপাবাজি করে সহীহ বুঝাতে চেয়েছেন; অথচ তার ইমাম আলবানীই এটিকে যঈফ বলেছেন।

৩. বিখ্যাত ফকিহ ও ইমাম কাসানী (রহ.) (৫৮৭হি.) সনদবিহীন সংকলন করেন-

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ)

-"রাসূল (ﷺ) বলেন, মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামাত নেই।"[১২০২]

৪. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟ قَالَ: لَا

-"মু'তামির বিন সুলাইমান (রহ.) তার বাবা থেকে সংকলন করেন আমরা খাদেমুর রাসূল (ﷺ) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম মহিলারা কী আযান ও ইকামাত দিবে? তিনি বললেন, না।"[১২০৩]

৫. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَا تُؤَذِّنُ وَلَا تُقِيمُ أَيِ الْمَرْأَةُ

-"মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.) বলেন, মহিলারা আযান ও ইকামাত কোনটাই দিবে না।"[১২০৪]

১২০০. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২৭পৃ. হাদিস : ৫০১৬, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩ হি., ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, হা/২৩২২-২৩

১২০১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, ২/২৭০পৃ. হা/৮৭৯,

১২০২. ইমাম কাসানী, বাদায়ে সানাঈ, ১/১৫২পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৬হি.

১২০৩. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০২পৃ. হাদিস : ২৩১৭

১২০৪. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০২পৃ. হাদিস : ২৩২০

...কে খুবই সংক্ষিপ্ত সনদে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

...আব্দুল্লাহ বিন উমর (রহ.) তিনি তাবেয়ী না'ফে (রহ.) থেকে তিনি সাহাবী ...ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মহিলাদের উপর আযান ...বিধান নেই।"[১২০৫]

...আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

...আব্দুর রায্যাক (রহ.) ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) থেকে তিনি দাউদ বিন ...(রহ.) থেকে তিনি ইকরামা (রহ.) থেকে তিনি সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) হতে ...তিনি বলেন, মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামতের বিধান নেই।"[১২০৬]

...বেয়ীদের বক্তব্য ঃ

...ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) (১৮২হি) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) সংকলন করেন-

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

...ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, আমাকে ইমাম আযম আবু হানিফা (রা.) বর্ণনা ...করেন তাকে, হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান (রহ.) তিনি তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) হতে তিনি বলেন, মহিলাদের উপর আযান ইকামাত নেই।"[১২০৭] সনদটি ...। তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম আবু হানিফার শায়খ হাম্মাদ সহীহ মুসলিমের ...।

...ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) (২১১হি.) সংকলন করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»

...ইমাম মা'মার হযরত কাতাদা (রহ.) থেকে তিনি হযরত হাসান বসরী (রহ.) এবং ...সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তারা উভয়েই বলেছেন, ...মহিলাদের আযান ও ইকামত নেই।"[১২০৮]

১২০৫. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২৭পৃ. হাদিস : ৫০২২, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩ হি.

১২০৬. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২৭পৃ. হাদিস : ৫০২৪, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩ হি.

১২০৭. ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আছার, ১/১০৮পৃ.

১২০৮. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২৭পৃ. হাদিস : ৫০২০, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩ হি., ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০২পৃ. হাদিস :

Scanned by C

এ সনদটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও সহিহ।

৪. ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহ.) ইমাম ইব্রাহিম নাখঈ (রহ.) এ বক্তব্য দুটি সনদে সংকলন করেছেন।[১২৩৯]

৫. ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহ.) লিখেন-

مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

-"এ সাহাবীর আরেকটি সনদ সূত্র তার শায়খ মা'মার (রহ.) এর সূত্রে সংকলন তাবেয়ী ইকরামা (রহ.) হতে সংকলন করেন।"[১২৪০]

৬. ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ

-"ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহ.) তিনি সুফিয়ান সাওরী থেকে তিনি তার শায়খ ইউনুস থেকে তিনি হযরত হাসান বসরী (রহ.) থেকে তিনি বলেন, মহিলাদের জন্য ইকামতের বিধান নেই।"[১২৪১]

৭. ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ

-"তিনি মা'মার বিন রাশেদ (রহ.) থেকে তিনি তাবেয়ী যুহরী (রহ.) থেকে তিনি বলেন, মহিলাদের জন্য ইকামতের কোন বিধান নেই।"[১২৪২]

৮. ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ

-"ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে তিনি তার শায়খ উসমান বিন আসওয়াদ থেকে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহ.) থেকে তিনি বলেন, মহিলাদের উপর ইকামাতের বিধান নেই।"[১২৪৩]

৯. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»

১২৩৯. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২৭পৃ. হাদিস : ৫০২১, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩ হি.

১২৪০. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২৭পৃ. হাদিস : ৫০২৫, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩ হি.

১২৪১. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২৭পৃ. হাদিস : ৫০২৩, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩ হি.,আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, ১/২০২পৃ.হাদিস:২৩১৬

১২৪২. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২৭পৃ. হাদিস : ৫০১৯, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩ হি.,আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, ১/২০২পৃ.হাদিস:২৩১১

১২৪৩. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২৭পৃ. হাদিস : ৫০১৭, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩ হি., ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, হা/২০২৬

-"তিনি আবু বকর থেকে তিনি ইদরীস (রহ.) থেকে তিনি হাসান বসরী (রহ.) থেকে এবং বিখ্যাত তাবেয়ী ইবনে সীরীন (রহ.) হতে তিনি বলেন, মহিলাদের আযান এবং ইকামত দেয়ার বিধান নেই।"[১২৪৪]

১০. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) আরও সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

-"তাবেয়ী হযরত আতা (রহ.) বলেন, মহিলাদের উপরে আযান, ইকামাত কোনটিই নেই।"[১২৪৫]

১১. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) তাবেয়ী ইব্রাহীম নাখাঈ (রহ.)এর অভিমত সহীহ সনদে সংকলন করেছেন।[১২৪৬]

ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ غَالِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যাহহাক (রহ.) উপরের অনুরূপ বলেছেন।"[১২৪৭]

১২. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: هَلْ عَلَيَّ إِقَامَةٌ؟ قَالَ: «لَا

-"মক্কা শরীফের একজন মহিলা তাবেয়ী (ইবনে আব্বাসের সাথী) জাবের বিন যায়েদ (রহ.) এর কাছে জানতে চাইলেন মহিলারা কী ইকামাত দিবে অর্থাৎ তাদের উপর কী ইকামত দেওয়ার বিধান আছে? তিনি বললেন, না।"[১২৪৮]

বিষয় নং ৮ : আযানের পরে হাত তুলে দোয়া করা প্রসঙ্গ :

আহলে মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"আযান শেষ হওয়ার পর দুই হাত তুলে দু'আ করা ও উক্ত বাক্য বলার যে প্রচলন রয়েছে, শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই।"

আযানের পরে দরূদ পরে দোয়া করার কথা বিভিন্ন হাদিসে নির্দেশনা আমরা পেয়েছি; আর বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে অধিকাংশ দোয়ার সময় রাসূল (ﷺ) হাত তুলে দোয়া করেছেন এবং তারপর মুখ মাছেহ করেছেন মর্মে অসংখ্য হাদিসে পাক

১২৪৪. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০১পৃ. হাদীস:২৩১২

১২৪৫. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০১পৃ. হাদীস:২৩১৩

১২৪৬. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০১পৃ. হাদীস:২৩১৫

১২৪৭. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০১পৃ. হাদীস :২৩২১

১২৪৮. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০১প হাদিস : ২৩১৮

Scanned by C

থেকে জানতে পাই। এ মর্মে ফরয নামাযের পর হাত উত্তোলন আলোচনায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি এবং এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৫৯ পৃষ্ঠায় আলোকপাত হয়েছে পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

বিষয় নং ৯: আযানের দোয়াতে 'ওয়াদ দারাজাতার রা'ফি'য়াহ' বলা প্রসঙ্গ:

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত গ্রন্থের ১৫৯ পৃষ্ঠায় আযানের দোয়া 'ওয়াদ দারাজাতার রা'ফি'য়াহ' সম্পর্কে লিখেন-"এটাও বানোয়াট ও অতিরিক্ত সংযোজিত (এটির ভিত্তি হল আলবানীর ইরওয়াউল গালীল)।"

এই জাহেলের কোন পুঁজি থাকলে তো কোন নিজ পুজিতে রিসার্চ করতো।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থের ৪৮৫ পৃষ্ঠায় দলিল বিহীন দোয়াটি অতিরিক্ত সংযোজন বলে উল্লেখ করেছেন।

আমাদের অনেক হযরত প্রায় বলেন, এই দোয়া নাকি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ দোয়া নাকি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। যেমন ইমাম ইবনে সুন্নী (رحمه الله) ওফাত ৩৬ হিজরী তদীয় কিতাবে ছহীহ্ রেওয়াত উল্লেখ করেন:-

حدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-"হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: আযান শুনার পরে যে ব্যক্তি বলবে: 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহীদ দাওয়াতীত তাম্মাত ওয়াছ ছালাতীল কায়িমা আতি মুহাম্মাদাল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাদ্বিলাহ ওয়াদ দারাজাতুর রাফিয়া ওয়া বায়াছহু মাকামান মাহমুদা আল্লাজি ওয়াদতাহ' ঐ ব্যক্তির জন্য আমার সুপারিশ আবশ্যক হয়ে যাবে।" (ইবনে সুন্নী: 'আমালু ইয়ামু ওয়াল লাইলাতি, হাদিস ৯৫; আসকালানী: তালখিছুল হাবির, ১ম খন্ড, ৫১৮ পৃ:) এর সনদ ছহীহ্।

এই হাদিসের বর্ণনাকারী مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ 'মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির' বিশিষ্ট বিশ্বস্ত তাবেঈ ও বুখারী-মুসলীমের রাবী। বর্ণনাকারী شُعَيْبٌ 'শুয়াইব' বুখারী-মুসলীমের রাবী। عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ 'আলী ইবনে আইয়াশ' ছহীহ্ বুখারীর রাবী ও বিশ্বস্ত। عمرو بن منصور، أبو سعيد النسائي 'আমর ইবনে মানছুর আবু সাঈদ নাসাঈ' বিশ্বস্ত রাবী। ইমাম যাহাবী বলেন তিনি হাফেযুল হাদিস ছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন-ইমাম নাসাঈ (رحمه الله) তার ব্যাপারে বলেছেন: ثقة مأمون ثبت -"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, নিরাপদ, দৃঢ় বর্ণনাকারী।" (যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/১১৯৯ পৃ. রাবী নং ৩৫৫)

آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الر... -"হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে দান কর 'অছিলাহ' 'ফাদ্বিলাহ' এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান। এ বিষয়ে আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী হানাফী (رحمه الله) তদীয় কিতাবে বলেন,

ويقول بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته

...আল্লাহর হাবীব (ﷺ) বলেছেন: (আযানের দোয়া) 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহীদ দাওয়াতীত তাম্মাত ওয়াছ ছালাতীল কায়িমা আতি মুহাম্মাদাল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাদ্বিলাহ ওয়াদ দারাজাতুর রাফিয়াওয়া বায়াছহু মাকামান মাহমুদা আল্লাজি ওয়াদতাহ'। (ইসমাঈল হাক্বী, তাফছিরে রুহুল বায়ান, ৭ম খণ্ড, ২৬৩ পৃ:)। তাই এই দোয়াকে ...আত ভিত্তিহীন বলার কোন সুযোগ নেই।

...য় নং ১০ঃ আযানের দোয়াতে 'শাফায়াতাহ' যোগে দোয়া পড়া প্রসঙ্গ ঃ

...হলে মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"ওয়ারযুক্বনা শাফ'আতাহু ...াওমাল ক্বিয়ামাহ' যোগ করার কোন প্রমাণ নেই। এই বানোয়াট কথা ধর্মের ...রে চলছে।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সকল বাতিল ফিরকার একই অবস্থা যে, কোন ...মলকে ভিত্তি নেই বলতে তাদের কোন দলিলের প্রয়োজন পড়ে না বলে তাদের মুখে ...ই শ্লোগান সব সময় শুনা যায়। মুহসিন সাহেবের এ আপত্তির জবাব আমি এ গ্রন্থের ...ম খণ্ডের ৪৮০ হতে ৪৮৫ পৃষ্ঠায় দিয়ে এসেছি, তাই এখানে পুনরায় আবার করে ...কিতাব দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

Scanned by C

অষ্টম অধ্যায়

নামায আদায়ের পদ্ধতি

বিষয় নং. ১ ঃ নামায মু'মিনের জন্য নূর স্বরূপ হাদিস প্রসঙ্গ:

মুহসিন সাহেব তাঁর কুখ্যাত গ্রন্থ 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছ... ৭৫ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদিস উল্লেখ করেন যা ইমাম আবু ই'য়ালা (রহঃ) সং... করেছেন-

أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ

-"হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, না... মু'মিনের জন্য নূর।"[১২৪৯] এবং এ হাদিস প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-"উক্ত হাদিসের স... অত্যন্ত দুর্বল।"

আপত্তির জবাব ঃ আমি বলবো তার দাবী মিথ্যা। তবে সনদটি সামান্য দুর্বল। ... একে 'হাসান' হাদিস বলা যায়।

কেননা সনদে 'ঈসা ইবনু মায়সারা' মাদনী নামক দুর্বল রাবী রয়েছেন। ইমাম ইয়াহ... ইবনে মুঈন, ইমাম ইবনে আদি, ইমাম নাসাঈ তাকে দুর্বল বলেছেন।[১২৫০]

কিন্তু আমার বক্তব্য হল যে বিখ্যাত ইমাম ও আসমাউর রিজালবিদ ইমাম ইবনে হিব্বা... (রহঃ) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবীর তালিকায় রেখেছেন।[১২৫১] তাই আমি বল... সনদটি হাসান।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) উল্লেখ করেন, ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) বলেন- لا بأس به -"তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম আবি হা... বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।[১২৫২] তাই বুঝতে পারলাম রাবী নির্ণয়ে জাহেল বা মূর্খ।

বিষয় নং. ২ ঃ নামায মু'মিনের মিরাজ স্বরূপ :

মুহসিনের লিখিত জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সালাত এর ৭৫ পৃষ্ঠা... লিখেছেন এটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। অথচ কোন মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসটিকে জা... বলেন নি। বরং কোনো মুহাদ্দিস জাল ভিত্তিহীন বলেছেন বলে কোন প্রমান তিনিই দি...

১২৪৯. ইমাম আবি ইয়ালা, আল-মুসনাদ, হাদিস : ৩৬৫৫, ইমাম আদি, আল-কামিল ৬/৩৭১পৃ. ক্রমিক:১৩৭১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ১৪১৮ হি.

১২৫০ . ইমাম আদি, আল-কামিল, ৬/৪৩২পৃ. প্রাগুক্ত, ইমাম নাসাঈ, দুয়াইফাহ ওয়াল মাতরুকান, ১/৭৫...

১২৫১ . ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, ৮/৪৯০পৃ. ক্রমিক : ১৪৬১৭, দায়িরাতুল মারিফুল উসমানিয়া... ভারত প্রকাশ, ১৩৯৩ হি. (শামিলা), ইবনে হাজার, তাহযীবুত-তাহযিব, ৮/২২৫পৃ.

১২৫২ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৮/২৩৫পৃ. দায়েরাতুল মারিফুল নিযামিয়াহ, ভারত, প্রকাশ, ১৩২৬ হি.

...পারেনি। সকল হাদিসের গ্রন্থ কী মুযাফফর বিন মুহসিন অধ্যায়ন করে ফেলেছেন। ...রেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেন-"আলোচ্য হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।" ...বক এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পিছনে তার দলিল কি তিনিই ভাল জানেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (ওফাত ৬০৬হি.) তিনিও হাদিস সংকলনের যুগে ছিলেন। ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) নিজেও জাল হাদিসের উপর গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু তিনিও এ হাদিস জাল হাদিসের তালিকায় রাখেন নি। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহঃ)(ওফাত. ৬০৬হি.) অসংখ্য ...হাদিস সংকলন করেন-

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ

"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, নামাজ মু'মিনের মিরাজ স্বরূপ।"[১২৫৩]

নামায মু'মিনের জন্য মিরাজ এ হাদিস হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতি[১২৫৪] (ওফাত. ৯১১হি), ইমাম তাবী[১২৫৫] (ওফাত.৭৪৩হি), ইমাম জুরকানী[১২৫৬], ইমাম মানাবী[১২৫৭] (১০৩১হি), ড. মুস্তফা জুহাইলী[১২৫৮] তার তাফসীরে, আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপথি[১২৫৯], ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী[১২৬০] (ওফাত. ৮৫০হি), শায়খ আলওয়ান[১২৬১] (৯২০হি) সহ অসংখ্য মুফাসসির ও মুহাদ্দিস হাদিসটি সংকলন করেছেন এবং এর মর্মার্থ সঠিক বলেছেন।

আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস হাদিসটিকে জাল বলেননি এবং এমনকি আলবানীও তার কোনো গ্রন্থে হাদিসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেননি।[১২৬২]

১২৫৩. ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী ১/২২৬পৃ. ১/২৩৩পৃ. দারু ইহইয়াউল তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, ১৪২০হি, মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ১/৫৫পৃ. ২/৫২৩পৃ. হাদিস:৫৮৫, ২/৬২৫পৃ. হাদিস : ৭৪৬, ...০২পৃ. হাদিস : ৮৫৬, ৯/৩৭২২পৃ. হাদিস:৫৮৩৩, ৯/৩৩৭৪পৃ. হাদিস : ৫৮৫৬, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ ১৪২২হি. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী, ২/২১৩পৃ. ও ৪/৪২৯পৃ.এবং ...১২পৃ. ৮/৯৮পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন

১২৫৪. সূয়ূতি, শরহে সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৩১৩পৃ., কাদীমী কুতুবখানা করাচী, পাকিস্তান।

১২৫৫.তাবী, শরহে মিশকাত, ৩/৭৫১পৃ. হাদিস : ২৯৩, ৩/৯৯১পৃ. হাদিস : ৮২৫, মাকতুবাতু নাযায মুস্তফা আল বায, মক্কা শরীফ, প্রকাশ ১৪১৭হি.

১২৫৬. জুরকানী, শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১/১৬৬পৃ. হাদিস : ৬৬

১২৫৭. মানাবী, ফয়যুল কাদীর ১/৪৯৭পৃ. হাদিস:৯৯৪, মাকতুবাতুল তেজারিয়াতুল কোবরা, মিশর, প্রকাশ ১৩৫৬হি.

১২৫৮. ড. মোস্তফা জুহাইলী, তাফসীরুল ওয়াসীত, ২/১০৮০পৃ. ও ২/১৩২২পৃ. সূরা হুদ ও সূরা ঈসরাইল, দারুল ফিকর, দামেস্ক, প্রকাশ ১৪২২হি.

১২৫৯. পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, ১/৬৫পৃ. সূরা বাকারা, আয়াত ৪৬, ১/১৫১পৃ. সূরা বাকারা ১৫৩ নং আয়াত ১/৪৬১পৃ. সূরা বাকারা, ৬/৫৩৯পৃ. সূরা নূর, আয়াত নং ৩৬ এর ব্যাখ্যা ১০/৬৫পৃ. সূরা ইসরা, ২২ ...মাকতাবায়ে রশিদীয়্যাহ, পাকিস্তান, প্রকাশ ১৪১২হি.

১২৬০. নিযামুদ্দীন নিশাপুরী, তাফসীরে নিশাপুরী ১/১১৪পৃ. ১/১১৮পৃ. ১/১৩৪পৃ. ৩/১৩২পৃ. ৩/১৯৬পৃ. ...৫০৩পৃ. ৫/৪৬৫পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ ১৪১৬হি.

১২৬১. শায়খ আলওয়ান, তাফসীরে ফিওয়াতিহুল ইলাহিয়্যাহ, ১/১৯পৃ. সূরা বাকারা ১/২০৪পৃ সূরা মায়েদা ...দারুল রুকাবি লিল নশর, মিশর, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯হি.

১২৬২. আমি সমস্ত শামিলা সার্চ করে এবং আলবানীর সমস্ত কিতাব সার্চ করে আমি কোন গ্রন্থে জাল বলেছেন এমন পাইনি।

Scanned by C

বিষয় নং ৩: মুসল্লায় দাঁড়িয়ে ইন্নী ওয়াজ্জাহতু.....দোয়া পড়া প্রসঙ্গ:

মুযাফফর বিন মুহসিন তার এ বিভ্রান্তিকর পুস্তকের ১৬৫ পৃষ্ঠায় এ আমল প্রসঙ্গে লিখেন-"যেহেতু এর শারঈ কোন ভিত্তি নেই, সেহেতু তা পরিত্যাগ অপরিহার্য।" আমি আশ্চর্যিত যে এ দোয়াটি পড়লে অসুবিধার কী রয়েছে। ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

نا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أنا الْمَاجِشُونُ، عَمِّي عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

-"হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) যখন তাকবীর বলে নামায শুরু করতেন তখন বলতেন,............।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১০ পৃ. হা/২৩৯৯, ইমাম ইবনে খুজায়মা, আস-সহীহ, ১/২৬৪ পৃ. হা/৪৬২, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, হা/৭২৯, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, হা/৪৫৫২, সুনানে দারেমী, হা/১২৭৪, সুনানে নাসাঈ, হা/৮৯৭, সুনানুল কোবরা লিননাসাঈ, হা/৯৭৩) এ হাদিসের সমস্ত রাবী সিকাহ। তাবেয়ী উবায়দুল্লাহ বুখারী মুসলিমের রাবী। এ হাদিসটিকে ইমাম ইবনে খুজায়মা (রহ.) এ পরিচ্ছেদে-

(৪২) بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

-"তাকবীর তাহরীমা ও কিরাতের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন যিকির দোয়া বলার পরিচ্ছেদ-৪২।"(ইমাম ইবনে খুজায়মা, আস-সহীহ, ১/২৬৪ পৃ.) ইমাম বাগভী (রহ.) এই দোয়া-

بَابُ مَا يَسْتَفْتِحُ بِهِ الصَّلَاةَ مِنَ الدُّعَاءِ

-"যে দোয়া দিয়ে নামাযের শুরু হয়।" (ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৩/৩৪ হা/৫৭২) ইমাম বায়হাকী (রহ.) সংকলন করেন-

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِنَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ: كَانَ يَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، يَبْدَأُ بِهَذَا: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضَ

-"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমাদের কাছে হাদিস এসেছে যে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) নামায শুরু করার পূর্বে এই বাক্য বলতেন...ওয়াজ্জাহতু...।" (ইমাম বায়হাকী, আল-মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ২/৩৪৫ পৃ. হা/২৯৯২) ইমাম তাবরানী (রহ.) আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ الْمَكِّيُّ، ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا} وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন,...ওয়াজ্জাহতু.....।" (ইমাম তাবরানী, কিতাবুদ দোয়া, ১৭১পৃ. হা/৫০০) তাবেয়ী আতা এরূ দোয়া বলে নামায শুরু করতেন। (ইমাম আব্দুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ, ২/৮২ পৃ. হা/২৫৭১) তাহাভী (রহ.) এই বিষয়ক হাদিস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (তাহাভী, শরহে মা'নীল আছার, ১/১৯৯ পৃ. হা/১৮১-৮৫)

বিষয় নং ৪ : বিভিন্ন নামায এবং ওযূর শুরুতে মুখে নিয়্যাত করা প্রসঙ্গ:

আমরা বিভিন্ন নামায ও ওযূতে অন্তরে নিয়ত সকলেই করে থাকি। পাশাপাশি মুখে এবং নিয়্যত করে থাকে, কারণ এটি মুস্তাহাব। সালফে সালেহীন থেকে এটি প্রবাহিকভাবে চলে এসেছেন। ইমাম আলাউদ্দিন হাসকাফী (রহ.) তাঁর লিখিত বিখ্যাত হানাফী ফিকহের গ্রন্থ "দুররুল মুখতারের ওজুর মুস্তাহাব অধ্যায়ে লিখেন-

وَمُسْتَحَبُّهُ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى، وَمَا أَحَبَّهُ السَّلَفُ

-"মুস্তাহাব ঐ কাজটাকে বলা হয়, যেটা হুযুর (ﷺ) কোন সময় করেছেন আবার কোন সময় করেননি এবং ঐ কাজটাকেও বলে, যেটা বিগত মুসলমানগণ ভাল মনে করেছেন।"[১২৬০] আহলে হাদিস বিন মুহসিন তার বিভ্রান্তিকর পুস্তকের ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-"অতএব মুখে নিয়ত পাঠের অভ্যাস ছাড়াতে হবে।"

বিখ্যাত হানাফী ফকিহ আল্লামা মোল্লা খসরু (রহ.) ওযূর সুন্নাত আলোচনা করে বলেন-

(قَوْلُهُ: الْبَدْءُ بِالنِّيَّةِ) أَقُولُ: وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالتَّلَفُّظُ بِهَا مُسْتَحَبٌّ

-"(ওযূর প্রথম সুন্নাত হল নিয়্যাত করা) আমি বলি, বিশুদ্ধ অভিমত এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং মুখে নিয়্যাতের শব্দাবলি বলা মুস্তাহাব।" (দুররুল হেকাম, ১/১০ পৃ., কিতাবুত ত্বাহারাত, দারুল ইহইয়াউল কিতাব, বয়রুত, লেবানন) ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) নিয়্যাতের আলোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে লিখেন-

أَنَّ التَّلَفُّظَ بِهَا مُسْتَحَبٌّ

-"নিশ্চয় নিয়্যাত মুখে বলা মুস্তাহাব।" (ইমাম ইবনে আবেদীন, ফাতওয়ায়ে শামী, ১/৮০ পৃ., কিতাবুত ত্বাহারাত, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন) ইমাম ইবনে নুজাইম মিশরী (রহ.) তার বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাবে লিখেন-

وَالتَّلَفُّظُ بِهَا مُسْتَحَبٌّ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

১২৬০. ইবনে আবেদীন শামী, ফাতওয়ায়ে শামী, ... দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by C

-"মুখে নিয়্যত (নিয়্যতের শব্দাবলি বলা) বলা মুস্তাহাব যেমনটি সিরাজুল ওয়াহহাজে রয়েছে।" (বাহরুর রায়েক, ১/২৫ পৃ. কিতাবুত ত্বাহারাত) তাই মুখে নিয়্যত করাতে কোন অসুবিধা নেই, বরং মুস্তাহাব বা নফল ইবাদতের সাওয়াব পাবে, তাই আমরা বুঝতে পারলাম, বাতিলেরা মানুষদেরকে সাওয়াবের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

বিষয় নং ৫: পাগড়ী পড়ে নামায পড়া প্রসঙ্গ :

পাগড়ী পড়ে নামায পড়ার ফযিলতের প্রথম হাদিস :

এ বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৯৮-১০০ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছি। পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তারপরও কয়েকটি নতুন আপত্তি খণ্ডন না করলেই নয় বলে এখানে এ কয়েকটি হাদিস নিয়ে আলোকপাত করতে যাচ্ছি। মুহসিন সাহেব তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে' ১৬৫-১৬৬ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদিসটি উল্লেখ করেন-

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلا عِمَامَةٍ –

-"হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : পাগড়ীসহ দুরাকাত নামায, পাগড়ী ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম।"[১২৬৪] হাদিসটি উল্লেখ করে তিনি দাবী করেন-"বর্ণনাটি জাল। এর সনদে আহমাদ ইবনু ছালেহ নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। সে হাদীছ জাল করত।"

আপত্তির নিষ্পত্তি : মুহসিন সাহেব তার দাবীর পক্ষে তার গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় ৬০১ নং টীকায় আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ এর প্রথম খণ্ডের ১২৯ নং হাদিসের আলোচনার ডকুমেন্ট দিয়েছেন তাও ভুল, মূলত তা হল ১২৮ নং হাদিসের আলোচনা। মুহসিন সাহেব এ হাদিসে আপত্তিকর রাবী তুলে ধরেছেন 'আহমাদ ইবনু ছালেহ' নামক রাবীকে। অথচ তিনি এ সনদের কোন রাবীই নন। তিনি কতবড় মিথ্যাবাদী তা এখন আপনাদের সামনে প্রকাশিত করবো। আল্লামা মানাভী (رحمة الله), আল্লামা সান'আনী (رحمة الله) এমনকি মুযাফফর বিন মুহসিনের গুরু আলবানীর কিতাবেও দেখা যায় এ রাবী

১২৬৪. ক. ইমাম দায়লামী : মুসনাদুল ফিরদাউস : ২/২৬৫পৃ. হাদিস : ৩২৩৩, খ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামিউস সগীর : ২/১৭ : হাদিস : ৪৪৬৮, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামিউল আহাদিস : ৪/৪২৬ : হাদিস ১২৫৭৪, শায়খ ইউসুফ নাবহানী: ফতহুল কাবির : ২/১৩০ পৃ :হাদিস:৬৬২৫, ইমাম আযলুনী : কাশফুল খাফা : ২/২৩ পৃ : হাদিস : ১৬০১, ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : পৃ : ২৭১ হাদিস : ২৯৮, মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত :১/১৪৩পৃ., ইবনে হাজার মক্কী : আল-ফাতওয়ায়িল আল ফিকহিয়াতুল কোবরা : ১/১৭০পৃ., আব্দুল্লাহ সিরাজি, শরহে মুসলিম:২/৩৫পৃ., হাসান আবু ইসাবাহ, শরহে মুসলিম : ২৬/২৮পৃ., মুত্তাকি হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১৫/৩০৬পৃ. হাদিস : ৪১১৬, শাওকানী, ফাওয়াইদুল মওদুআত, ১/১৮৭পৃ. হাদিস : ৩, লিবাস অধ্যায়, দরবেশ হুত, আস্-সুনান্নিল মুত্তালিব,১/১৭১পৃ.হাদিস:৮২৮, আযলুনী, কাশফুল খাফা, ২/৮৬পৃ. হাদিস : ১৭৮৪, আলবানী, দ্বঈফু জামেউস সগীর, হাদিস/৩১২৯, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/২৫২পৃ. হাদিস/১২৮

নেই রাবীই নেই।[১২৬৫] তাই প্রমাণিত হল যে মুহসিন সাহেব একজন কট্টর মিথ্যাবাদী। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হল যে সে তার গুরু আলবানীর কিতাবের নামেও মিথ্যাচারিতা করলেন।

আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেন-"জাল ও বানোয়াট।" অথচ কেন এটি জাল বানোয়াট বা কোন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস তাকে জাল বলেছেন তা তিনি কিছুই উল্লেখ করেননি। মুহসিনের ইমাম আলবানী এই হাদিসটিকে উল্লেখ করে লিখেন-

فيه طارق بن عبد الرحمن، أورده الذهبي في الضعفاء

-"এই সনদটিকে তারেক বিন আব্দুর রাহমান নামক একজন রাবী রয়েছেন। ইমাম যাহাবী (رحمة الله) তাকে তাকে দুর্বল রাবীদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন।"[১২৬৬]

জরুরী একটি বিষয় : প্রথমে এ হাদিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি যে 'তারেক বিন আব্দুর রাহমান' নামে দুই জন মুহাদ্দিস রয়েছেন। একজন হলেন বাজালী কূফী; তিনিই মূলত এই সনদের রাবী। আরেকজন রয়েছেন কুরাশী হিজাযী তিনি কিছুটা দুর্বল, যার কথা আলবানী উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান এবং ইমাম ইজলী (رحمة الله) তাদের দুজনকেই সিকাহ বলেছেন।[১২৬৭]

এ রাবী সম্পর্কে আসমাউর রিজাবিদগণ কী বলেন : অধিকাংশ ইমামগণ বাজালী কে সিকাহ বলেছেন।

১. ইমাম আদি (رحمة الله) বলেন- وأرجو أنه لا بأس به -"আমি আশা রাখি তার হাদিস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।"[১২৬৮]

২. ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمة الله) বাজলী কূফী সিকাহ তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১২৬৯]

৩. ইমাম ইজলী (رحمة الله) (ওফাত. ২৬১হি.) তার সম্পর্কে বলেন-

طَارِق بن عبد الرَّحْمَن كُوفِي تَابِعِيّ ثِقَة

-"তারেক বিন আব্দুর রাহমান (رحمة الله) তিনি কুফার অধিবাসী তাবেয়ী এবং তিনি সিকাহ।"[১২৭০]

৪. ইমাম যাহাবী (رحمة الله) লিখেন- ثِقَة مَشْهُور -"তিনি প্রসিদ্ধ একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[১২৭১]

৫. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمة الله) তার জীবনীতে লিখেন-

وقال ابن معين والعجلي ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به يكتب حديثه يشبه حديثه حديث ...

وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وذكره ابن حبان في كتاب الثقات

১২৬৫. আল্লামা মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৪/৩৭পৃ. হা/৬৮৭৪, সান'আনী, তাইছির, ৬/২৬৬পৃ. হা/৪৪৫২

১২৬৬. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ১/২৫২পৃ. হাদিস/১২৮

১২৬৭. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৪/৩৯৫পৃ. ক্রমিক. ৩৫২৮, ইমাম ইজলী, তারিখুল সিকাত, ২৩৮পৃ. ক্রমিক. ৭৮৭

১২৬৮. ইমাম আদি, আল-কামিল, ৫/১৮৩পৃ. ক্রমিক. ৯৬০

১২৬৯. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৪/৩৯৫পৃ. ক্রমিক. ৩৫২৭

১২৭০. ইমাম ইজলী, তারিখুল সিকাত, ১/৪৭৫পৃ. ক্রমিক. ৭৮৮

১২৭১. যাহাবী, আল-মুগনী ফিদ দুআফা ...

Scanned by C

-"ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ, ইমাম আবু দাঊদ বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই, আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করে থাকি। ইমাম নাসাঈ বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম আদি বলেন, আমি আশা রাখি তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই এবং ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।" তাই প্রমাণিত হয়ে গেল এই রাবী সিকাহ এবং এই হাদিসও সহীহ।

পাগড়ী পড়ে নামায পড়ার ফযিলতের দ্বিতীয় হাদিস :

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদিসটি উল্লেখ করে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

صلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة

-"পাগড়ীসহ নামায ১০ হাজার নেক সমতুল্য।"[১২৭৩] এই হাদিস সম্পর্কে আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব লিখেন-"**বর্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনার সনদে ইবনু আর্রাক ও ইবনু আবান নামে দুইজন মিথ্যুক রাবী আছে।**"

আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-শুদ্ধ সংশোধন' গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেন-"**জাল ও বানোয়াট।**"

<u>আপত্তির নিষ্পত্তি :</u>

মুহসিন সাহেব আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদিসুদ দ্বঈফাহ গ্রন্থের বরাতে এই সনদে 'ইবনু আর্রাক' নামক যে রাবীর নাম ঘোষণা করেছেন উক্ত গ্রন্থে এই নামের কোন রাবীর কথা উল্লেখই নেই। অর্থাৎ ইবনু আর্রাক মূলত এ সনদের কোন রাবীই নন। আর এই রাবী মিথ্যুক না কি তা তো অনেক পরে ভাবার বিষয়। মুহসিন সাহেবের গুরু আলবানী লিখেছে- بسنده إلى أبان عن أنس مرفوعا. -"আবান হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।"[১২৭৪] আলবানী শুধু আবানকেই এই সনদের সমালোচিত রাবী বলেছেন; আর মুহসিন সাহেব তার গায়েবী ভাণ্ডার থেকে নতুন আরেকজন রাবীর নাম আমদানী করেছেন। এরূপ মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। এবার আসা যাক এই সনদের প্রধান রাবী 'আবান' নামক তাবেয়ীর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে। আলবানী দাবী করেছেন যে আবান মিথ্যার দোষে দোষী। আমি আশ্চর্য হই তিনি যদি মিথ্যার দোষে দোষীই হন তাহলে তো তিনাকে নির্ভরযোগ্য আসমাউর রিজালের কিতাব থেকে হাওলা দেওয়া উচিত ছিল। অথচ তিনি এর ধারে কাছেও নেই। তার উদ্দেশ্য হল রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত পাগড়ীকে হেয় করা।

ইমাম যয়নুদ্দীন ইরাকী (ওফাত. ৯৬৩ হি.) সনদটি কিছুই বলেন নি।[১২৭৫]

১২৭২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৫/৫পৃ.
১২৭৩. ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস,২/৪০৬পৃ. হা/৩৮০৫, ইমাম সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, আলবানী, সিলসিলাতুল..যঈফাহ, ১/২৫৩পৃ. হাদিস : ১২৯
১২৭৪. আলবানী, সিলসিলাতু..যঈফাহ, ১/২৫৩পৃ. হাদিস : ১২৯
১২৭৫. ইমাম ইরাকী, তাখরিজু আহাদিসুল ইহ্ইয়া,

তবে রাবী আবানের স্মৃতিশক্তিতে কিছুটা ত্রুটি বা দুর্বলতা রয়েছে, তাই আমরা তার হাদিসকে 'হাসান' বলবো। তাই ইমাম ইবনে মাঈন বলেন, তথা তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। এ ছাড়া ইমাম নাসাঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম দারেকুতনীও তাকে দুর্বল বলেছেন।"[১২৭৬] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর জীবনীর শুরুতেই লিখেন- روى عن أنس فأكثر -"তিনি বেশীর ভাগ সময় হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করতেন।"[১২৭৭] যাহাবী লিখেন- الزاهد -"তিনি একজন তাপসী অর্থাৎ দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি ছিলেন।"[১২৭৮]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তার বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থে একটি সনদের ধারা উল্লেখ করে লিখেন-

ইমাম আবু হাতেম রাযী বলেন- وأبو حاتم وزاد: وكان رجلا صالحا ولكنه بلي بسوء الحفظ -"তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন, তবে হ্যাঁ, স্মরণশক্তিতে সামান্য ত্রুটি ছিল।"[১২৭৯] বুঝা গেল তার দুর্বলতা হল স্মরণশক্তিতে।

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وهو رجل صالح يكنى أبا إسماعيل -"তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন, তার উপনাম হল আবু ইসমাঈল।"[১২৮০]

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وقال الساجي: كان رجلا صالحا -"ইমাম সাজী বলেন, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন।"[১২৮১] তাই আমি বলবো এই হাদিসটি 'হাসান' বলা যেতে পারে। তাই আলবানীর জাল বলায় আমাদের কিছু আসে যায় না। এই রাবী সম্পর্কে আমার সর্বশেষ বক্তব্য হল তার হাদিস 'হাসান'। কেননা তার দুর্বলতা সম্পর্কে ইমাম আবু হাতেম রাযী বলেছেন, শেষ বয়সে তার স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিল।[১২৮২]

তেমন ইমাম নূরুদ্দীন হাইছামী একটি হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَثَّقَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمٌ الْعَلَوِيُّ وَضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ.

১২৭৬. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/১০পৃ. ক্রমিক : ১৫, ইমাম দারে কুতনী, দ্বঈফাহ ওয়াল মাতরুকুন, ১/১০১পৃ.ক্রমিক : ১০১, নাসাঈ, দ্বঈফাহ ওয়াল মাতরুকুন, ১/১৪পৃ. ক্রমিক : ২১, ইমাম আদি, আল-কামিল, ১/৭পৃ. ক্রমিক : ২০০, ইমাম ইবনে হিব্বান, মাজরুহীন, ১/৯৬পৃ. ক্রমিক : ১, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২/২১পৃ. ক্রমিক : ১৪২
১২৭৭. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৯৭পৃ. ক্রমিক : ১৭২
১২৭৮. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/৮০৭পৃ., মিযানুল ই'তিদাল, ১/১০পৃ. ক্রমিক. ১৫
১২৭৯. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৯৭পৃ. ক্রমিক : ১৭২, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২/২২পৃ. ক্রমিক:১৪২
১২৮০. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৯৭পৃ. ক্রমিক : ১৭২
১২৮১. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৯৭পৃ. ক্রমিক : ১৭২
১২৮২. মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২/২২পৃ. ক্রমিক : ১৪২

Scanned by C

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) তাঁর মু'জামুল কাবীরে হাদিসটি সংকলন করেছেন। উক্ত সনদে আবান বিন আবি আইয়্যাশ রাবী রয়েছেন তাকে মুহাদ্দিস আইয়্যুব (রহ.) এবং ফাল্লাস আলাভী (রহ.) সিকাহ বলেছেন। আর ইমাম শু'বা (রহ.), আহমদ, ইবনে মুঈন (রহ.) আবু হাতেম (রহ.) তাকে দুর্বল বলেছেন।"[১২৮৩]

তাই বুঝা গেল তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না, স্বয়ং আলবানী ইমাম ইবনুল ইরাক (রহ.) এর উক্তি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, অথচ তিনি হাদিসটিকে জাল বলেননি।[১২৮৪] তাই তাকে এ অবস্থার জন্য তাকে অনেকে দুর্বল বলেছেন কিন্তু মিথ্যাবাদী মুহসিন সাহেবের মত কেউ এ রাবীকে মিথ্যুক বলেননি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব জাল বলার কারণ হলো আলবানী জাল বলেছেন, তার আর যাচাই করার প্রয়োজন নেই। তাই পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখলেন একজন মুহাদ্দিসও উক্ত রাবীকে মিথ্যুক বলেননি, বরং তাকে অনেকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন। আহলে হাদিসদেরকে বলতে চাই আমরা অন্ধভাবে কাউকে অনুসরণ করি না। কোন মুহাদ্দিস জাল বলে থাকলে তার কারণ উল্লেখ না পর্যন্ত তাকে অন্ধভাবে মানতে আমরা রাজী নই।

পাগড়ী পড়ে নামাযের ফযিলতের তৃতীয় হাদিস :

মুহসিন সাহেব তৃতীয় পাগড়ী পড়ে নামায পড়ার তার দৃষ্টিতে আপত্তিকর তৃতীয় হাদিস হিসেবে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.)-এর বর্ণনাটি তার গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এই হাদিসটির বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১০১ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে আলোকপাত করেছি। পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তারপরও একটি আপত্তির খণ্ডন না করলেই নয় বলে এ বিষয়ে কিছু লিখতে চাচ্ছি। ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.) এবং ইমাম ইবনে নাজ্জার (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর সূত্রে উল্লেখ করেন-

صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة فإن الملائكة يشهدون يوم الجمعة معتمين فيسلمون على أهل العمائم حتى تغيب الشمس

-"নফল অথবা ফরয নামাযে পাগড়ী পড়ে নামায পড়া পাগড়ীবিহীন হতে ২৫ গুন উত্তম, আর পাগড়ী পরে এক জুম'আ পাগড়ীবিহীন ৭০ জুম'আহ থেকে উত্তম।"[১২৮৫]

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি : আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে লিখেন-"বর্ণনাটি জাল। এর সনদে আব্বাস ইবনু কাছীর নামে মিথ্যুক রাবী রয়েছে।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বয়িফাহ এর ১২৭ নং হাদিসের ভুয়া আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেছেন আলবানীর ভুয়া দলিল নিয়ে আমাদেরকে বুঝ দিয়ে দিবেন। আলবানী কোন প্রমাণ দিতে পারে নি যে এই রাবী মিথ্যুক ছিলেন, মুহসিন সাহেবও পারলেন না। রাবী আব্বাস ইবনু কাসির (রহ.) ছিলেন একজন সম্মানিত তাবেয়ী এবং রাসূল (ﷺ) এর চাচার পুত্র। বিখ্যাত ইমাম ও আসমাউর রিজাবিদ ইমাম ইবনে আসির (রহ.) (ওফাত. ৬৩০হি.) তাঁর পিতার জীবনীতে লিখেন-

كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المطلب وهو ابن عم النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولد سنة عشر قبل وفاة النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأشهر

-"কাসির বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) তিনি রাসূল (ﷺ)-এর চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি রাসূল (ﷺ)-এর ওফাতের ১০ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন; আর এটিই সঠিক।"[১২৮৬] ইমাম আসির (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وكان فقيها فاضلا -"তিনি ছিলেন একজন মর্যাদাবান ফকিহ।"[১২৮৭] ইমাম আবু নুয়াইম (রহ.) তাকে সাহাবীদের জীবনী গ্রন্থে তাঁর গ্রহণযোগ্য আলোচনা করেছেন।[১২৮৮] তিনি লিখেছেন-

كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَشْرِ بْنِ الْهِجْرَةِ

-"হযরত কাসির বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) তিনি রাসূল (ﷺ)-এর ওফাতের ১০ বছর পূর্বে (হিজরতের পর) জন্ম গ্রহণ করেন।"[১২৮৯] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব এবং আলবানী একজন ছোট সাহাবীকে এবং রাসূল (ﷺ)-এর চাচাত ভাই এর ছেলেকে মিথ্যুক বলে অভিযুক্ত করেছেন। এরূপ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত। তাই প্রমাণিত হল সুপরিচিত রাবী ছিলেন।

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

قُلْتُ مَرْوِيُّ ابْنِ عُمَرَ نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْتِزَامِهِ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمَوْضُوعَ

-"আমি বলি, ইমাম সুয়ূতি (রহ.) তার জামিউস সগীর গ্রন্থে ইবনে আসাকীরের সূত্রে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে এটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম সুয়ূতি (রহ.) এ গ্রন্থের নিজেকে অপরিহার্য করেছেন এতে কোন জাল হাদিস বর্ণনা করবেন না।"[১২৯০]

ইমাম আজলূনী (রহ.) লিখেন-

১২৮৩ .হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/২৯৯পৃ. হাদিস : ১৬৬০, কিতাবুস সালাত।
১২৮৪ .ইরাকী, তানযিহুশ শরীয়াহ, ২/১২৪পৃ. হাদিস : ১৪১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ ১৩৯৯হি.
১২৮৫ . ইবনে আসাকির, তারিখে দামেস্ক : ৩৭/৩৫৫ পৃ. হাদিস : ৪০৯৯, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফাতহুল কাবীর, ২/১৮৮ পৃ. হাদিস : ৭০২৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৫/৩০৬পৃ. হাদিস : ৪১১৩৯, ইমাম ইবনে নাজ্জার, তারিখে মাদীনা,

১২৮৬ .ইমাম ইবনে আসির, আসাদুল গাবাত ফি মা'রিফাতুল সাহাবা, ৪/৪৩৫পৃ. ক্রমিক. ৪৪৩১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৫হি.
১২৮৭ .ইমাম ইবনে আসির, আসাদুল গাবাত ফি মা'রিফাতুল সাহাবা, ৪/৪৩৫পৃ. ক্রমিক. ৪৪৩১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৫হি.
১২৮৮ .ইমাম আবু নুয়াইম, মা'রিফাতুল সাহাবা, ৫/২৩৯২পৃ. ক্রমিক. ৫৮৫৬
১২৮৯ .ইমাম আবু নুয়াইম, মা'রিফাতুল সাহাবা, ৫/২৩৯২পৃ. ক্রমিক. ৫৮৫৬
১২৯০ .ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, ...

Scanned by C

... موضوع وأن الجامع المذكور جرده مؤلفه عن الموضوع.

-"এটি ভিত্তিহীন নয়, কেননা ইমাম সুয়ূতি (রহ.) তার জামেউস সগীর গ্রন্থকে মাওযু হাদিস থেকে বিরত রেখেছেন।"[১২৯১] তাই সর্বশেষ বলবো যে পৃথিবীর যে কোন মুহাদ্দিসই এই হাদিসটিকে জাল বলতে হলে এই সনদের আপত্তির কারণ উল্লেখ করে বলতে হবে।

পাগড়ী পড়ে নামায পড়ার ফযিলতের চতুর্থ হাদিস ঃ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার "জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত" বইয়ের ১৬৭ পৃষ্ঠায় শুধু মাত্র আলবানীর দলিল দিয়ে নিম্নের এ হাদিসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৯২] হাদিসটি হল ঃ

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة

-"হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও ফিরেশতামণ্ডলী জুমু'আর দিনে পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের উপর রহমত বর্ষণ করেন।"[১২৯৩] তিনি দাবি করেছেন এ সনদের অন্যতম রাবী "আইয়ূব ইবনু মুদরাক" মিথ্যাবাদী। আমাদের গবেষণামূলক বক্তব্য হল তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী মিকহুল (রহ.) এর অন্যতম ছাত্র। তবে তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল। যেমন ইমাম হাইসামী (রহ.) এক হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন-

رواه الطبراني في الكبير، وفيه أيوب بن مدرك، وهو ضعيف.

-"হাদিসটি ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন, সনদে 'আইয়ূব ইবনে মুদরাক' রয়েছেন তিনি দুর্বল।"[১২৯৪] ইমাম যাহাবী (রহ.) তার কিতাবে উল্লেখ করেন- قال أبو زرعة: ضعيف. -"ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) বলেন তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল।"[১২৯৫] ইমাম নাসাঈ (রহ.), ইমাম আবু হাতেম (রহ.)ও তাকে মাতরুক রাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১২৯৬] তাই সনদটি দ্বঈফ যা ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহণযোগ্য; তবে জাল নয়।

১২৯১ .আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/২৬পৃ. হা/১৬০৩
১২৯২ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ দ্বঈফাহ, হা/১৫৯
১২৯৩ .তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/১৭৬পৃ. হাদিস নং. ৩০৭৫, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৮৯পৃ.
১২৯৪ .হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/১৭৬পৃ. হাদিস নং. ৩০৭৫
১২৯৫ .যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৮১৪পৃ.
১২৯৬ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৯৩পৃ. ক্রমিক. ১১০০, নাসাঈ, দ্বঈফা ওয়াল মাতরুকুন, ১/১৫পৃ. আবু হাতেম, জরুহ ওয়া তা'দীল, ২/২৫৮পৃ. ক্রমিক. ৯২৫, ইমাম আদি, আল-কামিল, ২/৫পৃ.

বিষয় নং ৬: নামায/রাসূলুল্লাহ (ﷺ) টুপি পড়া প্রসঙ্গ :

আহলে হাদিস মুহসিন তাঁর গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"রাসূল (ﷺ) টুপি পরেছেন মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। কারণ তিনি পাগড়ী পরতেন।" অথচ আমরা সহীহ হাদিস থেকে জানতে পারি যে, রাসূল (ﷺ) টুপির উপরে পাগড়ী এবং শুধু টুপিও পড়তেন। ইমাম তিরিমিযি (রহ.) হযরত ফুযালাহ ইবনু উবাইদ (রা.) বলেন, আমি হযরত উমর (রা.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমি রাসূল (ﷺ) কে একদা কথা বলতে বলতে তাঁর মাথা থেকে টুপি পড়ে যেতে দেখেছি।"[১২৯৭] রাসূল (ﷺ) এর খালি টুপি এবং টুপির রং নিয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৬৩-৫৬৫ পৃষ্ঠায় সবিস্তর আলোকপাত করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

বিষয় নং ৭ : নামাযের শুরুতে কানের নিকট পর্যন্ত হাত তোলা প্রসঙ্গ

আমাদের আহলে হাদিস ভাইয়েরা মহিলাদের মত কাধ পর্যন্ত হাত উত্তোলন করে থাকেন। আমরা কখনো তাদের কাজে বাধা দেইনি। কিন্তু আমরা কান পর্যন্ত হাত উঠাই তা এটি সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় বলা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না। তাই আমি এ বিষয়ে কিছু হাদিসে পাক উল্লেখ করতে চাই। ড. আসাদুল্লাহ আল-গালীব তার লিখিত "ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)" গ্রন্থের ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেন-"হাত বাঁধার সময় দুই কানের লতি বরাবর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী উঠানোর হাদীছ যঈফ (টীকায় উল্লেখ করেছেন আবু দাউদ হা/৭৩৭)।" অথচ এই বিষয়ে সহীহ মুসলিমেই হাদিস রয়েছে। আর তিনি সুনানে আবি দাউদের হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) এর যে হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন সেটিকে আমি রাফ'উল ইয়াদাইনের আলোচনায় সহীহ বলে প্রমাণ করেছি আসমাউর রিজালের আলোকে। পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তাকবীরে তাহরীমার সময় কান পর্যন্ত হাত উত্তোলনের ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি হাদীস পেশ করছি।

প্রথম বর্ণনা : ইমাম মুসলিম (রহ.)সহ এক জামাত ইমামগণ সংকলন করেন-

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وفي لفظ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

-"রাসূল (ﷺ) যখন তকবীর বলতেন তখন তাঁর হাত মোবারক কান পর্যন্ত উঠাতেন। অন্য শব্দে এ ভাবে আছে যে, কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাতেন।"[১২৯৮] এটি সহীহ মুসলিমের হাদিস এবং পৃথিবীর সকল ইমামের মতে সহীহ; তাই পর্যালোচনার নিষ্প্রয়োজন।

১২৯৭ .ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৩/২২৯পৃ. হা/১৬৪৪
১২৯৮ .মুসলিম : আস-সহীহ : ১/২৯৩ পৃ. হাদিস নং- ৩৯১, ইমাম ইবনে মাযাহ : আস-সুনান : ১/২৭৯ পৃ. হাদিস/৮৫৯, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, ইমাম তাহাভী : শরহে মা'য়ানীল আছার : ১/২২৪পৃ., ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/২১২পৃ. হাদিস/২৪২৭ মাকতাবায়ে রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ইমাম বায়হাকী : মা'রিফাতুস-সুনানি ওয়াল আছার : ২/৪১০পৃ. হাদিস/৩২৪৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ইমাম নাসাঈ, আস ...

Scanned by C

দ্বিতীয় বর্ণনা :

عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ

-"আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি যখন তিনি নামায আরম্ভ করতেন, তখন তাঁর হাত মোবারক কান এর নিকট উঠাতেন, অতঃপর তিনি আর হাত উঠাতেন না।"[৯৯৯] আপনারা দেখবেন, এ হাদিসটি নিয়ে মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় রাফউল ইয়াদাইনের আলোচনায় যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। তাই সামনে এটির আমি রাফ'উল ইয়াদাইনের আলোচনায় সহীহ বলে প্রমাণ করেছি আসমাউর রিজালের আলোকে।

তৃতীয় বর্ণনা :

عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ

-"তিনি হুযুর ﷺ কে দেখেছেন যে, হুযুর ﷺ যখন নামাযে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর হাত উঠাতেন। একজন রাবী বলেন, তাঁর কান বরাবর হাত উঠাতেন অতঃপর কাপড়ের ভিতরে হাত ঢেকে রাখতেন।"[১০০০]

চতুর্থ বর্ণনা :

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

-"হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরেছ নবী ﷺ কে দেখেছেন যে, যখন তিনি তকবীরে তাহরীমা বলতেন তখন তাঁর হাত উঠাতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা মোবারক উঠাতেন তখন হাত কানের লতি পর্যন্ত পৌছে যেত।"[১০০১]

৫ম বর্ণনা :

عن البراء قال كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا صلى رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أُذُنَيْهِ.

মুসনাদে আহমদ, হাদিস/২০৫৩৫, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৯/২৮৪পৃ. হাদিস/৬২৫, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৫/১৭৬পৃ. হাদিস নং. ১৮৬৩

১২৯৯ .১. ইমাম আবু দাউদ : আস-সুনান : ১/১৯৯পৃ. হাদিস-৭৪৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বৈরুত। ২. ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/২১৩পৃ. হাদিস : ২৪৪০

১০০০ .১. ইমাম মুসলিম : আস-সহীহ, ১/৩০১পৃ. হাদিস : ৪০১, মুফতি আমিমুল এহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার : ১/১৬৭পৃ. হাদিস/৪১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বাহলুভী : আদিল্লাতে হানাফিয়্যাহ : ১৫৭পৃ. হাদিস/৩৬৩, কায়রো, মিশর।

১০০১ .ইমাম আবু দাউদ : আস-সুনান : ১/১৯৯পৃ. হাদিস : ৭৪৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ইমাম নাসাঈ : আস-সুনানুল কোবরা : ২/১২২পৃ. হাদিস/৮৮০

-"নবী করীম ﷺ যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর হাত মোবারক এমন ভাবে উঠাতেন যে তাঁর আঙ্গুল গুলো কান বরাবর হয়ে যেত।"[১০০২]

৬ষ্ঠ বর্ণনা : খাদেমুর রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ.

-"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাকবীর বলতে দেখেছি আর তিনি নিজ বৃদ্ধাঙ্গুল কান বরাবর করেছেন।"[১০০৩] ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) এ হাদিসটি সংকলন করে লিখেন-

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"এই হাদিসটি বুখারী মুসলিমের শর্তনুসারী সহীহ। এটিতে কোন আপত্তি আছে বলে আমি জানি না। যদিও ইমাম বুখারী ও মসলিম এটি সংকলন করেননি।"[১০০৪] ইমাম যাহাবী (রহ.) তার তালখীছে এ কথার সাথে একমত করে লিখেন- على شرطهما ولا أعرف له علة -"এটি বুখারী মুসলিমের শর্তনুসারে সহীহ। সনদটিতে কোন ত্রুটি পাইনি।"[১০০৫]

৭ম বর্ণনা :

عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

-"তিনি নবীজীকে দেখেছেন যখন নবীজী ﷺ নামায আরম্ভ করলেন তখন তাঁর হাত মোবারক উঠালেন, এমনকি তাঁর হাত কান এর বরাবর করে নিলেন। অতঃপর নামায থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত তিনি আর হাত তোলেননি।"[১০০৬]

৮ম বর্ণনা :

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ.

১০০২.১. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ৪/৩০৩পৃ., ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান : ১/২৯৩পৃ. হাদিস : ১৯, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার : ১/২২৪পৃ.

১০০৩.১. ইমাম হাকিম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক, ১/৩৪৯পৃ. হাদিস নং ৮২২ ২. ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ১/৩০০পৃ. হাদিস : ১২, দারুল মা'রিফ, বয়রুত, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ২/৯১পৃ. হাদিস : ২৪৬৪, মাকতুবাতে দারুল বায, মক্কাতুল মুকাররামা, মুসলিম বাহলবী : আদিল্লাতে হানাফিয়্যাহ, ১৫৭পৃ. হাদিস : ৩৬৫।

১০০৪. ইমাম হাকিম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ১/৩৪৯পৃ. হাদিস নং ৮২২, ইমাম যাহাবী, তালখীছ, ১/৩১১পৃ.

১০০৫. ইমাম হাকিম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক, ১/৩৪৯পৃ. হাদিস/৮২২

১০০৬. ইমাম দারাকুতনী : আস-সুনান : ১/২৯৩পৃ. হাদিস/২১. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by C

-"তিনি হুযুর ﷺ এর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলতেন আমি তোমাদের থেকে হুযুর ﷺ এর নামায সম্পর্কে অধিক অবহিত। যখন তিনি নামাযে দণ্ডায়মান হতেন তখন তকবীর বলতেন এবং হাত মোবারক চেহারা বরাবর উঠাতেন।"[১০০৭]

অষ্টম বর্ণনা :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: أَصْحَابُنَا إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى آذَانِهِمْ

-"হযরত মাইসারা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের সাহাবায়ে কেরাম যখন নামায শুরু করতেন তখন হাত উঠাতেন কান পর্যন্ত।"[১০০৮]

নবম বর্ণনা : ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ

-"আসেম ইবনে কুলাইব (رحمه الله) তার পিতা থেকে তিনি সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন অতঃপর আমি রাসূল (ﷺ)-এর সালাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম। তিনি তাকবীর দিলেন আর তাতে তার বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতির কাছাকাছি পর্যন্ত পৌছল।"[১০০৯]

দশম বর্ণনা : ইমাম তাবরানী (رحمه الله) বর্ণনা করেন-

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

-"হযরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে রাসূল (ﷺ) যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর হাত মোবারক কান পর্যন্ত উঠাতেন। এবং তারপর ছানা পাঠ করতেন।"[১০১০] ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী (رحمه الله) লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

-"ইমাম তাবরানী তার মুজামুল আওসাত গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন; আর সনদেও সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১০১১]

১০০৭ .১.ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'য়ানীল আছার : ১/১৯৬পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, মুফতি আমিনুল হইসান, ফিক্বহুস-সুনানি ওয়াল আছার : ১/১৬৮পৃ. হাদিস : ৪২১

১০০৮ . ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/২১১ হাদিস : ২৪১৮, মাকতুবায়ে রাশাদ, রিয়াদ।

১০০৯ . ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১১পৃ. হাদিস নং ২৪১০

১০১০ .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৩/২৪২পৃ. হাদিস নং ৩০৩৯

১০১১ .ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/১০৭পৃ. হা/২৬২২

একাদশতম বর্ণনা : ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله) লিখেন-

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ»

-"হযরত ওয়াইল বিন হুজর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (ﷺ) কে নামায শুরু করার সময় তার হাত কান মোবারক পর্যন্ত উত্তোলন করতে দেখেছি।"[১০১২] এ হাদিসটিকে আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী সুনানে আবি দাউদের তাহক্বীকে সহীহ বলেছেন।[১০১৩] ইমাম যায়লাঈ (رحمه الله) লিখেন- وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ -"ইমাম নববী (رحمه الله) তার 'খুলাসাতুল আহকাম' বলেন, এই সনদটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।"[১০১৪]

কান পর্যন্ত হাত উঠানোর বিষয়ে আরো বহু হাদিস পেশ করা যেতে পারে এখানে শুধু ১২টি হাদিস উল্লেখ করছি; আরও কতিপয় হাদিসে পাক জানতে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (رحمه الله)-এর লিখিত 'জা'আল হকের (বাংলা) তৃতীয়াংশের এই শিরোনামের অধ্যায় দেখুন। সেখানে আমি হাশীয়ায় আরও অনেক হাদিসে পাক উল্লেখ করেছি।

বিষয় নং ৮ : নামাযে 'রাফউল ইয়াদায়েন' বা বাড় বাড় হাত উত্তোলন করা প্রসঙ্গ

নামাযে রাফউল ইয়াদাইন এর গুরুত্ব

রাফউল ইয়াদাইন এমন কোন গুরুত্বপুর্ণ আমল নয়। আমরা নামাযের শুরুতে তাকবিরে তাহরিমার সময় যে হাত উত্তোলন করে থাকি, সে সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নববী[১০১৫] বলেন-

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

-"মুসলিম জাতি তাকবিরে তাহরিমার সময় রাফউল ইয়াদাইন (দু'হাত উত্তোলন) মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে একমত।"[১০১৬] ইমাম নববী (رحمه الله) তারপর আরও বলেন যে শাফেয়ী মাযহাবের মতে রাফেউল ই'য়াদাইন করাটা মুস্তাহাব মাত্র।[১০১৭] এতদাসত্ত্বেও

১০১২.ইমাম আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/১৯৩পৃ. হা/৭২৮

১০১৩.আলবানী, (তাহক্বীক) সুনানে আবি আবু দাউদ, হা/৭২৮

১০১৪.ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ১/৩১৮পৃ.

১০১৫.যাকে সালাফীগন তথা আহলে হাদিসগন অনেক বেশি অনুসরণ করে থাকেন, এমনকি তাঁর লেখা 'রিয়াদুস-সালেহীন' তারা বেশী পড়ে থাকেন এবং তারাই সে কিতাবটির অনুবাদ করেছেন এবং আলবানী কিতাবটির তাহক্বীক করেছেন।

১০১৬. নববী : আল-মিনহাজ ফি শরহে মুসলিম : ৪/৯৫পৃ. হাদিস : ৩৯১, দারু ইহইয়াউত-তুরাস আল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৩৯২হি.

১০১৮. তবু কওল বা বক্তব্য হলো অনুরূপ (-"ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন নামাযে রিভ রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব) সূত্র : নববী : আল-মিনহাজ ফি শরহে মুসলিম : ৪/৯৫পৃ. হাদিস : ৩৯১,

Scanned by C

বিষয়টি নিয়ে আহলে হাদিসরা অনেক বাড়াবাড়ি করে থাকেন। মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-"ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।" তিনি কিভাবে এটাকে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ফতোওয়া দিয়ে দিলেন? তাহলে তার কাছে আমার জিজ্ঞাসা কোন মুজতাহিদ ইমাম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত বলেছেন? আর যদি বলেই থাকেন তাহলে আপনি কেন তাদের নামের তালিকা উল্লেখ করলেন না?

জঘন্য মিথ্যাচার : মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-"কিন্তু বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অধিকাংশ মুছল্লী উক্ত সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। উক্ত যুক্তিগুলোর অন্যতম হল, কতিপয় জাল ও যঈফ হাদীছ।"

জঘন্য মিথ্যাচারের জবাব : সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের পক্ষে নামাযে রাফউল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে ১৩৭ শতরও বেশী দলি থাকার পরও মুহসিন সাহেব কতবড় মিথ্যাচার করতে পারলেন আমার অবাক লাগে।[১০১৮] তিনি দাবি করেছেন যে, রাফউল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে হানাফিদের নাকি কোন সহিহ হাদিস নেই! নাউযুবিল্লাহ

মিথ্যাচারিদের উপর আল্লাহর লানত। আছে কী নেই সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সামনের আলোচনায় আপনারা সবাই দেখতে পাবেন।

রাফউল ইয়াদায়েন রহিত হওয়া প্রসঙ্গ :

রাসূল (ﷺ) এই আমলটি প্রাথমিক যুগে করেছিলেন, পরবর্তীতে তা ছেড়ে দিয়েছেন। মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখেন-"অবশেষে যখন রাফ'উল ইয়াদায়েনকে প্রতিরোধ করার মত কোন পথ পাওয়া যায়নি তখন বলা হয়েছে যে, রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছগুলো মানসূখ বা হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অথচ উক্ত দাবীর পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করা হয় তাহা মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! রহিত হওয়ার অসংখ্য হাদিসে পাক হতে কয়েকটি হাদিসে পাক আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আপনারা সে সনদগুলো দেখেই বলবেন কোনটি জাল আর কোনটি কাল্পনিক কথা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ»

-"হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, আমার কি হলো, আমি যে তোমাদেরকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় (ঘনঘন) হাত উঠাতে দেখছি! তোমরা নামাজের মধ্যে স্থির থাকবে।"[১০১৯]

১০১৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত 'রাফ'উল ইয়াদায়েনের' সমাধান দেখুন।

১০১৯. ইমাম মুসলিম, আস্-সহিহ : ১/৩২২পৃ. হাদিস : ৪৩০, দারু ইহইয়াউত্ তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন। আবূ দাউদ, আস্-সুনান : কিতাবুস সলাত, হাদিস নং : ১০০০, মাকতুবাতুল আসরিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

প্রমাণিত সহিহ মুসলিমের এ হাদিস থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, নামাজে ঘোড়ার লেজের ন্যায় পুনরায় দু'হাত উত্তোলন করা না হয়। অনেকে এ হাদিসটি অন্য দিকে উদ্দেশ্য বুঝাতে চান এজন্য আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন -

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

"এ মুসলিম শরিফের হাদিসটি হলো হানাফীদের পক্ষে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' না করার দলিল।"[১০২০] এ হাদিসটি হাদিস শাস্ত্রের এক জামাত ইমামগণ সংকলন করেছেন। যা আপনারা আমার লিখিত সহীহ হাদিসের আলোকে ***'রাফ'উল ইয়াদাইন সংক্রান্ত সমাধান'*** গ্রন্থে পাবেন।

তাই সহজেই বুঝতে পারলাম যে রাসূল (ﷺ) সর্বশেষ রাফ'উল ইয়াদায়েন বা নামাযে বারবার হাত উত্তোলন সর্বশেষ করতে নিষেধ করেছিলেন। এ বিষয়ে আরও কিছু হাদিস নিম্নে আলোকপাত করা হবে।

আহলে হাদিসরা কী রাফ'উল ইয়াদায়েনের সকল সহীহ হাদিস মানেন?

প্রাথমিক জীবনে রাসূল (ﷺ) 'রাফউল ইয়াদায়েন' করে নামায পড়ার কারণে আহলে হাদিস ভাইয়েরা এই পদ্ধতি অনুসারে নামায পড়ার জোর দাবি করছেন। তারা সহিহ হাদিসের অনুসারী বলে দাবি করছেন প্রতিনিয়ত। আমরা প্রাথমিক জীবনে রাসূল (ﷺ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন মর্মে সে সমস্ত হাদিসের দিকে তাকালে ৬-৭ রকমের পদ্ধতি পাওয়া যায়। আর সবগুলো রেওয়াতের সনদ সহীহ হওয়ার কারণে একটির উপর অন্যটি প্রাধান্য দেয়া যায় না। যা নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। অথচ আহলে হাদিসগণ এতগুলো পদ্ধতি থেকে তারা একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন এবং নিজেদেরকে সহীহ হাদিসের অনুসারী বলে দাবি করেন। অথচ রাফে'উল ইয়াদায়েনের আরও ৬ রকমের পদ্ধতি রয়েছে। বাকী ৬ ধরনের পদ্ধতিতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার সহীহ হাদিস থাকা সত্ত্বেও তারা সহীহ হাদিসের অনুসারী হওয়ার দাবি করে একটি পদ্ধতির উপর আমল করে থাকে আর বাকী ৬টিকে বাতিল করে দেয়। রাফউল ইয়াদায়েন করার বিষয়ে তাদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হাদিসটি হলো সাহাবী ইবনে উমর (রা.)'র হাদিস।[১০২১] অথচ উক্ত মহান সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এ হাদিসের বিপরীত আমল করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর অনেক শিষ্য ছিলেন তন্মধ্যে তাঁর গোলাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে না'ফে (রা.), তাঁর ছেলে হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) এবং ইমাম মুজাহিদ (রহ.) উল্লেখ যোগ্য। ইমাম তাহাবী (রহ.) বর্ণনা করেন-

১০২০. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৬৫৬পৃ. হাদিস : ৭৯৩, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪২২হি.

১০২১. তথ্য সূত্র ...

Scanned by C

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ

-"আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন শায়খ ইবনে আবি দাউদ তাকে আহমদ বিন ইউনুস তিনি বলেন আমাকে ইমাম আবু বকর বিন আইয়্যাশ কূফী (রহ.) বলেছেন তিনি হযরত হুসাইন (রহ.) থেকে তিনি তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে তিনি বলেন আমি সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর পিছনে নামাজ পড়েছি তিনি শুধু মাত্র তাকবিরে তাহরিমার সময় ছাড়া আর হাত উত্তোলন করেননি।"[১০২২] এ হাদিস ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন এভাবে-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ

-"আমাকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু বকর বিন আইয়্যাশ কূফী (রহ.) তিনি হযরত হুসাইন (রহ.) থেকে তিনি তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে তিনি বলেন আমি সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কে দেখেছি তিনি নামাযে শুধু মাত্র তাকবিরে তাহরিমার সময় ছাড়া আর হাত উত্তোলন করতেন না।"[১০২৩]

সনদ পর্যালোচনা : এ হাদিসের বিষয়ে কারও চাপাবাজি না শুনে আমরা এখন দেখবো মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসের বিষয়ে কি বলেছেন। ইমাম নিমভী (রহ.) তাঁর কিতাবে বলেন, এ হাদিসের সমস্ত বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।[১০২৪] ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ সনদটি প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য না করে লিখে- هٰذَا مَوْقُوفٌ. "সনদটি মাওকুফ (সূত্রে সহীহ)।"[১০২৫] ইমাম তুরকীমানী (ওফাত.৭৫০হি.) এ হাদিসটি সংকলন করে লিখেন- وهذا سند صحيح -"এই সনদটি সহিহ।"[১০২৬] ইমাম যয়নুদ্দীন ইরাকী (ওফাত.৮০৬হি.) এ হাদিসটি প্রসঙ্গে বলেন- وهذا سند صحيح -"এই সনদটি সহীহ।"[১০২৭] ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) সনদটি উল্লেখ করার পূর্বে লিখেন- رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ -"ইমাম তাহাবী (রহ.) সহীহ সনদে সংকলন করেন।"[১০২৮]

১০২২. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/২২৫পৃ. হাদিস : ১৩৫৭, আলিমুল কুতুব, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৪হি. বায়হাকি, আল-মা'রিফাতুল-সুনানি ওয়াল আছার, ২/৪২৪পৃ. হাদিস : ৩২৮৬, নীমাভী, আসারুস সুনান, ১/১০৮পৃ.

১০২৩. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৩পৃ. হাদিস : ২৪৫২, নীমাভী, আসারুস সুনান, ১/১০৮পৃ.

১০২৪. .নীমাভী, আছারুস সুনান, ১/১০৮পৃ.

১০২৫ .ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তাহাফুল মুহরাহ, ৬/৩০৮পৃ. হা/১০১২২

১০২৬ .তুরকামানী, জাওয়াহিরুন নকী আ'লা সুনানিল বায়হাকী, ২/৭৪পৃ.

১০২৭ .ইরাকী, তাখরীজে আহাদিসুল ইহ্ইয়াউল উলুম,১/৩৪৯পৃ. দারুল ইসমাত লিন নশর, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ. ১৪০৮হি.

১০২৮ .আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহে সহিহুল বুখারী, ৫/২৭৩পৃ.

আহলে হাদিস ওবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী কে মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় তার নাম উল্লেখ করার পূর্বে 'আল্লামা' লকব লাগিয়েছেন এবং '(রহ.)' শব্দ নামের শেষে লাগিয়েছেন। মোবারকপুরী এ হাদিসটি সংকলন করে লিখেন- قال النيموي: سنده صحيح -"ইমাম নিমবী (রহ.) বলেন, সনদটি সহিহ।"[১০২৯]

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি ঃ

আপত্তি নং ১ : আহলে হাদিসের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী ও মোবারকপুরী হাদিসটির সনদের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে। যে ইমাম আদি (রহ.) উল্লেখ করেছেন, এ সনদের একজন রাবী "আবু বকর বিন আইয়্যাশ" তাঁর শেষ জীবনে স্মৃতি শক্তি খারাপ হয়ে গিয়েছিল।[১০৩০] অপরদিকে আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবুবকর ইবনু আইয়াশ নামে একজন রাবী আছে। ইমাম বায়হাক্বীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন।"

আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব ঃ প্রথমে বলবো, ইমাম ইবনে আদি (রহ.) তাবেয়ী 'আবু বকর বিন আইয়্যাশ' সর্ম্পকে যে মন্তব্য করেছেন আমাদের জন্য তা দোষনীয় নয়। কারণ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেছেন উক্ত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে আদিই বরং তাঁর সর্ম্পকে বলেছেন-

وقال ابن عدي أبو بكر هذا كوفي مشهور وهو يروي عن أجلة الناس وحديثه سنذكره وهو من مشهوري مشائخ الكوفة ...لا بأس به وذلك إني لم أجد له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عن ضعيف

"আবু বকর একজন প্রসিদ্ধ কূফী। তিনি অনেক স্বনামধন্য মুহাদ্দিসগণ হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত যাবতীয় হাদিসে এমন কোন অসুবিধা নেই, কারণ আমি তাঁর বর্ণিত কোন হাদিস মুনকার বা আপত্তিকর পাইনি। তিনি যখন হাদিস বর্ণনা করতেন সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী থেকেই বর্ণনা করতেন। তবে তাঁর থেকে দুর্বল বর্ণনাকারী বর্ণনা করলে ভিন্ন কথা।"[১০৩১] ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وقال صالح بن أحمد عن أبيه صدوق صالح صاحب قرآن

১০২৯. মোবারকপুরী, মের'আত শরহে মেশকাত, ৩/২৭৭পৃ.

১০৩০. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বয়ীফাহ ওয়াল মাওজুআহ, ২/৩৪৭পৃ. দারুল মারিফ রিয়াদ, সৌদি, প্রকাশ-১৪১২হি.

১০৩১. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ২/৯৬পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবনন।

১০৩২. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ১২/৩৫পৃ. ক্রমিক.১৫১, আদি, আল-কামিল, মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ৩৩/১২৭পৃ, রাবি : ৭২৫২, যাহাবি, মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৪৬৭পৃ, যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১/২৬৫পৃ. যাহাবি, সিয়ারু-আলামিন আন্-নুবালা, ৮/৪৯৫পৃ.

Scanned by C

-"ইমাম সালেহ বিন আহমাদ তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবুবকর সৎ ব্যক্তি, কুরআনের সাথী (ক্বারী)।"[১০৩২] ইমাম আসকালানী আরও উল্লেখ করেন-

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة

-"আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ তিনি তার পিতা আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণনা করেন, যে আবুবকর সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[১০৩৩] ইমাম আসকালানী উল্লেখ করেন, ইমাম উসমান দারেমী ইবনে মুয়াইন থেকে বর্ণনা করেন তিনি সম্পর্কে বলেছেন- قال هو ثقة -"তিনি সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারী।"[১০৩৪] আসকালানী আরও উল্লেখ করেন-

وذكره ابن حبان في الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ্ রাবীর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।"[১০৩৫] ইমাম আসকালানী আরও উল্লেখ করেন-

وقال العجلي كان ثقة

-"ইমাম ইজলী বলেন তিনি সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত হাদিস বিশারদ।"[১০৩৬] ইমাম আজলী তার সম্পর্কে আরও বলেন-

وكان ثقة صدوقا عارفا بالحديث والعلم

-"ইমাম আবূ বকর ইলম ও হাদিস গবেষণায় একজন পরিচিত ব্যক্তি, তিনি সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন।"[১০৩৭] ইমাম আসকালানী আরও উল্লেখ করেন- الساجي صدوق -'ইমাম সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন।"[১০৩৮]

রাবী হযরত 'আবূ বকর বিন আইয়্যাশ' সর্ম্পেকে ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন- ابو داود فقال: ثقة -"অতঃপর ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন তিনি সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[১০৩৯] ইমাম ইবনে সা'দ বলেন-

وكان ابو بكر ثقة صدوقا عارفا بالحديث

১০৩২.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ১২/৩৫পৃ. ক্রমিক.১৫১, ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ৩৩/১৩২পৃ. ক্রমিক.৭২৫২

১০৩৩.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ১২/৩৫পৃ. ক্রমিক.১৫১, ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ৩৩/১৩২পৃ. ক্রমিক.৭২৫২, ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/১২৬১পৃ. ক্রমিক. ৩৭০

১০৩৪.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ১২/৩৫পৃ. ক্রমিক.১৫১

১০৩৫.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ১২/৩৫পৃ. ক্রমিক.১৫১, ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ৩৩/১৩২পৃ. ক্রমিক.৭২৫২, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস্-সিকাত, ৭/৬৬৮পৃ. ক্রমিক. ১২০১৮,

১০৩৬.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ১২/৩৬পৃ. ক্রমিক.১৫১

১০৩৭.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ১২/৩৬পৃ. ক্রমিক.১৫১

১০৩৮.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ১২/৩৬পৃ. ক্রমিক.১৫১

১০৩৯. যাহাবি, তারিখুল ইসলাম, ৪/১২৬পৃ.রাবি:৩৭০

-"ইমাম আবূ বকর হাদিস গবেষণায় একজন পরিচিত ব্যক্তি, তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন।"[১০৪০] ইমাম যাহাবি উক্ত গ্রন্থে আরও বলেন, احد الائمة الكبار - "তিনি বিশিষ্ট গুনীজনের একজন।"[১০৪১] ইমাম যাহাবী আরও বলেন-

احد الائمة الاعلام صدوق ثبت فى القراءة -قال البخارى صالح الحديث

-"আবূ বকর বিশিষ্ট গুনীজনের একজন, তিনি সত্যবাদি ছিলেন, তিনি কেরাতের ক্ষেত্রেও দৃঢ় ছিলেন, ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনার দিক থেকে সৎ ছিলেন।"[১০৪২] ইমাম যাহাবি তার অপর আরেকটি গ্রন্থে তার সর্ম্পকে বলেন, الفقيه المحدث شيخ الاسلام -"তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, মুহাদ্দিস, শাইখুল ইসলাম তথা ইসলামের শায়খ।"[১০৪৩] সুতরাং প্রমাণিত হলো উক্ত রাবির হাদিস গ্রহণযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থে ইমাম বুখারীর দোহাই দিয়েছেন তাও আবার ইমাম বুখারীর গ্রন্থ থেকে নয় অন্য আরেক জনের গ্রন্থ থেকে যার দূরুত্ব ইমাম বুখারী থেকে ১৫০ এরও বেশী। কোন হাদিসের সনদকে একজনের অভিমত দিয়ে যদি হাদিস দুর্বল সাব্যস্ত হয় তাহলে তো বুখারী মুসলিমেও এ ধরনের অনেক হাদিস রয়েছে যে রাবী বুখারী ও মুসলিম সিকাহ্ হিসেবে জেনেছেন সে রাবী কে ইমাম নাসাঈসহ অনেক ইমাম যঈফ বলেছেন।[১০৪৪] তাহলে কী সে হাদিসগুলো যঈফ?? মুহসিন সাহেবকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম সনদটিকে আপনি আসমাউর রিজাল দ্বারা যঈফ প্রমাণ করুন পারলে। আর যা উল্লেখ করেছি তা মিথ্যা প্রমাণ করুন। দ্বিতীয়ত উপরের এ হাদিসটি ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে সংকলন করেছেন।[১০৪৫] ইমাম বুখারী এ হাদিসটি সংকলন করে কোন মন্তব্য করেননি। কিন্তু মুহসিন সাহেব মনে হয় তার চেয়েও বড় মুহাদ্দিস এ জন্য তিনি হাদিস সম্পর্কে বেশি বুঝেন।

সংক্ষেপে। ইমাম মুজাহিদ বিন জাবর এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হলো সাহাবী ইবনে উমর (রা.) নিজেই এ কাজটি করতেন না। তাই এ থেকেই প্রমাণ হলো যে এ আমলটি রহিত হয়ে গেছে।

(২) অপরদিকে ইমাম মুজাহিদের সমর্থনে সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর-এর ছেলে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর পিতা থেকে এর সম্পূর্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী -এর উস্তাদ ইমাম হুমায়দী (ওফাত.২১৯হি.) সংকলন করেন-

১০৪০. ইমাম ইবনে সা'দ, আত্-তবকাতুল কোবরা, ৬/৩৬০পৃ. এবং ৬/৩৮৬পৃ.

১০৪১. যাহাবি, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৯৯পৃ. রাবি : ১০০১৬, ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/১২৬১পৃ. ক্রমিক. ৩৭০

১০৪২. যাহাবি, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৯৯পৃ. রাবি : ১০০১৬

১০৪৩. যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪৯৫পৃ.

১০৪৪. এ বিষয়ে মুহসিন সাহেবের মরহুম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের 'ফিকহুল আকবারের ইমাম আযম জীবনী পর্যালোচনা দেখার অনুরোধ করবো।

১০৪৫. ইমাম বুখারী, কুররাতুল আইনাইনে বি রাফ'উল ইয়াদায়েন ফিস্-সলাত, ৭০পৃ., দারুল আরকাম লিন নশর ওয়াত তাওজীহ্, প্রকাশ,১৯৮৩ঈ

Scanned by C

الْحُمَيْدِيُّ ثنا سفيان قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

-"ইমাম হুমায়দী (রহ.) সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) থেকে তিনি তিনি যুহরী (রহ.) থেকে বলেন আমাকে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে দেখেছি যে, তিনি নামাজ শুরু করার সময় তাঁর দু'হাত কাধ বরাবর উঠাতেন আর যখন রুকুতে যেতে ইচ্ছা করতেন ও রুকু থেকে মাথা উঠতে এবং দুই সিজদার সময়ও এরূপ দুই হাত পুনরায় উঠাতেন না।"[১০৪৬]

ইমাম হুমায়দী (রহ.) হলেন ইমাম বুখারির শায়খ এবং সহীহ বুখারী মুসলিমের রাবী (ওফাত.২১৯ হি.)। উপরের দুটি বর্ণনা থেকে পরিস্কার বুঝা গেল যে রাসূল (ﷺ) এ আমল শেষের দিকে করেননি।

আমি মুহসিন সাহেবকে বলবো, এ সনদের কোন রাবীটি যঈফ বলুন তো?? কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম।

বরং এ বিষয়ে আরও একটি হাদিসে পাক লক্ষ্য করুন। অনুরূপভাবে একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) দেখলেন-

أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعند رفع رَأْسه من الركوع، فَقَالَ لَهُ: لَا تفعل، فَإِن هَذَا شَيْء فعله رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ تَركه

-"এক ব্যক্তিকে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় উভয় হাত তুলতে দেখলেন। অতঃপর তাকে বললেন, এরূপ করো না। কেননা এটা এমন কাজ যা হুযুর (ﷺ) প্রথমে করেছিলেন, এরপর ছেড়ে দিয়েছেন।"[১০৪৭]

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"উক্ত বর্ণনা মিথ্যা ও বাতিল। রাফ'উল ইয়াদায়েনের প্রসিদ্ধ আমলকে প্রতিরোধ করার জন্য এটি মিথ্যা রচনা করা হয়েছে।" নাউযুবিল্লাহ!

আপত্তির জবাব : সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! প্রয়োজনে আপনারা তাঁর লিখিত সে গ্রন্থটি আবার দেখে নিতে পারেন। তিনি এ হাদিসটি জাল বলার ক্ষেত্রে কোন দলিল উপস্থাপন করতে পারেননি। অধিকাংশ হাদিসের সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি যেহেতু আলবানীরই দলিলের আশ্রয় নিয়েছেন সেহেতু পারলে এ ক্ষেত্রেও তিনি তার দলিল দিয়ে প্রমাণ করতো তারপরও আমি মনে করি না যে তার কাছে জাল প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন একটা পুঁজি আছে।

১০৪৬. ইমাম হুমায়দী, আল-মুসনাদ, ১/৫২৫পৃ. হাদিস : ৬২৬, দারুস্-সিকা, দামেস্ক।

১০৪৭. বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭৩পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাস আলবানী, বয়রুত, লেবানন, ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ১/৩৯২পৃ. মুয়াস্সাতুর রাইয়্যান, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪১৮হি. আব্দুল হাদী, তানক্বিহুল তাহকীক, ২/১৩১পৃ. ইমাম ইবনে জাওযী, তাহকিক ফি মাসায়েলুল খিলাফ, ১/৩৩২পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া ফি তাখরীজুল আহাদিসুল হিদায়া,১/১৪৯পৃ. হা/১৮০, ইবনুল মুলাক্কীন, বাদরুল মুনীর, ৩/৪৮৪পৃ.

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, যায়লাঈ, ইমাম সামসুদ্দীন আব্দুল হাদী হাম্বলী, ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম ইবনে হাজার আসকলানী, ইমাম মুলাক্কীনসহ তাদের গ্রন্থে এ হাদিসটি সম্পর্কে কোন সমালোচনা করেননি।[১০৪৮] মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থেও ২০১ পৃষ্ঠায় এ হাদিসের বিপরীতে একটি যঈফ হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)এর ব্যক্তিগত আমল বর্ণনার হাদিস দাঁড় করিয়েছেন। হাদিসটি দেখুন ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন এভাবে-

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ اللهِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ» لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

-তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে তিনি বলেন আমাকে হাসান বিন মুসলিম সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি বলেছেন আমি নামাযে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা প্রসঙ্গে হযরত তাউস (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলতে শুনেছি, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) কে দেখেছি তারা নামাযে রাফ'উল ইয়াদাইন বা হাত তুলতেন।"[১০৪৯] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ হল ইমাম আব্দুর রায্যাক (ওফাত.২১১হি.) এর বর্ণনা। মুহসিন সাহেব তিনি তার গ্রন্থের ৭৩৬ নং টিকায় ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) এর তুরা হাওলা উল্লেখ করেছেন। আমার বক্তব্য হল এ সনদটি অত্যন্ত দুর্বল। মুহসিন সাহেব আলবানী সহিহ বলেছেন বলে আর তার কোন গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তিনি আর সনদ খতিয়ে দেখার প্রয়োজনও মনে করলেন না।[১০৫০] ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) এর সনদের অন্যতম রাবী 'হাসান বিন মুসলিম' দুর্বল রাবী। ইমাম আবি খায়সামা (রহ.)(ওফাত.২৭৯হি.) উক্ত রাবী সম্পর্কে উল্লেখ করেন-

سُئِلَ يحي بن معين، عَنْ لَيْث بن أَبِي سليم، فَقَالَ: لَيْسَ حَدِيثه بِذَاكَ

-"আমি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) কে উক্ত রাবীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি লাইস বিন আবি সুলাইম থেকে বর্ণনা করেন, অতঃপর তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন তার হাদিস কিছুই নয়।"[১০৫১] ইমাম মুগালাতাঈ (রহ.)(ওফাত. ৭৬২হি.) উল্লেখ করেন-

---

১০৪৮. বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭৩পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাস আলবানী, বয়রুত, লেবানন, ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ১/৩৯২পৃ. মুয়াস্সাতুর রাইয়্যান, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪১৮হি., আব্দুল হাদী, তানক্বিহুল তাহকীক, ২/১৩১পৃ. ইমাম ইবনে জাওযী, তাহকিক ফি মাসায়েলুল খিলাফ, ১/৩৩২পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া ফি তাখরীজুল আহাদিসুল হিদায়া,১/১৪৯পৃ. হা/১৮০, ইবনুল মুলাক্কীন, বাদরুল মুনীর, ৩/৪৮৪পৃ.

১০৪৯. ইমাম আব্দুর রায্যাক, ২/৬৯পৃ. হা/২৫২৫, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।

১০৫০. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, ১৩/১১৭পৃ. হা/৬০৪৪

১০৫১. ইমাম ইবনে আবি খায়সামা, তারিখে ইবনে খায়সামা, ১/৩১০পৃ. ক্রমিক.২৮৪, দারুল ওতন, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭...

Scanned by C

قال العقيلي: بصري مجهول في النقل وحديثه غير محفوظ

-"ইমাম উকাইলী বলেন, তিনি মজহুল অজ্ঞাত পরিচায়ক, আর তার হাদিসসমূহ সংরক্ষিত নয়।"[১০৫২] তাহলে মুহসিন সাহেব এ হাদিসটি আলবানীর ভুল তাহকীকের অনুসরণ করে কেন তাকে সহীহ বলেছেন। হযরত তাউস (রহ.) এর হাদিস মোবারকপুরী সহীহ বলে মুজাহিদের হাদিসকে যঈফ বলেছেন।[১০৫৩] অথচ তাউস (রহ.) এর হাদিসই সহীহ নয়। এই সনদের ইমাম আব্দুর রায্যাকের উস্তাদ ইবনে জুরাইজ আলবানীর দৃষ্টিতে তাদলীসকারী এবং যঈফ। (দেখুন-আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, হা/৩২, হা/৭৯-এর সনদ পর্যালোচনা) তাহলে এই সনদের কিভাবে সে সহীহ বলে?

আমরা কী তাদের চেয়েও ইসলাম বেশী বুঝি??

রাসূল (ﷺ)-এর পরে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ফকিহ সাহাবী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।[১০৫৪] তিনি 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' রাসূল (ﷺ) সর্বশেষ করছেন বলে উল্লেখ করেন নি এবং এমনকি তিনি নিজেও রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না। তাহলে কী আমরা তাদের চেয়ে ইসলাম এবং সুন্নাত বেশী বুঝি? রাসূল (ﷺ) এর পর সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং দুনিয়াতে সাহাবীদের তবকার পরেও তার ছাত্ররাই সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। যেমন ইমাম শা'বী [১০৫৫](ওফাত ১০৪হি.) বলেন-

عن الشعبي قَالَ: كان الفقهاء بعد أصحاب رَسُول الله ﷺ بالكوفة في أصحاب عبد الله بن مسعود، وهؤلاء، علقمة بن قيس النخعي، وعبيدة بن قيس المرادي ثم السلماني، وشريح بن الحارث الكندي، ومسروق بن الأجدع الهمداني ثم الوادعي.

-"নবী করীম (ﷺ)-এর সাহাবীদের পরে কুফায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর শিষ্যরা সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। তাদের নামের তালিকা হল, হযরত আলকামা ইবনে কায়স নাখঈ (রহ.), উবায়দা ইবনে কায়স মুরাদী সালমানী (রহ.), শুরাইহ ইবনে হারেস কিন্দী (রহ.), মাসরুক ইবনে আজদা হামদানী ওয়াদি'য়ী (রহ.)।"[১০৫৬] দেখুন! উক্ত

১০৫২. মুগালাতী, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১/৭৪পৃ. হা/১২
১০৫৩. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ২/৯৭পৃ.
১০৫৪. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১৬পৃ. ক্রমিক.৫, তিনি তাঁর প্রসংশায় লিখেন- من أكابر البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين
-"তিনি একজন বিখ্যাত বড় বদরী সাহাবী, মুজতাহিদ ফকিহ এবং ক্বারী।
১০৫৫. উক্ত তাবেয়ী ইমাম নিজেই বলেছেন আমি ৫০০ শত এর চেয়েও বেশী সাহাবিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, (সূত্র : ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৬/৪৫০পৃ. যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৮১পৃ.
১০৫৬. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ : ১২/২৯৯পৃ. মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ২০/৩০৪পৃ. যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৫৬পৃ.

সাহাবী সবসময় রাসূল (ﷺ) এর পাশে থাকতেন, ইলমে ক্বিরাত, এবং ফিক্বহে তাঁর সমতুল্য কেহই ছিল না। অথচ তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না, তার কোন ছাত্রও করতেন না এবং এমনকি ইমাম শাবী (রহ.)ও করতেন না যার আলোচনা পর্যায়ক্রমে আসবে।

সবচেয়ে বড় ফকিহ সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) এর আমল কী ছিল??

প্রথম বর্ণনাঃ যেমন বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) (ওফাত. ৯৫হি.) বলেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَسْتَفْتِحُ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতেন, এরপর আর হাত উঠাতেন না।"[১০৫৭] ইমাম তুরকামানী (ওফাত.৭৫০হি.)এ হাদিসটি সংকলন করে লিখেন- وهذا سند صحيح -"এই সনদটি সহিহ।"[১০৫৮] ইমাম যয়নুদ্দীন ইরাকী (ওফাত.৮০৬হি.) এ হাদিসটি প্রসঙ্গে বলেন- وهذا سند صحيح -"এই সনদটি সহীহ।"[১০৫৯] বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যায়লাঈ (রহ.)(ওফাত. ৭৬২হি.) এ হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেন- قَالَ الْحَاكِمُ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ -"ইমাম হাকেম (রহ.) বলেন এ হাদিসটি সহীহ।"[১০৬০] এ হাদিসটির একাধিক সনদ বা সূত্র রয়েছে, যা নিম্নে দেয়া হল-

দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ এ হাদিসটি ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) {ওফাত.২১১ হি.}এভাবে বর্ণনা করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) তিনি তাবেয়ী হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে তিনি হযরত হুসাইন (রহ.) থেকে তিনি তাবেয়ি ইবরাহিম নাখয়ী (রহ.) থেকে তিনি বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রথম তাকবীরেই শুধু হাত উঠাতেন, তারপর আর হাত উঠাতেন না।"[১০৬১] উক্ত হাদিসের সমস্ত রাবি বিশ্বস্ত এমনকি সহিহ মুসলিম শরিফের রাবির ন্যায়।

১০৫৭. ইমাম আবি শায়বাহ,আল-মুসান্নাফ :১/২১৩পৃ.হাদিস:২৪৪৩
১০৫৮. তুরকামানী, আওয়াহিরুল নকী আ'লা সুনানিল বায়হাকী, ২/৭৯পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।
১০৫৯. ইরাকী, তাখরীজে আহাদিসুল ইহ্ইয়াউল উলূম, ১/৩৫২পৃ. দারুল ইসমাত লিল নশর, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৮হি.
১০৬০. ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ১/৩৯৭পৃ.
১০৬১. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ : ২/৭১পৃ. হাদিস : ২৫৩৩, মাকতুবাতুল ইসলামী,বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০৩হি.

Scanned by C

তৃতীয় বর্ণনা: এ হাদিসটির আরেকটি সূত্র ধারা ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহ.) [ওফাত.২১১ হি.] এভাবে বর্ণনা করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

-"ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহ.) তিনি তাঁর শায়খ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) থেকে তিনি হযরত হুসাইন (রহ.) থেকে তিনি তাবেয়ি ইবরাহিম নাখয়ী (রহ.) থেকে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে উপরের অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[১০৬২]

আপত্তি ও নিষ্পত্তি: অনেক আহলে হাদিস ভাই বলতে পারেন ইমাম ইবরাহিম নাখয়ী (রহ.)-এর সাথে সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সাক্ষাত হয়নি। তাই সনদটি যঈফ।

জবাব: তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর যুগে বেঁচে ছিলেন। তবে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ছাত্রদের কাছ থেকেই হাদিস বর্ণনা করতেন। যদি আহলে হাদিস বুঝাতে চান সনদটি মুরসাল তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। আলবানী ও মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ২২২-২২৩ পৃষ্ঠায় তাউস (রহ.)-এর যঈফ মুরসাল রেওয়ায়েতকে সহীহ বলেছেন। তাহলে যঈফ মুরসাল হওয়ার পরেও সেটা মানতে অসুবিধা না থাকলে এটা মানতে অসুবিধা কী? এই সনদতো সম্পূর্ণ সহীহ। ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) এ ধরনের একটি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম হাইছামী লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

-"হাদিসের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত, তবে তাবেয়ী ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) হতে শুনেননি।"[১০৬৩] সিকাহ রাবীর মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য।

উক্ত হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয়ে গেল যে এত বড় মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবি হওয়া সত্ত্বে তিনি এ আমলটি করতেন না, আমরা কী তাঁর চেয়ে বেশী সুন্নাত বুঝে গেলাম? নাউযুবিল্লাহ। এবার আমরা এ সাহাবী রাসূল (ﷺ) থেকে কী বর্ণনা করেছেন তা দেখবো।

সবচেয়ে বড়ো ফকিহ সাহাবি রাসুল (ﷺ)'র আমল কী বর্ণনা দিলেন?

রাসূল (ﷺ) এর বিশিষ্ট সাহাবীগণ মহা নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এ কাজটি করতেন না মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ইবনে মাসউদ (রা.) যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হলো তাদের বর্ণনা নিম্নরূপ।

বর্ণনা নং-১: ইমাম তিরমিযি (রহ.) সংকলন করেন

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

১০৬২. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ: ২/৭১পৃ. হাদিস : ২৫৩৪, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০৩হি.

১০৬৩. হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/২৩পৃ. হা/৪০৭৮

ইমাম তিরমিযী (রহ.) যথাক্রমে......হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ﷺ) এর নামায পদ্ধতি শিখাবো না? অতঃপর তিনি নামাজ পড়ালেন কিন্তু প্রথম তাকবীরে ছাড়া আর হাত উত্তোলন করলেন না।[১০৬৪] ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাদিসটি সহীহ, আল্লামা শাকের বলেন খোদ আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে হাযম হাদিসটি সম্পর্কে বলেন-

وهذا الحديث صحيح صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وما قالوا في تعليله ليس بعلة.

"এ হাদিসের সনদ সহিহ। ইবনে হাযমসহ অনেক হাফেজে হাদিস একে সহিহ বলেছেন। অন্যরা এতে যেসব 'ইল্লত' (ত্রুটির কারন) সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো আদৌ কোন 'ইল্লত'ই নয়।"[১০৬৫] আমাদের প্রশ্ন হলো এ হাদিসটির কোন রাবিটি দুর্বল আমাদেরকে বলুন।

সনদের ব্যাপারে আহলে হাদিসদের তাহক্বিক: এ সনদটির ব্যাপারে আমি আর কি বলব স্বয়ং আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম তারা যাকে মুহাদ্দিসে আজম বানিয়েছে সেই শায়খ আলবানী হাদিসটির সনদকে সহীহ বলেছেন।[১০৬৬] ইবনে হাযমের এ তাহক্বিককেও আলবানী তার কিতাবে উল্লেখ করে লিখেন-

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: حديث حسن وقال ابن حزم: صحيح ، وقواه ابن دقيق العيد والزيلعي والتركماني

-"আমি বলি, এ হাদিসের সনদটি মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে সহিহ, তবে ইমাম তিরমিযি 'হাসান' বলেছেন, ইমাম ইবনে হাযম বলেন নিশ্চয় এ হাদিসের সনদটি সহিহ। এবং ইবনে দাক্বিকুল ঈদ, যায়লাঈ, তুরকানী সনদটিকে শক্তিশালী বলেছেন।"[১০৬৭]

মুহসিন সাহেবের! আলবানির সমাধান মানতে অসুবিধা কোথায়?

আলবানী সনদটিকে সহীহ বলায় মুহসিন সাহেবের কষ্ট লেগেছে! যা তিনি তার গ্রন্থের ...৭১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। আমি বলবো, আলবানী নয় এরকম এক জামাত মুহাদ্দিসই তাহকিক করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন- وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ -"ইমাম ইবনে কাত্তান (রহ.) বলেন, আমার নিকট সনদটি

১০৬৪. তিরমিযী, আস্ সুনান, ২/৪০পৃ. হাদিস,২৫৭, আবু দাউদ, আস্ সুনান, ১/১৯৯পৃ. হাদিস : ৭৪৮, ইমাম নাসায়ী, ২/১৮২পৃ. হাদিস : ১০২৬, আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, ১/২১৩পৃ. হাদিস : ২৪৪১, আহমদ, আল মুসনাদ, ১/৩৮৮পৃ., নাসায়ী, আস্ সুনানে কোবরা, ১/২২১পৃ. হাদিস : ৩৫১, তাহাভী, শরহে মায়ানিল আছার, ১/২২৪পৃ. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/২৬১পৃ. হাদিস : ৯২৯৮.

১০৬৫. আল্লামা আহমদ মুহম্মদ শাকের : শরহু জামে তিরমিজী : ২/৪১পৃ.

১০৬৬. আলবানী, সহিহুল সুনানে তিরমিজী, হাদিস/২৫৭

১০৬৭. আলবানী, সহিহুল আবি দাউদ, ৩/৩৩৮পৃ.হাদিস নং-৭৩৩, মুয়াস্সাসাতু গারবাস লিল নশর ওয়াল তাওযীহ, কুয়েত, প্রকাশ-১৪২৩হি.

Scanned by C

সহিহ।"[১০৬৮] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আরও লিখেন- إِسْنَادُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ صَحِيحٌ -"ইমাম দারেকুতনী (রহ.) বলেন, সনদটি সহিহ।"[১০৬৯] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন-

وَالْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ

-"এই হাদিসটিকে ইমাম তিরমিযি হাসান, আর ইমাম ইবনে হাযম সহীহ বলেছেন।"[১০৭০] মুসনাদে আবি ই'য়ালা গ্রন্থের তাহকীককারী আহলে হাদিস হুসাইন সালেম আসাদ বলেন- إسناده صحيح -"সনদটি সহীহ।"[১০৭১]

মুহসিন সাহেবের আরেক আপত্তিঃ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৮৫পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-"হাদিসটি যঈফ।" আমি তাকে বলবো, আপনি ছাড়া আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস হাদিসটির সনদটি যঈফ বলেছেন?? আপনি যে বলছেন তাহলে সনদের কোন রাবীটি যঈফ বলুন তো? আশা করি কেয়ামত পর্যন্ত উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তিনি তার এ 'জাল হাদিসের কবলে.. জালিয়াতি গ্রন্থের ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠায় এ হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি (রহ.)-এর একটি বক্তব্য-

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

-"আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন, যে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে তার হাদিছ সাব্যস্ত হয়েছে। অতঃপর তিনি সালেম বর্ণিত যুহরীর হাদীছ পেশ করেন। তবে রাসূল (ﷺ) একবার ছাড়া রাফ'উল ইয়াদায়েন করেননি, এ মর্মে ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণিত হাদিস সাব্যস্ত হয়নি।"[১০৭২] উল্লেখ করে দাবি করেছেন যে, ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এ ধরনের হাদিস সাব্যস্ত হয়নি। নাউযুবিল্লাহ!

আপত্তির দাঁতভাঙা জবাবঃ আমি বলবো, ইমাম তিরমিযি (রহ.)-এর এ বক্তব্য কিয়ামতের আগ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত: আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর সাথে ইমাম তিরমিযির সাক্ষাত হয়নি। তাহলে তিনি তার শায়খের মাধ্যমে ইবনে মোবারকের এ বক্তব্য শুনেছেন তা প্রমাণিত হতে হবে।

১০৬৮. ইবনে হাজার, দিরায়া ফি তাখরীজুল হিদায়া, ১/১৫০পৃ.
১০৬৯. ইবনে হাজার, দিরায়া ফি তাখরীজুল হিদায়া, ১/১৫০পৃ.
১০৭০. ইবনে হাজার, তালখিসুল হাবীর, ১/৫৪৬পৃ.
১০৭১. হুসাইন সালাইম আসাদ, (তাহকীক) মুসনাদে আবি ই'য়ালা, ৮/৪৫৩পৃ. হা/৫০৪০
১০৭২. সুনানে তিরমিযি, ১/৩৪১পৃ. হা/২৫৬

দ্বিতীয়ত: অপরদিকে সুস্পষ্টভাবে সহীহ সনদে ইবনে মোবারকের মাধ্যমে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিস প্রমাণিত। যেমন নিম্নের বর্ণনাটি দেখুন-

বর্ণনা নং-২: ইমাম নাসাঈ (রহ.) {ওফাত.৩০৩ হিজরী.} এ শব্দে সহীহ সনদ বর্ণনা করেছেন যা সহীহ মুসলিমের সনদের ন্যায় মর্যাদা রাখে।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ

-"আমাকে সুয়াইদ বিন নাছর (রহ.) তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) থেকে তিনি সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) থেকে তিনি আসেম বিন কুলাইব (রহ.) থেকে তিনি হযরত আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহ.) থেকে তিনি হযরত আলকামা (রহ.) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে আর তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ﷺ) এর নামাজ পদ্ধতি শিখাবো না? তিনি বললেন রাসূল (ﷺ) নামাযে দাঁড়াতেন কিন্তু শুধু প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তোলন করতেন এরপর আর হাত উত্তোলন করতেন না।"[১০৭৩]

হায়! মুহসিন সাহেবের চাপাবাজি যাবে কোথায়?

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমিতো আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের মাধ্যমেই সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিস প্রমাণিত তা উল্লেখ করলাম; কিন্তু তিনি তো ইবনে মোবারকের কথাই সনদসহ প্রমাণ করতে পারলেন না যে এটি ইবনে মোবারকের বক্তব্য। কারণ, ইমাম তিরমিযি (রহ.)-এর সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের সাক্ষাত হয়নি। ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর এ হাদিসটি মুহসিন সাহেব তথ্য পুঞ্জিতে উল্লেখ করেছেন; তারপর সত্যকে গোপন করেছেন।[১০৭৪] আল্লাহ! মিথ্যাবাদী ও সত্য গোপনকারীদের থেকে আমাদেরকে হিফাজত করুন।

এ সনদটি সম্পর্কে শায়খ আলবানীর পর্যালোচনা : এ সনদটির ব্যাপারে আমি নতুন করে আর কি বলবো স্বয়ং আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী হাদিসটির সনদটিকে সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।[১০৭৫] এ হাদিসটির তিনি একটি সনদের ধারাই তিনি উল্লেখ করেছেন; আর বাকীগুলো এড়িয়ে গেছেন।

বর্ণনা নং-৪ : ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেন এভাবে-

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً

১০৭৩. নাসায়ী, আস-সুনান : ২/১৮২পৃ. হাদিস নং-১০২৬, মাকতুবাতুল মাতবুয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, হলব, প্রকা.-১৪০৬ হি.
১০৭৪. দেখুন তার গ্রন্থের ৬৬৪ নং টিকা।
১০৭৫. আলবানী, সহিহুল সুনানে নাসায়ী, হাদিস/১০২৬

-" ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন আমি ইমাম উসমান বিন আবি শায়বাহ (রহ.) থেকে তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি বলেন আমি সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে তিনি আসেম বিন কুলাইব (রহ.) থেকে তিনি আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহ.) থেকে তিনি হযরত আলকামা (রহ.) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে উপরের হাদিসের ন্যায় শব্দে বর্ণনা করেছেন।"[১০৭৬]

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"ইমাম আবুদাউদ (রহ.) উক্ত হাদীছ বর্ণনা করে বলেন,

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ.

-"এই হাদিছটি লম্বা হাদীছের সংক্ষিপ্ত রূপ। আর এই শব্দে হাদীছটি ছহীহ নয়।"

আপত্তির দাঁতভাঙা জবাবঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর মূল বক্তব্য হলো, ইবনে মাসউদ (রা.) এর হাদিসে সম্পূর্ণ নামাযের ব্যাখ্যা না দিয়ে শুধু একবার রাফউল ইয়াদায়েন করা কথা উল্লেখ আছে, এ জন্যই ইমাম আবু দাউদ হাদিসটিকে مُخْتَصَر (মুখতাছার) বা সংক্ষিপ্ত বলেছেন। এর কারণ হচ্ছে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হাদিসটি হল যা ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলন করেছেন-

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ: فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَطَبَّقَ يَدَيْهِ جَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا.

-"ইমাম বুখারী বলেন আমাকে.....যথাক্রমে তাবেয়ী আলকামা তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নামায শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নামাযে দাঁড়াতেন এবং তাকবীর দিতেন ও দুহাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর রুকু করবেন এবং তাঁর দুহাতকে দু'হাঁটুর মাঝে রুক্ব রাখতেন। অতঃপর হযরত সা'দ (রা.) এর নিকট এই কথা পৌছলে তিনি বললেন, আমার ভাই সত্য বলেছেন। হযরত সা'দ (রা.) আমরা এরূপ ইসলামের প্রথম দিকে করতাম। অতঃপর আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"[১০৭৮] এ হাদিসের মূল রূপই হল যে, নবীজি (ﷺ) নামাযে একবারই হাত উত্তোলন করেছেন। এ হাদিসের সনদটি প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) লিখেন-

১০৭৬ আবু দাউদ,আস-সুনান,১/১৯৯পৃ.হাদিস : ৭৪৮
১০৭৭ আবু দাউদ, আস-সুনান,১/১৯৯পৃ.হাদিস : ৭৪৮
১০৭৮. ইমাম বুখারী, কুররাতুল আইনাইনে বি রাফ'উল ইয়াদায়েন ফিস্-সলাত, ২৮পৃ.হা/৩২,দারুল আরকাম লিল নশর ওয়াল তাওজীহ, প্রকাশ,১৯৮৩খৃ., আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ২/১৩২পৃ. সাহারানপুরী, বাজলুল মাজহুদ, ৪/২৭৬পৃ. তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৯৩পৃ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا الْمَحْفُوظُ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

-"ইমাম বুখারী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিস চিন্তাশীলদের নিকট মাহফুজ বা সংরক্ষিত।"[১০৭৯] তাই বুঝা গেল রাফ'উল ইয়াদায়েনের আমল রহিত হওয়ার কথা হযরত সা'দ (রা.) স্পষ্টকরে বলে দিয়েছেন; আর এ সনদ ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে সহীহ। আর ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি সংক্ষিপ্ত করার কারণে মতন সহিহ নয় বলেছেন; সনদ সহিহ নয় বলেননি। ইমাম আবু দাউদের এ উক্তির ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেছেন- يَعْنِي: وَإِنْ كَانَ سَنَدُهُ صَحِيحًا؛ -"এর যথার্থ হল, সনদটি সহিহ।"[১০৮০]

সুনানে আবি দাউদের সনদ সম্পর্কে আলবানির বক্তব্যঃ এ সনদটিকেও আহলে হাদিস আলবানী সহীহ বলেছেন।[১০৮১] তাই মুহসিন সাহেবকে বলবো, আর চাপাবাজী করে কী করবেন; আপনার ইমামের সমাধান না ভাল লাগলে আপনি গিয়ে তার কবরের নিকট গিয়ে তার কাছ থেকে সঠিক সমাধান জেনে আসুন।

*হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)'র হাদিসঃ

প্রথম বর্ণনা ঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ.) একটি হাদিস এভাবে সংকলন করেন যে -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ

-"হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত আমি রাসূল (ﷺ) কে দেখেছি তিনি যখন নামায আরম্ভ করছেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করেছেন। নামায শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আর তিনি হাত তোলেন নি।"[১০৮২]

এ হাদিস নিয়ে মুহসিন সাহেবের আপত্তিঃ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৯০ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"হাদীছটি যঈফ। এর সনদে ইবনু আবী লায়লা নামে যঈফ রাবী আছে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।"

আপত্তির নিষ্পত্তি : এর জবাবে আমি বলবো, আমি বলবো সে কিসের ভিত্তিতে দুর্বল? আমরা ইমাম বায়হাকীর বক্তব্য অন্ধভাবে মানতে রাজী নই। কেননা, তার থেকে এ রাবীর দূরত্ব শতশত বছর। ইমাম হাইছামী (রহ.) তার গ্রন্থে একটি সনদে এ রাবী থাকায় তিনি লিখেন-

১০৭৯. ইমাম বুখারী, কুররাতুল আইনাইনে বি রাফ'উল ইয়াদায়েন ফিস্-সলাত, ২৮পৃ.হা/৩২,দারুল আরকাম লিল নশর ওয়াল তাওজীহ, প্রকাশ,১৯৮৩খৃ.,মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৯৩পৃ.
১০৮০. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত; ২/৬৬৯পৃ. হা/৮০৯
১০৮১. আলবানী, সহিহুল সুনানে আবি দাউদ, হাদিস/৭৪৮
১০৮২. আবু দাউদ, আস্ সুনান : ১/২০০পৃ. হাদিস : ৭৪৯

Scanned by C

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ سَيِّئُ الْحِفْظِ.

-"সনদটি 'ইবনে আবি লায়লা' রয়েছেন, তিনি সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত; তবে স্মরণশক্তিতে কিছুটা ত্রুটি আছে।"[১০৮৩] এ ধরনের ত্রুটির কারণে সনদ 'হাসান' পর্যায়ের হয়; যঈফ পর্যায়ের হয় না।[১০৮৪] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী লিখেন- صدوق سيء الحفظ। -"তিনি সত্যবাদী, তবে স্মরণশক্তিতে কিছুটা ত্রুটি ছিল।"[১০৮৫]

ইমাম আবু হাতিম (রহঃ) বলেন-

قال أبو حاتم : محله الصدق، كان سيء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه

-"তিনি সত্যবাদী। তবে স্মরণশক্তিতে ত্রুটি ছিল; কেননা তিনি কাযির দায়িত্বে মশগুল বা ব্যস্ত থাকতেন বলে।"[১০৮৬] ইমাম আবু যারওয়া (রহঃ) বলেন- قال أبو زرعة : صالح -"তিনি ছিলেন হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি।"[১০৮৭] ইমাম মিয্যী লিখেন- روى له الأربعة. "তার থেকে চার ইমাম (বুখারী, মুসলিম ছাড়া) হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[১০৮৮] ইমাম ইজলী (রহঃ) (২৬১হি.) বলেন- كُوفِي صَدُوق ثقة -"তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন এবং বিশ্বস্ত ছিলেন।"[১০৮৯] উক্ত ইমাম আরও বলেন-

صدوقا جائز الحديث وَكَانَ قارئا للقرآن عالما

-"তিনি সত্যবাদী ছিলেন। তার হাদিস গ্রহণ করা বৈধ। তিনি আলেম ও ক্বারী ছিলেন।"[১০৯০] ইমাম যাহাবী লিখেন- القاضي صَدُوق إمام -"তিনি ছিলেন কাযি, মহান ইমাম ও সত্যবাদী।"[১০৯১] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قال أبو حاتم عن أحمد بن يونس ذكره زائدة فقال كان أفقه أهل الدنيا

-"ইমাম আবু হাতেম তিনি আহমাদ বিন ইউনূস থেকে উল্লেখ করেন, তিনি সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন।"[১০৯২] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন-

১০৮৩. মাযমাউয-যাওয়াইদ,৪/৯২পৃ.হা/৬৪২৬,
১০৮৪ . এ বিষয়ে এ গ্রন্থের নামাযে হাত বাঁধার আলোচনায় দেখুন।
১০৮৫. ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১/৪৯৩পৃ. ক্রমিক.৬০৮১
১০৮৬ . ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২৫/৬২৫পৃ. ক্রমিক. ৫৪০৬, আবু হাতেম জারহ ওয়া তা'দীল, ১/১৫২পৃ. ক্রমিক.৬৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৩০২পৃ. ক্রমিক. ৫০৩
১০৮৭ . ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২৫/৬২৫পৃ. ক্রমিক. ৫৪০৬
১০৮৮ . ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২৫/৬২৮পৃ. ক্রমিক. ৫৪০৬
১০৮৯ .ইমাম ইজলী, আস্-সিকাত, ২/২৪৩পৃ. ক্রমিক. ১৬১৮, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, তবকাতুল হুফফায, ১/৮২পৃ. ক্রমিক. ১৫৮, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৩০২পৃ. ক্রমিক. ৫০৩, ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৬৭পৃ. ক্রমিক. ৩৮৭
১০৯০ .ইমাম ইজলী, আস্-সিকাত, ২/২৪৪পৃ. ক্রমিক. ১৬১৮
১০৯১ .ইমাম যাহাবী, আল-মুগনী ফিদ দ্বঈফাহ্, ২/৬০৩পৃ. ক্রমিক. ৫৭২৩
১০৯২ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৩০২পৃ. ক্রমিক. ৫০৩

وقال يعقوب بن سفيان ثقة عدل في حديثه

-"ইমাম ইয়াকুব বিন সুফিয়ান বলেন, তিনি হাদিস শাস্ত্রে ন্যায়পরায়ন এবং বিশ্বস্ত লোক ছিলেন।"[১০৯৩] ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন-

قَاضِي الْكُوفَةِ وَفَقِيهُهَا وَعَالِمُهَا وَمُقْرِئُهَا فِي زَمَانِهِ.

-"তিনি ছিলেন কূফার কাযি, ফকিহ, অন্যতম আলেম এবং তার যামানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্বারী।"[১০৯৪] ইমাম যাহাবী আরও উল্লেখ করেন-

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: كان أفقه أهل الدنيا.

-"ইমাম আহমাদ বিন ইউনূস (রহঃ) বলেন, তিনি সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন।"[১০৯৫] তাই প্রমাণিত হল রাবী 'ইবনে লাইলা' একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। যারাই আপত্তি তুলেছেন তারা সকলেই বলেছেন যে তিনি কাযির দায়িত্বে মশগুল থাকায়ই এমনটি হয়েছে। তবে যারা মানবে না তারা হাজারও দলিল দিলেও মানবে না।

সুনানে আবি দাউদের দ্বিতীয় বর্ণনাঃ

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা যেটা নিয়ে মুহসিন সাহেব কঠিন আপত্তি তুলেছেন সে হাদিস সম্পর্কে এখন বিস্তারিত আলোকপাত করবো। ইনশাআল্লাহ

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ

-তিনি মুহাম্মদ বিন সাব্বাহিল বায্যার থেকে তিনি শারেক থেকে তিনি ইয়াযিদ বিন আবি যিয়াদ তিনি তাবেয়ী আব্দুর রাহমান বিন আবি লাইলা থেকে তিনি সাহাবী বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন দুই কানের নিকটবর্তী পর্যন্ত দুই হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর এরূপ করতেন না।[১০৯৬]

এ হাদিসের বিষয়ে আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি ঃ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"ইমাম ইবনু মাঈন বলেন, এই হাদীছে সনদ ছহীহ নয়। ইমাম আবুদাউদ, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম আহমাদ, বায্যার প্রমুখ মুহাদ্দিছ এই হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

১০৯৩ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৩০২পৃ. ক্রমিক. ৫০৩
১০৯৪ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৬৭পৃ. ক্রমিক. ৩৮৭
১০৯৫ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৬৭পৃ. ক্রমিক. ৩৮৭
১০৯৬ .সুনানে আবি দাউদ, ১/২০০পৃ. হা/৭৪৯

Scanned by C

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব কতবড় মিথ্যাবাদী তা এই উক্তিতে ... পারলাম। তিনি কতবড় মিথ্যাবাদী না হলে তিনি অনেক ইমামদের নাম উল্লেখ করে... অথচ তারা কোথায় এই হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের সে কিতাবের নাম ... তিনি উল্লেখ করেননি? তিনি তার গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন যে, এর স... 'ইয়াযিদ বিন আবু যিয়াদ' আছে। সে যঈফ রাবী। ইমাম আহমাদ বলেন, ইনি... নিতান্তই যঈফ। এখানে তিনি দুটি মিথ্যা কথা বলেছেন। প্রথমত : রাবী আবু যি... কে কোন আসমাউর রিজালের গ্রন্থে দুর্বল বলা হয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেননি। দ্বি... ৬৭৮ নং টিকায় উমদাতুল ক্বারীর দলিল দিয়েছেন যে-"অতঃপর তিনি আর ... তুলতেন না' এটি মানুষের তৈরী। এখন আমি আপনাদের সামনে উমদাতুল ক্বারীর ... তুলে ধরবো, যেহেতু তিনি এ গ্রন্থের দলিল দিয়ে এ হাদিসের বিষয়ে অপ... করেছেন। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (رحمه الله) রাবী 'আবু যিয়াদ' সম্পর্কে লিখেন-

وَقَالَ ابْنُ شَاهِينَ فِي كِتَابِ (الثِّقَاتِ) : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: يَزِيدُ ثِقَةٌ، وَلَا يُعْجِبُنِي قَوْلُ مَنْ يَتَكَلَّم فِيهِ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي (صَحِيحِهِ) . وَقَالَ السَّاجِيُّ: صَدُوقٌ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ

-"ইমাম ইবনে শাহীন (رحمه الله) তার 'কিতাবুস সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইমাম আহমদ ইবনে ছালেহ (رحمه الله) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত। ইমাম ইবনে খুযাই... (رحمه الله) তাঁর 'ছহীহ' গ্রন্থে তার হাদিস সংকলন করেছেন।[১৩৯৭] ইমাম সাজী (رحمه الله) বলেন, তিনি সত্যবাদী। যেমনটি ইবনে হিব্বান বলেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (رحمه الله) তার বর্ণিত হাদিসের ব্যাপারে সা... সাক্ষ্য দিয়েছেন।"[১৩৯৮] ইমাম আইনী (رحمه الله) ও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) বলেন- فَقَالَ الْعِجْلِيُّ: هُوَ جَائِزُ الْحَدِيثِ -"অতঃপর ইমাম ইজলী বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করা বৈধ।"[১৩৯৯] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন- رأى أنسا -"তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) কে দেখেছেন।[১৪০০] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী উল্লেখ করেছেন যে ইমাম শু'বা (رحمه الله) তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর শু'বা (رحمه الله) কোন দুর্বল রাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেন না।[১৪০১] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন- وقال بن حبان كان صدوقا -"ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمه الله) বলেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন।[১৪০২] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন-

১৩৯৭ .ইমাম ইবনে খুযায়মা, আস্-সহিহ, ৪/৩৩৪পৃ. হা/৩০১৭
১৩৯৮ .ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭৩পৃ.
১৩৯৯ . ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭৩পৃ., ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৩০পৃ. ক্রমিক. ৬৩০,
১৪০০ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৩০পৃ. ক্রমিক. ৬৩০, ইমাম মিযূযী, তাহযিবুল কামাল, ৩২/১৩৬পৃ. ক্রমিক. নং.৬৯৯১
১৪০১ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৩০পৃ. ক্রমিক. ৬৩০,
১৪০২ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৩০পৃ. ক্রমিক. ৬৩০,

وقال بن شاهين في الثقات قال احمد بن صالح المصري يزيد بن أبي زياد ثقة

-"ইমাম ইবনে শাহীন (رحمه الله) তার 'কিতাবুস সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইমাম আহমদ ইবনে ছালেহ মিশরী (رحمه الله) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৪০৩] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী আরও উল্লেখ করেন- قال بن سعد كان ثقة -"ইমাম ইবনে সা'দ (رحمه الله) বলেন তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৪০৪] ইমাম ইবনে হাজার ও ইমাম মিযূযী উল্লেখ করেন-

وَقَالَ عثمان بْن أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ: كَانَ أحسن حفظا من عطاء بْن السائب.

-"উসমান বিন আবি শায়বাহ ইমাম জারীর থেকে বর্ণনা করছেন তিনি তার সম্পর্কে বলেন, আতা বিন সায়েব থেকে তার স্মৃতিশক্তি অনেক ভাল।"[১৪০৫] ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) তার সম্পর্কে লিখেন-

وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ.

-"ইয়াযিদ বিন আবি যিয়াদ কূফী (رحمه الله) তাঁর হাদিস অধিক দৃঢ়..।"[১৪০৬] ইমাম ইজলী (رحمه الله) (ওফাত. ২৬১হি.) তার সিকাহ রাবীর গ্রন্থের তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন। এবং তার সম্পর্কে লিখেছেন- جائز الحديث -"তার হাদিস গ্রহণ করা বৈধ।"[১৪০৭]

আলবানীর দৃষ্টিতে রাবী 'আবু যিয়াদ' এর হাদিস গ্রহণযোগ্যতা:

আলবানী (মৃত.১৯৯৯খৃ.) সুনানে আবি দাউদের এ হাদিসটি তাদের (আহলে হাদিসদের) বিরোধী হওয়ায় তিনি এ রাবীর হাদিসকে যঈফ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'সহীহ ইবনে খুজায়মা' গ্রন্থের তাহকীকে তার হাদিসকে 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪০৮]

আপত্তির দ্বিতীয় বিষয়: মুহসিন সাহেবের আপত্তিকর দ্বিতীয় বিষয় হলো, তিনি তার লিখিত গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'হাদীছের শেষাংশে সংযোজিত বাড়তি অংশটুকু কোন মানুষের তৈরী, হাদীছের অংশ নয়।' তিনি তাতে ৬৭৮ নং টিকায় উমদাতুল ক্বারী গ্রন্থের দলিল দিয়েছেন। আহ! বেচারার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়; সে কী চোখে

১৪০৩ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৩০পৃ. ক্রমিক. ৬৩০,
১৪০৪ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৩০পৃ. ক্রমিক. ৬৩০,
১৪০৫ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৩০পৃ. ক্রমিক. ৬৩০, ইমাম মিযূযী, তাহযিবুল কামাল, ৩২/১৩৬পৃ. ক্রমিক. নং.৬৯৯১
১৪০৬ .সুনানে তিরমিযি, ৩/৮৫পৃ. হা/১৪২৪, পরিচ্ছেদ : بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الحُدُودِ
১৪০৭ .ইমাম ইজলী, আস-সিকাত, ২/৩৬৪পৃ. ক্রমিক. ২০১৯
১৪০৮ .ইমাম ইবনে খুযায়মা, আস্-সহিহ, ৪/৩৩৪পৃ. হা/৩০১৭, তিনি সেখানে লিখেছেন- قال الألباني: إسناده حسن لغيره -"আলবানী বলেন, এ সনদটি হাসান লিগাইরিহী, যা মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন হতে প্রকাশিত...

Scanned by C

কম দেখে নাকি! তিনি কী দেখেননি যে ইমাম আইনী (রহ.) এ অভিমতকে খণ্ডন করে দিয়েছেন। ইমাম আইনী রহ. লিখেছেন-

قال ابن عدي في (الكامل) رَوَاهُ هشيم وَشريك وَجَمَاعَة مَعَهُمَا: عَن يزِيد بِإِسْنَادِهِ، وَقَالُوا فِيهِ:
...

-"ইমাম ইবনে আদি (রহ.) তাঁর 'কামিল' গ্রন্থে বলেন, হুশাইম, শারীক ও অন্য সাথে একদল মুহাদ্দিস 'ইয়াযিদ ইবনে আবী যিয়াদ' থেকে সনদ সহকারে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা সেখানে বলেছেন অর্থাৎ তারপর আর নবীজি (ﷺ) পুনরায় হাত তুলতেন করতেন না।"[১৪০৯] হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) এর হাদিসের আরো বিস্তারিত সনদ বর্ণনা জাতে আপনারা আমার লিখিত 'রাফ'উল ইয়াদাইন সমস্যা সমাধান' দেখুন; আশা করি আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবির বর্ণনা ও নিজের আমল:

এটি সকলেরই জানা যে সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন হযরত আবু হোরায়রা (রা.)।

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবু জাফর ক্বারী (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ . فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.

-"নিশ্চয় হযরত আবু হোরায়রা (রা.) ....শুধু মাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত উত্তোলন করতেন।"[১৪১০] এ হাদিসের সনদটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী সনদে ইমাম মুহাম্মদ (ওফাত.১৭৯হি.) তার গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

আপত্তির নিষ্পত্তি: আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে লিখেছেন-"উক্ত শব্দে বর্ণনাটি পরিচিত নয়। বরং এটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেবের কাছে পরিচিত না হলেই কী সে হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে না? আপনি বলছেন এ হাদিসটি আপনার মতের পক্ষের সহীহ হাদিসের বিরোধী; আর আমি যদি বলি এ সনদটিও যেহেতু সহীহ এবং আপনার পক্ষের গ্রন্থের আগে সংকলিত হওয়ার কারণে আপনার বর্ণনাটি শায তাহলে আপনি কী উত্তর দিবেন! পাঠকবর্গ কেউ যদি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেন যে এ সনদের কোন একজন রাবী যঈফ তাহলে আমি মেনে নেব যে সনদটি যঈফ তার উপরে কোন আমল করা

১৪০৯. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭৩পৃ.

১৪১০ .ইমাম মুহাম্মদ, আল্-মুয়াত্তা, হাদিস-১০৪.মাকতুবাতুল ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম আবু মুসআব, মুয়াত্তায়ে মালিক, ১/৮১পৃ. হা/২০৮, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১২হি. ইমাম মুহাম্মদ, মুয়াত্তায়ে মালেক, ১/৫৮পৃ. হাদিস নং/১০৪।

হবে না। তাই আমি মুহসিন সাহেবকে বলবো, উসূলে হাদিসের জ্ঞান আগে শিখে তারপর হাদিস নিয়ে সমালোচনা করুন।

ইসলামের চার খলিফা হতে ইসলাম বেশি বুঝার দাবি!

আমরা এখন দেখবো, চার খলিফা এ আমলটি করতেন কি না? কেননা, তাদের অনুসরণ করা আমাদের জন্য সুন্নাত। যেমন- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ও ইরবাদ বিন সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল (ﷺ) বলেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

"তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার চার খলিফার সুন্নাতকে আকরে ধর।"[১৪১১] অন্য আরেক বর্ণনায় হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.

"আমার পরে তোমরা আবু বকর রা. এবং উমর (রা.) কে অনুসরণ করবে।"[১৪১২]

তাই রাসূল (ﷺ) এর এ হাদিসের আদেশ মোতাবেক তাঁদের (চার খালিফার) অনুসরণ করাও আমাদের জন্য সুন্নাত। তাই তারা যদি রাফ'উল ইয়াদায়েন না করে থাকেন তাহলে আমাদের জন্য না করাটাই সুন্নাত। তাই এখন আমরা দেখবো চার খলিফা এ কাজটি করতেন, নাকি করতেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন-

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

"আমি রাসূল (ﷺ), হযরত আবু বকর, এবং হযরত উমর (রা.) এর সাথে নামাজ পড়েছি, তারা নামায শুরু করার সময় ব্যতিত আর নামাযে হাত উত্তোলন করতেন না।"[১৪১৩]

১৪১১. আহমদ,আল-মুসনাদ, ৪/১২৬পৃ. হাদিস : ১৭২৭৫-৭৬, আবু দাউদ, আস্-সুনান :৫/১৩পৃ. হাদিস,৪৬০৭, তিরমিযী, আস্-সনান, ৫/৪৩পৃ. হাদিস : ২৬৭৬, ইবনে হিব্বান, আস্-সহিহ, ১/১৭৮পৃ. হাদিস: ৫, দারেমী, আস্-সুনান, ১/৫৭ পৃ. হাদিস- ৯৫, খতিব তিবরিযী, মিশকাত, কিতাবুল ইতিসাম, ১/৪৫ পৃ. হাদিস- ১৬৫, বায়হাকী, আস্-সুনানুল কোবরা, ১০/১১৪ পৃ. ও শুয়াবুল ঈমান, ৬/৬৭ পৃ. হাদিস- ৭৫১৫-৭৫১৬, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/১৮১ পৃ. হাদিস- ১০২

১৪১২ . সুনানে তিরমিযি, ৬/৫০ পৃ. হাদিস:৩৬৬২ এবং হাদিস:৩৮০৫, সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদিস : ৯৭, মুসনাদে আহমদ, হাদিস:২৩৩০৫, বায়হাকী, আস্-সুনানুল কোবরা, ৫/১২ পৃ. এবং ৮/১৫৩ পৃ. হাকেম নিশাপুরী, আল্-মুস্তাদরাক, ৩/৭৫পৃ.

১৪১৩. দারেকুতনী, আস্ সুনান : ১/২৯৫পৃ. হাদিস : ১১৩৩, আবু ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, ৮/৪৫৩পৃ. হাদিস :৫০৩৯, বায়হাকি, আস্-সুনানুল কোবরা : ২/৭৯পৃ. হাদিস : ২৫৩৪, হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ : ২/১০১পৃ. হাদিস:২৫৮১, আমিমুল ইহসান, ফিক্হুস সুনানি ওয়াল-আছার, ১/১৮৪পৃ. হাদিস : ৪৭২, ই.ফা.বা, আলাউদ্দিন তুরকামানী, যাওয়াহিরুন নকী, ২/৭৮ পৃ.

Scanned by C

হাদিসের মর্মার্থ: এ হাদিস থেকে রাসূল (ﷺ), আবু বকর (رضي الله عنه), উমর (رضي الله عنه) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর যথা মোট চারজনের নামায পদ্ধতি জানতে পারলাম যে তাঁরা কেহই তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া পুনরায় হাত উত্তোলন করেননি।

সনদ পর্যালোচনা : উক্ত হাদিস সম্পর্কে মুফতি আমিমুল ইহসান (رحمه الله) বলেন, "আবু ই'য়ালা, দারেকুতনী এবং বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি 'হাসান'।" উক্ত হাদিসটি সহিহ না হয়ে 'হাসান' হওয়ার কারণ আছে তাহলো "মুহাম্মদ ইবনে জাবের হানাফী" রাবী রয়েছেন শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই তাকে পাণ্ডুলিপি দেখে এবং তাকে তালকীন (স্মরণ করিয়ে) দিতে হতো।

এ হাদিসের সনদ নিয়ে কথিত আহলে হাদিসদের জালিয়াতি:

উক্ত হাদিস সম্পর্কে আহলে হাদিস মরহুম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন- "দারেকুতনী, যাইলায়ী, হাইসামী, প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদিসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।"[১৪১৫] সবচেয়ে অবাক হলাম! তিনি বিভিন্ন ইমামদের ভূয়া নাম দিয়ে হাদিসটিকে যঈফ প্রমাণ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। অথচ কেউ তাদের গ্রন্থে হাদিসটিকে যঈফ শব্দটিই বলেন নি। আর যদি বলেই থাকেন তাহলে তাদের কিতাবের উদ্ধৃতি দিলেন না কেন?

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। (টিকায় দলিল দিয়েছেন মুসনাদে আবি ইয়ালা হা/৫০৩৯) ইমাম বায়হাক্বী ও দারাকুৎনী উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, মুহাম্মদ ইবনু জাবের এককভাবে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছে। হাম্মাদ থেকে এবং সে ইবরাহিম থেকে যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী।"

মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহর লানত: সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে একাধিক মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনাদের কারও কাছে যদি মুসনাদে আবি ই'য়ালা গ্রন্থ থাকে, তাহলে খুলে দেখুন যে "বর্ণনাটি ভিত্তিহীন।" কথাটি গ্রন্থে আছে কি না। আলবানী ও বর্তমানের কথিত আহলে হাদিসগণ ছাড়া এ হাদিসকে কেউ ভিত্তিহীন বলেছেন, এমন কোনো নজির নাই। মুহসিন সাহেব লিখেছেন- ইমাম বায়হাকী ও ইমাম দারেকুতনী নাকি বলেছেন, তিনি তার শায়খদের নামে যঈফ হাদিস বর্ণনা করতেন। আচ্ছা! এটি আপনি ইমাম দারেকুতনী ও ইমাম বায়হাকীর কিতাব থেকে প্রমাণ হবে প্রমাণ দিতে পারবেন? হ্যাঁ, মানলাম তিনি যঈফ হাদিস বর্ণনা করে থাকে; তাহলে সনদটি যঈফ হবে তবে আপনি "বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। বললেন কেন? কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম, পারলে উত্তর দিন। শুধু মাত্র ইমাম দারাকুতনী বলেছেন- وَكَانَ ضَعِيفًا

১৪১৪ .আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল-আছার, ১/১৮৪পৃ. হাদিস : ৪৭২, ই.ফা.বা.

১৪১৫.ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, (অনুবাদ) ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৮৪ পৃ. টিকা নং- ৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর,২০১০ইং।

...যঈফ বর্ণনাকারী।"[১৪১৬] আমরা ইমাম দারাকুতনীর একক এ সমাধান কে ...রাবী নয়। অনেক ইমাম তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আর আহলে হাদিসরা যদি ...কুতনীর সমাধানও মানতো তাহলেও তো যঈফ বলতো ভিত্তিহীন নয়।

...মূলক সনদ পর্যালোচনা:

...ইবনে হাজার হায়সামী (رحمه الله) বলেন-

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ الْيَمَامِيُّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ، وَكَانَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ.

...হাদিসটি ইমাম আবু ই'য়ালা (رحمه الله) বর্ণনা করেছেন। আর উক্ত সনদে মুহাম্মদ ...জাবের হানাফি রয়েছেন আর তার হাদিসে সংমিশ্রন (সহীহ, হাসান, যঈফ) ...। আর তাকে তালকিন দেয়া হতো (শেষ কালে অন্ধ হওয়ার কারণে) অর্থাৎ তাকে ...দেয়ার পূর্বে স্মরণ বা শিক্ষা দিতে হতো এবং তিনি ও শিক্ষা নিতেন।"[১৪১৭]

...নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হায়সামী (رحمه الله) এ রাবী সম্পর্কে অন্য স্থানে লিখেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ، وَهُوَ صَدُوقٌ ; وَلَكِنَّهُ ضَاعَ كُتُبُهُ وَقَبِلَ التَّلْقِينَ.

...সনদে মুহাম্মদ বিন জাবের' রয়েছেন আর তিনি সত্যবাদী।.....।"[১৪১৮] ইমাম আইনী (رحمه الله) বলেন-

وأما محمّد بن جابر فقد سكت النّاس عن حديثه

"মুহাম্মদ বিন জাবেরের হাদিস নিয়ে মুহাদ্দিসগণ নিরব ছিলেন।"[১৪১৯]

...সম্পর্কে ইমাম মিযযী (رحمه الله) বলেন, তিনি আঠার জনেরও বেশী তাবেঈ থেকে ...শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। তার থেকে ৩৭ জনেরও সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাদিস ...নেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী, ইমাম শু'বা, ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (رحمه الله) প্রমুখ ইমামগণ। একটি বিষয় লক্ষনীয় ইমাম শু'বা (رحمه الله) ...দুর্বল রাবী থেকে কোন রেওয়ায়েত করতেন না।[১৪২০] তার সম্পর্কে আমর বিন ...(رحمه الله) বলেন صدوق -"তিনি সত্যবাদী ছিলেন।[১৪২১] ইমাম আবু হাতেম বলেন, ...আমার পিতা ও মুহাদ্দিস আবু যারওয়া (رحمه الله) কে বলতে শুনেছি, মুহাম্মদ বিন

১৪১৬.দারাকুতনী, আস-সুনান, ১/২৯৫পৃ. হাদিস : ১১৩৩, ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া ফি তাখরীজে ...হিদায়া, ১/১৫১পৃ., ও তালখিসুল হাবীর, ১/৫৪৬পৃ., যায়লায়ী, নাসবুর রায়াহ, ১/৩৯৬পৃ., তুরকামানী, ...জাওহারুন নকী, ২/৭৮পৃ., মোবারকপুরী, মেরআত, ৩/২৪পৃ. শাওকানী, নায়লুল আওতার, ২/২১০পৃ.

১৪১৭. ইমাম হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ২/১০১ পৃ, অধ্যায়- রাফ'উল ইয়াদাইন।

১৪১৮. হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ৩/১৪৫ পৃ. হা/৪৮০১, অধ্যায়-চাঁদ দেখে রোযা রাখা।

১৪১৯.আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/৫৬পৃ.

১৪২০. ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০ পৃ. রাবী/৫৬৯৭, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬.

১৪২১. ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০ পৃ. রাবী/৫৬৯৭, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬.

Scanned by C

জাবেরের হাদিস لا اصل-"তার হাদিসের ভিত্তি আছে।"[১৪২২] ইয়ামীনবাসী ও ... তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন। তারা উভয়ে বলেন- صدوق "তিনি সত্যবাদী ছিলেন।"[১৪২৩]

ইমাম আবু হাতেম বলেন, আমার পিতা তার সম্পর্কে বলেছেন, ... عمر، وساء حفظه "সে শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তাই তার স্মরণ শক্তিতে ত্রুটি ... গিয়েছিল।" ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম মিয্যি (রহ.) বলেন ইমাম আবু হাতেম আরও বলেন-

سألت أبي عن محمد بن جابر وابن لهيعة فقال علهما الصدق

-"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, আমার পিতাকে ইবনে লাহিয়াহ এবং উক্ত রাবী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন তারা উভয়েই সত্যবাদী ছিলেন।" তারপর আরো বলেন- محمد بن جابر أحب إلي من ابن لهيعة-"আমার কাছে ইবনে লাহিয়াহ থেকে মুহাম্মদ ইবনে জাবেরই প্রিয়।"[১৪২৪] সর্বশেষে ইমাম মিয্যি (রহ.) বলেন, উক্ত রাবী যদি দুর্বল হতেন তাহলে আইয়্যুব, ইবনে আওন, হিশাম বিন হাস্সান, সুফিয়ান সাওরী ও ... এবং অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদিসের ইমামগণ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন না।"[১৪২৫] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন- قال العجلي لا بأس به -"ইমাম ইজলী (রহ.) বলেন, তার হাদিস বর্ণনা করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১৪২৬] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তবে তার অন্ধ হওয়ার পূর্বের হাদিস অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।[১৪২৭]

তাই বুঝা গেল তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী না হলেও তার হাদিস একেবারে অগ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে ইমাম ফাল্লাস (রহ.) বলেন, "তিনি একজন সত্যবাদী রাবী, তবে কিছু ভুল করতেন। তারপরও ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম হাম্মাদ (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) ... মুহাদ্দিসগণের একটি জামা'আত তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে কাত্তান ও আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইজলী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[১৪২৮] ...

১৪২২. ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০ পৃ. রাবী/৫৬৯৭, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬.

১৪২৩. ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০ পৃ. রাবী/৫৬৯৭, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬.

১৪২৪. ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০-১৬২ পৃ. রাবী- ৫৬৯৭.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব,৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬

১৪২৫. ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০-১৬২ পৃ, রাবী- ৫৬৯৭.

১৪২৬. ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০ পৃ. রাবী/৫৬৯৭, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬.

১৪২৭. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬

১৪২৮. ইবনে হাজার, তাহযীবুত-তাহযীব, ৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬

যাহাবী (রহ.) তার সম্পর্কে বলেন- الإمام الحافظ الفقيه-"তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, হাফেযুল হাদিস, ফকীহ।"[১৪২৯] তাই তিনি হাফেযুল হাদিস পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন।

আহলে হাদিসদের নিকট দ্বিতীয় আপত্তিকর রাবি:

এই হাদিসের অন্যতম রাবী এবং ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এর প্রধান ফিকহের উস্তাদ ইমাম <u>'হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান'</u> কে খুব কৌশলে মুহসিন সাহেব কোন নির্ভরযোগ্য রিজালের উদ্ধৃতি ছাড়াই যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। আরেকটি মিথ্যাচার করেছেন তার গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় তা হল যে, <u>সে ইবরাহিম থেকে যঈফ হাদিস বর্ণনাকারী।"</u>

উক্ত হাম্মাদ ছিলেন ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) এর সুযোগ্য ছাত্র। ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَرَوَى لَهُ فِي كِتَابِ (الأَدَبِ)، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ

-"তার থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) তার আদাবুল মুফরাদ এ এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) তার 'সহীহ' গ্রন্থে হাদিস সংকলন করেছেন।"[১৪৩০] তাই তিনি নেশার ঘোড়ে সহীহ মুসলিমের রাবীকে তিনি যঈফ বুঝাতে চাচ্ছেন; তাহলে তো সহীহ মুসলিম কিতাবের সনদও বলা যাবে না। তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে আপনারা ঈদের নামাযের ৬ তাকবিরের আলোচনা দেখুন সেখানে আমি বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এ হাদিসটির আরও একাধিক সনদ রয়েছে তা জানতে আপনারা আমার এ বিষয়ক 'রাফ'উল ইয়াদাইন সংক্রান্ত সমাধান' নামক গ্রন্থটি দেখুন।

ইসলামের চতুর্থ খলিফার আমল:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قِطَافٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ

-"ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি আবি বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন কিতাফীন্-নাহশাল (রহ.) থেকে তিনি তার শায়খ তাবিয়ী আসিম ইবনে কুলাইব (রহ.) থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত আলী (রা.) সালাতের প্রথম তাকবীরে তাঁর দুই হাত উঠাতেন এরপর আর উঠাতেন না।"[১৪৩১]

১৪২৯. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ২/১৬১ পৃ. ক্রমিক.৬৬৭, ও সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৮/৬১পৃ.

১৪৩০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৫/২৩৯পৃ. ক্রমিক. ৯৯

১৪৩১.ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/২১৩ পৃ, হাদিস/২৪৪২. তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল আছার, ১/২২৫পৃ, হাদিস-১৩৫৩. বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৮০ পৃ, হাদিস- ২৩৬৭. মুসলিম বাহলুভী, আদিল্লায়ে হানা ফিয়াত, ১৬৭ পৃ.হাদিস- ৩৯৮. মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিক্হুস-সুনানি ওয়াল আছার- ১/১৩৪ পৃ. হাদিস- ৪৭১ ...

Scanned by C

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তিঃ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"বর্ণনাটি নিতান্তই দুর্বল।"

তিনি কতবড় মিথ্যাবাদী এবং কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই হাদিসটিকে 'বর্ণনাটি নিতান্তই দুর্বল' বলার সাহস কথায় পেলেন; আমি তা দেখে আশ্চর্যিত। উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম তাহাবী, মুফতি আমিমুল ইহসান, মুসলিম বাহলূবী, জাফর আহমদ উসমানী তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যায়লাঈ (রহ.) তার রচিত গ্রন্থে বলেন- أَثَرٌ صَحِيحٌ -"এই দলিলটি সহীহ।"[১৪৩২] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার - وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ -"এ হাদিসের সকল রাবী সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য, তবে মাওকুফ।"[১৪৩৩] আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) লিখেন-

إسناد حديث عاصم بن كُلَيْب صَحِيح على شرط مُسلم.

-"উক্ত সনদটি সহীহ মুসলিমের রাবীর ন্যায় বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪৩৪]

আহলে হাদিস মোবারকপুরী লিখেন-

قال الزيلعي: هو أثر صحيح، وقال العيني: إسناده صحيح على شرط مسلم.

-"ইমাম যায়লাঈ বলেন, এ আছারটি সহীহ। ইমাম আইনী (রহ.) বলেন এটি সহীহ মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ।"[১৪৩৫] আহলে হাদিসদের আরেক ইমাম শাওকানীও তার গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু; তা মেনে নিতে তাঁর অনেক কষ্ট হয়েছে।[১৪৩৬]

মুহসিন সাহেবের দ্বিতীয় আপত্তি ঃ তিনি তার গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায় মিথ্যা দাবী করেছেন যে, উক্ত সনদের অন্যতম রাবী 'আবুবকর নাহশালী'ই দুর্বল। হ্যাঁ, পাঠকবৃন্দ! কেউ যদি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেন যে এ রাবী অত্যন্ত যঈফ তাহলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিব। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর সম্পর্কে লিখেন- صدوق -"তিনি সত্যবাদী।"[১৪৩৭] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) লিখেন-

سمعت أحمد بن يُونُس يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ شَيْخًا صَالِحًا

-"আমি আহমাদ বিন ইউনুস কে বলতে শুনেছি আবুবকর হাদিসের শায়খ ও সৎ ব্যক্তি।"[১৪৩৮] ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন- كان أبو بكر النهشلي شيخا

১৪৩২ . যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ১/৪০৬পৃ.
১৪৩৩ . ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া ফি তখারীজুল হিদায়া, ১/১৫২পৃ.
১৪৩৪ . আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭৪পৃ.
১৪৩৫ মোবারকপুরী, মের'আত শরহে মিশকাত, ৩/২৬পৃ.
১৪৩৬ . শাওকানী, নায়লুল আউতার, ২/৯৬পৃ.
১৪৩৭ . ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১/৬২৫পৃ. ক্রমিক.৮০০১,
১৪৩৮ . ইমাম ইবনে হিব্বান, মাজরুহীন, ৩/১৪৬পৃ. ক্রমিক.১২৫৪, ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/৫৫৬পৃ.

صالحا -"আবুবকর নাহশালী তিনি অনেক বড় শায়েখ এবং হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি।"[১৪৩৯] ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন- أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ -"তিনি কুফার অধিবাসী এবং সত্যবাদী ছিলেন।"[১৪৪০] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী লিখেন-

قال أبو داود ثقة كوفي

-"ইমাম আবু দাউদ বলেন, তিনি কুফার অধিবাসী, বিশ্বস্ত ছিলেন।"[১৪৪১] ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন-

عن ابن معين ثقة وقال العجلي أبو بكر بن قطاف النهشلي من أنفسهم ثقة وقال أبو قدامة عن ابن مهدي كان من ثقات مشيخة الكوفة وقال أبو حاتم شيخ صالح يكتب حديثه

-"ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ, ইমাম ইজলী (রহ.) বলেন, তিনি আমাদের মধ্যে সিকাহ, আবু কুদামা তিনি ইবনে মাহদী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি তাঁর সম্পর্কে বলছেন তিনি কুফার বিশ্বস্ত মাশায়েখদের একজন। ইমাম আবু হাতেম বলেন, তিনি হাদিসের শায়খ, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ, তার হাদিস লিপিবদ্ধযোগ্য।"[১৪৪২] ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর আরেক গ্রন্থে লিখেন- وثقه أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ. -"ইমাম আহমাদ (রহ.) ও ইবনে মাঈন (রহ.) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন।"[১৪৪৩] ইমাম মিযযী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখছেন-

روى له مسلم، والتِّرْمِذِيّ، والنَّسَائي، وابن ماجه.

-"তাঁর বর্ণিত হাদিস সহীহ মুসলিমে[১৪৪৪], সুনানে তিরমিযিতে, সুনানে নাসাঈতে[১৪৪৫] এবং সুনানে ইবনে মাযাহতে[১৪৪৬] রয়েছেন।"[১৪৪৭] এজন্যই ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন-

قُلْتُ: بَلْ هُوَ صَدُوْقٌ، احْتَجَّ بِهِ: مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ.

-"আমি বলি, বরং তিনি সত্যবাদী। ইমাম মুসলিম এবং অন্যান্য ইমাম তাঁর হাদিস দ্বারা দলিল দিয়েছেন।"[১৪৪৮] আলবানীই তাঁর বর্ণিত অনেক হাদিসকে সহীহ বলেছেন।[১৪৪৯]

১৪৩৯ . ইমাম ইবনে মাঈন, তারিখ ইবনে মাঈন, ১/২৪১পৃ. ক্রমিক.৯৪৩, ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/৫৫৬পৃ., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৩/১৫৭পৃ. ক্রমিক. ৭২৬৭
১৪৪০ . ইমাম যাহাবী, মুগনী ফি যয়াফাহ, ২/৭৭৩পৃ. ক্রমিক. ৭৩৩৮
১৪৪১ . ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১২/৪৫পৃ. ক্রমিক. ১৭৯, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৩/১৫৭পৃ. ক্রমিক. ৭২৬৭
১৪৪২ . ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১২/৪৫পৃ. ক্রমিক. ১৭৯, ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/৫৫৬পৃ., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৩/১৫৭পৃ. ক্রমিক. ৭২৬৭
১৪৪৩ . ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/৫৫৬পৃ.
১৪৪৪ . সহীহ মুসলিম, ১/৪০২পৃ. হা/৫৭২, এটি সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত এবং ৭/৭১৬পৃ. হা/১১০৬, এটি সাহাবী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত।
১৪৪৫ . সুনানে নাসাঈ, ৩/২৩৭পৃ., হা/১৭০৭, এটি সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ)'র সূত্রে বর্ণিত এবং ৭/২৯পৃ. হা/৪০৪৮, এটি সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত।
১৪৪৬ . সুনানে ইবনে মাযাহ, ২/৮৪১পৃ. হা/২৫১৬, হাদিসটি ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত এবং ১/৬২১পৃ. হা/১৯৩১, এটি আবু বকর বিন আবি মুসা (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।
১৪৪৭ . ইমাম মিযযী, [illegible]

Scanned by C

<u>হায়! মুহসিন সাহেব আপনি সহীহ মুসলিমের রাবীর হাদিসকে যঈফ বলে দিলেন আপনার কী মাথা ঠিক আছে না নেশার ঘোড়ে এগুলো লিখেছেন??</u> রাবী আসেম বিন কুলাইবও সহীহ মুসলিমের রাবী।[১৪৫০] ইমাম তিরমিযি তার হাদিসকে হাসান, সহীহ বলেছেন।[১৪৫১]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (رضي الله عنه)-এর আমল ঃ

প্রথম বর্ণনা ঃ হযরত উমর (رضي الله عنه) রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না। তাহার অনেক সনদ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) বর্ণনা করেন আমাকে -

ثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: صليت مع عمر، فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة

-"ইয়াহইয়া ইবনে আদম (رضي الله عنه) হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি হযরত হাসান ইবনে আইয়্যাশ (رحمه الله) থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনে আব্‌জার (رحمه الله) থেকে তিনি যুবাইর ইবনে আদী (رحمه الله) থেকে তিনি তাবেয়ী ইবরাহীম নাখঈ (رحمه الله) থেকে, তিনি হযরত আসওয়াদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, <u>আমি হযরত উমর (رضي الله عنه) এর সাথে নামায পড়েছি, কিন্তু তিনি যখন নামায শুরু করেছিলেন সেই সময় ব্যতীত নামাযের অন্য কোন অবস্থায় দু'হাত উত্তোলন করেন নি</u>।"[১৪৫২]

এ হাদিস নিয়ে আহলে হাদিসদেও মিথ্যা আপত্তি ও তার জবাব ঃ

আহলে হাদিস মুযাফ্ফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলের (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"<u>উক্ত বর্ণনাটি যঈফ। ইমাম হাকেম বলেন, বর্ণনাটি অপরিচিত। এর দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না।</u>" আমি এর জবাবে মুহসিন সাহেবকে বলতে চাই এভাবে চালাকী করে আর কতদিন এমনিভাবে সহীহ হাদিসকে জাল বলবেন?? এ সনদটি নিয়ে যে নাটক করছেন আচ্ছা বলুন তো এ সনদের কোন রাবীটি আপনার নিকট আপত্তিকর? কী হাসান বিন আইয়্যাশ? তিনিও তো সিকাহ। মুহসিন সাহেব লিখেছেন ইমাম হাকেম নাকি বলেছেন যে, 'বর্ণনাটি অপরিচিত' আপনি কী এটি আপনার উল্লেখিত গ্রন্থ থেকে হুবহু এই শব্দটির আরবী দেখাতে পারবেন?? আপনি আহলে হাদিস মোবারকপুরী কথা দিয়ে হাদিসটি কে শায প্রমাণ করতে পারতেন যেহেতু তিনি আপনাদের মুরুব্বির। মোবারকপুরী দুই দিনের আগের এবং আপনাদের তরিকার মুহাদ্দিস তিনি শায বলাটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মুহসিন সাহেব একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন এ হাদিসের বিপরীতে-

عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع، وعند الرفع منه

-"ইবনে উমর (رضي الله عنه) বলেন, হযরত উমর (رضي الله عنه) রুকুতে যেতে এবং রুকু থেকে উঠতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন।"[১৪৫৩] আমি বলবো, এ হাদিসটি দুটি কারণে কোন ভিত্তি নেই। প্রথমত এটির কোন সনদ নেই। এবং আমাদের বর্ণিত মুসান্নাফে আবি শায়বার সহীহ হাদিসের বিরোধী হওয়ায় শায। তাই ইমাম যায়লাঈ সনদটিকে অত্যন্ত যঈফ বলেছেন।[১৪৫৪] ইমাম বায়হাকীর যে কিতাবের হাওলা তিনি দিয়েছেন ৭১৯ নং টিকায় তার দুয়া; সে কিতাবে এ হাদিসই ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেননি। তিনি তার আরেক গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন তবে সনদবিহীন এভাবে-

عن طاوس بن كيسان عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع

-"তাবেয়ী ইমাম তাউস (رحمه الله) সাহাবী ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে.....।"[১৪৫৫] তাই সনদবিহীন হাদিসের কোন দাম উসূলে হাদিসবিদদের নিকট এক আনাও মূল্য নেই।

মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ইমাম তাহাবী <u>নাকি হাদিস বিশুদ্ধ বলতে চেয়েছেন</u>। নাউযুবিল্লাহ! অথচ ইমাম তাহাবী (رحمه الله) এ হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন-

وهو حديث صحيح لأن الحسن بن عياش ... فإنه ثقة حجة

-"এই হাদিসটি সহীহ। সনদে হাসান বিন আইয়্যাশ রয়েছেন। ....নিশ্চয় তিনি ছিলেন সিকাহ বা বিশ্বস্ত এবং তাঁর হাদিস হুজ্জাত (পর্যায়ের)।"[১৪৫৬] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম তাহাবী (رحمه الله) সনদটিকে সহীহ বলেছেন না বলতে চেয়েছিলেন? আপনারাই বলুন। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) এ হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسند صحيح

-"ইমাম বায়হাকী হাসান বিন আইয়্যাশের সূত্রে যেটি সংকলন করেছেন তার সনদ সহীহ।"[১৪৫৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) তার 'দিরায়াত ফি তাখরীজে হিদায়া' প্রথম খণ্ডের গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখেন - وهذا رجاله ثقات -"এ হাদিসের

১৪৪৮. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন আন-নুবালা, ৭/৩৩৩পৃ. ক্রমিক.১১৭

১৪৪৯. সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৬২১পৃ. হা/১৯৩১, এটি আবু বকর বিন আবি মূসা (رحمه الله) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আলবানী সনদটিকে সহিহ লিগাইরিহী বলেছেন। এবং সুনানে নাসাঈ, ৩/২০৭পৃ. হা/১৭০৭, এটি সাহাবী ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)'র সূত্রে বর্ণিত এবং ৭/২৯পৃ. হা/৩৮৪৮, এটি সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন (رضي الله عنه)-এর সূত্রে বর্ণিত। এ দুটি হাদিসের সনদকেই সহিহ বলেছেন।

১৪৫০. সহীহ মুসলিম, ৩/১৬৫৯পৃ. হা/২০৭৮, ও ৩/১৬৫৯পৃ. হা/২০৯৫, ও ৪/২০৯০পৃ. হা/২৭২৫. এ সবগুলো বর্ণনাই সাহাবী হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর সূত্রে বর্ণিত। আরেকটি হলো আবু মূসা আশ'আরী (رضي الله عنه)-এর সূত্রে বর্ণিত। তথ্য সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, ৪/২২৯২পৃ. হা/২৯৯২

১৪৫১. সুনানে তিরমিযি, ৩/৩০১পৃ. হা/১৭৮৬, হাদিসটি সাহাবী হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর সূত্রে বর্ণিত।

১৪৫২. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ- ১/২১৪ পৃ.হাদিস ঃ ২৪৫৪, জাফর আহমদ উসমানী, এ'লাউস সুনান- ২/৩৯৫ পৃ. হাদিস- ৮১৬, ইমাম তাহাবী, শরহে মা'আনীল- ১/২২৭ পৃ. হা/১৩৬৪

১৪৫৩. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৯৫পৃ.

১৪৫৪. ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ১/৪০৫পৃ.

১৪৫৫. মুখতাসারুল খিলাফিয়্যাতুল বায়হাকী, ২/৮৭পৃ.

১৪৫৬. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল- ১/২২৭ পৃ.হা/১৩৬৪

১৪৫৭. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৮৬২পৃ. হা/৮০৯

Scanned by C

সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত। মুফতি আমিমুল ইহসান (رحمه الله) বলেন, "তারা হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।"[১৪৫৮] ইমাম যায়লাঈ (رحمه الله) বলেন- وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ, "এ হাদিসটি সহীহ।"[১৪৫৯] আহলে হাদিস মোবারকপুরী এ হাদিস সংকলন করে লিখেন وَهُوَ الْمَحْفُوظُ- "এই সনদটি সংরক্ষিত।"[১৪৬০]

ইমাম যায়লাঈ (رحمه الله) বলেন,

حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ حُجَّةٌ، ذكر ذَلِكَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْهُ

-"হাসান ইবনে আইয়্যাশ একজন সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য ও তার হাদিস হুজ্জা পর্যায়ের। ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মাঈন ও অন্যান্য বিগত মুহাদ্দিসগণ যা উল্লেখ করেছেন।[১৪৬১] আল্লামা তুরকামানী (رحمه الله) বলেন- تصحيح الطحاوي -"ইমাম ত্বাহাবী হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।"[১৪৬২]

পাঠকবৃন্দ! গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইমাম বুখারী (رحمه الله) তার "রাফ'উল ইয়াদায়েন" গ্রন্থে বর্ণনা করেন তিনি আবু বকর আন-নাহশী থেকে তিনি আসিম বিন কুলাইব থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (رضي الله عنه) প্রথম তাকবীরে তাহরীমায় দু'হাত উঠাতেন, এরপর আর এর পুনরাবৃত্তি করতেন না।[১৪৬৩] প্রমাণিত হলো ইসলামের নক্ষত্র খলিফারা কেহই 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন না।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (رضي الله عنه) এ আমলটি করতেন কী না তার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে এ প্রসঙ্গে ইমাম নীমভী (رحمه الله) বলেন-

اما الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم فلم يثبت عنهم رفع الايدى فى غير تكبيرة الاحرام-

-"খুলাফায়ে আরবা'আ থেকে তাকবিরে তাহরিমা ব্যতিত নামাযে অন্য কোন ক্ষেত্রে রাফ'উল ইয়াদায়েন প্রমাণিত নয়।"[১৪৬৪] তাই প্রমাণিত হল চার খলিফা কেউই এ কাজটি করতেন না।

তাই প্রমাণিত হলো রাফ'উল ইয়াদায়েন না করা রাসূল (ﷺ) ও তার চার খলিফার সুন্নাত।

১৪৫৮. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/২৯৪ পৃ, হাদিস/১৩২৯. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪ পৃ, হাদিস- ২৪৫৪, মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৮০ পৃ, হাদিস-৪৭০ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইউসুফ বাহলূভী, আদিল্লাতে হানাফিয়্যাত, ১৬৭ পৃ, হাদিস- ৩৯৭, জাফর আহমদ উসমানী, এ'লাউস-সুনান, ২/৩৯৪ পৃ, হাদিস- ৮১৫ ই.ফা.বা।

১৪৫৯ .যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ১/৪০৫পৃ.

১৪৬০ . মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৯৫পৃ.

১৪৬১ . ইমাম যায়লাঈ, নাসীবুর রায়্যাহ, ১/৪০৫পৃ.

১৪৬২ .ইমাম তুরকামানী, জাওয়াহিরুল নকী, ২/৭৫পৃ.

১৪৬৩ . ইমাম বুখারী, রফে ইয়াদাইন, ৯ পৃ, হাদিস- ৯, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৪৬৪ . ইমাম নীমাভী, আছারুস্-সুনান, পৃ.-১৪০পৃ. হাদিস,৪০৭

সবচেয়ে বড় ফকিহ তাবেয়ীদের আমল কী ছিল?

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه)-এর হাদিস উল্লেখ করার পূর্বে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, নবীজির পরে এবং সাহাবিদের পরে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর শিষ্যরা। তার পর হযরত আলী (رضي الله عنه) এর শীষ্যরা।[১৪৬৫] কিন্তু আমরা হাদিস তালাশ করে দেখি উক্ত বিখ্যাত ফকীহ সাহাবীগণের ছাত্ররা বা শীষ্যগণ কেহই 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন না। ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، قَالَ وَكِيعٌ،، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ

-"তাবেয়ী হযরত আবু ইসহাক সাবাঈ (رحمه الله) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এবং আলী (رضي الله عنه) এর-শীষ্যগণ শুধুমাত্র সালাতের উদ্বোধনের সময় ছাড়া তাদের পুনরায় হাত উঠাতেন না। ইমাম ওয়াকী বলেন, তারা আর হাত উঠাতেন না।"[১৪৬৬] এ হাদিসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত; শুধু মুহসিন সাহেব ছাড়া। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন-"উক্ত বর্ণনাও মুনকার। কারণ ইবনু মাসউদ (রা.)-এর পক্ষে কিছু বর্ণনা পাওয়া গেলেও আলী (রা.) সম্পর্কে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার স্পষ্ট ছহীহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।" উক্ত সংক্ষিপ্ত এ বক্তব্যে তিনি একাধিক মিথ্যাচার করেছেন। আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস এ হাদিসকে মুনকার বলেননি। আর তার জলন্ত প্রমাণ হল মুহসিন সাহেব নিজেই, কেননা তিনি নিজেও এর কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। এর পূর্বে সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন না তা তিনি মানতেই রাজী নন। এখানে এসে অনেক কষ্টে তিনি মেনেছেন। মুহসিন সাহেবের মাথায় সমস্যা তা আমি আগেও বর্ণনা করেছি যে হযরত আলী (رضي الله عنه) রাফ'উল ইয়াদাইন করতেন না এবং তা যে সহীহ তা বিজ্ঞ জনের দলীল দিয়েই প্রমাণ করেছি। ইমাম তুরকামানী (رحمه الله) বলেন- وهذا ايضا سند صحيح -"এই সনদটি সহীহ।"[১৪৬৭] সাহাবী ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه)-এর আরেক ছাত্রের আমল দেখুন ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: كَانَ قَيْسٌ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

-"তাবেয়ী হযরত কায়স বিন আবি হাযেম (رحمه الله) নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন, এরপর আর হাত উঠাতেন না।"[১৪৬৮] এ হাদিসের মাত্র দুই জন রাবী; আর তারা দু'জনই সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

১৪৬৫ .এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আপনারা আমার লিখিত 'আমি কেন মাযহাব মানবো?' দেখুন।

১৪৬৬ .আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪পৃ. হাদিস : ২৪৪৬, আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার : ১/১৮৪পৃ. হাদিস : ৪৭৩

১৪৬৭ .ইমাম তুরকামানী, জাওয়াহিরুল নকী, ২/৭৯পৃ.

১৪৬৮ . ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪ পৃ, হাদিস- ২৪৪৯.

Scanned by C

সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আরও একাধিক ছাত্রের আমল দেখুন হযরত আলকামা বিন কায়েস[১৪৬৯] (রহ.) ও হযরত আসওয়াদ ইয়াযিদ[১৪৭০] (রহ.) তারা দুজনই ইবনে মাসউদেরও ছাত্র ছিল। তারা কেহই 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন না। ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِذَا افْتَتَحَا ... ثُمَّ لَا يَعُودَانِ

-"তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি ইমাম শা'রীক (রহ.) থেকে তিনি হযরত জাবের (রহ.) থেকে আর তিনি বলেন, "নিশ্চয় হযরত আসওয়াদ (রহ.) ও হযরত আলকামা (রহ.) নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন, এরপর আর হাত উত্তোলন করতেন না।"[১৪৭১] এ সনদটিও সহীহ।

কিছু তাবেয়ীদের আমল ও বক্তব্য ঃ

ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ

-"ইমাম আব্দুল মালেক (রহ.) বলেন, ইমাম শা'বী[১৪৭২] (রহ.) তাবেয়ী হযরত ইবরাহিম নাখঈ[১৪৭৩] (রহ.) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম আবু ইসহাক সাবিয়ী[১৪৭৪] (রহ.) তারা কেহই নামাযের শুরু ব্যতীত আর হাত উত্তোলন করতেন না।"[১৪৭৫] এই হাদিসের সকল রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম তুরকামানী (রহ.) বলেন-

---

১৪৬৯. যার কাছে সাহাবায়ে কেরাম জিবীত থাকা অবস্থায় মানুষেরা মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। যার ওফাত হলো মাত্র ৬২ হিজরি.

১৪৭০. যিনি আয়েশা (রা.), উমর (রা.), আলী (রা.), ও ইবনে মাসউদের শাগরীদ ছিলেন। যার ওফাত হলো মাত্র ৭৫ হিজরি.

১৪৭১. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪ পৃ; হাদিস- ২৪৫৩, মাকতাবায়ে রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব।

১৪৭২. যার আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে, যিনি ১৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং নিজেই বলেছেন আমি পাঁচশত সাহাবীর দর্শনলাভ করেছি এবং হযরত উমর (রা.) এর যুগে জন্মগ্রহন করেছেন এবং তিনি শৈশবে দুই বছর ছিলেন। যার ওফাত হলো মাত্র ১০৪ হিজরীতে। (সূত্র ঃ বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৬/৪৫০পৃ., যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৮১পৃ.)

১৪৭৩. যিনি অনেক সাহাবিদের জিবিত অবস্থায় ফাতওয়া দিতেন, তিনি মা আয়েশা (রা.) সহ অনেক সাহাবিদের সংস্পর্শ লাভ করেছেন। হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) এস্তেফতার সিলসিলায় তাঁর কাছে আগত ব্যক্তিদের বলতেন,-"তোমরা কি আমার থেকে ফতওয়া তলব করছো? অথচ তোমাদের মাঝে ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) জীবিত? (সূত্র ঃ যাহাবি, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৪/৫২৩পৃ. ও তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৭৪পৃ.) দেখুন তাকে ইবনে যুবায়ের কি সম্মান করতেন। যার ওফাত হলো ৯৫ হিজরিতে। (সূত্র: যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৭৪পৃ.)

১৪৭৪. যিনি নিজেই বলেন, আমি হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতের শেষের দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমি হযরত মাওলা আলী (রা.) কে খুতবা দিতে দেখেছি। (সূত্রঃ যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৫/৩৯৩পৃ.) যার ওফাত হলো ১২৭ হিজরীতে।

১৪৭৫. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪ পৃ, হাদিস- ২৪৫৪.

وهذا السند ايضا صحيح على شرط مسلم

-"এই সনদটি সহীহ মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ।"[১৪৭৬]

ইমাম শা'বী (রহ.) এর ব্যাপারে অন্য সনদের বর্ণনাও রয়েছে, ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বলেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

-"ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) থেকে তিনি হযরত আশিয়াত (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম শা'বী (রহ.) প্রথম তাকবিরে তাহরিমা ব্যতিত আর পুনরায় হাত উত্তোলন করতেন না।"[১৪৭৭]

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তারা দু'জনেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে, তিনি হাম্মাদ (রহ.) থেকে, তিনি বলেন-

... يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: ارْفَعْ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِيمَا سِوَاهَا

-"নিশ্চয় তাবেয়ি হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলেছেন, নামাযের মধ্যে প্রথম বার শুধু হাত উত্তোলন করা হবে, তাছাড়া আর হাত উত্তোলন করা হবে না।"[১৪৭৮]

ইতিপূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের শাগরিদগণ এ কাজটি করতেন না। বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছি। এ ছাড়া আরও বর্ণনা পাওয়া যায়।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

রাফ'উল ইয়াদাইন নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হতে সার সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরলাম। মুহসিন সাহেবের অনেকগুলো আপত্তি হতে মাত্র কয়েকটির জাবাব আমি এখানে উল্লেখ করেছি; এ বিষয় আরও বেশী হাদিস ও সকল আপত্তির নিষ্পত্তি জানতে আমার লিখিত 'রাফ'উল ইয়াদাইনের সমাধান' দেখুন। আশা করি সঠিক বিষয়টি আপনাদের বুঝে আসবে।

বিষয় নং ৯: নামাযে বিসমিল্লাহ নীচু স্বরে পড়া

সুন্নাত হলো নামাযী 'সূরা ফাতিহা'র পূর্বে নিচু স্বরে বিসমিল্লাহ পড়বে 'আল্ হামদু লিল্লাহ' থেকে ক্বিরাআত শুরু করবে। কিন্তু অনেক মাযহাব অমান্যকারী আহলে হাদিসরা বিসমিল্লাহও উচ্চস্বরে পড়ে, যা সুন্নাতের পরিপন্থী। 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার ব্যাপারে বহু হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কবুল করুন।

১৪৭৬. ইমাম তুরকামানী, আওয়াহিরুন নকী, ২/৭৫পৃ.

১৪৭৭. ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/২১৩ পৃ, হাদিস- ২৪৪৪, মাকতাবায়ে রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব।

১৪৭৮. ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আছার, ১/১২৬পৃ, হাদিস ঃ ৭০, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, মুফাক্কীন বিহারী, সহিহুল বিহারী, ২/৩৯৮ পৃ, ইমাম ইউসুফ, আল্-আছার, ১/২০পৃ, হাদিস ঃ ৯৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by C

হাদীস নং ১-৩ : ইমাম মুসলিম, বোখারী ও আহমদসহ অনেকে বর্ণনা করেছে হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و خلف أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

-"আমি নবী করীম (ﷺ), আবূ বকর সিদ্দীক (رضي الله عنه), ওমর ফারুক (رضي الله عنه) ও উসমান যুননূরাইন (رضي الله عنه) এর পিছনে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তে শুনিনি।"[১৪৭৯] এই একটি হাদিসই জন্য অনুসরণের আমাদের যথেষ্ট।

হাদীস নং ৪ : ইমাম মুসলিম (رحمه الله) হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন-

عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين-

-"তিনি নিশ্চয়ই নবী করিম ﷺ, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (رضي الله عنه) 'আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন' পড়ে নামাযের কিরাত শুরু করতেন।"[১৪৮০]

হাদীস নং ৫-৭ : ইমাম নাসাঈ(رحمه الله), ইবনে হিব্বান(رحمه الله), তাহাবী(رحمه الله) প্রমুখ হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন-

عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

-"আমি নবী করিম ﷺ, আবূ বকর (رضي الله عنه), ওমর (رضي الله عنه.) ও উসমান (رضي الله عنه.) এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উচুঁ আওয়াজে পড়তে শুনিনি।"[১৪৮১]

হাদীস নং ৮-১১ : ইমাম তাবরানী (رحمه الله) মু'জামুল কবীরে, ইমাম আবূ নুআইম হিলইয়া'তে, ইমাম ইবনে খুযাইমাহ এবং ইমাম তাহাবী (رحمه الله) হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন-

---

১৪৭৯ .১. ইমাম মুসলিম : আস-সহীহ : ১/ ১৭২পৃ. কাদামী কুতুব খানা, করাচী, পাকিস্তান।
২. ইবনে খুযায়মা : আস-সহীহ : ১/২৪৯পৃ. হাদিস : ৪৯৪, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত।
৩. ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'য়ানীল আছার : ১/২০২পৃ. দারুল কুতুব ইসলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৪. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ৩/১৭৬পৃ. হাদিস : ১২৮৩৩, মিশর হতে প্রকাশিত।
১৪৮০ .১.ইমাম বুখারী : আস-সহিহ : ১/১০৩পৃ. হাদিস :
২.ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ৩/১১৪পৃ. হাদিস : ১২১৫৬।
৩.ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'য়ানীল আছার : ১/২০২পৃ. দারুল কুতুব ইসলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।
১৪৮১ .১. ইমাম নাসায়ী : সুনানুল কোবরা : ১/৩১৫পৃ. হাদিস : ৯৭৯ দারুল কুতুব ইসলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২. ইমাম নাসাঈ : আস-সুনানিল কোবরা : ১/৩১৫পৃ. হাদিস/৯০৭।
৩. ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : ৫/১০৩পৃ. হাদিস/১৭৯৯।
৪. ইবনে খুযায়মা : আস-সহীহ : ১/২৪৯পৃ. হাদিস/৪৯৫।
৫. ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'য়ানীল আছার : ১/২০২পৃ. দারুল কুতুব ইসলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم

-"নিশ্চয়ই নবী করিম ﷺ আবূ বকর, ওমর (رضي الله عنه) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম নিচু স্বরে পড়তেন।"[১৪৮২]

হাদীস নং ১২-১৪ : আবূ দাউদ, দারিমী, তাহাবী প্রমুখ হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.

-"নিশ্চয়ই নবী করিম ﷺ, আবূ বকর رضي الله عنه, ওমর رضي الله عنه ও উসমান رضي الله عنه 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' থেকে ক্বিরাআত শুরু করতেন।"[১৪৮৩]

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদীস শরীফ পেশ করা যেতে পারে; কিন্তু আমরা এখানে শুধুমাত্র এ হাদিসগুলোকেই যথেষ্ট মনে করছি। বিস্তারিত জানার ইচ্ছা হলে মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী (رحمه الله)-এর রচিত 'জা'আল হকের তৃতীয়াংশের' এ বিষয় অধ্যায় এবং অধমের লিখা হাশীয়া অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

বিষয় নং ১০: ইমামের পিছনে কিরাত পড়া প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ: পবিত্র কোরআনের আলোকে ইমামের পিছনের কিরাতের বিধান:

ইমামের পিছে কুরআন শরীফ পড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু আহলে হাদিস বা তথা কথিত লা-মাযহাবীরা মুক্তাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়াকে ফরয মনে করে।

যেমন তথাকথিত আহলে হাদিস মুযাফ্ফর বিন মুহসিন তার 'জাল হাদীছের কবলে' গ্রন্থের ২২৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন-"ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যকীয় বিষয়, যা না পড়লে ছালাত হয় না। কিন্তু ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। তবে ছালাত সরবে হোক বা নীরবে হোক প্রত্যেক ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফতিহা পাঠ করতে হবে। সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করা হয়, মুহাদ্দিছগণের নিকট সেগুলো সবই জাল ও যঈফ।" ইমামের পিছনে কিরাত নিষেধাজ্ঞার উপর কুরআনুল করীম, অনেক হাদীস শরীফ, বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য বাণী ও অনেক যৌক্তিক প্রমাণ রয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি সোজা কিভাবে বলতে দিতে পারলেন যে এর পক্ষে কোন প্রমাণ নেই আর যাইবা

১৪৮২ .১.ইবনে খুযায়মা : আস-সহীহ : ১/৫০পৃ. মাকতুবায়ে ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।
২.ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ২/৮৮পৃ. হাদিস : ২৫৯৮, মাকুতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।
৩.ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'য়ানীল আছার : ১/২০২পৃ. দারুল কুতুব ইসলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৪৮৩ .১. আবূ দাউদ : আস- সুনান : ১/২০৭পৃ. হাদিস : ৭৮২, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২.ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'য়ানীল আছার : ১/২০২পৃ. দারুল কুতুব ইসলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৩.ইমাম দারেমী : আস-সুনান : ১/৩১১পৃ. হাদিস : ১২৪০, দারুল কুতুব আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by C

প্রমাণ রয়েছে তা আবার যঈফ জাল! পাঠকবর্গ সে যে কত বড় মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ তা নিম্নের আলোচনা থেকেই বুঝতে পারবেন।

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা নিষেধ। চুপ থাকা উচিত। এবার প্রমাণাদির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

-"আর যখন কুরআন শরীফ পড়া হয় তখন তা কান লাগিয়ে শোন, আর চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।"[১৪৮৪]

স্মর্তব্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে পার্থিব কথা-বার্তাও বৈধ ছিল, আর মুক্তাদীও কুরআন পড়তো। এ আয়াত দ্বারা কথা-বার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান রব তারপর ঘোষনা দিলেন- وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ -"দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ তা'য়ালার অনুগত হয়ে।"[১৪৮৫]

ইমাম মুসলিম 'বাবু তাহরীমিল কালাম ফিস্ সালাত' এবং ইমাম বোখারী 'বাবু মা-য়ুনহা মিনাল কালাম ফিস্ সালাত'-এ হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন-

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ

-"আমরা নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম, এক ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়ানো তার বন্ধুর সাথে কথা বলছিলো, এমন সময় 'কূমু লিল্লাহি কানিতীন' আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর আমাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হলো এবং কথা বলতে নিষেধ করা হলো।"[১৪৮৬]

এরপর নামাযে কথা বার্তা বলা নিষিদ্ধ হলো। কিন্তু মুক্তাদী কুরআন তিলাওয়াত করতো। যখন নিম্নোক্ত আয়াতখানা নাযিল হলো তখন মুকতাদীদের জন্য তিলাওয়াত নিষিদ্ধ হয়ে গেলো।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

-"যখন কুরআন পড়া হবে তখন মনোযোগ দিয়ে শোন আর চুপ থাকো।"[১৪৮৭]

এই আয়াতের অপব্যাখ্যার জবাব:

আমাদের কিছু নামধারী আলেম রয়েছেন যাদেরকে আহলে হাদিস বলা হয় তারা বলে থাকেন এই আয়াত দ্বারা ইমাম নামাযের কিরাতের পাঠ করার সময় চুপ থাকার বিষয়ে নাযিল হয়নি। এ বিষয়টিকে হেয় করে আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'জাল হাদীছের' গ্রন্থের ২৪০ পৃষ্ঠায় লিখেন-"আরো বলা হয় যে, ছালাতে কুরআন পাঠ

১৪৮৪ .সূরা আরাফ : আয়াত নং-২০৪
১৪৮৫ .সূরা বাকারা : আয়াত নং- ২৩৮
১৪৮৬ .ইমাম মুসলিম : আস-সহিহ : ১/৩৮৩পৃ. হাদিস : ৫৩৯
১৪৮৭ .সূরা আরাফ : আয়াত নং- ২০৪।

করার বিরুদ্ধেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়।" তিনি অনেক কৌশলে প্রমাণ করাতে চেয়েছিলেন যে এটি নামাযের কিরাতের বিষয়ের আয়াত নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিষয়ে ইজমা:

১. সাহাবীদের ইজমা : ইমাম নাসাফী (রহঃ) 'তাফসীরে মাদারিক' শরীফে উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন-

وجمهور الصحابة رضى الله عنهم على أنه في استماع المؤتم

-"অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের অভিমত হলো এ আয়াতটি মুক্তাদীর জন্য ইমামের কিরাআত শোনার ব্যাপারেই।"[১৪৮৮] আল্লামা পানিপথী (রহঃ) লিখেন-

وروى عن جماعة من الصحابة ترك القراءة خلف الامام

-"এক জামাত সাহাবায়ে কেরাম নামাযে ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ নিষেধের বিষয়ে অভিমত পেশ করেছেন।"[১৪৮৯]

২. মুফাসসিরগণের ইজমা : বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী (রহঃ) লিখেন-

قَالَ النَّقَّاشُ: أَجْمَعَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ هٰذَا الِاسْتِمَاعَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ.

-"ইমাম নাক্কাশ (রহঃ) বলেন, আহলে তাফসিরগণের মধ্যে ইজমা বা ঐকমত্য হয়েছে যে, এই আয়াত ফরজ নামায ও অন্যান্য স্থানে কিরাত চুপ করে শুনার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।"[১৪৯০]

৩. উম্মতের ইজমা : আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) তার তাফসির গ্রন্থে লিখেন-

وقال ابن همام اخرج البيهقي عن الامام احمد قال اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة

-"ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহঃ) ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হতে তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, এই আয়াত নামাজের ক্বেরাতের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"[১৪৯১]

৪. আহলে ইলমের ইজমা:

ইমাম ইবনে আব্দুল বার্ (রহঃ) লিখেন-

১৪৮৮ .ইমাম নাসাফী : তাফসীরে মাদারিক : ১/৬২৮পৃ. দারুল কালামুল তৈয়্যব, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯হি.।
১৪৮৯ .ইমাম পানিপথী : তাফসীরে মাযহারী : ১০/১১৯পৃ. মাকতাবায়ে রশিদীয়াহ, করাচী, পাকিস্তান, প্রকাশ. ১৪১২হি.
১৪৯০ .ইমাম কুরতুবী : আহকামুল কোরআন : ৭/৩৫৪পৃ. দারুল কুতুব মিসরিয়াহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৩৮৪হি.।
১৪৯১ .ইমাম সানাউল্লাহ পানিপথি : তাফসিরে মাযহারী : ৩/৪৫০পৃ. মাকতাবায়ে রশিদীয়াহ, করাচী, পাকিস্তান, প্রকাশ. ১৪১২হি

Scanned by C

وَأَبُو عُمَرَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا مَعَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ بِشَيْءٍ وَأَنْ يَسْتَمِعَ لَهُ وَيُنْصِتَ

-"আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } দ্বারা সকল আহলে ইলমের (ইলমে ফিক্‌হ ও ইলমে হাদিসের জ্ঞানীগণের) ইজমা হয়েছে যে, এ আয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্য হল ফরয নামায, এতে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, ইমাম যখন নামাযে জোরে কেরাত পড়বেন তখন মুকতাদীরা কিছুই পড়বে না, বরং কান পেতে শুনবে ও চুপ থাকবে।" (তামহীদ, ১১/৩১ পৃ.)

তাই প্রমাণিত হল যে ইমাম কিরাত পড়লে মুক্তাদির কর্তব্য হল চুপিস্বরে শুনা।

ইজমা হওয়ার বাস্তবতা ঃ এটি যে নামাযের কিরাতের বিষয়ে নাযিলকৃত আয়াত তার বাস্তব প্রমাণ হল সিংহভাগ সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ এবং তাফসিরকারকগণ এই মত পোষণ করেছেন। এজন্যই ইমাম বাগভী (রাহিমাহুল্লাহ) তার তাফসির গ্রন্থে অনুরূপ লিখেছেন-

ذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

-"এক জামাত ইমামগণ এই মত পোষণ করেছেন যে, এই আয়াত নামাযের কিরাতের বিষয়ে নাযিল হয়েছে।"[১৪৯২]

১.ইমাম খাযিন (রাহিমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে খাযিনে এবং ইমাম বাগভী (রাহিমাহুল্লাহ) তার তাফসিরে এ উক্ত আয়াতের তাফসীরে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত করেছেন-

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ نَاسًا يَقْرَؤُونَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَفْقَهُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ؟

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কিছু লোককে ইমামের সাথে সাথে কিরাত পড়তে শুনলেন। নামায শেষ হলে তিনি বললেন, এখনও কি তোমাদের উক্ত আয়াতের মর্মার্থ বুঝার সময় আসে নি?।"[১৪৯৩] ইমাম আবি হাতেম (রাহিমাহুল্লাহ) সাহাবী আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মত সংকলন করেন-

فَهَذَا فِي الصَّلَاةِ -"আর এটি নামাযের জন্য নাযিল হয়েছে।"[১৪৯৪]

২. সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ওফাত. ৬৮হি.)এর মত 'তানভীরুল মিক্‌বাস মিন তাফসীরি ইবনি আব্বাস' শরীফে উক্ত আয়াতের তাফসীরে এসেছে এভাবে-

১৪৯২ .ইমাম বাগভী ঃ তাফসিরে মা'লিমুত তানযিল ঃ ২/২৬৩পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২০হি.

১৪৯৩ .১. ইমাম খাযেন ঃ তাফসীরে খাযেন ঃ ২/১৪২পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।
২.ইমাম জারীর তবারী ঃ তাফসিরে তবারী ঃ ১০/৬৫৯পৃ.
৩.ইমাম সানাউল্লাহ পানিপথি ঃ তাফসিরে মাযহারী ঃ ৩/৪৫০পৃ. মাকতাবায়ে রশিদীয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান, প্রকাশ. ১৪১২হি., ইমাম সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৩/৬৩৫পৃ.

১৪৯৪ . ১. ইমাম আবি হাতেম, তাফসিরে আবি হাতেম, ৫/১৬৪৫পৃ. ক্রমিক.

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ {فَاسْتَمِعُوا لَهُ} إِلَى قِرَاءَتِهِ {وَأَنْصِتُوا} لِقِرَاءَتِهِ

-"যখন কুরআন তিলাওয়াত) ফরয নামাযে করা হয়, তখন তা তোমরা শ্রবন কর (যখন কিরাত পড়া হয়); আর সে সময় (কুরআন পাঠ করার সময়) চুপ থাকো।"[১৪৯৫]

এ উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: ٢٠٤] يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই আয়াতটি ফরজ নামাযের ক্ষেত্রেই নাযিল বলা হয়েছে।"[১৪৯৬]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: انْصِتْ لِلْقُرْآنِ كَمَا أُمِرْتَ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا وَسَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ

-"ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, তাবরানী তার মু'জামুল আওসাতে, ইবনে মারদুআহ তাবেয়ী আবি ওয়ায়েল (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদী কুরআন পাঠের সময় চুপ থাকবে উক্ত আয়াততে তাই আদেশ করা হয়েছে। কেননা ইমাম কিরাতে মুশগুল থাকেন আর তার কিরাতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট।"[১৪৯৭]

উক্ত আয়াতের ইমাম তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هَذَا فِي الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: ٢٠٤]

-"ইমাম মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, এই আয়াতটি নামায সম্পর্কে অবতীর্ন হয়েছে।"[১৪৯৮]

ইমাম আব্দুর রায্‌যাক (রাহিমাহুল্লাহ)(২১১হি.) তাঁর তাফসিরে অনুরূপ সংকলন করেছেন।[১৪৯৯]

অতঃপর ইমাম তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত তাবেয়ীর উক্তি নকল করেন-

عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] قَالَ: فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

-"ইমাম মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতটি ফরজ নামাযের কিরাতের বিষয়ে নাযিল হয়েছে।"[১৫০০] ইমাম মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীরে লিখেন-

১৪৯৫ .ইবনে আব্বাস ঃ তাফসীরে ইবনে আব্বাস ঃ ১/১৪৪পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৪৯৬ .ইমাম জারীর তবারী ঃ তাফসীরে তবারী ঃ ৯/১০৩পৃ., আল্লামা ইবনে কাসীর ঃ তাফসীরে কুরআনুল আযীম ঃ ৩/৫৩৮পৃ., ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে দুররুল মানসূর, ৩/৬৩৪পৃ. দারুল ফিক্‌র ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৪৯৭ . ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে দুররুল মানসূর, ৩/৬৩৫পৃ. দারুল ফিক্‌র ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৪৯৮ .ইমাম জারীর তবারী ঃ তাফসীরে তাবারী ঃ ১০/৬৬০পৃ., আল্লামা ইবনে কাসীর ঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ২/২৮পৃ.

১৪৯৯ .ইমাম আব্দুর রায্‌যাক, তাফসীরে আব্দুর রায্‌যাক, ১/১০৭পৃ. ক্রমিক.৯৮০

Scanned by C

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)

-"ইমাম মুজাহিদ বলেন, রাসূল এর পিছনে এক আনসারী সাহাবী কিরা পড়ছিলেন তাই তার কিরাতের নিষাধাজ্ঞা স্বরূপ এই আয়াত নাযিল হয়।"[১৫০১] যেমন আরো বর্ণিত আছে-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [الأعراف: ٢٠٤] قَالَ: فِي الصَّلَاةِ

-"উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এ আয়াত টি নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।"[১৫০২] ইমাম সমরকন্দী লিখেন-

وروى قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قال في الصلاة وروى مغيرة عن إبراهيم مثله

-"উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এবং তাবেয়ী ইমাম কাতাদা বলেন, এ আয়াতটি নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইমাম মুগীরা ইবরাহিম নাখঈ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।"[১৫০৩] যেমন আরও পাওয়া যায়-

قَالَ هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

-"হযরত হাসান বসরী বলেন, এই আয়াতটি নামায সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"[১৫০৪] আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি তার তাফসির গ্রন্থে লিখেন-

قال البغوي وهذا قول الحسن والزهري والنخعي ان الاية فى القراءة فى الصلاة خلف الامام

-"ইমাম বাগভী হযরত হাসান বসরী, ইমাম জুহরী, ইবরাহিম নাখঈ এর কওল নকল করেন, যে এই আয়াত ইমামের পিছনে কিরাত না পড়ার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।"[১৫০৫] ইমাম তবারী তাবেয়ী সাঈদ বিন জুবাইর এর কথা বর্ণনা করেন-

قَالَ: فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

১৫০০ .ইমাম জারীর তবারী : তাফসীরে তাবারী : ১০/৬৬১পৃ.
১৫০১ .ইমাম মুজাহিদ, তাফসীরে মুজাহিদ, ১/৩৫০পৃ., ইমাম বায়হাকী, মারিফাতুল সুনানি ওয়াল আসার, ৩/৩৭পৃ. হা/৩৭৩৯, ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে দুররুল মানসূর, ৩/৬৩৪পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।
১৫০২ . ইমাম জারীর তবারী : তাফসীরে তাবারী : ১০/৬৬৩পৃ., ইমাম সমরকন্দী, তাফসিরে বাহারুল উলূম, ১/৫৭৮পৃ.
১৫০৩ . ইমাম সমরকন্দী, তাফসিরে বাহারুল উলূম, ১/৫৭৮পৃ.
১৫০৪ . ইমাম জারীর তবারী : তাফসীরে তবারী : ১০/৬৬৬পৃ.
১৫০৫ .ইমাম সানাউল্লাহ পানিপথি : তাফসিরে মাযহারী : ৩/৪৫০পৃ. মাকতাবায়ে রশিদীয়াহ, করাচী, পাকিস্তান, প্রকাশ. ১৪১২হি.

-তিনি বলেন, এটি ফরজ নামাযের কিরাতে বিষয়ে নাযিল হয়েছে।"[১৫০৬] ইমাম সাঈদ বিন মানসূর (ওফাত.২২৭হি.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَوْنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) فِي الصَّلَاةِ

-তাবেয়ী মুয়াবিয়া বিন কুর্‌রাতা সূরা আ'রাফের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি নামাযের কিরাতে ব্যাখ্যায় নাযিল হয়েছে।"[১৫০৭] ইমাম আবু হাতেম তাবেয়ী ইবনে যায়েদ থেকে তিনি তার পিতা থেকে আরেকটি বর্ণনা সংকলন করেন-

قَالَ: يَكُونُ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ

-এটি দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাযের কিরাতের বিষয়ে নাযিল হয়েছে।"[১৫০৮]

একটি সংশয়ের নিরসন

উক্ত আয়াতে এ সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো যে, জাহরী ফরজ ও অন্য জাহরী নামাযেও ইমামের পিছনে মুক্তাকী কিরাআত পড়বে না। আমাদের উপরোক্ত অনুসন্ধানী আলোচনা থেকে জানা গেলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তো। কিন্তু উক্ত আয়াত নাযিলের পর ইমামের পিছনে ক্বিরাআতের বিধান রহিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু জ্ঞান পাপী ব্যক্তিগণ এই স্পষ্ট বিষয়টিকে অস্বীকার করে বসেন এবং তারা বলে থাকেন যে এটি জুমআর খুতবাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। তারা এটি ইমাম মুজাহিদ এর একটি কওল দিয়ে এ দাবী করে থাকেন। আসলেই উক্ত তাবেয়ী থেকে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে। দুটি হল নামাযের জন্য নাযিল হয়েছে, আরেকটি হল খুতবার সময় চুপ থাকার বিষয়ে।[১৫০৯] খুতবার চুপ থাকার বর্ণনাটি এক দিকে সনদগত দুর্বল অপরদিকে উক্ত তাবেয়ীর সহীহ বর্ণনার বিপরীত। যেমন ইমাম আব্দুর রায্যাক (ওফাত. ২১১হি.) উল্লেখ করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: هَذَا فِي الصَّلَاةِ

-"তিনি সুফিয়ান সাওড়ী থেকে তিনি আবি হাশেম থেকে তিনি তাবেয়ী মুজাহিদ থেকে তিনি বলেন, এটি নামাযের কিরাতের বিষয়ে নাযিল হয়েছে।"[১৫১০] তাই ইমাম উক্ত তাবেয়ীর বিশুদ্ধ বর্ণনা আমাদের মতের সাথে হুবহু মিল। বাস্তবতার আলোকে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করব।

১৫০৬ .ইমাম জারীর তবারী : তাফসীরে তাবারী : ১০/৬৬১পৃ.
১৫০৭ .ইমাম সাঈদ বিন মানসূর, তাফসির, ৫/১৮২পৃ. হা/৯৭৯, ইমাম আবি হাতেম, তাফসিরে আবি হাতেম, ৫/১৬৪৬পৃ. ক্রমিক. ৮৭৩২
১৫০৮ . ইমাম আবি হাতেম, তাফসিরে আবি হাতেম, ৫/১৬৪৬পৃ. ক্রমিক. ৮৭৩৫
১৫০৯ .ইমাম সাম'আনী, তাফসিরে সাম'আনী, ২/২৪৪পৃ. দারুল ওতন, রিয়াদ, সৌদি।
১৫১০ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, তাফসীর ...

Scanned by C

১. বিখ্যাত তাফসিরকারক ও ইমাম বাগভী (رحمه الله) লিখেন-

وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الْآيَةَ مَكِّيَّةٌ وَالْجُمُعَةُ وَجَبَتْ بِالْمَدِينَةِ.

-"আর এটি নামাযের কিরাতে বিষয়ে নাযিল হয়েছে, কেননা এই আয়াত (সূরা আ'রাফ, ২০৪) নাযিল হয়েছে মক্কায় আর জুম'আ ওয়াজিব বা আবশ্যক হয় মদিনায়।"[১৫১১]

২. ইমাম সাম'আনী (رحمه الله) (ওফাত. ৪৮৯হি.) তাফসিরে লিখেন-

أن الآية مكية، والجمعة إنما وجبت بالمدينة... فالأول أصح.

-"নিশ্চয় এটি মক্কায় নাযিলকৃত আয়াত, আর জুম'আর নামায ওয়াজিব হয় মদিনায়। ....তাই প্রথম মতটিই (নামাযের কিরাতের সময় চুপ থাকা) অধিক গ্রহণযোগ্য।"[১৫১২]

৩. ইমাম আবু হাফস সিরাজুদ্দীন দামেস্কী (رحمه الله) (ওফাত.৭৭৫হি.) তার তাফসিরে লিখেন-

وهذا بعيد لأن الآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة.

-"আর এটি (আয়াতটি খুতবার জন্য নাযিলকৃত এ মত) অনেক দূরবর্তী অভিমত। কেননা এই আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কায় আর জুম'আ ওয়াজিব হয় মদিনায়।"[১৫১৩]

৪. ইমাম শরবীনী (رحمه الله) (৯৭৭হি.) স্বীয় তাফসিরে এ মত পোষণ করেছেন।[১৫১৪]

৫. ইমাম আলাউদ্দিন খাযেন (رحمه الله) (৭৪১হি.) তার স্বীয় তাফসিরে লিখেন-

لأن الآية مكية والخطبة إنما وجبت بالمدينة

-"নিশ্চয় এই আয়াত নাযিল হয় মক্কায়, আর জুম'আ ওয়াজিব হয় কেবল মদিনা শরীফে।"[১৫১৫]

৬. আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি (رحمه الله) উল্লেখ করেন এভাবে-

قال البغوي وهذا اولى ممن قال انها نزلت للانصات في الخطبة لان الاية مكية والجمعة وجبت بالمدينة

-"ইমাম বাগভী (رحمه الله) বলেন, যারা বলেন এই আয়াত খুতবার সময় চুপ থাকা ব্যাপারে, তাদের চেয়ে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর চুপ থাকার কথাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ এই আয়াত হল মক্কী, আর জুমআ ওয়াজিব হল মদিনায়।"[১৫১৬] অতএব বুঝা গেল এই আয়াত নাযিল হয়েছে নামাযে ইমামের ক্বিরাত শ্রবণ করার লক্ষ্যে, জুম'আর খুতবা শ্রবণের লক্ষ্যে নয়। আবার অনেকে নামাযের কথা বার্তার

১৫১১ .ইমাম বাগভী, তাফসিরে মা'লিমুত তানযিল, ২/২৬৩পৃ. দারু ইহ্‌ইয়াউত-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

১৫১২ .ইমাম সাম'আনী, তাফসিরে সাম'আনী, ২/২৪৪পৃ. দারুল ওতন, রিয়াদ, সৌদি।

১৫১৩ .ইমাম সিরাজুদ্দীন দামেস্কী, তাফসিরে লুবাব ফি উলূমিল কিতাব, ৯/৪৪০পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৫১৪ .ইমাম শরবীনী, তাফসিরে সিরাজুম মুনীর, ১/৫৫০

১৫১৫ .ইমাম খাযেন, তাফসিরে খাযেন, ২/২৮৬পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৫১৬ .ইমাম পানিপথি, তাফসিরে মাযহারী, ৩/৪৫০পৃ.।

নিষেধের বিষয়ে এই আয়াত নাযিল হয়েছে বলে দাবি করে থাকেন। এর জবাবে ইমাম কুরতুবী (رحمه الله) লিখেন-

فَإِنَّهُ نَزَلَ بِمَكَّةَ، وَتَحْرِيمُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ

-নিশ্চয় এই আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কাতে, আর নামাযে কথা বার্তার নিষেধ করা হয় মদিনাতে।"[১৫১৭] তাই আহলে হাদিসদের সকল আপত্তির নিরসন হল। বাকী রইল সূরা ফাতেহা কী কেরাত কীনা? এর জবাব সামনে আসছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জোরে আস্তে কোন অবস্থাতেই ইমামের পিছনে কিরাত পড়বে না:

হাদীস নং- ১ : মুসলিম শরীফ, 'বাবু সুজূদিত তিলাওয়াতি'-এ হযরত আতা বিন ইয়াসার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত-

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ

-তিনি যায়দ বিন ছাবিত (رضي الله عنه) এর কাছে ইমামের সাথে ক্বিরাআতের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, ইমামের সাথে কিছুতেই কিরাআত পড়া জায়েজ নেই।"[১৫১৮] এটি যেহেতু সহীহ মুসলিমের হাদিস সেহেতু সনদ পর্যালোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

হাদীস নং- ২ : মুসলিম শরীফ, 'বাবুত তাশাহ্‌হুদ'-এ রয়েছে,

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

-আবু বকর, সুলায়মানকে প্রশ্ন করলেন, হযরত আবু হোরায়রা (رضي الله عنه) এর হাদীস কেমন? তিনি বললেন, সহীহ অর্থাৎ এ হাদীস 'যখন ইমাম ক্বিরাআত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে' তিনি বলেন নিঃসন্দেহে সহীহ।"[১৫১৯] আরও পর্যালোচনা প্রয়োজন।

হাদীস নং- ৩ : হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

-"রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম বানানো হয়েছে তাঁর অনুসরণের জন্যই। যখন তিনি তাকবীর বলবেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলো। আর যখন তিনি কিরাত পড়বেন, তখন চুপ থাকো।"[১৫২০]

১৫১৭ .ইমাম কুরতুবী, তাফসিরে কুরতুবী, ১/১২১পৃ.।

১৫১৮ ১. ইমাম মুসলিম : আস-সহিহ : ১/ ৪০৬পৃ. হাদিস : ৫৭৭।
২. ইমাম নাসায়ী : আস-সুনান : ২/১৬০পৃ. হাদিস : ৯৬০।
৩. ইমাম নাসায়ী : আস- সুনানিল কোবরা : ১/৩৩১পৃ. হাদিস : ১০৩২।
৪. ইবনে খুযায়মাহ : আস-সহীহ : ১/ ৫২২পৃ. হাদিস : ১৯৫১।
৫. বায়হাকী : আস-সুনানুল কোবরা : ১/১৬৩পৃ. হাদিস : ২৭৩৮।

১৫১৯ ১. ইমাম মুসলিম : আস-সহিহ : ১/৩০৪পৃ. হাদিস : ৪০৪, ইমাম বায়হাকী : আস- সুনানুল কোবরা ১/১৫৫পৃ. হাদিস : ২৭০৯।

আমরা ২নং হাদীসে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছি যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর এ হাদীসটি সহীহ।[১৫২১] আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী তার গ্রন্থে সনদটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন। ইমাম বাত্তাল (রহ.) বলেন- رواه أحمد بن حنبل بسند صحيح -"ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ.) সহীহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।"[১৫২২] ইমাম বোখারী (রহ.), শাফেয়ী (রহ.), মালিক (রহ.), আবূ দাউদ (রহ.), নাসায়ী (রহ.), প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ. فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

-"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম বলবে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ. তখন তোমরা বলো 'আমীন'। কেননা যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার মত হবে তার আগেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।"[১৫২৩]

এ হাদিস থেকেও বুঝা যায়, মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পাঠ করবে না। কারণ, এক. মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পাঠে ব্যস্ত থাকলে ইমাম কখন [غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ] পড়ছেন তা খেয়াল রাখা সম্ভব হবে না। ফলে যথা সময়ে আমীন বলাও হয়ে উঠবে না। সুতরাং রাসূল (ﷺ) এক দিকে মুক্তাদীকে ইমামের [غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ] বলার প্রতি খেয়াল রাখতে বলবেন, অপরদিকে সূরা ফাতেহা পাঠের আদেশ দিয়ে তাকে ব্যস্ত করে রাখবেন, এমনটা হতে পারে না। দুই. যে মুক্তাদী নামায শুরুর কিছুক্ষণ পর এসে শরীক হল, সে যদি সূরা ফাতেহা পাঠ করে দেয়, ইতিমধ্যেই ইমাম

১৫২০ . ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান : ২/১৪১পৃ. হাদিস : ৯২১, ও হা/৯২২, এবং ইমাম নাসাঈ, আস-সুনানিল কোবরা, ১/৪৭৫পৃ. হা/৯৯৫, ও হা/৯৯৬, ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'আনীল আছার : ১/২১৭পৃ. হা/১২৯২, ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ২/৩০পৃ. হা/৮৪৬, ইমাম বায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার, ৩/৭৪পৃ. হা/ ৩৭৪২, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৪/৪৬৯পৃ. হা/৮৮৮৯, ইমাম আবু ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, হা/৭৩২৬, ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ১৫/৩৩৯পৃ. হা/৮৮৯৮, সুনানে আবি দাউদ, ১/১৬৫পৃ. হা/৬০৪, সহীহ মুসলিম, ১/৩০৪পৃ. হা/৪০৪, সুনানে দারেকুতনী, হা/১২৪৩, ও হা/১২৪৪, মুসান্নাফে আবি শায়বাহ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৯৯, এবং ২/১১৫পৃ. হা/৭১৩৭, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৮/৪৩পৃ. হা/৭৯০৩

১৫২১ . ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২/১৫পৃ. তুরকামানী, জাওয়াহিরুন নক্বী, ২/১১৫পৃ., ইমাম নববী, খুলাসাতুল আহকাম, ১/৩৭৫পৃ.হা/১১৭০, ইবনুল মুলাক্কীন, বাদরুল মুনীর, ৪/৪৮১পৃ., ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/২২২পৃ. হা/২৮৮৯, ও হা/২৮৯১,

১৫২২ . ইমাম বাত্তাল, শরহে সহিহুল বুখারী, ২/৩৭০পৃ., আনোওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আরফুশ শাযী, ১/৩১৭পৃ.

১৫২৩ . ইমাম বুখারী : আস- সহিহ : ১/২৭০পৃ. কিতাবুস সালাত, হাদিস : ৭৪৭, ইমাম নাসায়ী : আস-সুনান : ২/১০৫পৃ. হাদিস : ৯২৭, ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ২/৩১৪ হাদিস : ১২৪৬, ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহিহ : ৫/১০৬পৃ. হাদিস : ১৮০৪, ইমাম মালেক : আল-মুয়াত্তা : ১/৮৭পৃ. হাদিস : ১৯৫, ইমাম শাফী : আস-সুনান : ১/১০৯পৃ.

[غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ] বলে ফেলেন, তবে সেই মুক্তাদী কী করবে? যদি সে তার পড়াই চালু রাখে তাহলে ইমামের সঙ্গে তার আমীন বলা হল না। অথচ এ হাদিসে তাকে ইমামের সঙ্গে আমীন বলতে বলা হয়েছে।

হাদীস নং-৪ : তিরমিযী (রহ.) হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ

"যে ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু তাতে সূরা ফাতেহা পড়লো না, সে যেন নামায পড়লো না। তবে যদি ইমামের পিছে হয় তখন (তোমরা পড়বে না) ছাড়া।"[১৫২৪] সনদ পর্যালোচনাঃ আহলে হাদিস মুহসিন এটি সম্পর্কে তার গ্রন্থের ২৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেন- "বর্ণনাটি যঈফ। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, এটা বাতিল বর্ণনা।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাকে কেহ গিয়ে বলার দরকার যে এটিকে যে ইমাম দারাকুতনী বাতিল বর্ণনা বলেছেন তা তার কোন গ্রন্থে? আমি সুনিশ্চিত কিয়ামতের আগ পর্যন্ত জবাব আসবে না। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এটি সংকলন করে বলেন- هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. -"এই হাদিসটি হাসান, সহীহ।"[১৫২৫] আজ পর্যন্ত এই হাদিসের সনদ নিয়ে কেহ কলম ধরে নি এই আহলে মুহসিন ছাড়া। ইমাম দারাকুতনী যদি বাতিলই বলেন তাহলে আপনি আর চালাকি করে যঈফ বলতে যাচ্ছেন কি করতে? ধোঁকাবাজি বন্ধ করুন, আর না হয় মরে গেলে ফিরিশতারা ঠিক করে দিবে আপনার ধোঁকাবাজি।

হাদিস নং. ৫: উপরের বর্ণনাটি হল মাওকুফ; কিন্তু এই সাহাবী থেকেই ইমাম দারাকুতনী (রহ.) একটি মারফূ সূত্র সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلاَّمٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ

"হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ না হলে তা হবে অর্পূনাঙ্গ। তবে ইমামের পিছনে ব্যতীত।"[১৫২৬]

সনদ পর্যালোচনাঃ তবে ইমাম যায়লাঈ (রহ.) সনদ প্রসঙ্গে লিখেন- قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يَحْيَى بْنُ سَلاَّمٍ ضَعِيفٌ -"ইমাম দারেকুতনী (রহ.) বলেন, সনদে 'ইয়াহইয়া ইবনু সাল্লাম'

১৫২৪ . ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : ১/৪১৩পৃ. হাদিস : ৩১৩, ও ১/৪১২পৃ. হা/৩১২, ইমাম মালেক : আল-মুয়াত্তা : ১/৮৪পৃ. হাদিস : ১৮৭, ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ২/১২১পৃ. হাদিস : ২৭৪৫, ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/৩১৭পৃ. হাদিস : ৩৬২১, ইমাম বায়হাকী : আস- সুনানুল কোবরা : ২/১৬০পৃ. হাদিস : ২৭২৫, সুনানে দারেকুতনী, ২/১১৪পৃ. হা/১২৪২

১৫২৫ . ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : ১/৪১৩পৃ. হাদিস : ৩১৩

১৫২৬ . ইমাম দারেকুতনী : আস-সুনান, ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২/১৮পৃ., ইমাম ইবনুল জাওযী, আত-তাহকীক ফি আহাদিসিল খিলাফ, ১/৩৬৪পৃ. হা/৪৭৬, ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া ফি তাখরীজে হিদায়া, ১/১৬৩পৃ., মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল ...

Scanned by C

দুর্বল।"[১৫২৭] ইমাম আদি (রাহিমাহুল্লাহ) তার সম্পর্কে লিখেন- يكتب حديثه -"আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতাম।"[১৫২৮] তাই বুঝা যায় হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের। অতঃপর উপরের সনদটি এটিকে সাক্ষ্য দেওয়ায় এটি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে।

হাদিস নং. ৬: তবে আমার দাবি এই সাহাবী থেকে আরেকটি মারফূ সূত্র বর্ণিত আছে যেন ইমাম মুত্তাকী হিন্দী (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إلا أن يكون وراء الإمام

-"হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, নামায যথেষ্ট হবে না যদি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা না হয়, হ্যাঁ, তবে ইমামের পিছনে থাকলে ভিন্ন কথা।"[১৫২৯] তাই মারফূ হাদিসটির দুটি সূত্রের কারণে এবং মাওকুফ সহীহ সনদের সমর্থনে হাদিসটি সহীহ বলে প্রমাণিত হয়।

আপত্তি ও নিষ্পত্তিঃ কেহ বলতে পারে আল্লামা তাহের পাটনী (রাহিমাহুল্লাহ) এটি সম্পর্কে বলেছেন-

فيه محمد بن أشرس متهم متروك.

-"এই সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আশরাস অজ্ঞাত পরিচায়ক, মাতরুক রাবী আছে।" (তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদুআত, ৪০ পৃ.) আমি বলি এটি তার একক সিদ্ধান্ত। তিনি এমন কোন বিখ্যাত কোন আসমাউর রিজালবিদ হয়ে যাননি তার কথা অবশ্যই মানতে হবে। ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

عن شعبة فالحسين بن الوليد من ثقات الخراسانيين، لا يحتمل هذا.

قال أبو الفضل السليماني: ومحمد بن أشرس لا بأس به.

-"তিনি ইমাম শুবা হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন.....বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু ফযল সুলাইমানী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আসরাস এর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।" (যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৮৬পৃ. ক্রমিক. ৭২৪৩, যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৬/৩৯৫পৃ. ক্রমিক. ৩৮৯, ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৬/৫৭৮পৃ. ক্রমিক. ৬৫১৪)

তাই প্রমাণিত হল এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হাদীস নং ৭ : **প্রথম সূত্রঃ** ইমাম তাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ)সহ এক জামাত ইমামগণ হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন -

أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

১৫২৭ .ইমাম দারেকুতনী : আস-সুনান, ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২/১৮পৃ. ইমাম মানাবী, ফয়যুল কাদীর, ৫/২৬পৃ. হা/৬৩২৬

১৫২৮ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৩৮১পৃ.

১৫২৯ .ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/২৮৮পৃ. হা/২২৯৫০. ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান,

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যার ইমাম আছে, ইমামের তিলাওয়াতই তার তিলাওয়াত।"[১৫৩০] ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন- مَشْهُورٌ -"এই হাদিসটি প্রসিদ্ধ।"[১৫৩১] এই হাদিসটির একাধিক সূত্র রয়েছে। আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী এই হাদিসটিকে তার একাধিক গ্রন্থে 'হাসান' বলেছেন।[১৫৩২] আলবানী এ হাদিসটি প্রসঙ্গে তার আরেকটি গ্রন্থে লিখেছেন-

وهو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا

-"এই হাদিসটি সহীহ, কেননা এটি অনেক সূত্রে বর্ণিত।"[১৫৩৩] আহলে হাদিস মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার লিখেত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থের ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায় এই হাদিসটিকে আলবানীর সিদ্ধান্ত ভাল লাগেনি বলে এটিকে তিনি যঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন (তার গ্রন্থের ৩৬৭ নং টীকা দেখুন)।

দ্বিতীয় সূত্রঃ এর হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সকল সূত্রের দুর্বলতার জবাবে আমি এমন একটি সূত্র উল্লেখ করেছি যা ইমাম আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেছেন। যেমন-

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

-"তিনি তার পিতা থেকে তিনি ইমাম আযম (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি মূসা ইবনে আবি আয়েশা তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনিল হাদী থেকে তিনি আবিল ওয়ালিদ থেকে তিনি সাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে।"[১৫৩৪] এই সনদে কোন আপত্তিকর রাবী নেই। ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদিস শাস্ত্রে গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ৪র্থ খণ্ডের শুরুতে আলোকপাত করা হয়েছে; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তাই এই সনদটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই হাদিসের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সনদ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

তৃতীয় সূত্রঃ ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

১৫৩০ .ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'য়ানীল আছার : ১/২১৭পৃ. হা/১২৯৪, দারেকুতনী, আস-সুনান, হা/১২৩৩, বায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার, হা/৩৭৬৪, ও হা/৩৭৬৬, ইবনে আরাবী, মু'জামে ইবনে আরাবী, ...পৃ. হা/১৭৫৫, ইমাম বুখারী, কিরাতু খালফি ইমাম, ১/৮পৃ. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ...পৃ. হা/২৮৯৮, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, মুসনাদে আবি হানিফা, ১/৩২পৃ., এবং ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৪পৃ. ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ১/২৭৭পৃ. হা/৮৫০, ...পৃ. হা/১৫০১, আবু নুয়াইম, মুসনাদে আবি হানিফা, ১/৩২পৃ.

১৫৩১ .ইমাম হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৪পৃ.

১৫৩২ .আলবানী, সহিহুল জামে, ২/১১০৬পৃ. হা/৬৪৮৭, সহিহুল ইবনে মাযাহ, হা/৮৫০

১৫৩৩ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ-দ্বঈফাহ, ২/৫৮পৃ. হা/৫৯১

১৫৩৪ .আবু ইউসুফ, কিতাবুল আছার, ১/...

-"হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মুক্তাদির কিরাতই ইমামের কিরাত।"[১৫০৫] রাবী হাসান ইবনে সালেহ সম্পর্কে ...আলোচনা তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। এ হাদিসটির আরও একাধিক সূত্র রয়েছে।

চতুর্থ সূত্র : ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

النضر بن عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাতই তার কিরাত।"[১৫০৬]

পঞ্চম সূত্র : ইমাম বায়হাকী (রহ.) সংকলন করেন-

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، انبا أبو محمد الحسن بن حليم الصائغ الثقة بمرو من أصل كتابه في الصلاة لعبد الله بن المبارك، انبا أبو الموجه، انبا عبدان بن عثمان، انبا عبد الله بن المبارك، انبا سفيان، وشعبة، وأبو حنيفة، عن موسى بن ابي عائشة، عن عبد الله بن شداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة

-"আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রহ.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যার ইমাম রয়েছে তার ইমামের কিরাতই তার কিরাত।"[১৫০৭]

একটি পর্যালোচনাঃ দেখুন! এই সনদটি ইমাম বায়হাকী মূসা ইবনে আবি আয়েশা'র কতজন ছাত্র থেকে সংকলন করেছেন। আর রাবী 'মূসা ইবনে আবি আয়েশা' সিকা তাবেয়ী।[১৫০৮] এই সনদটি মুরসাল ও সহীহ। আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ্দাদ (রা.) তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী থেকে হাদিস শুনেছেন।[১৫০৯] তার হাদিস সিহাহ সিত্তায় রয়েছে।

৬ষ্ঠ সূত্রঃ তবে ইমাম তাহাভী (রহ.)-এর সনদটি ইমাম বায়হাকীর সনদের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। যেমন তার সংকলিত সনদটি হল-

---

১৫০৫ .আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৮০২

১৫০৬ .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭/৩০৮পৃ. হা/৭৫৭৯,

১৫০৭ .ইমাম বায়হাকী, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৩/৭৯পৃ. হা/৩৭৬২, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/২২৭পৃ. হা/২৮৯৭, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'নীল আছার, ১/২১৭পৃ. হা/১২৯৫, ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আছার, ১/১৬৮পৃ. হা/৮৬,

১৫০৮ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৫/৪০৪পৃ. ক্রমিক. ৫৪২১, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১০/৩৫২ পৃ., ক্রমিক. ৬২৭

১৫০৯ .ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

حدث عن ابيه ... وعن معاذ بن جبل، وعلي، وابن مسعود، وطلحة بن عبيد الله، وعائشة، وأم سلمة، وجماعة.

-"তিনি তার পিতা সাহাবী সাদ্দাদ (রা.) হতে, মুয়াজ বিন জাবাল, আলী, ইবনে মাসউদ, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, আয়েশা, উম্মে সালমা এবং এক জামাত সাহাবী থেকে হাদিস শুনেছেন।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৪৮৮পৃ. ক্রমিক. ১১০)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ جَابِرًا

-"আবু বাকরা থেকে তিনি আবু আহমাদ থেকে তিনি সুফিয়ান সাওড়ী থেকে তিনি মূসা ইবনে আবি আয়েশা (রহ.) হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ্দাদ (রহ.) হতে তিনি রাসূল (সা.) হতে এখানে তিনি হযরত জাবের (রা.) এর নাম উল্লেখ করেননি অর্থাৎ মুরসাল করেছেন।"[১৫৪০]

সপ্তম সূত্রঃ ইমাম আব্দুর রায্‌যাক (রহ.) (ওফাত.২১১হি.) আরও সংক্ষিপ্ত সনদে সংকলন করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ

-"তিনি সুফিয়ান সাওড়ী থেকে তিনি মূসা ইবনে আবি আয়েশা থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে হাদী (রহ.) থেকে..।"[১৫৪১]

নবম সূত্রঃ ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রহ.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যার ইমাম রয়েছে তার কিরাতই মুক্তাদির কিরাত।"[১৫৪২] স্বয়ং আলবানী হাদিসটিকে মুরসাল (حسن) 'হাসান' বলেছেন।[১৫৪৩]

একাদশ সূত্র : ইমাম আবু সাঈদ আরাবী (রহ.) (৩৪০হি.) সংকলন করেন-

أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الرَّازِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যার ইমাম রয়েছে ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাত।"[১৫৪৪] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর ছাত্র সুহাইল (রহ.) সিহাহ সিত্তার রাবী। ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম কে অনেকে হাসান পর্যায়ের রাবী বলেছেন। ইমাম ইবনে হাজার উল্লেখ করেন- قال ابن معين: يكتب حديثه - ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, তার হাদিস লিপিবদ্ধযোগ্য।"(ইমাম ইবনে হাজার, তাহযিবুত তাহযিব, ১/২৮১পৃ. ক্রমিক. ৫১৮) তিনি আরও উল্লেখ করেন ইমাম ইবনে আদি (রহ.)ও এমনটি বলেছেন।

১৫৪০ .ইমাম তাহাভী, শরহে মা'নীল আছার, ১/২১৭পৃ. হা/১২৯৫

১৫৪১ .ইমাম আব্দুর রায্‌যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৫পৃ. হা/২৭৯৭

১৫৪২ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩০পৃ. হা/৩৭৭৯

১৫৪৩ .আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ২/২৬৮ পৃ. হা/৫০০

১৫৪৪ .আবু সাঈদ আরাবী, মু'জামে ইবনে আরাবী, ১/১১২পৃ. হা/১৭৬

Scanned by C

হাদিস নং-৮ : ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) সংকলন করেন-

[illegible] بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان، قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا
[illegible] البغدادي، قال: حدثنا محمد بن الهيثم الواسطي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن
[illegible] الخلال، قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن
عبد الله بن مسعود، قال: ......فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن؟! إذا
قرأ أحدكم خلف الإمام فليصمت، فإن قراءته له قراءة، وصلاته له صلاة!

-"ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত,..অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমি কি তোমাদের সাথে টানা হেচড়া করবো? যখন তোমরা ইমামের পিছনে থাকবে তখন তোমরা চুপ থাকবে, কেননা তার কেরাতই তোমাদের কিরাত; তার নামাযই তোমাদের নামায।"[১৫৪৫]

হাদীস নং- ৯.. : ইমাম তাহাবী (রহ.) শরীফে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত:

[illegible] صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل بوجهه فقال: أتقرءون والإمام يقرأ.
فسكتوا فسألهم ثلاثا فقالوا إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا.

-"হযরত আনাস (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামায পড়ালেন। এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের দিকে ফিরে বললেন, ইমামের ক্বিরাআতের সময় তোমরাও কি তিলাওয়াত করো? সাহাবায়ে কেরাম চুপ থাকলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ প্রশ্ন তিনবার করলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন হ্যাঁ আমরা তা করি। রাসূলে করীম (ﷺ) বললেন, তোমরা তা করো না।" (অর্থা তোমরা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করো না।)[১৫৪৬]

হাদিস নং-১০: ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن القراءة خلف الإمام

-"যায়েদ বিন আসলাম (রহ.) তিনি তার পিতা থেকে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে নিষেধ করতেন।"[১৫৪৭] যায়েদ বিন আসলাম ছিলেন হযরত উমর (রা.) এর গোলাম।[১৫৪৮] তার হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেছেন- وفيهم لين - "সে হাদিস বর্ণনায় কিছুটা নরম প্রকৃতির।"[১৫৪৯] তবে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১৫৫০]

১৫৪৫ . খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩৭৬পৃ. ক্রমিক. ৩৯৩৮
১৫৪৬ . ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'আনীল আছার : ১/২১৭পৃ.
১৫৪৭ . ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৮পৃ. হা/২৮১০
১৫৪৮ . ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৯০৪পৃ. ক্রমিক. ২০১, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৪/১৬৪পৃ. ক্রমিক. ৭০৫
১৫৪৯ . ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৩৪৯পৃ. ক্রমিক. ৯৪
১৫৫০ . ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৮/৩৪৫পৃ. ক্রমিক. ১৩৮০০

হাদিস নং-১১.: ইমাম আহমদ, তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا قالوا: نعم قال: إني أقول
ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة معه حين قال ذلك

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহহিলা (রা.) তিনি রাসূল (ﷺ) এর সাহাবী থেকে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) এক নামায থেকে অবসর হয়ে বললেন তোমাদের কেউ আমার সাথে কিরাত পড়েছ? তাদের অনেকে বললেন হ্যাঁ, রাসূল (ﷺ) বললেন আমি তোমাদের সাথে কোরআন নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না। অতঃপর এ কথা শুনার পর সাহাবীরা ইমামের সাথে কিরআত পড়া হতে বিরত থাকলেন।"[১৫৫১]

এ হাদিসটির সনদ প্রসঙ্গে ইমাম হাইছামী (রহ.) বলেন-

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح

-"ইমাম আহমদ তার মুসনাদে ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল কাবীর এবং মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন আর আহমদের সমস্ত রাবী বিশুদ্ধ।"[১৫৫২] ইমাম বায্যার (রহ.) এ সাহাবী হতে আরেকটি সূত্র জেহড়ী সালাতে হিসেবে সংকলন করেছেন।[১৫৫৩] এ সনদ সম্পর্কে ইমাম হাইছামী বলেন- ورجاله رجال الصحيح - "এ হাদিসের সমস্ত রাবী সহিহ বুখারীর ন্যায়।"[১৫৫৪]

হাদিস নং-১২:

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৩৬ পৃষ্ঠায় নিম্নের এই হাদিস-

وقال الشعبي: أدركت سبعين بدريا كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الإمام

-"ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, আমি ৭০ জন বদরী সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি তারা প্রত্যেকেই ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়তে নিষেধ করতেন।"[১৫৫৫] এ সনদটি প্রসঙ্গে তিনি লিখেন-"ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।" (জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত, ২৩৬পৃ.)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ হাদিসের রাবী ইমাম শা'বী (রহ.) ছিলেন ৫০০ শত সাহাবীর সাক্ষাতকারী।[১৫৫৬]

১৫৫১ . ১. ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৮/১১৯পৃ. হাদিস:৭৯৯৪, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/৬৫পৃ. হাদিস: ১৫৮, তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭/১৯৪পৃ. হাদিস:৭২৫১, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/১১০পৃ. হাদিস : ২৬৩৯
১৫৫২ . ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/১১০পৃ. হাদিস : ২৬৩৯
১৫৫৩ . ১. ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ৬/২৯২পৃ. হাদিস:২৩১৩, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/১১০পৃ. হাদিস : ২৬৪১
১৫৫৪ . ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/১১০পৃ. হাদিস : ২৬৪১
১৫৫৫ . ইমাম আলূসী, তাফসীরে রুহুল মায়ানী, ৫/১৪২পৃ. সূরা আ'রাফ দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ১৪১৫৮হি.
১৫৫৬ . এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে আপনারা আমার লিখিত 'আমি কেন মাযহাব মানবো?' এবং 'রাফ'উল ইয়াদাইনের সমাধান' গ্রন্থ [illegible]

Scanned by C

ইমাম শা'বী (রহ.) রাসূল (ﷺ) থেকে আরেকটি মুরসাল সূত্র এ বর্ণনার শাওয়াহেদ থাকায় এই হাদিসটি সহীহ বলে প্রতিয়মান হয়। ইমাম দারেকুতনী সংকলন করে এভাবে-

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

-"তাবেয়ী ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ইমামের পিছনে কোন কিরাত নেই।"[1557]

ইমাম দারাকুতনী (রহ.) এ হাদিস সম্পর্কে বলেন- هَذَا مُرْسَلٌ -"এটি মুরসাল।"[1558] এছাড়া আর কোন সমালোচনা করেননি। ইমাম যাহাবী (রহ.) ইমাম শা'বী (রহ.)-এর মুরসাল সম্পর্কে লিখেছেন-

قال أحمد العجلي مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل الا صحيحا.

-"ইমাম আহমাদ ইজলী (রহ.) (ওফাত. ২৬১হি.) বলেন, ইমাম শা'বী (রহ.)'র মুরসাল হাদিস সহীহ। তিনি সহীহ না হলে এরসাল করতেন না।"[1559]

মুহসিন সাহেবের ইমাম আলবানী এবং মুহসিন সাহেবের মত হল রাবী সিকাহ হলে মুরসাল গ্রহণযোগ্য যেমনটি বুকে হাত বাঁধার হযরত তাউস (রহ.)এর হাদিসের সনদ পর্যালোচনার সময় তারা উভয়েই বলেছেন।[1560] তাবেয়ী তাউস (রহ.) থেকে ইমাম শা'বী (রহ.) আরও অনেক উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী।

তাই ইমাম শা'বী (রহ.) অনেক বিখ্যাত তাবেয়ী। তিনি ৭০ জন কেন আরও বেশী জন সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তিনি এ রূপ বলতে পার অসম্ভব বা প্রমাণিত না বলা ঠিক নয়। ইমাম যাহাবী (রহ.) তাবেয়ী শা'বী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন-

شعبة عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي قال: أدركت خمسمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

-"ইমাম শুবা (রহ.) মানছুর থেকে তিনি ইমাম শা'বী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর ৫০০ শত সাহাবীকে দেখেছি।"[1561] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও লিখেন-

عن أبي مجلز قال ما رأيت أحدا افقه من الشعبي لا سعيد بن المسيب ولا طاوس ولا عطاء ولا الحسن ولا بن سيرين.

১৫৫৭. ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ২/১২০পৃ. হাদিস : ১২৪৭
১৫৫৮. ইমাম দারে কুতনী, আস-সুনান, ২/১২০পৃ. হাদিস : ১২৪৭
১৫৫৯. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৬৪পৃ. ক্রমিক. ৭৬
১৫৬০. ইমাম দারে কুতনী, আস-সুনান, ২/১২০পৃ. হাদিস : ১২৪৭
১৫৬১. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৬৪পৃ. ক্রমিক. ৭৬

-"তাবেয়ী আবি মিযলায (রহ.) বলেন, আমি ইমাম শা'বী (রহ.) হতে বড় কোন ফকিহ আমি দেখিনি, না সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.)কে, না তাউস কে, না আতাকেও, না হাসান বসরী (রহ.)কে, না ইবনে সীরীন (রহ.)কে।"[1562] তাই মুহসিন সাহেবের দাবী মিথ্যা এবং তার পক্ষে কোন দলিল নেই।

হাদিস নং- ১৩ : হযরত মাওলা আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে-

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

-"যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে, সে (স্বাভাবিক) সঠিক নিয়মের উপর নেই।"[1563] আল্লামা তুরকামানী (রহ.) বলেন- وقال صاحب التمهيد ثبت عن على - "তামহীদ প্রণেতা ইমাম ইবনুল বার্ (রহ.) বলেন, এই সনদটি দৃঢ়।"[1564] আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন-

وقال صاحب التمهيد: ثبت عن علي

-"ইমাম ইবনুল বার্ (রহ.) তামহীদ গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) এর বর্ণিত হাদিসকে দৃঢ় বলেছেন।"[1565]

হাদীস নং- ১৪ : ইমাম দারেকুতনী (রহ.) হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أُنْصِتُ؟ قَالَ: بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.

-"হযরত আলী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি হুযুর ﷺ এর কাছে প্রশ্ন করলো, আমি কি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবো, না চুপ থাকবো? রাসূল ﷺ বললেন, বরং চুপ থাকবে আর এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।"[1566]

হাদিস নং- ১৫ : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) একটি সূত্রে তিনটি হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا» قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ

-"তিনি দাউদ ইবনে কায়েস (রহ.) থেকে তিনি মুহাম্মদ বিন আজলান (রহ.) থেকে তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে,

১৫৬২. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৬৪পৃ. ক্রমিক. ৭৬
১৫৬৩. ১. ইমাম ত্বহাভী : শরহে মা'আনীল আছার : ১/২১১পৃ.
২. ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ২/১৩৮পৃ. হাদিস : ২৮০৪।
৩. ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/৩৩৩পৃ. হাদিস : ৩৭৮১,
৪. ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৩/৬৩৪পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৫৬৪. তুরকামানী, জাওহারিরুন নকী, ২/১৬৯পৃ.
১৫৬৫. আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/১৩পৃ. এবং শরহে সুনানি আবি দাউদ, ৩/৫০২পৃ.
১৫৬৬. ইমাম দারেকুতনী : আস-সুনান ...

Scanned by C

সে নিয়মের উপর নেই। এমনিভাবে (এই সনদেই) (২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যে ইমামের পিছনে কিরাত পড়ে তার মুখ যদি মাটিতে ভরে যেত। (৩) এবং হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, যে ইমামের পিছনে কিরাত পড়ে তার মুখে যদি পাথর হতো!।"[১৫৬৭]

সনদ পর্যালোচনা:

আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব ২৩১ পৃষ্ঠায় বলেন-"উক্ত বর্ণনা মুনকার।" সে কতবড় মিথ্যুক আপনারাই দেখুন। তার এই দাবির সমর্থনে ৮৬৫ নং টীকায় ইমাম ইবনুল বার (রহঃ)-এর গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ তিনি হাদিসটিকে মুনকার বলেননি। তিনি উসূলে হাদিসও ভাল করে জানেন না তা আবারও প্রমাণ হল; কেননা তিনি এটাও জানেন না হাদিস মুনকার কিভাবে হয়।

জেনে বুঝে মুহসিনের একটি ধোঁকাবাজী:

তিনি প্রকৃতপক্ষে কি লিখেছেন এবার দেখুন। ধোঁকাবাজির প্রথম নমুনা. তিনি মুনকার বলেছেন; অথচ তিনি মুনকাতে তথা সনদটি বিচ্ছিন তথা রাবী বাদ পড়েছে বলেছেন। তিনি তার গ্রন্থের ৮৬৫ নং টীকায়ই উল্লেখ করেছেন। ধোঁকাবাজির দ্বিতীয় নমুনা. ইমাম ইবনুল বার্ (রহঃ) হযরত উমর (রাঃ) এর এই হাদিস নিয়ে আলোচনাই করেননি বরং তিনি উল্লেখ করেছেন-

وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ
مُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ وَلَا نَقَلَهُ ثِقَةٌ

-"হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে ইমামের পিছনে কিরাত পড়বে তার মুখে পাথর হতো!। এটি মুনকাতে, সহীহ পর্যায়ের নয়।"[১৫৬৮] দেখুন তিনি কতবড় ধোঁকাবাজ। এই সনদটিও 'হাসান' পর্যায়ের। সনদটির একজন রাবী বাদ পড়েছে বলে ইবনুল বার্ (রহঃ) মুনকাতে বলেছেন। এটি ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেছেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بِجَادٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ

-"তিনি ইমাম ওয়াকী থেকে তিনি কাতাদা থেকে তিনি কায়েস থেকে তিনি তাবেয়ী আবি নিজাদ (রহঃ) হতে তিনি সাহাবী সাদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা হয়, যে ইমামের পিছনে কিরাত পড়বে তার মুখে জলন্ত অঙ্গার দ্বারা মারতে।"[১৫৬৯]

১৫৬৭. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৮পৃ. হা/২৮০৬
১৫৬৮. ইমাম ইবনুল বার্, আত-তামহীদ, ১১/৫০পৃ. এবং আল-ইস্তিযকার, ১/৪৭০পৃ. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/১৩পৃ.
১৫৬৯. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৮২

হযরত সা'দ (রাঃ) এর হাদিসের পর্যালোচনা:

এর সনদটি মুরসাল ও সহীহ। কিন্তু মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে "বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। ইমাম বুখারী বলেন, এর সনদে ইবনু নাজ্জার নামে অপরিচিত রাবী আছে।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখুন উপরের সনদে ইবনে নাজ্জার রাবী এই সনদের কোন রাবীটিই? পারলে সে আমাকে দেখাখ। ধোঁকাবাজদের কাজই সাধারণ মানুষদেরকে ধোঁকা দেয়া যাওয়া।

(১৫ নং হাদিস) দীর্ঘ হাদিসের সনদ পর্যালোচনা: এই সনদটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন আজলান সম্পর্কে স্বয়ং আলবানী লিখেছেন-

قلت: محمد بن عجلان ثقة حسن الحديث

-"আমি বলি আজলান সিকাহ বা বিশ্বস্ত এবং তার হাদিস সুন্দর।"[১৫৭০] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তার জীবনীতে লিখেছেন-

قال صالح بن أحمد عن أبيه ثقة وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه سمعت بن عيينة يقول حدثنا بن عجلان وكان ثقة

-"সালেহ বিন আহমাদ (রহঃ) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি রাবী আজলান সম্পর্কে বলেছেন তিনি সিকাহ, ইমাম আহমাদের ছেলে আব্দুল্লাহ (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন যে আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা কে বলতে শুনেছি আজলান সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী।"[১৫৭১] তিনি আরও লিখেছেন যে-

وقال إسحاق بن منصور عن بن معين ثقة .... وقال الدوري عن بن معين ثقة

-"ইসহাক বিন মানসূর ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত। ইমাম দাওরীও ইবনে মাঈন থেকে এমনটি বর্ণনা করেছেন।"[১৫৭২] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন- وقال أبو حاتم والنسائي ثقة -"ইমাম আবু হাতেম ও নাসাঈ তাকে সিকাহ বলেছেন।"[১৫৭৩] এই সনদের অন্যতম রাবী দাউদ বিন কায়েসও সিকাহ রাবী। ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী(রহঃ), ইমাম আবু যুর'আ(রহঃ), ইমাম আবু হাতেম(রহঃ), ইমাম আহমাদ(রহঃ)সহ এক জামাআত ইমাম তাকে সিকাহ বলেছেন।[১৫৭৪]

হাদিস নং ১৬: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

১৫৭০. আলবানী, সিল. যঈফাহ, ১/২৫২পৃ. হা/১২৮
১৫৭১. আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৩৪১পৃ. ক্রমিক. ৫৬৬
১৫৭২. আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৩৪১পৃ. ক্রমিক. ৫৬৬
১৫৭৩. আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৩৪১পৃ. ক্রমিক. ৫৬৬
১৫৭৪. মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৮/৪৪১পৃ. ক্রমিক...

Scanned by C

-"তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি উমর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে তিনি মূসা ইবনে সা'দ (রহ.) থেকে তিনি সাহাবী হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে, তার নামায হবে না।"[১৫৭৫]

সনদ পর্যালোচনাঃ আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- "বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। এর সনদে আহমাদ ইবনু আলী ইবনু সালমান মারওয়াযী নামে একজন রাবী আছে। সে হাদীছ জাল করত।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখুন এই ধোকাবাজ লোকের কাণ্ড, সে মন ইচ্ছা মত রাবী নামে রচনা করে সহীহ হাদিসকে কিভাবে জাল বলেন। এই সনদে এই নামে কোন রাবীই নেই; তিনি তার গায়েবী ভাণ্ডার থেকে কিভাবে কোথাকার কোন রাবীকে ধরে এনে এটিকে জাল প্রমাণ করতে চাইছেন। এমনকি এই সনদের রাবী মূসা ইবনে সা'দ (রহ.) হলেন উক্ত সাহাবীর আপন ছেলে। ইমাম মুগলতাঈ (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

لابن حبان ذكره في كتاب الثقات، .... لابن حبان ذكره إياه في ثقات التابعين

-"নিশ্চয়ই ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীদের তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।...ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ তাবেয়ীদের তালিকায় রেখেছেন।"[১৫৭৬]

হাদিস নং ১৭: ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) সংকলন করেন-

رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ نَارًا

-"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তিনি সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) থেকে তিনি ইমাম যুহরী তিনি হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে, তার মুখ আগুনে ভরে যাক।"[১৫৭৭]

জেনে বুঝে জালিয়াতিঃ মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন-"এটা মিথ্যা বর্ণনা। এর সনদে মায়মুন বিন আহমাদ আল-হারভী আছে। সে মিথ্যুক।" এটিও তার আরেকটি মিথ্যাচার। অথচ আপনারাই দেখুন এই সনদে এই নামে কোন রাবীই নেই। আল্লাহ আমাদেরকে এই মিথ্যাবাদী জালেম থেকে রক্ষা করুক। অথচ এই সনদটি সহীহ বুখারী মুসলিমের ন্যায়।

হাদিস নং ১৮: ইমাম তাহাবী (রহ.) থেকে একটি বর্ণনা এরূপ রয়েছে-

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ

১৫৭৫. ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/৩৩১পৃ. হাদিস : ৩৭৮৮।

১৫৭৬. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/১৭পৃ. ক্রমিক. ৪৭৯০, ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত,৫/৪০১পৃ. ক্রমিক. ৫৪০৯

১৫৭৭.১. ইমাম ইবনে হিব্বান, মাজরুহীন, ৩/৪৬পৃ. ক্রমিক/১১০০

-"ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ইমাম কিরাত পড়ার সময় চুপ থেক, কেননা ইমাম নামাযে তার জন্য ব্যস্ত থাকেন এবং তাই তার কিরাতই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"[১৫৭৮]

ইমাম তাহাভী (রহ.) এ হাদিসটির আরও দুটি সূত্র সংকলন করেন।[১৫৭৯]

হাদিস নং ১৯: ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ

-"তাবেয়ী আবু ওয়ায়েল (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর কাছে একজন ব্যক্তি আসলেন, তিনি তাকে বললেন আমরা কি ইমামের পিছনে কিরাত পড়ব? অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, নামাযে গভীর ধ্যান ও মনযোগ দিতে হয়। ওটার জন্য ইমামই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"[১৫৮০]

হাদিস নং ২০:

প্রথম বর্ণনাঃ ইমাম তাহাভী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَيْتَ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا

-"ইমাম আবি ইসহাক (রহ.) তিনি তাবেয়ী আলক্বামা (রহ.) থেকে তিনি সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে পাঠ করে, তার মুখ যদি মাটি দ্বারা ভরে যেত।"[১৫৮১] রাবী আবু ইসহাক সম্পর্কে ঈদের ৬ তাকবীরের প্রমাণের ৩নং হাদিসের সনদ পর্যালোচনা পাঠকবৃন্দের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

দ্বিতীয় বর্ণনাঃ ইমাম তাহাভী (রহ.) এ হাদিসটির আরেকটি সূত্র সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، نَحْوَهُ

-"তিনি যথাক্রমে তাবেয়ী ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) হতে আলকামা (রহ.) হতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর উপরের বক্তব্য বর্ণনা করেন।"[১৫৮২]

ভ্রান্তি ও নিষ্পত্তিঃ মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি যঈফ। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, এটি মুরসাল। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।" কতবড় জলন্ত মিথ্যাচার। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি ইমাম বুখারীর নামে এত বড় একটি মিথ্যাচার। তিনি দেখুন ইমাম বুখারী (রহ.) কোন কিতাবের রেফারেন্স দেননি যাতে করে তার ধোঁকাবাজি ধরা না পড়ে। এই হাদিসে ইবনে মাসউদের ছাত্র হল আলকামা ইবনে কায়েস। ইমাম যাহাবী (রহ.) ইমাম আলী ইবনে মাদনী (রহ.) এর উক্তি তুলে ধরেন যে-

১৫৭৮. তথ্য সূত্র : ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'আনীল আছার : ১/২১৯পৃ. হাদিস : ১৩০৭

১৫৭৯. তথ্য সূত্র : ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'আনীল আছার : ১/২১৯পৃ. হাদিস : ১৩০৮-১৩০৯

১৫৮০. ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/৩৩০পৃ. হাদিস : ৩৭৮০

১৫৮১.১. ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'আনীল আছার : ১/২১৯পৃ. হাদিস : ১৩১০

১৫৮২. ইমাম ত্বাহাভী : শরহে মা'আনীল আছার : ১/২১৯পৃ. হাদিস : ১৩১১

Scanned by C

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: عَلْقَمَةُ، وَالأَسْوَدُ، وَعَبِيْدَةُ، وَالحَارِثُ

-"মানুষ ইবনে মাসউদ এর জ্ঞান সম্পর্কে তার ছাত্র আলক্বামা, আসওয়াদ, উবায়দা হারেসের মাধ্যমে জানতো।"[১৫৮৩] সমস্ত আসমাউর রিজালবিদগণ একমত যে আলক্বামা সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) হতে শুনেছেন; কিন্তু এই সহজ বিষয়টিকে ঘোলাটে করতে চেয়েছিল। এই ধোঁকাবাজ থেকে মহান রবের দরবারে পানাহ চাই।

হাদিস নং ২১: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَيَّ القُرْآنَ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ﷺ) এর পিছনে কিরাত পড়তাম। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, আমি কি কোরআন নিয়ে ঝগড়া করবো?।"[১৫৮৪]

হাদিস নং২২-২৩:

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ قَرَأَ مَعَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ

-"তিনি দাউদ বিন কায়েস থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আজলান (রহ.) থেকে তিনি মাওলা আলী (রা.) হতে তিনি বলেন, যে ইমামের সাথে কিরাত পড়বে সে (স্বাভাবিক নিয়মের) ফিতরাতের উপরে নেই।" (ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৭পৃ. হা/২৮০৬)

আপত্তি ও নিষ্পত্তিঃ আহলে হাদিস মুহসিন তার গ্রন্থের ২৩৪ পৃষ্ঠায় দাবী করেছেন "বর্ণনাটি ছহীহ নয়। ইমাম বুখারী বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। কারণ মুখতার অপরিচিত।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই উপরের সনদটি দেখুন মুখতার এই সনদের কোন রাবী। এই সনদের রাবীই মাত্র দুজন তাহলে মুখতার কোথায়? এই সনদের দুজন রাবীই সিকাহ তা নিয়ে ইতোপূর্বের ১৫নং হাদিসের আলোচনায় আপনারা দেখেছেন। এবার দেখবো মুখতারের আসল পরিচয় এবং তার বর্ণিত হাদিস আছে কি না। ইমাম তাহাভী (রহ.) এই হাদিসটি সংকলন করেন এভাবে-

عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ

-"হযরত মুখতার বিন আব্দুল্লাহ বিন আবি লায়লা (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে, সে ফিতরাতের তথা স্বাভাবিকের উপর নেই।"[১৫৮৫] এ হাদিস

১৫৮৩. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৫৫পৃ. ক্রমিক. ১৪
১৫৮৪. ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/৩৩০পৃ. হাদিস : ৩৭৭৮

সম্পর্কে আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"এই হাদীছ ছহীহ নয়। কারণ মুখতার অপরিচিত।"

আপত্তির জবাব : সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম বুখারী (রহ.) তার جزء القراءة خلف (الإمام) গ্রন্থে তার হাদিস গ্রহণ করেছেন।[১৫৮৬] ইমাম আবু হাতেম তার পরিচয় তুলে ধরেছেন।[১৫৮৭] মুহসিন সাহেব ২৩৪ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন-"ইবনু হিব্বান তাকে বাতিল বলেছেন।" অথচ ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে কোথায় বাতিল বলেছেন তিনি তাঁর কোন কিতাবের উদ্ধৃতি দেননি; কারন তিনি নিজেও জানেন সে যে ধোঁকাবাজ। কোন রাবী অপরিচিত হলে তো তাকে শুধু অপরিচিতই বলা হবে তা না হলে ইবনে হিব্বান কেন বাতিল বলবেন? হ্যাঁ, আমি বলবো ইমাম যাহাবী (রহ.) মুখতারের মূল নাম বের করেছেন যে 'আব্দুল্লাহ বিন ইয়াসার'।[১৫৮৮] আমি গবেষণা করে দেখেছি যে ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর এক পুস্তকে লিখেছেন- وثقه النسائي. -"ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন।"[১৫৮৯] ইমাম মিয্যী (রহ.)ও এমনটি উল্লেখ করেছেন।[১৫৯০] ইমাম মিয্যী (রহ.) আরও উল্লেখ করেছেন-

وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় রেখেছেন।"[১৫৯১] ইমাম মিয্যী (রহ.) আরও লিখেছেন- روى له أبو داود، والنسائي. -'ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ তার হাদিস সংকলন করেছেন।"[১৫৯২] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেছেন-

قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.

-"ইমাম নাসাঈ (রহ.)ও ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন।"[১৫৯৩] ইবনে হাজার তাক্বরীবে তাকে সিকাহ বলেছেন।[১৫৯৪] আমি সর্বশেষ বলবো যে আলবানীর

১৫৮৫. ইমাম ত্বহাবী : শরহে মা'আনীল আছার : ১/২১৯পৃ. হাদিস : ১৩০৬, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩০পৃ. হা/৩৭৮১, ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ক্রমিক/৭০০, ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৪/৫৫০পৃ. ক্রমিক/৪৩৭, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৫২৭পৃ. ক্রমিক.৪৭০৫
১৫৮৬. দারাকুতনী, তারাজিমু রিজালু দারেকুতনী, ১/৪৪৩পৃ. ক্রমিক/১১৪৪, ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ১০/৬৮পৃ.
১৫৮৭. ইমাম আবু হাতেম, জারহ ওয়া তা'দীল, ৫/২০২পৃ. ক্রমিক./৯৪২
১৫৮৮. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৫২৭পৃ. ক্রমিক.৪৭০৫
১৫৮৯. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/৮৩পৃ. ক্রমিক. ১২৮
১৫৯০. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৩২৭পৃ. ক্রমিক. ৩৬৬৮
১৫৯১. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৩২৭পৃ. ক্রমিক. ৩৬৬৮, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৫/৫১পৃ. ক্রমিক. ৩৮০৫
১৫৯২. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৩২৭পৃ. ক্রমিক. ৩৬৬৮, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৫/৫১পৃ. ক্রমিক. ৩৮০৫
১৫৯৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/৮৫পৃ. ক্রমিক.১৬৯, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৫/৫১পৃ. ক্রমিক. ৩৮০৫
১৫৯৪. ইমাম ইবনে হাজার ...

Scanned by C

সমাধান অনুযায়ী এই হাদিসটি সহীহ। উক্ত রাবীর হাদিসকে আলবানী সিলসিলাতুল...সহীহায় এবং ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। যেমন তিনি উক্ত রাবীর এক হাদিস প্রসঙ্গে বলেছেন-

قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن يسار وهو الجهني وهو ثقة، وثقه النسائي وابن حبان

-"আমি বলি এই সনদটি সহীহ। এই হাদিসের সমস্ত রাবীই সিকাহ বা বিশ্বস্ত এবং শাইখাইন তথা বুখারী মুসলিমের রাবী; শুধু রাবী আব্দুল্লাহ বিন ইয়াসার (রহ.) ছাড়া, আর তিনিও সিকাহ, ইমাম নাসাঈ (রহ.)ও ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন।"[১৫৯৫] আলবানীর ফাতওয়াও এই হাদিসটি সহীহ। অপরদিকে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) এই মতনে অন্য সূত্রে উক্ত সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যা সহীহ বিশাহেদ।

হাদিস নং ২৪: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.)ও আব্দুর রায্যাক (রহ.) হাদিসটি সংকলন করেন এভাবে-

...عَنِ الْعَمْنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ

-"আব্দুল্লাহ বিন আবি লাইলা (রহ.) বলেন, আমি হযরত আলী (রা.) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে, সে ভুল ফিতরাত বা স্বভাবের উপর রয়েছে।"[১৫৯৬] তাই প্রমাণিত হল হযরত আলী (রা.) এর ছাত্র সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন।

হাদিস নং ২৫:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

-"আতা বিন ইয়াসার (রহ.) তিনি যায়েদ বিন সাবেত (রা.) থেকে তিনি বলেন, ইমামের পিছনে কোন কিরাত নেই।"[১৫৯৭]

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম জুরকানী (রহ.) এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

قال صاحب التمهيد: ثبت عن علي، وسعد، وزيد بن ثابت

-"তামহীদ প্রণেতা (ইমাম ইবনুল বার) বলেন, হযরত আলী, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, যায়েদ বিন ছাবেত (রহ.) থেকে (ইমামের পিছনে কিরাত পড়া নিষেধ) দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত।" (ইমাম জুরকানী, শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ৩/৫০২পৃ.)।

হাদিস নং ২৬: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

১৫৯৫ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহা, ১/২৬৪পৃ. হা/১৩৭

১৫৯৬ . ১. ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/৩৩০পৃ. হাদিস : ৩৭৮১
২. আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ২/১৩৮পৃ. হাদিস : ২৮০৬,
৩. ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে দুররুল মানসূর, ৩/৬৩৪পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৫৯৭ ..ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/৪১৩পৃ. হাদিস : ৩৭৮৩

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ

-"হযরত উমর (রা.) বলেন, ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট।"[১৫৯৮] এই সনদটিও সহীহ।

হাদিস নং ২৭: প্রথম সূত্র: ইমাম তাহাভী (রহ.) সনদসহ সংকলন করেন-

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ইমামের পিছনে কিরাত পড়তেন না।"[১৫৯৯]

-ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

দ্বিতীয় সূত্র : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

-তিনি বলেন আমাদেরকে দাউদ ইবনু কায়েস হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) হতে তিনি তিনি সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে নিষেধ করতেন।"[১৬০০] এই সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ; দাউদ বিন কায়েস সিকাহ হওয়ার বর্ণনা আমি ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি।

তৃতীয় সূত্র : এছাড়া তিনি আরেকটি সনদ সূত্র সংকলন করেন যেমন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ كَانَا لَا يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক তিনি সুফিয়ান সাওড়ী থেকে তিনি ইবনে যাকওয়ান থেকে তিনি সাহাবী যায়েদ বিন ছাবেত (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তারা উভয়েই ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে না।"[১৬০১]

হাদিস নং ২৮ : ইমাম তাহাভী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ. فَقَالَ: لَا

-"আবি হামযা (রহ.) বলেন, আমি মুজতাহিদ ফকিহ, রঈসুল মুফাসসিরীন সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম আমার সামনে ইমাম থাকা অবস্থায় কী কিরাত পড়ব? তিনি বললেন, না।"[১৬০২]

হাদিস নং ২৯ : উক্ত সাহাবী থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে ইমাম দারাকুতনী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ زَكَرِيَّا التَّمَّارُ، ثنا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ

১৫৯৮ ..ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১/৪১৩পৃ. হাদিস : ৩৭৮৪

১৫৯৯ . প্রথম সূত্র : ইমাম তাহাভী, শরহে মা'নীল আছার, ১/২২০পৃ. হা/১৩১৭

১৬০০ . ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৮পৃ. হা/২৮১৪

১৬০১ . ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৪০পৃ. হা/২৮১৫

১৬০২ .অন্য সূত্র : ইমাম তাহাভী, শরহে মা'নীল আছার, ১/২২০পৃ. হা/... ইমাম নীমভী, আছারুস সুনান, ১১৬ পৃ.

Scanned by C

-"আসেম ইবনু আব্দুল আযিয তিনি আবু সুহাইল তেকে তিনি আওন থেকে তি... সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইর... করেন, ইমাম কিরাত আস্তে পড়ুক অথবা জোরে পড়ুক ইমামের কিরাতই যথেষ্ট।"[১৬০৩]

সনদ পর্যালোচনাঃ মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি সহী... এর মধ্যে আছেম নামে একজন রাবী আছে। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব এই সংক্ষিপ্ত এই বক্তব্যে একাধিক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। এক. এই সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের; আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস এটিকে যঈফ বলেননি। দুই. আসেম নামক রাবীকে ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) لَيْسَ بِالْقَوِيِّ -"অতিশক্তিশালী নন বলেছেন।"[১৬০৪] আর মুহসিন সাহেব লিখেছেন যে, 'সে নির্ভরযোগ্য নয়' নাকি বলেছেন। তৃতীয়ত. সে এই হাদিসের তথ্য সূত্রে ৮৬১ নং টীকায় সুনানে দারাকুতনীর ১২৬ নং হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন; মূলত হাদিসটি হচ্ছে সে গ্রন্থের ১২৫২ নং হাদিস। আসমান যমিন প্রার্থক্য; আমার মনে হয় তিনি নেশার ঘোরেই এগুলো লিখেছে। তিনি লিখেছেন যে আসেম যঈফ; এটি বলেছেন যে আসমাউর রিজাল সম্পর্কে জাহেল তার কারণে। ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন- هُوَ ثِقَةٌ -"তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৬০৫] ইমাম মিয্যী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قال إسحاق بن موسى : سألت معن بن عيسى عنه، فقال: ثقة، أكتب عنه. وأثنى عليه خيرا.

-"ইমাম ইসহাক ইবনে মূসা তিনি মুঈন ইবনে ঈসাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, আমরা তার থেকে লিপিবদ্ধ করতাম, তিনি তার আরও প্রসংশা করলেন।"[১৬০৬] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১৬০৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তাকে সদূক বলেছেন।[১৬০৮] তাই এই হাদিস কখনই যঈফ হতে পারে না।

হাদিস নং. ৩০: ইমাম তাহাভী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالُوا: لَا تَقْرَءُوا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ

-"তাবেয়ী উবাইদুল্লাহ ইবনে মিকসাম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় আমি ইমামের পিছনে কিরাত প্রসঙ্গে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, যায়েদ বিন সাবিত, জাবের বিন আব্দুল্লাহ

১৬০৩. ইমাম দারাকুৎনী, আস-সুনান, ২/১২২পৃ. হা/১২৫২
১৬০৪. ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ২/১২২পৃ. হা/১২৫২
১৬০৫. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/১১৩৩পৃ. ক্রমিক. ১৪৩
১৬০৬. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৩/৫৩৩পৃ. ক্রমিক. ৩০১৩, ইমাম আবু হাতেম, জারহ ওয়া তা'দীল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ক্রমিক. ১৯১৯, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৫/৪৬ পৃ. ক্রমিক. ৭৮
১৬০৭. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৮/৫০৫পৃ. ক্রমিক. ১৪৬৯৮
১৬০৮. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরিবুত তাহযিব, ২৮৫পৃ. ক্রমিক. ৩০৬৪

(রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছেন, ইমামের পিছনে কোন নামাযেই কিরাত পড়বে না।"[১৬০৯]

হাদিস নং.৩১ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ

-"তিনি মুতামার তেকে তিনি আবি হারুন থেকে তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রাঃ) কে ইমামের পিছনে কিরাত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইমামের কিরাতই তোমার জন্য যথেষ্ট।"[১৬১০]

হাদিস নং.৩২ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ

-"হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে কোন কিরাত পড়বে না।"[১৬১১] এই সনদটি সহীহ।

হাদিস নং ৩৩: ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) সংকলন করেন-

غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أُنْصِتُ؟ قَالَ: بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

-"হযরত হারেস (রহঃ) তিনি হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি ইমামের পিছনে থাকা অবস্থায় কিরাত পড়বো না চুপ থাকবো? রাসূল (ﷺ) বললেন, বরং তুমি চুপ থাকবে; নিশ্চয় তার কিরাত তোমার জন্য যথেষ্ট।"[১৬১২]

সনদ পর্যালোচনাঃ মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে-"হাদীছটি যঈফ। দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, গাস্সান নামক ব্যক্তি দুর্বল।" আমি বলি এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের। কেননা ইমাম যাহাবী (রহঃ)ই দারাকুতনী (রহঃ) থেকে উল্লেখ করেছেন- وقال - مرة: صالح -"তার থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে তিনি বলেছেন গাস্সান হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি ছিলেন।"[১৬১৩] দারাকুতনীর রায় স্ববিরোধী। ইমাম যাহাবী (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন-

১৬০৯. তথ্য সূত্র: ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/২২০পৃ. হা/১৩১২
১৬১০. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৯১
১৬১১. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৮৬
১৬১২. ইমাম দারাকুৎনী, আস-সুনান, ২/১২০পৃ. হা/১২৪৮
১৬১৩. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৩৩৪পৃ. ক্রমিক. ৬৬৫১, ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১২/৩২১ পৃ. ক্রমিক. ৬৭৭০, ইমাম ...

Scanned by C

وكان شيخًا نبيلًا صالحًا ورعًا

-"তিনি ছিলেন হাদিসের শায়খ, ...সৎ ব্যক্তি, জুহদ।"[১৬১৪] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১৬১৫] মুহসিন সাহেব তিনি হযরত আলী (রা.) এর নাম হাদিসের ইবারত থেকে বাতিল করে দিয়েছেন; কত বড় চুরি! আমার অবাক লাগে এমন চুরিটি তিনি কিভাবে করতে পারলেন?

তাবেয়ীদের অভিমত ও আমল:

৩৪. অসংখ্য সাহাবীদের কে যিনি দর্শন লাভ করেছেন তিনি হলেন ইমাম ইবনে সীরীন (রহ.) ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنَ السُّنَّةِ

-"আমাকে সাকাফী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, তিনি ইমাম ইবনে সীরীন (রহ.) থেকে তিনি বলেন, ইমামের পিছনে কিরাত পড়া সুন্নাত এ বিষয়ে আমি জানি না।"[১৬১৬]

৩৫. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَكَانَ يَقُولُ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ

-"ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) ইমামের পিছনে কিরাত পড়াকে অপছন্দ করতেন এবং বলতেন ইমামের কিরাতই তার জন্য যথেষ্ট।"[১৬১৭] এই সনদটি সহীহ বুখারীর ন্যায়।

৩৬. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: لَا

-"ওয়ালীদ বিন কায়েস বলেন, আমি সুয়াইদ বিন গাফলাহ (রহ.) কে প্রশ্ন করলাম যোহর ও আসরের সালাতে আমরা ইমামের পিছনে কী কিরাত পড়বো? তিনি বললেন, না।"[১৬১৮] এই সনদটিও সহীহ।

৩৭. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ أَبِي كِبْرَانَ قَالَ: قَالَ الضَّحَّاكُ: يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

-"তাবেয়ী ইমাম যাহ্হাক (রহ.) ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে নিষেধ করতেন।"[১৬১৯] এই সনদটিও সহীহ।

১৬১৪. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/৬৫২পৃ. ক্রমিক. ৩২৪
১৬১৫. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৯/২পৃ. ক্রমিক. ১৪৮৫০
১৬১৬. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৯৪
১৬১৭. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৯৫
১৬১৮. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৯৬
১৬১৯. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৯৭

৩৮. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أُكَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ شَاقٌّ

-"ইমামের পিছনে কিরাত পড়া (ইমামের জন্য) কষ্টকর।"[১৬২০]

৩৯. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ

-"তাবেয়ী আবু ওয়ায়েল বলেন, ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট।"[১৬২১]

৪০. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَنْصِتْ لِلْإِمَامِ

-"সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) বলেন, ইমামের পিছনে চুপ থাকবে।"[১৬২২]

৪১. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: لَيْسَ خَلْفَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ

-"হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.) কে জিজ্ঞাস করলেন ইমামের পিছনে কিরাত পড়া প্রসঙ্গে, অতঃপর তিনি বললেন, ইমামের পিছনে কোন কিরাত নেই।"[১৬২৩]

৪২. ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا

-"তাবেয়ী আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বলেন, যে ইমামের পিছনে কিরাত পড়ে তার মুখ যদি মাটিতে ভরে যেত।"[১৬২৪]

৪৩. ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: تُرَابًا أَوْ رَضْفًا

-"আলকামা ইবনে কায়েস (রহ.) বলেন, যে ইমামের পিছনে কিরাত পরে তার মুখ ভরে দেওয়ার ইচ্ছা করছি। তিনি বলেন, আমি এটাই যথেষ্ট মনে করি। তিনি বললেন, আমি এটি মাটি অথবা ভুনা গোস্ত দ্বারা করবো।"[১৬২৫]

১৬২০. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৮০০
১৬২১. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৮০১
১৬২২. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৯৩
১৬২৩. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৯২
১৬২৪. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৩১পৃ. হা/৩৭৮৯, ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৮পৃ. হা/২৮০৭

Scanned by C

আমরা কী তাদের থেকে ইসলাম বেশী বুঝি ?

৪৪. ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) তিনি আব্দুর রাহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

نَهَانِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

-"হযরত মূসা ইবনু উকবাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ), আবু বকর(রাঃ), উমর(রাঃ), উসমান (রাঃ) ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে নিষেধ করেছেন।"[১৬২৬] এই সনদের প্রধান রাবী মূসা বিন উকবাহ সকলের নিকট সিকাহ।[১৬২৭]

৪৫. ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী আবি ইসহাক সাবাঈ (রহঃ) বলেন, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কোন শিষ্যরাই ইমামের পিছনে কিরাত পড়তেন না।"[১৬২৮] আমি ইতোপূর্বে রাফ'উল ইয়াদাইনের আলোচনায় উল্লেখ করেছি সাহাবীদের পরেই ইবনে মাসউদের ছাত্ররাই সবচেয়ে বড় ফকিহ।

এ বিষয়ে আহলে হাদিসদের ধোঁকার জবাব

আহলে হাদিসদের প্রথম দলিলঃ বাংলাদেশ আহলে হাদিসেদের আমীর মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এর ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেন-"ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সকল প্রকাল ছালাতের প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয।" তারপর প্রধান দলিল হিসেবে তিনি নিম্নের হাদিসখানাকে উল্লেখ করেছেন।

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ২২৮ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন- "তবে ছালাত সরবে হোক বা নীরবে হোক প্রত্যেক ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।"

আহলে হাদিসদের পক্ষে এই বিষয়ক দুটি হাদিস তাদের দলিল। ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযি (রহঃ)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

-" হযরত উবায়দা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে নামাযে সূরা ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না।" (সহীহ বুখারী, হা/৭৫৬, সুনানে তিরমিযি, হা/২৪৭)

১৬২৫. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৮পৃ. হা/২৮০৮
১৬২৬. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৮পৃ. হা/২৮১০
১৬২৭. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২৯/১১৬পৃ. ক্রমিক. ৬২৮২
১৬২৮. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৩৮পৃ. হা/২৮১৩

প্রত্যুত্তরঃ
প্রথমত, আহলে হাদিসেরা এই হাদিসের অর্থই বুঝেননি। এখানে হবে না বলতে পরিপূর্ণতা হবে না বুঝিয়েছেন। এ হাদীসের অর্থ এমনভাবে করতে হবে যাতে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য না থাকে। হাদীসগুলোকে পরস্পর বিশ্লেষণ করলে কোন বিরোধই থাকে না। আর তাহলো لا صلاة এর لا টি হলো لانفى جنس যার ইসম হলো صلاة আর খবর টি লুকায়িত। ইমাম মানাভী (রহঃ)এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন- لا كاملة -এর অর্থ হলো সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায পরিপূর্ণ হবে না।"[১৬২৯] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) লিখেন-

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لَا صَلَاةَ)، أَيْ: كَامِلَةً

"নামায হবে না মানে কামিল বা পরিপূর্ণ হবে না।"[১৬৩০] সাধারণত যে কোন ক্বিরাআত কুরআনের হুকুম মতে ফরয আর সূরা ফাতিহা হাদীসের হুকুম অনুযায়ী ওয়াজিব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে হযরত জাবের (রাঃ) এবং মা আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

-"নবীজী (ﷺ) বলেছেন, আর মসজিদের কাছে থাকা ব্যক্তির জন্য মসজিদ ছাড়া নামায হবে না।"(ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ২/২৯২পৃ. হা/১৫৫২, ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ২/৯৩পৃ. ক্রমিক. ৬৫৮) এই হাদিসটির সনদ 'হাসান' পর্যায়ের যা ইতোপূর্বে ড. মানজুরুর রহমানের ১৮ নং বিষয়ের জবাবে আলোকপাত করেছি, পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তাহলে কী এই হাদিসের বাহ্যিক থেকে আমরা বুঝি মসজিদ ছাড়া নামায হবে না? না পরিপূর্ণ হবে না বুঝি?

দ্বিতীয়ত : পৃথিবীর সিংহভাগ ফকিহগণ এটি ব্যাখ্যা করেছেন যে এটি একক নামাযীর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। কেননা হাদিস প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে ফকিহগণই ভাল বুঝেন। ইমাম তিরমিযি (রহঃ) তার সুনানে একস্থানে লিখেন-

وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ

-"ফকিহগণ এ রকম বলেছেন এবং তারা হাদিসের অর্থ বেশী অবগত।" (সুনানে তিরমিযি, ৩/৩০৬পৃ. হা/৯৯০, জানাযা অধ্যায়) এবার আমরা দেখবো এই হাদিসের বিষয়ে ফকিহগণ কী বলেছেন। ইমাম তিরমিযি (রহঃ) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ

১৬২৯. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৬/৪২৯পৃ. হাদিস নং. ৯৮৯৪
১৬৩০. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৬৮২পৃ. হাদিস নং. ৮২২

Scanned by C

-"ইমাম আহমাদ (যিনি ৬ লক্ষেরও বেশী হাদিসের হাফেয ছিলেন) বলেন, রাসূল (ﷺ) এর বাণী 'যে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে না তার নামায হবে না' এর মর্মার্থ এটি একক নামাযীর জন্য।" (সুনানে তিরমিযি, ২/১২১পৃ. হা/৩১৩, জানাযা অধ্যায়) বিখ্যাত হাদিসের ও ফিকহের ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قَالَ سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

-"আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস ইমাম সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, এটি একক নামাযীর ক্ষেত্রে নবীজী (ﷺ) বলেছেন।" (সুনানে আবি দাউদ, ১/২১৭পৃ. হা/৮২২)

তৃতীয়ত. এটির সনদ সহীহ হলেও এটি বর্ণনার দিক থেকে গরীব। কারণ এই হাদিসটি উক্ত সাহাবী ছাড়া এই শব্দে অন্য কোন সাহাবী বর্ণনা করেননি। সনদ সহীহ হলেও বর্ণনার দিক থেকে তিনি একক হওয়ায় মশহুর বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় এর উপর আমল করা বৈধ নয়।

চতুর্থতম. অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ এটিকে এই (خِدَاجٌ) শব্দে অর্থাৎ অপরিপূর্ণ হবে মর্মে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

...بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে নামাযে উম্মুল কোরআন পাঠ করবে না আর সেই নামায (خِدَاجٌ) অপূর্ণাঙ্গ, সেটি অপূর্ণাঙ্গ, সেটি অপূর্ণাঙ্গ, সেটি (تمام) পরিপূর্ণতা নয়।" (সুনানে আবি দাউদ, ১/২১৬পৃ. হা/৮২১, সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/৫০২, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/৮৩৮, মুসনাদে আহমদ, ১২/৩৬৯পৃ. হা/৭৪০৪, সুনানিল কোবরা লিল বায়হাকী, হা/১৩৬৫, সুনানে নাসাঈ, হা/৯০৯) আর এই শব্দে রয়েছে মা আয়েশা (রা.) হতে (সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/৮৪০, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, হা/৭৪২৬), তাবেয়ী আমর ইবনে শুয়াইব (রহঃ) তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা থেকে (সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/৮৪১, মুসনাদে আহমদ, ১১/৫০৩পৃ. হা/৬৯০৩), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ২/৭৮পৃ. হা/১৩০৬) হযরত মায়মুন ইবনে মেহরান (রহঃ) তিনি তার পিতা হতে (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, হা/৯২৬৮) এই একই শব্দে সংকলন করেন। তাই গরীব বর্ণনা মশহুর বর্ণনার মুকাবেলায় আমলযোগ্য নয়।

পঞ্চম. এই সাহাবী থেকেই এই হাদিসের আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া যেমন জরুরী তেমনি অন্য সূরা মিলানোও জরুরী। মুসলিম শরীফে বর্ণিত-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

-"হযরত উবাইদা ইবনে ছামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) এর হাদিস আমার কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, তার নামায হবে না, যে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অন্য কিছু (অন্য আয়াত) পড়বে না।"[1601] এই সনদটি সহীহ বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ। তাহলে তো (لا) শব্দের হুকুম দুটি বিষয়ের উপরে বর্তানোর কথা হবে। ... গায়রে মুকাল্লিদরাও স্বীকার করে যে, মুকতাদী ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে না। তাহলে সূরা ফাতিহাও তিলাওয়াত না করা চাই। কেননা অন্য সূরার ক্ষেত্রে যদি ইমামের পড়াই যথেষ্ট হয়, তাহলে সূরা ফাতিহার বেলায়ও ইমামের তিলাওয়াত যথেষ্ট হবে।

...যে ব্যক্তি রুকূতে গিয়ে ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়, সে পূর্ণ রাকআত পেয়ে যায়। যদি মুকতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয হয়, তাহলে তো যেই মুক্তাদি সূরা ফাতেহা পাঠ করতে পারলো না আপনাদের ফাতওয়ায় ঐ রাক'আত নামায তার হলো না? ইমাম বুখারী (রহঃ)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ

-"হযরত হাসান বসরী (রহঃ) তিনি সাহাবী আবি বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (ﷺ) এর কাছে এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, রাসূল (ﷺ) তখন রুকূতে ছিলেন। ফলে কাতার পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তিনি রুকুতে চলে যান। এ ঘটনা নবী করীম (ﷺ) এর কাছে ব্যক্ত করা হলে, তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমার আগ্রহকে আরও বৃদ্ধি করে দিন। তবে এরূপ আর করনা।"[1602] উক্ত সাহাবী কাতারে পৌঁছার পূর্বে রাসূল (ﷺ) এর সাথে রুকূ তে শরীক হওয়ায় নবীজী এটি বললেন; কিন্তু রুকূতে শরীক হয়ে রাক'আতে অংশগ্রহণের নীরবতার কারণে ফকহীগণ এই হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) (وَلَا تعد) এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قَالَ السفاقسي عَنِ الشَّافِعِي، يَعْنِي: لَا تركع دون الصَّفّ

-"ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, তোমরা কাতার ছাড়া রুকু কর না।" (উমদাতুল ক্বারী, ৬/৫৫পৃ.) এমনটি ইমাম তাহাভী (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন। (উমদাতুল ক্বারী, ৬/৫৫পৃ.) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ...

1601. ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান : ২/১৩৭পৃ. হাদিস : ৯১১, সুনানে আবি দাউদ, ১/২১৭পৃ. হা/৮২২

1602. সহীহ বুখারী, ১/১৫৬পৃ. হা/...

Scanned by C

زَادَكَ اللهُ ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللهُ
قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ ... وَسَلَّمَ رَاكِعٌ،
حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

-"হযরত হাসান বসরী (رحمه الله) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বাকরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণি... একদা একদা তিনি মসজিদে এসে নবী করিম ﷺ কে রুকুতে দেখে কাতার শামিল হয়েই রুকুতে যান। রুকু শেষে তিনি কাতারে শামিল হন। নামাজান্তে নবী করিম ﷺ বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে রুকু করেছে, অতঃপর কাতারে শামিল হয়েছে? আবু বাকরা (رضي الله عنه) বললেন, আমি। নবী করীম (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমার আগ্রহকে বৃদ্ধি করুক! তবে এরূপ করো না।"[১৬৩৩] আহলে হাদিসদের তথাকথিত আমীর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থের ৯৬-৯৮ পৃষ্ঠায় যে রুকু পেল সে রাক'আত পেল এই বিষয়টি দলিলবিহীন তিনি অকপটে অস্বীকার করেছেন। উপরের হাদিসটিকেও আহলে হাদিস জাত ভাই আযিমাবাদীর বক্তব্য দ্বারা অপব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

সবচেয়ে বড় সাহাবী ফকিহ এর আমল ও ফাতওয়া:

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعَيْنِ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ، حَتَّى رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ قُمْتُ أَنَا، وَأَنَا أَرَى لَمْ أُدْرِكْ، فَأَخَذَ بِيَدِي عَبْدُ اللهِ فَأَجْلَسَنِي وَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ

-"হযরত জায়েদ ইবনে ওহ্হাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে তাঁর ঘর হতে বের হলাম। যখন মসজিদে পৌঁছলাম তখন ইমাম রুকু অবস্থায়। আব্দুল্লাহ তাকবীর বললেন, রুকু গেলেন, অতঃপর আমরা রুকু অবস্থায় সাথে কাতারে পৌঁছলাম, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) আমার হাত ধরলেন ও বসিয়ে দিলেন এবং বললেন তুমি'ত ইহার রাক'আত পেয়েছ।"[১৬৩৪] এই সনদটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম তাহাভী (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ، فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ، كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ

১৬৩৩. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/১৮২পৃ. হা/৬৮৩ স্বয়ং আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
১৬৩৪. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২২৯পৃ. হা/২৬২২

-"হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল (رضي الله عنه) বলেন, আমি বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (رضي الله عنه) কে দেখেছি তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন অথচ লোকসকল রুকুতে চলে গেছেন.......অতঃপর তিনি তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন এমনকি কাতারে শামিল হলেন।"[১৬৩৫] ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَيَرْكَعُ، وَمَا خَلَفَ ثُمَّ يَمْضِي كَمَا هُوَ، وَهُوَ رَاكِعٌ

-"ইয়াকুব ইবনে আতা তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (رضي الله عنه) কে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখেছি সে সময় ইমাম সাহেব রুকু অবস্থায়। অতঃপর তিনি রুকু করলেন।"[১৬৩৬]

আমরা কী তাদের থেকে হাদিস বেশী বুঝি?

ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا: وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ

-"তিনি হযরত মা'মার থেকে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী ও হাদিসের ইমাম জুহরী (رحمه الله) থেকে তিনি বলেন, নিশ্চয় দুই মুজতাহিদ ফকিহ হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (رضي الله عنه) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) এই ফাতওয়া দিতেন যে, নামাযে আগত ব্যক্তি যদি দেখে যে জামাত রুকু অবস্থায় রয়েছে তবে তাকবীর দিয়ে নামাযে শরীক হবে এবং তার এ রাক'আত পূর্ণ রাক'আত গণ্য হবে। আর যদি জামাতকে সিজদারত অবস্থায় দেখে তখনও নামাযে শামিল হবে, কিন্তু রাক'আত গণনা করবে না।"[১৬৩৭] এই হাদিসটির সনদও সহীহ। ইমাম আব্দুর রায্যাক ও ইমাম তাবরানী হযরত আলী (رضي الله عنه) ও ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর ফাতওয়া উদ্ধৃত করেছেন-

عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ.

-"যে ব্যক্তি রুকু পেল না সে যেন সেজদা করেই সেটাকে রাক'আত গণ্য না করে।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/২৭০ পৃ. হা/৯৩৫১) ইমাম নুরুদ্দীন হাইছামী (رحمه الله) এ সনদ প্রসঙ্গে লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

-"এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।" (মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/২৪০২) এ বিষয়ক আরও অনেকে হাদিসে পজানতে আমার সম্মানিত বড় ভাই মাওলানা মুফতি আলাউদ্দিন

১৬৩৫. ইমাম তাহাভী, শরহে মাআনীল আছার, ১/৩৯৮পৃ. হা/২৩২৪
১৬৩৬. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/২৮৪পৃ. হা/৩৩৮৪
১৬৩৭. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ...

জিহানী সাহেবের 'ছহীহ হাদিসের আলোকে হানাফিদের নামায পদ্ধতি' বইটি দেখুন।

আপত্তি নং-২ : তিরমিযী শরীফে হযরত উবাদা বিন ছামিত (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। যার শেষের দিকে কিছু শব্দ নিম্নরূপ-

قَالَ: إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِي وَاللهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

-"হুযুর পাক ﷺ সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেন- আমার ধারণা তোমরা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করো। আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার এটা করবে না, তবে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে।"[১৬৩৮]

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ইমামের পিছনে মুকতাদী সূরা ফাতিহা পড়বে, অন্য কোন সূরা পড়বে না। তাই আহলে হাদিসরা বলেন আমরাও এটাই বলে থাকি।

জবাব : প্রথমত. এই হাদিসটি অত্যন্ত যঈফ। ইমাম তিরমিযির সনদ দেখুন-

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

-"হান্নাদ তিনি আবদাহ ইবনু সুলাইমান থেকে তিনি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহঃ) থেকে তিনি মেকহুল শামী হতে তিনি মাহমুদ ইবনে রাবিঈ (রহঃ) হতে তিনি সাহাবী হযরত উবাদা বিন ছামিত (রাঃ) হতে।" (সুনানে তিরমিযি, হা/৩১১) আমাদের দৃষ্টিতে এই হাদিসটি মুনকার। আর আলবানীর দৃষ্টিতে এটি যঈফ। এজন্যই সে তিরমিযি তাহকীকে এটিকে যঈফ বলেছেন। এই সনদের আপত্তিকর রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক যার বিষয়ে আমরা জুম'আর ছানী আযান দরজায় দেওয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। তাকে অনেক ইমাম কায্যাব, দাজ্জাল বলেছেন। অপরদিকে এখানে মেকহুল রাবী রয়েছে তাকে আলবানী তাদলীস করার কারণে সর্বদাই যঈফ বলে থাকেন।

দ্বিতীয়ত : তিরমিযী শরীফে আপনাদের হাদিসের সাথেই আছে-

وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.وَهَذَا أَصَحُّ.

-"এ হাদীসটি যুহরী (রহঃ) মাহমুদ বিন রবী থেকে তিনি উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত উবাদা বিন সামিত (রাঃ) বলেছেন, যে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না এবং এ রিওয়ায়াতটিই অধিক বিশুদ্ধ।"[১৬৩৯]

১৬৩৮ .ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : ২/১১৬পৃ. হাদিস : ৩১১। ইমাম তিরমিযী হাদিসটি যদিও 'হাসান' বলেছেন, কিন্তু অনেক ইমাম উক্ত হাদিসকে যঈফ বলেছেন। এমনকি আলবানী স্বয়ং সুনানে তিরমিযির তাহকীকে সনদটিকে যঈফ বলেছেন।

১৬৩৯ সুনানে তিরমিযি, ২/১১৬-১১৭পৃ. হাদিস নং ৩১১

বুঝা গেল ঐ শব্দগুলোই অধিক বিশুদ্ধ, যেগুলোতে মুকতাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ নেই। তাই বুঝতে পারলাম যে সেই প্রথম হাদিসে একক নামাযী যখন নামায পড়বে তখন সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায হবে না বুঝিয়েছেন।

বিষয় নং ১১ : নামাযে নাভীর নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গ

আমার লিখিত 'সহীহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান' গ্রন্থে আমি বিস্তারিত আলোকপাত করেছি যে, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখবে তা নিয়ে অধিকাংশ ইমাম এবং আহলে হাদিসদের সাথে আমাদের কোন মতবিরোধ নেই; বরং মতবিরোধ হলো হাতটি কোথায় রাখবে তা নিয়ে, যার ব্যাপারে সামনে বিস্তারিত আলোকপাত করবো। ইনশাআল্লাহ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"ছহীহ হাদীছের দাবী হল বুকের উপর হাত বেঁধে ছালাত আদায় করা। নাভীর নিচে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করার পক্ষে কোন ছহীহ হাদিস নেই। এর পক্ষে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবই ত্রুটিপূর্ণ।" পাঠকবর্গ! তিনি এ অল্প সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি যে কতগুলো মিথ্যাচার করেছেন তার কোন সীমা নেই। পাঠকবর্গ! আপনারা আমার লিখিত 'সহীহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন যে বুকের উপর হাত বাঁধার যে কয়েকটি হাদিস রয়েছে তাঁর কোনটা হয় অত্যন্ত যঈফ আবার হয় কোনটা মুনকার বা আপত্তিকর।

নাভির নিচে হাত বাঁধার হানাফীদের দলিল

এ ব্যাপারে হানাফীদের অসংখ্য হাদিস রয়েছে। তার মধ্যে মারফূ, মাওকুফ, মাকতু বা তাবে-তাবেয়ীদের কর্ম এবং হাদিসের ইমামদের কওল বা বক্তব্যও পাওয়া যায়।

হাদিস নং- ০১

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

"রাসূল ﷺ কে দেখেছি (সালাতে দণ্ডায়মান অবস্থায়) তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রেখেছেন।"[১৬৪০]

১৬৪০.ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৪৩ পৃ. হাদিস নং- ৩৯৩৮ এবং ৩৯৩৯, দারুল কিবলা, জিদ্দা, সৌদি আরব (শায়খ আবু আওয়ামা সম্পাদিত), মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিক্হুস-সুনানি ওয়াল আসার, ১/১৬৯ পৃ. হাদিস নং- ৪২৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৮৪ পৃ. হাদিস নং- ২৫২, মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে নেকায়া, ১/২৪২-২৪৩ পৃ., মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বাহলুভী, আদিল্লাতে হানাফিয়্যাহ, ১৫৭ পৃ. হাদিস নং- ৩৬৬, দারুল হাদিস, দামেস্ক, সিরিয়া হতে প্রকাশিত।

Scanned by C

উক্ত হাদিসের সনদ পর্যালোচনা : উক্ত হাদিসের সনদ সহীহ বা বিশুদ্ধ হাতে কোন সন্দেহ নেই। সনদটি যঈফ বা দুর্বল প্রমাণ করতে আজ পর্যন্ত আহলে হাদিস পারেননি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না ইনশাআল্লাহ।

১.উক্ত হাদিসকে ইমাম হাফেজ কাসেম বিন কুতলুবুগা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'তাখরীজু আহাদিসিল ইখতিয়ার শরহে মুখতার' গ্রন্থে বলেন- هَذَا سَنَدٌ جَيِّدٌ -"উক্ত হাদিসটির সনদ শক্তিশালী।"

২.হযরত ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ আবু তৈয়্যব মাদনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'শরহে তিরমিযী' গ্রন্থে বলেন- هَذَا حَدِيثٌ قَوِيٌّ -"উক্ত হাদিসের সনদটি শক্তিশালী।"

৩.শুধু তাই নয় শায়খ আবেদ সানাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার "তাওয়ালিউল আনওয়ার" গ্রন্থে বলেন- رِجَالُهُ ثِقَاتٌ "উক্ত হাদিসের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৬৪১]

৪.অনুরূপ ইমাম নীমাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার "আসারুস-সুনান" গ্রন্থেও হাশীয়ায় তিনি উক্ত হাদিসের সহীহ হওয়ার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

৫.ইমাম মুফতি আমিমুল ইহসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার গ্রন্থে হাদিসটি সহীহ বলেছেন।

৬.অপরদিকে 'আদিল্লাতে হানাফিয়্যাহ' গ্রন্থকার মুসলিম বাহলুভী বলেন- إسناده صحيح "উক্ত হাদিসের সনদ সহীহ।"[১৬৪২]

আহলে হাদিসদের মতন ও হাদিস চুরির ইতিহাস ঃ

মোবারকপুরীর ধোঁকাবাজি :

আহলে হাদিস মোবারপুরী এ সনদটির এত প্রশংসা করে শেষে ধোঁকাবাজি করে এভাবে-إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ جَيِّدًا لَكِنْ فِي ثُبُوتِ لَفْظِ تَحْتَ السُّرَّةِ -"এ সনদটি যদিও বেশ শক্তিশালী কিন্তু নাভীর নিচে শব্দটি প্রমাণিত নয়।"[১৬৪৩] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ যে হাদিসটি প্রমাণিতই নয় সে সনদটি কিভাবে শক্তিশালী হয়?

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ২১৫ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"বর্ণনাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। 'নাভীর নীচে' কথাটুকু হাদীছে নেই। সুতরাং এই অংশটি জাল করা হয়েছে।" মুহসিন সাহেব কোথায় পেলেন যে হাদিসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট?? তিনি পেয়ে থাকলে তাহলে সে মুহাদ্দিসের নাম ও তাদের কিতাবের বিবরণ কোথায়?? আহলে হাদিস মোবারকপুরীই তাঁর প্রধান পুঁজি। বুঝতে পারলাম তার পুঁজি মিথ্যা বলা। 'নাভীর নিচে' শব্দটি আছে না নেই এ বিষয়ে আলোচনা সামনে করছি। তবে এতটুকু কথা আগে বলছি যে, আপনি নাভীর নিচে শব্দটি দেখতে কবে আসবেন

১৬৪১. আব্দুর রহমান মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৭৫ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৬৪২. মুসলিম বাহলুভি, আদিল্লাতে হানাফিয়্যাত, ১৫৭ পৃ, হাদিস নং- ৩৬৬, দারুল হাদিস, কায়রু, মিশর।

১৬৪৩. আব্দুর রহমান মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৭৫ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

...স্বাগতম। একটি নয় একাধিক নুসকা থেকেই আপনাকে দেখাবো। মিথ্যাবাদী ...হসিন সাহেব তার বইয়ের ২১৫ পৃষ্ঠায় মোবারকপুরীর কথা কে হায়াত সিন্দীর কথা ...বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আহলে হাদিস মোবারকপুরী আরও ধোঁকাবাজি করার চেষ্টা ...করেছে যে-

الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ حَيَاةُ السِّنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فَتْحِ الْغَفُورِ فِي زِيَادَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ نَظَرٌ بَلْ فِي غَلَطٍ

...শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিন্দী (ওফাত.১১৬৩ হিজরী) তার 'রিসালায়ে ফাতহিল গাফুর' ...এ নাভীর নিচে শব্দটিসহ বর্ণনা করেছেন, আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে এটি তিনি ভুল করেছেন।"[১৬৪৪] নাউযুবিল্লাহ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি বর্তমানে মওজুদকৃত চারটি ...পাণ্ডুলিপি থেকে আল্লামা আবু আওয়ামার তাহক্বীকে প্রকাশিত প্রকাশনার নামের তালিকা ...আপনাদের সামনে নিম্নে করবো উপস্থাপন। সমস্ত আহলে হাদিসদের মুখোশ উন্মোচনে ...আপনাদের কাছে নাভীর নিচে শব্দসহ যে কিতাব আছে তাই আমি যথেষ্ট মনে করি।

বাংলাদেশের আহলে হাদিসদের অবস্থান ঃ

মোবারকপুরীর মতই বাংলাদেশের অন্যতম আহলে হাদিস আবুল কালাম আযাদ তার ...'...রাসূল (ﷺ) এর জামাতে নামায'[১৬৪৫] এর (যা আলবানীর বইয়ের সংক্ষেপ) ...পৃষ্ঠায় লিখেন- "মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় এ হাদিসের কোনো অস্তিত্ব নেই।" সমস্ত পাঠকবর্গের জানা আছে চোরেরা তো চুরি করে না করার কথা বলবে এটা স্বাভাবিক কথা। কথায় আছে "চোরের মার বড় গলা" তাদের জন্য এ বাক্যটি ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশের তথাকথিত আহলে হাদিসদের মান্যবর ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এ হাদিস প্রসঙ্গে বলেন-"কোনো কোনো পাণ্ডুলিপির লিপিকার এ হাদীসের শেষে বিদ্যমান 'নাভীর নিচে' বাক্যাংশটি ভুল করে বাদ দিয়েছেন।"[১৬৪৬] স্পষ্ট হয়ে গেলে আহলে হাদিসদের চুরি।

আহলে হাদিসদের হাদিস চুরি ফাঁস করলেন শায়খ আবু আওয়ামা

...শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিন্দী (ওফাত.১১৬৩ হিজরী) তার 'রিসালায়ে ফাতহিল গাফুর' এ ...আড়াইশত বছর পূর্বে নাভীর নিচে শব্দটিসহ বর্ণনা করেছেন এবং তার কাছে পাণ্ডুলিপি ...আছে বলে তিনি তার কিতাবে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা হল-

عن ابن أبي شيبة ولفظه: وكيع، عن موسى بن عميرة، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة: هذا إسناد جيد.

১৬৪৪. আব্দুর রহমান মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৭৫ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৬৪৫. ম আযাদ প্রকাশন, ১৯ শাহী জামে মসজিদ মার্কেট আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, হতে প্রকাশিত।

১৬৪৬. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, নামাযে হাত বাঁধার বিধান, ৫২ পৃ. আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, নভেম্বর, ২০১৪ইং, ফকিহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বসুন্ধরা হতে প্রকাশিত মাসিক আল-...আবরার, জানুয়ারী, ২০১৫ইং, ৩১- ...

Scanned by C

-"ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন যার শব্দাবলী হল ইমাম ওয়াকী رحمه الله থেকে তিনি মূসা বিন উমাইর رحمه الله থেকে তিনি তাবেয়ী আলকামা رحمه الله থেকে তিনি তার পিতা সাহাবী হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন আমি রাসূল (ﷺ) কে দেখেছি যে তিনি নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করেছেন। আর এ সনদটি শক্তিশালী।"[১৬৪৭] আর মিথ্যাবাদী মুহসিন তার বইয়ের ২১৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, হায়াত সিন্দী (رحمه الله) নাভির নিচে' শব্দের বিপক্ষে অভিমত পেশ করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

বিশিষ্ট পাণ্ডুলিপি গবেষক আল্লামা শায়খ আবু আওয়ামা মুসান্নাফে আবি শায়বার পুরোনো চারটি পাণ্ডুলিপি কপি পান আর চারটির মধ্যে ২টি পাণ্ডুলিপির কপিতে "নাভীর নিচে" শব্দটি রয়েছে অনুসন্ধান করে পান।[১৬৪৮] আর 'নাভীর নিচে' হাত বাঁধার শব্দ প্রায় চারটিরও বেশী প্রকাশনী থেকে বর্তমানে পাওয়া যায় আর বাকী কয়েকটি সালাফী মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় তারা 'নাভীর নিচে' শব্দটি ছাড়াই ছাপিয়েছে। তবে আমাদের কাছে দু'টি পাণ্ডুলিপি মওজুদ আছে এবং পাণ্ডুলিপির স্কেনিং ছবিসহ তার অনুবাদও প্রকাশনার কিতাবে উল্লেখ করেন।

নাভীর নিচে শব্দসহ প্রকাশিত প্রকাশনার নাম ঃ

সর্বশেষ বলতে চাই, যারাই মুসান্নাফ গ্রন্থ ক্রয় করেন তারা যেন

১. আবু আওয়ামা সম্পাদিত সেখানে ১ম খণ্ডের হাদিস নং ৩৯৫৯ যা দারুল কিবলা, জেদ্দা, সৌদি হতে প্রকাশিত (শামিলা সর্বশেষ আপডেট)।

২. আবু আওয়ামা সম্পাদিত দারুত তাজ, বয়রুত, লেবানন, যার ১/৩৪৩ পৃষ্ঠার হাদিস নং.৩৯৫৯ এ হাদিসটি রয়েছে ।

৩. আবু আওয়ামা সম্পাদিত ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান হতে প্রকাশিত। যার ৩/৩২১-৩২২ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৩৯৫৯ এ হাদিস রয়েছে দেখে কিনেন।

৪. মাকতাবায়ে এমদাদিয়্যাহ, পাকিস্তান, প্রকাশ. হি.।

সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমার আকুল আবেদন যে, এ কথাগুলো কোন চাপাবাজি নয়, বুকে হাত রেখে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বলছি। আমাদের কাছে বর্তমানে নাভীর নিচে শব্দসহ পাণ্ডুলিপি রয়েছে কেউ দেখতে চাইলে যে কোনো মুহূর্তে আমরা দেখাতে প্রস্তুত ইনশাআল্লাহ্। তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতি কিতাব দেখুন, এক পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছু হাদিস পাওয়া যায় যা অন্য পাণ্ডুলিপিতে নেই। তিরমিযি শরীফের মোবারকপুরী, আহমদ শাকের ও তাহকীক

১৬৪৭. শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিন্দী (ওফাত.১১৬৩ হি.), রিসালায়ে ফাতহিল গাফুর, ৫০ পৃ. (শামিলা)।

১৬৪৮. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, নামাযে হাত বাঁধার বিধান, ৫২ পৃ. আস্-সুন্নাহ পাবলিকেশন, ঝিনাইদাহ, বাংলাদেশ, নভেম্বর, ২০১৪ইং, ফকিহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বসুন্ধরা হতে প্রকাশিত মাসিক আল-আবরার, জানুয়ারী, ২০১৫ইং, ৩১- ৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

...তিন কপিতেই তারতম্য দেখা যায়। সুতরাং এটা কোন আপত্তি হতে পারে না। যারা নিজের চোখে হাদিসটি মুসান্নাফে দেখেছেন তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

হাদিস নং-২-৩

নাভির নিচে হাত বাঁধা নবীদের সুন্নত ঃ

সনদ বর্ণনা ঃ প্রথমত এ হাদিসটি একাধিক সূত্র রয়েছে।

১. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (رحمه الله), ইমাম ইবনে শাহীন (رحمه الله), ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবরাহিমি (رحمه الله) তার কিতাবুস্-সলাত এর সূত্রে তাঁর হাদিস গ্রন্থে হযরত আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, আর সেখানে তিনি বলেন-

علي قال: ثلاثة من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الأكف تحت السرة في الصلاة

"তিনটি জিনিস নবুওয়াতের মহান স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। বিলম্ব না করে যথা সময়ে তাড়াতাড়ি ইফতারি করা, বিলম্বে সাহরী ভক্ষণ করা এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধা।"[১৬৪৯] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رحمه الله (৯১১হি.) লিখেন-

ابن شاهين، وأبو محمد الإبراهيمي في كتاب الصلاة، وأبو القاسم بن منده في الخشوع

"ইমাম ইবনে শাহীন (رحمه الله) ও ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবরাহিমী (رحمه الله) উভয়েই তাদের 'কিতাবুস-ছালাত' গ্রন্থে এবং ইমাম আসেম বিন মুনাদাহ তার 'খুশু' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।"[১৬৫০]

...আমাদের বক্তব্য হলো সনদটি 'হাসান'। অপরদিকে এ হাদিসটি আনাসের দুটি সূত্র হতে (رضي الله عنه) সনদ দ্বারা শক্তি অর্জিত হয়েছে। আর সকল মুহাদ্দিস একমত যে, যঈফ সনদের হাদিসও যখন একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তা তখন 'হাসান' এ পরিণত হয়। কিন্তু এই সনদ তো যঈফ নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৮৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। তাই এ হাদিসটির সমর্থনে আরও দু'টি সনদ রয়েছে; যা নিম্নে পেশ করা হল।

হাদিসটি হযরত আনাস (رضي الله عنه) হতেও বর্ণিত আছে-

عن انس قال ثلاث من اخلاق النبوة تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلوة تحت السرة

"তিনটি জিনিস নবুওয়াতের মহান স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। বিলম্ব না করে যথাসময়ে তাড়াতাড়ি ইফতার করা, বিলম্বে সাহরী ভক্ষণ করা এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধা।"[১৬৫১]

১৬৪৯. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৬/২৩০পৃ. হাদিস/৪৪২৭১, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০১ হি., ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ৩০/২২৮পৃ. হা/৩৩১৪৮

১৬৫০. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ৩০/২২৮পৃ. হা/৩৩১৪৮

১৬৫১. আল্লামা আলাউদ্দিন তুরকামানী, জাওয়াহিরুন নকী আলা সুনানিল বায়হাকী, ২/৩২ পৃ. দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবানন, ইবনে হাযম, আল্-মহল্লিল আছার, ৪/১১৩ পৃ., নীমাভী, আছারুস-সুনান,

Scanned by C

শুধু তাই নয় এই বক্তব্যটি আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে হাযমও স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয় ইবনে হাযম হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেও আরেকটি সূত্র তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৬৫২]

সনদ পর্যালোচনা :

ইমাম নীমাবী (রহঃ) উক্ত সূত্রকে 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬৫৩] কোন কোন আহলে হাদিস গণ্ডমূর্খ আলেমগণ বলেন যে, এ হাদিসটি নাকি তা'লিক (সনদবিহীন) সূত্রে বর্ণিত। নাউযুবিল্লাহ!

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"বর্ণনাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। মুহাদ্দিছ যাকারিয়া বিন গোলাম কাদের বলেন,'এই হাদীছের কেউ কোন সনদ উল্লেখ করেননি। মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'আমি এই হাদীছের সনদ সম্পর্কে অবগত নই'।" মোবারকপুরী যেহেতু তাদেরই এক আহলে হাদিস আলেম সেহেতু তার থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা যায় না। আমি মুহসিন সাহেবের কথাই আশ্চর্যিত যে তিনি কোন হাদিস বিশারদ ইমামের কোন উক্তিতি না দিয়ে এ হাদিসের বিষয়ে তিনি এ ধরনের শব্দ বলতে পারলেন কী করে!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! দেখুন ইমাম বায়হাকী (রহঃ.) তার 'খিলাফিয়্যাত" গ্রন্থে সনদসহ মূল অংশটি উল্লেখ করেছেন এভাবে -

روى سعيد بن زربي عَن ثَابت عَن أنس قَالَ: من أَخْلَاق النُّبُوَّة تَعْجِيل الْإِفْطَار وَتَأْخِير السّحُور ووضعك يَمِينك على شمالك فِي الصَّلَاة تَحت السُّرَّة ‧ تفرد بِهِ زربي وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ

-"তাবে-তাবেয়ী সাঈদ বিন যারবী (রহঃ) তিনি তাবেয়ী হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) থেকে তিনি হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন "তিনটি জিনিস নবুওয়াতের মহান স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। বিলম্বে না করে যথা সময়ে তাড়াতাড়ি ইফতার করা, বিলম্বে সাহরী ভক্ষণ করা এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধা। ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেছেন এ সনদে যারবী মযবুত বর্ণনাকারী নয়।"[১৬৫৪] এটি ইমাম বায়হাকীর একক মত। যাই হোক প্রমাণিত হল এ তথাকথিত ভণ্ড আহলে হাদিসদের কথা সনদ নেই বক্তব্য ভুয়া তথা মনগড়া। উক্ত রাবী তার বিখ্যাত শায়খ হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হাতেম

১৪৯পৃ. বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৪/৩৮৯পৃ.আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মা'রিফুস সুনান, ২/৪৪৫পৃ. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী,২/৮৫-৮৬পৃ.

১৬৫২. ইবনে হাযম, আল-মহাল্লা, ৪/১১৩-১১৪ পৃ.

১৬৫৩. ইমাম নীমাবী, আসারুস্-সুনান, ১৪৯পৃ.

১৬৫৪. শিহাবুদ্দীন, মুখতাসারুল খিলাফিয়্যাতুল বায়হাকী, ২/৩৩-৩৪পৃ. মাকতুবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব।

(রহঃ) তার জীবনীতে লিখেন- روى عن ثابت -"তিনি সাবেত বুনানী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[১৬৫৫] আল্লামা মুগলতাঈ (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قال ابن حبان وذكره في «الثقات»

-"ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সত্যবাদী বলেছেন এবং তার সিকাহ রাবীর গ্রন্থে তাকে স্থান দিয়েছেন।"[১৬৫৬] তিনি আরও উল্লেখ করেন-ولما ذكره ابن شاهين في «الثقات» -"তবে ইমাম ইবনে শাহীন (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[১৬৫৭] ইমাম কেউ তাকে গায়রে সিকাহ ও ইমাম দারেকুতনী তাকে যঈফ বলেছেন।[১৬৫৮] তাই আমরা এই হাদিস দুই স্তরের মাঝা মাঝি অর্থাৎ 'হাসান' বলতে পারি।

দ্বিতীয় বর্ণনা : হযরত আলী (রাঃ) এর দ্বিতীয় বর্ণনাটির অনেকগুলো সূত্রে এবং বিভিন্ন ইমামগণ তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। প্রথম সূত্র : -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

-"ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তিনি মুহাম্মদ বিন মাহবুব (রহঃ) থেকে তিনি হাফস বিন গিয়াস তিনি আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক তিনি যিয়াদ ইবনে যায়েদ তিনি হযরত আবু জুহাইফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন নিশ্চয় হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নামাযে রত অবস্থায় নাভির নিচে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।"[১৬৫৯]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আর নিয়ম হচ্ছে, সাহাবী যখন কোন বিধানকে 'মিনাস্-সুন্নাহ' বলেন তখন তা মারফূ (তথা নবীজি থেকে প্রাপ্ত) সাব্যস্ত হয়। এ বিষয়ে আমরা কিছু দলিলও দিতে চাই।

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন-

১৬৫৫. ইমাম আবু হাতেম, জারহাহ ওয়া তা'দীল, ৪/২৩পৃ. ক্রমিক.৯৫

১৬৫৬. আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/২৯২পৃ. ক্রমিক.১৯৩৮, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস্-সিকাত, ৬/৩৬২পৃ. ক্রমিক. ৮১১৫

১৬৫৭. আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/২৯২পৃ. ক্রমিক. ১৯৩৮

১৬৫৮. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/৩৭৬পৃ. ক্রমিক. ১৪১, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১০/৫৩পৃ.

১৬৫৯. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, ফতোয়ায়ে শামী, ১/৩৫১ পৃ.। ইমাম আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/২০২ পৃ. হাদিস নং- ৭৫৬, দারুল ফিকর, বয়রুত। ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১/১১০ পৃ, হাদিস নং- ইমাম দারাকুতনী, আস্-সুনান, ১/২৮৬ পৃ. দারুল কিতাব আরাবী, বয়রুত, লেবানন। মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৮৭ পৃ, হাদিস নং- ২৫২। ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৩১ পৃ. হাদিস নং- ২১৬, মাকতাবায়ে দারুল বায, মক্কাতুল মুকাররামা। আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৯০ পৃ.। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৪/৩৮৯ পৃ, হাদিস নং- ৭৪০, ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ২/৪৬৪ পৃ, হাদিস নং- ৭৪০।

Scanned by C

وَنَقَلَ أَنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ أَن من السّنة هَذَا اللَّفْظ يدْخل فِي الْمَرْفُوع عِنْدهم. وَقَالَ أَبُو عمر فِي التقصي وَاعْلَم أَن الصَّحَابِيّ إِذا أطلق اسْم السّنة فَالْمُرَاد بِهِ سنة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

-"হযরত আলী (ﷺ) এর বক্তব্য 'ইন্না মিনাস সুন্নাহ' মুহাদ্দিসেনে কেরামের নিকট মারফূ হিসেবে সাব্যস্ত। এ ব্যাপারে ইমাম আবু উমর তার 'তাকছী' গ্রন্থে বলেন জেনে রাখুন কোন সাহাবী যখন কোন একটি বিষয়কে 'সুন্নাত' বলেন, তাহলে অতঃপর বুঝে হবে এর উদ্দেশ্য হলো সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ।"[১৬৬০]

যেমন ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ) ও আল্লামা ইমাম নববী (রহঃ) বলেন-

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا.. كُلُّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ.

-"সাহাবীর বাণী এরূপ হলে আমাদেরকে এরূপ আদেশ দেওয়া হয়েছে, অথবা আমাদেরকে এরূপ নিষেধ করা হয়েছে অথবা এরূপ সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত,... প্রত্যেক রেওয়াতই 'মারফূ-সহিহ' হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। যেমনটি অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেছেন।"[১৬৬১]

উক্ত হাদিসের ব্যাপারে আহলে হাদিসদের আপত্তি : আহলে হাদিসদের দাবী উক্ত সনদটি দুর্বল, যেমন আলবানীর তার যঈফুল সুনানে আবু দাউদে হাদিস নং- ৭৫৬ এ উল্লেখ করেছেন। তার বক্তব্য হলো উক্ত সনদের একজন রাবী 'আবু শায়বাহ আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক ওয়াসেতী' দুর্বল রাবী। তাই তারা বলে থাকেন সনদটি দুর্বল। কয়েকজন মুহাদ্দিস তার স্মৃতিশক্তির সমস্যার কারণে তাকে যঈফ বলেছেন।

তাই বলে আহলে হাদিসদের সপক্ষের হাদিসের সনদের মত কেউ মিথ্যাবাদী, মুনকার, মাতরূক, জাল হাদিস বানানোর অভিযোগ এই রাবীর নেই।

কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, ইমাম হায়সামী (রহঃ) তার "মাযমাউয যাওয়াইদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। সামনে আমরা আলোচনায় দেখবো যে ইমাম তিরমিযি (রহঃ) তার হাদিসকে 'হাসান' বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আলী (ﷺ) থেকে উক্ত রাবী ছাড়া হাদিস

আহলে হাদিসদের দাবী হযরত আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদিসের সমালোচিত রাবী 'আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক' ছাড়া অন্য কোন সূত্র নেই। অথচ হযরত আলী (ﷺ) হতে প্রথমে একটি সূত্র উল্লেখ করেছি; এবার আরেকটি সূত্র উল্লেখ করছি।

বিখ্যাত হাদিসের ইমাম, আল্লামা ইবনুল বার্‌ (রহঃ) {ওফাত. ৪৬৩ হি.} বলেন-

১৬৬০. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭৯পৃ. দারু ইহইয়াউত-তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

১৬৬১. ইমাম সুয়ূতী, তাদরিবুর রাবী, ১৫১ পৃ.; তাকরীব ওয়া তাইছির, ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃ.

ذَكَرَ الْأَثْرَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ

ইমাম আবু বকর আছরাম (রহঃ) (যিনি ইমাম আহমাদের একনিষ্ঠ ছাত্র, আসমাউর রিজালবিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন) বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু ওয়ালিদ তায়ালসী (রহঃ) তাহাকে হাম্মাদ বিন সালামা (রহঃ) তাকে বর্ণনা করেছেন আছেম জাহদারী তাকে তাবেয়ী উকবা ইবনে ছুহবান (রহঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আলী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন সুরা কাউছারের "ফা সল্লিলি রব্বিকা ওয়ান হার" ব্যাখায় মাওলা আলী (ﷺ) বলেছেন যে নামাযে যে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করবে।"[১৬৬২] বুঝতে পারলাম হযরত আলী (ﷺ) হতে অন্য সনদে হাদিস বর্ণিত আছে যেখানে আহলে হাদিসদের সমালোচিত রাবী "আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক' নেই। এ হাদিসের সনদ সহীহ। রাবী তাবেয়ী 'উকবাহ ইবনে ছুহবান' সহীহ বুখারী মুসলিমের রাবী এবং সকলের ঐক্যমতে সিকাহ। (ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ২/৮৬৩ পৃ. ক্রমিক.৮৪, ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/২০০পৃ. ক্রমিক. ৩৭৭) আসেম জাহদারীকে ইমাম ইবনে হিব্বান সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৫/২২৭ পৃ. ক্রমিক.৪৬২৩) আর হাম্মাদ ইবনে সালামা সহীহ মুসলিমের রাবী। (ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১৭৮ পৃ. ক্রমিক.১৪৯৯) আর আবু ওয়ালীদ তায়ালসীর বিষয়ে তো কোন কতাই নেই; কেননা তিনি সিহাহ সিত্তার রাবী। ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার প্রসংশায় লিখেছেন-

الإِمَامُ، الحَافِظُ، النَّاقِدُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ

-"তিনি হাদিসের ইমাম, হাফেযুল হাদিস, হাদিস সমালোচক, শায়খুল ইসলাম।" (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৩৪১ পৃ. ক্রমিক. ৮৪) আর আবু বকর আছরাম হাদিসের ইমাম এবং ইমাম আহমাদের একনিষ্ঠ ছাত্র। এজন্য ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন- الإِمَامُ، الحَافِظُ، العَلاَّمَةُ -"তিনি হাদিসের ইমাম, হাফেযুল হাদিস, আল্লামা।" (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/৬২৩ পৃ., ক্রমিক. ২৩৭) বুঝতে পারলাম যে এ হাদিসটির সনদ পরিপূর্ণ ভিন্ন বা আলাদা।

হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) এর আমল :

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস সংকলন করেন এভাবে -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

১৬৬২. ইমাম ইবনুল বার্‌, আত্‌-তামহীদ, ২০/৭৮পৃ. প্রকাশ ১৩৮৭হি. (শামিলা)

Scanned by C

-"ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله) যথাক্রমে ......তাবেয়ী হযরত আবু ওয়ায়েল (رحمه الله) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেছেন প্রত্যেকের নাভির নিচে হাতের উপর হাত রাখা উচিত।"[১৬৬৩]

সনদ পর্যালোচনা : ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله) এ সনদটি বর্ণনা করে বলেন-

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ

-"আমি ইমাম আহমদ (رحمه الله) কে 'আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক' (رحمه الله) কে দুর্বল বলতে শুনেছি।"[১৬৬৪] তাই বুঝা গেল সনদটি কিছুটা দুর্বল।

উক্ত রাবী সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। উক্ত রাবী যেহেতু এ বিষয়ে একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন সেহেতু সামগ্রিকভাবে তার হাদিসটি 'হাসান লিগাইরিহি' বলা যেতে পারে। এ ছাড়া এ বিষয়ে আমি একটি সহীহ সনদ, দুটি হাসান সনদের বর্ণনা আমি ইতিপূর্বে দিয়েছি। দলিল বা বিধান সাবেত বা প্রমাণের জন্য আমাদের কাছে এগুলোই যথেষ্ট। আমার দাবি হল উক্ত হাদিসটি আহলে হাদিসদের বর্ণনাকৃত হাদিসের তুলনায় শক্তিশালী। আর আবু হোরায়রা (رضي الله عنه) এবং হযরত আলী (رضي الله عنه) এক একজন ফকীহ্ সাহাবী ছিলেন তারা যেহেতু হাত নাভির নিচে বাঁধতেন, তাহলে আমরা কী করব!

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) এর তৃতীয় হাদিস :

হযরত আলী (رضي الله عنه) এর হাদিসের মতনের মত সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে একটি সূত্র ইমাম মুনযির নিশাপুরী (رحمه الله) (ওফাত.৩১৯হি) তার গ্রন্থে সনদসহ এভাবে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ

-"আমাকে মূসা বিন হারুন (رحمه الله) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাকে ইয়াহইয়া বিন আব্দুল হামিদ (رحمه الله) তাকে আব্দুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ (رحمه الله) তিনি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক (رحمه الله) থেকে তিনি সায়্যার আবিল হাকাম (رحمه الله) থেকে তিনি তাবেয়ী আবি ওয়ায়েল (رحمه الله) থেকে তিনি সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে, তিনি বলেন, সুন্নাত হল নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রেখে নাভির নিচে স্থাপন করবে।"[১৬৬৫] এ হাদিসটি উল্লেখ করে ইমাম মুনযির (رحمه الله) (ওফাত.৩১৯হি.) আরও বলেন-

---

১৬৬৩.ইমাম আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/২০২-২০৩ পৃ. হাদিস নং-৭৫৮, মাকতুবাতুল আসরিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আল্লামা ইবনে হাযম, আল্-মহল্লা, ২/১ পৃ., ইমাম আলাউদ্দিন, জাওয়াহিরুন নকী আলাল বায়হাকী, ২/৩১ পৃ., মোবারকপুরী, তুহফাতুল-আহওয়াজি, ২/৮৮ পৃ, হাদিস নং- ২৫২। ইমাম দারেকুত্বনী, আস্-সুনান, ১/২২৬ পৃ, হাদিস নং- ১০৮৫।

১৬৬৪.ইমাম আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/২০২-২০৩ পৃ. হাদিস নং- ৭৫৮।

১৬৬৫. মুনযিরী, আল-আওসাত, ৩/৯৪পৃ. হাদিস : ১২৯১, দারু তৈয়্যাব, রিয়াদ, সৌদি, প্রকাশ প্রথম প্রকাশ.১৪০৫হি.

وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْوَى فِي الْحَدِيثِ

-"অনুরূপ (নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে) সুফিয়ান সাওরী (رحمه الله), ইসহাক (رحمه الله) আমল করতে বলেছেন। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহবিয়্যাহ (رحمه الله) বলেন হাদিসের মধ্যে নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিস বেশী শক্তিশালী।"[১৬৬৬]

নাভীর নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে তাবেয়ীদের আমল :

ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে কোনো সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীর আমল পাওয়া যায়।

ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

-"তিনি ইমাম ওয়াকী (رحمه الله) থেকে তিনি রাবেঈ (رحمه الله) থেকে তিনি আবি মা'শারা (رحمه الله) থেকে তিনি বিখ্যাত মশহুর তাবেয়ী হযরত ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (رحمه الله) থেকে তিনি বলেন, নামাযে নিজ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে বাঁধবে।"[১৬৬৭]

উক্ত হাদিসটির সম্পর্কে ইমাম নীমাবী (رحمه الله) এবং মুসলিম বাহলুভি (رحمه الله) তাদের গ্রন্থে সনদটি 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হলো সনদটি সহিহ। কেননা, সনদে কোন রাবীর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই।

ইমাম মুহাম্মদ হাসান শায়বানী (رحمه الله) {ওফাত. ১৮৯ হি.} একটি হাদিস এভাবে সংকলন করেন-

مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

-"ইমাম মুহাম্মদ (رحمه الله) তিনি বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন রাবে'ঈ বিন সুবেহ (رحمه الله) তাকে আবি মা'আশারা (رحمه الله) তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (رحمه الله) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভির নিচে স্থাপন করতেন। ইমাম মুহাম্মদ (رحمه الله) বলেন এ মতটিকে ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) গ্রহণ করেছেন।"[১৬৬৮]

১৬৬৬. মুনযিরী, আল-আওসাত, ৩/৯৪পৃ. হাদিস : ১২৯১, দারু তৈয়্যাব, রিয়াদ, সৌদি, প্রকাশ. প্রথম প্রকাশ.১৪০৫হি.

১৬৬৭.ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/৩৪৩ পৃ. হাদিস নং- ৩৯৩৯, মাকতাবাতুর-রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব। ইমাম নীমাভী, আছারুস্-সুনান, ১৪৮ পৃ. মুসলিম বাহলুভি, আদিল্লাতে হানাফিয়্যাহ, ১৫৮ পৃ. হাদিস নং- ৩৬৬, দারুল হাদিস, কায়রু, মিশর, মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে জামেউত তিরমিযি, ২/৮৫ পৃ. হাদিস : ২৫২।

১৬৬৮.ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী, আল-আছার, ১/৩২২পৃ. হাদিস নং-১২১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, হুসামুদ্দীন বিহারী, সহিহুল বিহারী, ১/... পৃ. মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে নেকায়া, ১/২৪২-২৪৩

Scanned by C

সনদ পর্যালোচনা ঃ এ সনদটি পূর্বের সনদের মত খুবই সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী।

ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) আরও একজন তাবেয়ীর হাদিসের সনদ বর্ণনা করেছেন-

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَضَعُ؟ قَالَ: يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ

-"তিনি তার শায়খ ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রহ.) থেকে তিনি বলেন আমাকে সংবাদ দিয়েছেন তাবে-তাবেয়ী হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাস্‌সান (রহ.) তিনি বলেন, আমি তাবেয়ী আবু মিজলায (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নামাযের মধ্যে হাত কিভাবে রাখবে? তিনি বললেন, স্বীয় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠে রেখে নাভীর নিচে বাঁধবে।"[১৬৬৯]

সনদ পর্যালোচনা : মুসলিম বাহলুভী ও ইমাম নিমভী (রহ.) বলেন উক্ত হাদিসের সনদ সহীহ।[১৬৭০] কিন্তু আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'জাল হাদীছের কবলে' গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"উক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর সনদ বিচ্ছিন্ন। যদিও কেউ তাকে 'সুন্দর সনদ' বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ছহীহ হাদীছের বিরোধী হলে কিভাবে তাকে সুন্দর সনদ বলা যায়?।" নাঊযুবিল্লাহ

দেখুন কতবড় জাহেল এবং মিথ্যুক তিনি। প্রথমত. এই সনদটি বিচ্ছিন্ন নয়; বরং মুত্তাসিল। তাবেয়ী মিযলাযের সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র হল 'হাজ্জাজ ইবনু হাস্‌সান'। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

بَصْرِيٌّ، لاَ بَأْسَ بِهِ. عَنْ: أَنَسٍ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَعِكْرِمَةَ.

-"তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে, আবু মিযলায (রহ.) হতে এবং তাবেয়ী ইক্‌রামা (রহ.) হতে হাদিস শুনেছেন।"[১৬৭১] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল যে হাজ্জাজ ইবনে হাস্‌সান নিজেই তাবেয়ীর মর্যাদায় ভূষিত এবং বিখ্যাত তাবেয়ী মিযলাযের ছাত্র। তাহলে বুঝতে পারলাম যে মুহসিন সাহেব জেনে বুঝে ইচ্ছা করে একটি মিথ্যা কথা তিনি তার গ্রন্থে লিখেছেন। দ্বিতীয়ত. তিনি লিখেছেন কেউ কেউ এখানে 'সুন্দর সনদ' বলেছেন। আমি বলবো যে আপনি ছাড়া আজ পর্যন্ত এটিকে গ্রহণযোগ্য নয় কেহ বলেছেন তার নজির নেই।

পৃ. যিয়া মুকাদ্দাসী, আল্-আহাদিসুল মুখতার, ২/৩৮৬ পৃ. হাদিস নং- ৭৭১-৭৭২। মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ২/৮৫ পৃ. হাদিস নং- ২৫২।

১৬৬৯. ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/৩৪৩ পৃ. হাদিস/৩৯৪২। মুসলিম বাহলুভি, আদিল্লাতে হানাফিয়্যাহ, ১৫৮ পৃ. হাদিস নং- ৩৬৭। ইমাম নীমাবী, আছারুস্-সুনান, ১৪৮ পৃ। আল্লামা মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ২/৮৫ পৃ. হাদিস নং- ২৫২।

১৬৭০. ইমাম নীমাবী, আছারুস্-সুনান, ১৪৮ পৃ.মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ২/৮৫পৃ.হাদিস নং- ২৫২।

১৬৭১. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৭৭পৃ. ক্রমিক. ৩২

বুকের উপরে হাত বাঁধার আহলে হাদিসদের পুঁজি ঃ

বুখারী শরিফের হাদিসের অপব্যাখ্যার জবাব

আহলে হাদিসরা সহিহ বুখারীর এ হাদিসটির অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়- হযরত সাহাল বিন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ.

"লোকেরা নির্দেশিত হত যে, নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করবে।"[১৬৭২]

এ হাদিস নিয়ে আহলে হাদিসদের অপব্যাখ্যার জবাব ঃ

১. ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে সেটা কোথায় রাখবে এটা এ হাদিসের কোথাও নেই। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

أَبْهَمَ مَوْضِعَهُ مِنَ الذِّرَاعِ وَفِي حَدِيثِ وَائِلٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى والرسغ والساعد وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ ......أَثَرٌ عَلِيٍّ نَحْوُهُ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ

-"বাম বাহুর কোন জায়গায় হাত রাখতেন সেটা এ হাদিসে অস্পষ্ট। আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণিত ওয়াইল (রা.) এর হাদিসে বলা হয়েছে "অতঃপর তিনি তার ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন। ইবনে খুজায়মা (রহ.) প্রমুখ এটিকে সহীহ বলেছেন।....সালাত অধ্যায়ের শেষ দিকে হযরত আলী (রা.) এর অনুরূপ আছার (আমল) এর উল্লেখ আসছে।"[১৬৭৩] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আহলে হাদিসরা এ হাদিস দিয়ে সাধারণ মানুষদেরকে নাভীর নিচে হাত বাঁধতে নিষেধ করে হয়রানি করছে প্রতিনিয়ত; অথচ বিজ্ঞ বিজ্ঞ হাদিসশারদগণ বলেছেন এ হাদিসে বুকের উপর হাত বাঁধার কোন ইঙ্গিতই নেই। বরং এ হাদিস অনেক মারফু সহীহ হাদিসের বিপরীত। আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম শাওকানী এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

قَوْلُهُ: (عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى) أَبْهَمَ هُنَا مَوْضِعَهُ مِنْ الذِّرَاعِ، وَقَدْ بَيَّنَتْهُ رِوَايَةُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ......وَالْمُرَادُ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّ يَدِهِ الْيُسْرَى وَرُسْغِهَا وَسَاعِدِهَا. وَلَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ «وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغِ

-"হাদিস শরীফে যে বলা হয়েছে 'বাম বাহুর উপরে' বাহুর কোন জায়গায় তা এখানে অস্পষ্ট। মুসনাদে আহমাদ ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত পূর্বের হাদিসটিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণিত পূর্বের হাদিসটি আলোচনা প্রসঙ্গে

১৬৭২. ইমাম বুখারী, আস্-সহীহঃ অনুচ্ছেদ ঃ ১/১৪৮পৃ. ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা ঃ হাদিস নং- ৭৪০. ২.ইমাম মালেক ঃ আল্-মুয়াত্তা ঃ ১/১৫৯ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ৪৭.

১৬৭৩. ইবনে হাজার আসকালানী ... হাদিস নং- ৭৪০ দারুল মারিফা, বয়রুত

শাওকানী সাহেব বলেছেন, এর মর্ম হলো তিনি তার ডান বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপরে রেখেছেন। তাবরানী (রহঃ) এর বর্ণনায় এসেছে-তিনি নামাযে তার ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর কব্জির কাছাকাছি রেখেছেন।" (শাওকানী, নায়লুল আওতার, ২/২১৭-১৮ পৃ., দারুল হাদিস, মিশর) লা-মাযহাবী ঘরানায় শীর্ষ আলেম নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান তার বুখারী শরীফের আরবী ভাষ্যগ্রন্থ আওনুল বারীতে বুখারীর হাদিসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

أي على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد

-"বাম হাতের তালুর পিঠ ও কব্জির উপর রাখবে।" (আওনুল বারী, ২/৫৪০ পৃ.) এমনকি আহলে হাদিসদের খ্যাত মুফতি শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায তার ফাতওয়ার কিতাবে লিখেন-

يضع كف اليمنى على كف اليسرى

-"ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠে রাখবে।" (মাজমাউল ফাতওয়া, ১১/৩০ পৃ.) তাই আহলে হাদিস থেকে শুরু করে বাহুর উপর হাত রাখার কথা কেউই সমর্থন পোষণ করেননি।

২. আর 'যির'আ' অর্থ সরাসরি বাহু বলা যাচ্ছে না। কেননা আল্লামা ড. আনিস বলেন-

(الزراع) .....من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى

-"যিরা'আ মানুষের....কনুইয়ের প্রান্ত থেকে মধ্যম আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত।"[১৬৭৪]

৩. কে আদেশ করতো তা কিন্তু হাদিসে স্পষ্ট নেই। আর তাবেয়ী যদিও বলেছেন এটি নবিজির আদেশ বলেই আমরা বুঝি তারপরও বলবো তিনি তো নবিজিকে দেখেননি। কিভাবে আমরা এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবো?

৪. ইবনে হাযম (রহঃ) সাহাবি সা'দ (রাঃ) এর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যেহেতু সাহাবী হাদিসটির বর্ণনাকারী তিনিই তো বলবেন কে আদেশ করতেন অনুসরণ করার জন্য। মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিসের খিলাফ। কেননা, অসংখ্য সাহাবি বলেছেন যে, নবিজি ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখতেন। কিন্তু বাহুর উপর কেউ বলেননি, ইবনে হাযমের বর্ণনা ছাড়া।

আহলে হাদিসদের যুক্তি নং- ০২ : আহলে হাদিসদের প্রধান পুঁজিই হল নিম্নের হাদিস [illegible] [illegible] [illegible] মুফতি উছাইমীন তার ফতোয়া আরকানুল ইসলাম এর [illegible] পৃষ্ঠায়, [illegible] নং- [illegible] এ বলেন- "হাদিসটিতে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও এ ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] সর্বাধিক শক্তিশালী।"

আহলে হাদিসদের আপত্তির খণ্ডন :

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আহলে হাদিস উক্ত আলেমের বক্তব্য দ্বারা দুটি বিষয় সুস্পষ্ট [illegible] : (১) উক্ত হাদিসটির সনদে দুর্বলতা বিদ্যমান। (২) এবং তাদের এ

১৬৭৪. ড. আনিস, মু'জামুল ওয়াসিত ১/[illegible]

বিষয়ে যতগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে সবগুলো হাদিস উক্ত নিম্নের হাদিসটি থেকে আরও বেশী দুর্বল।

উক্ত হাদিসটি হল, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَبُو مُوسَى، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

-"আমি নবী করীম (ﷺ) এর সাথে নামায পড়েছি। অতঃপর (এখানে فَاءْ আতেফায়ে তা'কীবিয়াহ) তিনি তার বাম হাতের উপর ডান হাত তার বুকের ওপর[১৬৭৫] রেখেছেন।"[১৬৭৬] (মতনটি বুলূগুল মারাম, তুহফাতুল আহওয়াজী, নববীর মাজমূ শরহে মুহাযযাব থেকে নেয়া)।

হাদিসের সারমর্ম পর্যালোচনা : সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উক্ত হাদিসে রয়েছে যে, উক্ত সাহাবী রাসূল (ﷺ) এর পিছনে নামায পড়েছেন। فَوَضَعَ يَدَهُ অতঃপর তাঁর হাত বুকের উপর রাখলেন।[১৬৭৭] فَاءْ বর্ণটি আতেফায়ে তা'কীবিয়াহ জন্য ব্যবহৃত হয়, যে ইলমে নাহু সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞানও আছে সেও জানে 'ফা' বর্ণটি একটি কাজ শেষ হওয়ার পর বিলম্ব হওয়া ব্যতীত অন্য একটি কাজ শুরু করা বুঝায়।[১৬৭৮] উদাহারণ স্বরূপ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)-"আর যখন তোমরা আহার কার্য সম্পাদন করবে, অতঃপর (তারপর) বাইরে চলে যাও।"[১৬৭৯] তাই এর অর্থ এ নয় যে, আহারকালীন সময়ে উঠে হাত নিয়ে চলে যাও। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উক্ত হাদিসের গূঢ় রহস্যের দিকে লক্ষ্য করলে প্রকাশ্যে জানা যায় যে, নামাযের পর তিনি কোন এক প্রয়োজনের তাগিদে বুকের উপর হাত রেখেছিলেন। আর সাহাবি রাসূল (ﷺ) এর পিছনে নামাযের বর্ণনা দিচ্ছেন, বরং রাসূল (ﷺ)'র সাথের নামাযের বর্ণনা দিচ্ছেন। তাহলে বুঝা যায় যে, এটা ফরয নামায ছিলনা বরং নফল নামায বলেই বুঝা যায়। অপরদিকে 'সদর' শব্দ

১৬৭৫. আরবী 'সদর' বলতে পেট থেকে গলা পর্যন্ত শরীরের সম্মুখভাগ বুঝায়, দেখুন- আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ১/৫০৯ পৃষ্ঠায়। তাই সরাসরি বক্ষ বা বুকের উপর হাত রেখেছেন বলা যাবে না।

১৬৭৬. ক. ইমাম ইবনে খুযায়মা, আস্-সহীহ, ১/২৪৩পৃ. হাদিস নং- ৪৭৯, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, খ. ইবনে হাজার আসকালানী, বুলূগুল মারাম, ১২১পৃ, হাদিস নং- ২৭৮, নববী, আল্-মাজমূ, ৩/৩১ পৃ. গ. খতিবে তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, ... মিরকাত মাফাতিহ শরহে মিশকাত, ... ঘ. তুহফাতুল আহওয়াযী, ২/৮২ পৃ, হাদিস নং- ২৫২, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/৩৯১ পৃ. হাদিস নং- ৭৪০.

১৬৭৭. অধিকাংশ কিতাবের মতনে এভাবেই পাওয়া যায়.যেমন ইবনে হাজার আসকালানীর বুলূগুল মারাম, তুহফাতুল আহওয়াযি, নববীর শরহে মুসলিম দেখুন।

১৬৭৮. এ বিষয়ে আমার লিখিত গ্রন্থ "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" এর ১ম খণ্ডের ৪৪৩-৪৪৭ পৃষ্ঠায় এবং 'হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেখানে দেখে নিন।

১৬৭৯. সূরা আহযাব, আয়াত ...

Scanned by C

দ্বারা আরবি অভিধান শাস্ত্রে সরাসরি বক্ষ বুঝায় না। যেমন বিখ্যাত আরবী অভিধান গ্রন্থ 'আল-মু'জামুল ওয়াসিত' অভিধান গ্রন্থে রয়েছে-

(الصدر) وَصدر الْإِنْسَان الْجُزْء الممتد من أَسْفَل الْعُنُق إِلَى فضاء الْجوف

-"মানুষের ক্ষেত্রে 'সাদর' বা বুক হলো গলার নিচে থেকে পেটের উন্মুক্ত স্থান পর্যন্ত জায়গা।"[1680] তাই বুঝা গেল যে 'সাদর' সরাসরিভাবে বক্ষ বলে তাকে আবেদ কিছুই বলা যাবে না।

তাই হাদিসটি সরীহ বা সুস্পষ্ট নয়, আবার সনদ সহিহও নয়, যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

সনদ পর্যালোচনাঃ ইতোপূর্বে আলোকপাত করলাম উক্ত হাদিসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল স্বয়ং তাদের দলের মুফতি উছাইমীনী'ই বললেন। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, হাদিসটি মুনকার বা জাল বলেই প্রতীয়মান হয়।

সহীহ ইবনে খুযায়মার হাদিসের عَلَى صَدْرِهِ "বুকের ওপর অংশটুকুর" ব্যাপারে আহলে হাদিসের ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম তার "ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন" এ উল্লেখ করেছেন যে-

لم يقل: عَلَى صَدْرِهِ غَيْرُ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ......

-"عَلَى صَدْرِهِ (বুকের ওপর নবীজি হাত রেখেছেন) কথাটুকু "মুয়াম্মেল ইবনে ইসমাঈল" নামক জনৈক রাবীর নিজস্ব বৃদ্ধি, তাছাড়া সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)এর অন্যান্য শাগরেদ তাদের বর্ণিত এই হাদিসে এই অংশটুকু উল্লেখ করেনি।"[1681] আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থে ২২৩ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"এ হাদীছের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন হাদীছ আর নেই।" কিন্তু মুহসিন সাহেবের ইমাম আলবানী ও শাওকানী সহীহ বলে ফেলেছেন আর উনার যাচাই বাচায় করার কোন প্রয়োজন আছে? হায়রে মনুষ্য আদালত! একটি জাল হাদিসকে তিনি চাপাবাজী করে সহীহ প্রমাণে উঠে পড়ে লেগে গেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম জাওযীর উক্তি থেকে বুঝা গেল 'বুকের উপর' শব্দটি রাবী মুয়াম্মালের নিজস্ব বৃদ্ধি, তার হাদিসটিই সংকলন করেছেন ইমাম ইবনে খুযায়মা (রহঃ)। সর্বশেষ প্রতীয়মান হয় যে উক্ত রাবীর এটা নিজস্ব বৃদ্ধি, কারণ তিনি হাদিসে অনেক ভুল করতেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) স্বয়ং বলেন-

مولى آل عمر بن الخطاب، حافظ عالم يخطئ.

-"তিনি হযরত উমর (রাঃ) এর বংশের গোলাম ছিল, তিনি হাফেজ ছিলেন এবং আলেম ছিলেন, তবে তিনি হাদিসে ভুল করতেন।"[1682]

১৬৮০ .ড. ইব্রাহিম আনিস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ১/৫০১পৃ. দারুল দাওয়াত, মিশর।
১৬৮১ .ইবনুল কাইয়্যুম, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, ২/২৮৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪১১হিজরী।
১৬৮২.ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২০১ পৃ, রাবী, ৯৪৪৩. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) বলেন- الخطأ كثير "তিনি বেশি ভুল করতেন। ইমাম আবু যুরআ (রহঃ) বলেন- في حديثه الخطأ كثير "তিনি হাদিসে অনেক ভুল করতেন।"[1683] ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন- قال البخاري: منكر الحديث "ইমামুল হাদিস ইমাম বুখারি[1684] তাকে মুনকার বা বাতিল অগ্রহণযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।"[1685]

বিশ্ববিখ্যাত আসমাউল রিজালবিদ ইমাম মিয্যী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

وَقَال أَبُو حاتم : صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ . وَقَال الْبُخَارِيُّ: منكر الحديث.

"ইমাম হাতেম[1686] বলেন, তিনি যদিও সত্যবাদী ছিলেন, তবে তিনি সুন্নাহ (হাদিস) অনেক ভুল করতেন এবং এমনকি ইমাম বুখারী (রহঃ) তাকে 'মুনকারুল হাদিস' অর্থাৎ আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।"[1687] ইমাম মিয্যী(রহঃ) আরও বলেন,

وَقَال غيره: دفن كتبه فَكَانَ يحدث من حفظه، فكثر خطؤه.

"অনেকে বলেন, তার কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দাফন হয়ে যাওয়ার পর তিনি স্মৃতি শক্তি থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন, তাই অনেক ভুল করতেন।"[1688] শুধু তাই নয় ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)স্বয়ং তার 'বুলুগুল মারাম' গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন, তিনিই উক্ত রাবী সম্পর্কে তার আসমাউর রিজাল বিষয়ক কিতাবে উল্লেখ করেন- قال البخاري: منكر الحديث "ইমাম বুখারী (রহঃ) তাকে মুনকারুল হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন।"[1689] আহলে হাদিস মোবারকপুরী নিজের দলের টানে সহীহ বললেও উক্ত রাবীর আলোচনায় তিনি লিখেছেন-

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ شَدِيدٌ فِي السُّنَّةِ كَثِيرُ الْخَطَإِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي حَدِيثِهِ خَطَأٌ كَثِيرٌ

১৬৮৩ . ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২০৯ পৃ, রাবী নং- ৯৪৪৩.
১৬৮৪ . ইমাম বুখারি কোন মিথ্যাবাদী রাবিকেই মুনকার (আপত্তিকর) বা অত্যন্ত দুর্বল বলতেন, ইমাম যাহাবী, মারিফাতুর-রেওয়াত-তাল মুতাকাল্লিম ফিহিম, ১৮০ পৃ., ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ১/১০৬পৃ. ক্রমিক.৪৯৮৭, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ১০/৩৮১পৃ. ক্রমিক.৬৮২
১৬৮৫ . ক. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২০৯ পৃ, রাভী নং- ৯৪৪৩, ইমাম যাহাবী, মা'রিফাতুর-রুওয়াত-তাল মুতাকাল্লিম ফিহিম, ১৮০ পৃ.
১৬৮৬. ইমাম আবু হাতেম, জারহ্ ওয়া তা'দীল, অষ্টম খন্ড, রাবী, ক্রমিক, ১৭০৯
১৬৮৭. ইমাম ইবনে মিযযী, তাহযীবুল কালাম, ২৯/১৭৮ পৃ, রাভী নং- ৬৩১৯, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ- ।
১৬৮৮. ইমাম ইবনে মিযযী, তাহযীবুল কালাম, ২৯/১৭৮ পৃ. রাবী নং- ৬৩১৯, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ- ।
১৬৮৯ . ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ১০/৩৩৯ পৃ. রাবী নং- ৬৮২ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

Scanned by C

-"ইমাম আবু হাতেম (رحمه الله) বলেন, যদিও তিনি সত্যবাদী তবে তিনি হাদিসে অসংখ্য ভুল করতেন, ইমাম বুখারী (رحمه الله) তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন, ইমাম আবু যারওয়া বলেন, তিনি হাদিসে প্রচুর ভুল করতেন।"[১৬৯০]

এ হাদিসের বিষয়ে আলবানীর কিছু ভণ্ডামী ঃ

আলবানী এখানে এসে তার মতের পক্ষে চাপাবাজি করে যঈফ হাদিসকে সহিহ বলল অর্থাৎ মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈলের হাদিসকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণের পাঁয়তারা করলো। শুধু তাই নয় সে সহিহ ইবনে খুযায়মার টিকায় এ হাদিস প্রসঙ্গে বলেন-

قال الألباني: إسناده ضعيف لأن مؤملا وهو ابن اسماعيل سيء الحفظ –

-"এ হাদিসের সনদ দুর্বল। কারণ "মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈল" এর স্মৃতিশক্তি বা নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা খারাপ ছিল।"[১৬৯১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ রাবির বিষয়ে আলবানী তার লিখিত প্রসিদ্ধ অন্য গ্রন্থের তার মূলভাষ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবো; দেখুন সেখানে সে কি বলেছেন এই রাবির বিষয়ে। সে লিখেছেন-

ومؤمل ابن إسماعيل فإنه ضعيف لسوء حفظه وكثرة خطاه، قال أبو حاتم: " صدوق شديد في السنة كثير الخطأ ". وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: " في حديثه خطأ كثير–

-"নিশ্চয়ই রাবি 'মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল' রাবি হিসেবে দুর্বল। কেননা, তার স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি ছিল এবং তিনি হাদিসে অনেক ভুল করতেন। ইমাম আবু হাতেম বলেন যদিও তিনি সত্যবাদী তবে তিনি সুন্নাহ বা হাদিসে অনেক ভুল করতেন। ইমাম বুখারী (رحمه الله) তাকে মুনকারুল হাদিস বা আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী বলেছেন, ইমাম আবু যারওয়া (رحمه الله) বলেন তিনি হাদিসে অনেক ভুল করতেন।"[১৬৯২] আলবানী অনুরূপ বক্তব্য তার কিতাবের একটি স্থানেই শুধু বলেননি বরং তার এ কিতাবের অনেক স্থানে অনুরূপ বলেছেন।[১৬৯৩] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে আপনারাই লক্ষ্য করুন এ আলবানীর দ্বিমুখী তাহক্বীকের নমুনা।

সর্বশেষ এ হাদিসকে কী বলতে পারি?

সর্বশেষ আমরা বলতে পারে এ হাদিসটি বাতিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) ইমাম বুখারী (رحمه الله) যখন কোনো রাবীকে মুনকার বলবে তার হাদিস গ্রহণ করা সম্পর্কে বলেন-

১৬৯০. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৬৭পৃ.হাদিস নং ঃ ৪১৫, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৬৯১. আলবানী, সহিহ ইবনে খুযায়মার টীকা সংযোজন,১/২৪৩পৃ. হাদিস ঃ ৪৭৯, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।
১৬৯২. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফা,২/২৯৩পৃ. হাদিস ঃ ৮৯০, দারুল মা'রিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম প্রকাশ.১৪১২হি.
১৬৯৩. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ,৭/৩৫০পৃ. হাদিস ঃ ৩৩৩৬, ৮/৪৬২পৃ. হাদিস ঃ ৩৯৯৫, দারুল মা'রিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম প্রকাশ.১৪১২হি.

البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه.

-ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ যার সম্পর্কে আমি মুনকারুল হাদীস বলছি তার হাদীস বর্ণনা করা হালাল নয়।"[১৬৯৪] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) তার একাধিক গ্রন্থে এমনটি উল্লেখ করেছেন।[১৬৯৫] আল্লামা তকি উদ্দিন সুবকী (رحمه الله) আসমাউর রিজাল গ্রন্থে এমনটি উল্লেখ করেছেন।[১৬৯৬] এমনকি আহলে হাদিস আলবানীও তার গ্রন্থে এমনটি উল্লেখ করেছেন।"[১৬৯৭]

আহলে হাদিসদের উত্থাপিত হাদিস নং- ০৩ ঃ

তাবেয়ী হযরত তাউস (رحمه الله) মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ–

-তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) নামাযরত অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে তা নিজের বুকের উপর বেঁধে রাখতেন।"[১৬৯৮]

এ হাদিসের ব্যাপারে আলবানীর ভুয়া তাহক্বীক ঃ আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার সহিহুল আবি দাউদ এর ৭৫৯ নং হাদিসে উক্ত মুরসাল অত্যন্ত যঈফ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। অথচ উক্ত হাদিসটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দ্বয়ীফ বা দুর্বল বা ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে মুনকার বা জাল বলাও চলে। আহলে হাদীসগণের নিকট এবং আলবানীর নিকটও মুরসাল হাদিস দোষনীয় এবং ইহা এক প্রকার হাদিসের দুর্বলতা। অথচ এখানে এসে আবার আলবানী দলের টানে, নিজের মতকে শক্তিশালী করার জন্য সে নীতি একদম ভুলে গেছেন। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছকে অনেকে নিজস্ব গোঁড়ামী ও ব্যক্তিত্বের জন্য যঈফ বলে প্রত্যাখ্যান করতে চান।" পাঠকবৃন্দ! দেখুন এই হাদিসটি যে যঈফ তা কিন্তু তিনি ভাল করে জানেন; তাই তিনি আগে থেকে ঝাড়ী মারর চিন্তা করছেন। তিনি মনে করেন সকলে বুকার স্বর্গে বসবাস করছে। তিনি ২২২ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন-"তবে ইমাম আবুদাউদ নাভীর নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলোকে যঈফ বলেছেন। আর বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীছটিকে ছহীহ

১৬৯৪. যাহাবী, মিযানুল ইতিদাল, ২/২০২পৃ. ক্রমিক/৩৪৪৯, ও ১/৬পৃ. ক্রমিক./৩, মুকাদ্দামা, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৬৯৫. আসকালানী, লিসানুল মিযান, ১/২২০পৃ. ক্রমিক/৫ (আবান বিন জাবলাহ এর জীবনীতে) ও ৪/১৫৩পৃ. ক্রমিক/৩৬০১ (সুলাইমান বিন আবি দাউদ এর জীবনীতে)
১৬৯৬. সুবকী, তবকাতুশ শাফীয়্যাহ, ২/২২৪পৃ.
১৬৯৭. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, ১/৩৩৩পৃ. হা/১৮৩।
১৬৯৮. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/৪১৮ পৃ. হাদিস নং- ৭৫৯

Scanned by C

হিসেবে পেশ করতে চেয়েছেন।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব চাপাবাজি ক... এই জাল হাদিসকে সহীহ প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন। ইমাম আবু দাউ... (রহ.) মুহসিন সাহেবের ইমাম আলবানীর তাহকীকে ধরা পড়া অনেক জাল ও যঈ... হাদিসের ক্ষেত্রে নীরব ছিলেন তাই বলে কী সেগুলো সহীহ? সনদের রাবী নির্ভর করে... হাদিস সহীহ বা যঈফ হওয়া। তিনি ইমাম আবু দাউদের নামে মিথ্যাচার করেছেন যে তিনি বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিসকে সহীহ বুঝাতে চেয়েছেন; আমি বলবো আপনি এ গাজাখুরী কথা কোথা হতে জানলেন? একজন মহান ইমামের নামে জঘন্য মিথ্যাচার। এখন আমি ইমাম আবু দাউদের মাযহাবের বিশ্বাস আপনাদের সামনে তুলে ধরি। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ইমাম আহমাদ (রহ.) কে নামাযে হাত বাঁধার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন-

قَالَ: فَوْقَ السُّرَّةِ قَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ السُّرَّةِ فَلَا بَأْسَ-

-"অতঃপর তিনি বলেছিলেন নাভির অল্প উপরে হাত রাখবে, আর যদি নাভীর নিচে হাত বাঁধা হয় তাহলেও কোন অসুবিধা নেই।"[১৬৯৯] পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গেল মুহসিন সাহেবের গাজাখুরী কথার।

আলবানী তার একাধিক গ্রন্থে তাউস (রহ.)'র মুরসাল কে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।[১৭০০]

আলবানী মুরসাল যে তার নিকট যঈফ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত সে প্রসঙ্গে এক স্থানে লিখেন-

أن الحديث المرسل من قسم الحديث الضعيف

-"নিশ্চয় মুরসাল যঈফ হাদিসের প্রকারভুক্ত।"[১৭০১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আল্লামা আলবানীর ফাতওয়ায় এই মুরসালকে কী বলা হবে?

অপর দিকে বুকের উপর হাত বাঁধার উক্ত সনদটি শুধু মুরসালই নয়। উক্ত সনদে একজন অন্যতম রাবী 'সুলায়মান ইবনে মুসা' একজন রাবী রয়েছেন, যিনি মৃত্যুর আগে অনেকদিন স্মৃতিশক্তি লোপজনিত দুর্বলতায় পড়ে ছিলেন। তাই তাঁর হাদিস আর গ্রহণযোগ্য থাকে নি। অনেকেরই মত তিনি তাবে-তাবেয়ী ছিলেন।[১৭০২] ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন- مناكير "তিনি মুনকার হাদিস বর্ণনা করতেন।"[১৭০৩]

ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন- ليس بالقوى "তিনি মজবুত রাবী নয়।"[১৭০৪] ইমাম মিযযী (রহ.) বলেন-

وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث.

১৬৯৯. ইমাম আবূ দাউদ, মাসাইল ইমাম আহমাদ, ৪৮পৃ. মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, মিশর, প্রথম প্রকাশ.১৪২০হি.

১৭০০. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ, ৭/২১৫-১৬পৃ. হাদিস : .৩২২৯

১৭০১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ, ১০/৪৫৭পৃ. হাদিস : .৪৮৫৮

১৭০২. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৭৫-১৭৬ পৃ, রাবী, ৩৮৬৯।

১৭০৩. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৭৫-১৭৬ পৃ, রাবী, ৩৮৬৯, নীমাভী, আছারুস-সুনান, ৯১পৃ

১৭০৪. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৭৫-১৭৬ পৃ, রাবী, ৩৮৬৯, নীমাভী, আছারুস-সুনান, ৯১পৃ

-"ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, সে আমাদের নিকট মুনকার বা আপত্তিকর রাবি। ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট তিনি একজন ফকিহ মাত্র, তিনি হাদিসে তেমন কোন শক্তিশালী বা মযবুত রাবি নন।"[১৭০৫] তিনি আরও বর্ণনা করেন ইমাম নাসায়ী (রহ.)'র আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন 'তার হাদিস কিছুই নয়'।"[১৭০৬] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন,

وحكى بن عساكر ان أبا زرعة ذكره في الضعفاء.

-"ইমাম ইবনে আসাকীর (রহ.) বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই হাফেজুদ-দুনিয়া ইমাম আবূ যুরআ (রহ.) তাকে যঈফ রাবীদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন।"[১৭০৭] ইবনে হাজার আরও উল্লেখ করেছেন-

وذكره العقيلي عن البخاري أنه منكر الحديث

-"ইমাম উকাইলী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই তার হাদিস মুনকার বা আপত্তিকর।"[১৭০৮] ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেছেন-

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه

-"ইমাম উকায়লী (রহ.) বলেন, তার হাদিসের অনুসরণ করা যাবে না।"[১৭০৯]

এ হাদিসের উপর আমল করা বৈধ নয় যে কারণে :

ইমাম যাহাবী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) যখন কোনো রাবীকে মুনকার বলবে তার হাদিস গ্রহণ করা সম্পর্কে বলেন-

البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه.

-"ইমাম বুখারী বলেছেন : যার সম্পর্কে আমি মুনকারুল হাদীস বলছি তার হাদীস বর্ণনা করা হালাল নয়।"[১৭১০]

তাই এ হাদিস দ্বারা কখনই দলিল হিসেবে পেশ করার উপযোগী নয়।

ইমাম আবু হানিফার মত আগে না হাদিসের দুর্বলতা আগে?

আমরা জানি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) একজন সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন।[১৭১১] এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোকপাত গ্রন্থের শুরুতে করা হয়েছে। আর রাবী 'আব্দুর

১৭০৫. ইমাম ইবনে মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ১২/৯৭ পৃ, ক্রমিক নং- ২৫৭১, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০০হি.।

১৭০৬. ইমাম ইবনে মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ১২/৯৭ পৃ, ক্রমিক নং- ২৫৭১, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০০হি.।

১৭০৭. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ৪/২২৭-২২৮পৃ. (শামিলা)

১৭০৮. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ৪/২২৭-২২৮পৃ. (শামিলা)

১৭০৯. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ৪/২২৭-২২৮পৃ. (শামিলা)

১৭১০. যাহাবী, মিযানুল ইতিদাল, ২/২০২পৃ. ক্রমিক/৩৪৪৯, ও ১/৬পৃ. ক্রমিক./৩, মুকাদ্দামা, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by C

রহমান ইবনে ইসহাক' ছিলেন একজন নিম্ন স্তরের তাবে-তাবেয়ী। ইমাম আবু
(রহ.)'র ওফাত হল ১৫০ হি.। তাই সুপ্রসিদ্ধ ইমাম মুনযির (রহ.) (ওফাত.৬৫৬হি.)
তার কিতাবে উল্লেখ করেন-

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْوَى فِي الْحَدِيثِ

-"অনুরূপ (নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে) তাবেয়ী সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ও ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহবিয়্যাহ (রহ.) আমল করতে বলেছেন। ইমাম ইসহাক (রহ.) বলেন নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিস বেশী শক্তিশালী।"[১৭১২] বোঝা গেল দুর্বল রাবী হাদিস বর্ণনার পূর্বেই নাভির নিচের হাদিসগুলো সহিহ বা শক্তিশালী ছিল।

রাবী 'আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক্ব' কিসের ভিত্তিতে দুর্বল

আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে রাবী 'আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক্ব' শুধু মাত্র শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি খারাপ থাকার ভিত্তিতেই তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করা হয়। অপরদিকে ইমাম নুরুদ্দীন হাইসামী (রহ.) একটি হাদিস সংকলন করে বলেন-
وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ -"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী।"[১৭১৩]
ইমাম দাওরী (রহ.) লিখেন-

سمعت يحيى يقول عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق ثِقَة

-"শায়খ বিখ্যাত ইমাম ইবনে মাঈন হতে শুনেছেন যে আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৭১৪] বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইজলী (রহ.) (ওফাত. ২৬১হি.) তার সিকাহ রাবীর তালিকায় এ রাবীকে স্থান লিখেন-

جائز الحديث يكتب حديثه

-"তাঁর হাদিস গ্রহণ করা বৈধ এবং তার হাদিস আমরা লিপিবদ্ধ করি।"[১৭১৫] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী লিখেন- وقال البخاري فيه نظر -"ইমাম বুখারী বলেন, তার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।"[১৭১৬] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী লিখেন- وقال أبو زرعة ليس بقوي -"ইমাম আবু যারওয়া বলেন, তিনি শক্তিশালী নয়।"[১৭১৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী লিখেন-

وقال أبو حاتم ... يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن خزيمة لا يحتج بحديثه

-"ইমাম আবু হাতেম বলেন, আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করি, কিন্তু তার হাদিস দ্বারা কোন দলীল দেই না। ইমাম ইবনে খুজায়মা (রহ.) বলেন, তার হাদিস দ্বারা আমরা দলিল দেই না।"[১৭১৮] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী লিখেন-

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بذاك القوي

-"ইমাম ইবনে আবি খায়ছামা তিনি ইমাম ইবনে মাঈন থেকে বর্ণনা করেন, তার হাদিস অতি শক্তিশালী নয়।"[১৭১৯] উপরের মুহাদ্দিসদের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে রাবী 'আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক' এর হাদিস একেবারেই বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে কিন্তু জেনেছি যে, বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিস কিন্তু ইমাম বুখারী থেকে শুরু করে অনেকের দৃষ্টিতে মুনকার বা বাতিল। অথচ তা জেনেও আহলে হাদিসরা সেটিকে যঈফ বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তাদের বিবেক পাঠকদের কাছে।

এ হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের তার অন্যতম আলামত হলো রাবী আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক (রহ.) তার চারজন শায়খ বা উস্তাদ থেকে হাদিসটি শুনেছেন বলে দাবি করেছেন। যা আমি বিস্তারিত 'সহীহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

রাবী 'আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক' এর হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযির বক্তব্য :

আমি ইতোপূর্বে আলোকপাত করেছি যে এ রাবী কে দুর্বল বলার ভিত্তি হলো তার শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। আমরা তাই বলবো তার হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের।

হাদিসে 'হাসান' এর সংজ্ঞা :

হাফেজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) {ওফাত. ৯১১হি.} বলেন-

فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ.

-"বর্ণনাকারীর সংরক্ষন শক্তি সামান্য দুর্বল হলে সে হাদিসকে "হাসান লি জাতিহী" বলা হয়।"[১৭২০] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)ও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান

১৭১১. এ বিষয়ে কিতাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।
১৭১২. মুনযিরী, আল-আওসাত, ৩/৯৪পৃ. হাদিস : ১২৯১, দারু তৈয়্যাব, রিয়াদ, সৌদি, প্রকাশ প্রথম প্রকাশ.১৪০৫হি.
১৭১৩. ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজর হাইছামী, মাযমাউস যাওয়াইদ, ১০/১৬৭পৃ. মাকতুবাতুল কুদসী, কায়রো, মিশর, ইবনে হিব্বান, আস্-সিকাত, ক্রমিক. ২২৫৪।
১৭১৪. ইমাম ইবনে মাঈন, তারিখে ইবনে মাঈন, ৩/১৭১পৃ. ক্রমিক.৭৬৫
১৭১৫. ইমাম ইজলী, তারিখুস-সিকাত, ২/৭২পৃ. ক্রমিক. ১০১৮, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/১৩৭পৃ. ক্রমিক. ২৮৪, ইমাম মিযুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৫১৮পৃ. ক্রমিক. ৩৭৫৪, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০০হি.
১৭১৬. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/১৩৭পৃ. ক্রমিক. ২৮৪, ইমাম মিযুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৫১৮পৃ. ক্রমিক. ৩৭৫৪
১৭১৭. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/১৩৭পৃ. ক্রমিক. ২৮৪, ইমাম মিযুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৫১৮পৃ. ক্রমিক. ৩৭৫৪
১৭১৮. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/১৩৭পৃ. ক্রমিক. ২৮৪, ইমাম মিযুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৫১৮পৃ. ক্রমিক. ৩৭৫৪
১৭১৯. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/১৩৭পৃ. ক্রমিক. ২৮৪, ইমাম মিযুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৫১৮পৃ. ক্রমিক. ৩৭৫৪
১৭২০. সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী, ১/...

Scanned by C

করেছেন।[১৭২১] ড. মাহমুদ আত-ত্বহানও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছে।[১৭২২] আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী বলেন-

ان خف الضبط والصفات الاخرى فيه فهو الحسن-

-"রাবীর যবত (সংরক্ষণগুণ) সামান্য দুর্বল হয়ে সহিহ হাদিসের সকল শর্ত বিদ্যমান থাকলে তাকে হাদিসে 'হাসান' বলে।"[১৭২৩] উক্ত সংজ্ঞা মুতাবেক এ হাদিস নিঃসন্দেহে 'হাসান' পর্যায়ের।

ইমাম তিরমিযি তার সুনানে এ রাবীর হাদিসকে একস্থানে 'হাসান' বলেছেন। যেমন-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ

-"তিরমিযি (রহঃ) বলেন আমাকে আলী হুযর (রহঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আলী বিন মুসহির (রহঃ) তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক তিনি নু'মান বিন সা'দ (রহঃ) থেকে তিনি আমিরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন.....।"[১৭২৪] হাদিসটি বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযি বলেন- هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ -"এ হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের হাদিস।"[১৭২৫] তাই আমরা বলবো রাবী 'আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক' আলোচ্য মাসয়ালা নাভীর নিচে হাদিসটিও তার এ সনদের রাবীর ন্যায় বর্ণনা করেছেন তাই এ সনদটিও 'হাসান' পর্যায়ের।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মত কোনটি?

ইদানিংকালে কিছু কিছু আহলে হাদিসগণ দাবি তুলেছেন যে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) নাকি নাভির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে কিছুই বলেননি। তাহার নাম ভাঙিয়ে নাকি আমরা মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছি। নাউযুবিল্লাহ! ইমাম মুহাম্মদ আশ্-শায়বানী (রহঃ) (ওফাত) ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) এর আমল বর্ণনা করে লিখেন-

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

-"ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, এটিই ইমাম আযম আবু হানিফা (রাঃ) গ্রহণ করেছেন এবং এটিই তার বক্তব্য।"[১৭২৬]

১৭২১. আসকালানী, নুখবাতুল ফিকর, ১/৭৮পৃ. প্রাগুক্ত.।
১৭২২. মাহমুদ আত্-ত্বহান, তাইসিরুল মাসতালিউল হাদিস, ৫৮পৃ.।
১৭২৩. কাওয়াইদ ফি উলূমিল হাদিস, ৩৪ পৃ.
১৭২৪. তিরমিযি, আস্-সুনান, ২/১০৯পৃ. কিতাবুস্-সিয়াম, হাদিস : ৭৪১
১৭২৫. তিরমিযি, আস্-সুনান, ২/১০৯পৃ. কিতাবুস্-সিয়াম, হাদিস : ৭৪১
১৭২৬. ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী, আল-আছার, ১/৩২২পৃ. হাদিস নং.১২১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আল্লামা জুফারুদ্দীন বিহারী, সহিহুল বিহারী, ২/৩৮৫ পৃ., মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে নেকায়া,

কেন হানাফিরা নাভির নিচে হাত বাঁধে?

আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, পূর্বসূরি কোনো মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরাম বর্তমান তথাকথিত আহলে হাদিসদের মত বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে অভিমত দেননি এবং নিজেও আমল করেননি; যার প্রমাণ আলবানী পর্যন্ত দিতে পারেনি। বরং সে এক পর্যায়ে অকপটে স্বীকার করেছেন এবং বাধ্য হয়েছেন। কেননা হাজার বছর পূর্বের বিজ্ঞ বিজ্ঞ ফকিহগণ বলেছেন যে 'বুকের উপর হাত রাখা' ইহুদিদের সাদৃশ্যের শামিল। আর তাই নাভির নিচে হাত রাখলে এটা থেকে বেঁচে থাকা যায়। যেমন হাজার বছরের পুরানো বিখ্যাত ফকিহ ইমাম সারাখসী (রহঃ) (ওফাত.৪৮৩হি.) বলেন-

الْوَضْعُ تَحْتَ السُّرَّةِ أَبْعَدُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ

-"নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখলে ইহুদী-খৃস্টানদের কর্মের সাদৃশ্য থেকে বেশী দূরে থাকা হয়।"[১৭২৭]

আমরা দেখেছি যিনি ছয় লক্ষ হাদিসের হাফিজ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) স্বয়ং বুকের উপর হাত বাঁধাকে মাকরুহ বলেছেন, যা ইমাম আহমদের ছাত্র ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) স্বয়ং বললেন।[১৭২৮] যেমন-প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাম্বলী ফকীহ আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) (ওফাত.৫০৮হি.) বলেন-

تُوضَعُ الْيَمِينُ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ الصَّدْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَعَنْ أَحْمَدَ تَحْتَ السُّرَّةِ وَعَنْهُ التَّخْيِيرُ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَلْيَقُ بِالْخُشُوعِ

-"ডান হাত বাম হাতের উপর বুকের নিচে রাখবে। এটি শাফেয়ীর মত। আহমাদ থেকে একটি মত বর্ণিত যে, হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখবে। তাঁর অন্য মত বিষয়টি মুসল্লীদের ইচ্ছাধীন। আমাদের (হাম্বলী মাযহাবের) মতটিই (নাভীর নিচে রাখা) সালাতের বিনয় ও বিনম্রতার জন্য বেশী উপযোগী।"[১৭২৯]

মহিলারা নামাযে হাত কোথায় রাখবে?

ইসলামী শরিয়তে নামাযে নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।[১৭৩০] এ বিষয়ে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা হবে। পুরুষেরা (হানাফী) নামাযে নাভীর নিচে হাত বাঁধবে আর নারীরা বুকের উপর হাত রাখবে।

১/২৪২-২৪৩ পৃ. দিয়া মুকাদ্দাসী, আল্-আহাদিসুল মুখতার, ২/৩৮৬ পৃ. হাদিস নং- ৭৭১-৭৭২, মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ২/৮৫ পৃ. হাদিস নং- ২৫২।
১৭২৭. সারাখসী, আল-মাবসূত, ১/২৪পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৪হি.
১৭২৮. ইমাম আবু দাউদ, মাসাইল ইমাম আহমাদ, ৪৮পৃ. মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, কায়রু, মিশর, প্রথম প্রকাশ.১৪২০হি. এ ইবারতটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
১৭২৯. ইমাম ইবনুল জাওজী, আত্-তাহকীক, ১/৩৩৯পৃ. হাদিস/৪৩৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৫হি.
১৭৩০. তবে এ বিষয়ে এখানে আমি বিস্তারিত আলোকপাত করতে চাইনা। এ বিষয়ে আপনারা আমার এ গ্রন্থের সামনে আলোচনা পাবেন।

Scanned by C

১.যেমন আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌভি বলেন-

وأما في حق النساء فاتفقوا على السنة لهن وضع اليدين على الصدر لأنه استرلها

-"মহিলাদের নামাযের পদ্ধতিতে সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, তাদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত। কারণ এটা তাদের জন্য পর্দার অধিক অনুকূলে।"[১৭০১]

২.হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) (ওফাত.৮৫৫হি.) বলেন-

تضع المرأة يديها على صدرها،

-"মহিলা দু'হাত বুকের উপর বাঁধবে।"[১৭০২]

৩. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) (ওফাত. ১২৫২হি.) বলেন-

قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى صَدْرِهَا

-"হুলইয়া কিতাবের গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, মহিলাগণ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বাঁধবে।"[১৭০৩]

৪. ইমাম ইবনে নুযাইম মিসরী (রহ.) (ওফাত.৯৭০হি.) বলেন-

وَالْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَضَعُ عَلَى صَدْرِهَا

-"নিশ্চয় মহিলারা নামাযে বুকের উপর হাত স্থাপন করবে।"[১৭০৪]

৫. ইমাম শারাম্বলী মিসরী হানাফী (রহ.) (ওফাত ১০৬৯ হি.) বলেন-

من وضع المرأة يديها على صدرها

-"সুন্নাত হলো মহিলারা নামাযে বুকের উপর হাত রাখবে।"[১৭০৫]

৬. শায়খ ইবরাহিম হালাবী (রহ.) বলেন-

والمرأة تضعهما تحت ثدييها بالاتفاق لأنه استرلها

-"সকলে একমত যে, মহিলাগণের হাত বুকের উপর বাঁধবে। কেননা উহা সর্বাধিক আবরণীয়।"[১৭০৬]

৭. ফিকহুস সুন্নাহ যেটাকে আহলে হাদিস ও জামাতী ইসলামী বেশী অনুসরণ করে থাকেন সেই গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা নাযাহ হালবী (রহ.) বলেন-

وتضع المرأة الكف على الكف (من غير تحليق) على صدرها.

-"মহিলারা এক হাত অপর হাতের করতলে রেখে বুকের উপর স্থাপন করবে।"[১৭০৭]

১৭০১ .আব্দুল হাই লাখনৌভী, সিআয়া, ১/২৫৬পৃ. নামায অধ্যায়।
১৭০২ .আইনী, আল-বেনায়া, ২/১৮৩পৃ. নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ
১৭০৩ .ইবনে আবেদীন, রদ্দুল মুহতার, ১/৪৮৭পৃ. নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ,দারুল কিতাব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১২হি.
১৭০৪ . ইবনে নুযাইম মিসরী, বাহারুর রায়েক, ১/৩২০পৃ. দারুল কিতাব ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।
১৭০৫ . ইমাম শারাম্বলী মিসরী হানাফী, মারাক্বিল ফালাহ শরহে নুরুল ঈযাহ, ১/৯৭পৃ. মাকতুবাতুল আসরিয়্যাহ, কায়রু, মিশর, প্রকাশ. ১৪২৫হি.
১৭০৬ . ইবরাহিম হালাবী, গুনয়াতুল মুসতামলী,২৬১পৃ. নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ
১৭০৭ . নাযাহ হালবী, ফিকহুল ইবাদাত, ১/৮৮পৃ. (শামিলা)

এ বিষয়ে আরোও বিস্তারিত আলোকপাত আলাদা আমার লিখা পুস্তক 'সহীহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান' এর ৬১-৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

বিষয় নং ১০: নামাযে আমিন আস্তে বা জোরে বলা প্রসঙ্গ

নামাযে আস্তে আমিন বলার হানাফীদের দলীল

হানাফীদের মতে প্রত্যেক নামাযী চাই ইমাম হোক বা মুকতাদী হোক, অথবা একাকী হোক; আর প্রকাশ্য নামায হোক কিংবা গোপন হোক, 'আমীন' আস্তে বলবে। কিন্তু আহলে হাদিসরা সহীহ হাদিসের দোহাই দিয়ে উচ্চস্বরের নামাযে (ফজর, মাগরিব, এশা, জুমা ইত্যাদি) ইমাম ও মুকতাদী উচ্চস্বরে আমিন বলাকে দ্বীন বানিয়ে দিয়েছেন। আস্তে জোরে বিষয়টি মুস্তাহাব একটি বিষয় এটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আজ মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হচ্ছে।

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ২৪৮ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে লিখেন-"সুন্নাত হল সরবে আমীন বলা। নীরবে আমীন বলার পক্ষে যে কয়টি বর্ণনা এসেছে, তার সবই যঈফ ও জাল।" আমি মুহসিন সাহেবের সম্পূর্ণ কিতাবটি পড়ে যা বুঝলাম যে তিনি আসমাউর রিজাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ জাহেল। সে যত হাদিসকে জাল, যঈফ বলেছেন সব খানেই আলবানীর উপর নির্ভর করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভুয়া তাহকীকে সে আলবানীকেও ছাড়িয়ে গেছে।

আমিন দোয়া তাই আস্তে বলা উচিত

যেমন সুন্নাহে এবং তাবেয়ীদের বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে আমিন দোয়া। ইমাম বুখারী (রহ.) 'সহীহহুল বুখারীতে' উল্লেখ করেন-

وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ও হাদিসের ইমাম আতা (রহ.) বলেন, আমিন হচ্ছে দোয়া।" (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১/১৫৬ পৃ.) তাই বুঝতে পারি তাবেয়ী দ্বীন শিখিছেন সাহাবীদের থেকে সেহেতু প্রমাণিত হয় ইসলামের সোনালী যুগে এবং সহীহ বুখারীতে আমিন দোয়া হিসেবেই উল্লেখ আছে। এবার আমরা দেখবো মহান রব আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া সম্পর্কে কী বলেন-

ٱدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

-"তোমরা স্বীয় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো বিনয়ের সাথে এবং নীচুস্বরে।"[১৭০৮]

'আমীন' ও দোআ, তাই এটাও নীচু স্বরে বলা উচিত। রব তা'য়ালা বলেন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

১৭০৮ . সূরা আ'রাফ : আয়াত ...

Scanned by C

-"হে মাহবুব! যখন আপনার কাছে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জানতে চায়, তখন আমি অত্যন্ত কাছেই। আমি আহবানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।"[১৭৩৯]

বুঝা গেল, চিৎকার করে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হয়, যিনি আমাদের কাছ থেকে দূরে। রব তা'য়ালা (ইলম ও কুদরাতান) তো আমাদের শাহরগের চেয়েও অতি নিকটে; তাই আমীন চিৎকার দিয়ে বলা নিরর্থক। বরং কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী। এ জন্য 'আমীন' হলো দোয়া বিশেষ। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) এ বিষয় বিস্তারিতভাবে বলেন-

قُلْتُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الدُّعَاءِ الْإِخْفَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: ٥٥] شَكَّ أَنَّ آمِينَ دُعَاءٌ، فَعِنْدَ التَّعَارُضِ يُرَجَّحُ الْإِخْفَاءُ بِذَلِكَ، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى سَائِرِ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ؛ وَلِأَنَّ آمِينَ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ إِجْمَاعًا، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى وِزَانِ الْقُرْآنِ

-"আমি বলবো, দোয়ার ক্ষেত্রে আসল নিয়ম হল নিঃশব্দে বলা। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 'তোমরা বিনয়ের সঙ্গে এবং চুপিসারে তোমাদের রবের নিকট দোয়া কর' (সূরা আ'রাফ, ৫৫) আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমীন একটি দোয়া। সুতরাং হাদিসের পরস্পর বিরোধীতার সময় উক্ত কারণে এবং অন্যান্য যিকির ও দোয়ার উপর কিয়াসের কারণে নিঃশব্দে আমীন বলাই অগ্রগণ্য হবে। অধিকন্তু আমীন শব্দটির ব্যাপারে সকলেই একমত যে এটি কোরআনের অংশ নয়।" (মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৬৯৬ পৃ. হা/৮৪৫) ইমাম তিরমিযি, আবু দাউদ, ইমাম আহমদ সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أُبَيٌّ: أَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ، قَالَ سَعِيدٌ، فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَإِذَا قَرَأَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ

-"হযরত হাসান বসরী (رحمه الله) তিনি হযরত জাবের বিন সামুরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) থেকে দুটি সাকতা (নীরবতা) স্বরণ রেখেছি। ইমরান ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) এটা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমরা তো একটি সাকতা স্বরণ রেখেছি। পরে আমরা মদিনায় উবাই ইবনে কা'ব (رضي الله عنه) এর নিকট পত্র লিখলাম। তিনি উত্তর লিখে পাঠালেন যে, সামুরা সঠিক স্বরণ রেখেছে। সাঈদ বলেন, আমরা কাতাদাকে

১৭৩৯ .সূরা বাকারা : আয়াত : ১৮৬

জিজ্ঞেস করলাম, ঐ দুটি সাকতা কোথায় কোথায় ছিল? তিনি বললেন, যখন রাসূল (ﷺ) নামায শুরু করতেন, আর যখন কিরাত পাঠ সমাপ্ত করতেন। এর পর কাতাদা বলেছেন, যখন {وَلَا الضَّالِّينَ} পাঠ শেষ করতেন। তিনি আরও বলেছেন, রাসূল (ﷺ) এর পছন্দ ছিল, যখন তিনি কিরাত পাঠ সমাপ্ত করতেন তখন শ্বাস স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকতেন।" (ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৩০ পৃ. হা/২৫১, সুনানে আবি দাউদ, হা/৭৮০, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/৮৪৪, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ২/২৮০ পৃ. হা/৩০৮৮, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, হা/১৮০৭) ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) সংকলন করে লিখেন- حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ -"হযরত সামুরা (رضي الله عنه)-এর হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের।" (ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৩০ পৃ. হা/২৫১) ইমাম ইবনে হিব্বান এটিকে সহীহ বলে তার গ্রন্থে সংকলন করেছেন। (তুরকামানী, জাওহারিরুন নকী, ১০/৭১ পৃ.) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, আল্লামা আযিমাবাদী ইমাম তিরমিযির 'হাসান' বলা অভিমত উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করেননি। (ইমাম আইনী, শরহে আবু দাউদ, ৩/৩৯৫ পৃ., আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ২/৩৪৩ পৃ.) আহলে হাদিস মোবারকপুরী ইমাম তিরমিযির অভিমতের পাশাপাশি সে শাওকানী ও ইমাম দারাকুতনীর অভিমতের মাধ্যমে একে সহীহ বলে স্বীকার করেছেন। (মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৭২ পৃ.) তবে ইবনে মাযাহ এর সনদে তার রাবী যঈফ বাকি সূত্রগুলোতে যেহেতু তিনি নেই সেহেতু অসুবিধা নেই। তাই এই দলিল থেকে প্রমাণ হল রাসূল (ﷺ) ফাতেহার শেষ করে চুপসারে থাকতেন মানে আস্তে আমীন বলতেন। এজন্যই ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمه الله) এই হাদিসটি-

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً أُخْرَى عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

-"সূরা ফাতেহা শেষ করার পর দ্বিতীয়বার নীরব থাকা মুস্তাহাব।" (ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৫/১১২ পৃ. হা/১৮০৭-এর আলোচনা)

হাদিসের আলোকে আমিন আস্তে বলার প্রমাণ:

হাদিস বর্ণনা নং .১ : হযরত আবূ হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

-"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন- যখন ইমাম 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা যার 'আমীন' বলা ফেরেস্তাদের 'আমীন' এর সাথে মিলে যাবে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করা হবে।"[১৭৪০]

১৭৪০ .১. ইমাম বুখারী : আস- সহিহ : ১/২৭১পৃ. কিতাবুল ছিফাতুস সালাত, হাদিস : ৭৪৯, ইমাম মুসলিম : আস- সহিহ : কিতাবুস সালাত : ১/৩০৭পৃ. হাদিস : ৪১০, ইমাম আবু দাউদ : আস-সুনান : ১/২৪৬পৃ. হাদিস : ৯৩৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ইমাম নাসায়ী : আস-সুনান : ২/১৩৫পৃ. হাদিস : ৯২৫-৯২৮, ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহিহ : ৫/১০৬পৃ. হাদিস : ১৮০৪, ইমাম হাকিম নিশাপুরী : আল-

Scanned by C

হাদিসের সারমর্মঃ এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, পাপ মার্জনা ঐ নামাযীর জন্যে, যার আমীন ফেরেস্তাদের আমীনের মত হয়। আর স্পষ্ট ব্যাপার হলো, ফেরেস্তারা নীচু স্বরে আমীন বলে। আমরা তাদের 'আমীন' আজ পর্যন্ত শুনিনি। তাহলে উচিত হলো যে, আমাদের 'আমীন'ও আস্তে হওয়া, যাতে ফেরেস্তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং গুনাহগুলো মাফ হয়। যে আহলে হাদিসরা চিৎকার দিয়ে আমীন বলে, তারা যে অবস্থায় মসজিদে আসে তেমনিভাবেই মসজিদ থেকে চলে যায়। তাদের গুনাহগুলো মাফ হয় না। কেননা তারা ফেরেস্তাদের 'আমীন' এর বিরোধীতা করেছে।

হাদিস বর্ণনা নং ২ : ইমাম বোখারী (রহ.), শাফেয়ী (রহ.), মালিক (রহ.), আবূ দাউদ (রহ.), নাসায়ী (রহ.), প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

-"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম বলবে غير المغضوب عليهم ولا الضالين তখন তোমরা বলো 'আমীন'। কেননা যার 'আমীন' বলা ফেরেস্তাদের 'আমীন' বলার মত হবে তার আগেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।"[১৭৪১]

হাদিসের সারমর্মঃ এ হাদিস দ্বারা দুটো মাস'আলা জানা গেলো। এক. মুক্তাদী ইমামের পিছনে কখনো সূরা ফাতিহা পড়বে না। আর যদি মুকতাদী পড়তো, তাহলে হুযুর (ﷺ) তা বলতেন, 'যখন তোমরা ولا الضالين বলবে তখন 'আমীন' বলবে।' বুঝা গেলো মুক্তাদি শুধুমাত্র আমীন বলবে। ولا الضالين বলা ইমামের কাজ।

দ্বিতীয়ত : এই যে, 'আমীন' আস্তে হওয়া উচিত। কেননা ফেরেস্তাদের 'আমীন' নীচুস্বরেই হয়। যা আজ পর্যন্ত আমরা শুনতে পাইনি। স্মর্তব্য যে, এখানে ফেরেস্তাদের 'আমীন' এর সামঞ্জস্যতা বলতে সময়ের সাথে সামঞ্জস্যতা' নয়; বরং আদায় করার পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যতা বুঝানো হয়েছে। ফেরেস্তাদের 'আমীন' এর সময়ও তো এটাই যে যখন ইমাম সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত শেষ করে। কেননা আমাদের পাহারাদার ফেরেস্তারা আমাদের সাথেই নামাযে অংশগ্রহণ করে। এবং ঐ সময় 'আমীন' বলে।

মুস্তাদরাক : ১/৩৪০পৃ. হাদিস : ৭৯৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান কিতাবুস সালাত : হাদিস : ২৫০, ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ২/৪৫৯ হাদিস : ৯৯২৩, ইমাম বায়হাকী : আস-সুনানুল কোবরা : ৩/৩৭পৃ. হাদিস : ১৫৮৩, মাকতুবাতুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, ইমাম মালেক : আল-মুয়াত্তা : ১/৮৭পৃ. হাদিস : ৯৯২৩, ইমাম ইবনে খুযায়মা : আস-সহিহ : ৩/৩৭পৃ. হাদিস : ১৫৮৩, মাকতুবাতুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, ইমাম শাফী : আস-সুনান : ১/১০৯পৃ. দারুল মারিফ, বৈরুত, লেবানন।

১৭৪১. ইমাম বুখারী : আস- সহিহ : ১/২৭০পৃ. কিতাবুল সালাত, হাদিস : ৭৪৭, ইমাম নাসায়ী : আস-সুনান : ২/১০৫পৃ. হাদিস : ৯২৭, ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ২/৩১৪ হাদিস : ১২৪৩, ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহিহ : ৫/১০৬পৃ. হাদিস : ১৮০৪, ইমাম মালেক : আল-মুয়াত্তা : ১/৮৭পৃ. হাদিস : ১৯৫, ইমাম শাফী : আস-সুনান : ১/১০৯পৃ.

হাদিস বর্ণনা নং ৩ :
ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] قَالَ: «آمِينَ» يُخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ

-"হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি হুযুর ﷺ এর সাথে নামায পড়েছেন। যখন হুযুর غير المغضوب عليهم ولا الضالين পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন, 'আমীন' আর 'আমীন' এ আওয়াজ ছোট রাখলেন।"[১৭৪২]

হাদিসের সারমর্মঃ এই হাদিসে স্পষ্ট রয়েছে সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) রাসূল (ﷺ) কে নামাযে আমিন আস্তে বলতে শুনেছেন। তাই উঁচু আওয়াজে বলা সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে।

সনদ পর্যালোচনা : ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) এটি সংকলন করে লিখেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"হাদিসটি বুখারী মুসলিমের শর্তানুসারী সহীহ; যদিও বা তারা বর্ণনা করেননি।"[১৭৪৩]

ইমাম যাহাবী (রহ.) তার সাথে একমত পোষণ করে বলেন- على شرط البخاري ومسلم -"হাদিসটি সহীহ বুখারী মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।"[১৭৪৪] মুসনাদে আহমাদের তাহকীককারী শায়খ শুয়াইব আরনাউত বলেন এই হাদিসের সনদটি সহীহ।[১৭৪৫] ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এই হাদিস উল্লেখ করে কোন মন্তব্য না করে লিখেন-

وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

-"ইমাম হাকেম বলেন, এই সনদটি সহীহ, যদিও ইমাম বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেননি।" (আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/১৫ পৃ.)

হাদিস বর্ণনা নং ৪ : ইমাম তিরমিযী (রহ.) সংকলন করেন-

১৭৪২. ইমাম হাকিম নিশাপুরী : আল- মুস্তাদরাক : ২/২৫৩পৃ. হাদিস : ২৯১৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, ৪/৩১৬পৃ. হাদিস/১৮৮৭৪, ইমাম আবু দাউদ তায়ালসী : ১/১০৮পৃ. হাদিস : ১০২৪, দারুল মা'রিফ, লেবানন, ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কাবীর : ২২/৯পৃ. হাদিস : ৩৮, ইমাম বায়হাকী : আস-সুনানুল কোবরা : ২/৫৭পৃ.

১৭৪৩. ইমাম হাকিম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক, ২/২৫৩পৃ. হাদিস/২৯১৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

১৭৪৪. যাহাবী, তালখীছ, ৩/৪৫ পৃ. হাদিস নং. ২৯১৩

১৭৪৫. শুয়াইব আরনাউত (তাহকীক) মুসনাদে আহমাদ, ৩১/১৪৬ পৃ. হা/১৮৮৫৪, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন।

Scanned by C

شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، فَقَالَ: آمِينَ، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

-"ইমাম শু'বা (رحمه الله) থেকে বর্ণিত তিনি সালামা ইবনে কুহাইল (رحمه الله) হতে তিনি হুজর আবি আনবাস (رحمه الله) থেকে তিনি আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (رحمه الله) থেকে তিনি তার পিতা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়েছেন- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ এর পর বললেন, আমীন এবং তাতে আওয়াজ ছোট রাখলেন।"[১৭৪৬]

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তিঃ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ২৪৮ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন- "বর্ণনাটি নিতান্তই যঈফ। ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) বলেন-

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا، وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ

-"আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (رحمه الله) কে বলতে শুনেছি, শু'বার হাদিসের চেয়ে সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) এর হাদিস অধিক বিশুদ্ধ। এই হাদিসে শু'বা অনেক স্থানে ভুল করেছেন।"[১৭৪৭]

বাস্তবতার আলোকে ইমাম তিরমিযির একক সিদ্ধান্ত ঃ

১.উপরের বক্তব্যে আমাদের এই হাদিস যঈফ তা বুঝা যায় না; বরং প্রমাণিত হয় যে উভয়টিই সহীহ তবে সুফিয়ান সাওড়ীর টা আমাদের উল্লেখিত হাদিসের চেয়ে অধিক সহীহ, তার মানে দুটিই সহীহ।

আসমাউর রিজালবিদদের আলোকে এই সনদে কোন যঈফ রাবী নেই; বরং এই সনদের সকল রাবীই সহীহ বুখারী মুসলিমের রাবী। আমি বলবো ইমাম শু'বা (رحمه الله) ইমাম হাদিসে কোন দুর্বলতা নেই। ইলমে জাররাহ ওয়া তা'দীলের কঠোর যাচাই বাছাই করে সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) এর হাদিসে সুস্পষ্ট দুর্বলতা বিদ্যমান। কেননা ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (رحمه الله) সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) এর জীবনীতে লিখেন-

الحجة الثبت، متفق عليه، مع أنه كان يدلس عن الضعفاء

-"তিনি সর্বসম্মতিক্রমে হুজ্জাত, দৃঢ় বর্ণনাকারী, এতদাস্বত্ত্বেও তিনি যঈফ রাবীদের থেকে 'তাদলীস' করতেন।"[১৭৪৮]

১৭৪৬. ইমাম তিরমিযী ঃ আস-সুনান ঃ ২/২৭পৃ. হাদিস ঃ ২৪৮

১৭৪৭. ইমাম তিরমিযী ঃ আস-সুনান ঃ ২/২৭পৃ. হাদিস ঃ ২৪৮।

১৭৪৮. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৬৯পৃ. ক্রমিক. ৩৩২২

মুহাদ্দিসের সকলের ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে ইলমে হাদিসে সিকাহ রাবীর থেকে তাদলীস করাও দুর্বলতার অর্ন্তভুক্ত; অথচ সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) তিনি যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীস করা কী তার দুর্বলতার অর্ন্তভুক্ত নয়?

এবার দেখবো তাদলীস করার বিষয়ে ইমাম শু'বার অবস্থান। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ: عَنْ شُعْبَةَ: لَأَنْ أَقَعَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ

-ইমাম আবু যায়েদ হারুভী (رحمه الله) বলেন, আমি ইমাম শু'বা (رحمه الله) কে বলতে শুনেছি, তাদলীস করার চেয়ে আমি আকাশ হতে পরে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অধিক পছন্দ করি।"[১৭৪৯] শুধু তাই নয় ইমাম যাহাবী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেন-

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ

-ইমাম আবু নুয়াইম (رحمه الله) বলেন, আমি শু'বা (رحمه الله) কে বলতে শুনেছি, তাদলীস করা হতে আমার নিকট যিনা করাকে উত্তম মনে করি।"[১৭৫০]

হাদিস বিজ্ঞানীদের মতে কে বড় হাদিস গবেষক?

আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিস মোবারকপুরী (মৃত.) তার তুহফাতুল আওয়াজীতে ইমাম শু'বা কে যঈফ বানানোর অনেক অপচেষ্টা করেছেন এবং ইমাম সুফিয়ান সাওড়ীকে ইমাম শু'বার চেয়ে হাদিসের বড় ইমাম বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।[১৭৫১] অপরদিকে আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৪৮-২৪৯ পৃষ্ঠায় ইমাম শু'বা (رحمه الله) কে হাদিসে ভুল করতেন বলে চাপাবাজি দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এজন্যই ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (رحمه الله) বলেছেন-

قلت: تخطئه مثل شُعْبَة خطأ، وَكَيف وَهُوَ أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي الحَدِيث؟

-আমি বলি, ইমাম শু'বা (رحمه الله) এর ভুল ধরাও একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা তিনি হাদিস শাস্ত্রের ক্ষেত্রে 'আমিরুল মু'মিনীন' উপাধিতে ভূষিত।" (আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/৫১ পৃ.) অনুরূপভাবে ইমাম আইনী (رحمه الله) ইমাম শু'বা (رحمه الله) এর আরোপিত অন্যান্য প্রশ্নাবলীরও যথাযত জবাব দিয়েছেন। এখন আমরা কারও চাপাবাজি নয় হাদিস বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে কী বলেন আমি দেখবো।

হাদিস শাস্ত্রে সুফিয়ান শ্রেষ্ঠ না শু'বা?

ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী ও ইমাম শু'বা (رحمه الله) দুজনেই ইরাকের বিজ্ঞ হাদিস পণ্ডিত, কিন্তু হাদিস শাস্ত্রে ইমাম শু'বা (رحمه الله) সুফিয়ান (رحمه الله) থেকে বড় হাফেযুল হাদিস। এ দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

---

১৭৪৯. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১৪৫পৃ. ক্রমিক. ১৮৭ এবং সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৭/২০৭পৃ. ক্রমিক.৮০, ইমাম শু'বা (رحمه الله) এর জীবনী।

১৭৫০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২১০পৃ. ক্রমিক. ৮০, ইমাম শু'বার জীবনী

১৭৫১. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী

Scanned by C

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْلَا شُعْبَةُ، لَمَا عُرِفَ الْحَدِيثُ بِالْعِرَاقِ.

-"ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) বলেন, যদি ইমাম শু'বা (رحمه الله) না হতেন তাহলে ইরাকবাসীরা হাদিস চিনতো না।"[১৭৫২] শুধু তাই নয় ইমাম যাহাবী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেন-

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ: شُعْبَةُ إِمَامُ الأَئِمَّةِ بِالْبَصْرَةِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ.

-"ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (رحمه الله) বলেন, ইমাম শু'বা (رحمه الله) বসরাবাসীদের নিকট হাদিস বিজ্ঞানীর ইমাম।"[১৭৫৩] তাই এই থেকেই বুঝা যায় হাদিসে বেশী বিজ্ঞ ছিলেন; আর বর্তমান আহলে হাদিসগণ নিজ স্বার্থে তাকে হাদিসে ভুলকারী বলে এই হাদিসকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন।

ক. ৬ লাখ হাদিসের হাফেয ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) বলেন-

قال أبو طالب عن أحمد شعبة أثبت في الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم ولولا شعبة ذهب حديث الحكم وشعبة أحسن حديثا من الثوري لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث

-"ইমাম আবু তালেব (رحمه الله) তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,......হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম শু'বা (رحمه الله) সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) চেয়ে অধিক উত্তম। তাঁর যামানায় শু'বার সমকক্ষ হাদিস বর্ণনাকারী কেহ ছিল না।"[১৭৫৪]

খ. ইমাম যাহাবী, ইমাম মিয্যী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً قَطُّ أَحْسَنَ حَدِيثاً مِنْ شُعْبَةَ.

-"দুইলক্ষ হাদিসের হাফেয, ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (رحمه الله) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত শু'বা (رحمه الله) থেকে অধিক উত্তম আমি কাউকে দেখিনি।"[১৭৫৫]

গ. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেন-

১৭৫২. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১২/৪৯১পৃ. ক্রমিক. ২৭৩৯, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৩৪৪পৃ. ক্রমিক. ৫৯০, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২০৬পৃ. ক্রমিক. ৮০ এবং তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১৪৪পৃ. ক্রমিক. ১৮৭

১৭৫৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৩৪৬পৃ. ক্রমিক. ৫৯০, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২০৬পৃ. ক্রমিক. ৮০, ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৬/২৫৫পৃ.

১৭৫৪. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৩৪৩পৃ. ক্রমিক. ৫৯০, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১২/৪৯০পৃ. ক্রমিক. ২৭৩৯

১৭৫৫. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১২/৪৯০পৃ. ক্রমিক. ২৭৩৯, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৩৪৫পৃ. ক্রমিক. ৫৯০, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২০৭পৃ. ক্রমিক. ৮০ এবং তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১৪৫পৃ. ক্রমিক. ১৮৭, মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/৪০০পৃ. ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১০/৩৫৩পৃ. ক্রমিক. ৪৭৮৩

وَقَالَ أَبُو عُبَيْد الآجري: سمعت أبا داود، قال لما مات شعبة قال سُفْيَان: مات الحديث قيل له: هو أحسن حديثا من سُفْيَان؟ فقال: ليس فِي الدنيا أحسن حديثا من شعبة

-"ইমাম আবু উবাইদ আল-আজুরী (رحمه الله) বলেন, আমি ২ লক্ষ হাদিসের হাফেয ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله) কে বলতে শুনেছি, যখন হযরত শু'বা (رحمه الله) ইন্তেকাল করেছেন তখন সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) বললেন, হাদিস শাস্ত্রই চলে গেল। ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله) কে জিজ্ঞাসা করা হল হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কি সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) চেয়েও উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুনিয়ায় তাঁর মত আর কেউ নেই।"[১৭৫৬]

... উল্লেখ করেন-

ابن زياد، قال: سئل أحمد بن محمد بن حنبل: شعبة أحب إليك حديثا أو سفيان؟ فقال شعبة أنبل رجالا

-"ইমাম ইবনে যিয়াদ (رحمه الله) বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) কে জিজ্ঞাসা করা হল, হযরত শু'বা (رحمه الله) ও ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) এ দু'জনের মধ্যে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কে আপনার কাছে অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন, শু'বা।"[১৭৫৭]

... উল্লেখ করেন-

وَقَال مُحَمَّد بْن العباس النَّسَائي : سألت أبا عَبد اللَّهِ، يعني: أَحْمَد بْن حنبل: من أثبت شعبة أو سُفْيَان؟ فقال: كَانَ سُفْيَان رجلا حافظا وكَانَ رجلا صالحا، وكَانَ شعبة اثبت منه وأنقى رجالا

-"মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস আন-নাসাঈ (رحمه الله) বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) কে জিজ্ঞাসা করা হল হযরত ইমাম শু'বা ও সুফিয়ানের মধ্যে কে অধিক নির্ভরযোগ্য? তিনি বলেন, সুফিয়ান (رحمه الله) ছিলেন হাফিয ও সৎ ব্যক্তি। পক্ষান্তরে হযরত শু'বা (رحمه الله) তাঁর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ও মুত্তাকী।"[১৭৫৮]

... ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: شُعْبَةُ أَحْفَظُ لِلْمَشَايِخِ، وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ لِلأَبْوَابِ.

-"ইমাম বুখারী (رحمه الله) এর উস্তাদ ও লক্ষ লক্ষ হাদিসের হাফেয ইমাম আলী ইবনে মাদিনী (رحمه الله) বলেন, হযরত শু'বা (رحمه الله) হচ্ছেন সমস্ত মাশায়েখদের মধ্যে বড় হাফেযুল হাদিস, আর সুফিয়ান (رحمه الله) ইহার (হাফেযুল হাদিস সদস্যদের) দরজার একজন।"[১৭৫৯]

১৭৫৬. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১২/৪৯৪পৃ. ক্রমিক. ২৭৩৯, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৩৪৫পৃ. ক্রমিক. ৫৯০, ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১০/৩৫৩পৃ. ক্রমিক. ৪৭৮৩

১৭৫৭. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১২/৪৯০পৃ. ক্রমিক. ২৭৩৯, ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১০/৩৫৩পৃ. ক্রমিক. ৪৭৮৩

১৭৫৮. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১২/৪৯০পৃ. ক্রমিক. ২৭৩৯, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৩৪৪পৃ. ক্রমিক. ৫৯০, ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১০/৩৫৩পৃ. ক্রমিক. ৪৭৮৩

১৭৫৯. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২১৩পৃ. ক্রমিক. ৮০ এবং তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১৪৬পৃ. ক্রমিক. ১৮৭

Scanned by C

ছ. ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قال يحيى بن معين: شُعْبَةُ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ.

-"ইমাম বুখারির উস্তাদ, লক্ষ লক্ষ হাদিসের হাফেয, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) বলেন, শু'বা মুত্তাকীদের ইমাম।"[১৭৬০]

জ. তিনি আরও উল্লেখ করেছেন-

في رواية عبد الله بن أحمد الدورقي: عن يحيى: ثقة ثقة، ما سمعت أحدا ضعفه. هذا شعبة يكتب إليه أن يحدثه، وشعبة شعبة

-"আহমদ দাওরীকী (রহঃ) তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) থেকে তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হাদিসে সিকাহ সিকাহ ছিলেন, আমি কাউকে তাকে যঈফ বলতে শুনেনি, ইমাম শু'বা (রহঃ) তাঁর হাদিসে লিপিবদ্ধ করতেন, আর শু'বা তো শু'বাই।"[১৭৬১]

ঝ. ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قال سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ يَقُوْلُ: شُعْبَةُ سَيِّدُ الْمُحَدِّثِيْنَ.

-"বিখ্যাত হাদিসের ইমাম সুলাইমান ইবনু মুগীরা (রহঃ) বলেন, ইমাম শু'বা (রহঃ) মুহাদ্দিসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস।"[১৭৬২]

সুফিয়ান সাওড়ীর দৃষ্টিতে কে বড় হাদিস গবেষক?

ইমাম যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, খতিবে বাগদাদীসহ আরও অনেক আসমাউর রিজালবিদ লিখেন-

حدثنا ابْنُ زَنْجُوَيْه، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الحَضْرَمِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: شُعْبَةُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ.

-"ইমাম ইয়াকুব হাদরামী (রহঃ) ইমাম বুখারীর উস্তাদ এবং হাফেযুল হাদিস ইমাম ইবনে মাহদী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহঃ) বলেছেন, ইমাম শু'বা (রহঃ) হচ্ছেন আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস।"[১৭৬৩] বিখ্যাত হাফেযুল হাদিস ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহঃ)ও এমনটি বলেছেন।[১৭৬৪]

১৭৬০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২১৩পৃ. ক্রমিক. ৮০

১৭৬১. মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৫৬পৃ. ক্রমিক. ৪৮৪০

১৭৬২. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২২৪পৃ. ক্রমিক. ৮০

১৭৬৩. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২০৯পৃ. ক্রমিক. ৮০ এবং তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১৪৫পৃ. ক্রমিক. ১৮৭, মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৬/২৬২পৃ. ক্রমিক. ২৩৮৫, , ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৩৪৪পৃ. ক্রমিক. ৫৯০, ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ১/১০০পৃ., ১/১৪০ পৃ. , তবে ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১২/৪৯০পৃ. ক্রমিক. ২৭৩৯ এ এবং ২৫/৪৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

قال أبو بكر بن أبي الأسود، عن خاله عبد الرحمن بن مهدي: كَانَ سُفْيَان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث.

ইমাম শু'বার দৃষ্টিতে কে বড় হাদিস পণ্ডিত?

ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قَالَ سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: أَنْتَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ.

-"সাহল ইবনু ছালেহ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, তিনি ইমাম শু'বা (রহঃ) থেকে তিনি বলেন, সুফিয়ান সাওড়ী (রহঃ) আমার দিকে ইশারা করে বলেছেন, আপনি তো আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস।"[১৭৬৫]

উক্ত আসমাউর রিজালের কিতাব দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম শু'বা (রহঃ)ই বিজ্ঞ বড় পণ্ডিত এবং আজ পর্যন্ত হাদিসের কোন দুর্বলতার দোষে ইমাম শু'বা (রহঃ) কে অভিযোক্ত করতে পারেননি। তাই এই বিষয়টিই দীবালকের ন্যায় প্রমাণিত হল যে, হযরত ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহঃ) হলেন হাদিস শাস্ত্রে একজন পণ্ডিত; আর ইমাম শু'বা (রহঃ) হচ্ছেন আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস; ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহঃ) নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই ইমাম শু'বার বর্ণনা আমীন নবীজী (ﷺ) আস্তে বলতেন সেটিই ঠিক বর্ণনা অর্থাৎ সুন্নাত তা সঠিক। অপরদিকে একজামাত মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসটিকে ইমাম হাকেমের মতের সাথে একমত হয়ে সহীহ বলেছেন। কিন্তু আহলে হাদিস হাদিস পণ্ডিত মোবারকপুরী ইমাম শু'বা (রহঃ) সম্পর্কে লিখেন-

وَقَدْ صَرَّحَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ بِأَنَّ سُفْيَانَ أَحْفَظُ مِنْ شُعْبَةَ

-"হাদিসের ইমামগণ (মুহাদ্দিসগণ) এটি বলেছেন যে, ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহঃ) ইমাম শু'বা (রহঃ) থেকে বড় হাফেযুল হাদিস ছিলেন।"[১৭৬৬] কত বড় গাজাখুরী কথা দেখুন সকল আসমাউর রিজালবিদ কী বললেন আর সে নিজের চাপাবাজি দ্বারা কী বললেন।

সংক্ষেপে বলবো, ইমাম তিরমিযির এই কথা অপরদিকে সন্দাহতীত; কেননা ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজেই এই হাদিস সংকলন করে কোন সমালোচনা করেননি; তাহলে আমরা কী এখন তার লিখিত কিতাব দেখবো না অপরের শুনা কথা গ্রহণ করবো? নিম্নের উল্লেখিত দলিলটি দেখুন।

বিপক্ষের আপত্তিঃ

আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৪৮ পৃষ্ঠায় নিজের মতকে ঠিক রাখার জন্য বিপক্ষের দলিল দিয়েছেন যে ইমাম তিরমিযি (রহঃ) উল্লেখ করেছেন-

وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ

"আবু বকর বিন আবিল আসওয়াদ তিনি আব্দুর রাহমান বিন মাহদী (রহঃ) থেকে তিনি বলেন, ইমাম শু'বা (রহঃ) হচ্ছেন আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস।"

১৭৬৪. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২১৬পৃ. ক্রমিক. ৮০

১৭৬৫. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২২৪পৃ. ক্রমিক. ৮০

১৭৬৬. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৬৬প.

Scanned by C

-"আমি (তিরমিযি) ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) কে এই হাদিসের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সুফিয়ানের এই হাদিস অধিক বিশুদ্ধ।"[১৭৬৭] আমি বলি এই উক্তি কোথায় আছে যে শু'বার আমাদের পক্ষের হাদিসটি যঈফ বা ভুল? এখানে তো দুটোই সহীহ বলা হয়েছে মাত্র।

হাদিস বর্ণনা নং. ৫ :

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর নিজের কিতাবেই লিখেন-

قال شعبة: عن سلمة، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمين، خفض بها صوته.

-"ইমাম শু'বা (রহ.) তিনি সালামা (রহ.) থেকে তিনি হুজর আবি আনবাস (রহ.) থেকে তিনি আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (রহ.) থেকে তিনি তার পিতা (ওয়ায়েল রা.) থেকে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) অতঃপর আমিন বললেন আর আমিন বলার আওয়াজটি আস্তে করলেন।"[১৭৬৮] এটির সনদও সহীহ; ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদিসটি আসমাউর রিজালের কিতাবে আনার পরেও সমালোচনা করেননি। তাই বুঝা যায় মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৪৮ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারী (রহ.) নামে যা লিখেছেন যে তিনি এই হাদিস সমালোচনা করেছেন তা সন্দাহাতীত।

হাদিস নং. ৬: ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.)ও এই সনদটি এভাবে সংকলন করেন-

ثنا فاروق، حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا حجاج بن نصير، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت حجرا أبا العنبس الحضرمي، يحدث، عن وائل الحضرمي: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال: {ولا الضالين} [الفاتحة: ٧] قال: «آمين» وتخفي بها صوته

-"......সাহাবী ওয়ায়েল হাযরামী (রা.) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) এর সাথে নামায পড়েছি, তিনি তাতে সূরা ফাতেহা পড়লেন আর আমীন বললেন, আর তার আমীন ছিল নিচু স্বরে বললেন।"[১৭৬৯] এই সনদটিও সহীহ।

সাহাবী তাবেয়ীদের কর্ম:

হাদিস বর্ণনা নং. ৭ : ইমাম তাবরানী 'তাহযীবুল আছার' এ এবং ইমাম তাহাবী (রহ.)-

ثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعيد، عن أبي وائل، قال: كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران ب {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: ١] ولا بالتعوذ، ولا بالتأمين

১৭৬৭. ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, হা/২৪৮

১৭৬৮ ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৩/৭৩পৃ. ক্রমিক. ২৫৯

১৭৬৯. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, মা'রিফাতুস সাহাবা, ৫/২৭১৩ পৃ. হা/৬৪৮২, দারুল ওয়াতন লিননাশর, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রকাশ. ১৪১৯হি.

-"তাবেয়ী আবি সা'দ আল-বাক্কাল (রহ.) তিনি তাবেয়ী হযরত আবূ ওয়াইল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) ও ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী (রা.) না বিসমিল্লাহ উচ্চ স্বরে পড়তেন, না আমীন।"[১৭৭০] বুঝা গেল, নীচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত, আর তাদের কর্মকে আকড়ে ধরা আমাদের জন্য সুন্নাত।

হযরত আলী (রা.) ও উমর (রা.) হলেন সাতজন মুজতাহিদ ফকীহ সাহাবীদের মধ্যে দুজন; তারা যদি আমীন আস্তে বলাকে সুন্নাত মনে করেন তাহলে আমরা কি তাদের থেকে বড় পণ্ডিত?

সনদ পর্যালোচনা: এই সনদটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাবী আবু সা'দ (রহ.) সম্পর্কে কোন কোন আহলে হাদিস আপত্তি করতে পারেন; তাই এই রাবীর গ্রহণযোগ্যতা আমি নিম্নের ৯নং সনদ পর্যালোচনা দেখুন। আর রাবী আবু বকর ইবনে আইয়াশের গ্রহণযোগ্যতা জানতে ইতিপূর্বে রাফ'উল ইয়াদাইনের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) নিজেই রাফ'উল ইয়াদাইন করতেন না হাদিসের সনদ পর্যালোচনা দেখুন।

হাদিস বর্ণনা নং ৮ : হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী হযরত আবূ মা'মার (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন-

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال يخفى الامام اربعا التعوذ وبسم الله وامين وربنا لك الحمد.

-"হযরত আমিরুল মু'মিনীন ওমর (রা.) বলেন, ইমাম চারটি বিষয় নীচু স্বরে বলবে- (১) আউযুবিল্লাহ, (২) বিসমিল্লাহ, (৩) আমীন ও (৪) রাব্বানা লাকাল হাম্দ।"[১৭৭১]

হাদিস বর্ণনা নং-৯ : ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) সংকলন করেন-

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: أربع يخفيهن الإمام، وذكر منها التعوذ، والتسمية وآمين وربنا لك الحمد

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ইমাম চারটি বিষয় নীচু স্বরে পড়বে- আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন এবং রাব্বানা লাকাল হামদ।"[১৭৭২]

হাদিস বর্ণনা নং-১০:

ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن أبي وائل، قال: كان علي، وابن مسعود لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا بالتعوذ، ولا بآمين

১৭৭০. আল্লামা যুফারুদ্দীন বিহারী, জামিউল রযভী বিসহীহুল বিহারী, ২/৩৯১পৃ., মোবারকপুরী : তোহফাতুল আহওয়াজী : ২/৬৯পৃ. হাদিস : ২৪৮।

১৭৭১ আইনী : বেনায়া শরহে হেদায়া : ২/১৯৬পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৭৭২. বদরুদ্দীন আইনী, বেনায়া শরহে হিদায়া, ২/১৯৬পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪২০হি.।

Scanned by C

-"হযরত আবূ ওয়াইল (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত আলী (رضي الله عنه), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) তিনটি বিষয় নীচু স্বরে পড়তেন-বিসমিল্লাহ, রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' আউযু এবং আততাহিয়্যাত।"[১৭৭৩]

হাদিসের সারমর্ম :

সাহাবীদের মধ্যে সাতজন ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকিহ। তার মধ্যে প্রথম ফকিহ হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এবং সাতজনের মধ্যে অন্যতম একজন হলে মাওলা শেরে খোদা আলী (رضي الله عنه)। তারা যদি আমিন আস্তে বলা মত গ্রহণ করেন তাহলে কী আমরা তাদের থেকে বড় হাদিসের পণ্ডিত?

সনদ পর্যালোচনা :

ইমাম হাইছামী (رحمه الله) এ সনদ সম্পর্কে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ.

-"হাদিসটি ইমাম তাবরানী হাদিসটি সংকলন করেছেন, আর তাতে আবূ সা'দ বাক্কাল নামক রাবী রয়েছেন তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত তবে তিনি তাদলীস করতেন।"[১৭৭৪]

ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন- وقال أبو زرعة: صدوق مدلس. -"ইমাম আবূ যারওয়া (رحمه الله) বলেন, তিনি সত্যবাদী ও তাদলীসকারী।"[১৭৭৫] ইমাম মুগলতাঈ (رحمه الله) উল্লেখ করেন- وقال العقيلي: وثقه وكيع -"ইমাম ওকাইলী (رحمه الله) ও ইমাম ওয়াকী (رحمه الله) তাকে সিকাহ বলেছেন।"[১৭৭৬] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وأخرج الحاكم حديثه في «مستدركه» وذكره في جملة الثقات من كتاب «علوم الحديث».

-"ইমাম হাকেম (رحمه الله) তার হাদিস 'মুস্তাদরাক' এ গ্রহণ করেছেন, তার লিখিত 'উলুমুল হাদিস' গ্রন্থে তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন।"[১৭৭৭] ইমাম ইজলী (ওফাত. ২৬১হি.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১৭৭৮]

এই হাদিসে উক্ত রাবীর অবস্থান :

ইমাম মুগালতাঈ এবং ইমাম ইবনে আদি (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

محمود بن غيلان، قال سئل وكيع عن أبي سعد البقال فقال: أحمد الله كان يروي عن أبي وائل تقذ

১৭৭৩ .ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কাবীর : ৯/২৬২পৃ. হাদিস : ৯৩০৪।
১৭৭৪ .হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/১০৮পৃ. হাদিস নং. ২৬০২
১৭৭৫ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৫৮পৃ. ক্রমিক. ৩২৭১
১৭৭৬ .ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/৩৪৬পৃ. ক্রমিক. ২০৩৪
১৭৭৭ .ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/৩৪৬পৃ. ক্রমিক. ২০৩৪
১৭৭৮ .ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ১/৪০৪পৃ. ক্রমিক. ৬১৪

-"মুহাম্মদ বিন আজলান তিনি ইমাম ওয়াকী (رحمه الله) কে আবূ সা'দ বাক্কাল (رحمه الله) সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা যে তিনি যখন তাবেয়ী আবূ ওয়ায়েল (رحمه الله) থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করেন তখন তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৭৭৯]

লক্ষণীয় একটি বিষয় : সহীহ যঈফ নির্ণয়ের জন্য আসমাউর রিজালের কিতাব দেখতে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ইমাম যাহাবী (رحمه الله)এর কিতাবের উপর নির্ভর করতে হয়। তিনি এ রাবীর হাদিসকে সহীহ বলেছেন কীনা তা আমরা এখন দেখবো। ইমাম হাকেম নিশাপুরী (رحمه الله) তার 'মুস্তাদরাক লিল হাকীমে' একটি সনদ সংকলন করেন এ রাবীর। যেমন দেখুন-

٧٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

-"ইমাম হাকেম (رحمه الله) যথাক্রমে ....আবূ সা'দ বাক্কাল (رحمه الله) থেকে তিনি তাবেয়ী ইকরামা (رحمه الله) থেকে তিনি সাহাবী ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।"[১৭৮০]

তিনি এ হাদিস সংকলন করে লিখেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"এই হাদিসটির সনদ সহীহ। যদিও বা শায়খাইন এটি সংকলন করেননি।"[১৭৮১] ইমাম হাকেমের এ সত্যতা সম্পর্কে ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (رحمه الله) তার তালখীছ গ্রন্থে লিখেন-

[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٨٢٩ - صحيح

-"এই সনদটি সহীহ।"[১৭৮২] তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ইমাম যাহাবীর নিকট তিনি সিকাহ রাবী এবং তার হাদিসের মান হল সহীহ। কিন্তু এত আসমাউর রিজালে এই ইমামদের অভিমত থাকা সত্ত্বেও আহলে হাদিস মোবারকপুরী তার সম্পর্কে বলেন-

وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ ضَعِيفٌ جِدًّا فَإِنَّ فِي سنده سعيد بن المرزبان الْبَقَّالُ

-"হানাফীদের প্রতি (আমি মোবারকপুরীর) জবাব হল, এই আছারটি অত্যন্ত যঈফ; কেননা সনদে সাঈদ ইবনে মারযুবান আল-বাক্কাল রয়েছেন।"[১৭৮৩]

সর্বশেষ বলবো, তাদলীস করায় সে দোষী হলে তাহলে আমিন জোরে বলার হাদিসের অন্যতম রাবী 'ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী' সবার আগে দোষী; কেননা তিনি যঈফ রাবী থেকে তাদলীস করতেন যা ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি।

হাদিস বর্ণনা নং-৯ :

আল্লামা ইবনে হাযম সংকলন করেন-

১৭৭৯ .ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/৩৪৬পৃ. ক্রমিক. ২০৩৪, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৪/৪৩৩পৃ.
১৭৮০ .ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/৩৩৫পৃ. হা/৭৮২৯
১৭৮১ .ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/৩৩৫পৃ. হা/৭৮২৯
১৭৮২ .ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/৩৩৫পৃ. হা/৭৮২৯
১৭৮৩ . মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৬২পৃ.

Scanned by C

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُخْفِي الْإِمَامُ أَرْبَعًا -: التَّعَوُّذَ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) বলেন, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, ইমাম চারটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ।" (আল্লামা ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, ২/২৮০ পৃ.)

হাদিস বর্ণনা নং-১০ :

আল্লামা ইবনে হাযম সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُخْفِي الْإِمَامُ ثَلَاثًا -: الِاسْتِعَاذَةَ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ

-"হযরত আবু হামযা তিনি ইবরাহিম নাখঈ হতে তিনি আলকামা এবং আসওয়াদ (রহ.) হতে তারা দুজনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম ৩টি কথা নিঃশব্দে বলবে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন।"(আল্লামা ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, ২/২৮০ পৃ.)

হাদিস নং ১১-১২: ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ)-এর মাধ্যমে হাম্মাদ (রহঃ) থেকে -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالِاسْتِعَاذَةُ، وَآمِينَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

-"হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, ইমাম চারটি বিষয় নীচু স্বরে পড়বে- বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ, আমীন। আর যখন ইমাম সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবেন তখন মুসল্লি আস্তে রাব্বানা লাকাল হামদ পড়বে।"[১৭৮৪]

সনদ পর্যালোচনা :

এই সনদের মা'মার সিহাহ সিত্তার রাবী। আর হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী। তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমি ঈদের ছয় তাকবীরের পক্ষে

১৭৮৪ .আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ২/৮৭পৃ. হাদিস : ২৫৯৬, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন। অথচ ধোঁকাবাজ আহলে হাদিস মুহাদ্দিস মোবারকপুরী এই হাদিসটি মূল কিতাব না দেখেই অন্ধভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَنَقَلُوا أَيْضًا بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ خَمْسٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَالتَّعَوُّذُ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآمِينَ وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

-"হানাফীদের আরেকটি দলিল হল, তাবেয়ী ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) বলেন, পাঁচটি বিষয়ে আস্তে করে বলবে ক. ছানা, খ. তাউয, গ. তাসমিয়াহ, ঘ. আমিন, ঙ. রাব্বানা লাকাল হামদ।" (তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৬২পৃ.) এই ভুয়া ইবারত দেয়ার উদ্দেশ্য হল সে হানাফীদেরকে ছোট করা।

হাদিসের সনদ পর্যালোচনায় এবং প্রথম অধ্যায়ে ইমাম আযমকে মুর্জিয়া বলার খণ্ডনের আলোচনায় উল্লেখ করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

হানাফি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেন-

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَرْبَعٌ يُخَافِتُ بِهِنَّ الْإِمَامُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, আমাকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বর্ণনা করেন আর তাকে হযরত হাম্মাদ বিন আবি সুলায়মান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন তিনি তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) তিনি বলেন, ইমাম চারটি বিষয় আস্তে বলবে, ছানা সুবহানাকা আল্লাহুম্মা...., আউযুবিল্লাহ, তাসমিয়াহ বা বিসমিল্লাহ এবং আমীন। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, এটিই ইমাম আযম আবু হানিফা (রাঃ) গ্রহণ করেছেন।"[১৭৮৫]

তিনিও চান যে, 'আমীন' আস্তে বলা হোক। কেননা আমীন কুরআনে করীমের আয়াত নয় বা কুরআনের শব্দ নয়। এ জন্যই তা না জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমীন নিয়ে আসেননি, না কুরআনে করীমে লেখা হয়েছে। বরং তা দু'আ এবং আল্লাহর যিক্‌র। সুতরাং যেমনিভাবে 'ছানা' 'আততাহিয়্যাত' দরূদে ইবরাহীমি' দোয়া'য়ে মা'ছুরাহ ইত্যাদি নীচু স্বরে পড়া হয়, ঠিক তেমনিই আমীনও নীচু স্বরে হওয়া উচিত।

সলফে সালেহীনের আমল:

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) এর মাযহাবের অনেকাংশে প্রখ্যাত সাহাবী ও বদরী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস সমূহ। তিনিও নিচু স্বরে আমীন বলার উপরে আমল করতেন যা ইতোপূর্বে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে ইসলামের অন্যতম দুই খলিফা হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) আমীন আস্তে বলার পক্ষে আমল করতেন। তাহলে আমরা যারা আস্তে আমীন বলার পক্ষে আমল করছে বলে ভুল করছি বলে হেয় পতিপন্ন করতে চান তাহলে খোলাফায়ে রাশেদীনগণ কি করেছেন? প্রমাণ করতে পারবেন যে কোন একজন খলিফা আমীন জোরে বলেছেন? ইমাম ইবনে শায়খ জামালুদ্দীন রুমী বাবিরতী হানাফী (মৃত. ৭৮৬ হি.) লিখেন-

وَيُخْفِيهَا وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَرَكَ النَّاسُ الْجَهْرَ بِالتَّأْمِينِ وَمَا تَرَكُوهَا إِلَّا لِعِلْمِهِمْ بِالنَّسْخِ

"আমীন চুপে স্বরে বলবে। এটা হযরত উমর, আলী, ইবনে মাসউদ (রা.) এর মাযহাব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, লোকজন উচ্চ স্বরে 'আমীন'

১৭৮৫. ইমাম মুহাম্মদ : আল-কিতাবুল আছার : ১/১৬২পৃ. হাদিস : ৮৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন। তবে ইমাম আইনী (রহ.) এ হাদিসটি এভাবে সংকলন করেছেন-

Scanned by C

বলা ছেড়ে দিয়েছে এ কারনেই যে, তারা জানে যে উচ্চ স্বরে বলার বিধান 'মানসূখ' হয়ে গেছে।" (এনায়া শরহে হিদায়া, ১/২৯৫ পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন) ইমাম তাবারী (রহ.) বলেন-

واكثر الصحابه والتابعين رضى الله عنهم كانوا يخفون بها

-"অধিকাংশে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন আমীন আস্তে বলতেন।" (আল্লামা জফর আহমদ উসমানী, এ'লাউস সুনান, ২/২৩৩ পৃ.)

আস্তে আমীন বলা অধিকাংশে সাহাবী তাবেয়ীদের আমল:

ইতোপূর্বে আলোকপাত করেছি যে উচ্চ পর্যায়ের সাহাবীগণ আমিন আস্তে বলতেন, তারপরও আকেটি অভিমত আপনাদের সামনে উপস্থান করবো। ইমাম ইবনে জরীর তাবারী (রহ.) তাঁর তাহযীবুল আছার গ্রন্থে বলেছেন-

وروي ذلك عن ابن مسعود وروي عن النخعي والشعبي وابراهيم التيمى كانوا يخفون بآمين والصواب ان الخبر بالجهر بها والمخافة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختارا خفض الصوت بها إذا كان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك

-"হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), ইবরাহীম নাখঈ (রহ.), শা'বী (রহ.), ইমাম ইবরাহীম তায়মী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা আমীন আস্তে বলতেন। সঠিক কথা হলো আমীন আস্তে বলা ও জোরে বলার উভয় হাদীসই সহীহ। এবং দুটি পন্থা অনুযায়ী এক জামাত আলেম আমলও করেছেন। যদিও আমি আস্তে আমীন বলাই অবলম্বন করি, কেননা অধিকাংশে সাহাবী ও তাবেয়ী এ অনুযায়ী আমল করতেন।" (আল্লামা তুরকামানী, জাওয়াহিরুন নকী, ২/৫৮ পৃ.) ইমাম ইবনুল মুনযির (ওফাত. ৩১১ হি.) উল্লেখ করেন-

وَنُقِلَ عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ، فَذَكَرَ آمِينَ

-"হযরত ওয়ালেদ ইবনে ইয়াযীদ বলেন, ইমাম পাঁচটি বিষয় নীরবে বলবে এর মধ্যে একটি হল আমীন বলা।" (আল-আওসাত, ৩/১৩২ পৃ.)

মদিনাবাসীদের আমল:

মদীনা শরীফে ইমাম মালেক (ওফাত. ১৭৯ হি.) এর নিবাস ছিল। তিনিও ফতোয়া দিয়েছেন-

قَالَ مَالِكٌ: وَيُخْفِي مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ آمِينَ

-"মুক্তাদী আস্তে আমীন বলবে।" (আল-মুদাওয়্যানা, ১/১৬৭ পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৫হি.) তাহলে কী ইমাম মালেক হাদিস জানতেন না? মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা আহমদ আদ দরদের (রহ.) লিখেছেন-

(وَ) نُدِبَ (الْإِسْرَارُ بِهِ) أَيْ بِالتَّأْمِينِ لِكُلِّ مُصَلٍّ طُلِبَ مِنْهُ

-"মুসল্লীর জন্য আস্তে আমীন বলাই মুস্তাহাব।" (হাশীয়ায়ে সাভী আ'লা শরহে সগীর, ১/৩৩ পৃ.)

কুফাবাসীর আমল:

...ইরাকের কুফায় পনেরশত সাহাবী বসবাস করতেন। এই কুফার সাধারণ আমল ছিল আস্তে আমীন বলা। ইবনে মাসউদ ও তার শিষ্যবর্গ, ইবরাহীম নাখঈ, ইবরাহীম তায়মী, শা'বী প্রমুখ কুফার বড় বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস সকলে আমীন আস্তে বলার পক্ষপাতি ছিলেন। কুফার সুফিয়ান সাওড়ীও আস্তে আমীন বলতেন।

আহলে হাদিসদের আমিন জোরে বলার পুঁজি:

তথাকথিত আহলে হাদিসরা তাদের পক্ষে যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেন তা দুই শ্রেণীর।
এক. যে সনদগুলো সহীহ, কিন্তু সেগুলো আমীন জোরে বলার দাবী অনুসারে অস্পষ্ট।
দুই. কিন্তু যে হাদিসগুলোতে আমীন জোরে বলার কথা সুস্পষ্ট আছে সেগুলো আবার সনদ অত্যন্ত যঈফ, নিম্নে তাদের দুই শ্রেণীর হাদিসের পর্যালোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

দলীল নং ১: ইমাম তিরমিযি (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

-"হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে পড়তে শুনেছি, তিনি যখন গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম বললেন, অতঃপর বললেন, আমীন। আর তার আওয়াজটি উচু করেছেন।"[১৭৮৬]

হাদিসের নিষ্পত্তি:

জবাব. এখানে আমাদের আহলে হাদিস ভাইয়েরা (وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ) শব্দের অপব্যাখ্যা করে থাকেন। আপনি কোন অভিধানে (مَدَّ) এর অর্থ জোরে বা উচ্চ আওয়াজ এরূপ অর্থ খুঁজে পাবেন না। কিন্তু মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠায় জোর করে এটিই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কারণ শব্দটি مَدٌّ (মুদ্দুন) থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ আওয়াজ বড় করা নয়। বরং আওয়ায দীর্ঘ করা বা টেনে পড়া। অর্থাৎ তিনি آمِينَ শব্দটিকে كريم(কারীমুন) এর মত পড়েননি। বরং قالين (ক্বা'লীন) آمِينَ (আমীন) হিসেবে

১৭৮৬. ইমাম তিরমিযি, জামে...

মদ্দ সহকারে পাঠ করেছেন। কেননা مد (মদ্দ) এর বিপরীত শব্দ হলে قصر (কছর) অর্থাৎ তিনি "কছর" পড়েননি, বরং মদ্দ সহকারে পড়েছেন। এজন্যই আহলে হাদি... তজাউল হক তার 'নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন' গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় এ... যঈফ হাদিসটিকে সহীহ মনে করে উল্লেখ করেছেন এবং অর্থ করেছেন-"উ... আওয়াজকে উচ্চৈঃস্বরে লম্বা করে টেনে ছিলেন"। তিনি এই হাদিসের অনুবাদটি ম... ইচ্ছা মত অনুবাদ করলেন।

দ্বিতীয়ত. আমরা বলবো এই হাদিসে রাসূল (ﷺ) ফরয নামাযে এমনটি করেছেন ... হাদিসে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়ত. অপরদিকে এই হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) এ... এই হাদিস মুযত্বারিব। এই হাদিসে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে আবার অন্য বর্ণনায় তিনি অন্য ছাত্রের কাছে আবার (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) আওয়ায উচু করেছেন শব্দে বর্ণনা করেছেন। তাই এই হাদিসটি মতনগতভাবে মুযত্বারিব পর্যায়ের। এজন্য এই ধরনের হাদি... শরিয়তে কখনই হুজ্জাত হতে পারে না।

তৃতীয়ত. সালামা ইবনে কুহাইল এর ছাত্র সুফিয়ান সাওড়ী এখানে বর্ণনা করেছেন এ... রকম, কিন্তু সালামার অন্য ছাত্র যিনি সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) হতে আরও বড় হাদিসে... ইমাম শু'বা তিনি বর্ণনা করেছেন আস্তে আমীন বলার কথা। তাই আমরা যিনি বেশী বড় হাদিস পণ্ডিত তার বর্ণনাই গ্রহণ করবো।

চতুর্থতর্ম. ইমাম তিরমিযির উস্তাদ বুনদার এর হাদিস সর্বোচ্চ 'হাসান' পর্যায়ের না... যেতে পারে। কেননা ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: صَدُوْقٌ.

-"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, তিনি সত্যবাদী।"[১৭৮৭] তিনি আরও উল্লেখ করে...

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: بُنْدَارٌ صَالِحٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ.

-"ইমাম নাসাঈ (রহ.) বুনদার সৎ ব্যক্তি, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১৭৮৮] আসমাউর রিজালবিদদের এই ধরনের উক্তি দ্বারা হাদিস সর্বোচ্চ 'হাসান' পর্যায়ের বলেই বুঝা যায়। এজন্যই ইমাম তিরমিযি (রহ.) তার এই হাদিস প্রস... বলেন- حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. -"হযরত ওয়ায়েল (রা.) এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের।"[১৭৮৯] কিন্তু ইমাম যাহাবী (রহ.) তার একটি হাদিস উল্লেখ কর... লিখেন- هَذَا كَذِبٌ -"এটি তার মিথ্যাচার।"[১৭৯০] তাই 'হাসান' হওয়ার বিষয়টি সন্দাহতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৭৮৭. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/১৪৬পৃ. ক্রমিক. ৫২

১৭৮৮. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/১৪৬পৃ. ক্রমিক. ৫২

১৭৮৯. ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ১/৩৩১ পৃ. হা/২৪৮

১৭৯০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/১৪৬পৃ. ক্রমিক. ৫২

...হলে হাদিসদের দলিল নং. ২ :

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযি (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، قَالَ: آمِينَ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

-"মুহাম্মদ ইবনু কাসির তিনি সুফিয়ান সাওড়ী থেকে তিনি সালামা থেকে তিনি হুজর আবী আনবাস হাদ্বরামী থেকে তিনি সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) নামাযে সূরা ফাতেহা পড়তেন আর যখন ওয়ালাদ্বাল্লীন পড়লেন ...পর আমিন বললেন। আর আমিন বলার আওয়াজ ছিল বড়।"[১৭৯১]

হাদিসের নিষ্পত্তি:

...লে হাদিস তজাউল হক তার 'নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন' গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় এই অত্যন্ত যঈফ হাদিসটিকে সহীহ মনে করে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত. ...দি বলবো, আলবানী এটিকে আবু দাউদের তাহকীকে সহীহ বলেছেন, সে যে ভুয়া ...হকীককারী এই যঈফ হাদিসকে নিজের দলের টানে এটিকে সহীহ বলা হল তার ...ন্ত প্রমাণ। এই হাদিসে সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) এর ছাত্র এবং ইমাম আবু দাউদের ...দ মুহাম্মদ ইবনে কাসির বিতর্কিত রাবী। সে যে এই হাদিসে উল্টা পাল্টা করেছে ...তে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য আসমাউর রিজালবিদগণ তার হাদিসের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আল্লামা মুগালতাঈ (রহ.) সংকলন করেন-

قال النسائي: ليس بالقوي كثير الخطأ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم وقال أبو عبد الله الحاكم: ليس بشيء، وقال الساجي: صدوق كثير الغلط وقال يحيى بن معين: قد روى غير حديث منكر. وفي كتاب العقيلي عن أحمد: قد حدث عن سفيان بمناكير لا يتابع على شيء منها.

-"ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, তিনি কোন শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন, তিনি হাদিসে প্রচুর ভুল করতেন, ইমাম আবু আহমদ হাকেম (রহ.) বলেন, তিনি আমাদের (মুহাদ্দিসদের নিকট) শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম (রহ.) বলেন, তার হাদিস কিছুই নয়। ইমাম সাজী (রহ.) বলেন, তিনি যদিও সত্যবাদী, কিন্তু তিনি প্রচুর হাদিসে ভুল করতেন, ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, সে মুনকার হাদিস ছাড়া আর কিছুই বর্ণনা করেননি। ইমাম উকায়লী (রহ.) তার কিতাবে ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, সে মা'মারের সূত্রে আপত্তিকর হাদিস বর্ণনা করতেন; তার হাদিসের সমর্থনে আর কোন হাদিস নেই।"[১৭৯২] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

---

১৭৯১. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/১৩৪-১৩৫পৃ. হা/৯৩২

১৭৯২. ইমাম মুগলতাঈ, তাহযিবুল কামাল, ১০/৩২১পৃ. ক্রমিক. ৪২৬৬

Scanned by C

وقال العجلي: ضعيف الحديث، وذكره ابن الجارود والدولابي وأبو العرب والفسوي والبلخي في جملة الضعفاء. وقال ابن القطان: ضعيف

-"ইমাম ইজলী বলেন, তিনি হাদিসে দুর্বল, এছাড়া ইমাম ইবনে জারূদ, দাওলাভী, আবূ আরব, ফাসভী, বলখী (রহ.) তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম ইবনে কাত্তান (রহ.) বলেন, তিনি যঈফ।"[১৭৯৩] তাই পাঠকবৃন্দ! বুঝতে পারলাম যে এমন একটি যঈফ হাদিসকে কিভাবে সহীহ বলতে পারলেন। অপরদিকে এই হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) নিজে আমল করতেন আস্তে আমিন বলে। যা সামনে আলোকপাত করবো।

তাই আমরা বুঝতে পারি যে নিজেই যিনি আস্তে আমিন বলেন তিনি কিভাবে জোরে আমিন বলার হাদিস বর্ণনা করে থাকলে প্রত্যাখ্যান করেন!

বর্ণনা নং. ৩ :

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَهَرَ بِآمِينَ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ

-"হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আমি রাসূল (ﷺ) এর পিছনে সালাত আদায় করেছি তিনি জোরে আমিন বললেন..... ।"[১৭৯৪]

আপত্তির নিষ্পত্তি :

আহলে হাদিস শুজাউল হক তার 'নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন' গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় এই জাল হাদিসটিকে সহীহ মনে করে উল্লেখ করেছেন। অথচ এই হাদিসের তিনজন রাবীই সমালোচিত, তাই এটি দলিল দেওয়ার উপযুক্তই নয়। প্রথমত : আমি বলবো এই সনদে 'আলী ইবনে ছালেহ' রাবী সম্পর্কে আল্লামা মুগালতাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন-

وفي كتاب "الجرح والتعديل" للساجي: سمعت ابن المثنى يقول: ما سمعت ابن مهدي يحدثنا عن علي بن صالح بشيء قط ولا يحيى، قال أبو يحيى الساجي: وقال ابن معين: الحسن بن صالح وعلي أخوه ضعيفان.

-"....আবূ ইয়াহইয়া সাজী ও ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, রাবী হাসান বিন ছালেহ ও তার ভাই আলী দুজনই যঈফ।"[১৭৯৫] অনেকে বলতে চান ইমাম মুসলিম

১৭৯৩ . ইমাম মুগলতাঈ, তাহযিবুল কামাল, ১০/৩২২পৃ. ক্রমিক. ৪২৬৬
১৭৯৪ . সুনানে আবি দাউদ, ১/২৪৬পৃ. হা/৯৩৩
১৭৯৫ . ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/৩৩৪পৃ. ক্রমিক. ৩৮০৫

(রহ.) তার হাদিস গ্রহণ করেছেন ইমাম মিয্যী (রহ.) তা অস্বীকার করেছেন।[১৭৯৬]

দ্বিতীয়ত : অপরদিকে ইমাম আবূ দাউদের এই 'শায়খ মুখলাদ ইবনে খালিদ আশ্-শাঈরী' নিয়ে আপত্তি আছে। ইমাম মিয্যী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন-

قال عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أبي حاتم: سألتُ أبي عنهُ، فقال: لا أعرفه.

-"আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতেম (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তাকে চিনি না।"[১৭৯৭]

তৃতীয়ত: সালামা এর ছাত্র ইমাম শু'বা (রহ.) এই হাদিসে আস্তে আমীন বলার কথা বর্ণনা করেছেন, তাই এটি শাযও বলে চলে।

আলবানী এটিকে জোর করে সহীহ বলতে চেয়েছেন। তার সহীহ বলা আমাদের কাছে এক আনারও মূল্য নেই। অপরদিকে আহলে হাদিস মুহাদ্দিস মোবারকপুরী দুঃসাহস করে বলেন- بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ -"এটি সহীহ সনদ।"[১৭৯৮] আল্লাহ আমাদেরকে এই ধোঁকাবাজদের থেকে রক্ষা করুন; যারা দুজন সমালোচিত রাবী থাকা সত্ত্বেও এটিকে জোর করে সহীহ বলে দিতে চায়।

বর্ণনা নং-৪

ইমাম দারাকুতনী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الدَّقَّاقِ . ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ . ثنا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو مَنْصُورٍ . ثنا بَحْرٌ السَّقَّاءُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] ، قَالَ: «آمِينَ» وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

-"বাহর সিক্কা তিনি ইমাম জুহরী (রহ.) থেকে তিনি তাবেয়ী সালেম (রহ.) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) যখন {وَلَا الضَّالِّينَ} বলতেন অত:পর আমিন বলতেন, আর তার আওয়াজের স্বর উঁচু হতো।"[১৭৯৯]

সনদ গ্রহনযোগ্যতা :

প্রথমত: উক্ত হাদিসটি একদিকে সরিহ তথা সুস্পষ্ট নয়, কেননা উক্ত হাদিসে নামাযের কোন কথাই উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়ত: উক্ত সনদটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা উক্ত সনদে 'বাহার সাক্কা' আপত্তিকর রাবী রয়েছেন যার মূল নাম 'বাহার বিন কুনায়েজ আবূ ফজল সাক্কা বাহালী' ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

---

১৭৯৬ . ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/৪৬৮পৃ. ক্রমিক. ৪০৮৪
১৭৯৭ . ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২৭/৩৩৫পৃ. ক্রমিক. ৫৮৩৪, ইমাম আবূ হাতেম, জারহ্ ওয়া তা'দীল, ৮ম খণ্ড, ক্রমিক.১৬০০
১৭৯৮ . ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১১/৩১৫পৃ. ক্রমিক. ২৪৬৭
১৭৯৯ . মোবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াযী- ১/৩৯৮পৃ

Scanned by C

لا شيء. وقال يحيى: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، كل الناس أحب يزيد بن زريع :
إليه منه. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال البخاري: ليس بقوي عندهم. وهو جد
أبي حفص عمرو بن علي الفلاس. روى ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: لا يكتب
حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف.

-"মুহাদ্দিস ইয়াযিদ বিন জারেঈ (রহঃ) বলেন, তার হাদিস মূল্যহীন, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, তার হাদিস কিছুই নয়, আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতামই না, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম দারেকুতনী বলেন, সে পরিত্যক্ত হাদিস বর্ণনাকারীর একজন; ইমাম বুখারী বলেন, সে আমাদের নিকট মজবুত বর্ণনাকারী নয়, ...ইমাম আবি খায়সামা তিনি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তার হাদিস লিপিবদ্ধযোগ্য নয়, ইমাম আবূ হাতেম (রহঃ) বলেন, তিনি দুর্বল রাবী। ইমাম দারেকুতনীও তার হাদিস এবং উক্ত রাবীকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন তিনি একজন অত্যন্ত দুর্বল রাবী।"[১৮০০] তাই প্রমাণিত হলো উক্ত সনদটি বাতিল বা অত্যন্ত যঈফ অগ্রহণযোগ্য বলে বুঝা যায়। তৃতীয়ত: তার হাদিস শরিয়তে কোন দলিল দেয়ার মর্যাদা পড়ে না। এজন্যই ইমাম বায়হাকী (রহঃ) লিখেন-

بَحْرُ السَّقَّاءُ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

-"এই সনদে বাহর সিক্কা যঈফ, আর তার হাদিস শরিয়তে কোন হুজ্জাত বা দলিল নয়।"[১৮০১] বাহর সিক্কা সম্পর্কে আলবানী বলেন- متفق على تركه - "সকলে একমত তার হাদিস পরিত্যাগ যোগ্য।"[১৮০২]

বর্ণনা নং ৫..

ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] , قَالَ: «آمِينَ» مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

-"আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) এর পিছনে নামায পড়েছি তিনি সূরা ফাতেহার শেষে আমিন বললেন আর তা তিনি দীর্ঘ করে পড়লেন।"[১৮০৩]

১৮০০ .যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ১/২৯৮পৃ. রাবী : ১১২৭, ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব : ১/৬৬পৃ. রাবী : ৬৭৯

১৮০১ .ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৫/৫৩৫পৃ. হাদিস/ ১০৭৮১

১৮০২ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ, ৫/৩০১ পৃ. হা/২২৭৫

১৮০৩ .ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ২/১৩৩পৃ. হা/. ১২৭১

পর্যালোচনা: প্রথমত. আমি বলি এখানে আমিন জোরে বলার কোন কথাই নেই। এই হাদিসে (مَدَّ بِهَا) শব্দ রয়েছে যার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে দিয়ে এসেছি। দ্বিতীয়ত. এই সনদটিও সহীহ নয়। কেননা এই সনদে 'হাসান ইবনু আহমাদ ইবনে আবি শুয়াইব' সমালোচিত রাবী রয়েছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন- يخطئ ويهم. -"তিনি হাদিসে ভুল করতেন, তিনি আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী।"[১৮০৪] তৃতীয়ত. অপরদিকে 'আবি আব্দুর রাহিম' অপরিচিত রাবী। চতুর্থত. এছাড়া মুহসিন সাহেব (তার গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন) ও আলবানীর দৃষ্টিতে সমালোচিত রাবী 'ইমাম আবু ইসহাক' যঈফ এবং তাদলীসকারী তাদের সে হিসেবে তো তিনি এই সনদে যঈফ।[১৮০৫] তাহলে তাদের মতে এমনিতেই এটি যঈফ হাদিস; আর আহলে হাদিসদের মতে যঈফ হাদিসের উপরে আমল জায়েয নেই।

আহলে হাদিসদের আপত্তি নং ৬ :

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ الزُّبَيْدِيِّ , حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , وَسَعِيدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ , وَقَالَ: آمِينَ

-"রাসূল (সাঃ) যখন উম্মুল কোরআন (ফাতেহা) পাঠ শেষ করতেন তখন বড় করে আমিন বলতেন।"[১৮০৬]

হাদিসটির সনদ গ্রহনযোগ্যতা:

উক্ত হাদিসটির উপর তিনটি আপত্তি রয়েছে প্রথমত. উক্ত হাদিসটি এই বিষয়ে 'সরীহ' তথা সুস্পষ্ট নয়। কেননা এখানে নামাযে সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের কালে আমিন জোরে বলতেন হাদিসে তা উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত. উক্ত হাদিসে দুজন রাবী অত্যন্ত যঈফ। এক. সনদে 'ইয়াহইয়া ইবনে উসমান বিন ছালেহ' তিনি একজন দুর্বল রাবী।[১৮০৭] তাঁর ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় (رمي بالتشيع ولين حفظه) সে শীয়া মতবাদের অনুসারী ও নরম বা দুর্বল প্রকৃতির বর্ণনাকারী। (ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৫৯৪ পৃ. ক্রমিক. ৭৬০৫)। তিনি আরও বলেন-

---

১৮০৪ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৪/৪৫৪পৃ. ক্রমিক. ৪১৯৭

১৮০৫ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ, ৩/২৪৩ পৃ. হা/১১১৬, হা/১৫১৪ এ তার সমালোচনা করেছেন।

১৮০৬ .দারেকুতনী, আস্-সুনান :১/২৬৪পৃ. হাদিস : ১২৫৮, হাকেম নিশাপুরী ,আল-মুস্তাদরাক, মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি : ২/৬৭পৃ, আহলে হাদিস আলবানী : সিলসিলাতুস সহিহা :৪৬৪

১৮০৭ .স্বয়ং আলবানী তাকে অত্যন্ত যঈফ বলেছেন। (সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ, হা/১৯৪, হা/১০৬)

Scanned by C

وقال مسلمة بن قاسم يتشيع

-"আমি বলি, মাসলামা ইবনে কাসেম তার সম্পর্কে বলেন, সে শীয়া আকিদার অনুসারী ছিলেন।[১৮০৮] ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وقال أبي حاتم: كتبت عنه، وتكلموا فيه.

-"ইমাম আবূ হাতেম (রহ.) বলেন, আমি তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতাম, তবে তার হাদিসের বিষয়ে আপত্তি রয়েছে।"[১৮০৯] একজন আসমাউর রিজালবিদও তাকে সিকাহ বলেননি।

দুই. অপরদিকে এই সনদে তার উস্তাদ 'ইসহাক ইবনে ইবরাহীম যুবাইদী' সমালোচিত রাবী রয়েছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

قال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو داود: ليس بشيء.

-"ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন, সে বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারী নয়, ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তার হাদিস কিছুই না।"[১৮১০] মুহাদ্দিস মুহাম্মদ বিন আওফ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।[১৮১১] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল শরিয়তে এই হাদিসের কোন মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের আহলে হাদিস মুহাদ্দিস মোবারকপুরী সাহেব খুবই ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন যে এ হাদিসকে সহীহ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য।[১৮১২]

বর্ণনা নং. ৭ :

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহাওই (রহ.) সংকলন করেন-

أنا النضر بن شميل نا هارون بن الأعور عن إسماعيل بن مسلم عن أبي إسحاق عن بن أم الحصين عن أمه أنها صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعته وهي في صف النساء

-"হযরত উম্মুল হোসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর পিছনে মহিলাদের কাতারে নামাযরত অবস্থায় শুনেছি তিনি যখন সূরা ফাতেহার শেষে ওয়ালাদ-দ্বল্লীন বললেন তখন আমীন বললেন। আর আমীন বলার আওয়াজ আমি মহিলাদের কাতার থেকে শুনতে পেয়েছি।"[১৮১৩]

১৮০৮. ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/২৫৭পৃ. রাভী : ৪১৫, ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১২/৩৪৭পৃ. ক্রমিক. ৫১৭১

১৮০৯. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৬/৮৫০পৃ. ক্রমিক. ৫৮৩, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৩৫৭পৃ. ক্রমিক. ১৭১, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযীব : ১১/২৫৭পৃ. রাভী : ৪১৫, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৩১/৪৬৪পৃ. ক্রমিক. ৬৮৮৩

১৮১০. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/৭৮৮পৃ. ক্রমিক. ৫২, এবং মিযানুল ইতিদাল : ১/১৮১পৃ. রাভী:৭৩০. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২/৩৭০পৃ. ক্রমিক. ৩৩০

১৮১১. যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ১/১৮১পৃ. রাভী:৭৩০

১৮১২. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৬০পৃ.

১৮১৩. ইমাম রাহবিয়্যাহ, আল-মুসনাদ, :::মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ২/৬৭পৃ. হাদিস : ২৪৮, হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ২/১১৩পৃ., ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২৫/১৫৮ পৃ. হা/৩৮০

সনদ পর্যালোচনা:

আহলে হাদিস শুজাউল হক তার 'নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন' গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় এই জাল হাদিসটিকে সহীহ মনে করে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি যেই দুটি কিতাবের উদ্ধৃতি তথা সূত্রে দিয়েছেন সেই কিতাবেই এটিকে অত্যন্ত যঈফ বলা হয়েছে যা তিনি চোখে দেখেননি। বলা যায় উক্ত সনদটিও দুটি কারণে অত্যন্ত দুর্বল বা জাল হাদিস। প্রথমত. ইসমাঈল অত্যন্ত যঈফ রাবী। আমি আর কি বলবো আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিস মোবারকপুরীই এটি সম্পর্কে বলেন-

وذكر هذا الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد وقال بعد ذكره رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

-"এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী তাঁর মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আর উক্ত সনদে 'ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-মাক্কী' দুর্বল রাবী রয়েছেন।"[১৮১৪]

শুধু তাই নয় উক্ত রাবীর বিষয়ে ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) বলেন, ضعيف তিনি দুর্বল রাবী। ইমাম আহমদ (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেন, সে মুনকারুল হাদিস তথা তিনি আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী, ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেন, মাতরুক বা তিনি পরিত্যক্ত হাদিস বর্ণনাকারী। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন- ليس بشيء -"তার হাদিস কিছুই নয়। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনে মাদীনী বলেন- لا يكتب حديثه -"তার হাদিস লিপিবদ্ধযোগ্য নয়।' ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন, তিনি দুর্বল রাবী। ইমাম আদি (রহ.) বলেন, তার হাদিস সংরক্ষিত নয়।[১৮১৫] তাই প্রমাণিত হলো উক্ত সনদটি বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত. আহলে হাদিস আলবানী ও মুহসিন সাহেবের সমালোচিত রাবী আবু ইসহাকও এই সনদে বিদ্যমান তাই এটি আরও দুর্বল।[১৮১৬]

বর্ণনা নং. ৮:

আহলে হাদিস শুজাউল হক তার 'নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন' গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় নবীজী (ﷺ) যখন আমিন বলতেন তখন শুধু প্রথম কাতারের লোকেরাই শুনতে পেতেন মর্মে এই জাল হাদিসটিকে সহীহ মনে করে উল্লেখ করেছেন। অথচ খোদ তার দলের লোক মুহসিন সাহেবই ২৪৯ পৃষ্ঠায় ২নং হাদিস হিসেবে অত্যন্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

১৮১৪. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৬০পৃ. ইমাম হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ: ২/১১৩পৃ.

১৮১৫. বিস্তারিত দেখুন-ইমাম যাহাবি, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৪৮পৃ. ক্রমিক. ৯৪৫, মিয্যী, তাহযীবুল কামাল: ৩/২০৩পৃ. রাবী:৪৭৭, ইবনে হাজার, তাহযীবুত তাহযীব, ১/৩৩১পৃ. ক্রমিক. ৫৯৮, ইমাম আদি, আল-কামিল, ১/৪৫৫পৃ. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/২০৫পৃ.

১৮১৬. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসদ দ্বঈফাহ, ৩/২৪৩ পৃ. হা/১১১৬, হা/১৫১৪ এ তার সমালোচনা করেছেন।

Scanned by C

আমিন আস্তে বলার আরেকটি হিকমত :

কোন কোন হাদিস ব্যাখ্যাকারী ফকিহগণ বলেছেন যে রাসূল (ﷺ) যদিও জোরে কখনো আমিন বলে থাকেন তা ছিল শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এ ব্যাখ্যায় বলেন-

وَالْجَهْرُ فِيهِ لأجل تَعْلِيمه النَّاس بذلك

-"নিশ্চয়ই আমীন উচ্চ স্বরে বলাটা ছিল ঐ বিষয়ে মুক্তাদিগণকে শিক্ষা দেয়া।" (ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/৫৩ পৃ.) কেননা ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: «آمِينَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

-"ইমাম ইবনে আবি শায়বা তিনি তার পিতা থেকে তিনি সাদ ইবনু ছেলত হতে তিনি তাবেয়ী আমাশ থেকে তিনি আবু ইসহাক সাবাঈ (রহ.) হতে তিনি আব্দুল জাব্বার ইবনে আবি ওয়ায়েল (রহ.) হতে তিনি তার পিতা সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) নামাযে প্রবেশ করলেন আর যখন তিনি সূরা ফাতেহা শেষ করলেন তখন তিনি তিনবার আমিন বললেন।"[১৮১৭]

হাদিসের সারমর্ম:

এই হাদিসের আলোকে বুঝতে পারলাম যে রাসূল (ﷺ) সাহাবীদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনবার আমীন বলেছেন। ৩ বার জোরে বলার কারণ ছিল সাহাবীদের শিক্ষা দেওয়া।

সনদ পর্যালোচনা :

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ২৫৪ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন- "বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবু ইসহাক্ব ও সা'দ ইবনু ছালত নামে দুজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।"

নিষ্পত্তি : এটি তার মিথ্যাচার। আবু ইসহাক কেন বরং তার ছাত্র ইমাম আমাশ (রহ.)ও তাবেয়ীদের অর্ন্তভুক্ত। ইমাম যাহাবী (রহ.) হযরত আ'মাশের জীবনীতে উল্লেখ করেন-

رأى أنس بن مالك وحفظ عنه

-"তিনি হযরত আনাস (রা.) কে দেখেছেন এবং তাঁর হতে হাদিস হেফয বা মুখস্থ করেছেন।"[১৮১৮] আমি মুহসিন সাহেবকে বলবো যে আপনি পারলে একজন গ্রহণযোগ্য

১৮১৭. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/২২পৃ. হা/৩৮
১৮১৮. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১১৬পৃ. ক্রমিক.১৪৯

সনদবিদ রিজালবিদদের অভিমত পেশ করুন যে বলেছেন ইমাম আবু ইসহাক (রহ.) যঈফ। তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমি এ গ্রন্থের ঈদের ৬ তাকবীরের প্রমাণের ৩নং হাদিসের সনদ পর্যালোচনায় উল্লেখ করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। বাকী রইল এই সনদে রাবী 'সা'দ ইবনু ছালত' কে নিয়ে। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

الْقَاضِي، الإِمَامُ، الْمُحَدِّثُ، أَبُو الصَّلْتِ الْبَجَلِيُّ، الْكُوْفِيُّ، الْفَقِيهُ، قَاضِي شِيْرَازَ

-"তিনি ছিলেন কাযি, হাদিসের ইমাম, মুহাদ্দিস, তার উপনাম হল আবুস ছিলত বাজলী, তিনি কুফার অধিবাসী, তিনি ফকিহ ছিলেন, সিরাজ নামক শহরের কাযি।"[১৮১৯] শুধু তাই নয় তার জীবনীতে উল্লেখ করেন- هُوَ الْكُوْفِيُّ الْمُقرِئ، صَدُوْقٌ. "তিনি কুফার একজন ক্বারী এবং সত্যবাদী হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন।"[১৮২০] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১৮২১] আমি একজন ইমামের অভিমতও পাইনি যিনি উক্ত রাবীকে যঈফ বলেছেন বলে। এমন একটি সহীহ হাদিসকে কিভাবে মুহসিন সাহেব দলিলবিহীন যঈফ বলতে পারলেন।

উক্ত সাহাবী থেকে ইমাম দুলাভী (ওফাত. ৩১০ হি.) সনদসহ আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে যেখানে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) বলেছেন-

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَكَنٍ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَقَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] فَقَالَ: «آمِينَ» يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَا أَرَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا

-"রাসূল (ﷺ) আমীন বলেছেন এবং আওয়ায দীর্ঘ করে বলেছেন। আমি ধারণা করেছি তিনি এভাবে বলেছেন আমাদের কে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে।" (ইমাম দুলাভী, কুনী ওয়াল আসমা, ২/৬১০ পৃ. হা/১০৯০, দারুল ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবানন) এই সনদটিও 'হাসান' পর্যায়ের; কেননা 'হাসান ইবনু আতিয়্যাহ' কে ইমাম ইবনে হিব্বান সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৬/২১১পৃ. ক্রমিক.১২৪৪) এ সনদের বাকি সকল রাবী সিকাহ। ইয়াহইয়া ইবনে সালামা রাবী হিসেবে সামান্য দুর্বল।

তাই উপরের হাদিস থেকে বুঝি উক্ত সাহাবীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই হয়তো দুই-তিন বার আমীন জোরে বলেছেন। যেমন এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম জুরকানী বলেছেন-

---

১৮১৯. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৩১৭পৃ. ক্রমিক.১০০
১৮২০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৩১৯পৃ. ক্রমিক.১০০, যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/১০৩পৃ. ক্রমিক. ১০১
১৮২১. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত ...

Scanned by C

قال الحافظ: الظاهر أنه يعني أنه رآه في ثلاث صلوات، فعل ذلك لا أنه ثلث التأمين

অর্থাৎ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, তিনবার আমীন বলার অর্থ এ নয় যে, এক রাক'আতেই তিনবার আমীন বলেছেন। তার মানে তিনি তিন নামাযে রাসূল (ﷺ) কে আমীন বলতে শুনেছেন। বাকি নামাযে শোনেন নি। অথচ এ যাত্রায় তিনি বিশ দিন রাসূল (ﷺ) এর দরবারে অবস্থান করেছিলেন। (ইমাম জুরকানী, শরহে মাওয়াহেব, ১০/৩৩০ পৃ.) নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) বলেন-

قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] قَالَ: «آمِينَ». فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ

-"রাসূল (ﷺ) যখন ....পড়ে শেষ করলেন তখন আমীন বললেন। আমি তাঁর পেছনে ছিলেন। তাই তা শুনতে পেয়েছি।"(সুনানে নাসাঈ, ২/১৪৫ পৃ. হা/৯৩২, নাসাঈ, আস সুনানুল কোবরা, ১/৪৮০ পৃ. হা/১০০৬) এই হাদিসকে আলবানী স্বয়ং সহীহ বলে তাহকীক করেছেন। তাই উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে রাসূল (ﷺ) যা দুই একবার যা আমীন জোরে বলেছেন তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

আমিন জোরে বলার প্রধান রাবী 'সুফিয়ান সাওড়ীর' আমল কি ছিল:

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে আমিন জোরে বলার প্রধান বর্ণনাকারী হলে কুফার বিখ্যাত ফকিহ ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী। আমি পর্যালোচনা করে দেখেছি সুফিয়ান সাওড়ীর যে বর্ণনায় আমিন জোরে বলার কথা রয়েছে সে বর্ণনার সনদটি অত্যন্ত যঈফ। আর তাই আমি খুঁজতে লাগলাম যে তাহলে তিনি কোন মতের উপর আমল করতেন। কেননা আমিন জোরে বলা সুন্নাত হলে তো সবার আগে তিনিই আমল করার কথা। মুহাম্মদ ইবনে আল-মারওয়াজী (ওফাত. ২৯৪হি.) তার ইখতিলাফুল উলামা গ্রন্থে লিখেছেন-

قال سفيان: آمين يخفيها

-"ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) বলেছেন, আমীন নিঃশব্দে বলবে।" (ইখতিলাফুল উলামা, ১/১০৫পৃ. ক্রমিক. ৫) ইমাম মুনযির (ওফাত. ৩১৯হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

قال سفيان الثوري: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْ: آمِينَ تُخْفِيهَا

-"ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) বলেন, তুমি যখন সূরা ফাতেহা সমাপ্ত করবে তখন নিঃশব্দে আমীন বলবে।" (আল-আওসাত ফিল সুনান ওয়াল ইজমা ওয়া ইখতিলাফ, ৩/১৩২ পৃ. ক্রমিক. ১৩৭০) তাহলে যিনি জোরে আমীন বলার বর্ণনাকারী তিনি বুঝলেন না যে এভাবে জোরে বলা সুন্নাত কিন্তু আমাদের আহলে হাদিস ভাইয়েরা বুঝে গেলেন।

বিতর নামায ওয়াজিব, নফল নয়:

বিষয় নং. ১৩: বিতর নামায ওয়াজিব, নফল নয়: আহলে হাদিসগণ বিতিরকে সুন্নাত মনে করে থাকেন অথচ হাদিসে আমরা দেখতে পাই তিনি বিতিরকে ওয়াজিব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، ثنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

-"হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রা.) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: বিতির নামায সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।"[১৫২২] এই সনদে কোন সমালোচিত রাবী নেই। রাবী আশআস ইবনে সেওয়ার ও সিকাহ বা বিশ্বস্ত, কেনান সে সহীহ মুসলিমের রাবী।[১৫২৩]

ইমাম বাযযার (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, বিতির নামাজ সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।"[১৫২৪] এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ -"এই হাদিসটি ইমাম বাযযার বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে জাবের জুফী রয়েছে যা ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে

১৫২২. ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস/৩৯৬৪ ও মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ১৯৪৪; ইমাম হায়ছামী, মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ২য় খণ্ড, ৫০০ পৃ: হা/৩৪৪৩

১৫২৩. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/২৭৫ পৃ. ক্রমিক. ১২০, তিনি উল্লেখ করেন-

وَرَوَى ابْنُ الدَّوْرَقِيِّ عَنْ يَحْيَى: أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ثِقَةٌ.

-"দাওরাকী তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আশআস সিকাহ বা বিশ্বস্ত।" (ইমাম ইবনে আদি, আল-কামীল, ২/৪০ পৃ. ক্রমিক. ১৯৮) তিনি আরেক গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُعْتَبَرُ بِهِ.

-"ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, সে নির্ভরযোগ্য।" (ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৬১৭ পৃ. ক্রমিক. ২১) ইমাম মুগলতাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন- وقال العجلي: لا بأس به -"ইমাম ইজলী বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।" (মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/২০৪ পৃ. ক্রমিক. ৫৬০) তিনি আরও উল্লেখ করেন- وذكره أبو حفص في كتاب الثقات -"ইমাম আবু হাফস তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।" (মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/২০৪ পৃ. ক্রমিক. ৫৬০) তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وذكره ابن حبان في جملة الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।" (মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ২/২০৪ পৃ. ক্রমিক. ৫৬০)

১৫২৪. ইমাম বাযযার, আল-মুসনাদ, ৫/৬৭পৃ. হা/১৬৩৭, ইমাম হাইছামী, মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ২য় খণ্ড, ৫০০ পৃ. হা/৩৪৪০

Scanned by C

তবে সুফিয়ান সাওরী (রহ.) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।"[১৮২৫] আরেক স্থানে ইমাম হাইছামী (রহ.) বলেন-

وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ

-"এই সনদে জাবের জুফী রয়েছেন, তবে তাকে ইমাম শুবা ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী সিকাহ্ বলেছেন।"[১৮২৬] তাই নিসন্দেহে এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের বুঝা যায়। অন্য বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন-

الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

-"এটি (বিতর) ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।"[১৮২৭] এই সনদটিও সহীহ। উল্লেখিত ৩টি হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বিতির নামাজ ওয়াজিব।

বিষয় নং ১৪: বিতরের ২য় রাক'আতে তাশাহুদের বৈঠকে বসা:

সহীহ হাদিসের দাবী হল বিতর নামাযে মাগরীবের মত দ্বিতীয় রাক'আতে বসা সুন্নাত। আহলে হাদিস হাদিস মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩২৯ পৃষ্ঠায় লিখেন-"তিন রাক'আত বিতর একটানা পড়তে হবে। মাঝখানে কোন বৈঠক করা যাবে না। এটাই সুন্নাত।" তিনি কোন সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ ছাড়া এটি কিভাবে দাবী করলেন আমি তা দেখে আশ্চর্যিত।

হাদিস নং ১ :

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ

-"হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বিতিরের প্রথম দুই রাক'আতে সালাম ফিরাতেন না।"[১৮২৮]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) ও ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) বলেন- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ -"এই হাদিস ইমাম বুখারী ও মুসলীমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ্।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, ২য় খণ্ড, ৪৪১ পৃ:)।

আপত্তি নিষ্পত্তি: আহলে হাদিস মুহসিন তার গ্রন্থের ৩৩১ পৃষ্ঠায় হাদিসে لَا يُسَلِّمُ শব্দকে لَا يَقْعُدُ বলে দাবী করার অপচেষ্টা করেন। অথচ তাদের দাবীর পক্ষে কোন দলিল ও

১৮২৫. হাইছামী, মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ২/৫০০ পৃ.

১৮২৬. হাইছামী, মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ১/২৪১ পৃ.হা/১২৪৩

১৮২৭. ইমাম বাযযার, আল-মুসনাদ, ১১/৩৬৩পৃ. হা/৫১৬৭

১৮২৮. মুসনাদে ইসহাক্ব ইবনে রাহবিয়া, হাদিস নং ১৩১০; মুস্তাদরাকে হাকেম, ২য় খণ্ড, ৪৪১ পৃ: হাদিস নং ১১৩৯; বায়হাক্বী: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৫৪৯৬; মারুজী: মুখতাছারু কিয়ামুল লাইল, ১ম খণ্ড ২৯১ পৃ:; উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খণ্ড, ২১৪ পৃ:; নাছবুর রায়া, ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃ:।

প্রমাণ নেই। কারণ সকল ছাপার মধ্যেই لَا يُسَلِّمُ শব্দটি রয়েছে। এটিই আহলে হাদিসদের পক্ষে একমাত্র মারফূ হাদিস। এই হাদিসটি (لَا يُسَلِّمُ) শব্দসহ অধিকাংশ মুস্তাদরাকের কপিতে রয়েছে।[১৮২৯]

তারা لَا يُسَلِّمُ শব্দকে لَا يَقْعُدُ শব্দ বানিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে গোলা পানিতে মাছ শীকার করে কোন মানে হয়না। এটাই তাদের চিরাচরিত স্বভাব। এক জামাত হাদিস শাস্ত্রবিদ (لَا يُسَلِّمُ) শব্দে মুস্তাদরাকে হাদিসটি রয়েছে বলে তার গ্রন্থে স্বীকার করেছেন।[১৮৩০] তাই আহলে হাদিসদের চুরি ফাস হয়ে গেল স্পষ্টভাবে।

হাদিস নং ২: এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ

-"হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন: রাসূলে পাক (দঃ) বিতিরের প্রথম দুই রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৬৮৪২) এই হাদিসের সনদ ছহীহ্। এই বিষয়ক মা আয়েশার হাদিস নিয়ে যারা মূল মুস্তাদরাকে নেই বলে ধোঁকা দিচ্ছেন এই বর্ণনা দ্বারা তাদের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল।

হাদিস নং ৩: সামান্য ব্যবধানে ইমাম নাসাঈ (রহ.) আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন:-

১৮২৯. ১. আল মুস্তাদরাক আলা ছাহিহাইন, ২য় খণ্ড, ৪৪১ পৃ: হাদিস নং ১১৩৯; তাহকিক: আব্দুল কাদির আতা, দারুল কুতুব ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন।
২. আল মুস্তাদরাক আলা ছাহিহাইন, ১ম খণ্ড, ৪০৭ পৃ:, প্রকাশক: দারুল হারামাইন, মিশর।
৩. আল মুস্তাদরাক আলা ছাহিহাইন, ১ম খণ্ড, ৩০৮ পৃ:; তাহকিক: ইউছুফ আব্দুর রহমান, বৈরুত, লেবানন।
৪. আল মুস্তাদরাক আলা ছাহিহাইন, ১ম খণ্ড, ৪১৪ পৃ:, দারুল ফিক্র, বৈরুত লেবানন।
৫. আল মুস্তাদরাক আলা ছাহিহাইন, ১ম খণ্ড, ৩০৪ পৃ:, দাইরাতুল মাআরিফিল উছমানিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত, প্রকাশকাল: ১৩৩৪ হি.।
উক্ত সবকটি ছাপাতেই হাদিসটি আমি এভাবে খুঁজে পেয়েছি। এমনকি কুখ্যাত তাহকিক কারী নাছিরুদ্দিন আলবানী তার 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠায় হাদিসটি এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

১৮৩০. ইমাম জামালুদ্দিন যায়লায়ী (রহ.) ওফাত ৭৬১ হি. তদীয় 'নাছবুর রায়া, গ্রন্থে।
ইমাম শামসুদ্দিন ইবনে আব্দিল হাদী (রহ.) ওফাত ৭৪৪ হি. তদীয় 'তানক্বীহুত তাহক্বীক' গ্রন্থে।
ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) ওফাত ৮৫২ হি. তদীয় 'আদ দেরায়া' গ্রন্থে।
ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহ.) ওফাত ৮৫৫ হি. তদীয় 'উমদাতুল ক্বারী, শরহে আবু দাউদ ও বেনায়া' গ্রন্থে।
আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) ওফাত ৮৬১ হি. তদীয় 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে।
ইমাম কাসেম ইবনে কুতলুবুগা (রহ.) ওফাত ৮৭৯ হি. তদীয় আত তারিফ ওয়াল ইখবার ফি তাখরিজিল ইখতিয়ার, গ্রন্থে।
আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) ওফাত ১০১৪ হি. তদীয় 'শরহে মুসনাদে আবী হানিফা' গ্রন্থে।
আল্লামা মুরতাজা যাবেদী (রহ.) ওফাত ১২০৫ হি. তদীয় 'উকদুল জাওয়াহিরিল মুনিফা' গ্রন্থে।
এমনকি লা-মাজহাবী কাজী শাওকানী তার 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে। তিনি হজরত আয়েশা (রাঃ) এর রেওয়ায়াতটি মুসনাদে আহমদের পাশাপাশি মুস্তাদরাকে হাকেম এর বরাত দিয়েছেন।

Scanned by C

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ

-"হজরত মা আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ বিতিরের দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।"[১৮০১] এই হাদিসের সনদের সকলেই 'বিশ্বস্ত' রাবী। ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রহ:) বলেন: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ -"এই হাদিস বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ্।" (দারাকুতনী, ২য় খণ্ড, ৩২৭ পৃ:)। ইমাম নববী (রহ:) হাদিসটিকে حسن হাছান বলেছেন। দেখুন খুলাছাতুল আহকাম, ১৮৬৯ নং হাদিস।

لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ 'বিতিরের দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না' অর্থাৎ এক সালামে ৩ রাকাত আদায় করতেন। এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় বিতির ৩ রাকাত।

হাদিস নং ৪: এই হাদিসটি হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা:) থেকে ছহীহ্ সনদে আরেকটি হাদিসে আছে। যেমন: لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ -"শেষ রাকাতে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না।" (মুসনাদে আহমদ; আবু দাউদ; নাসাঈ শরীফ; বুলুগুল মারাম, ৭০ পৃ:)

হাদিস নং ৫: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

-"হজরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ৩ রাকাত বিতির পড়তেন এবং ইহা শেষে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না। এরূপ বিতির পড়তেন আমিরুল মু'মিনীন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা:), আর এটি গ্রহণ করেন মদিনাবাসীগণ।"[১৮০২]

হাদিস নং ৬: এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা দেখুন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقَّامُ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، ثنا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ

-"হজরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: বিতির ৩ রাকাত যেমন মাগরীবের ৩ রাকাতের মত।"[১৮০৩]

১৮০১. সুনানে নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ১৬৯৮; সুনানে কুবরা লিন নাসাঈ, ১ম খণ্ড, ৪৪০ পৃ: হাদিস নং ১৪০৪; সুনানে দারে কুতনী, ২য় খণ্ড, ৩২৭ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম; সুনানে নাসাঈ শরীফ।

১৮০২. মুস্তাদরাকে হাকেম, ২য় খণ্ড, ৪৪১ পৃ: হাদিস/১১৪০; তাহাবী: শরহে মা'আনিল আছার, হাদিস নং ১৮৪৫

১৮০৩. তাবরানী তাঁর আওছাতে, হাদিস নং ৭১৭০; মাযমুয়ায়ে আওযায়েদ, ২য় খণ্ড, ৫০০ পৃ:।

এ হাদিসটি পূর্বের হাদিসের সমর্থক। সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) ৩ রাকাত বিতির পড়তেন এর মাঝে কোন সালাম দ্বারা পৃথক করতেন না, যেমন ৩ রাক'আত বিশিষ্ট মাগরীবের নামায।

হাদিস নং ৭: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

-"হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, রাসূলে করিম ﷺ বলেছেন: রাতের বিতির ৩ রাকাত যেমন দিনের বিতির মাগরীব।"[১৮০৪]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসের রাবী يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْكُوفِيُّ (ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া কূফী) সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী সমালোচনা করলেও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) উল্লেখ করেন- وذكره ابنُ حبَّان في الثقات -"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ:) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"[১৮০৫]

অতএব, হাদিসটি ন্যূনতম স্তর হবে হাসান, যা দলিল হওয়ার যোগ্য।

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর হাবীব (ﷺ) ও ফক্বিহ্ সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বিতির ৩ রাকাত পড়তেন, যেমনটি মাগরীবের নামাজ ৩ রাকাত পড়া হয়।

হাদিস নং ৮: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ

-"হজরত ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে পাক (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেছেন: মাগরীবের নামাজ হলো দিনের বিতির নামাজ, তাই তোমরা রাতের বিতির আদায় কর।"[১৮০৬] ইমাম আব্দুর রাযযাক এই সনদটি সম্পূর্ণ ছহীহ্। উক্ত হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহ:) বলেন: رِجَالُ السَّنَدِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ -"এই হাদিসের সনদ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ্।" (উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খণ্ড, ২১৪ পৃ:)।

আল্লামা নিমাভী (রহ:) বলেন:- بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ بَلْ قِيلَ صَحِيحٌ -"এই হাদিসটির সনদ হাসান বরং অনেকে একে সহীহ্ও বলেছেন।"[১৮০৭]

১৮০৪. সুনানে দারে কুতনী, হাদিস নং ১৬৫০; উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খণ্ড, ২১৪ পৃ:; নসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড, ১১৬ পৃ:

১৮০৫. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিক্বাত রাবী নং ১১৬৯৫; ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, রাবী নং ৮৯১

১৮০৬. সুনানে কুবরা লিন নাসাঈ, ১ম খণ্ড, ৪০২ পৃ: হাদিস নং ১০৮৬; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, ২৮ পৃ: হাদিস নং ৪৬৭৮; উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খণ্ড, ২১৪ পৃ:; তাবরানী আওসাত গ্রন্থে, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১৬ পৃ: হাদিস নং ৮৪১৪।

১৮০৭. নিমভী, আত তা'লিকুল হাসান বি শরহে আসারিস সুনান, ২য় খণ্ড, ১১ পৃ:

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী উল্লেখ করেন: -"হাদিস ... وصححه العراقي ইহাকে ছহীহ্ বলেছেন।" (ফায়জুল বারী শরহে বুখারী, ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃ:)
সুতরাং ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, স্বয়ং আল্লাহর নবী (ﷺ) ও ফকিহ্ সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) উভয়েই বিতির মাগরীবের মত ৩ রাকাত পড়তেন এবং এর মাঝে কোন সালাম নেই। এবং দ্বিতীয় রাক'আতে তাশাহুদ পাঠ করতেন। হানাফীগণ এরূপই আমল করে থাকেন। আর জাহেল মুহসিন সাহেব কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই তার গ্রন্থের ৩৩০ পৃষ্ঠায় এটিকে যঈফ বলেছেন। আমি তাকে বলতে চাই, পারলে এটির সনদে কোন রাবী সমস্যা পারলে দেখান, আর না হয় চুপ থাকার চেষ্টা করেন, নিজের জিহালত মানুষকে জানানোর চেষ্টা করবেন না।

হাদিস নং. ৯: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

ثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو خلدة. قال: سألت أبا العالية عن الوتر. فقال: علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ في الثالثة فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار

-"আবু খালিদ হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমি আবু আলিয়া (রহ.) কে বিতির নামাজ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: আমরা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সাহাবীগণ থেকে শিখেছি যে, বিতির নামাজ মাগরীবের মত। ইহা হল রাতের বিতির আর ইহা হল দিনের বিতির।"[১৮৩৮]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীগণের আমল ছিল বিতির নামাজ ৩ রাকাত। সুতরাং হানাফীগণ রাসূলে করিম (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের অনুসরণ করেন।

হাদিস নং. ১০: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: كان أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب

-"হজরত হাছান (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বিতির ৩ রাকাত পড়তেন। তিনি শেষ রাকাত ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না, মাগরীব নামাজের মত।"[১৮৩৯] (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃ: হাদিস নং ৪৬৫৯) সনদ বিশুদ্ধ।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, বিশিষ্ট সাহাবী হজরত উবাই ইবনে কাব (রা.) এর আমল হল ৩ রাকাত বিতির।

হাদিস নং. ১১: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس أنه أوتر بثلاث مثل المغرب

১৮৩৮. আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খণ্ড ২১৫ পৃ:; তাহাবী শরীফ, ১ম জি: ১৭৩ পৃ: হাদিস নং ১৭৪৩; যায়লাঈ, নাছবুর রায়্যাহ, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃ:; মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেশকাত, ৩য় খণ্ড ১৪৯ পৃ:) সনদ ছহীহ্।

-"হজরত ছাবিত (রহ.) আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় আনাস (রা.) বিতির ৩ রাকাত পড়তেন মাগরীবের নামাজের মত।"[১৮৪০]

এই হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর মদিনায় ১০ বছরের খাদিম হজরত আনাস (রা.) ৩ রাকাত বিতির পড়তেন। বলুন! রাসূলে পাক (ﷺ) এর ১০ বছরের খাদিম আনাস (রা.) কি জানতেন না যে, বিতির নামাজ আল্লাহর নবী (ﷺ) কত রাকাত ও কিভাবে পড়তেন?

হাদিস নং. ১২: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ليث، عن عطاء قال: قال ابن عباس: الوتر مثل صلاة المغرب

-"হজরত আত্বা (রহ.) বলেন, আমাকে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন: বিতির মাগরীবের মত।"[১৮৪১]

এই হাদিস সাক্ষ্য দেয় যে, ফকিহ্ সাহাবী ও রইছুল মুফাস্‌সিরীন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর আপন চাচাত ভাই হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বিতির নামাজ মাগরীবের মত ৩ রাকাত পড়তেন, যেমনটি হানাফীগণ পড়ে থাকেন।

হাদিস নং. ১৩: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: كان أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب

-"হজরত হাছান বছরী (রহ.) বলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ৩ রাকাত বিতির পড়তেন এবং শেষে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না, মাগরীব নামাজের মত।"[১৮৪২]

হাদিস নং. ১৪: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حدثنا زيد بن حباب، عن أبي الزبير، عن مكحول، عن عمر بن الخطاب، أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام

-"হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বিতির ৩ রাকাত পড়তেন এবং মাঝে সালাম দ্বারা পৃথক করতেন না।"[১৮৪৩]

হাদিস নং. ১৫: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن

-"হজরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি ৩ রাকাত বিতির পড়তেন এবং শেষে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না।"[১৮৪৪]

হাদিস নং. ১৬: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

১৮৪০. মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃ: হাদিস নং ৪৬৬৩; তাহাবী শরীফ, ১ম জি: ১৭৩ পৃ:; নাছবুর রায়াহ, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃ., সনদ বিশুদ্ধ।
১৮৪১. মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, ৪০০ পৃ: হাদিস/৪৬৭১, এর সনদটি বিশুদ্ধ।
১৮৪২. মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস/৪৬৫৯
১৮৪৩. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস/৬৮৩১
১৮৪৪. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৬৮৪০

Scanned by Cam

حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال: كان أصحاب علي، وأصحاب عبد الله لا يسلمون في ركعتي الوتر

-"হজরত আবী ইসহাক্ব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হজরত আলী (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সঙ্গীরা দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।"[১৮৪৫]

হাদিস নং ১৭: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

أخبرنا محمد: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله بن مسعود: الوتر ثلاث كثلاث المغرب

-"তাবেয়ী আবী উবাইদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন: বিতির ৩ রাকাত ও মাগরীব নামাজের মত।" (মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ, হাদিস/২৬১)

হাদিস নং ১৮: এ বিষয়ে আরেকটি মাওকুফ রেওয়াত উল্লেখ করা যায়,

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان العامري، بالكوفة، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب.

-"আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন: বিতির ৩ রাকাত দিনের বিতির মাগরীবের মত।"[১৮৪৬]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: هذا صحيح من حديث -"এই হাদিস ছহীহ্।" (বায়হাক্বী, সুনানুল কোবরা, হাদিস/৪৮১২)

হাদিস নং ১৯: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا شجاع، عن سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال: الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب

-"হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাতের বিতির দিনের বিতিরের ন্যায় মাগরীব হল ৩ রাকাত।"[১৮৪৭]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম হায়ছামী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: ورجاله رجال الصحيح -"এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।"(মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ২য় খণ্ড, ৫০৩ পৃ:)। সুতরাং কালামে নববী (ﷺ) ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর 'কউল' উভয়ের সমন্বয়ে প্রমাণিত হল, বিতির নামাজ ৩ রাকাত এবং মাগরীবের মত এক সালামে ৩ রাকাত। সুতরাং বিতির নামাজের মাঝে কোন সালাম নেই, কারণ মাগরীবের নামাজের মাঝে কোন সালাম নেই। এই হাদিসকে জাহেল মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ৩৫৬

১৮৪৫. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৬৮৪১

১৮৪৬. বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৪৮১২; তাহাবী শরীফ, হাদিস নং ১৭৪৪; সুনানে ছাগীর লিল বায়হাক্বী, হাদিস নং ৭৮০; তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৯৪১৯; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৪৬৩৫

১৮৪৭. তাহাবী শরীফ, ১ম জি: ১৭৩ পৃ: হাদিস/১৭৪৪; তাবারানী, মু'জামুল কাবীরে, হাদিস/৯৪১৯; মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ২য় খণ্ড, ৫০৩ পৃ: হাদিস/৩৪৫৫; ।

৩৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেন-"ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীস সহীহ নয়।" আমি মুহসিন সাহেবকে বলবো পারলে তার কিতাব থেকে প্রমাণ পেশ করুন; আর ধোঁকাবাজি বন্ধ করুন। যদি হিম্মত থাকে এই সনদটির কোন রাবী যঈফ তা দেখান। পাঠকবর্গ! এই হাদিসটি আরও অনেকগুলো সূত্র রয়েছে যা ইতোপূর্বে এবং সামনে পেশ করবো।

হাদিস নং ২০: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم، قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم. صلاة المغرب قال: صدقت أو أحسنت

-"হজরত উকবা ইবনে মুসলীম (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে বিতির নামাজ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন: তুমি কি দিনের বিতির সম্পর্কে জান? আমি বললাম: হ্যাঁ, ইহা মাগরীবের নামাজ। তিনি বললেন: তুমি সঠিক ও উত্তম বুঝেছ।"[১৮৪৮]

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ফকিহ্ সাহাবী হজরত ইবনে উমর (রাঃ) এর আকিদা ছিল বিতির মাগরীবের মত ৩ রাকাত। তাই বিতির নামাজের মাঝে কোন সালাম নেই, যেমনটি মাগরীবের নামাজ।

হাদিস নং ২১: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حدثنا وكيع، عن مسعر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: لا يسلم في الركعتين من الوتر

-"হজরত সাঈদ ইবনে মুছাইব (রাঃ) বলেন, বিতির নামাজের প্রথম দুই রাকাতের সময় সালাম নেই।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৬৮৩৭)

হাদিস নং ২২: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حدثنا وكيع، عن هشام بن الغاز، عن مكحول. أنه كان يوتر بثلاث لا يسلم في ركعتين

-"হজরত মাকহুল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিশ্চয় তিনি ৩ রাকাত বিতির পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৬৮৩৬)

হাদিস নং ২৩: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حدثنا وكيع، عن مسعر، عن حماد، قال: نهاني إبراهيم أن أسلم في الركعتين من الوتر

-"হজরত হাম্মাদ (রঃ) বলেন, আমাকে ইব্রাহিম নাখয়ী (রহিমাহুল্লাহ) বিতির নামাজে দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতে নিষেধ করেছেন।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৬৮৩৮)

হাদিস নং ২৪: এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

وقد حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن

১৮৪৮. তাহাবী শরীফ, ১ম জি: ১৬৪ পৃ: হাদিস নং ১৬৬৭; উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খণ্ড, ২১৫ পৃ:; নাছবুর রায়া, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃ:। এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ।

Scanned by C

-"হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি মদিনা শরীফের ফোকাহায়ে কেরামের মতামত দ্বারা ছাবিত করেছেন যে, বিতির নামাজ ৩ রাকাত শেষে ব্যতীত সালাম নেই। মদিনা শরীফের সকল ফকিহ্গণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, বিতির ৩ রাকাত ও এক সালামে।"[১৮৪৯]

আহলে হাদিসদের মারফূ একক পুঁজি:

মুহসিন সাহেব আমাদের হানাফীদের বিরুদ্ধে দুটি মারফূ হাদিস উল্লেখ করেন দুটিই মা আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) হতে। প্রথমটির ইবারত চুরি করেছেন যার আলোচনা ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি। তারপর তিনি ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেন- ইমাম নাসাঈ (রহ.) সংকলন করেন-

إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

-"মা আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ) পাঁচ রাক'আত বিতর পড়তেন। কিন্তু তিনি শেষ রাক'আতে ছাড়া বসতেন না।"[১৮৫০]

নিষ্পত্তিঃ প্রথমত. আমি বলবো এই হাদিস তো পাঁচ রাক'আতের বিষয়ক হাদিস, আমাদের আলোচনার বিষয় হল তিন রাক'আতের হুকুম কি। তিনি তা প্রমাণ করতে না পেরে তিনি চলে গেছেন পাঁচ রাক'আত বিতরে রাসূল (ﷺ) কিভাবে পড়তেন। অথচ মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩২৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-"বিতর মূলতঃ এক রাক'আত।" তাহলে দেখুন এক মুখে দুই কথা মুনাফিকের আলামত ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয়ত. এটি বর্ণনার দিক থেকে একক ইমাম নাসাঈ (রহ.) সংকলন করেছেন এবং এটি মা আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) এর বর্ণিত অনেক সহীহ হাদিস বিরোধী; যার দ্বারা বুঝা যায় এটির উপর আহলে হাদিস কেন কোন ইমামই আমল করেননি।

তৃতীয়ত. হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ.) যদিও সিকাহ্ ও হাদিসের ইমাম; কিন্তু তার পিতার সূত্রে হাদিস বর্ণনায় আপত্তি আছে। ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

كان يرسل عن أبيه

-"তিনি তার পিতার সূত্রে মুরসাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন।"(যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১০৯পৃ. ক্রমিক. ১৩৮) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি এবং ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাকে তাদলীসকারীদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন।[১৮৫১]

অপরদিকে আহলে হাদিস ধোঁকাবাজদের অবস্থা দেখুন ৫ রাক'আতের বিতরের এই হাদিসের উপরে তারা নিজেরাই আমল করে না অথচ আমাদেরকে জোর করছে এই আপত্তিকর হাদিসের উপরে আমল করার জন্য।

১৮৪৯. উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খণ্ড, ২১৫ পৃ:; তাহাবী শরীফ, হাদিস নং ১৭৫৭।

১৮৫০. সুনানে নাসাঈ, ৩/২৪০পৃ. হা/১৭১৭, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/১৮২পৃ. হা/১৮৫৩১

১৮৫১. সুয়ূতি, আসমাউল মুদাল্লিসীন, ১/১০০ পৃ. ক্রমিক. ৬১, ইবনে হাজার আসকালানী, তবকাতুল মুদাল্লিসীন, ১/২৬ পৃ. ক্রমিক. ৩০

বিষয় নং ১৫: বিতরের কুনূত তৃতীয় রাক'আতে রুকুর পূর্বে পড়তে হবে:

দলিল নং ১: ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: ثنا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، قَنَتَ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ

-"হাবীব ইবনে সাবীত (রহ.) তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ৩ রাক'আত বিতর পড়তেন। কুনুত পাঠ করতেন (শেষ রাকাতের) রুকুর পূর্বে।"[১৮৫২]

সনদ পর্যালোচনাঃ এই হাদিসটি সহীহ। অনেক আহলে হাদিস ইমাম বায়হাকীর উক্তি দিয়ে এই সনদের 'আতা ইবনে মুসলিম' কে যঈফ বলে হাদিসটির সনদকে যঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চান। আমি তাদের জবাবে বলবো ইমাম বায়হাকীর শতশত বছর পূর্বের ইমামরা তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম ইবনে আদি (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ سَمِعْتُ الْفَضْلَ بن موسى ووكيعا يقولان عطاء بن مسلم ثقة

-"মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ বলেন আমাকে আলী ইবনে খুশরাম বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমি ফযল ইবনে মূসা (রহ.) এবং ইমাম ওয়াকী (রহ.) কে বলতে শুনেছি তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৮৫৩] ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন- قال أبو حاتم: كان شيخا صالحا - "ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, তিনি হাদিসের সৎ একজন মাশায়েখ ছিলেন।"[১৮৫৪]

এই রাবীর বিষয়ে সর্বশেষ সমাধান তুলে ধরে ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন- وثقه وكيع وغيره -"তবে ইমাম ওয়াকী ও অন্যান্য ইমামরা তাকে সিকাহ বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেছেন।"[১৮৫৫] খতিবে বাগদাদী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: فعطاء بن مسلم كيف هو؟ فقال: ثقة.

১৮৫২. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৬২ পৃ., ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৫৯ পৃ. হা/৪৮৬৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৭৮ পৃ. হা/২১৯৬৬

১৮৫৩. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৭/৮০ পৃ. ক্রমিক. ১৫২৮

১৮৫৪. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৭৬ পৃ. ক্রমিক. ৫৬৪৮, তারিখুল ইসলাম, ৪/৯২৪ পৃ. ক্রমিক. ২৯

১৮৫৫. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৭৬ পৃ. ক্রমিক. ৫৬৪৮

Scanned by C

-"উসমান দারেমী বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) কে বলি আতা ইবনে মুসলিম আপনার দৃষ্টিতে কেমন? অতৎপর তিনি বলেন, সে সিকাহ বা বিশ্বস্ত।" তিনি আরও উল্লেখ করেন- قَالَ أبو زكريا: عطاء بن مسلم الخفاف ثقة. -"আবু যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আতা ইবনে মুসলিম সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৮৫৭] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

أبو داود قَالَ: قدم عليهم عطاء بن مسلم الخفاف بغداد فقرط أصحابنا فيه وكان ثقة.

-"ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, ...তিনি সিকাহ।"[১৮৫৮] আল্লামা মুগলতাই (রহ.) উল্লেখ করেন-

وقال الحافظ أبو بكر البزار ليس به بأس.

-"ইমাম হাফেয আবু বকর বায্যার (রহ.) বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১৮৫৯] তাই আহলে হাদিস ও ইমাম বায়হাকীর কথায় কর্ণপাত করলে গেল একজামাত ইমামদের বিরোধীতা করা হবে।

হাদিস নং ২: ইমাম ইবনে আদি (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي السري، حَدَّثَنا عطاء بن مسلم الخفاف، حَدَّثَنا الْعَلاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وفِي الثانية {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَفِي الثَّالِثَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ) তিনি রাক'আত বিতরে প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রা'কআতে সূরা কাফিরুন, তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পড়তেন। তিনি (শেষ রাক'আতে) কুনুত রুকুর পূর্বে পড়তেন।"[১৮৬০]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসটির সনদও সহীহ। এই সনদেও আতা ইবনে মুসলিম রাবী রয়েছেন; আর তিনি সিকাহ, যা পূর্বে আলোচনা করলাম।

হাদিস নং ৩:

ইমাম নাসাঈ, ইমাম তাহাভী, ইমাম বায়হাকীসহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

১৮৫৬. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১২/২৯১পৃ. ক্রমিক. ৬৭৪০, দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন। তবে আল্লামা মুগালতাঈ (রহ.) উল্লেখ করেছেন এভাবে- قال يحيى بن معين: ليس به بأس -"ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, তার হাদিস গ্রহন করতে কোন অসুবিধা নেই।"(মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/২৫২ পৃ. ক্রমিক. ৩৭২৩)

১৮৫৭. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১২/২৯১পৃ. ক্রমিক. ৬৭৪০, দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

১৮৫৮. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১২/২৯১পৃ. ক্রমিক. ৬৭৪০, দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন, মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/২৫২ পৃ. ক্রমিক. ৩৭২৩

১৮৫৯. মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/২৫২ পৃ. ক্রমিক. ৩৭২৩

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

-"হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন, প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরুন, তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পড়তেন। এবং তিনি রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।"[১৮৬১]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসের সনদ নিয়ে আমরা আর কি বলবো স্বয়ং আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী সুনানে নাসাঈর তাহকীকে সহীহ বলে মত পোষণ করেছেন। আল্লামা তুরকামানী সনদ পর্যালোচনার পর একে তিনি আসমাউর রিজালের আলোকে সহীহ বলে প্রমাণ করেছেন। (তুরকামানী, জাওয়াহেরুন নকী, ৩/৪০ পৃ.)

হাদিস নং ৪:

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

-"হযরত হারেস (রহ.) বলেন, আমরা এমন একটি যামানা পেয়েছি লোকেরা (সাহাবী ও উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ীরা) ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তে, আর তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। আর তারা রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।"[১৮৬২]

হাদিস নং ৫:

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَوْفٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

-"আওফ (রহ.) বলেন, নিশ্চয় মাওলা আলী (রা.) বিতরের কুনুত পড়তেন রুকুর পূর্বে।"[১৮৬৩] এই বিষয়ে অনুরূপ হযরত আলী (রা.) এর কর্ম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাকীল (রহ.) এর সূত্রে বর্ণিত আছে।[১৮৬৪]

হাদিস নং ৬:

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

১৮৬১. ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৩/২৩৫ পৃ. হা/১৬৯৯, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনানুল কোবরা, ২/১৬৭ পৃ. হা/১৪৩৬ এবং ৯/২৭০ পৃ. হা/১০৫০২, ইমাম নাসাঈ, আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলা, ১/৪৪৩ পৃ. হা/৭০৫, ইমাম তাহাভী, শরহে মাশকালুল আছার, ১১/৩৭১ পৃ. হা/৪৫০৩, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৫৭ পৃ. হা/৪৮৬২, ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ২/৩৫৫ পৃ. হা/১৬৬০, ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২/১২০ পৃ.

১৮৬২. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/১৬৩ পৃ. হা/৭৬৮৫

১৮৬৩. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১১১ পৃ. হা/৪৯৭৪

১৮৬৪. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১১৩ পৃ. হা/৪৯৭৬

Scanned by C

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

-"নিশ্চয় হযরত উমর (رضي الله عنه) বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।"[১৮৬৫]

হাদিস নং-৭ :

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُوتِرُ ثُمَّ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

-"নিশ্চয় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বিতরে (শেষ রাক'আতে) রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।"[১৮৬৬] এই সনদটিও সহীহ। লাইসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ড. মতিউর রহমান সাহেবের খণ্ডনে 'নফসের বিরোদ্ধে জিহাদই হল সবচেয়ে বড় জিহাদ' শীর্ষক হাদিসের সনদ পর্যালোচনা দেখুন।

হাদিস নং ৮ :

ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) সনদসহ সংকলন করেন-

... أَنَّ عُثْمَانَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ

-"নিশ্চয় হযরত উসমান (رضي الله عنه) রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।"[১৮৬৭]

হাদিস নং- ৯:

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।"[১৮৬৮]

হাদিস নং-১০ :

ইমাম হাসান বসরী (رحمه الله) রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।[১৮৬৯]

হাদিস নং-১১ :

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

১৮৬৫. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৯৬ পৃ. হা/৬৯০০

১৮৬৬. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৯৬ পৃ. হা/৬৯০৩

১৮৬৭. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১১৮ পৃ. হা/৪৯৮৬

১৮৬৮. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/৯৭ পৃ. হা/৬৯১৩

-"হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (رضي الله عنه) বিতর তিন রাক'আত পড়তেন, রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।"[১৮৭০]

বিষয় নং-১৬ : কুনুত পড়ার পূর্বে হাত উত্তোলন করা প্রসঙ্গ:

বর্তমান আহলে হাদিসগণ এই বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকেন। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মাস'য়ালা হল যে কুনুত পড়ার আগে হাত উত্তোলন করে পুনরায় হাত বাঁধবে। যেমন ইমাম কুদুরী (رحمه الله) লিখেন-

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَنَتَ

-"আর যখন কুনুত পড়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তাকবীর বলে দুহাত উত্তোলন করবে অতঃপর কুনুত পড়বে।" (মুখতাছারুল কুদুরী, পৃ.) এ ধরনের ফাতওয়া হানাফী ফিকহের কিতাবে অনেক রয়েছে; আমি এটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে।

রঈসুল ফুকাহার কর্ম: আমি আমীন বলার অধ্যায়ে লিখেছি যে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ মাস'য়ালা রঈসুল ফুকাহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ফাতওয়ার উপর নির্ভরশীল; এই মাসয়ালাটিও তাই। ইমাম তাবরানী ও ইমাম বুখারী (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ

-"হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে আসওয়াদ (رحمه الله) তিনি তার সম্মানিত পিতা থেকে তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বিতরের শেষ রাক'আতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন, তারপর তার দুই হাত উত্তোলন করতেন, অতঃপর কুনুত পড়তেন, শেষ রাক'আতের পূর্বে।"[১৮৭১] ইমাম বুখারী (رحمه الله) এই হাদিস সংকলন করে লিখেন-

قَالَ الْبُخَارِيُّ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا . وَلَيْسَ فِيهَا تَضَادٌ

-"ইমাম বুখারী (رحمه الله) বলেন, এ সমস্ত হাদিস সবগুলোই রাসূল (ﷺ) থেকে সহীহ। এ হাদিসের ব্যাপারে কেহ দ্বিমত করেননি এবং এর মধ্যে বৈপরিত্যও নেই।"[১৮৭২] তাই বুঝা যায় ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) নিজ থেকে কিয়াস করে কোন কাজ করেননি; রাসূল (ﷺ) তাকে না শিক্ষা দিলে।

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম হাইছামী (رحمه الله) এই সনদটি প্রসঙ্গে লিখেন-

১৮৭০. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৯০ পৃ. হা/৬৮৩৫ এবং হা/৬৯১০

১৮৭১. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/২৮৩ পৃ. হা/৯৪২৫, ইমাম বুখারী, কুররাতুল আইনাইনে বিরাফউল ইয়াদাইন, ৬৮ পৃ. হা/৯৬, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/২৪৩ পৃ. হা/৩৪৭১, ইমাম নিমভী, আছারুস সুনান, ২০৫ পৃ.

১৮৭২. ইমাম বুখারী, কুররাতুল আইনাইনে বিরাফউল ইয়াদাইন, ৬৮ পৃ. হা/৯৬

Scanned by C

الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَهُوَ ثِقَةٌ.

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) তার মু'জামুল কাবীরে এটি সংকলন করেছেন, এই সনদে লাইস ইবনে আবি সুলাইম নামক রাবী রয়েছেন, তিনি তাদলীস করতেন, তবে তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী।" (ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/২৪৩ পৃ. হা/...) আল্লামা নিমভী (রহ.) বলেন এই হাদিসের সনদ সহীহ। লাইসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ড. মানজুরুর রহমান সাহেবের খণ্ডনে 'নফসের বিরোদ্ধে জিহাদই হল সবচেয়ে বড় জিহাদ' শীর্ষক হাদিসের সনদ পর্যালোচনা দেখুন। ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوِتْرِ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) বলেন, নিশ্চয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বিতরে (কুনুতের সময়) দুহাত উত্তোলন করতেন।"[১৮৭৩] এই সনদটি সহীহ মুসলিমের শর্ত সাপক্ষে সহীহ, তবে ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) সাহাবী ইবনে মাসউদের সাক্ষাত পাননি, তাই এটি মুরসাল হয়েছে, সিকাহ রাবীর মুরসাল গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে উপরের সনদে এই সনদকে আরও শক্তিশালী করেছে।

হযরত উমরের কর্ম: ইমাম বুখারী (রহ.) আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ بَيَّاعُ الْأَنْمَاطِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ

-"কাবিসা তিনি সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) থেকে তিনি জাফর ইবনে মায়মুন (রহ.) থেকে তিনি বলেন, আমি আবু উসমান (রহ.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা.) কুনুত পড়ার পূর্বে দুহাত উত্তোলন করতেন।"[১৮৭৪] তাই এই সহীহ সনদের হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ইবাদতের পদ্ধতী নিয়ে রাসূল (সা.) থেকে শিক্ষা ছাড়া করবেন না।

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীর কর্ম:

ইমাম বায়হাকী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

-"হযরত মূসা ইবনে ওয়ারদান (রহ.) বলেন, নিশ্চয় আমি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে রমযানে কুনাত পড়ার পূর্বে দুহাত উত্তোলন করতে দেখেছি।" (ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৫৯ পৃ. হা/৪৮৬৬) সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের।

তাবেয়ীদের ফাতওয়া ও আমল: ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

১৮৭৩. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৪/৩২৪ পৃ. হা/৭৯৫২
১৮৭৪. ইমাম বুখারী, কুররাতুল আইনাইনে বিরাফউল ইয়াদাইন, ৬৮ পৃ. হা/৯৫

قَالَ الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وَتَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوِتْرِ

-"হযরত মুগীরা (রহ.) তিনি ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) এর বিষয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বিতরে কুনুত পড়ার সময়ে দুহাত উত্তোলন করতেন।"[১৮৭৫] তাবেয়ী হযরত ইবরাহিম নাখয়ি (রহ.) এর নিজের বক্তব্য আমরা পায় এভাবে-

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَافْتِتَاحِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَعَرَفَاتٍ، وَجَمْعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

-"ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তার পিতা থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে, তিনি হযরত তালহা (রহ.) থেকে, তিনি তাবেয়ী ইবরাহিম নাখয়ি (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সাত স্থানে শুধু হাত উত্তোলন করা হবে। ১.নামাযের শুরুতে,২. বিতিরের কুনুত পড়ার পূর্বে, ৩.ঈদের নামাযের তাকবিরে, ৪. হাজারে আসওয়াদের নিকটে যাওয়ার সময় ৫. সাফা-মারওয়াতে আরোহনকালে, ৬-৭. আরাফা, মুযদালিফায় অবস্থানকালে ও রমিয়ে জিমারের সময়।"[১৮৭৬] ইমাম বায়হাকী (রহ.) সংকলন করেন-

قَالَ الْوَلِيدُ: وَأَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ شِبْلٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِهِ

-"ওয়ালেদ (রহ.) বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আমর ইবনে শিবল জারমী (রহ.) তিনি বলেন, আমি বিখ্যাত তাবেয়ী আবু কিলাবা (রহ.) কে দেখেছি, তিনি বিতরের কুনুত পড়ার পূর্বে দুহাত উত্তোলন করেছেন।" (ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৩/৬০ পৃ. হা/৪৮৬৮) তাই প্রমাণিত হয়ে গেল যারা বলছেন কুনুতের পূর্বে হাত উত্তোলন করার কর্মটি ভিত্তিহীন তাদের কথার কোন মূল্য নেই।

বিষয় নং. ১৬ : ফজরের জামাত চলাকালিন সুন্নাত পড়া

হানাফী মাজহাব মোতাবেক কোন মুছল্লী যদি ফজরের জামাতের প্রথম অংশে মসজিদে প্রবেশ করেন তাহলে সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্তাকারে ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়ে তারপর জামাতে শরীক হবে। অবশ্যই জামাতের কাঁতারে শামিল হয়ে সুন্নাত পড়বে না বরং একটু দূরে অবস্থান করে সুন্নাত পড়বেন। অত:পর জামাতের কাতারে দাঁড়িয়ে ফরজ নামাজ জামাতে আদায় করবেন।

আর যদি লক্ষ্য করেন যে, সুন্নাত নামাজ পড়তে পড়তে জামাত শেষ হয়ে যাবে তাহলে সে সুন্নাত না পড়ে জামাতে শরীক হয়ে যাবেন এবং সূর্য উদয়ের পরে ঐ সুন্নাত আদায় করবেন। ইহা এ কারণেই করা হয় যে, অন্যান্য সকল সুন্নাত নামাজের চেয়ে ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব বেশী। এ বিষয়ে অনেক দালায়েল বিদ্যমান রয়েছে।

১৮৭৫. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১২২ পৃ. হা/৫০০১
১৮৭৬. ইমাম ইউসূফ, আল্-আছার, ১/২০পৃ,হাদিস : ১০০, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by C

হাদিস নং ১:

... قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ ...

-"হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি একবার ... নামাজ আদায়কালে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং ২ রাকাত সুন্নাত ... করেছেন।"[১৮৭৭]

ইমাম নিমাভী (রহঃ) ও ইমাম হায়ছামী (রহঃ) হাদিসটিকে حسن হাছান বলেছেন।

হাদিস নং২ :

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

... مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ اللهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ

-"হজরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন: ফজর নামাজের ইকামত দেওয়া হ... এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। অত:পর তিনি ... রাকাত সুন্নাত আদায় করলেন এবং জামাতে শরীক হলেন।"[১৮৭৮]

ইমাম হায়ছামী (রহঃ) বলেন: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ - "এর সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।"[১৮৭৯]

হাদিস নং ৩:

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

... أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: أنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي. فَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَعَدَ ابْنُ عُمَرَ مَكَانَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

-"আবু মিজলায (রহঃ) বলেন, একদা আমি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সাথে ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে প্রবেশ কর... ইমাম সাহেব তখন জামাতে নামাজ আদায় করছেন। এমতাবস্থায় হজরত ইবনে উমর ...

১৮৭৭. ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, হাদিস/২১৯৯; ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর; ইমাম নীমভী, আছারুছ ছুনান, ২২৪ পৃ.।

১৮৭৮. তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস/৯৩৮৭; ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/২২০ পৃ.।

১৮৭৯. ইমাম হাইছামী, মাজমাউয-যাওয়াইদ, হাদিস/২৩৯১

(রাঃ) কাতারে ঢুকে পড়লেন, আর হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করে ইমামের সাথে জামাতে অংশগ্রহণ করলেন। ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর ইবনে উমর (রাঃ) স্ব-স্থানে সূর্য-উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বসে রইলেন, তারপর দাঁড়িয়ে ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করলেন।"[১৮৮০]

ইমাম নিমাভী (রহঃ) হাদিসটিকে صَحِيحٌ ছহীহ্ বলেছেন।

হাদিস নং ৪:

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ

-"হজরত আবু উছমান আনছারী (রাঃ) বলেন: একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মসজিদে আসলেন আর তখন ইমাম সাহেব ফজরের নামাজ পড়াচ্ছেন। অথচ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করেননি। ফলে তিনি ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করলেন অত:পর লোকদের সাথে জামাতে শরীক হলেন। হজরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।"[১৮৮১]

ইমাম নিমাভী (রহঃ) হাদিসটিকে صَحِيحٌ ছহীহ্ বলেছেন।

হাদিস নং ৫:

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَكَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ

-"হারেছা ইবনে মুদরীব (রহঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও আবু মুসা (রাঃ) হজরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) কাছ থেকে বেড় হলেন। এমতাবস্থায় ফজর নামাজের ইকামত দেওয়া হলো। অত:পর ইবনে মাসউদ (রাঃ) ২ রাকাত সুন্নাত পড়লেন ও জামাতে প্রবেশ করলেন, অপরদিকে হজরত আবু মুসা (রাঃ) প্রথমেই জামাতের কাতারে প্রবেশ করেছেন।"[১৮৮২]

ইমাম নিমাভী (রঃ) হাদিসটিকে صَحِيحٌ ছহীহ্ বলেছেন।

১৮৮০. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনিল আছার, ১/৩৭৪ পৃ. হাদিস/২২০০; নীমভী, আছারুছ ছুনান, ২২৪ পৃ.।

১৮৮১. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, তাহাবী শরীফ, ১/৩৭৫পৃ. হাদিস/২২০১; নীমভী, আছারুছ ছুনান, ২২৫ পৃ.।

১৮৮২. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/৩৭৪ পৃ. হা/২২০০, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২/৫৭ পৃ. হাদিস/৬৪১৫; নীমভী, আছারুছ ছুনান, ২২৩ পৃ:।

হাদিস নং. ৬:

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، وَفَهْدٌ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ بَيْتِهِ فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ

-"মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রহঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) স্বীয় ঘর থেকে বের হলেন। ইতিমধ্যে ফজরের নামাজের ইকামত হয়ে গেল। ফলে তিনি মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে রাস্তায় ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করে নিলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে লোকদের সাথে ফজরের জামাত আদায় করলেন।"[১৮৮৩]

হাদিস নং. ৭:

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ

-"হজরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় তিনি ফজর নামাজের সময় লোকেরা কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করেন। তারপর মসজিদের একপাশে গিয়ে তিনি ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করার পর লোকদের সাথে জামাতে শরিক হলেন।"[১৮৮৪] ইমাম নিমাভী (রহঃ) হাদিসটিকে حَسَنٌ হাছান বলেছেন।

হাদিস নং. ৮:

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كُنَّا نَجِيءُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَنَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ

-"হজরত আবু উছমান (রাঃ) বলেন, আমরা হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর ফজরের জামাত চলাকালিন আসতাম। তারপর ২ রাকাত সুন্নাত পড়ে নিতাম। তারপর হজরত উমর (রাঃ) এর সাথে জামাতে অংশগ্রহণ করতাম।"[১৮৮৫]

১৮৮৩. ইমাম তাহাবী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/৩৭৫পৃ. হা/২২০২, সনদ ছহীহ্।

১৮৮৪. ইমাম তাহাবী, শরহে মা'আনিল আছার, ১/৩৭৫ পৃ. হাদিস/২২০৫; ইমাম নীমভী, আছারুস সুনান, ২২৩ পৃ:।

১৮৮৫. তাহাবী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/৩৭৬ পৃ. হাদিস নং ২২০৮; নীমভী, আছারুস সুনান, ২২৫ পৃ; মাআরিফুস সুনান, ৪র্থ খণ্ড, ৭৫ পৃ:।

ইমাম নিমাভী (রহঃ) হাদিসটিকে حَسَنٌ হাছান বলেছেন।

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে, ফজরের জামাত চলাকালিন (সময় থাকলে) ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করে তারপর জামাতে শরীক হওয়ার অবকাশ রয়েছে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রাঃ) এর যুগেও এরূপ প্রচলন ছিল, এমনকি ফকিহ্ সাহাবী হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), ফকিহ্ সাহাবী হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ফকিহ্ সাহাবী হজরত ইবনে উমর (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবীগণ এরূপ আমল করেছেন। তাই হানাফীগণ সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে এরূপ আমল করে থাকেন। আর এ কথা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরাম অনুসরণ করতেন স্বয়ং আল্লাহর নবী (ﷺ) কে।

বাতেলে হাদিসদের পুঁজি নং. ১:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَامَ عَلَيْهِ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ: أَتُصَلِّيهَا أَرْبَعًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

-"মালেক ইবনে বুহাইনা (রাঃ) বলেন, একবার ফজরের নামাজের ইকামত হলো, তখন রাসূল (ﷺ) এক ব্যক্তির নিকট এসে দাঁড়ালেন, যে ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করছিল এবং লোকজন তার আশেপাশে ভিড় জমাল। তিনি বললেন: তুমি কি ফজরের নামাজ ৪ রাকাত আদায় করছ? এ কথা তিনি ৩ বার বললেন।"[১৮৮৬]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, ফজরের জামাত চলাকালিন ফজরের সুন্নাত পড়া রাসূলে করিম (ﷺ) অপছন্দ করতেন।

এর জবাব হচ্ছে :- এই হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, জামাতের কাতারে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়াকে রাসূল (ﷺ) অপছন্দ করেছেন। কারণ ঐ সাহাবী কাতারের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়েছেন। আর এক কাতারে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়া নিষেধ। যেমন অপর হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ، مَوْلَى عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُكَاثِرُوا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ بِمِثْلِهَا مِنَ التَّسْبِيحِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ

-"হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলে পাক ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: একই স্থানে ফরজ নামাজের ন্যায় তার সাথে অন্য নফল নামাজ পড়না।"[১৮৮৭] এই হাদিসটির সনদের মান সনদ 'হাসান' পর্যায়ের।

১৮৮৬. ইমাম তাহাবী, শরহে মাশকালুল আছার, ১০/৩১০ পৃ. হা/৪১১৯, ইমাম তাহাভী, শরহে মা'নীল আছার, ১/৩৭২ পৃ. হাদিস/২১৮৭।

১৮৮৭. ইমাম তাহাবী, শরহে মা'আনীল আছার, হাদিস/২১৯৩; আনোওয়ার শাহ কাশমীরী, ফায়জুল বারী শরহে বুখারী, ২য় খণ্ড, ...

Scanned by C

সুতরাং এক কাতারে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়ে তারপর জামাতে শরীক হওয়া মাকরুহ, অন্যথায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়ে তারপর জামাতে শামিল হওয়া মাকরুহ না, কারণ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রাঃ) এর জামানায় এরূপ আমল ছিল কিন্তু তিনি কাউকে নিষেধ করতেন না। এমনকি ফকিহ্ সাহাবী হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), ফকিহ্ সাহাবী হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ফকিহ্ সাহাবী হজরত ইবনে উমর (রাঃ) ও বিশিষ্ট সাহাবী হজরত আবু দারদা (রাঃ) এবং আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) এবং অসংখ্য তাবেঈগণের আমল দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট যে, কাতার থেকে একটু দূরে অবস্থান করে ফজরের সুন্নাত পড়ে জামাতে শামিল হওয়াতে দূষের কিছু নেই। আর সকল উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ছিল আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর পূর্ণ অনুসারী। বলুন! হজরত উমর (রাঃ) সহ ফকিহ্ সাহাবীগণ কি রাসূলে পাক (দঃ) এর বিপরীত আমলকারী ছিলেন? নাকি তাঁরা এ বিষয়ে কোন জ্ঞান রাখত না? অবশ্যই জ্ঞান রাখতেন ও তাঁরাই সবচেয়ে বেশী রাসূলে পাক (ﷺ) এর অনুসরণকারী ছিলেন। তাই তাঁরা আমাদের কাছেও অনুসরণীয়।

আল্লাহর নবী (দঃ) বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩ দল হবে, এর মধ্যে একটি দল জান্নাতে যাবে। قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন: সে কোন দল ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রিয় নবীজি (দঃ) বললেন জান্নাতী দলের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রিয় নবীজি (দঃ) বলেছেন: قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي -"আল্লাহর রাসূল (দঃ) বললেন: যারা আমাকে ও আমার সাহাবীদেরকে অনুসরণ করে তারা'ই জান্নাতী।" (তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৬৪১; তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ৬২; শরহে সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃ:)।

অপরদিকে এই সনদের অন্যতম রাবী 'হাম্মাদ' কে নিয়ে মুহসিন সাহেবের ইমাম আলবানীর আপত্তি রয়েছে, তাই এটি দিয়ে দলিল দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

আহলে হাদিসদের পুঁজি নং. ২:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَا الْمَكْتُوبَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ وركعتي الْفَجْرِ.

-"হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: ইকামত দেওয়া হলে ফরজ ব্যতীত কোন নামাজ নেই। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফজরের ২ রাকাত সুন্নাতও পড়া যাবেনা? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন: ফজরের ২ রাকাত সুন্নাতও না।" (ইমাম ইবনে আদী, আল কামিল ফি দোয়াফাইর রিজাল, ৯ম খণ্ড, ১১৩ পৃ:)।

এই হাদিস হল মারফূ হাদিস এবং এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, ফজরের ইকামত হলে সুন্নাত নামাজ পড়া যাবেনা। তাহলে আপনারা পড়েন কেন?

আপত্তির নিষ্পত্তি: এর জবাব হচ্ছে, আপনাদের উল্লেখিত হাদিসটি দলিল দেওয়ার উপযুক্ত না, কারণ এর সনদে 'মুসলীম ইবনে খালিদ জানজী' নামক একজন রাবী রয়েছে। এর সনদ সম্পর্কে ইবনে আদী (রহঃ) নিজেই বলেছেন-

وَلاَ أَعْلَمُ ذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي مَتْنِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ نَصْرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرٍو.

"এই হাদিসের অতিরিক্ত অংশটুকু যথা: "রাসূল (দঃ) জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফজরের ২ রাকাত সুন্নাতও পড়া যাবেনা? প্রিয় নবীজি (দঃ) বললেন: ফজরের ২ রাকাত সুন্নাতও না।" এই অংশটুকু ইয়াহইয়া ইবনে নাছর বর্ণনা করেছেন মুসলীম ইবনে খালিদ হতে, তিনি আমর থেকে' এই সূত্র অন্য কোন সূত্রে আমি জানিনা।" (ইবনে আদী: আল কামিল ফি দোয়াফাইর রিজাল, ৯ম খণ্ড, ১১৩ পৃ:)।

সুতরাং ইহা স্পষ্টত যে, মুসলীম ইবনে খালিদ এককভাবে ইহা বর্ণনা করেছেন। এবার এই مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الْمَكِّيُّ الزَّنْجِيُّ (মুসলীম ইবনে খালিদ মাক্কি যানজী) সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত লক্ষ্য করুন, হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন,

عن ابن معين وقال ابن المديني ليس بشيء وقال البخاري: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وقال الساجي صدوق كان كثير الغلط

"ইমাম ইবনে মাঈন হতে বর্ণিত আলী ইবনে মাদানী (রহঃ) বলেছেন: সে হাদিস বর্ণনায় কিছুই নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন: সে মুনকারুল হাদিস। ইমাম ছাজী (রহঃ) বলেন: সে সত্যবাদী তবে তার প্রচুর ভুল রয়েছে।" (তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ২২৮)

ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন,

وقال البخاري: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ أَبُو داود: ضَعِيفٌ.

"ইমাম বুখারী বলেন: সে মুনকারুল হাদিস। আবু হাতিম বলেন: তার উপর নির্ভর করা যায়না। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন: সে দুর্বল।" (তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ২৭৫)

ইমাম মুগলতাঈ (রহঃ) বলেছেন,

وقال عثمان ابن سعيد الدارمي: يقال في الزنجي: ليس بذاك في الحديث. وذكره أبو العرب والبلخي والعقيلي في جملة الضعفاء وقال الأشبيلي: لا يحتج به.

"উসমান ইবনে সাঈদ দারেমী বলেছেন, যানজীর ব্যাপারে বলা হয় সে হাদিস বর্ণনায় কিছুই নয়। আবু আরব, ইমাম বালখী ও উকাইলী (রহঃ) সকলেই তাকে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আশবিলী বলেন: তার উপর নির্ভর করা যায়না।" (ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৫৩৫)

ইমাম মিযযী (রহঃ) বলেছেন-

وَقَالَ النَّسَائِي: ليس بالقوي. وَقَالَ أَبُو حاتم: ليس بذاك القوي، منكر الْحَدِيث.

"ইমাম নাসাঈ বলেছেন: সে শক্তিশালী নয়। আবু হাতিম বলেছেন: সে শক্তিশালী কিছুই নয় ও মুনকারুল হাদিস।" (তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৫৯২৫)

এবার বলুন! এরূপ জয়ীফ, মুনকার ও ভিত্তিহীন অগ্রহণযোগ্য রেওয়াত কি দলিল হওয়ার যোগ্যতা আছে? অবশ্যই না। তাই এরূপ রেওয়াত দ্বারা দলিল দেওয়া মূর্খতা বৈ কিছুই না।

Scanned by C

আহলে হাদিসদের পুজি নং. ৩:

আহলে হাদিসরা এই হাদিসটি দিয়ে সবচেয়ে বেশী মানুষকে বোকা বানাতে চায়।

...ن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ইকামত দেও... হলে ফরজ ব্যতীত কোন নামাজ নেই।" (সহীহ মুসলিম, ১/৪৯৩পৃ. হা/৭১০)

হাদিসের সারমর্ম: প্রথম জবাব. এই অংশটি ছহীহ্, কিন্তু উক্ত সাহাবী থেকেই অ... বর্ণনায় আরও কিছু অংশ বর্ধিত হয়ে তথা ফজরের সুন্নাতকে ছাড়া উল্লেখ রয়েছে। যে... ইমাম বায়হাকী (রহ.) উল্লেখ করেন-

...حَجَّاجِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ ...أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، إِلَّا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ

-"লাইস তিনি তাবেয়ী আতা (রহ.) থেকে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ইকামত দেওয়া হলে ফরজ ব্যতীত কোন নামাজ নেই; তবে ফজরের সুন্নাত ছাড়া।"[১৮৮৮] বুঝা গেল এই হাদিসের হুকুমের মধ্যে ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত অর্ন্তভুক্ত নয়। এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের। লাইসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ড. মানজুরুর রহমান সাহেবের খণ্ডনে 'নফসের বিরোদ্ধে জিহাদ হল সবচেয়ে বড় জিহাদ' শীর্ষক হাদিসের সনদ পর্যালোচনা দেখুন।

দ্বিতীয়ত. ৩ জন ফকিহ্ সাহাবী ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর আমল দ্বারা ফজরের সুন্নাতের বিষয়টি 'খাছ' ভাবে আমল করা প্রমাণিত ও ইহার অনুকূল পাওয়া যায়। কারণ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.), ও ইবনে মাসউদ (রা.), ইবনে উমর (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবু দারদা (রা.), আবু মুসা আশয়ারী (রা.) এর মত সাহাবীগণ প্রিয় নবীজি ﷺ এর বিপরীত আমল করবে এরূপ কল্পনাই করা যায়না।

তৃতীয়ত. কোন কোন ফকিহ্ বলেছেন এটি ফরয নামাযের কাতারে ফরয ছাড়া অন্য কোন নামায নেই তা বলা হয়েছে।

আহলে হাদিসদের পুজি নং. ৪:

হযরত কায়েস ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) এক ব্যক্তি ফজরের নামাযের দুই রাক'আত নামায পড়তে দেখলেন অতঃপর বললেন-

صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ

-"ফজরের নামায দুই রাক'আত।' তখন ঐ ব্যক্তি বলেন আমি ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত পড়িনি। তাই এখন সেই দুই রাক'আত আদায় করলাম। রাসূল (ﷺ) চুপ

[১৮৮৮]. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৬৭৯ পৃ. হা/৪২২৬

থাকলেন।" (সুনানে আবি দাউদ, হা/১২৬৭) তাই আহলে হাদিসরা বলে থাকেন যে ফজরের সুন্নাত ফরজের পরও পড়া যায়।

পর্যালোচনা: এই হাদিসটির সনদে (سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ) রাবী রয়েছেন ইমাম ইবনে আদি (রহ.) বলেন- ضعيف الحديث -"তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।" তিনি আরও উল্লেখ করেন ইমাম নাসাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন- ليس بالقوي -"তিনি হাদিসে তেমন কোন শক্তিশালী রাবী নন।" (আদি, আল-কামিল, ৪/৩৮৭পৃ. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১২০পৃ.) ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, ইমাম আহমাদ তাকে যঈফ বর্ণনাকারী বলেছেন। (যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১২০পৃ.) তাই এই হাদিস দিয়ে শরীয়তের কোন বিধান বানানোর সুযোগ নেই। তাই আলবানীর এই হাদিসকে সহীহ বলার কোন ভিত্তি নেই। ইমাম আব্দুল হাদী হাম্বলী (৭৪৪হি.) এই সনদ প্রসঙ্গে লিখেন- وإسناد الحديث ليس بمتصل -"এই সনদটি মুত্তাসিল নয়।" (তানকিহুল তাহকীক, ২/৩৭০ পৃ. হা/৯৯৩) অপরদিকে কায়েস ইবনে আমর (রহ.) হলেন তাবেয়ী, তাই এটি মুরসাল; আর আহলে হাদিসদের মতে মুরসাল হাদিস যঈফ কিন্তু এখানে তারা সুযোগ বুঝে সহীহ বলে ফেলেছেন। (ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ৬/১৯পৃ. হা/৪০৮৯)

বিষয় নং. ১৭: তাশাহহুদে বসে শাহাদাত আঙ্গুল একবার উঠানো নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তি ঃ

হানাফী মাযহাবের নিয়ম হল তাশাহহুদে আঙ্গুল শুধু ইশারা করবে, নাড়াবে না। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন-

قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَرِّكُ الْأُصْبُعَ إِذَا رَفَعَهَا لِلْإِشَارَةِ، وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ

-"ইমাম ইবনে মালক (রহ.) বলেন, হানাফী মাযহাব এই হাদিস থেকেই দলিল নিয়েছেন যে তাশাহহুদে শুধু আঙ্গুল ইশারা করবে, কিন্তু আঙ্গুল নাড়াবে না।"[১৮৮৯] আহলে হাদিসরা তাশাহহুদে শাহাদাতের পাঠের সময় থেকে শেষ পর্যন্ত আঙ্গুল উঠিয়ে নাড়াতেই থাকেন। কিন্তু সহীহ হাদিসে রয়েছে রাসূল (ﷺ) শুধু আঙ্গুল ইশারা করতেন এবং আঙ্গুল নাড়াতেন না। কিন্তু আহলে হাদিসরা হানাফীদের পক্ষের এই হাদিসগুলোকে যঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চান। যেমন আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'জাল হাদীছের কবলে..' গ্রন্থের ২৭৮ পৃষ্ঠায় হানাফীদের এই কর্মকে হেয় করতে গিয়ে লিখেন-"<u>এটাও ঠিক নয়। কারণ উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।</u>"

প্রথম হাদিস :

ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈসহ আরও অনেকে সংকলন করেছেন-

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا

[১৮৮৯]. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৫৭৫পৃ. হা/৯১২

Scanned by C

-"হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন (তাশাহহুদে) দোয়া করতেন তখন আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করতেন এবং তা নাড়াতেন না।"[১৮৯০]

সনদ পর্যালোচনা :

মুহসিন সাহেব তার বিভ্রান্তিকর পুস্তকে লিখেছেন-"বর্ণনাটি যঈফ। (এখানে টিকায় আলবানীর যঈফ আবু দাউদ এর হওয়ালা দিয়েছেন) 'আঙ্গুল নাড়াতেন না' অংশটুকু ছহীহ হাদীছে নেই।"

আপত্তির নিষ্পত্তি : সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব উসূলে হাদিসের কোন নিয়মের তোয়াক্কা না করে এটিকে যঈফ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সে তার ইমাম আলবানীর দোহাই দিচ্ছেন, অথচ আলবানী এটিকে যঈফ বলেননি। যেমন আলবানী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেন- قلت: وهذا إسناد حسن -"আমি বলি, এই সনদটি হাসান।"[১৮৯১]

ক. আল্লামা সান'আনী (১১৮২হি.) এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সনদ প্রসঙ্গে বলেন- قال النووي: سنده صحيح. -"ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এই সনদটি সহীহ।"[১৮৯২]

খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)ও এমনটি উল্লেখ করেছেন।[১৮৯৩]

গ. আহলে হাদিস হিশামুদ্দীন মোবারকপুরীও এমনটি সংকলন করেছেন।[১৮৯৪]

ঘ. আহলে হাদিস আব্দুর রহমান মোবারকপুরী এই হাদিস উল্লেখ করে লিখেছেন-

قَالَ النَّوَوِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

-"ইমাম নববী (রহ.) বলেন, সনদটি সহীহ।"[১৮৯৫]

ঙ. আল্লামা মানাভী (রহ.)ও এমনটি উল্লেখ করেছেন।[১৮৯৬]

চ. আল্লামা ইবনুল মুলাক্কীন (রহ.) বলেন- هَذَا الحَدِيث صَحِيح -"এই হাদিস সহীহ।"[১৮৯৭]

ছ. আলবানীও ইমাম নববী (রহ.) এর সহীহ বলা কথাটি স্বীকার করেছেন।[১৮৯৮] তাই বলতে চাই এই সনদে কোন ত্রুটিযুক্ত রাবী নেই যার কারণে একে যঈফ বলা হবে।

১৮৯০. ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৩/৩৭পৃ. হা/১২৭০ এবং আস-সুনানিল কোবরা, ২/৬৫পৃ. হা/১১৯৪, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৩/১৭৮পৃ. হা/৬৭৫

১৮৯১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ-যঈফাহ, ১২/১৩৬পৃ. হা/৫৫৭২

১৮৯২. ইমাম নববী, খুলাছাতুল আহকাম, ১/৪২৭পৃ. হা/১৩৮৯, ইমাম সান'আনী, তানভীর শরহুল জামেউস সগীর, ৮/৫৭৭পৃ. হা/৭০৩৮

১৮৯৩. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৭৩৫পৃ. হা/৯১২

১৮৯৪. মোবারকপুরী, মের'আত, ৩/২৪১পৃ. হা/৯১৮

১৮৯৫. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/১৬০পৃ. হা/২৯৫

১৮৯৬. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৫/২২১পৃ. হা/৭০৫৬

১৮৯৭. ইবনুল মুলাক্কীন, বাদরুল মুনীর, ৪/১১পৃ.

১৮৯৮. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ-যঈফাহ, ১২/১৩৬পৃ. হা/৫৫৭২

দ্বিতীয় হাদিস :

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى على رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى على رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ وَلا يُحَرِّكُهَا... وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

-"মুসলিম বিন আবি মারিয়াম (রহ.) তিনি তাবেয়ী না'ফে (রহ.) হতে তিনি বলেন বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন।...তাশাহহুদ পাঠের সময় আঙুল ইশারা করতেন কিন্তু নাড়াতেন না।........এটি করে সাহাবী ইবনে উমর (রা.) বলতেন যে রাসূল (ﷺ) এমনটি করতেন।"[১৮৯৯]

তৃতীয় হাদিস :

ইমাম ইবনুল বার্র (রহ.) সংকলন করেন-

وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ وَلَا يُحَرِّكُهَا

-"হযরত আমের (রহ.) তিনি তার পিতা থেকে তিনি বলেন নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) নামাযে যখন আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন তখন আঙুল নাড়াতেন না।"[১৯০০] এই সনদের সমস্ত রাবীই সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

চতুর্থ হাদিস : ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يُحَرِّكُهَا

-"তিনি আবু খালেদ থেকে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ.) হতে তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার পিতা[১৯০১] যখন (তাশাহহুদে) দোয়া করতেন তখন আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করতেন এবং তা নাড়াতেই থাকতেন না।"[১৯০২]

অন্য হাদিসগুলোতে শুধু আঙুল ইশারা করতেন বর্ণিত হয়েছে; নাড়াতে থাকতেন এটি বর্ণিত হয়নি। ইমাম আহমাদ (রহ.) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ أَبْزَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّاحَةِ فِي الصَّلَاةِ

১৮৯৯. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৭/৪৪৮পৃ. ক্রমিক. ১০৮৬৩, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ-যঈফাহ, ১২/১৩৭পৃ. হা/৫৫৭২, ইমাম দারেকুতনী, ইলালুল দারেকুতনী, ১৩/৮পৃ. হা/২৮৯৯

১৯০০. ইমাম ইবনুল বার্র, আত-তামহীদ, ১৩/১৯৫পৃ.

১৯০১. হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রহ.) যিনি হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের সময় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শতশত সাহাবীদের থেকে হাদিস শুনেছেন। তিনি ৯৪ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন। (যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ২/১১৩৯পৃ. ক্রমিক. ১৪৪)

১৯০২. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/২৩০পৃ. হা/৮৪৩৭ এবং ৬/৮৮পৃ. হা/২৯৬৬৫

Scanned by C

-"সাহাবী ইবনু আবযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) সালাতে তার শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।"[১৯০৩] এই হাদিসটি আলবানী সহীহ দাবী করেছেন।[১৯০৪] কিন্তু এখানে তার পক্ষে কোন দলিল নেই; বরং আমাদের পক্ষেই দলিল রয়েছে। আমরা তো আঙ্গুল দ্বারা শুধু ইঙ্গিত করি, কিন্তু নাড়াতেই থাকি না।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

ইমাম দারেমী (রহঃ)সহ অনেকে সংকলন করেছেন যে সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) তিনি তিনি নবীজীর নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এক পর্যায়ে বলেন-

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ،أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، أَخْبَرَهُ ......ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا: يَدْعُو بِهَا

-"তারপর রাসূল (ﷺ) আঙ্গুল উত্তোলন করলেন অতঃপর আমি দেখতে পেলাম দোয়া পাঠের সময় আঙ্গুল নাড়াচ্ছেন।"[১৯০৫]

পর্যালোচনা : এই হাদিসটির সনদ যদিও মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, তবে বিজ্ঞ ইমামগণ এর উপর আমল করেননি। অপরদিকে এটি অসংখ্য সাহাবীদের বর্ণনার বিরোধী। সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) রাসূল (ﷺ) এর সোহবতে কাছে ২০ দিন ছিলেন মাত্র। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং তার পিতার বর্ণনা, উরওয়া ইবনে যুবায়েরের পিতার বর্ণনার বিপরীত। তাই সনদটি শায। বিখ্যাত হাদিসের কিতাব মুসনাদে আহমদের তাহকীককারী শুয়াইব আরনাউত যার দলিল মুযাফফর বিন মুহসিনও নিয়েছেন তার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে। তিনি এই হাদিসের সনদ পর্যালোচনায় বলেন-

حديث صحيح دون قوله: فرأيته يحركها يدعو بها فهو شاذ انفرد به زائدة

-"এই হাদিসটির সনদ সহীহ, হাদিসটির শেষ অংশ 'আমি দেখেছি নবীজী (ﷺ) দোয়ার সময় আঙ্গুল নাড়াতেন' এই অংশটি শায (অসংখ্য সহীহ হাদিস বিরোধী) এবং একক তিনিই এটি বর্ণনা করেছেন।"[১৯০৬] এমনটি শুয়াইব আরনাউত সুনানে আবু দাউদের তাহকীকে বলেছেন।[১৯০৭] ইমাম ইবনে খুজায়মা (রহঃ) নিজেই এই হাদিস সংকলন করে লিখেন-

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ يُحَرِّكُهَا إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ

১৯০৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২৪/৮২পৃ. হা/১৫৩৬৮

১৯০৪. আলবানী, সিলসিলাতুল সহীহা, হা/৩১৮১, কিন্তু শায়খ শুয়াইব আরনাউত এই সনদটি যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। (আরনাউত, তাহকীক, মুসানাদে আহমদ, হা/১৫৩৬৮, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন)

১৯০৫. ইমাম দারেমী, আস-সুনান, ২/৮৫৬পৃ. হা/১৩৯৭

১৯০৬. শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) মুসনাদে আহমদ, ৩১/১৬০পৃ. হা/১৮৮৭০, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।

১৯০৭. শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) সুনানি আবি দাউদ, ২/২৩৩পৃ. হা/৯৮৯, দারুর রিসালাহ আলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৪৩০হি।

-"ইমাম আবু বকর খুজায়মা (রহঃ) বলেন, এই হাদিস ছাড়া অন্য কোন হাদিসে আঙ্গুল নড়ানাড়ি করা উল্লেখ নেই।"[১৯০৮] সকল উসূলে হাদিস এবং ফিকহবিদগণ একমত যে শায হাদিস দ্বারা দলিল দেয়া বৈধ নয়। অপরদিকে এই সনদের অন্যতম আসিম ইবনে কুলাইব (রহঃ) নামক রাবী রয়েছেন <u>তিনি যদিও সত্যবাদী তার পরও তার একক হাদিস দলিল হতে পারে না</u>। যেমন ইমাম যাহাবী (রহঃ) লিখেন-

وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به.

-"ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনে মাদীনী (রহঃ) বলেন, <u>তার একক হাদিস দলিল হতে পারে না</u>।"[১৯০৯] সমস্যা শুধু তাই নয় ইমাম যাহাবী (রহঃ) আরও উল্লেখ করেছেন যে তিনি যদিও আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন- لكنه مرجئ. -"তবে তিনি মুরজিয়া আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন।"[১৯১০] আল্লামা মুগলতাই (রহঃ) উল্লেখ করেন-

وقال البزار في مسنده: لم يحدث عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وفي حديثه اضطراب.

-"ইমাম বাযযার (রহঃ) বলেন, তিনি কোন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেননি; তার হাদিসে ইযতিরাব আছে।"[১৯১১] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন-

وفي كتاب العقيلي: كان مرجئا

-"ইমাম ওকায়লী (রহঃ) তার কিতাবে তাকে মুরজিয়া আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।"[১৯১২] ইমাম মিযযী (রহঃ) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন যে-

قال شريك: وكان عاصم بن كليب مرجئا

-"শরীক (রহঃ) বলেন, আসেম ইবনে কুলাইব মুরজিয়া ছিলেন।"[১৯১৩] সর্বপরি ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাকে যঈফ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১৯১৪] আমি বলবো তার হাদিস তখন গ্রহণযোগ্য হত যখন এ হাদিসের সনদের সমর্থনে অন্য কোন সনদ পেতাম। অপরদিকে এ সনদটি অনেক সাহাবীদের বিরোধী বর্ণনা হওয়ায় তা আরও অগ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে এই সনদের অন্যতম রাবী যায়েদা ইবনে কুদামা রাবীও মজহুল।[১৯১৫] তাই সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজুরের হাদিস কখনই সহীহ নয়, বরং শায যঈফ। কিন্তু মুযাফফর বিন মুহসিন এই হাদিসকেই গর্ভ করে সহীহ বলে তার গ্রন্থের ...পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

১৯০৮. খুজায়মা, আস-সহীহ, ১/৩৭৬পৃ. হা/৭১৪

১৯০৯. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩৫৬পৃ. ক্রমিক. ৪০৬৪

১৯১০. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩৫৬পৃ. ক্রমিক. ৪০৬৪

১৯১১. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৭/১১৯পৃ. ক্রমিক. ২৬৩৯

১৯১২. ইমাম মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৭/১২০পৃ. ক্রমিক. ২৬৩৯

১৯১৩. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৩/৫৩৯পৃ. ক্রমিক. ৩০২৪

১৯১৪. ইমাম যাহাবী, দিওয়ানুল দুয়াফা, ১/২০৪পৃ. ক্রমিক. ২০৩৯

১৯১৫. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৪/৭১পৃ. হা/৬২৬৭, তিনি বলেছেন- وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ -"তার জীবনী আমি পাইনি।"

বিষয় নং.১৮: সিজদায় যাওয়ার সময় আগে যমিনে হাঁটু রাখা ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠা:

আমাদের হানাফী মাযহাব এবং সুন্নাত হল সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাঁটু রেখে সিজদায় যাওয়া। কিন্তু আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ... পৃষ্ঠায় লিখিছেন-"সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখাই সুন্নাত। আর হাঁটু রাখার পক্ষে যে কয়টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।" অথচ তার দাবীর কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই।

হাদিস নং. ০১-: ইমাম দারেমী, আবু দাউদ ও তিরমিযি (রাহিমাহুমুল্লাহ)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ، يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

-"হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে দেখেছি তিনি যখন সেজদায় যেতেন তখন হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতেন। আর যখন সেজদা থেকে উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন।" (ইমাম দারেমী, আস-সুনান, ২/৮৩ পৃ. হা/১৩৫৯, ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/২২২পৃ. হা/৮৩৮, ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ১/৩৫৬পৃ. হা/২৬৮, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ২/২০৬ পৃ. হা/১০৮৯ এবং আস-সুনানুল কোবরা, ১/৩৪৪ পৃ. হা/৬৮০, ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ২/২৪ পৃ. হা/১১৫৪, ইমাম ইবনে খুজায়মা, আস-সহীহ, হা/৬২৬, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৫/২৩৭ পৃ. হা/১৯১২, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৩/১৩৩ পৃ. হা/৬৪২, নীমভী, আছারুস সুনান, ১৪৮ পৃ.)

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসটি কারও মতে সহীহ, কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন এটি 'হাসান' পর্যায়ের। ইমাম তিরমিযি এটিকে 'হাসান' বলেছেন। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন ২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"হাদীছটি যঈফ। ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদীছের সনদে শারীক নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, সে দুর্বল।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কারও কাছে যদি সুনানে তিরমিযি গ্রন্থটি থাকে তবে আপনি দেখবেন যে আসলেই কী ইমাম তিরমিযি উক্ত রাবীকে দুর্বল বলেছেন কীনা। ইমাম তিরমিযি যদি তাকে দুর্বল বলে থাকেন তাহলে তিনি এ হাদিসকে হাসান বলবেন কেন? এ হাদিসকে আজ পর্যন্ত কোন হাদিসের ইমাম যঈফ বলেননি। পৃথিবী বিখ্যাত হাদিস বিজ্ঞানী ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদিস সংকলন করে লিখেন- حسنه -"এটির সনদ হাসান।" (ইমাম যাহাবী, তানকীহুত তাহকীক, ১/১৬৭ পৃ. হা/১৩৬) তাহলে কী আমাদের বর্তমান যুগের তথাকথিত আহলে হাদিস শায়খরা ইমাম যাহাবী থেকে বড় হাদিস গবেষক? সুনানে দারেমীর তাহকীককারী শায়খ হুসাইন সালেম আসাদ বলেন- إسناده حسن -"এই হাদিসটির সনদ 'হাসান'।" (সুনানে দারেমী, হা/১৩৫৯, দারুল মাগনী, সৌদি, প্রকাশ.১৪১২হি.) সমকালিন বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থের তাহকীককারী শুয়াইব আরনাউত এই হাদিসের টীকায় বলেন- حسن -"এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের।" (শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) সুনানে আবি দাউদ, ২/১২৯ পৃ. হা/৮৩৮, দারুর রিসালাতুল আলামিয়্যাহ, প্রকাশ. ১৪৩০হি.)

এবার আমরা আলোচনা করবো শারীক কী প্রকৃতপক্ষে দুর্বল রাবী কীনা। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে সত্যবাদী বলার পরে লিখেন-

وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع

-"তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ন, মর্যাদাবান, আবেদ, বিদ'আতীদের বিরোদ্ধে কঠোর।" (ইবনে হাজর আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযিব, ১/২৬৬ পৃ. ক্রমিক. ২৭৮৭) ইমাম ইজলী (ওফাত. ২৬১হি.) তার জীবনীতে লিখেন-

شريك بن عبد الله النَّخعِيّ الْقَاضِي كُوفِي ثِقَة وَكَانَ حسن الحَدِيث

-"শারীক বিন আব্দুল্লাহ নাখঈ, কুফার কাযী, সিকাহ এবং তার হাদিস সুন্দর।" (ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ১/৪৫৩ পৃ. ক্রমিক. ৭২৭) ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) তার জীবনীর শুরুতে লিখেন- الْعَلَّامَةُ، الْحَافِظُ الْقَاضِي -"তিনি ছিলেন আল্লামা, হাফেজুল হাদিস, কাযী।" (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/২০০ পৃ. ক্রমিক.৩৭) বুঝা গেল তিনি হাফেযে হাদিস (১ লক্ষ হাদিসের হাফেয) ছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وَقَدْ وَثَّقَهُ: يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ، وَقَالَ: هُوَ أَثْبَتُ مِنْ أَبِي الأَحْوَصِ.

-"তবে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। এবং আরও বলেছেন, তিনি আবুল আহওয়াস থেকে আরও দৃঢ় হাদিস বর্ণনাকারী।"(ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/২০০ পৃ. ক্রমিক.৩৭) তিনি আরও উল্লেখ করেন যে-

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

-"ইমাম নাসাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার হাদিস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।"(ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/২০১ পৃ. ক্রমিক.৩৭) ইমাম যাহাবী আরও উল্লেখ করেন-

قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: شَرِيْكٌ أَعْلَمُ بِحَدِيْثِ بَلَدِهِ مِنَ الثَّوْرِيِّ.

-"ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন, শারীক তার শহরে সুফিয়ান থেকেও বড় হাদিসের জ্ঞানী ছিলেন।"(ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/২০১ পৃ. ক্রমিক.৩৭ এ রাবীর বিষয়ে সর্বশেষ কথা হল ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন-

وَمَا أَخْرَجَا لِشَرِيْكٍ سِوَى مُسْلِمٌ فِي المُتَابَعَاتِ قَلِيْلاً. وَخَرَّجَ لَهُ: البُخَارِيُّ تَعْلِيْقاً.

-"শারীক থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম বুখারী তা'লিক সূত্রে হাদিস সংকলন করেছেন।"(ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/২০০ পৃ. ক্রমিক.৩৭) বুঝা গেল তিনি সহীহ বুখারী মুসলিমের রাবী। আর প্রমাণিত হয়ে গেল মুহসিন সাহেবের কথা ভিত্তিহীন।

হাদিস নং. ০২-:

ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রাহিমাহুল্লাহ)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....، وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ

Scanned by C

-"আমি রাসূল (ﷺ) কে দেখলাম, তিনি তাকবীর দিয়ে সিজদায় গেলেন এবং হাত রাখার আগে হাঁটু রাখলেন।" (ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, হা/৮২২, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ২/১৪৩ পৃ. হা/২৬৩২)

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম হাকেম এটিকে সংকলন করে লিখেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"এই হাদিসটি সহীহ বুখারী মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে সহীহ, আমি এতে কোন ত্রুটি পাইনি, যদিও তারা এটিকে সংকলন করেননি।" (ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, হা/৮২২) ইমাম যাহাবী (রহ.) তার সাথে একমত পোষণ করে তালখীছে লিখেছেন যে-

على شرطهما ولا أعرف له علة

-"এটি বুখারী মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ, আমিও তাতে কোন ইল্লত পাইনি।" কেননা এই হাদিসটিকে বিন মুহসিন উল্লেখ করেননি; কারণ তাঁর ভুয়া দাবীর ধোঁকা ধরা পড়ে যাবে সে ভয়ে।

হাদিস নং. ০৩-:

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْتَدِئْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْفَحْلِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদা দিবে তখন সে যেন দুই হাত দেওয়ার পূর্বে দুই হাঁটু দিয়ে শুরু করে। উট যেভাবে বসে সেভাবে যেন না বসে।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২৩৫ পৃ. হা/২৭০২)

সনদ পর্যালোচনা:

এটির সনদ 'হাসান' পর্যায়ের। বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ২৬৬ পৃষ্ঠায় 'আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ' কে যঈফ রাবী বানিয়ে একে যঈফ। অথচ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন- الكوفي مقبول -"তিনি কুফার অধিবাসী, মকবুল রাবী।" (ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, ৩০৫ পৃ. ক্রমিক. ৩৩৫৫) তিনি কোন আসমাউর রিজালের উক্তিতি দেননি, কোন রাবীকে যঈফ, সিকাহ বলতে হলে আসমাউর রিজালের কিতাব থেকে প্রমাণ দিতে হবে।

হাদিস নং০৪-০৫:

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

-"ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) বলেন, নিশ্চয় উমর (রা.) সিজদায় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতনে।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২৩৫ পৃ. হা/২৭০৩) সনদটি মুরসাল তবে সকল রাবী সহীহ বুখারী মুসলিমের। কিন্তু নিম্নের বর্ণনার কারণে আর মুরসাল বলারও কোন সুযোগ নেই। ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

-"ইবরাহিম নাখঈ তিনি হযরত আসওয়াদ (রহ.) থেকে তিনি বলেন, নিশ্চয় হযরত উমর (রা.) হাঁটু দিয়ে সিজদায় যেতেন।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২৩৫ পৃ. হা/২৭০৪)

হাদিস নং. ০৬:

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

-"তাবেয়ী না'ফে (রহ.) বলেন, নিশ্চয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যখন সিজদা করতেন, তখন দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখতেন এবং যখন তিনি দাঁড়াতেন, তখন দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত উঠাতেন।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২৩৫ পৃ. হা/২৭০৫)

সনদ পর্যালোচনা:

এই হাদিসটির সনদ সহীহ। বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ২৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে ইবনু আবী লায়লা নামে রাবী আছে সে যঈফ।" অথচ তিনি তাকে যঈফ বললেন কিন্তু কোন আসমাউর রিজালের উক্তিতি দেননি। অথচ দেখুন ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- الكوفي ثقة -"তিনি কুফার অধিবাসী, সিকাহ রাবী।" (ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৩৪৯পৃ. ক্রমিক.৩৯৯৩) ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৫/১০০ পৃ. ক্রমিক. ৪০৪৫) ইমাম ইজলী (ওফাত. ২৬১হি.) বলেন- تابعي ثقة -"তিনি তাবেয়ী, সিকাহ রাবী।" (ইজলী, তারিখুস সিকাত, ২/৮৬ পৃ. ক্রমিক. ১০৭২) তিনি সিহাহ সিত্তার রাবী। (ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৩৪৯পৃ. ক্রমিক.৩৯৯৩) ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন- الإمام، العلامة، الحافظ -"তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, আল্লামা, হাফেযুল হাদিস।" (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/২৬২ পৃ.) বিন মুহসিন সাহেবের ইমাম আলবানীও তার হাদিসকে সরাসরি যঈফ বলেননি। যেমন তার এক গ্রন্থে লিখেছেন-

محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى ثقة في حفظ شيء

-"মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান তিনি হচ্ছেন ইবনে আবি লায়লা তিনি সিকাহ তবে হেফযে ত্রুটি আছে।" (আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ২/৩৬০ পৃ. হা/৯৪৮)

এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিসে পাক কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় উল্লেখ করলাম না।

বিষয় নং. ১৯ : দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাত থেকে দাঁড়ানোর নিয়ম

প্রথম ও তৃতীয় রাকাত থেকে উঠার সময় সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন, এর মাঝে বসবে না, হাতের উপর ভর দিয়েও দাঁড়াবে না। আমাদের হানাফী মাযহাবের এই কর্মকে হেয়

Scanned by C

করে মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে...' গ্রন্থের ২৭১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"কিন্তু সিজদা থেকে সরাসরি উঠে যাওয়ার যে প্রথা চালু আছে, তার হাদীছ জাল বা মিথ্যা।" অথচ আমাদের মতের পক্ষে অনেক সহীহ মারফূ ও মাওকুফ হাদিস রয়েছে। যেমন এক সহীহ হাদিসে উল্লেখ আছে-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ،
أَحَدِ بَنِي مَالِكٍ، عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ،
وَأَبُو أُسَيْدٍ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ يَعْنِي مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى
كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى،
ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ،

-"হজরত আব্বাস অথবা আইয়াশ ইবনে সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি এক মজলিসে ছিলেন, সেখানে তাঁর পিতাও ছিলেন যিনি রাসূল (ﷺ) এর সাহাবী ছিলেন। সেখানে আবু হুরায়রা (রা.), আবু হুমাইদ সাঈদী (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) ছিলেন। রাবী বলেনঃ রাসূল (ﷺ) যখন সেজদা করেন তখন তিনি দুই হাঁত, দুই হাঁটু ও দুই পাঁয়ের পাতার উপর ভর করেন। অত:পর যখন তিনি বসেন, তখন এক পাঁয়ের উপর ভর করে নিতম্বের উপর বসেন এবং অন্য পাঁ খাড়া করে রাখেন। পরে তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় গমন করেন এবং সেখান হতে আল্লাহু আকবার বলে দণ্ডায়মান হন এবং এই সময় তিনি নিতম্বের উপর ভর করে বসেননি।" (সুনানে আবী দাউদ শরীফ, হাদিস নং ৭৩৩; হাদিসু সিরাজ, হাদিস নং ১৯২৬; বায়হাকী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ২৬৪২; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ১৮৬৬; মুসনাদে সিরাজ, হাদিস নং ১০০; আইনী: শরহে আবী দাউদ, হাদিস নং ৭১৪; আছারুছ ছুনান ১৪৯ পৃ:; বজলুল মাজহুদ ফি হল্লে আবী দাউদ) সনদ ছহীহ্।

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম নিমাভী (রহ.) বলেছেনঃ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ -"ইহার সনদ ছহীহ্।" (নিমভী: আছারুছ ছুনান, ১৪৯ পৃ:)। এই হাদিস সম্পর্কে আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেছেন,

وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ -"এই হাদিস সম্পর্কে আমি জবাব দিয়েছি, কেননা ইমাম আবু দাউদ ইহা অন্য একটি ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।" (মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃ:)। এই হাদিসের রাবী الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ النَّخَعِيُّ (হাছান ইবনে হুর আন-নাখয়ী) সম্পর্কে লা-মাজহাবীরা ভূয়া সমালোচনার বৃথা অপচেষ্টা

করেন ও বলে থাকেন সে মাজহুল বা অপরিচিত। মূলত এই রাবী ছিক্বাহ বা বিশ্বস্ত ও মাশহুর বা সুপরিচিত। নিচের বর্ণনা গুলো লক্ষ্য করুন,

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. وكذلك قال النسائي، ويعقوب بن شيبة
وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش وقال الحاكم ثقة مأمون مشهور وقال بن سعد كان
ثقة قليل الحديث وقال العجلي ثقة

-"ইসহাক ইবনে মানছুর ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ সে বিশ্বস্ত। অনুরূপ ইমাম নাসাঈ, ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ, আব্দুর রহমান ইবনে ইউছুফ ইবনে খারাশ (রহ.) বলেছেন। ইমাম হাকেম বলেনঃ সে বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য ও সুপরিচিত। ইবনে সা'দ (রহ.) বলেনঃ সে বিশ্বস্ত ও তার হাদিস সংখ্যা কম। ইমাম আজলী (রহ.) বলেনঃ সে বিশ্বস্ত।" (আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৪০২; মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১২১৩)

وذكره أبو حاتم بن حبان في ثقات أتباع التابعين وقال أحمد بن صالح: ثقة وذكره ابن
خلفون وابن شاهين في جملة الثقات

-"ইমাম আবু হাতিম ও ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে তাবেঈ হিসেবে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আহমদ ইবনে সালেহ (রহ.) বলেনঃ সে বিশ্বস্ত। ইবনে খালিফুন ও ইবনে শাহিন (রহ.) একত্রে তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।" (মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১২৮০)

অতএব, হাছান ইবনে হুর এর রেওয়াত অবশ্যই ছহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য। এই চিরচেনা লা-মাযহাবীদের চিরাচরিত স্বভাব হল তারা হঠাৎ করে আকস্মিক একটি আপত্তি তুলে ঘোলা পানিতে মাছ ধরার বৃথা অপচেষ্টা করেন।

এই হাদিসের আরেকজন রাবী عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ 'ঈসা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক'। তার ব্যাপারে নাছিরুদ্দিন আলবানী মজহুল বলে চালিয়ে দিলেন, অথচ ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে বিশ্বস্তদের তালিকায় রেখেছেন। (ইবনে হিব্বান: কিতাবুছ ছিক্বাত, রাবী নং ৯৮১৭; মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৬৩৫; আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৪০২)

ইমাম যাহাবী (রহ.) তাকে ছিক্বাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন। (যাহাবী: কাশেফ, রাবী নং ৪৩৮১)

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাকে مقبول গ্রহণযোগ্য রাবী বলেছেন। (আসকালানী: তাকরিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫৩০৪)

একজন ইমাম তাকে বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য বলার পরেও আলবানীর ইহা ভাল লাগেনি, কারণ ইহা তার মতের বিপরীত। অথচ আলবানী তার 'সিলসিলাতুল আহাদিসুস ছহীহা' গ্রন্থের ২৩০৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় 'ঈসা ইবনে আব্দুল্লাহ' এর রেওয়াতকে নিজেই حسن হাসান বলেছেন। স্বার্থের কারণেই এই দ্বিমুখিতা।

Scanned by C

এই হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে, প্রিয় নবীজি (দঃ) প্রথম রাকাত শেষে দাঁড়ানোর সময় বসে সোজা-সোজি দাঁড়িয়ে যাইতেন, ইহাই সুন্নাত। এ বিষয়ে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে,

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: رَمَقْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ

-"আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ (رحمه الله) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নামাজে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করতেন, তাঁকে দেখতাম স্বীয় পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠতেন এবং বসতেন না। তিনি বলেন: তিনি প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে উঠতেন।" (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, ১১৭৭ হাদিস নং ২৯৬৬; তাবারনী: মুজামুল কবীরে, হাদিস নং ৯৩২৭; বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ২৭৬৪; আছারুছ ছুনান, ১৫০ পৃ:; হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ২৮১২; যায়লায়ী: নাছবুর রায়া, ১ম খণ্ড, ৪৬৮ পৃ:)।

এই হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম হায়ছামী (رحمه الله) বলেন: وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ -"এই হাদিসের সকল রাবীগণ বিশুদ্ধ।" (হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ২৮১২)।

ইমাম বায়হাক্বী (رحمه الله) ও ইমাম নিমাভী (رحمه الله) বলেন: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।" (নিমভী: আছারুছ ছুনান, ১৫০ পৃ:)।

সুতরাং প্রথম ও তৃতীয় রাকাত থেকে উঠার সময় বসা যাবেনা এবং হাতের উপর ভর করে দাঁড়ানো যাবেনা, বরং দুই পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করেই দাঁড়ানো সুন্নাত। তবে ওজরের মাসআলা ভিন্ন। ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ

-"হজরত শাবী (رحمه الله) বলেন: নিশ্চয় হজরত উমর (রাঃ) ও হজরত আলী (রাঃ) এবং আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর সাহাবীগণ নামাজের মধ্যে পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃ: হাদিস নং ৩৯৮২) সনদ ছহীহ্।

এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

-"ওহাব ইবনে কায়ছান (رحمه الله) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) কে দেখেছি যখন দ্বিতীয় সেজদা থেকে দাঁড়াতেন তখন দু'পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩৯৮৩; আছারুছ ছুনান, ১৫০ পৃ:)।

এর সনদ প্রসঙ্গে ইমাম নিমাভী (رحمه الله) বলেন: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ -"এর সনদ ছহীহ্।" (আছারুছ ছুনান, ১৫০ পৃ:)।

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করছি,

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ

-"নু'মান ইবনে আবী আয়্যাশ (رحمه الله) বলেন, আমি রাসূলে পাক (দঃ) এর একাধিক সাহাবীদেরকে দেখেছি যে, যখন তাঁরা প্রথম ও তৃতীয় রাকাত থেকে মাথা উত্তোলন করতেন তখন তাঁরা দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁরা বসতেন না।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃ: হাদিস/৩৯৮৯; আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৬৭ পৃ:; আছারুছ ছুনান, ১৫০ পৃ:; ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ১ম খণ্ড, ৪৬৮ পৃ:)।

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম নিমাভী (رحمه الله) বলেন: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ -"ইহার সনদ হাসান।" (আছারুছ ছুনান, ১৫০ পৃ:)।

সুতরাং مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ 'মুহাম্মদ ইবনে আজলান' সম্পর্কে লা-মাজহাবীদের অভিযোগ মিথ্যা, ভুয়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে ইতোপূর্বের ইমামের পিছনে কিরাতের নিষেধের ১৫নং হাদিসের তাহকীক দেখুন।

আহলে হাদিসদের কয়েকটি আপত্তি ও নিষ্পত্তি:

উপরের এই হাদিসগুলো ছাড়াও আরও কয়েকটি হাদিসে পাক আমাদের মতের পক্ষে বর্ণিত আছে, কিন্তু মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সেগুলোকে জোর করে যঈফ জাল প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

মুহসিন সাহেবের দৃষ্টিতে আপত্তিকর প্রথম বর্ণনা:

ইমাম তাবরানী (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنِ الْخَصِيبِ بْنِ جَحْدَرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ قُبَالَةَ أُذُنَيْهِ، ......ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ

-"হযরত মুয়ায বিন জাবাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তার দুই হাত কানের অগ্রভাগে উঠাতেন ।........তারপর তিনি (যখন দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে) তীরের মত দাঁড়িয়ে যেতেন, দুই হাতের উপর ভর দিতেন না।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২০/৭৪ পৃ. হা/১৩৯)

Scanned by C

এই হাদিসটিকে তিনি তার গ্রন্থের ২৭১ পৃষ্ঠায় জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি, জন্য একমাত্র আলবানীর দলিলের উপরে নির্ভরশীল হয়েছেন। আমি বলি এই সনদ যঈফ এবং কেননা এই সনদের আপত্তিকর রাবী 'খাছেফ ইবনে জাহদার' যঈফ রাবী, ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

كَبِيْرُ الْفُقَهَاءِ، لَكِنَّهُ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ

-"তিনি ছিলেন অনেক বড় ফকিহ, তবে হাদিসে সে মাতরুক।" (ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৮৫৭ পৃ. ক্রমিক. ১২০) তাই এই হাদিসটি উপরের হাদিস সমর্থনে এটিও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। এই হাদিসটি হল মারফু, অথচ মুহসিন সাহেব হযরত মুয়াজ বিন জাবালের কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পাঠকবর্গ! দেখুন এটি তার কতবড় একটি ধোঁকাবাজি।

মুহসিন সাহেবের দৃষ্টিতে আপত্তিকর দ্বিতীয় বর্ণনা:

ইমাম বায়হাকী (رحمه الله)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْكَ، حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ بَعْدَ الْقُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

-"হযরত আলী (رضي الله عنه) বলেন, সুন্নাত হল, দুই রাক'আতের বসার পর যখন তুমি দাঁড়াবে, তখন তুমি দুই হাতের উপর ভর দিয়ে উঠবে না।" (ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ২/১৯৬ পৃ. হা/২৮১৩, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/৪৯৭ পৃ. ক্রমিক. ১১২৯)

মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ২৭২ পৃষ্ঠায় কোন প্রমাণহীন লিখেছেন-'নিতান্ত যঈফ।" এই হাদিসটিতে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে ঠিক তবে এটির মান 'হাসান' কেননা আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাকের হাদিসের মান হাসান যা ইমাম তিরমিযিসহ আরও অনেকে বলেছেন যা আমি নামাযে হাত বাঁধার আলোচনায় উল্লেখ করেছি পাঠকবৃন্দ সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

মুহসিন সাহেবের দৃষ্টিতে আপত্তিকর তৃতীয় বর্ণনা:

ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ شَبُّوَيْهِ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ

-"হযরত ইবনে উমর (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (আহমদ ইবনে হাম্বল এর বর্ণনা অনুযায়ী) রাসূলে পাক ﷺ নামাজের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে হাঁতের উপর ভর করে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবনে শাব্বুয়ার বর্ণনায় আছে, মহানবী (ﷺ) লোকদেরকে নামাজের মধ্যে হাঁতের উপর ভর করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে রাফে এর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি লোকদেরকে হাঁতের উপর ভর করে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্দুল মালিকের বর্ণনায় আছে, তিনি লোকদেরকে নামাজের মধ্যে সিজদা হতে উঠার সময় হাঁতের উপর ভর করতে নিষেধ করেছেন।" (সুনানে আবী দাউদ শরীফ, হাদিস নং ৯৯২; খলিল আহমদ: বজলুল মাজহুদ, ৫ম জি: ২২৪ পৃ:)।

সনদ পর্যালোচনা:

মুযাফফরের ইমাম নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেছেন এই হাদিসের রাবী 'ইবনে আব্দুল মালেক' নাকি মুনকার। আর মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৭২ পৃষ্ঠায় এটিকে মুনকার বলে উল্লেখ করেছেন। তারা কতবড় মিথ্যাবাদী!!! তার মূল নাম হল مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ الْغَزَّالُ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালেক যানযাওয়াহ আবু বকর বাগদাদী গাজ্জাল। তার ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত গুলো লক্ষ্য করুন,

ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

الْحَافِظُ، الْإِمَامُ، أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ، الْغَزَّالُ، الْفَقِيْهُ، صَاحِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

-"সে হাফিজুল হাদিস, ইমাম আবু বকর বাগদাদী সুদক্ষ কারিগর, ফকিহ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এর সঙ্গী ছিলেন।" (যাহাবী: সিয়ারে আ'লামি নুবালা, রাবী নং ১৪২)

قال النسائي ثقة وقال بن أبي حاتم سمع منه أبي وهو صدوق وذكره ابن حبان في الثقات

-"ইমাম নাসাঈ বলেন: সে বিশ্বস্ত। ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: সে সত্যবাদী। ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" (আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫২২; মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৫৪২৩)

وقال ابن الأخضر: ثقة صدوق. قال مسلمة في كتابه الصلة : ثقة،

-"ইবনে আখদার বলেন: সে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। মাসলামাহ তার কিতাবুস ছিলাহ এর মধ্যে বলেছেন: সে বিশ্বস্ত।" (মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪১৮০) অতএব, এই হাদিস সম্পূর্ণ সহীহ্ এবং ইহা স্পষ্টত যে, নামাজের মধ্যে বসার সময় কিংবা উঠার সময় হাঁতের উপর ভর করা স্বয়ং আল্লাহর নবী (ﷺ) কর্তৃক নিষিদ্ধ। এ জন্যে ইমাম আবু হানিফা (رضي الله عنه) বলেছেন: পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে দাঁড়ানো সুন্নাত।

এ বিষয়ে আহলে হাদিসদের একটি ধোঁকা:

মুহসিন সাহেব আমাদের বিরোদ্ধে নিম্নের একক এই হাদিসটি দলিল হিসেবে পেশ করেছে; কিন্তু তিনি হাদিসের মত চুরি করে বর্ণনা করেছেন। এটিকে মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৭২ পৃষ্ঠায় একমাত্র পুঁজি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

Scanned by C

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

-"হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ পড়তে শুরু করেন। রাসূলে পাক (ﷺ) তখন মসজিদের এক পাশে ছিলেন। নামাজ শেষ করে লোকটি নবীজি (ﷺ) এর নিকট আসল ও সালাম দিল। রাসূল (ﷺ) বললেন: তুমি পুনরায় নামাজ পড়ে আস। কেননা তুমি নামাজ পড়নাই। সে ব্যক্তি ফিরে পুনরায় নামাজ পড়ল এবং ফিরে এসে রাসূল (ﷺ) কে সালাম দিল। রাসূল (ﷺ) বললেন: তুমি পুনরায় গিয়ে নামাজ পড়, কেননা তুমি নামাজ ঠিকমত পড়নাই। সে ব্যক্তি তৃতীয়বারে বলল, হুজুর আমাকে নামাজ শিখিয়ে দিন। রাসূলে পাক (ﷺ) বললেন: নামাজের পূর্বে তুমি ভালভাবে ওজু করবে ও তারপর কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে এবং তোমার নিকট যে ক্বেরাত সহজ হয় সেটা তেলাওয়াত করবে। তারপর ধীর-স্থিভাবে রুকু করবে। তারপর রুকু মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ধীর-স্থিরভাবে সিজদা করবে। তারপর সিজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসবে। তারপর পুনরায় স্বস্থিরভাবে সিজদা করবে। অত:পর সিজদা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে পুরো নামাজ আদায় করছেন।" (ছহীহ্ বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, ... পৃ:; উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী; ফাতহুল বারী)।

লক্ষ্য করুন! ইহা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজেই নামাজ শিক্ষা দিলেন, অথচ তিনি সিজদা থেকে দাঁড়ানোর পূর্বে বসতে হবে এরূপ কিছুই বলেননি। বরং তিনি ... সিজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার কথাই বললেন। সুতরাং একাধিক মারফু রেওয়ায়াত ও ফকিহ্ সাহাবীগণের আমল সহ অসংখ্য সাহাবীদের আমল বাদ দিয়ে মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (رضي الله عنه) বর্ণিত একক রেওয়াত এর উপর আমল করা অবশ্যই সমচীন হবেনা। কারণ প্রথম ও তৃতীয় রাকাত থেকে দাঁড়ানোর সময় বসা যাবেনা, ইহা মাশহুর পর্যায়ের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। অপরদিকে 'বসতে হবে' ইহা একমাত্র মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (رضي الله عنه) থেকে এককভাবে প্রমাণিত। তাই উছুলে হাদিসের আইন মোতাবেক একজনের বর্ণনার চেয়ে একাধিক সাহাবীর বর্ণিত মশহুর রেওয়াতের উপর আমল করতে হয়। অপরদিকে ফকিহ্ সাহাবীর আমলের বিপরিত অন্য সাধারণ সাহাবীর আমল অগ্রগণ্য নয়। সর্বোপরি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর শিক্ষা দেওয়া নিয়ম বাদ দিয়ে মালেক ইবনে হুয়াইরিশ (رضي الله عنه) এর শিক্ষার উপর বহাল থাকা যাবেনা।

বিষয় নং ২০: সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দু'আ পড়া :

ইমাম তাবরানী (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَسَحَ بِيَمِينِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزَنَ

-"হযরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) যখন সালাত শেষ করতেন, তখন ডান হাত তার মাথায় রাখতেন এবং বলতেন, আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু। হে আল্লাহ! আমার থেকে চিন্তা ও শুক্কা দূর করে দিন।"[১৯১৬]

সনদ পর্যালোচনা : মুহসিন সাহেব তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে..' গ্রন্থের ২৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল।"

এই হাদিসটি হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একটি হল তাবরানীর অপরটি হল ইমাম বায্যার (رحمه الله) এর ধারাবাহিকতায়। বিখ্যাত হাফেজুল হাদিস ইমাম নুরুদ্দীন হাইছামী (رحمه الله) এই হাদিস সংকলন করে লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ بِأَسَانِيدَ، وَفِيهِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحَدِ إِسْنَادَيِ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ

-"ইমাম তাবরানী (رحمه الله) হাদিসটি তার মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং ইমাম বায্যার (رحمه الله) এই শব্দে সংকলন করেছেন। তবে সেই সনদে যায়েদ আম্মী' নামক রাবী রয়েছেন। তিনি অনেকের মতে সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী; তবে অধিকাংশের মতে তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। তাবরানীর একক সনদের সকল রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৯১৭]

জানা গেল তাবরানী (رحمه الله) এর সনদটি সহীহ, আর বায্যার (رحمه الله) এর সনদটি সামান্য যঈফ। তবে অনেকে ধোঁকাবাজি করে থাকেন যে এই আম্মী হল 'আব্দুর রাহিম ইবনু যায়েদ আম্মী'; আসলে তা নয়। ইমাম হাইছামী দুজনকে আলাদা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি পরিত্যাক্ত রাবী আম্মী।[১৯১৮] আর এই আম্মীর কথা লিখতে গিয়ে লিখেন-

وَفِيهِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ

১৯১৬. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৩/২৮৯পৃ. হা/৩১৭৮, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১১০পৃ. হা/১৬৯৭১-৭২

১৯১৭. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১১০পৃ. হা/১৬৯৭১-৭২

১৯১৮. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/২৪৬পৃ. হা/৫৫১০ এবং হা/৭৩০৯

Scanned by C

-"এই সনদে রয়েছে যায়েদ আম্মী ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যের মতে তিনি সিকাহ্ বিশ্বস্ত। তবে ইমাম আবু যারওয়া ও অন্যান্যের মতে তিনি দুর্বল। আর সনদের বাকী সকলেই নির্ভরযোগ্য।"[১৯১৯] এমনটি আরেকটি হাদিসের পর্যালোচনায় তিনি বলেছেন।[১৯২০] তাই তার হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের ইমাম হাইছামী (رحمه الله) বুঝিয়েছেন। এটি যেহেতু দোয়ার বিষয় সেহেতু আমল করতে কোন অসুবিধা নেই। মুহসিন সাহেব তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে..' গ্রন্থের ২৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"এ সনদে কাছীর বিন সুলাইম নামে রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী ও আবু হাতিম বলেন, সে মুনকার রাবী।" আমি ইমাম তাবরানী (رحمه الله) এর দ্বিতীয় সূত্রটি আপনাদের সামনে উল্লেখ করবি আপনারাই দেখুন যে এই নামে কোন রাবী তার সনদে আছে কিনা।

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْغَمَّ وَالْحَزَنَ

-"ইমাম তাবরানী (رحمه الله) যথাক্রমে...যায়েদ আম্মী থেকে তিনি তাবেয়ী মুয়াবিয়া ইবনে কুররাতা (رحمه الله) থেকে তিনি সাহাবী হযরত আনাস (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন নামায শেষ করতেন তখন ডান হাত তার মাথায় রাখতেন। তাপর বলতেন, বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইলাহা ইল্লাহুয়ার রাহমানির রাহিম। আল্লাহুম্মা আযহিব আন্নিল গাম্মা ওয়াল হাযানা।"[১৯২১] আবারও প্রমাণিত হল মুহসিন সাহেব একজন চরম মিথ্যাবাদী। প্রমাণিত হল যে এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের বলে বুঝা যায়।

আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ত্রুটি সংশোধন' (যা পিস পাবলিকেশন, ৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১১০০ হতে প্রকাশিত) গ্রন্থের ২০০ পৃষ্ঠায় উপরের আমল সম্পর্কে ভাল করে না জেনে লিখেন-"সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এরূপে দু'আ পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এটি বিদআত ও পরিত্যাজ্য।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি বহুবার উল্লেখ করেছি যে কোন বিষয়কে অস্বীকার ও বিদ'আত বলতে কোন দলিলের প্রয়োজনীয়তা দেখে না; কিন্তু কোন বিষয়কে প্রমাণিত করতে কেবল দলিলের প্রয়োজন পড়ে। ঠিক এমনটি আহলে হাদিসরা সব সময়েই আমাদের সাথে করে থাকেন।

বিষয় নং. ২১: নারী পুরুষের নামায একই নিয়ম বলে আহলে হাদিসদের ভ্রান্ত মতবাদ:

ক. বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ফিতনাবাজ ডাক্তার জাকির নায়েক বলেন, তারপর পুরুষ এবং মহিলারা সালাত আদায় করবে একই রকম নিয়মে এবং একই পদ্ধতিতে

১৯১৯. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৫/২৭৮পৃ. হা/৯৪৩১
১৯২০. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/২৩০পৃ. হা/১১৭১
১৯২১. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৩/৬৬পৃ. হা/২৪৯৯

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।"(ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং-৪, পৃষ্ঠা নং- ২৪৬) অন্য এক লেকচারে ডা. জাকির নায়েক মহিলা পুরুষের নামাযের ভিন্নতার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে বলেন-"সত্যি বলতে এমন কোন একটি সহীহ্ হাদিসও আপনি খুঁজে পাবে না যেটা বলছে মহিলারা সালাত আদায় করবে পুরুষদের থেকে ভিন্ন নিয়মে। এমন কোনো সহীহ্ হাদীস নেই।" (ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৪/২৪৬ পৃষ্ঠা)

খ. আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার লিখিত জাল হাদিসের কবলে গ্রন্থের ১৯২ পৃষ্ঠায় দাবী করেছেন যে-"পুরুষ ও মহিলাদের সালাতের মধ্যে প্রার্থক্য নির্ধারন করতে গিয়ে মহিলাদের ইকামত নেই বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। তাই অধিকাংশ মহিলা সালাতে ইকামত দেয় না। অথচ ফরয সালাত পুরুষের ইক্বামত দেয়া যেমন সুন্নাত, তেমনি মহিলাদের জন্যও ইক্বামত দেয়া সুন্নাত। কারণ এখানে রাসূল (ছাঃ) নারী ও পুরুষের জন্য কোন পৃতক বিধান দেননি। সবার জন্য একই নির্দেশ।"

গ. বাংলাদেশের আহলে হাদিসদের আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেন-"পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। ছালাতে নারীরা পুরুষের অনুগামী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী-পুরুষ সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা সেভাবে ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ।"

আহলে হাদিস বিভিন্ন শায়খদের এ ধরনের এ ধরনের অবান্তর কথার শেষ নেই। এ বিষয়ে আমার কাছে অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

আহলে হাদিসদের ধোঁকার অস্ত্র নং. ১:

আহলে হাদিসগণ নারী-পুরুষের নামায এক বলতে গিয়ে প্রথমে তারা সহীহ বুখারীর হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরেস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন..........(দীর্ঘ হাদিস) রাসূল (ﷺ) একদা পুরুষ সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন-

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"তোমরা (পুরুষেরা) আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখছ, সেভাবে নামায পড়বে।" (সহীহ বুখারী, ১/১২৮পৃ. হা/৬৩১)

হাদিসের সারমর্ম: এই হাদিস বলার সময়ে কোন নারী রাসূল (ﷺ) এর সামনে দূরের কথা আশে পাশেও ছিল না। আর যারা ছরফ শাস্ত্রে সামান্য জ্ঞানও আছে তারাও জানেন যে (صَلُّوا) শব্দটি পুরুষদের নির্দেশ বাচক শব্দ, মহিলাদের জন্য নয়। আমাদের আহলে হাদিস জাহেল আসাদুল্লাহ আল-গালিব এটি জেনে বুঝে সত্য গোপন করে সাধারণ মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছেন। এই হাদিসটি সম্পূর্ণটি পড়লে যে কেহ বুঝতে পারবেন রাসূল (ﷺ) কাকে লক্ষ্য করে এই হুকুম দিয়েছেন।

আহলে হাদিসদের ধোঁকার অস্ত্র নং. ২:

আমাদের কিছু জ্ঞান পাপী ভাইয়েরা এই নিম্নের হাদিসটি দ্বারা নারী-পুরুষের নামাযে প্রার্থক্য নেই বলে দলিল দিয়ে থাকেন। ইমাম বুখারী (رحمه الله) তা'লীক সূত্রে সংকলন করেন-

Scanned by C

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: تَجْلِسُ فِي صَلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً

-"হযরত উম্মে দারদা (রহ.) নামাযে পুরুষের মত বসতেন এবং তিনি ফকীহা ছিলেন।" (সহীহ বুখারী, ১/১৬৫ পৃ.)

হাদিসের সারমর্মঃ উসূলে ফিকহ, উসূলে হাদিসের নীতি হল মারফূ, মাওকূফ হাদিসের মোকাবেলায় মাকতূ হাদিস কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। আপনারা সামনে দেখবেন নারীদের নামাযের প্রার্থক্য করেছেন স্বয়ং রাসূল (ﷺ), মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবীগণ এবং মুজতাহিদ ফকিহ তাবেয়ীগণ। এই হাদিসের جِلْسَةَ الرَّجُلِ -"পুরুষের মত বসতেন" কথাটির দ্বারাই বুঝা যায় নারী-পুরুষের বসার পদ্ধতী ভিন্ন পরোক্ষভাবে বুঝা যায়, অন্যথায় পুরুষের মত বসতেন কথাটি আসতো না। এ কারণেই উনার ব্যতিক্রম টা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। আর তিনি কেবল নামাযে বসার ক্ষেত্রে পুরুষের মত বসেছেন, অন্য ক্ষেত্রে তিনি পুরুষের অনুকরণ করেননি। সে কারণেই তা দলীল হয়নি। অতএব, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা নামাযে নারী-পুরুষ এক ও অভিন্ন সেটি কখনই প্রমাণিত হয় না। আর তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন। (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/২৭৭পৃ.)

এ বিষয়ে কী কোন সহীহ্ হাদিস নেই?

বর্তমান ধোঁকাবাজ আহলে হাদিসগণ সহীহ হাদিসের আমলের ধোহাই দিয়ে অথচ সহীহ হাদিসের বিরোদ্ধে ফাতওয়া দিচ্ছেন। নামাযে নারী-পুরুষের প্রার্থক্য আছে কিনা এ বিষয়ে এবার আমরা বিভিন্ন সহীহ হাদিস তালাশ করবো। যেমন- সহীহ মুসলিমের একটি হাদিসে পাক রয়েছে-

حَدَّثَنِي سعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, (নামাযে কোন বিষয়ে সর্তক বা অবহিত করার জন্য) পুরুষরা তাসবীহ বলবে। আর মহিলারা হাত দ্বারা শব্দ করবে।" (সহীহ মুসলিম, ১/৩১৮পৃ. হা/৪২২)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহ.) লিখেন-

فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ كَإِعْلَامِ مَنْ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ وَتَنْبِيهِ الْإِمَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَنْ يُسَبِّحَ إِنْ كَانَ رَجُلًا فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَأَنْ تُصَفِّقَ وَهُوَ التَّصْفِيحُ إِنْ كَانَ امْرَأَةً تَضْرِبُ بَطْنَ كَفِّهَا الْأَيْمَنِ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهَا الْأَيْسَرِ

-"নামাযে সতর্ক করার মত কোন কিছু ঘটলে, ইমাম সাহেবকে সতর্ক করতে পুরুষ মুক্তাদিগণ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। আর মহিলাগণ ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর মেরে শব্দ করবে।" (ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম, ৪/১৪৫ পৃ.) দেখুন এই হাদিস সহীহ মুসলিমের, অথচ এখানে রাসূল (ﷺ) নারী-পুরুষের স্পষ্ট প্রার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

প্রথম পার্থক্য : তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত বক্ষ বা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে।

নামাযে মহিলারা হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে আর পুরুষেরা হাত কানের অগ্রভাগ পর্যন্ত উঠাবে। পুরুষদের বিধান আমি ইতোপূর্বে আলোকপাত করেছি এবার মহিলাদের নিয়ম পদ্ধতিটা বাকী রইল।

এ বিষয়ের মারফূ হাদিস : মহিলারা নামাযে হাত কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে এ বিষয়ে স্বয়ং রাসূল (ﷺ) থেকেই নির্দেশনা পাচ্ছি। যেমন ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেছেন-

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا وَائِلُ بْنَ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا.

১.-"হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজি (ﷺ) এর নিকট আসলাম, তিনি আমাকে বললেন : হে ওয়ায়েল ইবনে হুজর। যখন তুমি নামায পড়বে তখন তুমি তোমার হাত কান পর্যন্ত উঠাবে আর মহিলারা তাদের হাত (স্তন বরাবর) অর্থাৎ বক্ষ বরাবর উঠাবে।"[১৯২২]

সনদ পর্যালোচনাঃ ইমাম হাইসামী (রহ.) বলেন,

مَيْمُونَةُ بِنْتُ حُجْرٍ، عَنْ عَمَّتِهَا أُمِّ يَحْيَى بِنْتِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَلَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ

-"এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য। মায়মুনা বিনতে হুজর হাদিসটি তাঁর মা 'উম্মে ইয়াহইয়া বিনতে আব্দুল জাব্বার' থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি তার সম্পর্কে পরিচিত নই।"[১৯২৩] বুঝা গেল যে এই সনদে আপত্তিকর কোন রাবী নেই, শুধু মাত্র ইমাম হাইসামী (রহ.) একজনের জীবনী খুঁজে পাননি। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট উম্মে ইয়াহইয়াও প্রসিদ্ধ। ইমাম আবু নুয়াইম (রহ.) ও ইবনে আসাকীর (রহ.) তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেছেন এবং তার বর্ণিত এছাড়া অন্যান্য হাদিসও সংকলন করেছেন।[১৯২৪] ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) ও ইমাম ইবনে আসাকীর (রহ.) তার নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে-

حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ بِنْتُ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّتِي كَبْشَةَ أم يحيى بنت عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أُمِّهَا، وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْهُمَا، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"ইমাম আবু নুয়াইম (রহ.) যথাক্রমে ...মায়মুনা বিনতে হুজর ইবনে আব্দুল জাব্বার বিন ওয়াইল তিনি বলেন, আমি উম্মে কাবসা অর্থাৎ 'উম্মে ইয়াহইয়া বিনতে আব্দুল

১৯২২. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/১৯পৃ. হাদিস নং ২৮ হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৯/৩৭৪পৃ. হাদিস/১৬০০৫

১৯২৩. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/১৯পৃ. হাদিস/২৮ হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৯/৩৭৪পৃ. হাদিস/১৬০০৫

১৯২৪. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, মা'রিফাতুস সাহাবা, ৫/২৭১১পৃ. হা/৬৪৭৫, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৬২/৩৯০পৃ.

Scanned by C

জাব্বার বিন ওয়ায়েল' থেকে তিনি তাঁর মাতা এবং হযরত আলকামা (رضي الله عنه) থেকে তিনি সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে ওয়ায়েল (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) এর নিকট গেলে.... ।"[১৯২৫] তাহলে উক্ত রাবী তাবেয়ী আলকামা (رحمه الله) এর ছাত্রী ছিল এবং তার সম্পূর্ণ নাম হল 'উম্মে ইয়াহইয়া বিনতে আব্দুল জাব্বার বিন ওয়ায়েল' অর্থাৎ তিনি তাবেয়ী আব্দুল জাব্বার বিন ওয়ায়েলের মেয়ে। তাই এই হাদিসের সকল রাবীই মাশহুর বা পরিচিত। হাদিস নং. ২ঃ

ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ও হাদিসের ইমাম, ইমাম জুহরী (رحمه الله) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে।"[১৯২৬]

হাদিসটির মান ঃ এই হাদিসটি সহীহ। সকলেই পরিচিত রাবী। কেহ যদি ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) এর শায়খ রাওয়্যাদ কে নিয়ে কোন আহলে হাদিস আপত্তি তুলতে চান তাহলে আমি বরবো, ইমাম হাইছামী (رحمه الله) তার সম্পর্কে লিখেন- وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ -"এক জামাত হাদিসের ইমামগণ তাকে সিকাহ বলেছেন।"[১৯২৭] অধিকাংশ হাদিসের ইমামগণ তাকে সিকাহ বলেছেন।[১৯২৮] সুন্নাহ সম্পর্কে পৃথিবীর ইতিহাসে ইমাম জুহরী (رحمه الله) থেকে বেশী জানতে তার যুগে কেউ ছিল না। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) তার সম্পর্কে বলেন- كان حافظا। -"তিনি হাফেজুল হাদিস ছিলেন।"[১৯২৯] যাহাবী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেন-

قال عمر بن عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري

-"ইসলামের ৫ম খলিফা আমিরুল মু'মিনীন উমর বিন আব্দুল আযিয (رحمه الله) বলেন, ইমাম জুহরী থেকে অতিতের রীতিনীতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আর কেহ বাকি (জীবিত) নেই।"[১৯৩০] তাই আমরাও বিজ্ঞ হাফিজুল হাদিসদেরকে অনুসরণ করতে মহিলাদের আদেশ করি। আহলে হাদিস মৌলভীরা যেহেতু তাদের থেকে বড় হাদিস বিশারদ তাই তাকে মানতে নাও পারেন ।

হাদিস নং. ৩ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ: كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: حَذْوَ ثَدْيَيْهَا

-"বিখ্যাত মুহাদ্দিস হুশাইম (رحمه الله) বলেন, আমাদের শায়খ হাদিস বর্ণনা করেন, আমি বিখ্যাত তাবেয়ী আত্বা ইবনে রাবাহ (رحمه الله) কে মহিলাদের নামাযে হাত উত্তোলন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে শুনলাম তিনি বললেন তারা (স্তন) বুক পর্যন্ত হাত উত্তোলন

১৯২৫. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, মা'রিফাতুস সাহাবা, ৫/২৭১১পৃ. হা/৬৪৭৫, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৬২/৩৯০পৃ.
১৯২৬. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২১৬পৃ. হাদিস নং.২৪৫২
১৯২৭. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৪/২৮২পৃ. হা/৭৪৯২
১৯২৮. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/২৮৮পৃ. ক্রমিক. ৫৪৫
১৯২৯. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৮৩পৃ. ক্রমিক. ৯৭
১৯৩০. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৮৩পৃ. ক্রমিক. ৯৭

করবে।"[১৯৩১] এই হাদিসটির সনদ সংক্ষিপ্ত ও সহীহ। তবে ইমাম আব্দুর রাযযাক (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ

-"হযরত আতা (رحمه الله) বলেন, মহিলারা নামাযে দুই হাত উত্তোলন করবে নিজ সামর্থ অনুযায়ী।"[১৯৩২] তাই মহিলাদের হাত উত্তোলন পুরষদের মত নয়।

হাদিস নং. ৪ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى ثَدْيَيْهَا

-"নিশ্চয় বিখ্যাত তাবেয়ী এবং তাবেয়ী ইমাম আযম আবু হানিফা (رحمه الله)-এর ফিকহের উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান (رحمه الله) বলেছেন, মহিলারা নামায শুরু করার সময়ে তারা (স্তন) বুক পর্যন্ত হাত উঠাবেন।"[১৯৩৩]

হাদিসটির মান ঃ হাদিসটি সহীহ। হাম্মাদ (رحمه الله) এর হাদিস সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একজন মহান তাবেয়ী ছিলেন। তিনি সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه)সহ অনেক সাহাবী এবং উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (رحمه الله) হতে হাদিস শুনেছেন।[১৯৩৪] ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবু হাতেম, ইমাম ইজলী, ইবনে সা'দ, নাসাঈ (রহ.)সহ এক জামাত ইমামগণ সিকাহ বলেছেন।[১৯৩৫]

হাদিস নং ৫ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَقَامُ مِنَ الْمَرْأَةِ حِيَالَ ثَدْيَيْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ فَوْقَ ذَلِكَ

-"ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) তার উস্তাদ ইবরাহিম ইবনে আব্দুল আ'লা (رحمه الله) থেকে তিনি হিশাম বিন উরওয়া (رحمه الله) থেকে তিনি হযরত হাসান বসরী (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন, মহিলারা তাকবীরে তাহরীমার সময়ে হাত (স্তন) বুক পর্যন্ত উত্তোলন করবে এবং পুরুষরা আরও উপরে উঠাবে।"[১৯৩৬]

হাদিসটির মান ঃ এই সনদে সকলেই সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী। আবি শায়বা (رحمه الله) এর উস্তাদও সিকাহ।[১৯৩৭]

হাদিস নং. ৬ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ: رَأَيْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ، كَبَّرَتْ فِي الصَّلَاةِ، وَأَوْمَأَتْ حَذْوَ ثَدْيَيْهَا

১৯৩১. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২১৬পৃ. হাদিস নং.২৪৭১
১৯৩২. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১৩৭ পৃ. হাদিস/৫০৬৭
১৯৩৩. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২১৬পৃ. হাদিস নং.২৪৭৩
১৯৩৪. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/১৬পৃ. ক্রমিক. ১৫
১৯৩৫. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/১৬পৃ. ক্রমিক. ১৫
১৯৩৬. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩/৬পৃ. হাদিস নং.১১৫৪৮
১৯৩৭. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/১৩৭পৃ. ক্রমিক. ২৪৫

Scanned by C

-"তাবে-তাবেয়ী আসেম আহওয়াল (রহ.) বলেন, আমি তাবেয়ী হাফসা বিনতে সীরীন (রহ.) কে দেখেছি তিনি নামাযের তাকবীর দিলেন আর তার হাতদ্বয় স্তন (বক্ষ) পর্যন্ত উঠালেন।"[১৯৩৮] এই সনদটিও সহীহ। হাফসা একজন বিখ্যাত মহিলা তাবেয়ী ছিলেন। তিনি হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)সহ অনেক সাহাবী এবং অনেক উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী থেকে হাদিস শুনেছেন।[১৯৩৯] তাবে-তাবেয়ী আসেমের মূল নাম 'আসেম ইবনে সুলায়মান আহওয়াল'। সকল হাদিসের ইমামের মতে তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত এবং সিহাহ সিত্তার রাবী ছিলেন।[১৯৪০]

হাদিস নং. ৭:

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حدثنا أبو بكر قال: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زَيْتُونٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ

-"হযরত আব্দে রব্বিহি ইবনে যায়তুন (রহ.) বলেন, আমি উম্মে দারদাকে নামায শুরু করার সময় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৬ পৃ. হা/২৪৭০)

দ্বিতীয় পার্থক্য : মহিলারা বুকের উপর হাত বাঁধতে।

قال الطحاوی : المرأة تضع يديها على صدرها لان ذلك استرلها.

-"ইমাম তাহাবী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলারা তাদের উভয় হাত বুকের ওপর রেখে দেবে, আর এটাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত সতর।" (আসআলুহ আস-সিআয়া : ২/১৫৬, ফাতাওয়ায়ে শামী : ১/২৫পৃ.)

মহিলাদের নামাযে হাত বাঁধা নিয়ে আমি ইতোপূর্বে সংক্ষিপ্ত আকারে নামাযে হাত বাঁধা আলোচনায় এবং বিস্তারিতভাবে আমার এ বিষয়ে আলাদা লিখিত অপর গ্রন্থ 'সহীহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান' এ উল্লেখ করেছি; পাঠকবৃন্দ সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। আশা করি আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

তৃতীয় পার্থক্য : মহিলারা রুকুতে কম ঝোঁকা। এটি পুরুষরা নামাযে করবে না।

عن ابن جريج، عن عطاء قال: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ

-"ইমাম ইবনে যুরাইজ (রহ.) তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে রাবাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন মহিলা রুকুতে যাবে তখন হাতদ্বয় পেটের দিকে উঠাবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে, আর যখন সিজদা করবে তখন হাতদ্বয় শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে

১৯৩৮. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২১৬পৃ. হাদিস নং.২৪৭৫

১৯৩৯. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১২/৪০৯পৃ. ক্রমিক. ২৭৬১, হায়ছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৭/১৪৩পৃ. হা/১১৫২২

১৯৪০. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৫/৪৩পৃ. ক্রমিক. ৭৩,

এবং পেট ও সিনাকে রানের সাথে মিলিয়ে দেবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে।"[১৯৪১]

চতুর্থ পার্থক্য : মহিলারা সিজদা জড়সড় হয়ে করবে।

১. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: «إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ»

-"বিখ্যাত তাবেঈ ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (রহ.) হলেন, একবার নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিশিয়ে দেবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নয়।"[১৯৪২]

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম বায়হাকী (রহ.) এটি সংকলন করে লিখেন- قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَفَعَ أَحْسَنُ

-"ইমাম বায়হাকী বলেন, উক্ত হাদিসটি উৎকৃষ্ট মুরসাল।"[১৯৪৩] আল্লামা সান'আনী (রহ.) বলেন, এই হাদিস হুজ্জাত পর্যায়ের।[১৯৪৪] আবু দাউদ (রহ.) এর উক্ত হাদিস সম্পর্কে গায়রে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'আওনুল বারী' ১/৫২০ এ লিখেছেন, এই মুরসাল হাদিসটি সকল ইমামের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলিল হওয়ার যোগ্য।

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি: কিন্তু আলবানী এটিকে যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯৪৫] আলবানীর ভুয়া দাবী হল যে উক্ত সনদে 'তাবে-তাবেয়ী সালেম ইবনে গাঈলান' দুর্বল সে কারণে সনদটি যঈফ। আমি বলবো এই দাবী অবান্তর। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন-

وقال أحمد: ما أرى به بأسا. وقال أبو داود والنسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات.

-"ইমাম আহমদ বলেন, আমি দেখেছি তার হাদিস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই, ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ (রহ.) বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

১৯৪১. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১৩৭ পৃ. হা/৫০৬৯

১৯৪২. কিতাবুল মারাসীল ইমাম আবু দাউদ, ১/১১৭পৃ. হাদিস/৮৭, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ২/৩১৫ পৃ. হা/৩২০১, ইমাম ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/১১৩পৃ. হা/১১৩৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৪৬২পৃ. হা/১৯৭৮৭, ইমাম ইবনুল মুলাক্কীন, তুহফাতুল মুহতাজ, ১/৩১৮পৃ. হা/২৯৩, তিনি বলেন এটির সনদ হাসান, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ৬/১৬৩পৃ. হা/২৬৫২

১৯৪৩. ইমাম ইবনুল মুলাক্কীন, তুহফাতুল মুহতাজ, ১/৩১৮পৃ. হা/২৯৩

১৯৪৪. সান'আনী, সবলুস সালাম, ১/২৭৩ পৃ. হা/২৮৩, তবে আমি তার গ্রন্থে এভাবে পেয়েছি- قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ الْمُرْسَلُ أَحْسَنُ -"ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, এটি উৎকৃষ্ট মানের 'হাসান'।

১৯৪৫. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ৬/১৬৩পৃ. হা/২৬৫২

Scanned by C

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১৩৪৬] আল্লামা মুগালতাঈ (রহঃ) উল্লেখ করেন-

وذكره أبو حفص ابن شاهين في الثقات، وابن خلفون، وقال: قال ابن بكير: سالم بن غيلان ثقة وكذا قاله العجلي.

-"ইমাম আবু হাফস ইবনে শাহীন (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন, এমনিভাবে ইমাম ইবনে খালফুন (রহঃ) রেখেছেন। ইমাম ইবনে বুকাইর (রহঃ) বলেন, সালেম ইবনে গীলান সিকাহ; এমনটি ইমাম ইজলী (রহঃ) বলেছেন।"[১৩৪৭] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب العلل: ثقة.

-"ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ তিনি তার পিতা ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি তার কিতাব 'ইলাল' এ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তিনি সিকাহ।"[১৩৪৮] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল আলবানীর এই তাহকীক ভুয়া।

হাদিস নং ২: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসসহ আরও অনেক সাহাবীর ছাত্র হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহঃ) নিশ্চয় তিনি পুরুষদের জন্য মহিলাদের মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সিজদা করাকে অপছন্দ করতেন।"[১৩৪৯]

হাদিস নং ৩: ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন-

عن معمر، عن الحسن، وقتادة، قالا: إذا سجدت المرأة فإنها تنضم ما استطاعت، ولا تتجافى لكي لا ترفع عجيزتها

-"হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফাঁকা রেখে সিজদা করবে না, যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে।"[১৩৫০] এই সনদটি সহীহ বুখারী মুসলিমের ন্যায় সহীহ।

হাদিস নং. ৪:

ইমাম আব্দুর রায্যাক ও ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز، ولتلصق فخذيها ببطنها

১৩৪৬. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১১৩পৃ. ক্রমিক,. ৩০৫৭, ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/১৯৬পৃ. ক্রমিক. ১৮২৮, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ৬/১৬৩পৃ. হা/২৬৫২

১৩৪৭. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/১৯৬পৃ. ক্রমিক. ১৮২৮

১৩৪৮. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/১৯৬পৃ. ক্রমিক. ১৮২৮

১৩৪৯. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২৪২পৃ.হাদিস : ২৭৮০

১৩৫০. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১৩৭, হাদিস : ৫০৬৮

-"হারেস (রহঃ) তিনি মাওলা আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মহিলারা যখন সিজদা করবে (নিতম্বকে) ফাঁক করবে না এবং দুই রানকে পেটের সাথে যুক্ত করবে।"[১৩৫১]

হাদিস নং. ৫: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها، ولتضع بطنها عليهما

-"হযরত ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) বলেন, মহিলারা যখন সিজদা করবে তখন তারা যেন দুই রানকে মিলিয়ে নেয়, পেটকে দুই রানের উপর যুক্ত করে রাখবে।"[১৩৫২]

হাদিস নং. ৬: ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন-

عن معمر، والثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل، لكي لا ترفع عجيزتها

-"তিনি মা'মার ও সুফিয়ান সাওড়ী (রহঃ) থেকে তারা মানছুর (রহঃ) থেকে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মহিলাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত তারা যেন সেজদার সময় স্বীয় বাহু ও পেটকে রানের উপর রাখে এবং পুরুষদের ন্যায় (বাহু আর রানের মধ্যে) পৃথক না করে যাতে তার নিতম্ব উঁচু না হয়।"[১৩৫৩]

হাদিস নং.৭ : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন-

عن ابن جريج، عن عطاء قال: ......فإذا سجدت فلتضم يديها إليها، وتضم بطنها وصدرها إلى فخذيها، وتجتمع ما استطاعت

-"হযরত আতা (রহঃ) বলেন, মহিলা সিজদা করলে হাত মিলিয়ে রাখবে। পেট ও সিনা উরুর সাথে মিলিয়ে যথাসম্ভব জড়সড় করে রাখবে।" (ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১৩৭ পৃ. হা/৫০৬৯)

পঞ্চম পার্থক্য : বৈঠকের ক্ষেত্রে মহিলাগণ উভয় পা বাঁ পাশ দিয়ে বের করে দিয়ে যমীনের ওপর নিতম্ব রেখে উরুর সাথে পেট মিলিয়ে রাখবে।

হাদিস নং. ১: ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সংকলন করেন-

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সাঃ) বলেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন এক উরু (ডান উরু) আরেক উরুর ওপর রাখে,

---

১৩৫১. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১৩৮, হাদিস : ৫০৭২, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২৪১ পৃ. হা/২৭৭৭

১৩৫২. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২৪২ পৃ. হা/২৭৭৯

১৩৫৩. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১৩৮ পৃ. হা/৫০৭১

Scanned by C

আর যখন সিজদা করবে, তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে, যা তার সতরের জন্য অধিক উপযুক্ত হয়।"[১৯৫৪]

হাদিস নং. ২: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن العمري، عن نافع، قال: «كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة»

-"বিখ্যাত তাবেয়ী না'ফে (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর স্ত্রীগণ নামাযে তারাব্বু করতেন অর্থাৎ দু'পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতেন।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২৪২ পৃ. হা/২৭৮৯)

হাদিস নং. ৩:

عن خالد بن اللجلاج، قال: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة، ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن، يتقى ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشيء-

-"হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ (রহ.) বলেন যে, মহিলাদেরকে আদেশ করা হত তারা যেন নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের ওপর বসে, পুরুষের মতো না বসে, আবরণীয় কোনো কিছু প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মহিলাদের এমনটি করতে হয়।"[১৯৫৫]

হাদিস নং. ৪:

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أيوب، عن يزيد بن حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال: تجتمع وتحتفز

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করবে ? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে।"[১৯৫৬] তাবেয়ী 'বুকাইর ইবনে আব্দুল্লাহ' সিহাহ সিত্তার রাবী। (ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন- الإمام، الثقة، الحافظ -"তিনি হাদিসের ইমাম, সিকাহ, হাফেযে হাদিস ছিলেন।" দেখুন-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/১৭০পৃ.) এই সনদের বাকি রাবীগুলোও সিকাহ।

৬নং প্রার্থক্য: দ্বিতীয় রাক'আত থেকে তৃতীয় রাক'আতে যাওয়ার পদ্ধতি:

মহিলাগণ পুরুষদের মত দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাবে না বরং কিছুক্ষণ বসে তারপর দাঁড়াবে। যেমন ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا رفعت رأسها من السجود في غير مثنى فإنها لا تقعي، ولكنها تجلس كما تجلس في مثنى

-"তিনি ইবনে জুরাইয (রহ.) থেকে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আতা (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মহিলাগণ যখন সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করবে দ্বিতীয় রাক'আত ছাড়া অন্য রাক'আতে তখন সিজদা হতে মহিলারা সোজা দাঁড়াবে না বরং কিছুক্ষণ বসবে (তারপর দাঁড়াবে) যেভাবে দ্বিতীয় রাক'আতে বসে।"[১৯৫৭]

১৯৫৪. বাইহাকী : আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩১৫পৃ. হাদিস/৩১৯৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৯৫৫. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২৪২পৃ. হাদিস নং-২৭৮৩

১৯৫৬. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২৪১পৃ. হাদিস/২৭৭৮

নং পার্থক্য ঃ মহিলারা আযান ও ইকামত দিবে না।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মহিলারা আযানও ইকমাত দিবে না এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত এ বিষয়ের আযানও ইকামত অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে, পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

নং পার্থক্য ঃ ইমামের ভুল হলে মহিলার হাতে তালি দিবে।

ইমামের যদি নামাযে ভুল হয় তাহলে পুরুষ তাসবীহ দ্বারা সতর্ক করবে আর মহিলারা যদি জামা'আতে পড়েন তাহলে তারা হাতে তালি দ্বারা সতর্ক করবে। যা ইতোপূর্বে এই বিষয়ের প্রথম হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছি।

নং পার্থক্য ঃ মহিলারা জামাতে অংশগ্রহণ করা মাকরুহে তাহরীমী।

এ বিষয়ে এ বিষয়ের আলাদা শিরোনামে ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল

১০-১১নং প্রার্থক্য: মহিলাদের ঈদের ও জুম'আর নামায ওয়াজিব নয়:

মহিলাদের জামাতে নামাযের হুকুমের আলোচনায় এবং সামনে জুম'আর আলোচনায় এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শেষ কথা: উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা একটু মনোযোগের সাথে পাঠ করলে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের পাঠক সহজে অনুমান করতে সক্ষম হবে যে, মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের বিষয়টি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবীদের যুগ থেকেই চলে আসছে এবং এর পক্ষে অনেক শক্তিশালী দলিল রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ (?) সালাফ থেকে চলে আসা সুপ্রতিষ্ঠিত মত ও পথকে উপেক্ষা করে নিজের মনগড়া মত ও পথকে জনগণের মাঝে চালিয়ে দেওয়ার ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিষয় নং. ১৯ : পুরুষদের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ। শরীয়ত কী বলে?

১. আহলে হাদিস ডা. জাকির নায়েক বলেন, <u>"কুরআনে এমন কোন দলিল নেই যা মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করে। এমন কি কোন হাদিসও এমনও নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, মহিলারা মসজিদে যেতে পারবে না।"</u>[১৯৫৮]

২. আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-"মসজিদে নামায পড়তে এলে বাঁধা দেয়া কিংবা বাধা সাজা যাবে না।"

তিনি তার গ্রন্থের ২০৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"ফেতনার কারণে মহিলাদের মসজিদে আনা যাবে না, এ কথাটি রাসূল (সা.) কেন বলে গেলেন না?"

১৯৫৭. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক : ৩/১৩৮পৃ. হাদিস নং-৫০৭৩

১৯৫৮. ডা.জাকির নায়েক উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর, ৪/২৩৪পৃ. পিস পাবলিকেশন, (কম্পিউটার মার্কেট) বাংলাবাজার, ঢাকা।

Scanned by C

এখানে তিনি পরোক্ষভাবে রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীদের দায়ী করলেন। এখন তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় রাসূল (ﷺ) কেন বর্তমান প্রচলিত লিখিত কোরআনের কথা বলে গেলেন না যেটা হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) করেছেন? তিনি কেন বলে গেলেন না তারাবীহ এর জামাতের কথা? এ ধরনের অনেক প্রশ্ন করা যাবে তবে আমরা জানি কোন উত্তর মিলবে না। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন "বহু স্থানে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া হয় এবং মসজিদে ছালাত পড়াকে অপসন্দ করা হয়। অথচ এটা রাসূল (ছাঃ) সুন্নাতের বিরোধিতা করার শামিল।" এই গণ্ডমূর্খ মহিলাদের জামা'আতকে সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বড় পণ্ডিত সাজতে চেয়েছেন।

বর্তমান আহলে হাদিসগণ এই মাস'য়ালাটি নিয়ে বেশী বিতর্ক করে থাকেন। বর্তমানে ইউটিউবে সার্চ করলে দেখবেন হানাফিদের বিরুদ্ধে তারা কী ধরনের কথা বার্তা বলছে। আমাদের দাবী হল পুরুষদের জন্য নামাযের উত্তম স্থান হল মসজিদ; আর মহিলাদের জন্য উত্তম স্থান হল তাদের নিজ নিজ হুজরায়। আমি দেখে খুব খুশি হলাম যে বাংলাদেশের আহলে হাদিসদের আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সাহেব তার লিখিত গ্রন্থ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এর ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"মহিলাদের জন্য বাড়ীতে গৃহকোণে নিভৃতে একাকী বা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা উত্তম (তিনি এর স্বপক্ষে ৬০২ নং টীকায় দলিল দিয়েছেন আবু দাউদ, হা/৫৬৭; মিশকাত, হা/১০৬২-৬৩ এর)।"

এই কথাই তো আমরা বলছি যে, ফিতনা ফ্যাসাদের যুগ হওয়ার এবং মহিলাদের জন্য গৃহে উত্তম স্থান হওয়ার কারনেই তাদের সেখানেই নামায পড়ার তাগিদ হানাফী ফকিহগণ দিয়ে থাকেন; তা বলায় কি তাহলে অপরাধ?

নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার বিধান

পবিত্র কোরআনে ও পবিত্র হাদিসে নববীতে মহিলাদের নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করার প্রতি অত্যাধিক তাগিদ দেয়া হয়েছে। (দেখুন-সূরা আহজাব, ৩৩, ৩৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

-"নারীগণ আপাদমস্তক ঢেকে রাখার বস্তু। যখনই সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তার প্রতি উঁকি ও কুদৃষ্টি দিতে থাকে। ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) বলেন, এটি হাসান, সহীহ গরীব।" (ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৩/৪৬৮পৃ. হা/১১৭৩) আহলে হাদিস আলবানী পর্যন্ত এটিকে সহীহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। উক্ত সাহাবী থেকেই অন্য বর্ণনা এসেছে-

وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

...নিকটে তখনই সে আল্লাহর পছন্দনীয় থাকে, যখন স্বীয় বাড়ির সবচেয়ে গোপন স্থানে অবস্থান করে।" (সহীহ ইবনে খুজায়মা, ২/৮১৪পৃ. হা/১৬৮৬) ইমাম হাইছামী (رحمه الله) বলেন এটির সকল রাবী সিকাহ। (মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/৩৫পৃ.)

হযরত হুযায়ফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

"নারীদের সৌন্দর্যের দিকে তাকানো ইবলিস শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহ থেকে একটি তীর।" (ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/৩৪৯পৃ. হা/৭৮৭৫, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/১০১পৃ.) ইমাম হাকেম (رحمه الله) বলেন, এটির সনদ সহীহ, আর ইমাম হাফেয যাহাবী (رحمه الله) তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। সবার জানা আছে যে, তীর ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র, আর বিষাক্ত তীর আরো ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী। মানুষের ঈমান-আমল নষ্ট করার এবং তাদের পথভ্রষ্ট করার অসংখ্য হাতিয়ার শয়তানের রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়ঙ্কর নারী। উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে বুঝা গেল, নারীদের ঘরে অবস্থান করার মধ্যেই রয়েছে নিজেদের এবং অন্য সকলের মঙ্গল।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বর্ণনায় মহিলাদের সর্বোত্তম মসজিদঃ

মুসলমান মাত্রই তার ভিতর এই আবেগময় প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে পুরুষরা তো মসজিদে জামাতের সহিত নামায আদায় করে অসংখ্য নেকী অর্জনে সক্ষম। দ্বীনদার মুসলিম নারীরা মসজিদে যেতে না পারলে এই নেকী কিভাবে অর্জন করবে? এই আবেগ অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু সব কাজ আবেগের বশীভূত হয়ে করা যায় না। ...ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে নামাযের মত একটি ইবাদত আবেগ দিয়ে নয় বরং দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। নারীদের ঘরের নির্জন কক্ষের নামায মসজিদের তুলনায় বেশী ফযিলতপূর্ণ এ মর্মে কয়েকটি হাদিসে পাক উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

১২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, নারীদের ক্ষুদ্র কক্ষের নামায বড় কামরার নামাযের তুলনায় উত্তম। ঘরের নির্জন কোণের নামায ক্ষুদ্র কক্ষের নামাযের তুলনায় উত্তম।"[illegible] অপর বর্ণনায় হাদিসটি হযরত উম্মে সালামা (رضي الله عنها)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে আরো বর্ধিতভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا خَارِجَ

[illegible]. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৫৭০, হাদিসটি আলবানীর তাহক্বীক সূত্রে সহীহ।

Scanned by C

-"এবং নারীদের বাড়িতে নামায পড়া বাড়ির বাইরে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।" (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৯/৪৮পৃ. হা/৯১০১) ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হাদিসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (খুলাসাতুল আহকাম, ২/৬৭৮পৃ.)

৩. ইমাম খুজায়মা (রহ.)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

نا أبو طاهر، نا أَبُو بَكْرٍ، نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمَّتِهِ، امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ. فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي. فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

-"একদা হযরত উম্মে হুমাইদ (নামক একজন মহিলা সাহাবী), যিনি আবু হুমাইদ সাইদি (রা.)-এর স্ত্রী, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়া ভালোবাস, কিন্তু তোমার ঘরে নামায তোমার বাইরের হুজরায় নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার হুজরায় নামায তোমার বাড়িতে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার বাড়িতে নামায তোমার মহল্লার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর উক্ত মহিলা নিজ ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামাযের স্থান নির্ধারণ করিয়ে নিল এবং আমরণ তাতেই নামায আদায় করল।[১৯৬০] ইমাম হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- إسناد أحمد حَسَنٌ -"ইমাম আহমদের সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের।" (ফতহুল বারী, ২/৯০পৃ.) ইমাম নুরুদ্দীন হাইছামী (রহ.) বলেন-

رواه أحمد وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

-"ইমাম আহমদ (রহ.) এটি সংকলন করেছেন সনদের সকলেই সহীহ বুখারীর রাবী শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে সুবীদ আনসারী ছাড়া, তবে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন।"(ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/৩৪পৃ. হা/২১০৬, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৭/৪২পৃ. হা/৮৯২১)

وَعَنْ أم سَلَمَة رَضِي الله عَنْهَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ خير مَسَاجِد النِّسَاء قَعْر بُيُوتهنَّ

১৯৬০. মুসনাদে আহমদ, হা/২৭০৯০, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হা/১৬৮৯, ও সহীহ ইবনে হিব্বানের সূত্রে "তারগীব-তারহীব" হাদিস নং- ৫১০, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪১৭হি.

৪. হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, **গৃহাভ্যন্তরই হলো মহিলাদের জন্য উত্তম মসজিদ।**"[১৯৬১] প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা বুসিরী (রহ.) বলেন, হাদিসটির সূত্র সহীহ। (ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা, ২/৬৪পৃ.)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে-

مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً.

-"নারীদের কোনো নামায আল্লাহর নিকট তার ওই নামায অপেক্ষা পছন্দনীয় নয়, যা সে তার ঘরের অন্ধকার কক্ষে আদায় করে।" (ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/৩৫পৃ. হা/২১১৫) ইমাম হাইছামী (রহ.) উল্লেখ করেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) তার মু'জামুল কাবীরে এই হাদিসটি সংকলন করেন, আর এই হাদিসটির সনদের সকল রাবী সিকাহ।" (ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/৩৫পৃ. হা/২১১৫)

উক্ত সহীহ হাদিসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়:

(১). মহিলাদের নামাযের জন্য তাদের নিজ গৃহকোণ মসজিদ অপেক্ষা উত্তম।

(২) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই মহিলাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

(৩.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে পন্থাকে উত্তম বলেছেন তার বিপরীতটা দ্বীন ও সওয়াবের কাজ হতেই পারে না। কেউ এ ধরণের মনোভাব পোষণ করলে তা হবে চরম বেয়াদবী।

বি.দ্র. হাদিসের কয়েকটি বর্ণনা যা মহিলাদের মসজিদে আসা প্রসঙ্গে পাওয়া যায় তা প্রাথমিক যুগের কথা, তখন পুরুষরাও সকল মাসআলা জানত না, তখন কয়েকটি কঠিন শর্ত সহকারে রাতের আঁধারে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে একদম পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত অনুমতি প্রত্যাহার করে তাদেরকে ঘরে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং ঐ সকল হাদিস দ্বারা বর্তমানে মহিলাদের মসজিদে গমন জায়েয বলা যাবে না। এ বিষয়ে নিম্নের কতিপয় হাদিসে পাক দেখুন।

মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের পদক্ষেপ:

সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোনো নারী জুম'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে চলে এলে তাঁরা তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতেন? কী পদক্ষেপ নিতেন? নিম্নের হাদিসসমূহ দ্বারা বিষয়টি অনুধাবন করা যায়।

১৯৬১. বুসিরী, তারগীব, ১/১৪১পৃ. হাদিস: ৫১১, মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং- ২৬৫৯৮

Scanned by C

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

ক. -"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারিণী ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ মহিলা আলেম আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখতেন যে, মহিলারা (সাজসজ্জা গ্রহণে, সুগন্ধি ব্যবহারে ও সুন্দর পোশাক পরিধানে-যেমন, মুসলিম শরীফের টিকা দ্রষ্টব্য) কী পন্থা উদ্ভাবন করেছে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে।"[১৯৬২] এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

لَوْ شاهدت عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا مَا أحدث نسَاء هَذَا الزَّمَان من أَنْوَاع الْبدع والمنكرات لَكَانَتْ أَشد إنكارا

-"বর্তমান যুগে নারীরা শরীয়তবিরোধী যেসব পথ অবলম্বন করেছে, পোশাক-পরিচ্ছদ আর রূপচর্চার তারা যে নিত্যনতুন ফ্যাশন আবিষ্কার করছে, যদিও উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) এই দৃশ্য দেখতেন তাহলে আরো কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন।" (আইনী, উমদাতুল কারী, ৬/১৫৮পৃ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) একটু সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি আরও বলেন-

فَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَت الصديقة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا من قَوْلهَا لَو أدْرك رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَا أحدثت النِّسَاء وَلَيْسَ بَين هَذَا القَوْل وَبَين وَفَاة النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِلَّا مُدَّة يسيرَة على أَن نسَاء ذَلِك الزَّمَان مَا أحدثن جزأ من ألف جُزْء مِمَّا أحدثت نسَاء هَذَا الزَّمَان

-"হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)-এর উক্ত মন্তব্য তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুনিয়া থেকে বিদায়ের কিছুদিন পরের নারীদের সমন্ধে। অথচ এ যুগের নারীদের বেহায়াপনার হাজার ভাগের এক ভাগও সেকালে ছিল না। তাহলে এ অবস্থা দেখলে তিনি কী মন্তব্য করতেন? (আইনী, উমদাতুল কারী, ৬/১৫৯পৃ.) এখানে চিন্তার বিষয় হলো, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) স্বীয় যুগ তথা হিজরী নবম শতাব্দীর নারীদের সমন্ধে এ কথা বলেছেন। তাহলে আজ হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর এ যুগে সারা বিশ্ব যে অশ্লীলতা আর উলঙ্গপনার দিকে ছুটে চলেছে। বেপর্দা আর বেহায়াপনার আজ ছড়াছড়ি, মেয়েরা কখনো পুরুষের পোষাক পরছে, পেট-পিঠ খুলে রাস্তা-ঘাটে বেড়াচ্ছে, সমানাধিকারের নামে শ্লোগান দিয়ে শরিয়তের বিধানাবলীর লঙ্ঘন করছে। বোরকার মত পবিত্র পোষাকের পবিত্রতা নষ্ট করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে এ ফিতনা ফ্যাসাদের মধ্যে অবলা মা-বোনদের সাওয়াবের রঙ্গিন স্বপ্ন দিখিয়ে মসজিদে আর ঈদগাহে টেনে আনার অপচেষ্টা বোকামী ছাড়া কিছু নয় অথচ দলিল প্রমাণ হিসেবে দার করানো হচ্ছে রাসূল (ﷺ) এর যুগের

১৯৬২. সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৮৬৯, সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ৪৪৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং.৫৬৯

মহিলাদের। প্রশ্ন হল, এ যুগের নারীরা কি সে যুগের নারীদের মত? কষ্মিনকালেও না। তা সত্ত্বেও সে যুগেই মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে কিভাবে এ যুগের মহিলাদের মসজিদে ও ঈদগাহে গিয়ে নামাযের জন্য উৎসাহিত করা হবে?

ইমাম তাবরানী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ: رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ، يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُ: اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ

খ. হযরত আবি আমর শাইবানী (রহঃ) বলেন, আমি (এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে দেখছি যে, তিনি জুমু'আর দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ হতে বের করে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা নিজ ঘরে চলে যাও, তোমাদের জন্য ইহাই উত্তম।"[১৯৬৩] হাদিসটি বর্ণনা করে ইমাম ইবনে মুনযিরী (রহঃ) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ

-"হাদিসটি তাবরানী তার মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন, এর সনদে কোন অসুবিধা নেই।"[১৯৬৪] এ হাদিসটিকে আলবানী পর্যন্ত এ কিতাবের তাহক্বীকে সহিহ লিগাইরিহী বলেছেন। ইমাম হাইসামী বলেন এ হাদিসের সমস্ত রাবি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।[১৯৬৫]

লক্ষ্যণীয়, এ হলো নবীযুগের পরপরই মসজিদে গমনকারিণী মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তনে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উক্তি ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর আমল। অথচ তখনকার মহিলারা ছিলেন সাহাবী অথবা তাবেঈ, অন্য কেউ নন। পক্ষান্তরে আজ চৌদ্দ শতাব্দী পরে যখন মহিলাদের তেল, সাবান শ্যাম্পুসহ সকল প্রকার প্রসাধনীই সুগন্ধিযুক্ত। অধিকাংশ মহিলাই পর্দা করে না। যারা বোরকা পরে তাদের অধিকাংশই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল চেহারাকে উন্মুক্ত রাখে এবং তাদের বোরকা ও পোশাক হয় নজরকাড়া ফ্যাশনের। এ অবস্থা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখলে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনের অনুমতি দিতেন, এটা বিবেকবান কেউ কি কল্পনা করতে পারে? এ বিষয়ে আরেকজন সাহাবীর কর্ম দেখুন।

গ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে-

وَكَانَ ابن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، يقوم يحصب النِّسَاء يَوْم الْجُمُعَة يخرجهن من الْمَسْجِد

-"আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) জুম'আর নামায পড়ার জন্য কোনো নারী মসজিদে এলে তার দিকে পাথর ছুড়ে মারতেন এবং তাদের মসজিদ থেকে বের করে দিতেন।" (ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/১৫৭ পৃ.)

ঘ. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

১৯৬৩. ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/২৯৪পৃ. হাদিস ঃ ৯৪৭৫, মুনযিরী, তারগীব, তারগীব-তারহীব, ১/১৪২পৃ. হাদিস/৫২০

১৯৬৪. মুনযিরী, তারগীব, তারগীব-তারহীব, ১/১৪২পৃ. হাদিস নং- ৫২০

১৯৬৫. ইমাম হাইসামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ২/৩৫পৃ. হাদিস ঃ ২১১৯, মাকতুবাতুল কুদসী, কায়েরো, মিশর।

Scanned by C

ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ
مَسْعُودٍ يَحْصِبُ النِّسَاءَ يُخْرِجُهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

-"হযরত আবু আমর শায়বানী (রহঃ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে দেখেছি তিনি জুম'আর দিন নারীদেরকে পাথর মেরে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, হা/৭৬১৭)। এই হাদিসের সনদ সহীহ, কেননা এই সনদের অন্যতম রাবী তাবেয়ী 'আবু আমর শায়বানী যার মূল নাম হল সা'দ ইবনু ইয়্যাস সিহাহ সিত্তার রাবী। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন- قُلْتُ: هُوَ مِنْ رِجَالِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ -"আমি বলি, সে কুতুবে সিত্তার রাবী। (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/১৭৪পৃ. ক্রমিক. ৬৪) আমরা কী তাহলে সাহাবীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় ফকিহ তার চেয়ে ইসলাম বেশী বুঝি।

উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহ থেকে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরাম নারীদের জুম'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে ব্যবস্থা রাখা তো দূরের কথা, কেউ চলে এলে তাকে বারণ করতেন এবং বের করে দেওয়ার মতো কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। উল্লেখ্য, তাঁদের এই পদক্ষেপ নারী জাতিকে অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং আল্লাহর আযাব থেকে তাদের এবং মুসলিম উম্মাহকে বাঁচানোর জন্য ছিল। এই হলো ইসলামের সোনালী যুগের ঘটনা। যে যুগের লোকদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম হওয়ার স্বীকৃতি স্বয়ং রাসূল (ﷺ) নিজের মোবারক যবানে দিয়েছেন।

একটি হাদিসের অপব্যাখ্যার জবাব:

অনেকে এই হাদিসের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায় সুন্নাত বা সাওয়াবের কাজ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে থাকে। হাদিসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

-"আল্লাহর বান্দীদের আল্লাহর মসজিদ থেকে নিষেধ করো না।" (সহীহ বুখারী, হা/৪৪২, সুনানে আবি দাউদ, ১/১৫৫ পৃ. হা/৫৬৬) এক শ্রেণীর ভাইয়েরা এই হাদিসের শাব্দিক অনুবাদ করে এটাই বুঝে যে নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দেওয়া যাবে না।

অপব্যাখ্যার জবাব:

এই হাদিসটি আমাদের আহলে হাদিস ভাইদের প্রধান পুঁজি। এই হাদিসটি ৩-৪ মতনে বর্ণিত হয়েছে; অথচ আহলে হাদিসরা অন্যান্য মতনগুলো (হাদিসের ভাষ্যগুলো) জানার পরেও সত্য গোপন করছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এই হাদিসটিই সংকলন করেন, সেখানে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

-"তোমাদের স্ত্রী লোকদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য ইবাদতের সর্বোত্তম স্থান।" (ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/১৫৫পৃ. হা/৫৬৭) তাই দেখুন আহলে হাদিসরা হাদিসের অর্ধেক অংশ উল্লেখ করেন আর বাকি অর্ধেক গোপন করেন। এই হাদিসকে আমরা নয় স্বয়ং আহলে হাদিসদের তথকথিত ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী এটিকে সুনানে আবি দাউদের তাহকীকে সহীহ বলেছেন। এই হাদিসের আলোকে প্রমাণ হয় না যে নারীদের মসজিদে গমন ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব বা নফল কোনো বিধানের আওতায় পড়ে। কেউ এই হাদিস দ্বারা কোনো একটি বিধানের প্রমাণ করার চেষ্টা করলে সেটা হবে তার দ্বীনি জ্ঞানের ব্যাপারে দৈন্যতার প্রমাণ। অপরদিকে ইতোপূর্বে এই হাদিসের বর্ণনাকারী থেকে জানতে পারলাম যে তিনি তার পরিবারের মহিলাদেরকে মসজিদে জামাতে যেতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন এবং অন্য মহিলাদেরকে মসজিদে জামাতে এলে পাথর ছুড়ে মারতেন। ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ
نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী না'ফে (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীগণকে ঈদগাহে বের হতে দিতেন না।" (ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪ পৃ. হা/৫৭৯৫) এই সনদটি সহীহ বুখারীর ন্যায় সহীহ। কেবল আব্দুল্লাহ ইবনে জাবেরের হাদিস শুধু সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/২৭৪ পৃ.) সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যে সাহাবী রাসূল (ﷺ) এর হাদিস বর্ণনা করলেন তিনি বেশী সুন্নাত বুঝেন না, কিন্তু আমাদের আহলে হাদিস পণ্ডিতগণ তার চাইতেও বেশী হাদিস বুঝে গেলেন? নাউযুবিল্লাহ

জুম'আর নামাযে নারীদের অংশগ্রহণ:

নারীদের জুম'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আলাদা সুব্যবস্থা রাখার জন্য অনেক নিজেদের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করে। তারা মনে করে, এটা অনেক সাওয়াব ও পুণ্যের কাজ। কথিত এই দ্বীনি কাজের জন্য তাদের মাতম চোখে পড়ার মতো। কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আমাদের দেখতে হবে, বুঝতে হবে ইসলামী শরিয়ত নারীদের ওপর জুম'আর নামায পড়ার বিধান রেখেছে কি না? হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার গবেষণা করে দেখা যায়, নারীদের ওপর জুম'আ ওয়াজিবই নয়। তাদের কোন জুম'আ নেই। এখানে কিছু হাদিস প্রদত্ত হলো।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম হাকেম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي
جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

-"হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, জামাআতে জুম'আর নামায পড়া প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অকাট্য ওয়াজিব, তবে

Scanned by C

ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব নয়।" (সুনানে আবি দাউদ, হা/১০৬৭, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪২৫পৃ. হা/১০৬২) ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

-"এই হাদিসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ।" (হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪২৫পৃ. হা/১০৬২) আর ইমাম যাহাবী (রহঃ) (তালখীছে) তার সাথে একমত পোষণ করে বলেন, সনদটি সহীহ।

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন, হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ إِلَّا عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَرِيضٌ

-"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তার ওপর জুম'আ ফরয, তবে ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব নয়।" (আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, হা/৫২০০) এই হাদিসটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। (ইমাম বায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার, হা/৬৩৬৩)

মহিলাদের মসজিদে গমনের ব্যাপারে হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের সিদ্ধান্ত ঃ

ক. হানাফী মাযহাব ঃ সকল মহিলার জন্য জামা'আত, জুমু'আ, ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী। (জুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ : ১/১১৭পৃ.) এই ফিতনার যুগে এর চেয়ে বেশীই হতে পারে। এজন্য আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي تَحْقِيقِهِ، وَالزَّرْكَشِيِّ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ، أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ فِي خُرُوجِهِنَّ اخْتِلَاطٌ بِالرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ طَرِيقِهِ، أَوْ قَوِيَتْ خَشْيَةُ الْفِتْنَةِ عَلَيْهِنَّ لِتَزَيُّنِهِنَّ وَتَبَرُّجِهِنَّ حَرُمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجُ، وَعَلَى الْحَلِيلِ الْإِذْنُ لَهُنَّ، وَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ

-"ইমাম ইবনে হাজর হাইতামী মক্কী (রহঃ) বলেন, যখন মসজিদে বা পথে পুরুষের সাথে মেলামেশা অথবা নারীদের অত্যাধিক রূপচর্চা বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার কারণে ফিতনার আশঙ্কা হয় তখন তাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে যাওয়া হারাম এবং তারা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বামী বা অভিভাবকদের অনুমতি প্রদান করাও হারাম। আর রাষ্ট্রপ্রধান, ইমাম বা তাঁদের প্রতিনিধিগণের ওপর নারীদের মসজিদে আসা নিষেধ করা ওয়াজিব।" (মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/৮৩৬পৃ. হা/১০৬১)

খ. মালেকী মাযহাব ঃ অতি বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমু'আ অংশগ্রহণ হারাম। (আল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ : ১/৩১১পৃ. ও ৩১২ পৃ.)

গ. শাফেয়ী মাযহাব ঃ অতি বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমু'আসহ যেকোনো জামা'আতে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী। (আল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ : ১/৩১১পৃ. ও ৩১২ পৃ.)

প্রিয় পাঠক! উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা যা পেলাম এর বিপরীতে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিস ও ফিকহী বর্ণনা নেই, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিংবা অধিক সওয়াবের কাজ ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণ ও পরবর্তী ফিকহবিদ ইমামগণ মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেছেন। তাহলে বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয়ের চরম মুহূর্তে কী করে তা সাওয়াব ও আগ্রহের কাজ হতে পারে? যে সকল আলেম বা স্কলার বর্তমানে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেন, তারা কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আয়েশা ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং মুজতাহিদ ইমামগণের চেয়েও বেশি যোগ্য ও অনুসরণীয় হয়ে গেলেন? অথচ এ সকল স্কলার অসংখ্য বেগানা মহিলাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইসলামী লেকচার প্রদান করেন, কিংবা লক্ষ লক্ষ বেগানা মহিলাকে দেখার জন্য বিনা প্রয়োজনে নিজেকে উপস্থাপন করেন। যা সহীহ হাদিসের আলোকে পরিপূর্ণ নিষিদ্ধ। (দেখুন : সুনানে তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং- ২৭৮২, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং- ৪১১২) তাহলে দ্বীন ও ইসলামের ক্ষেত্রে এরাও কি গ্রহণযোগ্য হয়ে গেলেন?

মাসআলা ক. একই জামা'আতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে যে সকল পুরুষের সম্মুখে কিংবা পাশে কোনো মহিলা থাকবে যে সকল পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতওয়ায়ে শামী : ১/৫৭৩ পৃ., আমলগীরী : ১/৯৭পৃ.)

এ কারণেই হারাম শরীফে পুরুষদের সম্মুখে ও পাশে দাঁড়ানো থেকে মহিলাদেরকে বিরত করতে কর্তৃপক্ষ সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে।

মাসআলা : খ. মসজিদের যে তলায় মহিলারা জামা'আতে অংশগ্রহণ করে তার উপরতলার বরাবর স্থানে পুরুষ দাঁড়াবে তাদের সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামীসহ দুররে মুখতার : ১/৫৮৫, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী : ১/৯৭পৃ.)

উল্লেখ্য, টার্মিনাল, জংশন, এয়ারপোর্ট ও মুসাফিরদের যাত্রাবিরতির স্থানসমূহে, অনুরূপ হাসপাতাল ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে মহিলাদের নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। হারামাইন শরীফাইন ও মক্কা-মদীনার পথে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা মূলত এ প্রেক্ষিতেই। যেন তাওয়াফ-সাঈর জন্য আগমকারিণী, যিয়ারত ইত্যাদির জন্য বাইরে গমনকারিণীরা ও ভ্রমণরত মহিলারা সময় হলে নামায পড়ে নিতে পারে। এ সকল স্থানে স্থানীয় আরব মহিলাদেরকে সাধরণত দেখা যায় না, তারা নিজেদের ঘরেই পড়ে নেয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা হারামাইন শরীফাইনে আগান্তুক শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ মহিলাদের জামা'আতে হাজির হওয়া দেখে এসে নিজেদের আবাসিক এলাকায় মসজিদে মহিলাদের ব্যবস্থা রাখার দাবি তোলে। অথচ সকল বালেগ পুরুষদের জন্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে শরীক হয়ে পড়া ওয়াজিব, এর জন্যও যে কিছু করণীয় আছে তা চিন্তাও

Scanned by C

করে না। বিষয়টি এক প্রকার গোমরাহী, যা গভীরভাবে ভাবা উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

বিষয় নং. ২৩: হাদিসের আলোকে ফরজ নামাজের পর দোয়া:

বর্তমান আহলে হাদিসগণ এই বিষয়টির বিরোধীতাকে যেন ফরজ বলে মনে করে। আরেক আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' (যা পিস পাবলিকেশন, ৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১১০০ হতে প্রকাশিত) গ্রন্থের ২২৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"নামাজ শেষে দু'আর কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করার বিষয় সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়।.....দশ বছরের মাদানী জীবনে রাসূলুল্লাহ প্রায় ১৮০০০ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাতে আদায় করেছেন। তন্মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাজেও তিনি উপস্থিত মুসল্লিদের নিয়ে সমবেতভাবে মুনাজাত করেননি। (তিনি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এহ্ ইয়াউস সুনান, পৃ. ৩৫৯)।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি এই গ্রন্থের বিষয়ে বাড়বাড় বলেছি যে এই লেখকের কোন পুঁজি নেই; তার মূল পুজি হল শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানীর কিছু বই; আর ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের কতিপয় বইয়ের উপর অনুমান নির্ভর। তিনি যে নিজে একটু গবেষণা করে কিছু সমাধান দিবেন সে যোগ্যতা তার নেই। যাই হোক এই পুঁজি ছাড়া লেখকের কথা শুনে আমাদের সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। আরেক গণ্ডমূর্খ আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ২৮৮ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-"সালাম ফিরানোর পর মুনাজাতের স্থান নেই।" তিনি তার এই গ্রন্থের ২৮৩ পৃষ্ঠায় আরও লিখেন "অধিকাংশ মসজিদে ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর পরই দুই হাত তুলে প্রচলিত মুনাজাত করা হয়। অথচ এই প্রথার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এরপরও বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষক একশ্রেণীর আলেম কিছু বানোয়াট ও মিথ্যা বর্ণনা পেশ করে এর পক্ষে উকালতি করে থাকেন।" ফরয নামাযের পর মুনাজাতের বিরুদ্ধে সে আলাদা শিরোনামে লিখেছেন "শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত" যাতে অনেক হাদিসের অপব্যাখ্যা করেছেন এবং ফরয নামাযের পর মুনাজাতের বিরুদ্ধে একটি দুর্বল দলিলও পেশ করতে পারেননি। বাংলাদেশ আহলে হাদিসেদের আমীর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এর ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখেন-"রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই। বরং আবশ্যক যে, আজও মক্কা-মদীনার দুই হারাম-এর মসজিদে উক্ত প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই।" শুধু তাই নয় ফরয নামাযের পর মুনাজাতের বিরুদ্ধে একটি শিরোনাম কায়েম করেন এই নামে-"প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিক সমূহ'। এতে তিনি ক্ষতিকর দিক আছে বলে উল্লেখ করেছেন। নাউযুবিল্লাহ

তিনি এই গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেন-"দো'আ শেষে মুখ মাসাহ করার হাদীস যঈফ।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই বিষয়ের জবাবে আমি এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৫৩

পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি; পাঠকবৃন্দের জন্য সামনেও আলাদা আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে দোয়া করার অন্যতম কারণ হল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই সময় দোয়া কবুল হওয়ার গ্যারান্টি রয়েছে। স্বভাবত'ই যে সময় দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে ঐ সময় দোয়া করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অতীব জরুরী। বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা জানা যায় ফরজ নামাজের পর দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়।

☑ যেমন হাদিস শরীফে আছে-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضى الله عنه، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

"হযরত আবু উমামা বাহেলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলে পাক ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়? প্রিয় নবীজি ﷺ বললেন: রাত্রির শেষ ভাগে এবং প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়।"[১৬৬৬]

> এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) ও আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (رحمه الله) বলেন, إِنَّهُ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ. -"নিশ্চয় এই হাদিস ছহীহ্ লি'গাইরিহী।"[১৬৬৭]

> এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) বলেন,
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ - "এই হাদিস হাছান।"[১৬৬৮]

> নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে صحيح لغيره (ছহীহ্ লি'গারিহী) বলেছেন। (ছহীহ্ তারগীব ওয়া তারহীব, হাদিস নং ১৬৪৮)

এই হাদিসে الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ (আছ ছালাতিল মাকতুবাত) শব্দদ্বয় বহুবচনের আনা হয়েছে। এখানে الصَّلَوَاتِ হল সকল ফরজ সালাত। যেহেতু শব্দটি বহুবচন সেহেতু প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হওয়ার গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা রয়েছে। বলুন! যে সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল হওয়া নিশ্চয়তা আছে সে সময় দোয়া করা মুসলমানদের উচিৎ নয় কি? তাহলে আমরা কাদের কথা শুনবো?

[১৬৬৬] তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৪৯৯; সুনানে কুবরা লিন-নাসাঈ, হাদিস নং ৯৮৫৬; মিশকাত শরীফ, ৮৯ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খণ্ড, ৪৩ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৬ পৃ:; আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ২৫৫০; মুগলতাঈ, শরহে ইবনে মাজাহ লিল-মুগলতাঈ, ইবনে রযব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় খণ্ড, ১৪৩ পৃ:; ফাতহুল বারী লি'ইবনে রজব, ১১তম খণ্ড, ১৩৪ পৃ:; ইমাম নববী, আল-আযকার, হাদিস নং ১৮০; রিয়াদুস ছালেহীন, হাদিস নং ১৫০০; ফাতওয়ায়ে কুবরা লি'ইবনে তাইমিয়া, ২য় খণ্ড, ২০৫ পৃ:; ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতওয়া, ২২তম খণ্ড, ৪৯২ পৃ:; মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩০০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; নাইলুল আওতার, হাদিস নং ৮০৯) ছহীহ্ হাদিস।

[১৬৬৭]. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মিশকাত, ৩/৪৩ পৃ:।

[১৬৬৮]. তিরমিজি, হাদিস নং ৩৪৯৯

Scanned by C

☑ যেমন আরেকটি ছহীহ্ রেওয়াতে আছে,

حدثنا المقرئ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ التُّجِيبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عبد الرحمن الْحُبُلِيُّ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بيده يوما، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ . فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أحبك، قَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

-"হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর নবী ﷺ একদিন আমার হাত ধরলেন ও বললেন: হে মুয়াজ! নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালবাসি। তখন মুয়াজ (রাঃ) প্রিয় নবীজি ﷺ কে বললেন: আমার পিতা-মাতা আপনার কদমে কুরবান হোক, আমিও আপনাকে ভালবাসি। অত:পর প্রিয় নবীজি ﷺ বললেন: হে মুয়াজ! তোমাকে অছিয়ত করছি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে দোয়া করবে এভাবে "আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুছনী ইবাদিকা"।"[১৯৬৯] ইমাম আলবানী এটিকে সুনানে আবি দাউদের তাহকিকে একে সহীহ্ বলে তাহকীক করেছেন। আল্লামা যায়লাঈ (রহঃ) লিখেন-

قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح

-"ইমাম নববী (রহঃ) তার খুলাসাতুল আহকামের বলেন, এটির সনদ সহীহ্।" (যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ২/২৩৫ পৃ., ইমাম নববী, খুলাসাতুল আহকাম, ১/৪৬৮ পৃ. হা/১৫৪৮)

☑ এ বিষয়ে আরেক রেওয়াতে আছে,

حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَمِعْتُهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَخْطَائِي وَذُنُوبِي كلها اللَّهُمَّ أَنْعِشْنِي وَأَحْيِنِي وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَصْرِفُ عَنْ سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ

-"হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম ﷺ এর পিছনে এমন কোন নামাজ আদায় করিনি যে নামাজের শেষে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে,

১৯৬৯ . মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২২১১৯; ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৬৯০; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৫২২; মুসনাদে বায্যার, হাদিস নং ২৬৬১; সুনানে কুবরা লিন-নাসাঈ, হাদিস নং ১২২৭; নাসাঈ শরীফ, হাদিস ১৩০৩; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ৭৫১; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস ২০২১; ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ১১০; মুস্তাদরাক লিল হাকেম, হাদিস নং ১০১০; তুহফাতুল আহওয়াজী, ২য় খণ্ড, ১৬৯ পৃ: ।

"আল্লাহুম্মাগফিরলী আখতাঈ ওয়া জুনুবী কুল্লুহা আনইমনী ওয়া আহইনী ওয়ারজুকনী ওয়াহদিনী লি'ছালেহলি আমালে ওয়াখলাকী ফা ইন্নাহু লাইয়াহদি লি'ছালেহিহী ইল্লা আন্তা ওলা ইয়াছরিফু আন ছায়্যিইহা ইল্লা আন্তা।"[১৯৭০] ইমাম হাইছামী (রহঃ) বলেন-

رواه الطبراني، ورجاله وثقوا.

-"ইমাম তাবরানী (রহঃ) হাদিসটি সংকলন করেছেন, আর সনদে সমস্ত রাবী সিকাহ।" (ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৭৩ পৃ. হা/১৭৩৬৬)

☑ হাদিসটি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে, যেমন:-

حَدَّثنا أَبُو الصباح مُحَمد بن الليث، حَدَّثنا مُحَمد بن الصلت، حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عُمَر قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم إِلاَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ انْصَرَفَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاَقِ إِنَّهُ لا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، ولاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ.

-"হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (ﷺ) এর পিছনে এমন কোন নামাজ আদায় করিনি যে নামাজের শেষে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহুম্মাগফিরলী আখতাঈ ওয়া জুনুবী কুল্লুহা আনইমনী ওয়া আহ্-ইনী ওয়ারজুকনী ওয়াহদিনী লি'ছালেহলি আমালে ওয়াখলাকী ফা ইন্নাহু লাইয়াহদি লি'ছালেহিহী ইল্লা আন্তা ওলা ইয়াছরিফু আন ছায়্যিইহা ইল্লা আন্তা।"[১৯৭১]

প্রিয় নবীজি ﷺএর পিছনে সাহাবায়ে কেরাম ফরজ নামাজই আদায় করতেন। ফলে ঐ প্রিয় নামাজের পরে রাসূল ﷺ যে দোয়া পাঠ করতেন ইহা তাঁরা শুনতেন। উল্লেখ্য যে, ঐ দোয়া রাসূল ﷺ উচু আওয়াজে পাঠ করতেন আর এ কারণেই সাহাবীরা পিছন থেকে ইহা শুনেছেন এবং মুখস্থ করেছেন।

☑ এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে-

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ: أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

-"হজরত মুসলীম ইবনে হারেছ ইবনে মুসলীম আত-তামেমী (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় তিনি তাঁর পিতার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন, আমাকে আল্লাহর নবী ﷺবলেছেন: যখন ফজরের নামাজ আদায় করবে তখন কোন কথা বলার পূর্বে ৭ বার বলবে: 'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান নার'।"[১৯৭২]

১৯৭০ . মুস্তাদরাক লিল হাকেম, হাদিস/৫৯৪২; মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২য় খণ্ড, ১৭০ পৃ: ।
১৯৭১ . মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৫৯৯৭; মুখলেছিয়্যাত, হাদিস নং ১৮৬৮ ।
১৯৭২ . ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ২০২২; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮০৫৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫০৭৯; সুনানে কুবরা লিন-নাসাঈ, হাদিস নং ৯৮৫৯; আদ-দোয়া লিত্ তাবারানী, হাদিস নং ৬৬৫;

Scanned by C

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ এর আদেশ। তাই যারা ফরজ নামাজের পর দোয়াকে বিদআত বলে বেড়ায় তারা নবী রাসূল ﷺএর দলের অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং তারা ইহুদী-নাছারাদের দালাল বৈ কিছুই নয়।

☑ অপর হাদিসে আওলাদে রাসূল তথা নবী বংশের লোক এবং ইমামে আজম আবু হানিফা (رضي الله عنه) এর পীর, হজরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ ছাদিক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন,

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ قَالَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ

-"হজরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ ছাদিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নফল নামাজের পরের দোয়ার চেয়ে ফরজ নামাজের পরের দোয়া অধিক উত্তম, যেমনটি নফল নামাজের চেয়ে ফরজ নামাজ উত্তম।"[১৯৭৩]

হজরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ ছাদিক (رضي الله عنه) ছিলেন ইমামে আজম আবু হানিফা (رحمه الله) এর শায়েখ ও বিশিষ্ট তাবেঈ এবং নবী বংশের লোক।

সুতরাং নফল নামাজ পরে যদি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বা দোয়া করা যায়, তাহলে ফরজ নামাজের পরে আরো বেশী দোয়া করা যাবে, যেহেতু ফরজ নামাজের পরে দোয়া নফল নামাজের পরের দোয়ার চেয়ে অধিক উত্তম। প্রিয় নবীজি ﷺ যে ফরজ নামাজের পর দোয়া করেছেন এ ব্যাপারে আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে।

❖ যেমন এ বিষয়ে ছহীহ্ রেওয়াতে উল্লেখ আছে:

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:... وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

-"হজরত ছাওবান (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি ইমামতি করে সে যেন দোয়ার সময় অন্যদের বাদ নিয়ে কেবল নিজের জন্য দোয়া না করে। যদি সে এরূপ করে তবে সে যেন মোক্তাদীদের সাথে খিয়ানত করল।"[১৯৭৪]

➤ ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) হাদিসটিকে حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ - "ছাওবান (رضي الله عنه) এর হাদিসটি 'হাছান'।

➤ এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বাগভী (رحمه الله) বলেন, هذا حديث حسن. -"এই হাদিস হাসান।"

ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ১০৫১; দাওয়াতুল কবীর, হাদিস নং ১২৪; তুহফাতুল আহওয়াজী, ২য় খন্ড, ১৭০ পৃ:।

১৯৭৩ .তাবারানী শরীফ; ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ১৫২ পৃ:; শরহে বুখারী লি'ইবনে বাত্তাল, ১০ম খন্ড, ৯৪ পৃ:; ইবনে সালেহ শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৮ম খন্ড, ১৭১ পৃ: ; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী লি'ইবনে হাজার, দোয়া বায়াদাস সালাত অধ্যায়ে; মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩০০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়।

১৯৭৪ .সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৯২৩; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৯০; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২২৪১৫; মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং ৪১৮০; মুসনাদে শামেঈন লিত তাবারানী, হাদিস নং ১০৪২; শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ১০৬৭০; শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৬৪১।

☑ এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করা যায়,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ... وَلَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

-"হজরত আবু উমামা বাহেলী (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক ﷺবলেছেন: যে ব্যক্তি ইমামতি করে সে যেন দোয়ার সময় অন্যদের বাদ নিয়ে কেবল নিজের জন্য দোয়া না করে। যদি সে এরূপ করে তবে সে যেন মোক্তাদীদের সাথে খিয়ানত করল।"[১৯৭৫]

☑ অনুরূপ আরেকটি রেওয়াত উল্লেখযোগ্য,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:... وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ،

-"হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:... দোয়ার সময় অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য খাছ দোয়া করবেনা। এরূপ করলে লোকদের সাথে খিয়ানত করা হবে।"[১৯৭৬]

উল্লেখিত ৩টি রেওয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, জামাতের ইমামতি করার পর দোয়া রয়েছে, এবং ঐ দোয়ায় সকল মুসল্লীদের জন্য দোয়া করার কথা স্বয়ং আল্লাহর হাবীব (দ:) তাকিদ দিয়েছেন। অথচ ওহাবীর দলেরা বলছে দোয়া নেই।

☑ যেমন আরেক হাদিসে আছে-

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

-"হজরত ছাওবান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন তাঁর নামাজ থেকে বের হতেন তখন ৩ বার ইস্তেগফার করতেন এবং বলতেন: "আল্লাহুম্মা আনতাহ ছালাম ওয়া মিনকাছ ছালাম.তাবারকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম।"[১৯৭৭]

এই হাদিস দ্বারা সারাসরি প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর হাবীব ﷺ ফরজ নামাজের ছালাম ফিরানোর পর ৩ বার ইস্তেগফার করতেন ও সংক্ষিপ্ত দোয়া করতেন। সুতরাং ফরজ নামাজের পর দোয়া নেই এরূপ বলার আর কোন অবকাশ রইল না।

❖ অপর হাদিসে উল্লেখ আছে:

১৯৭৫ .মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২২২৪১; মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৬৯৭১; বায়হাকী সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৫৩৪৮।

১৯৭৬ . বায়হাকী সুনানে কুবরায়, হাদিস নং ৫৩৪৯

১৯৭৭ .ছহীহ্ মুসলীম, ১ম খন্ড, ২১৮ পৃ: হাদিস নং ৫৯১; সুনানে কুবরা লিন-নাসাঈ, হাদিস নং ১২৬১; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ১৩৩৭; সুনানে দারেমী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩৫৮ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ৫ম খন্ড, ২৭৫ পৃ:; আদ-দোয়া লিত-তাবারানী, হাদিস নং ৬৪৯; মেসকাত শরীফ, ৮৮ পৃ: হাদিস নং ৯৬১; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৩৫ পৃ:।

Scanned by C

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

-"হজরত মুগিরা ইবনে শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, ...নিশ্চয় নবী করিম ﷺ প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর বলতেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদির, আল্লাহুম্মা লা মানেয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানায়াতা ওয়ালা ইয়ানফাউ জাল জাদ্দা মিনকাল জাদ্দু।"[১৯৭৮]

এই হাদিস দ্বারাও প্রমাণ হয়, আল্লাহর হাবীব ﷺ ফরজ নামাজের পর দোয়া করতেন। অথচ ওহাবীরা এই হাদিস গুলো চোখে দেখেনা। অতএব, ফরজ নামাজের পর দোয়া নেই এরূপ কথা বলার কোন অবকাশ নেই।

❖ এ সম্পর্কে নিচের হাদিসটিও লক্ষ্য করুন,

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ: بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

-"আবী যুবাইর হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: রাসূলে পাক ﷺ নামাজ থেকে বের হওয়ার পর উচ্চ আওয়াজে বলতেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদির, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহু নে'মাতুল ফাদ্বলু ওয়ালাহু ছানাউ হাছানু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেছিনা লাহুদ দ্বীন অলাও কারিহাল কাফিরুন।"[১৯৭৯]

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, ফরজ নামাজের পর দোয়া উচু আওয়াজে বলতে হবে এবং ফরজ নামাজের পর উচু আওয়াজে দোয়া করা সুন্নাত। সুতরাং ফরজ নামাজের পরে উচু আওয়াজে দোয়া করলে পরবর্তীতে অংশগ্রহণ কারী নামাজীদের সমস্যা হয় এরূপ কথা বলার অবকাশ নেই, কারণ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى স্বয়ং আল্লাহর নবী ﷺ উচু আওয়াজে দোয়া করেছেন। রাসূলে পাক ﷺএর অনুস্বরণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক এবং রাসূল ﷺ এর কোন আমলের সমালোচনা করা প্রকাশ্য কুফুরী।

১৯৭৮ .ছহীহ্ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃঃ; ছহীহ্ মুসলীম, ১ম খন্ড, ২১৮ পৃঃ; আবু দাউদ; তিরমিযি, ১ম জিঃ ৬৬ পৃঃ; নাসাঈ, ১ম জিঃ ১৫০ পৃঃ; ইবনে মাজাহ, ৬৬ পৃঃ; মেসকাত শরীফ, ৮৮ পৃঃ; মুসনাদে আহমদ, ৩য় খন্ড, ১৭ পৃঃ; সুনানে দারেমী, ১ম খন্ড, ৩৫৯ পৃঃ; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৩৫ পৃঃ।

১৯৭৯ .ছহীহ্ মুসলীম, ১ম খন্ড, ২১৮ পৃঃ; সুনানে আবু দাউদ; নাসাঈ শরীফ, ১ম জিঃ ১৫০ পৃঃ; মুসনাদে আহমদ, ৫ম খন্ড, ৪ পৃঃ; মেশকাত শরীফ; ৮৮ পৃঃ; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৩৬ পৃঃ।

❖ এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখযোগ্য,

একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদের নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। প্রিয় নবীজি যখন ছালাম ফিরালেন তখন এক ব্যক্তি দোয়া না করে সুন্নাত নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। হাদিসের এবারতটি নিম্নরূপ:

فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ

-"প্রথম তাকবীরে শরিক হয়েছিল এমন একজন লোক সুন্নাত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। ইহা দেখে হজরত উমর (রাঃ) ঝট করে দাঁড়লেন ও তার বাহমূলে নাড়া দিয়ে বললেন, বস! আহলে কিতাবগণ এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের ফরজ ও সুন্নাতের মাঝে কোন দোয়া দ্বারা পার্থক্য করতেন না।"[১৯৮০]

❖ এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রহঃ) বলেন, هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ -"এই হাদিস ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর শর্তানুসারে ছহীহ।"

হাদিসের সনদটি হচ্ছে :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

অতএব, ফরজ নামাজের ছালাম ফিরানোর পর দোয়া না করে সুন্নাতের জন্য দাঁড়ানো নবীজির সুন্নাতের খেলাফ। এমনকি ফরজের ছালাম ফিরানোর পর দোয়া-ইস্তেগফার না করে সুন্নাত পড়া ইহুদী-নাছারাদের স্বভাব আর এ কারণেই তারা ধ্বসে হয়ে গেছে। তাই রাসূলে পাক (দঃ) এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল হল, ফরজ নামাজের পর দোয়া করে তারপর সুন্নাত নামাজ আদায় করা।

❖ এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، ثُمَّ قَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই পাঠ করবে: ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল

১৯৮০. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১০০৭; মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ২০৮৮; মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৭২৮; মুস্তাদরাকে হাকেম, আদিস নং ৯৯৬; বায়হাক্বী শরীফ, হাদিস নং ৩০৪৬; মেসকাত শরীফ, ৮৯ পৃঃ; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪৬ পৃঃ; আশিয়াতুল লুময়াত।

Scanned by C

হাম্‌দুলিল্লাহ্ ও ৩৩ বার আল্লাহ্ আকবার। তিনি বলেন: সব মিলিয়ে ১০০ বার হবে (ইহা সহ): "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদির" ফলে তার সমস্থ গোনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদিও সাগরের ফেনার সমপরিমান গোনাহ্ হয়।"[১৯৮১]

এই হাদিস দ্বারাও প্রমাণ হয়, ফরজ নামাজের পর ৯৯ বার তাসবীহ্ আছে এবং দোয়া রয়েছে, কারণ আল্লাহর নবী ﷺ এরূপ আমল করেছেন। এই আমল দ্বারা জীবনের সকল গোনাহ্ মহান আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দিবেন।

❖ এ সম্পর্কে অপর হাদিসে আছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ

-"হজরত উকবা ইবনে আমের (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক ﷺ আমাকে আদেশ দিয়েছেন প্রত্যেক নামাজের পর "মউওয়্যাজাত" পাঠ করা জন্য।"[১৯৮২]

মউওয়্যাজাত হল সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাছ। সুতরাং নামাজের পর শুধু দোয়া না বরং 'মউওয়্যাজাত' তথা সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাছ পাঠ করারও নির্দেশনা রয়েছে। অথচ **ওহাবীরা বলে ফরজ নামাজের পর কিছু নেই! (নাউজুবিল্লাহ)**

❖ এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস রয়েছে,

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرٍ، بِطَرَسُوسَ، كَتَبْنَا عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ

-"হজরত আবু উমামা (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর 'আয়াতুল কুরছী' পাঠ করবেন তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ব্যতীত কিছুই বাধা থাকবে না।"[১৯৮৩]

➤ হাদিসটি হজরত আলী (رضي الله عنه) থেকেও বর্ণিত আছে, তবে আলী (رضي الله عنه) এর রেওয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী (رحمة الله عليه) বলেন,

১৯৮১. ছহীহ্ মুসলীম, ১ম খন্ড, ২১৯ পৃ:; তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: ৬৬ পৃ:; নাসাঈ শরীফ, ১ম জি: ১৫০ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ২য় খন্ড, ৩৭১ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৮৮ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪৪ পৃ:; আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খন্ড, ৬৩৯ পৃ:; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, ২য় খন্ড।

১৯৮২. মেসকাত শরীফ, ৮৯ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪৪ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭৪১৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৫২৩; তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: ৬৬ পৃ:; নাসাঈ শরীফ, ১ম জি: ১৫০ পৃ:) সনদ ছহীহ্।

১৯৮৩. সুনানে কুবরা লিন-নাসাঈ, হাদিস নং ৯৮৪৮; মেসকাত শরীফ, ৮৯ পৃ: হাদিস নং ৯৭৪; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃ:; শুয়াইবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৪৫৮ পৃ:; নাসাঈ শরীফ; আল-দোয়া লিত তাবারানী, হাদিস নং ৬৭৪; মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ২৭৩৩; আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খন্ড, ৬৫১ পৃ:) আবু উমামা (রা:) এর সনদটি ছহীহ্।

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شعب الْإِيمَان وَقَالَ إِسْنَاده ضَعِيف

-"ইমাম বায়হাক্বী (رحمة الله عليه) হযরত আলী (رضي الله عنه) রেওয়াতটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এর সনদ জয়ীফ।"[১৯৮৪]

➤ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (رحمة الله عليه) হযরত আলী (رضي الله عنه) এর রেওয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

اعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

-"জেনে রাখুন এই হাদিস জয়ীফ, আমলে ফযিলেতের ক্ষেত্রে ইহা আমল করা যাবে।"[১৯৮৫]

☐ তবে হজরত আবু উমামা (রাঃ) এর রেওয়াতটি ছহীহ্। যেমন:

وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ أَحَدُهَا صَحِيحٌ

-"হাফিজ মুনজিরী (রঃ) বলেন, ইমাম নাসাঈ ও তাবারানী একাধিক সনদে ইহা বর্ণনা করেছেন, এর একটি সনদ ছহীহ।"[১৯৮৬]

➤ আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (رحمة الله عليه) হজরত আলী (رضي الله عنه) এর রেওয়াত প্রসঙ্গে বলেন, قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،

-"হাফিজ ইবনে হাজার (رحمة الله عليه) বলেন: কিন্তু ইহার সাক্ষ্য হিসেবে হজরত আবু উমামা (رضي الله عنه) থেকে ছহীহ্ রেওয়াত রয়েছে।"[১৯৮৭]

সুবহানাল্লাহ! ফরজ নামাজের পর 'আয়াতুল কুরছী' পাঠের কি মহান ফযিলত। আফসুছ!! ওহাবীরা সরলমনা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে বলছে ফরজ নামাজের পর কোন কিছু নেই। তাই ফরজ নামাজের পর দোয়া করা জায়েযত বটেই বরং সুন্নাতে রাসূল। তবে অনেকের প্রশ্ন হল, দোয়া করা জায়েয বটে কিন্তু ঐ দোয়া কি হাত উঠিয়ে করতে হবে নাকি হাত না উঠিয়ে করা যাবে।

নামাজের পর দোয়ায় হাত তোলা

ফরজ নামাজের পর দোয়া করার বিষয়টি মশহুর পর্যায়ের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, কারো কারো মতে 'তাওয়াতুর' পর্যায়ের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল। যেমন শারিহে বুখারী ওয়া তিরমিজি আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী লিখেন-

نعم الأدعية بعد الفريضة ثابتة كثيراً بلا رفع اليدين وبدون الاجتماع وثبوتها متواتر

-"হাত উঠানো ও ইজতেমাঈ ব্যতীত ফরজ নামাজের পরে দোয়ার বিষয়ে 'তাওয়াতুর' পর্যায়ের হাদিস রয়েছে।"[১৯৮৮]

১৯৮৪. মিশকাত তিরমিযি, মেসকাত শরীফ,

১৯৮৫. মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃ:।

১৯৮৬. মেরকাত, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃ:।

১৯৮৭. মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃ:।

১৯৮৮. আরফুশ শাজী শরহে তিরমিজি, ১ম খন্ড, ...পৃ:।

Scanned by C

অতএব, ফরজ নামাজের পর মতলকান বা শর্তহীন দোয়া অস্বীকার মূলত মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিস অস্বীকার করা নামান্তর। আর উছুল অনুযায়ী 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদিস অস্বীকার কারীর উপর কুফ্রীর ফাতওয়া বর্তায়। এখন বাকী রইল সেই দোয়ার সময় হাত তোলে দোয়া করবো নাকি শুধু মুখে দোয়া পাঠ করব। এ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর অবস্থান হল ফরজ নামাজের পর দুই হাত তোলে দোয়া করা মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত। কেননা পবিত্র হাদিস শরীফ থেকে জানা যায়, রাসূলে পাক ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম ফরজ নামাজের পর দুই হাত তোলে দোয়া করেছেন। যেমন এ বিষয়ে নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন-

হাদিস নং ১

❖ ইমাম তাবরানী (رحمه الله)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ بِدَعَوَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ

-"মুহাম্মদ ইবনে আবী ইয়াহইয়া (رحمه الله) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (رضي الله عنه) কে দেখেছি যে, তিনি এক ব্যক্তির নামাজ থেকে বের হওয়ার পূর্বে হাত উঠিয়ে দোয়া করতে দেখেন। যখন ঐ লোক নামায থেকে বের হলেন তখন বললেন: নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নামাজ থেকে বের হয়ে হাঁত তোলে দোয়া করতেন।"[১৯৮৯]

সনদ পর্যালোচনা:

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম নুরুদ্দীন হাইছামী (رحمه الله) বলেন-

وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. -"এর সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।"(ইমাম হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১৬৯পৃ. হাদিস/১৭৩৪৫)। এই হাদিসকে ইমামরা সহীহ বলার পরেও আহলে হাদিস ভাইয়েরা কোন উদ্দেশ্যে এই যঈফ প্রমাণ করতে চান মহান রব তা'য়ালাই ভাল জানেন। এই হাদিসের দুইজন রাবী বা বর্ণনাকারী নিয়ে লা-মাযহাবীদের কেউ কেউ সমালোচনা করার অপচেষ্টা করেন। যেমন:-

এক. سليمان بن الحسن العطار (সুলাইমান ইবনে হাসান আত্তার)

উনি হচ্ছেন ইমাম তাবরানীর শায়খ, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন আসমাউর রিজালবিদ তাকে যঈফ বলেননি। এই রাবী থেকে 'ছহীহ ইবনে হিব্বানে' একাধিক রেওয়াত বর্ণিত আছে।

১.ইমাম তাবারানী (رحمه الله) তাঁর 'আদ্-দোয়া, মু'জামুল আওছাত, মু'জামুল কবীর, মুসনাদে শামেঈন' গ্রন্থে একাধিক রেওয়াত বর্ণনা করেছেন।

১৯৮৯.ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/১২৯ পৃ. হাদিস/৩২৪ ও হা/১৪৯০৭; ইবনে কাসির, জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস/৬৩৯৪; মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/১০০ পৃ.; হাইছামী, মাজমাউয

২. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (رحمه الله) তাঁর 'হিলয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে এই রাবী থেকে রেওয়াত বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম বায়হাক্বী (رحمه الله) তদীয় 'শুয়াইবুল ঈমান' গ্রন্থে এই রাবী থেকে রেওয়াত বর্ণনা করেছেন।

৪. আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) তাঁর 'ইত্তেহাফু মিহরাত' গ্রন্থে এই রাবীর অনেক গুলো রেওয়াত উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করেননি।

৫. এমনকি স্বয়ং নাছিরুদ্দিন আলবানী তার 'তালিকাত হাছান আলা ছাহি ইবনে হিব্বান' গ্রন্থে একাধিক স্থানে 'সুলাইমান ইবনে হাছান আত্বার' এর রেওয়াতকে صَحِيحٌ ছহীহ বলেছেন। যেমন দেখুন ঐ কিতাবের হাদিস নং ৪৪১৯, ৪১৮২, ৩৭১৮, ৫৮০১, ৫০৩৩,...। এবার দেখবো কেহ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন কিনা। আসমাউর রিজালের গ্রন্থে রয়েছে-

قال السهمي: سألت أبا محمد بن غلام الزهري عن سليمان بن الحسن أبي أيوب العطار البصري؟ فقال: هو ثقة

-"সাহমী বলেন, আমি আবু মুহাম্মদ ইবনে গুলাম জুহরীকে সুলাইমান ইবনে হাসান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে অতঃপর তিনি বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"(মুয়াস্সাতু আকওয়ালু আবিল হাসান দারাকতুনী ফি রিজালিল হাদিস, ১/২৯৭ পৃ. ক্রমিক. ১৫১৫)

তিনি আসমাউর রিজালের গ্রন্থে আরও উল্লেখ রয়েছে-

وقال السهمي: سألت لدارقطني عن أبي أيوب سليمان بن الحسن العطار البصري؟ فقال: لا بأس به

-"সাহমী বলেন, আমি ইমাম দারাকুতনী (رحمه الله) কে সুলাইমান ইবনে হাসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে অতঃপর তিনি বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"(মুয়াস্সাতু আকওয়ালু আবিল হাসান দারাকতুনী ফি রিজালিল হাদিস, ১/২৯৭ পৃ. ক্রমিক. ১৫১৫)

দুই. الفضيل بن سليمان (ফাদ্বিল ইবনে সুলাইমান)

➤ এই রাবী সম্পর্কে কুখ্যাত তাহকিককারী নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেছেন তার রেওয়াত যঈফ। অথচ ছহীহ্ বুখারী ও মুসলীমে তার বর্ণিত ৮টি রেওয়াত রয়েছে। যেমন ছহীহ্ বুখারীর হাদিস নং ২৫২৫, ৩১৫২, ৪৩০৭, ৪৪৬৮, ৪৯৩৬, ৬৪১৪ ও ৭৩২৭ এবং ছহীহ্ মুসলীম শরীফের হাদিস নং ২০৬৫।

➤ বুখারী শরীফে মোট ৭টি রেওয়াত রয়েছে এবং মুসলীম শরীফে তার থেকে ১টি রেওয়াত রয়েছে। বলুন বুখারী ও মুসলীমের এই ৮টি হাদিস কি যঈফ?!

➤ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كتاب (الثقات) -"ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمه الله) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"

➤ ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) তার বর্ণিত রেওয়াতকে حَسَنٌ صَحِيحٌ (হাছান-ছহীহ) বলেছেন। দেখুন তিরমিজি শরীফ হাদিস নং ৩৮৫৬ ও ৩৯২৬।

Scanned by C

➤ ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রহ.) তার রেওয়াতকে صَحِيحٌ ছহীহ্ বলেছেন, দেখুন 'মুস্তাদরাকে হাকেম' হাদিস নং ৮৬।

অতএব, উক্ত দুইজন রাবীর বর্ণিত রেওয়াত ছহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা রইল না। তাই নামাজের পরে দুই হাত উঠিয়ে মোনাজাত করার বিষয়ে রেওয়ায়েত বুখারী-মুসলীমের শর্ত অনুযায়ী সম্পূর্ণ صَحِيحٌ ছহীহ্।

অতএব, এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং দ্বীনের নবী রাসূলে পাক (ﷺ) নামাজ থেকে বের হওয়ার পরে হাঁত তোলে দোয়া করেছেন। তাই নামাজের পর হাত তোলে দোয়া স্বয়ং রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত।

হাদিস নং ২

❖ এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشَّعُ، وَتَضَرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ.

-"হজরত ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেনঃ নামাজ হল দু'রাকাত দু'রাকাত করে, প্রতি দু'রাকাত পরে আছে তাশাহুদ, নামাজে আছে খুশু-খুজু, ধীর-স্থীর ভাবে তা আদায় করবে অত:পর দুই হাঁত উচু করবে। দুই হাঁত উপরে উঠিয়ে ভিতরের দিক চেহারার সামনের দিকে রেখে বলবে: হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! আর যে ব্যক্তি এ কাজ গুলো করবে না তার নামাজ হবে লেজকাটা।"[১৯৯০]

সনদ পর্যালোচনাঃ

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন,

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَسَنَدُهُ حَسَنٌ. –"হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন: এর সনদ হাছান।"[১৯৯১] এই সনদে অন্যতম রাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনে না'ফে' কে অনেকে

১৯৯০ . ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, ১ম খন্ড, ৫১৯ পৃ:; ছহীহ্ তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: ৮৭ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৭৭ পৃ: হাদিস নং ৮০৫; সুনানে কুবরা লিন-নাসায়ি, হাদিস নং ৬১৮; আদ-দোয়া লিত-তাবারানী, হাদিস নং ২১০; মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৮৬৩২; মেরকাত শরহে মেসকাত, ২য় খন্ড, ৪৮৩ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭৯৯; মুসনাদে আবী ইয়ালা, ১১৭৩ পৃ: হাদিস নং ৬৭৩৮; কানজুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ২১৩ পৃ. ইমাম মিযুযী, তাহযিবুল কামাল, ৯/১১০ পৃ. ক্রমিক. ১৮৭৪, ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/৩৭৪ পৃ. ক্রমিক. ১০৪১) সনদ ছহীহ্।

মাজহুল বা অপরিচিত বানাতে চান। ইমাম মিযুযী ও ইমাম আবি হাতেম (রহ.) তার অনেক বিশ্বস্ত শায়খের নাম এবং তার থেকে বিশ্বস্ত ছাত্রদের তালিকাও প্রকাশ করেছেন; অতএব উসূলে হাদিসের নীতিমালা অনুসারী তিনি কখনই মাজহুল রাবী হতে পারেন না। (ইমাম মিযুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/২০৭ পৃ. ক্রমিক. ৩৬০৮, ইমাম আবু হাতেম, আল-জারহু ওয়া তা'দীল, ৫/১৮৩ পৃ. ক্রমিক. ৮৫৩) তিনি আরও উল্লেখ করেন- روى له الأربعة -'তার থেকে সুনানে আরবাআতে হাদিস বর্ণিত আছে।" (ইমাম মিযুযী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/২০৭ পৃ. ক্রমিক. ৩৬০৮) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) সকলের আপত্তির খণ্ডন করে লিখেন-

قلت وذكره ابن حبان في الثقات

-"আমি বলি, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ্ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৬/৫১ পৃ. ক্রমিক. ৯৮, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৭/৫৩ পৃ. ক্রমিক.৮৯৭৫)

➤ উল্লেখিত রেওয়াতটি হজরত লাইছ (রহ.) এর সূত্রে বর্ণিত, ইমাম তিরমিজি (রহ.) এর সনদ সম্পর্কে বলেন, وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، -"শু'বা (রঃ) এর রেওয়াতের চেয়ে লাইছ (রহ.) এর রেওয়ার অধিক ছহীহ্।" (তিরমিজি শরীফ)

হাদিস নং ৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَأْسُ وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَكَ وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَهِيَ خِدَاجٌ

-"হজরত মুত্তালিব (রাঃ) নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: নামাজ হল দুই দুই রাকাত করে, প্রতি দুই রাকাত পরে আছে তাশাহুদ, এতে রয়েছে ধীর স্থিরতা নম্রতা, অত:পর দুই হাত উচু করবে এবং বলবে: আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা..। যারা এরূপ এরূপ করবেনা তাদের নামাজ হবে লেজকাটা।"[১৯৯২]

উক্ত হাদিসদ্বয়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, প্রিয় নবীজি (ﷺ) নামাজের পর দোয়া করার সময় দুই হাঁত উচু করার নির্দেশ দিয়েছেন,

যেমন: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، -"দুই হাঁত উপরে উঠিয়ে ভিতরের দিক চেহারার সামনে রাখবে।" আরেক রেওয়াতে আছে وَتُقْنِعُ يَدَكَ -"দুই হাত উচু

১৯৯২ . মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭৫২৩; মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালুসী, হাদিস নং ১৪৬৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১২৯৬; সুনানে কুবরা লিন-নাসায়ী, হাদিস নং ৬১৯; শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস নং ১০৯২; সুনানে দারে কুতনী, হাদিস নং ১৫৪৮; সুনানে কুবরা লিল-বায়হাকী, হাদিস নং ৪২৫২

Scanned by C

করবে।" আর এই দোয়া সকল নামাজের পরেই প্রমাণিত হবে। কারণ এখানে ... (আছ-ছালাত) শব্দটি مُطْلَقًا মত্বলকান বা শর্তহীন ভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাই এ ... দ্বারা প্রত্যেক নামাজের পরে হাত উঠিয়ে দোয়া প্রমাণিত হবে।

সুতরাং রাসূলে পাক (ﷺ) এর ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণ হল, নামাজের পর হা... উঠিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা জায়েয বরং আল্লাহর নবী (ﷺ) এর শিক্ষা। ... হাদিসের সনদেও 'আব্দুল্লাহ ইবনে না'ফে' রয়েছেন; আর তিনি সিকাহ্ ব... আলোকপাত করেছি।

অতএব, স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেল নামাযের পর দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া ক... আল্লাহর হাবীব (ﷺ) এর শিক্ষা। অথচ ওহাবীরা বলে নামাজের পর হাত উঠিয়ে ... করা বিদয়াত! (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত করুক। আমিন!

হাদিস নং ৪

❖ এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

...أبي ثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ...بِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ ...لَ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلَمَةَ بْنَ ...، وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا مِنْ أَيْدِي ...الْكُفَّارِ

-"হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সালামে... দুই হাঁত উচু করতেন, আর তখন তিনি কেবলামুখী ছিলেন। অতঃপর (দো... বলতেন: "আল্লাহুম্মা খাল্লিছ ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ ওয়া আইয়াস ইবনে আবী র... ওয়া সালামাতা ইবনে হিশাদ ওয়া দ্বায়াফাতাল মুসলিমিনা আল্লাজিনা লা ইয়াস... হিয়ালাতান ওয়ালা ইয়াহতাদুনা ছাবিলা মিন আইদিল কুফ্ফার।"[১১৯৩]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসের সনদটিও সহীহ। এই সনদের 'আব্দুল ওয়ারিস'... মূল নাম হল (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ذَكْوَانَ) আব্দুল ওয়ারিশ ইবনু সাঈদ ইবনে যাকওয়ান রয়েছেন। যার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন- ...الحَافِظُ। -"তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, দৃঢ় রাবী, হাফেযুল হাদিস।" (ইমাম যা... সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৩০০ পৃ. ক্রমিক. ৮০) তিনি আরও উল্লেখ করেন- ...عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، ......وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ

-"তিনি হাদিস শুনেছেন, ইয়াযীদ রিকশী, আইয়্যুব সিখতিয়ানী.....এবং আলী ই... যায়েদ (رحمه الله) হতে।"(ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৩০০ পৃ. ...

১১৯৩. তাফছিরে ইবনে আবী হাতেম, ৩/১০৪৮ পৃ. হাদিস/৫৮৭২; মুসনাদে বাজ্জার; তুহফাতুল আহওয়াজী ... ২য় খণ্ড, ১৭০ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, সূরা নিসা: ৯৭-১০০ আয়াতের তাফছির

৮০) অপরদিকে এই রাবী হলেন সিকাহ্ এবং সিহাহ্ সিত্তার রাবী। এই সনদে অন্যতম রাবী 'আবু মা'মার' যার মূল নাম (الْمُقْعَدُ الْمِنْقَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ) মুক্বআদ মিনকারীও সিকাহ্ এবং সিহাহ সিত্তার রাবী। (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৬২২ পৃ. ক্রমিক. ২১৪) আর রাবী আলী ইবনে যায়েদ এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সামনের ৫নং হাদিসে আলোচনা করা হবে।

হাদিস নং ৫

এই হাদিসটি অন্য শব্দে এভাবে রয়েছে যেমন ইমাম আহমদ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَوْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ اللَّهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيدَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

-"হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রত্যেক জোহর নামাজের পর এই দোয়া করতেন: "আল্লাহুম্মা খাল্লিছ ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ ওয়া আইয়াস ইবনে আবী রবিয়া ওয়া সালামাতা ইবনে হিশাদ ওয়া দ্বায়াফাতাল মুসলিমিনা মিন আইদিল মুশরিকিনা আল্লাজিনা লা ইয়াসতাতিউনা হিয়ালাতান ওয়ালা ইয়াহতাদুনা ছাবিলা।"[১১৯৪]

হাদিসের সারমর্ম: সুতরাং উপরে উল্লেখিত দু'টি রেওয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফরজ নামাজের পর হাঁত উঠিয়ে দোয়া করতেন। তাই ফরজ নামাজের পর হাত তোলে দোয়া করা সুন্নাতে রাসূল। সর্বোপরি দোয়া সময় হাঁত উত্তোলন করা রাসূল (ﷺ) এর আরেকটি গুণ ছিল। কারণ তিনি যখন'ই দোয়া করতেন তখনই হাঁত উত্তোলন করে করতেন বলে জানা যায়।

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসের সনদটি সহীহ। মুসনাদে আহমাদের তাহকীককারী শায়খ শুয়াইব আরনাউত বলেন (صحيح) এই সনদটি সহীহ। (আরনাউত, তাহকীক, মুসনাদে আহমদ, ১৫/১৬২ পৃ. হা/৯২৮৫, মুয়াসসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন)। এই সনদের অন্যতম রাবী 'আলী ইবনে যায়েদ' কে নিয়ে আপত্তি তুলছেন। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) তার জীবনরি শুরুতেই বলেন-

أَحَدُ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِهِ.

-"তিনি তার যামানায় অন্যতম জ্ঞানের আধার ছিলেন।"(ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৭০৭ পৃ. ক্রমিক. ২০৪) তিনি আরও উল্লেখ করেন- وَثَّقَهُ: شُعْبَةُ -"তার

১১৯৪. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৯২৮৫; তাফছিরে তাবারী, ৭ম খণ্ড, ৩৮৯ পৃ:; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ২য় খণ্ড, ৬৪৮ পৃ:; মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২য় খণ্ড, ১৭০ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, সূরা নিসা: ৯৭-১০০ আয়াতের তাফছির

Scanned by C

থেকে ইমাম শুবা (রহ.) হাদিস গ্রহণ করতেন।"(ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৭০৭ পৃ. ক্রমিক. ২০৪) মুহাদ্দিসগণ একমত যে ইমাম শু'বা (রহ.) যঈফ রাবী থেকে বর্ণনা করতেন না। আল্লামা মুগলতাই বলেন- ووثقه جماعة -"এক জামাত ইমামগণ তাকে সিকাহ বলেছেন।"(আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/৩২৩ পৃ. ক্রমিক. ৩৭৮৬) যাহাবী উল্লেখ করেন- وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَدُوقٌ. -"ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেন, তিনি সত্যবাদী।" (ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৭০৭ পৃ. ক্রমিক. ২০৪, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৭/৩২৩ পৃ. ক্রমিক. ৫৪৪, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/৪৩৮ পৃ. ক্রমিক. ৪০৭০) তিনি আরও উল্লেখ করেন- وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ -"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতাম।"(ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৭০৭ পৃ. ক্রমিক. ২০৪) উক্ত রাবীর বিষয়ে যাই বলি না কেন সকল আসমাউর রিজালবিদ একমত যে তিনি সহীহ মুসলিমের রাবী। (ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৭/৩২২ পৃ. ক্রমিক. ৫৪৪) তাই তাকে যঈফ বলা সহীহ মুসলিমের হাদিসের দিকে হাত দেওয়ার শামিল। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাহ, ৯/১০৩ পৃ.) ইমাম ইজলী (ওফাত. ২৬১হি.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়ে বলেন- لا بأس به. "তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।" (ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ২/১৫৪ পৃ.ক্রমিক. ১২৯৮, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৭/৩২৩ পৃ. ক্রমিক. ৫৪৪, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/৪৩৮ পৃ. ক্রমিক. ৪০৭০) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন- قال يعقوب بن شيبة ثقة صالح الحديث -"ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ, হাদিস বর্ণনায় একজন সৎ ব্যক্তি।" (ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৭/৩২৩ পৃ. ক্রমিক. ৫৪৪, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২০/৪৩৮ পৃ. ক্রমিক. ৪০৭০) আল্লামা মুগলতাঈ (রহ.) বলেন- وقال الساجي: كان من أهل الصدق -"ইমাম সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদি ছিলেন।" (আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/৩২৩ পৃ. ক্রমিক. ৩৭৮৬) তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال الطوسي: صدوق -"ইমাম তূসী বলেন, তিনি সত্যবাদী।" তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وذكره ابن خلفون في كتاب الثقات وقال: عابدا ورعا صدوقا

-"ইমাম ইবনে খালফুন তাকে সিকাহ রাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তিনি ছিলেন আবেদ, দুনিয়াবিমুখ, সত্যবাদী।" তবে কেহ কেহ বলেছেন যে তিনি শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি সমস্যা হয়েছিল। আমি বলি তারপরও সামগ্রীক বিচারে ইমাম যাহাবী (রহ.) তার আরেক গ্রন্থে উল্লেখ করেন- حسن الحديث -"তার হাদিসের মান 'হাসান' পর্যায়ের।" (ইমাম যাহাবী, দিওয়ানুল দ্বুআফা, ১/২৮৩ পৃ. ক্রমিক. ২৯২৬) ইমাম তিরমিযিও তার হাদিসকে হাসান বলেছেন। (সুনানে তিরমিযি, ৪/৩৪৩ পৃ. হা/২৬৭৮)

হাদিস নং ৬

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়া রয়েছে,

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَدِيبَوَيْهِ، ثنا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْبَالِسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَالِسِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِلَهِي وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِلَهَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دَعْوَتِي فَإِنِّي مُضْطَرٌّ وَتَعْصِمَنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلًى وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّي مُذْنِبٌ وَتَنْفِيَ عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مُتَمَسْكِنٌ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ

"হজরত আনাস (রাঃ) নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন: যখন কোন বান্দা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে দুই হাত প্রসারিত করে বলে: "হে আল্লাহ! আপনি আমার ও ইব্রাহিম, ইসহাক্ব ও ইয়াকুবের ইলাহী। জিব্রাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিলেরও এলাহী। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি আমার সাড়া দিন।..... তখন আল্লাহ পাকের জন্য আবশ্যক হয়ে যায় তার দুই হাত খালি না ফিরাতে।"[১১১৫]

হাদিসের সারমর্ম: এই হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে প্রত্যেক নামাজের পর হাত প্রসারিত করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য, এতেই মহান আল্লাহ পাক নিশ্চিত ঐ দোয়া কবুল করবেন। হজরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) এর রেওয়াত এবং এই রেওয়াত একত্রে করলে বুঝা যায়, ফরজ নামাজের পরে হাত তোলে দোয়া করলে ঐ দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চত গ্যারান্টি রয়েছে।

সনদ পর্যালোচনা: আহলে হাদিস মোবারকপুরী এই সনদটি নিয়ে 'আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুর রাহমান' কে আপত্তিকর বানিয়ে এটিকে যঈফ প্রমাণ করার হীন চেষ্টা করেন।[১১১৬] অথচ উক্ত রাবী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন- الإِمَامُ، الحَافِظُ -"তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, হাফেযুল হাদিস।" (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২০/৫১৮ পৃ.) তবে তার হাদিসের মান 'হাসান' পর্যায়ের, কেননা ইমাম নাসাঈ, ইমাম আহমদ তাকে কিছুটা দুর্বলতার ইঙ্গিত করেছেন। (ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৪/২১১ পৃ.) তাই উপরের সনদগুলো এই সনদকে শক্তিশালী করেছে। ইতিপূর্বে আমরা অনেক হাদিসে পাক থেকে জানতে পারলাম যে রাসূল (ﷺ) ফরয নামাযের পরে দোয়া করেছেন, অনেক হাদিসে দেখতে পাচ্ছি তিনি ফরয নামাযের পরে সরাসরি দুই হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন। এবার আমরা দেখবো যে রাসূল (ﷺ) দোয়ার ক্ষেত্রে তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন কিনা।

১১১৫. ইবনে সুন্নী কৃত: আমালু ইয়ামি ওয়া লাইলাতি, হাদিস নং ১৩৮; মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/১৭১ পৃ:।

১১১৬. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/১৭১ পৃ:।

Scanned by C

হাদিস নং ৭

❖ যেমন ছহীহ্ হাদিসে আছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ

-"হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দুই হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন।"[১৯৯৭]

হাদিস নং ৮

❖ এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ

-"হজরত আবী বারজা আসলামী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দোয়ার সময় দুই হাঁত উচু করতেন।"[১৯৯৮]

হাদিস নং ৯

❖ এ সম্পর্কে অপর রেওয়াতে আছে,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ

-"হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) দোয়ার সময় হাঁত উঁচু করে দোয়া করতেন।"[১৯৯৯]

সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) দোয়া করলে হাঁত উঠিয়েই দোয়া করতেন। অতএব দোয়ার সময় হাত তোলা রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত। উভয় হাদিসের আলোকে বলা যায় ফরজ নামাজের পরের দোয়া নিশ্চয় নবী করিম (ﷺ) হাঁত উঠিয়ে করতেন। এমনি তিনি উম্মতকে হাত উঠিয়ে দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

হাদিস নং ১০

❖ এ বিষয়ে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ، أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُونِيَّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ

-"হজরত মালেক ইবনে ইয়াছার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যখন তোমরা আল্লাহর নিকট কিছু চাও তাহলে তোমাদের দুই হাতের পেট দ্বারা প্রার্থনা কর।"[২০০০]

সনদ পর্যালোচনা:

শায়খ নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেন, قلت: وهذا إسناد جيد - "আমি বলি এর সনদ অতি-উত্তম।"[২০০১]

হাদিসের সারমর্ম: অতএব, দোয়া করার সুন্নাত হল, দুই হাত উচু করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। এই নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং দ্বীনের নবী রাসূলে পাক (ﷺ)। তাই প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর শিক্ষা বাদ দিয়ে বাতিলপন্থীদের পথে চলা চরম পথভ্রষ্টতা বৈ কি?

হাদিস নং ১১

❖ এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ

-"হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন: যখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন দুই হাতের তালু দ্বারা প্রার্থনা করবে।"[২০০২] এই হাদিসের সনদ নিয়ে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের....পৃষ্ঠায় আলোকপাত করা হয়েছে।

হাদিস নং ১২

❖ এ বিষয়ে আরেক রেওয়াতে আছে,

عَنْ أَبِي مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ

-"হজরত আবী মুহারিজ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন দুই হাতের তালু দ্বারা প্রার্থনা করবে।"[২০০৩]

হাদিস নং ১৩

❖ এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করা যায়,

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ

-"হজরত আবু বাকরা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তোমরা হাতের তালু দ্বারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর।"[২০০৪]

১৯৯৭. ছহীহ্ বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৯৩৮ পৃঃ; ছহীহ্ মুসলীম হাদিস নং ৮৯৫; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৮৭৭; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৩১৮৭; দাওয়াতুল কবীর, হাদিস নং ৩০৮; মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হাদিস নং ৩৫০২; বায়হাক্বী শরীফ, হাসি নং ৬৪৪৬; মেসকাত শরীফ, ১৯৬ পৃঃ; সুনানে কুবরা লিন-নাসাঈ, হাদিস নং ১৪৪১; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খন্ড, ১৩২ পৃঃ; ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ১৫৬ পৃঃ)।

১৯৯৮. মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৭৩৩৬; মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হাদিস নং ৭৪৪০

১৯৯৯. সুনানে কুবরা লিন-নাসাঈ, হাদিস নং ১৮৩৪; মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৭৩৩৭; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪৫৭; মুসনাদে ইসহাক্ব ইবনে রাহবিয়া হাদিস নং ৯৮ মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ...

২০০০. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস/১৪৮৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৪৮ পৃঃ; মিশকাত শরীফ, ১৯৫ পৃঃ হাদিস নং ২২৪২; মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেশকাত, ৫/১২৬ পৃঃ; আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/২৩৮ পৃঃ মোত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ২/৩৮ পৃঃ, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/১৬৯ পৃঃ হাদিস/১৭৩৪৬।

২০০১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহাহ, হাদিস/৫৯৫।

২০০২. মুস্তাদরাক লিল হাকেম, হাদিস/১৯৬৮।

২০০৩. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ২৯৪০৫

Scanned by C

ইমাম হাইছামী (রহ.) এই সনদ প্রসঙ্গে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) হাদিসটি সংকলন করেছেন, এই হাদিসের সমস্ত রাবী সহীহ বুখারীর রাবী তবে আম্মার ইবনে খালেদ আল-ওয়াসেতী ছাড়া, তবে তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২০০৫]

হাদিসের সারমর্মঃ এই হাদিস গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়, দোয়া করতে হলে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া করতে হবে, আর এই নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহর হাবীব (ﷺ)। ফরজ নামাজের পরে দোয়া সেটাওত দোয়া, এ কারণে আল্লাহর নবী (ﷺ) এর শিক্ষা অনুযায়ী ঐ দোয়া দুই হাত উঠিয়েই দোয়া করতে হবে। কারণ প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেনঃ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ (ফাছ্আলো বিবুতুনী আকুফ্ফিকুম) অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে চাইতে হলে তোমাদের হাঁতের পেট দ্বারা প্রার্থনা কর।[২০০৬]

হাদিস নং ১৪

❖ এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়াত রয়েছে,

حديث عبد الله بن عمرو إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال اللَّهُمَّ أمتي

-"হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه) বলেন, নিশ্চয় যখন রাসূল (ﷺ) হজরত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) ও ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর কথা বললেন, অতঃপর দুই হাঁত উঠিয়ে বললেন হে আল্লাহ আমার উম্মত।"[২০০৭]

হাদিস নং ১৫

❖ এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত রয়েছে,

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ يَدْعُو

-"হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া করতে দেখেছি।"[২০০৮]

সনদ পর্যালোচনাঃ এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রহ.) বলেন,

رَوَاهُ أَحْمَدُ بِثَلَاثَةِ أَسَانِيدَ، وَرِجَالُهَا كُلُّهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ

-"ইমাম আহমদ (রহ.) ৩টি সনদে বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেকটির বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।"[২০০৯]

হাদিস নং ১৬

❖ এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস আছে,

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِعَرَفَةَ وَيَدَاهُ إِلَى صَدْرِهِ كَاسْتِطْعَامِ الْمِسْكِينِ

-"হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে আরাফার ময়দানে হাঁত তুলে দোয়া করতে দেখেছি, আর তখন তাঁর হাঁত মোবারক বুকের কাছে ছিল খাবার প্রার্থনার মিছকীনের মত।"[২০১০]

হাদিস নং ১৭

❖ এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে উল্লেখ আছেঃ

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ

-"রাসূলে পাক (ﷺ) কে দেখলাম দুই হাঁত উঠিয়ে উছমান (رضي الله عنه) এর জন্য দোয়া করছেন।"[২০১১]

হাদিস নং ১৮

❖ যেমন আরেক রেওয়াতে আছে,

وَعَنْ سهل بن سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ يَجْعَلُ أصبعيه حذاء منكبيه وَيَدْعُو

-"হজরত সাহল ইবনে সাদ (رضي الله عنه) বলেনঃ নবী করিম (ﷺ) আপন অঙ্গুলী কাঁধ বরাবর রেখে দোয়া করতেন।"[২০১২]

সনদ পর্যালোচনাঃ এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রহ.) বলেন, هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"

হাদিস নং ১৯

❖ দোয়া করা নিয়ম প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا

-"হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়ার নিয়ম হল তুমি তোমার দুই হাঁত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে অথবা অনুরূপ।"[২০১৩]

২০০৪. তাবরানী: মু'জামুল আওসাত, হাদিস নং [illegible]
২০০৫. ইমাম হাইছামী, মাজমাউজ যাওয়াইদ, ১০/১৬৯ পৃ. ৪/১৭৭৫৫।
২০০৬. ইমাম হাইছামী, মাজমাউজ যাওয়াইদ, ১০/১৬৯ পৃ. ৪/১৭৭৫৫।
২০০৭. ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১/১৪৭ পৃ.।
২০০৮. মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১/১৪৭ পৃঃ ইমাম হাইছামী, মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৭৩৫৩। সনদটি সহীহ।

২০০৯. ইমাম হাইছামী, মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাদিস/১৭৩৪৫।
২০১০. [illegible] হাদিস নং [illegible] ইমাম হাইছামী, মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাদিস নং [illegible]
২০১১. [illegible], হাদিস নং [illegible], [illegible] ১৪ খণ্ড, [illegible] পৃ. ইমাম [illegible] শরহে বুখারী, ১১/[illegible] খণ্ড, ১৫৫ পৃ.।
২০১২. [illegible], হাদিস নং [illegible]; [illegible], ১১২ পৃ. হাদিস নং [illegible]
[illegible]

হাদিস নং ২০

❖ এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে-

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

-"হজরত ছালমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল ও দাতা; তাঁর কোন বান্দা তাঁর কাছে দুই হাঁত উঠালে তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।"[২০১৪]

হাদিস নং ২১

❖ যেমন আরেক হাদিসে আছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا

-"হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল ও দাতা; তাঁর কোন বান্দা তাঁর কাছে দুই হাঁত উঠালে তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।"[২০১৫]

হাদিস নং ২২

❖ এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত রয়েছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَهُ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْرًا حَتَّى يَجْعَلَ فِيهَا خَيْرًا

-"হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল ও দাতা; তাঁর কোন বান্দা তাঁর কাছে দুই হাঁত উঠালে তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। এমনকি এতে সে কল্যাণ নির্ধারিত হয়।"[২০১৬]

সুতরাং রাসূলে পাক (ﷺ)এর হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, দোয়ার সময় হাঁত উঠানো স্বয়ং রাসূলে পাক (ﷺ) এর সুন্নাত বরং আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় এবং দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম কারণ। তাই দোয়া কবুলিয়াতের জন্য দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া করা উচিৎ নয় কি?

২০১৩. খতিব তিবরিযি, মিশকাত শরীফ, ১৯৬ পৃ: হাদিস/২২৫৬; মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খণ্ড, ১৩২ পৃ:; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৪৮৯)।

২০১৪. ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৮৭৬; বায়হাক্বী তাঁর দাওয়াতুল কবীরে; মেসকাত শরীফ, ১৯৫ পৃ: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খণ্ড, ১২৭ পৃ:; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৪৮৮; তিরমিযি শরীফ, হাদিস নং ৩৫৫৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৭৫ পৃ: হাদিস নং ৩৮৬৫; ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খণ্ড, ১৪০ পৃ.। এর সনদ বিশুদ্ধ।

২০১৫. মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ১৩৫৫৭

হিজরী ১১শ শতাব্দির মোজাদ্দেদ, বিশ্ব বিখ্যাত ফকিহ্ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) [ওফাত ১০১৪ হিজরী] উল্লেখ করেন-

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ دُعَاءٍ

-"নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) প্রত্যেক দোয়া দুই হাঁত উঠিয়ে করতেন।"[২০১৭]

সুতরাং রাসূলে পাক (ﷺ) এর হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় দোয়ার সময় দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া করতে হবে।

সুতরাং দোয়ার সময় দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব-সুন্নাত, কারণ দোয়ার সাথে হাঁত উঠানোর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: وعن بن عباس أن هذه صفة الدعاء -"অবশ্যই দোয়ার ছিফাত বা গুণ হল হাঁত উঠানো।"[২০১৮]

সুতরাং দোয়ার সময় দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব-সুন্নাত। তাই ফরজ নামাজের পর দোয়া করা সুন্নাত এবং ঐ দোয়ার সময় দুই হাঁত উঠানো আরেকটি সুন্নাত ও সওয়াবের কাজ। তাই ফরজ নামাজের পর দোয়া একটি সুন্নাত এবং দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া করা আরেকটি সুন্নাত। সবশেষে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, সম্মিলিত ভাবে দোয়া করা জায়েয কিনা? এই প্রশ্নের জবাবে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) হাদিস তুলে পেশ করবো।

দলবদ্ধভাবে দোয়া করার দলিল

বর্তমানের আহলে হাদিস বড় শায়খরা দলবদ্ধ দোয়া করাকে বিদ'আত বলে অপপ্রচার করে থাকেন, তাই তাদের জবাবে কিছু লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

হাদিস নং ২৩ : এ বিষয়ে আরেক হাদিসে রয়েছে-

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، ثنا أَبِي ثنا أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا

-"হজরত সালমান ফারছী (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যখন কোন সম্প্রদায় তাদের হাঁতের অগ্রভাগ আল্লাহর দরবারে কোন কিছু প্রার্থনার জন্য উচুঁ করে, তখন আল্লাহর জন্য আবশ্যক হয়ে যায় যে, যা প্রার্থনা করে তা দেওয়া।"[২০১৯]

২০১৭. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খণ্ড, ১৩২ পৃ:।

২০১৮. ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খণ্ড, ১৫৬ পৃ:।

২০১৯. ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীরে, হাদিস/৬১৪২; ইমাম সুয়ুতি, জামেউস সগীর, হাদিস/১১৮৫৪; ইমাম সুয়ুতি, জামেউল আহাদিস, হাদিস/২০০৮০; মানাভী, আত্ তায়ছির শরহে জামেউছ ছাগির, ২য় খণ্ড, ৩৫০ পৃ; মুসনাদে ইয়াত, হাদিস/২৮১৫; ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, হা/১৭০৪১; সান'আনী, আত্ তানভীর শরহে জামেউস সাগির

সনদ পর্যালোচনা: ১.এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রহমাতুল্লাহি) বলেছেন-

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح

-"ইমাম তাবারানী (রহমাতুল্লাহি) বর্ণনা করেছেন এবং ইহার সকল বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ।"

২. এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে ইমাম মানাভী (রহমাতুল্লাহি) বলেন:

عن سلمان الفارسي ورجاله رجال الصحيح -"হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে, সকল বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারীর ন্যায় বিশুদ্ধ।"[২০২১]

৩.এই হাদিস সম্পর্কে কুখ্যাত তাহকিক কারী নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেন:

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال (الصحيح)

-"আমি (আলবানী) বলি: এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ।"[২০২২]

হাদিস নং ২৪

❖ সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করার বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করা যায়,

حدثنا بشر بن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا ابن لهيعة، حدثني ابن هبيرة، عن حبيب بن مسلمة الفهري، وكان مجاب الدعوة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم، ويؤمن البعض، إلا أجابهم الله

-"হজরত হাবীব ইবনে মাছলামাহ ফিহরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক (ﷺ) কে বলতে শুনেছি: একটি দল যখন একত্রিত হয়ে দোয়া করে এবং কতিপয় ব্যক্তি আমিন বলে, তখন নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন।"[২০২৩]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম নুরুদ্দীন হায়ছামী (রহমাতুল্লাহি) বলেন,

ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث

-"এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ শুধু 'ইবনে লাহিয়া' ব্যতীত, তবে তার হাদিসটি 'হাসান' বা সুন্দর।"[২০২৪]

অতএব, এই হাদিস গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজের পরে কিংবা যেকোন সময় সম্মিলিত ভাবে দোয়া করলে দোয়া ১০০ শত ভাগ কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করে। তাই ফরজ নামাজের পর দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ পাক ঐ দোয়া নিশ্চিত কবুল করবেন কারণ ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুলের গ্যারান্টি আছে, যা ইতিপূর্বে অনেক হাদিসে পাক উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি দলবদ্ধ ভাবে দোয়া করলে এরূপ দোয়া

২০২০ . হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস/১৭৩৪১।

২০২১ . মানাভী, আত্ তায়সির শরহে জামেউস সাগির, ২য় খন্ড, ৩৫০ পৃ:।

২০২২ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বয়ীফাহ, হাদিস/৫৯৪৮।

২০২৩ . মুস্তাদরাকলিল হাকেম, হাদিস/৫৪৭৮; ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস/৩৫৩৬; মুনযিরী, আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খন্ড, ২০৯ পৃ:; মুত্তাকী হিন্দী, কানজুল উম্মাল, হাদিস/৩৩৫৭; ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১/২০০ পৃ:; ইমাম কাস্তাল্লানী, ইরশাদুছ ছারী শরহে বুখারী, ৯/২২৬ পৃ:; ইমাম আইনী...

কবুল হওয়ার ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা রয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নের আরেকটি হাদিসটি লক্ষ্যণযোগ্য:-

হাদিস নং ২৫

সহীহ হাদিসে উল্লেখ আছে আল্লাহর নবী হজরত মূসা (আলাইহিস সালাম) দোয়া করতেন এবং হজরত হারুন (আলাইহিস সালাম) ঐ দোয়ায় 'আমিন' বলতেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন-

نا محمد بن معمر القيسي، نا أبو عامر، وثنا محمد بن معمر أيضا ثنا حرمي بن عمارة، عن زربي مولى لآل المهلب عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... وأعطاني التأمين ولم يعطه أحدا من النبيين قبل إلا أن يكون الله أعطى هارون، يدعو موسى ويؤمن هارون

-"হজরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন:.... আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে 'আমিন' দান করেছেন যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি, তবে হজরত হারুন (আলাইহিস সালাম) ব্যতীত। হজরত মূসা (আলাইহিস সালাম) দোয়া করতেন আর হারুন (আলাইহিস সালাম) 'আমিন' বলতেন।"[২০২৫]

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, একজন দোয়া করবেন আর বাকী সকলে 'আমিন' বলবেন এরূপ দোয়া তথা সম্মিলিত দোয়া করা হজরত মূসা (আ.) ও হজরত হারুন (আ.) এর সুন্নাত।

একটি কু-যুক্তি ও তার জবাব

অনেকে প্রশ্ন করেন, সালাত মানেই দোয়া, তাহলে দোয়ার পরে আবার দোয়ার কিসের প্রয়োজন? তাদের জবাবে বলব, সালাত মানেই শুধু দোয়া নয়, সালাতের মোট পাঁচটি অর্থ রয়েছে। পবিত্র কোরআনে সালাতকে জিকির বলা হয়েছে। নামাজে সূরা ও ক্বিরাত রয়েছে, এগুলো কি দোয়া? নামাজে তাকবীর, রুকু-সিজদা রয়েছে, এগুলো কি দোয়া? নামাজে তাশাহুদ, দুরুদ শরীফ ও তাসবীহ রয়েছে, এগুলো কি দোয়া? নদীর মধ্যে পানি রয়েছে, তাই বলে নদীর নাম পানি নয়, বরং নদীর নাম নদী'ই। ভাত ও তরকারী-ডালে পানি রয়েছে, তারপরেও আমরা আবার পানি পান করি, কেন?

ফরজ নামাযের পরে দোয়া করার কারণ

প্রথমত ফরজ নামাজের পরে দোয়া করলে ঐ দোয়া কবুল হওয়ার ১শত ভাগ নিশ্চয়তা রয়েছে। দ্বিতীয়ত সম্মিলিতভাবে দোয়া করলে ঐ দোয়া কবুল হওয়ার ১শত ভাগ নিশ্চয়তা রয়েছে। এছাড়াও আরো অনেক কারণ বিদ্যমান রয়েছে। নিচের হাদিস গুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন,

❖ আল্লাহর নবী (ﷺ) এরশাদ করেন:

২০২৫ . (ছহীহ্) ইবনে খুযাইমা, ২য় খন্ড, ৬৭৬ পৃ: হাদিস নং ১৫৮৬; দাওয়াতুল কবীর, হাদিস নং ৬৫৯; ফাযায়িলুল ঈমান, হাদিস নং ...

Scanned by C

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ

-"হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানী কিছুই নেই।"[২০২৬]

➢ এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানী বিষয় হল আল্লাহর কাছে দোয়া করা। তাই আমাদের বেশী বেশী দোয়া করা উচিৎ। এছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে।

❖ অন্যত্র প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

-"হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: সকল এবাদতের মগজ হল দোয়া।"[২০২৭] এই হাদিসটি 'হাসান। এ প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে।

এই হাদিস মোতাবেক সকল আমলের মগজ হল দোয়া, তাই প্রত্যেক আমল শেষ করার পর আমাদের দোয়া করা উচিৎ। এছাড়াও দোয়া করার আরো কারণ রয়েছে। যেমন,

❖ এ সম্পর্কে অপর হাদিসে আছে-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

-"হজরত নুমান ইবনে বাশির (রাঃ) নবী করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন: দোয়া একটি ইবাদত।"[২০২৮]

২০২৬. আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৭১২; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৮৭৪৮; মেসকাত শরীফ, ১৯৪ পৃঃ মুসনাদে বাযযার, হাদিস/৯৫৫৫; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৮৭০; মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৩৭০৬; হাকেম, হাদিস নং ১৮০১; দাওয়াতুল কবীর, হাদিস নং ৩; শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ১০৭১; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খণ্ড, ১২০ পৃঃ; তিরমিজি শরীফ; ইবনে মাজাহ, ২৭৫ পৃঃ)।

২০২৭. খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস/; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খণ্ড, ১২০ পৃঃ তিরমিজি শরীফ, হাদিস/৩৩৭১; আদ-দোয়া লিত্ তাবারানী, হাদিস নং ৮; মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৩১৯৬; জামেউল উছুল, হাদিস নং ৭২৩৭; তুহফাতুল আশরাফ, হাদিস নং ১৬৫; ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৬৩৮৬; কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩১১৪; কাশফুল খফা, হাদিস নং ১২৯৪)।

সনদ পর্যালোচনাঃ এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বলেন- هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -"এই হাদিস হাসান, ছহীহ্।" ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) বলেন, هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"

এখানে مُطْلَقًا মত্বলকান তথা শর্তহীন সকল দোয়াকে ইবাদত বলা হয়েছে। অতএব, অন্য হাদিস দ্বারা নিষিদ্ধতা প্রমাণ ব্যতীত সকল দোয়াই এবাদতের অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে ফরজ নামাজের পরে দোয়াও ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর কোন এবাদতের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কারো নেই।

দোয়া করার বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"আর তোমাদের রব বললেন : তোমরা আমার কাছে দোয়া (প্রার্থনা) কর আমি সাড়া দিব।"[২০২৯] এখানে শর্তহীনভাবে বলা হয়েছে দোয়া কর। সুতরাং নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত বাকী সকল সময়ই আল্লাহর কাছে দোয়া করার অনুমতি রয়েছে।

যদি ধরেও নেই সালাত'ই দোয়া, তারপরও বলব সালাতের পরে দোয়া করার নিষেধাজ্ঞা নেই। স্বয়ং আল্লাহর নবী ﷺ ফরজ নামাজের পরে দোয়া করেছেন, সাহাবীরা করেছেন। তাহলে তাঁরা কি জানতেন না যে, সালাতের পরে দোয়ার দরকার নেই? (নাউজুবিল্লাহ) পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ফরজ নামাজের পর দোয়া করার জন্য। তাহলে আল্লাহ তা'য়ালাও কি ভুল বলেছেন? (নাউজুবিল্লাহ) 'আহলে হাদিসরা' ফরজ ও সুন্নাত নামাজের মাঝে দোয়া না করার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমাদের নবী রাসূলে পাক ﷺ বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَدْعُو اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

-"হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর হাবীব ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করেনা তার উপর আল্লাহ রাগ করেন।"[২০৩০]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"

২০২৮. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালসী, হাদিস/৮৩৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস/১৮৩৫২ ও ১৮৩৮৬; আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৭১৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৮২৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস/১৪৭৯; তিরমিজি শরীফ, হাদিস/২৯৬৯; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস/৩২৪৩; সুনানে কুবরা লিন-নাসায়ী, হাদিস নং ১১৪০০; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৮৯০; আদ-দোয়া লিত্ তাবারানী, হাদিস নং ২; মু'জামুছ ছগীর, হাদিস নং ১০৪১; মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ১৯১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৮০২।

২০২৯. (সূরা গাফির: ৬০)।

২০৩০. (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৬৫৮; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৩৭৩; মেসকাত শরীফ, ১৯৫ পৃ; ইবনে মাজাহ শরীফ, ২৭১ পৃঃ; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৯৭০১; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৯৪২৫; আদ-দোয়া লিত্ তাবারানী, হাদিস নং ২৩; মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ২৪৩১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৮০৬; দাওয়াতুল কবীর, হাদিস নং ২২; শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ১০৬৫; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৬৬৫৫; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খণ্ড, ১২৩ পৃঃ)।

Scanned by C

তাই আল্লাহর গোস্বার কূপানল থেকে বাঁচতে হলে বেশী বেশী দোয়া করা উচিৎ। এতে আল্লাহর রহমত তথা করুণা লাভ করা সম্ভব। কেননা আল্লাহর নবী (ﷺ) এরূপ বলেছেন-

أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ: يَا عَمِّ أَكْثِرِ الدُّعَاءَ

-"হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর চাচাকে বললেন: ওহে চাচা! আপনি অধিক পরিমাণে দোয়া করুন।"

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (رحمه الله) বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ

-"ইমাম বুখারীর শর্তে এই হাদিস ছহীহ্।"[২০৩১]

অতএব, বেশী বেশী দোয়া করার পিছনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে রেজামন্দী নিহিত। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অধিকহারে দোয়া উচিৎ। যারা দোয়া থেকে মুসলমানদেরকে বাধা দিবে তারা নিঃসন্দেহে ইহুদী-নাছারাদের দালাল ও ইসলামের দুশমন।

ফোকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ফরয নামাযের পরে দোয়া

✡ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (رحمه الله) {ওফাত ৮৫৫ হিজরী} তদীয় কিতাবে বলেন-

فضل الذكر عقيب الصَّلَوَات لِأَنَّهَا أَوْقَات فاضلة ترتجي فِيهَا إِجَابَة الدُّعَاء.

-"নামাযের পরে যিকিরের ফযিলত রয়েছে কেননা ইহা ফজিলত লাভ ও দোয়া কবুলের সময়।"[২০৩২]

✡ 'ফাযল ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর হাদিসের ব্যাখ্যায় হিজরী ১১শ শতাব্দির মোজাদ্দেদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (رحمه الله) বলেন:

إِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَسَلِّمْ، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَيْكَ سَائِلًا حَاجَتَكَ،

-"যখন নামায থেকে বের হবেন ফলে ছালাম দিবেন তারপর আপনার হাঁত ভিক্ষুকের মত হাজত পূরণের আশায় উপরের দিকে উঠাবেন।"[২০৩৩]

✡ ইমাম বুখারী (رحمه الله) এর প্রায় সম-পর্যায়ের একজন মুহাদ্দিস ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুজাইমা (رحمه الله) {ওফাত ৩১১ হি.} এই হাদিস সম্পর্কে বলেন-

وَهَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَالدُّعَاءِ، وَالْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

২০৩১. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৯৩৯।
২০৩২. উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৩২ পৃ:।
২০৩৩. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৪৮৪ পৃ:

-"এই হাদিস দলিল হচ্ছে যে, নিশ্চয় আদেশ দেওয়া হয়েছে দুই হাঁত উচু করার ও দোয়া করতে, আর এই মাছায়ালা হল ছালামের পরের।"[২০৩৪]

✡ বিখ্যাত দেওবন্দী আলিম আল্লামা জাফর আহমদ উছমানী সাহেব বলেন,

الحاصل ان ما جرى به العرف فى ديارنا من ان الامام يدعو فى دبر الصلاة مستقبل القبلة ليس ببدعة بل له اصل فى السنة

-"মূল কথা হল, আমাদের দেশে প্রচলিত ইমাম সাহেব প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর কেবলামুখী হয়ে পরে দোয়া বিদয়াত নয়, বরং সুন্নাহ'র মধ্যে এর ভিত্তি রয়েছে।"[২০৩৫]

✡ তিনি আরো বলেন,

فثبت ان الدعاء مستحب بعد كل صلوة مكتوبة متصلا بها برفع اليدين كما هو شائع فى ديارنا وديار المسلمين

-"দুই হাত উচু করে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা মুস্তাহাব প্রমাণিত, যেমনটি আমাদের দেশে ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে।"[২০৩৬]

✡ দেওবন্দের আরেকজন বিখ্যাত আলিম মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙহীর বক্তব্য: তিনি তার এক গ্রন্থে লিখেন-

وهذا ثبت الدعاء بعد الصلوة برفع يديه كما هو معمول وانكار الجهلة عليه مردود

-"ফরয নামাজের পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করা প্রমাণিত আছে। মূর্খ ও মরদুদ লোকেরা ইহা অস্বীকার করে।"[২০৩৭]

✡ বিখ্যাত লা-মাযহাবী মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর বক্তব্য:

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِعُمُومِ أَحَادِيثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ قَالُوا إِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ مُسْتَحَبٌّ مُرَغَّبٌ فِيهِ وَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ وَأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الدُّعَاءِ

وَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الْمَنْعُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَلْ جَاءَ فِي ثُبُوتِهِ الْأَحَادِيثُ الضِّعَافُ قَالُوا فَبَعْدَ ثُبُوتِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْمَنْعِ لَا يَكُونُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِدْعَةً سَيِّئَةً بَلْ هُوَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ عَلَى مَنْ يَفْعَلُهُ

قُلْتُ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ عِنْدِي أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ جَائِزٌ لَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

২০৩৪. ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, ১ম খন্ড, ৫২০ পৃ:।
২০৩৫. জাফর আহমদ উসমানী, এ'লাউছ সুনান, ৩য় খন্ড, ২০৫ পৃ:।
২০৩৬. জাফর আহমদ উসমানী, এ'লাউস সুনান, ৩/২১১-১২ পৃ:।
২০৩৭. আল-কাউকাবুন দুররী বি'শরহে জামেউত্ তিরমিজি, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃ:।

Scanned by C

-"মোনাজাতে হাত উঠানোর ব্যাপক অর্থবোধক হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন, নিশ্চয় ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা মোস্তাহাব, এ বিষয়ে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা রাসূল (ﷺ) থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি ফরজ নামাজের পর দোয়া করেছেন, আর দোয়ায় হাত উঠানো হল দোয়ার আদব। নিশ্চয় তিনি নবী করীম (ﷺ) থেকে প্রচুর প্রমাণ পেশ করে যে, তিনি দোয়ার সময় দুই হাঁত উঠিয়েছেন, অপরদিকে ফরজ নামাজের পরে দোয়ায় হাত উঠানোর নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং একটি দুর্বল হাদিস দ্বারা ফরজ নামাজের পরে হাত উঠানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বলেন, উল্লেখিত সকল বিষয় হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকায়, ফরজ নামাজের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা বিদয়াত হবেনা। বরং এটা জায়েয এবং এরূপ আমল করলে কোন অসুবিধা হবেনা।

আমি (মুবারকপুরী) বলি: আমার নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য, নামাজের পরে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া করা জায়েয হবে এবং কেউ এরূপ আমল করলে আল্লাহ চাহেতো কোন অসুবিধা হবেনা।"[২০৩৮]

✡ এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (রহ.) [ওফাত ৬৭৬ হিজরী] লিখেন-

قد ذكرنا استحباب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عَقِبَ كُلِّ الصلوات بلا خلاف

-"অবশ্যই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইমাম, মুছল্লী অথবা এককভাবে জিকির ও দোয়া মুস্তাহাব। আর কোন রকম বিতর্ক ছাড়া প্রত্যেক নামাজের সাথে জিকির ও দোয়া মুস্তাহাব।"[২০৩৯]

✡ এ সম্পর্কে শারিহে মুসলিম ইমাম নববী (রহ.) আরো বলেন-

قال النووي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد ثبت أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه في الدعاء، ذكرت من ذلك نحو عشرين حديثاً في شرح المهذب

-"ইমাম নববী (রহ.) বলেন: অবশ্যই প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহর নবী (দঃ) দোয়ার সময় হাঁত তুলেছেন। আমি এ বিষয়ে ২০টি হাদিস 'শরহে মুহাজ্জাব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।"[২০৪০]

✡ এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ, আল্লামা কামালুদ্দিন ইবনে হুমাম (রহ.) তদীয় কিতাবে বলেন: لِأَنَّ رَفْعَهَا عِنْدَ الدُّعَاءِ مُسْتَحَبٌّ -"দোয়ার সময় দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব।"[২০৪১]

২০৩৮. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/১৭২ পৃষ্ঠা, ৩০০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়।
২০৩৯. ইমাম নববী, আল-মাজমু শরহে মুহাজ্জাব, ৩য় খণ্ড, ৪৮৮ পৃঃ।
২০৪০. আইনী, আল-বেনায়া, ৪র্থ খণ্ড, ২০৪ পৃঃ।
২০৪১. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, ১ম খণ্ড, ৪৫১ পৃঃ; এনায়া শরহে হেদায়া।

✡ দোয়ার সময় হাত উঠানো সম্পর্কে আল্লামা বুরহান উদ্দিন হানাফী (রহ.) ও ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহ.) বলেন,

لأن رفع اليدين في الدعاء سنة جاء في الحديث

-"কেননা দোয়ার সময় দুই হাত উঠানো সুন্নাত, (এ বিষয়ে) হাদিস এসেছে।"[২০৪২]

অতএব, ফরজ নামাজের পরে দোয়া করার বিষয়টি 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের তথা অকাট্য দলিলের দ্বারা প্রমাণিত আছে। তাই مُطْلَقًا মত্বলকান বা শর্তহীন ফরজ নামাজের পরে দোয়া অস্বীকার করলে কুফুরী হবে। তবে ফরজ নামাজের পরে দোয়ায় হাত তোলে দোয়া করা 'হাদিসে মশহুর' দ্বারা প্রমাণিত, যা অস্বীকার করলে পথভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হবে। আইম্মায়ে কেরাম প্রায় সকলেই বলেছেন দোয়া সময় হাত তোলা সুন্নাত ও মুস্তাহাব। রাসূলে পাক (ﷺ) এর একাধিক রেওয়াত দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় প্রিয় নবীজি (ﷺ) দোয়ার সময় হাঁত উঠিয়ে দোয়া করেছেন। যেমন হিজরী ১১শ শতাব্দির মোজাদ্দেদ, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) উল্লেখ করেন:

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ دُعَاءٍ

-"নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) প্রত্যেক দোয়া দুই হাঁত উঠিয়ে করতেন।"[২০৪৩]

সুতরাং রাসূলে পাক (ﷺ) এর হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় দোয়ার সময় দুই হাঁত উঠিয়ে দোয়া করতে হবে। তাই আসুন ফেতনাবাজদের পথ পরিহার করে রাসূলে পাক (ﷺ), সাহাবায়ে কেরাম ও ছালফে-ছালেহীনের পথ অনুসরণ করি, তবেই ত্রাণ তবেই শান্তি ও মুক্তি।

২০৪২. (হেদায়া শরহে বেনায়া?) (ছহিহুল বুখারী, ২য় খণ্ড, ১৪০; আল-বেনায়া, ২য় খণ্ড, ৪১৪ পৃঃ)।
২০৪৩. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেশকাত, ৫ম খণ্ড, ১০২ পৃঃ ২২৫৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়।

Scanned by C

নবম অধ্যায়
জুম'আর নামাযের বিবরণ

বিষয় নং. ১: জুম'আর বর্তমানের প্রথম আযান দেয়া কী অবৈধ :

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রাথমিক অবস্থায়ও জুম'আর আযান ছিল একটি, যা আমরা খুতবার পূর্বে দিয়ে থাকি। বর্তমানে প্রথম আযানটি হযরত উসমান (রাঃ) জুম'আয় লোক বেশী হওয়ায় এবং লোকজন বিভিন্ন যায়গায় বিক্ষিপ্ত থাকায় 'জাওরা' নামক স্থানে একটি অতিরিক্ত আযান বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে এই আযান সকলেই অনুসরণ করতে শুরু করেন। যা বর্তমান পর্যন্ত চালু আছে এবং উম্মাতের ইজমা হয়ে গেছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) হযরত উসমান (রাঃ) প্রথম আযান প্রবর্তনের কারণ তুলে ধরে লিখেন-

فَعَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لِيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِحُضُورِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْمَدِينَةِ وَكَثْرَةِ أَهْلِهَا.

-"হযরত উসমান (রাঃ) তা করেছিলেন যাতে মানুষেরা খুতবা শুনার জন্য উপস্থিত হতে প্রস্তুতি নিতে পারেন। যেহেতু মদিনা অনেক প্রশস্ত ও তার জনসংখ্যা অধিক ছিল।"[২০৪৪]

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন-

وذلك ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد عُثْمَان وموافقة سَائِر الصَّحَابَة بِهِ بِالسُّكُوتِ وَعدم الْإِنْكَار فَصَارَ إِجْمَاعًا سكوتيا

-"হযরত উসমান (রাঃ)-এর ইজতিহাদ এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের চুপ থাকার মাধ্যমে ঐক্যমত্য পোষণ ও তা ইনকার না করার মাধ্যমে সেটা শরয়ী দৃষ্টিকোণে তৃতীয় স্থানে (ইজমা) অতঃপর তা ইজমায়ে সুকুতী হল।"[২০৪৫] এই বিষয়ের সাহাবী সাইব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ)-এর হাদিসকে আমরা সামনে উল্লেখ করবো। এই স্পষ্ট বিষয়টিকে ঘোলাটে করার জন্য আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-"জুম'আর ছালাতের জন্য দুই আযান দেওয়ার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা সুন্নাত সম্মত নয়। জুম'আর আযান হবে একটি। ইমাম খুৎবা দেওয়ার জন্য যখন মিম্বারে বসবেন।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইজমাকে অস্বীকার করা কুফুরী যা আমি আমার লিখিত 'হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান' গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় দাবী করেছেন যে-"অনুরূপ ইমাম কুরতুবী (মৃ ৬৭১) ইমামের সামনে মিম্বরের নিকটে দেয়া প্রচলিত আযানকে বিদ'আত বলেছেন।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব কতবড় মিথ্যাবাদী তা নিম্নে আপনাদের সামনে পেশ করছি। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) কী বলেছিলেন মূলত দেখুন। তিনি হযরত উসমানের প্রথম আযানটি যে উসমান (রাঃ) আবিষ্কার করেছেন, তা যে 'বিদ'আতে হাসানা' তা ইঙ্গিত দিতে গিয়ে লিখেছেন-

২০৪৪ .ইমাম কুরতুবী, আল-আহকামুল কোরআন, ১৮/১০০পৃ. , সূরা জুম'আ, আয়াত, ৯

২০৪৫ .ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী. ৬/২১১প.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَأَمَّا الْأَذَانُ الْأَوَّلُ فَمُحْدَثٌ

-"ইমাম মাওয়ারীদী (রহঃ) বলেন, বর্তমানের প্রথম আযানটি হল মুহদাস বা পরে আবিষ্কৃত (বিদ'আতে হাসানা)।"[২০৪৬] উল্লেখিত ইবারতে মুহসিন সাহেবের কয়েকটি মিথ্যাচারিতার কথা আমি খুঁজে পেলাম।

প্রথমত. তিনি বলেছেন কুরতুবী 'ইমামের সামনের আযান' শব্দসহ বলেছেন, অথচ মূল ইবারতে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না।

দ্বিতীয়ত : তিনি দাবী করেছেন এ কথা ইমাম কুরতুবী বলেছেন, মূলত আমরা পাচ্ছি ইমাম মাওয়ারীদীর উক্তি।

তৃতীয়ত : তিনি বিদ'আত বলতে 'বিদ'আতে হাসানা' বুঝিয়েছেন। আর মুহসিন সাহেব সুযোগ বুঝে অপব্যাখ্যা করতে শুরু করে দিয়েছেন।

চতুর্থত : তিনি ইমাম কুরতুবীর আমল কোনটির উপর তা তিনি একই স্থানে উল্লেখিত ইবারত দেখেও তার নামে মিথ্যাচারিতা করেছেন। যেমন- মুফাস্সির ও ফকিহ আল্লামা ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তার তাফসীরে লিখেন-

وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنه أمر أن يُؤَذَّنَ فِي السُّوقِ قَبْلَ الْمَسْجِدِ لِيَقُومَ النَّاسُ عَنْ بُيُوعِهِمْ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا أُذِّنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَذَانَيْنِ فِي المسجد.

-"নিশ্চয় হযরত উমর (রাঃ) লোকদেরকে ক্রয়-বিক্রয় থেকে ফিরে (খুতবাহ শুনার উদ্দেশ্যে) আসার জন্য মসজিদের সম্মুখস্থল বাজারে আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তাঁরা মসজিদে সমবেত হতেন তখন মসজিদের ভিতরে (মিম্বারের সামনে) আযান দেওয়া হত। ফলে, হযরত উসমান (রাঃ) মসজিদের ভিতরে দু'টি আযান (ছানী আযান ও ইকামাত) নির্ধারণ করলেন।"[২০৪৭]

সুতরাং এই ইবারত থেকে প্রমাণ হয়ে গেল, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর যামানায় ছানী আযান মসজিদের ভিতরে দেওয়া হত, এমনকি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর যামানায় ছানী আযান ও ইকামাত এ দু'টি আযান মসজিদের ভিতরে দেওয়া নির্ধারিত হয়ে যায়। তাই ইমাম কুরতুবীর ইবারত দ্বারা বুঝা যায় তার ফাতওয়া মুতাবেক ছানী আযান মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে দেওয়াও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। তাই মহান রবের কাছে প্রার্থনা আহলে হাদিস মুহসিন সাহেবদের মত ধোঁকাবাজদের থেকে আমাদেরকে হিফাজত করুন; যারা ইমামদের নামে মিথ্যাচার করেন। আমীন

২০৪৬ .ইমাম কুরতুবী, আল-আহকামুল কোরআন, ১৮/১০০পৃ. , সূরা জুম'আ, আয়াত, ৯

২০৪৭ .ইমাম কুরতুবী, আহকামুল কুরআন, ১৮/১০০পৃ-১০১পৃ., দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ, কায়রু, মিশর, দ্বিতীয় প্রকাশ,১৩৮৪হি

Scanned by C

মুহসিন সাহেবের ইমাম আল্লামা হাফিজ ইবনে কাসির (رحمه الله) [ওফাত ৭৭৪ হি.] জুম'আর আযানের ইতিহাস সম্পর্কে বলেন-

فَلَمَّا شُرِعَ الْأَذَانُ بِالْمَدِينَةِ كَانَ هُوَ الَّذِي يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"যখন মদিনায় আযান শুরু হয় (কেননা জুম'আ ফরয হয় মদিনায়) তখন ইহা রাসূল (ﷺ) এর সামনেই ছিল।"[২০৪৮]

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত গ্রন্থের ৩৪৫-৩৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করে খুতবার আযানের পূর্বে যে আযান বর্তমানে চালু আছে তাকে বিদ'আত বলে বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি তার গ্রন্থের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"এজন্য হযরত ইবনু উমর (রা.) উক্ত আযানকে বিদ'আত বলেছেন।" তিনি ইবনে উমরের হাদিসকে মুহাদ্দিস ও ইমামগণের ব্যাখ্যা না গ্রহণ করে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছেন। আমরা যদি প্রশ্ন করি সাহাবী বিদআত বলতে কোন বিদআত বুঝিয়েছেন? তিনি যদি মন্দ বিদআত মনে করতেন তাহলে তিনি হযরত উসমানের প্রতিবাদ করলেন না কেন? আর তিনি যদি প্রতিবাদ করে থাকেন তাহলে তার প্রমাণ পেশ করুন। ইমাম কাস্তাল্লানী (رحمه الله) লিখেন-

ثم إن فعل عثمان- رضى الله عنه-، كان إجماعا سكوتيا لأنهم لم ينكروه عليه

-"তারপরেও হযরত উসমান (رضي الله عنه) যদি তাই করে থাকেন তাহলে তো ইজমায়ে সুকুতি হবে, কেননা তারা (সাহাবী ও উচ্চ পর্যায়ের তাবেয়ীগণ) তার বিপরীত করেননি।"[২০৪৯] কিন্তু মুহসিন সাহেব উম্মতের ইজমা কে হেয় করে কাফেরের খাতায় নাম উঠিয়ে দিতে চান।

আহলে হাদিস উছাইমীনী লিখেন-

لانك، عثمان رضي الله عنه لم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في إحداث الأذان الأول

-"এতে কোন সন্দেহ নেই যে হযরত উসমান (رضي الله عنه) প্রথম আযানটি বর্ধিত করে রাসূল (ﷺ) এর খিলাফ কাজ করেননি।" (শরহে আরবাইন, ১/২৮২পৃ.)

মুহসিন সাহেব ৩৪৫ পৃষ্ঠায় বর্তমানের প্রথম আযানকে হেয় করে লিখেন-"বর্তমানে আমরা কি উক্ত আযান চালু করে ছাহাবীদের চেয়ে বেশী দ্বীনদারীর ভাব দেখাতে চাই?" তিনি কতবড় জাহেল তার অবস্থা দেখুন। আরেকজন আহলে হাদিসদের আমীর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালীব তার লিখিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেন-"তাছাড়া বর্তমানে মাইক, ঘড়ি, মোবাইল ইত্যাদির যুগে ওছমানী আযানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়।" তিনি আধুনিক যুগের দোহাইয়ে আযানেরই প্রয়োজন নেই বলে দিলেন। তাহলে যদি বলা হয় তবে তো খুৎবার পূর্বের আযানও এমনটি হবে; খতিব সাহেব খুৎবার নির্ধারিত সময় বলে দিলে ঘড়ি দেখেই মসজিদে চলে আসবে আর আযানের প্রয়োজন কি?।

২০৪৮ .ইমাম ইবনে কাসির, আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭/১০২ পৃ.

২০৪৯ .ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ৩/২৭৪পৃ.

বিষয় নং ২ : জুম'আর ছানী বা খুতবার পূর্বের আযান কোন স্থানে দেয়া হবে:

আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য ও স্থান:

প্রথমত পাঁচ ওয়াক্ত এবং জুম'আর নামাজের প্রথম আযান দেওয়ার স্থান সম্পর্কে জানতে হবে। দ্বিতীয়ত জুম'আর নামাজের ছানী আযানের স্থান সম্পর্কে জানতে হবে। এর মধ্যে অন্যান্য নামায থেকে জুম'আর নামাজে আযানের সংখ্যা একটি বেশী। তাই দুই আযানের উদ্দেশ্য কি এক না ভিন্ন তাও জানতে হবে।

বর্তমানে জুম'আর প্রথম আযানটি হজরত উসমান (رضي الله عنه) এর যুগে মসজিদের বাইরে 'যাওরা' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে সকল সাহাবায়ে কেরামের 'ইজমা' সংগঠিত হয়ে গেছে। আবার এক মতে উমর (رضي الله عنه) এর শেষ জীবন থেকে শুরু হয়েছে। তবে প্রথমমতটিই বেশী শক্তিশালী।

সকল ফকিহগণ একমত সাধারণত আযান দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল, লোকেরা যেন ইহার আওয়াজ শুনে এবং নামাজের উদ্দেশ্যে জামা'আতে আসে। জুম'আর প্রথম আযানটির উদ্দেশ্য ঠিক তেমনি বলে উপরের হাদিসে দেখতে পাই যেমন-

امر موذنين أن يؤذنا للناس بالجمعة خارجا في المسجد حتى يسمع الناس الأذان

-"মুয়াজ্জিনকে মসজিদের বাইরে আযান দেওয়ার আদেশ করা হয়, যেন লোকেরা এই আযানের আওয়াজ শুনতে পায়।"[২০৫০]

অতএব, জুম'আর প্রথম আযানটি মসজিদের বাহিরে দেওয়া মূল কারণ হল, যেন ইহার আওয়াজ লোকেরা শুনতে পায় এবং নামাজে আসে। তাই আযান এমন স্থান থেকে দিতে হবে যেন ইহার আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত যায় এবং লোকেরা শুনতে পায়। আর ইহাই আযানের মূল উদ্দেশ্য। যেমন হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবে আছে,

وَالسُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي مَوْضِعٍ عَالٍ يَكُونُ أَسْمَعَ لِجِيرَانِهِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ وَلَا يُجْهِدُ نَفْسَهُ. كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ

-"আর সুন্নাত হল উচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া, যেন প্রতিবেশীরা ইহার আওয়াজ শুনতে পায় এবং আযানের আওয়াজ উঁচু করবে, আর নিচু আওয়াজে আযান দিবেনা। যেমনটি ফাতওয়ায়ে বাহরুর রায়েক্ব কিতাবে আছে।"[২০৫১] ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (رحمه الله) লিখেন-

إن المقصود من الأذان الإبلاغ والإعلام

-"নিশ্চয়ই আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য হল (নামাযের সংবাদ) পৌছেয়ে দেওয়াএবং জানিয়ে দেওয়া।"[২০৫২] আল্লামা সারাখসী (رحمه الله) বলেন-

إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَذَانِ إعْلَامُ النَّاسِ

২০৫০ .আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খণ্ড, ৭২-৭৩ পৃ:; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ২য় খণ্ড, ৪৭৯ পৃ:; মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেশকাত, ৩য় খণ্ড, ৪৪৯ পৃ:; আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, ৪৪৭ পৃ:

২০৫১ . নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃ:

২০৫২ . ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/১১৫পৃ.

Scanned by C

-"নিশ্চয় আযান দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে নামাযের সংবাদ জানিয়ে দেয়া।"[২০৫৩]

সুতরাং নামাজের আহবানের উদ্দেশ্যের আযান অবশ্যই উচু স্থানে হওয়া উচিৎ, যেন ইহার আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ায়। আর এ কারণেই জুম'আর প্রথম আযান মসজিদের বাইরে 'যাওরা' নামক উচু স্থানে দেওয়া হত।

এখন প্রশ্ন হল, জুম'আর প্রথম আযানের মত ছানী আযানও কি নামাজে আহবানের জন্য দেওয়া হয়? যদি ছানী আযান নামাজের আহবানের জন্য দেওয়া হয়, তাহলে হানাফী মাযহাবের ফাত্ওয়া মোতাবেক ইহা বাহিরে কিংবা উচু স্থানে, মি'যানে (আযান দেওয়ার নির্দিষ্ট স্থানে) অথবা মসজিদের বাহিরে দেওয়া উচিত। আর যদি নামাজের আহবানের জন্য না হয় মুসল্লিদের নীরবতার জন্য হয়, তাহলে 'ছানী আযান' মসজিদের বাহিরে দেওয়ার কি মানে হতে পারে? এটিও একটি প্রশ্ন থেকে যায়।

কারণ খুতবার আযানের পূর্বেই সকল মুছল্লীগণকে সুন্নাত নামাজ আদায় করে মসজিদে উপস্থিত থাকা জরুরী। কেননা হানাফী মাজহাব মোতাবেক খুতবা শুরু হয়ে গেলে কথা বলা ও নামাজ পড়া উভয়ই নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং খুতবা শুনা উপস্থিত মুসল্লীদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। তাহলে সুস্পষ্ট বুঝি যে খুতবার আযানের পর যেহেতু কোন খতিবই বিলম্ব করে মুসল্লিদের আশার অপেক্ষার সময় দেয়ার বিধানে নেই; তার মানে এই আযান মুসল্লিদের নামাযের আহবানের জন্য নয়; বরং যাবতীয় কাজ বা চুপ থাকার জন্য। আর 'ছানী আযান' নামাজের আহবানের জন্য হলে মুছল্লীরা ঐ আযানের সাথে সাথে মসজিদে আসলেও তাদের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামায কাজা হবে এবং কিছু না কিছু খুতবা শুনাও হারাবে। আর এরূপ করা অবশ্যই জায়েয হতে পারেনা। এর বিরোদ্ধে অনেক হাদিস রয়েছে এখানে সময়ের অভাবে উল্লেখ হল না। অতএব, 'ছানী আযান, নামাজের আহবানের জন্য নয়, বরং খুতবা শুনার গুরুত্বের জন্য। তাই আমরা বুঝি তা মসজিদের বাহিরে হওয়া আবশ্যক হওয়ার যুক্তির বাহিরে।

যেমন খুতবার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে-

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

-"হজরত আত্বা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), হজরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হজরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বর্ণনা করেন, জুম'আর দিন ইমাম খুতবার জন্য বের হওয়ার পর মুসল্লিদের কোন নামাজ পড়া ও কথা বলা তারা অপছন্দ করতেন।"[২০৫৪] বুঝা যায় শুধু আযান না, ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হলেই কোন প্রকার নামায, কথা বলা নিষেধ হয়ে যায়। তাই বুঝা যায় এই আযান হল চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস রয়েছে-

২০৫৩. ইমাম সারাখসী, মাবসুত, ১/১৩৪পৃ.

২০৫৪. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৫২৯৭; নাছবুর রায়া, ২য় খণ্ড, ২১০ পৃ.; তাহাবী শরীফ; বজলুল মাজহুদ, ৬ষ্ঠ জি: ৯৭ পৃ., সনদ ছহীহ্।

حدثنا أبو شُعَيب، ثنا يحيى بن عبد الله البَابْلُتِّيُّ، ثنا أيُّوبَ بن نَهِيك، قال: سمعتُ الشَّعْبيَّ يقول: سمعتُ ابنَ عمر يقول: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ والإِمَامُ عَلى المِنْبَرِ، فَلاَ صَلاَةَ ولاَ كَلاَمَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ.

-[…]বিখ্যাত তাবেয়ী হজরত শা'বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হজরত […] আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে […] বলতে শুনেছি, যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে আর ইমামকে সাহেবকে মিম্বারে […] আরোহন করা অবস্থায় দেখেন, তখন তার কোন নামাজ নেই এবং কোন কথা-বার্তাও […] নেই, যতক্ষণ না ইমাম খুতবা শেষ না করবেন।"[২০৫৫] তাহলে বুঝা যায় আযান নয়, বরং […] ইমাম সাহেব মিম্বারে আরোহন করলেই মুসল্লিদের নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। এ […] বিষয়ে অপর হাদিসে আছে-

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تَرَكْنَا الصَّلَاةَ فَإِذَا تَكَلَّمَ، تَرَكْنَا الْكَلَامَ

-[…]ছা'লাবা ইবনে আবী মালিক কুরজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি হজরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও […]হজরত উছমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখেছি, যখন ইমাম বের হতেন তখন তাঁরা (সাহাবীরা) […]নামাজ বন্ধ করে দিতেন, আর যখন ইমাম কথা বলতেন তখন তাঁরা কথা বলাও বন্ধ […]করে দিতেন।"[২০৫৬] এজন্যে বিশিষ্ট তাবেয়ী হজরত শিহাব যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: خُرُوجُهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ

-[…]ইমাম বের হওয়ার পর নামাজ পড়া বন্ধ হয়ে যায় ও ইমামের খুতবা শুরু করার পর […]মুসল্লিদের কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়।"[২০৫৭] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত আছে-

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ

-[…]হজরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম সাহেবের […]বের হওয়া নামাজকে বন্ধ করে দেয় এবং ইমামের খুতবা মুছল্লীদের কথা বন্ধ করে […]দেয়।"[২০৫৮]

[…]২০৫৫. তাবরানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ১৩৭০৮; মুত্তাকী হিন্দী, কানজুল উম্মাল, হাদিস/২১২১২; […]সাহারানপুরী, বজলুল মাজহুদ, ৬ষ্ঠ জি: ৯৪ পৃ.।

[…]২০৫৬. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৫২৯৬; বজলুল মাজহুদ, ৬ষ্ঠ জি: ৯৭ পৃ. সনদ ছহীহ্।

[…]২০৫৭. ইমাম ইমাম মালেক, জুময়ার অধ্যায় হাদিস নং ২২৮; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং […] ১ম খণ্ড, ৫৯৪ পৃ.; নাছবুর রায়া, ২য় খণ্ড, ২১০ পৃ.; বজলুল মাজহুদ, ৬ষ্ঠ জি: ৯৭ পৃ., সনদ […]

Scanned by C

সুতরাং খুতবার পূর্বের আযানটি নামাজে আহবানের জন্য হতে পারেনা, বরং খুতবার প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য হবে। আর আমরা সকলেই জানি, জুম'আর খুতবার পূর্বে ২ রাকাত তাহিয়াতুল অজু, ২ রাকাত দালিলুল মসজিদ ও ৪ রাক'আত কাবলাল জুম'আর নামাজ রয়েছে। এদিকে ছানী আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে খুতবা শুরু হয়ে যায়, আর খুতবা শুনা ওয়াজিব। তাই ছানী আযান নামাজের আহবানের জন্য হলে লোকেরা কোন সময় মোট ২+২+৪=৮ রাকাত নামাজ আদায় করবেন?

অতএব, জুম'আর ছানী আযান নামাজের আহবানের জন্য নয়, বরং খুতবার প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য'ই। এ বিষয়ে হিজরী ৮ম শতাব্দির মোজাদ্দিদ আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

زِيدَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ كَانَ لِلْإِعْلَامِ، وَكَانَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ لِلْإِنْصَاتِ.

-"যখন প্রথম আযানটি বৃদ্ধি করা হয় তখন ইহা ছিল নামাজের আহবানের জন্য, আর খতিবের সামনের আযানটি ছিল সকলকে চুপ করানোর জন্য।"[২০৫৯] যাদের কাছে বুখারীর এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারী রয়েছে তারা ইবারতটি দেখার জন্য অনুরোধ রইল। ইবনে হাজারের সাথে একমত পোষণ করে আল্লামা কাজী শাওকানী ছাহেব এবং আহলে আজিমাবাদী ছাহেব স্ব স্ব কিতাবে এমনটি বলেছেন।[২০৬০]

অতএব, যে আযান নামাজে আহবানের জন্য হয় সে আযান মসজিদের বাইরে/দরজায় উচু স্থানে কিংবা মি'যানে হওয়া উচিৎ। আর যে আযান নামাজের আহবানের জন্য নয়, সে আযান বাইরে কিংবা মি'যানে দেওয়া জরুরী হতে পারেনা। এজন্যে খুতবার আযান মসজিদে মিম্বারের সামনে দেওয়াই যথেষ্ঠ, কারণ এতে উপস্থিত সকল মুসল্লি আযানের আওয়াজ শুনতে পাবে। এ কারণেই হানাফী মাজহাবের অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম ছানী আযান মিম্বারের সামনে দেওয়ার কথা বলেছেন।

জুম'আর নামাযের বর্তমানে প্রথম আযানটি প্রাথমিকভাবে হযরত উমর (রাঃ) এর যামানায় ও অন্য বর্ণনায় পরবর্তীতে চূড়ান্তভাবে হযরত উসমান (রাঃ) এর যামানায় সংযোজিত ও নির্দেশিত। জুম'আর ছানী আযান কোন স্থানে হবে এ নিয়ে কয়েকটি মতামত রয়েছে। বাংলাদেশসহ অনেক স্থানের আহলে হাদিসগণ দরজার দেওয়াকে সুন্নাত বলে থাকেন।

মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় হেদায়া প্রণেতা মিম্বারের সামনে আযান দেওয়া যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে বলায় তিনি তাকে হেয় করে লিখেছেন-"**লেখক রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর (রাঃ)-এর সুন্নাতী আযানকে উল্লেখ করতে ভুলে গেলেও ভিত্তিহীন বিদ'আতী আযান উল্লেখ করতে ভুলেননি। এটা যে মাযহাবী ফাঁদ, এ থেকে তিনি মুক্ত হবেন কিভাবে?**

২০৫৮. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস/৫২৯৯
২০৫৯. ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ২য় খণ্ড, ৩৯৪ পৃঃ
২০৬০. নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, ৩১২ পৃঃ; আওনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ, বাবু নিদা ইয়াওমিল জুমু'আ ... ১৮২ পৃঃ

শাহ মুযাফফর বিন মুহসিনের প্রতি উত্তর : মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় ১৩৪৭ নং টীকায় আহলে হাদিস আযিমাবাদী (মৃত.১৩২৯হি.)-এর দলিল দিয়ে মিম্বারের সামনের আযানকে বিদ'আত বুঝাতে চেয়েছেন। মুহসিন সাহেবের হাদিস গবেষণা দেখে আমি হতবাক। দুই দিনের আগের আহলে হাদিস আযিমাবাদী কি যে একটা বলেছেন আর বেচারা তো তা দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। পাঠকবৃন্দ! বেচারার জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু আপনারা মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার হাদিসগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। বেচারা মিম্বারের সামনের আযান প্রসঙ্গে সর্বশেষ লিখেছেন-"**অতএব বর্তমানে যে আযান চলছে সেটা রাসূল (ছাঃ)-এর আযানও নয়, ওছমান (রাঃ)-এর আযানও নয়। সুতরাং উক্ত বিদ'আতী আযান অবশ্যই পরিত্যাজ্য।**" তারা শুধু চাপাবাজীই করে গেলেন একটা যঈফ হাদিসও দিতে পারলেন না যে আযান মসজিদের ভিতরে হবে না অন্য কোথাও হবে। এখানে দরজায় আযান দেওয়ার বিরুদ্ধে বলা আমার কাম্য নয়; হেদায়া প্রণেতাকে দলিল বিহীন হেয় করায় এটির জবাব দেয়া একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে ঈমানী দায়িত্ব বিধায় কলম ধরা। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় ১৩৪৬ নং টীকায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর মেরকাত গ্রন্থের দলিল দিয়ে দাবী করেছেন যে-'**ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আব্দুল মালেক সর্বপ্রথম ওছমানী আযানকে 'যাওরা' বাজার থেকে এনে মদীনার মসজিদে চালু করেন।**" আমি মুহসিন সাহেবকে বলবো, আপনি তো বর্তমানের প্রথম আযান যেটি উসমান (রাঃ) প্রতিষ্ঠাতা করে গেছেন সেটাই মানেনই না, তাই সেটার স্থান নিয়ে আপনার আপত্তি করে লাভ কী? অথচ তিনি এ কথাটি বাংলায় লিখেছেন। পাঠকবর্গ! তার কারণ কী জানেন? ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ ধরণের কোন বক্তব্যই দেননি। হ্যাঁ, এটি আপনার পছন্দের লেখক আযিমাবাদী দিয়েছেন। তার কথা আমাদের কাছে এক আনা পয়সারও মূল্য নেই। আমাদের কিছু ভাই আবার আহলে হাদিসদের বিপরীতে হিশাম বিন আব্দুল মালিকের নামে উল্টো বলে যে তিনি নাকি দরজার আযানকে তার ইমামের সামনে অর্থাৎ মিম্বারের সামনে নিয়ে এসেছেন। তাহলে কোনটা বিশ্বাস করবো? এর আলোচনা সামনে আসছে। মুহসিন সাহেবকে বলবো, আপনি মোল্লা আলী ক্বারীর দলিল দিয়েছেন, সামনে তিনি এ বিষয়ে কী মত পোষণ করতেন তা জানতে পারবেন। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-"**অনুরূপ ইমাম কুরতুবী (রহ.) ইমামের সামনে মিম্বারের নিকটে দেয়া প্রচলিত আযানকে বিদ'আত বলেছেন।**" আমি বলবো আপনি ইমাম কুরতুবী (রহ.)-এর নামে মিথ্যাচার বন্ধ করুন। ইমামদের প্রতি একটুও সম্মানবোধ রেখে কথা বলুন। আর এজন্যই তিনি তাফসিরে কুরতবীর মূল ইবারত দেননি, যাতে ধোঁকাবাজি ধরা না পড়ে যায়। বিখ্যাত মুফাস্সির ও ফকিহ আল্লামা ইমাম কুরতবী আল-মালেকী (রহঃ) তার তাফসীরে লিখেন-

وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه أمر أن يُؤَذَّنَ فِي السُّوقِ قَبْلَ الْمَسْجِدِ لِيَقُومَ النَّاسُ عَنْ بُيُوعِهِمْ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا أُذِّنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَذَانَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ

-"নিশ্চয় হযরত উমর (رضي الله عنه) লোকদেরকে ক্রয়-বিক্রয় থেকে ফিরে (জুম'আর উদ্দেশ্যে) আসার জন্য মসজিদের সম্মুখস্থল বাজারে আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তাঁরা মসজিদে সমবেত হতেন তখন মসজিদের ভিতরে (মিম্বারের সামনে) আযান দেওয়া হত। ফলে, হযরত উসমান (رضي الله عنه) মসজিদের ভিতরে দু'টি আযান (ছানী ও ইকামাত) নির্ধারণ করলেন।"[২০৬১]

তাই আমি বিন মুহসিন সাহেবকে বলতে চাই এই ইবারতটি একটু মায়ার নজরে দেখুন। আরও বলতে চাই ইতিহাস দিয়ে কোন আমলকে সুন্নাত প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা না করে সহীহ হাদিস খুঁজুন। আপনি তো মাযহাবই দেখতে পারেন না তো আবার কুরতবী আল মালেকীর এবং মোল্লা আলী ক্বারী হানাফীরই বা কেন দলিল দিচ্ছেন? জুম'আর ছানী আযান কোন স্থানে হবে এ নিয়ে একাধিক মত রয়েছে; আমি এখানে প্রত্যেকটি মত এবং তাদের পক্ষে যে দলিলাদী রয়েছে তা পর্যালোচনার আশা রাখি। ইনশাআল্লাহ। মনে রাখতে হবে ইমাম কুরতবী (رحمه الله) কোন মুজতাহিদ নন, বরং তিনি একজন মালেকী মাযহাবের মুকাল্লিদ মাত্র; এটাও মনে রাখতে হবে যে আমরা তার মাযহাবের অনুসারী নই, তাই উনার কথা সহীহ হাদিস বিরোধী হলে তা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

بَيْنَ يَدَيِ অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তির নিরসন :

আমাদের অনেক ভাই بَيْنَ يَدَيِ এর অর্থ নিয়ে টানা হেচড়ায় লেগে যান। উনারা এর অর্থ 'সামনে' মানতে কোন অবস্থাতেই রাজী নন। তবে তাদের পক্ষে কি দলিল ও যুক্তি আছে আমি জানি না। অনেকে সুনানে আবি দাউদের অর্থ ঠিক রাখতে গিয়ে বলে থাকেন এর অর্থ হবে দরজা থেকে ইমামের সামনে পর্যন্ত। আবার অনেকে ভিন্ন অর্থ করে থাকেন। তাদের অনেকের দাবী হল যে, এটি মাকানে মুবহাম (অস্পষ্ট স্থান) কে বুঝায়। মিম্বারের সামনের পক্ষের লোকেরা সামনে বুঝানোর জন্য কতিপয় সাহাবী, তাবেয়ী, মুফাসসির, মুহাদ্দিসদের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন আমি তাও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো।

এর অর্থ সর্ম্পকে মুফাসসিরগণ কী বলেছেন:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রিয় হাবিবের শানে বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রগামী হইও না।"[২০৬২]

এই ফিক্বহী মাস'য়ালার সমাধানের জন্য আমরা بَيْنَ يَدَيِ এর অর্থ ও এর দূরত্ব জানা খুব জরুরী। بَيْنَ يَدَيِ দ্বারা মিম্বার থেকে দরজা পর্যন্ত এত দূরত্বে হবে না। এই শব্দ

২০৬১ . ইমাম কুরতবী, ১৮/১০০পৃ-১০১পৃ., দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ, কায়রো, মিশর, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৮৪হি
২০৬২ . সূরা হুজরাত, ১

ব্যাখ্যায় তাফসিরকারক, নাহুবিদ, মুহাদ্দিস কি ব্যাখ্যা করেছেন তা আমি অনেক খুঁজেছি এবং এখনও খুঁজছি। এ বিষয়ে আমি এখন কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমদের অভিমত আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যেমন উপরের আয়াতের بَيْنَ يَدَيِ (বাইনা ইয়াদা) এর ব্যাখ্যায় আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি হানাফী (رحمه الله) বলেছেন-

بين يدى مستعارة لما بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله قريبا منه

-"বাইনা ইয়াদী (بَيْنَ يَدَيِ) দ্বারা রূপকভাবে সেই দূরত্বকে বলে, যা দুই বিপরীত দিক অর্থাৎ ডান-বাম দিকের মাঝে নিকটবর্তী হয়।"[২০৬৩] বিশ্ব নন্দিত ফকিহ আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী হানাফী (رحمه الله) {ওফাত ১১২৭ হি.} তদীয় কিতাবে বলেন:

بين يديه بمعنى جلست امامه ويكان يحاذى يديه قريبا منه

অর্থাৎ, بَيْنَ يَدَيِ এর অর্থ হল: ইমাম বসার স্থান থেকে তার নিকটবর্তী তার উভয় হাতের সমান (দুই হাত সম পরিমাণ) স্থান বুঝায়।"[২০৬৪] এখানে তিনি এর অর্থ স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গে বিখ্যাত নাহুবিদ আল্লামা আবুল কাশেম মাহমুদ ইবনে আমর ইবনে আহমদ যামাখশারী (رحمه الله) (ওফাত ৫৩৮ হিজরী) এবং আল্লামা মহিউদ্দিন ইবনে আহমদ মুস্তফা (ওফাত ১৪০৩ হি.) তদীয় কিতাবে বলেন-

جلست بين يدي فلان، أن يجلس بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله قريبا منه

-"আমি অমুক ব্যক্তির সামনে বসা ছিলাম: بَيْنَ يَدَيِ দ্বারা রূপকভাবে সেই দূরত্বকে বলে, যা দুই বিপরীত দিক অর্থাৎ ডান-বাম দিকের মাঝে নিকটবর্তী হয়।"[২০৬৫]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আবুল বারাকাত নাছাফী (رحمه الله) {ওফাত ৭১০ হি.} বলেন-

جلست بين يدي فلان أن تجلس بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله قريباً منه

-"আমি অমুক ব্যক্তির সামনে বসা ছিলাম: بَيْنَ يَدَيِ দ্বারা রূপকভাবে সেই দূরত্বকে বলে, যা দুই বিপরীত দিক অর্থাৎ ডান-বাম দিকের মাঝে নিকটবর্তী হয়।"[২০৬৬]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল খতিব শারবানী (رحمه الله) (ওফাত ৯৭৭ হি.) বলেন,

وحقيقة قولهم جلست بين يدي فلان أن يجلس بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله قريبا منه

-"আমি অমুক ব্যক্তির সামনে বসা ছিলাম' এই কথার হাকিকত হল: بَيْنَ يَدَيِ দ্বারা রূপকভাবে সেই দূরত্বকে বলে, যা দুই বিপরীত দিক অর্থাৎ ডান-বাম দিকের মাঝে নিকটবর্তী হয়।"[২০৬৭]

২০৬৩ . কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসিরে মাজহারী, ৯ম খণ্ড, ৫ পৃ:, মাকতাবায়ে রশিদিয়্যাহ, পাকিস্তান
২০৬৪ . ইসমাঈল হাক্বী, তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খণ্ড, ৭০ পৃ.
২০৬৫ . তাফছিরে জামাখসারী, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৯ পৃ: সূরা হুজরাত; তাফছিরে এরাবুল কুরআন, ৯ম খণ্ড, ২৬০ পৃ.
২০৬৬ . তাফছিরে নাসাফী, ৩য় খণ্ড, ৩৪৬ পৃ.
২০৬৭ . তাফছিরে সিরাজুম মুনীর, ৪র্থ খণ্ড, ৬০ পৃ:।

Scanned by C

এ সম্পর্কে আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাহদী (রহঃ) [ওফাত ১২২৪ হি.] বলেন,

حقيقة قولك: جلست بين يدي فلان: أن تجلس بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله قريباً منه

-"আমি অমুক ব্যক্তির সামনে বসা ছিলাম' এই কথার হাকিকত হল: بَيْنَ يَدَيْ রূপকভাবে সেই দূরত্বকে বলে, যা দুই বিপরীত দিক অর্থাৎ ডান-বাম দিকের মাঝে নিকটবর্তী হয়।"[২০৬৮]

আল্লামা মুহাম্মদ জামালুদ্দিন ইবনে মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে কাছেম কাছেমী (ওফাত ১৩৩২ হি.) বলেন,

إن حقيقته ما بين العضوين، فتجوز بهما عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال، قريبا منه

-"অমুক ব্যক্তির সামনে বসা ছিলাম' এই কথার হাকিকত হল: بَيْنَ يَدَيْ দ্বারা রূপকভাবে সেই দূরত্বকে বলে, যা দুই বিপরীত দিক অর্থাৎ ডান-বাম দিকের মাঝে নিকটবর্তী হয়।"[২০৬৯]

আল্লামা মুহাম্মদ সায়্যেদ ত্বানত্বাভী (রহঃ) [ওফাত ১৪৩১ হি.] ও আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমর মিশরী আল হানাফী (রহঃ) [ওফাত ১০৬৯ হি.] বলেন-

وحقيقة الجلوس بين يدي الشخص: أن يجلس بين الجهتين المقابلتين ليمينه أو شماله قريبا منه

-"অমুক ব্যক্তির সামনে বসা' এই কথার হাকিকত হল: بَيْنَ يَدَيْ দ্বারা সেই দূরত্বকে বলে, যা দুই বিপরীত দিক অর্থাৎ ডান-বাম দিকের মাঝে নিকটবর্তী হয়।"[২০৭০]

তাই উল্লেখিত দালায়েলের আলোকে প্রমাণিত হল যে, ইমামের নিকটবর্তী স্থানকেই بَيْنَ يَدَيْ বলা যায়। মসজিদের দরজা সকল মুছল্লীগণের পিছনে ও পরে থাকে, যা মূলত ইমাম সাহেব থেকে তুলনা মূলক ভাবে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাই মসজিদের দরজা ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী স্থান হতে পারেনা। সুতরাং ইমামের সামনে তথা মিম্বরের নিকটে অর্থই যুক্তিযুক্ত।

এর অর্থ সম্পর্কে আরবের ব্যবহার :

বিখ্যাত মুফাসসির ও হাদিসের ইমাম আল্লামা বাগভী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ تَقُولُ الْعَرَبُ: لَا تَقَدَّمْ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ وَبَيْنَ يَدَيِ الْأَبِ

-"বিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ইমাম আবু উবায়দা (রহঃ) বলেন, আরবরা বলে, তোমরা নেতা ও বাবার সামনে অগ্রগামী হয়াও না।"[২০৭১] তাই রাসূল (ﷺ) যেহেতু আরবী ছিল সেহেতু এটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হবে তা সহজেই অনুমেয়।

২০৬৮. বাহরুল মুদীদ, ৫ম খন্ড, ৪১৩ পৃ:
২০৬৯. তাফছিরে কাছেমী, ৮ম খন্ড, ৫১৩ পৃ:
২০৭০. তাফছিরে ওয়াছিত, ১৩তম খন্ড, ২৯৮ পৃ:; হাশিয়াতুস শিহাব আলা তাফছিরে বায়জাবী, ৮ম খ. ৭০ পৃ:

পূর্ববর্তী বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের (بَيْنَ يَدَيْ) এর অর্থ 'সামনে' ব্যবহারের উদাহরণ:

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলন করেন-

بَابُ إِثْمِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

"নামাযরত মুসল্লির সামনে হাটার গুনাহ।" (আস্-সহীহ, ১/১০৮পৃ.)

২. ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলন করেন-

৪৮ - بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

"নামাযরত মুসল্লির সামনে হাটা নিষেধ।" (আস্-সহীহ, ১/৩৬২পৃ.)

৩. ইমাম মালেক (রহঃ) একটি অধ্যায়ের নাম সংকলন করেন এই শিরোনামে-

৫২৪ - التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

"মুসল্লীর সামনে দিয়ে চলার কঠোরতা। পরিচ্ছেদ নং ৫২৪।"[২০৭২]

৪. ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) একটি অধ্যায়ের নাম সংকলন করেন এই শিরোনামে-

৩৭ - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

"মুসল্লীর সামনে দিয়ে হাটা প্রসঙ্গ। পরিচ্ছেদ নং ৩৭।"[২০৭৩]

৫. ইমাম বায়হাকী (রহঃ) একটি পরিচ্ছেদ সংকলন করেন এই শিরোনামে-

دَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

"মুসল্লীর সামনে গমনকারীকে প্রতিরোধ।"[২০৭৪] আরেকটি অধ্যায় সংকলন করেন-

مُرُورُ الْحِمَارِ، وَالْكَلْبِ، وَالْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، لَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

"গাধা, কুকুর এবং মহিলা মুসল্লির সামনে দিয়ে হাটলে নামায ফাসেদ হবে না।"[২০৭৫]

৬. ইমাম দারেমী (রহঃ) একটি অধ্যায় সংকলন করেন-

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

"মুসল্লীর সামনে দিয়ে হাটা অপছন্দনীয়ের পরিচ্ছেদ।" (সুনানে দারেমী, ২/৮৮৮পৃ.)

৭. ইমাম তাহাভী (রহঃ) সুতরার বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ কায়েম করেন এই শিরোনামে-

بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا؟

"মুসল্লীর সামনে দিয়ে চললে নামায কী বাতিল হবে? কী না? এর পরিচ্ছেদ।"[২০৭৬]

৮. ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সংকলন করেন-

২০৭১. ইমাম বাগভী, তাফসিরে মা'লিমুত তানযিল, ৪/২৫১পৃ.
২০৭২. ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা (আজমী সম্পাদিত), ২/২১৪পৃ.
২০৭৩. ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ২/৯৭পৃ.
২০৭৪. বায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার, ৩/১৮৫পৃ.
২০৭৫. ইমাম বায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার, ৩/১৯৬পৃ.
২০৭৬. তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/৪৫৮পৃ.

Scanned by C

التَّشْدِيدُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

-"মুসল্লির সামনে দিয়ে হাটার কঠোরতা.. ।" (সুনানে নাসাঈ, ২/৬৬পৃ.)

৯. ইমাম তিরমিযি (রহঃ) সংকলন করেন-

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

-"মুসল্লির সামনে দিয়ে হাটার অপছন্দের পরিচ্ছেদ ।"(ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ১/৪৩৮পৃ.)

১০. ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সংকলন করেন-

بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

-"নামাযরত মুসল্লির সামনে দিয়ে হাঁটা নিষেধ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ ।" (আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/১৮৬পৃ.)

১১. ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন-

بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

-"মুসল্লির সামনে দিয়ে হাটার পরিচ্ছেদ ।" (ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/১৯পৃ.)

এর অর্থ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) কী বলেছেন ?

ইমাম মালেক (রহঃ) হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَمْكُثَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

-"হযরত আবি জুহাইম বিন হারেস বিন সম্মাতিল আনসারী (রাঃ) তিনি রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুসল্লির সামনে দিয়ে গমন করা থেকে একস্থানে ৪০ বছর অবস্থান উত্তম ।"[২০৭৭]

এবার এমন হাদিসে পাক উল্লেখ করবো যেখানে নির্ধারিত কতটুকু স্থানকে সহীহ বুখারীতে (بَيْنَ يَدَيِ) শব্দের ব্যবহার হয়েছে । ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারীতে সংকলন করেন-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

২০৭৭. বুখারী, আস্-সহীহ, ১/১০৮পৃ. হা/৫১০, ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা (আজমী সম্পাদিত), ১/৬১৭পৃ. হা/২৫৬, সুনানে দারেমী, ২/৮৮৮পৃ. হা/১৪৫৬ ও হা/১৪৫৭, বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৩৮০পৃ. হা/৩৪৫২, সুনানে নাসাঈ, হা/৭৫৬, ও সুনানিল কোবরা, হা/৮৩৪, সুনানে তিরমিযি, হা/৩৩৬, আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, হা/২৩২২

-হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) এর সামনে ঘুমিয়ে পড়তাম । আমার পা জোড়া থাকতো তার কিবলায় । তিনি সিজদায় গিয়ে আমার গায়ে খোঁচা লাগাতেন । এতে আমি আমার পা দু'টো গুটিয়ে নিতাম । এরপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি আবার পা ছড়িয়ে দিতাম । আর সেই দিনগুলোতে ঘরে বাতিও জ্বলা ছিল না ।"[২০৭৮] এই হাদিসে দেখুন রাসূল (ﷺ) এর শুধু মাত্র সিজদা দেওয়ার স্থানকে (بَيْنَ يَدَيِ) বায়না ইয়াদী শব্দে বুঝানো হয়েছে । তাহলে আমরা বুঝতে পারি (بَيْنَ يَدَيِ) শব্দ দ্বারা আল্লাহর রাসূল (ﷺ), মা আয়েশা (রাঃ) 'সামনে' অর্থ বুঝেছেন বলে প্রমাণ বুঝা যায় ।

এর অর্থ সম্পর্কে রঈসুল মুফাসসির সাহাবী কী বুঝেছেন ?

সাহাবীদের যুগে সবচেয়ে বড় মুফাসসির যিনি ছিলেন তিনি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । এবার দেখবো তিনি بَيْنَ يَدَيِ বলতে কী অর্থ করতেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَقَالَ: لَا

-তাবেয়ী হযরত আবু হামযা (রহঃ) বলেন, আমি মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম আমার সামনে ইমাম থাকা অবস্থায় কী কিরাত পড়ব? অতঃপর তিনি বললেন, না ।"[২০৭৯] পাঠকবর্গ! বুঝা যায় যে তিনি স্পষ্টভাবে (بَيْنَ يَدَيِ) শব্দের অর্থ সামনেই বুঝিয়েছেন; কেননা সকলেরই জানা ইমাম মুক্তাদির সামনে থাকে ।

ভিন্ন মত: ছানী আযান মিম্বারের সামনে মতালম্বীদের দলিল :

এ মত অনুসারীরা বলে থাকেন, সহীহ হাদিসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে রাসূল (ﷺ), হযরত আবু বকর, উমরের যুগে মিম্বারের সামনে আযান দেওয়া হত । এটাই অধিকাংশ হানাফীদের অভিমত । দরজায় বা মসজিদের বাহির দেওয়া বর্তমান কিছু সালাফীদের অভিমত বলেও বুঝা যায়; তাই আমরা সালাফীদের বিরোধী এবং তাদের কোন মতের উপর যাচাই ছাড়া কোন ভাবেই আমল করতে পারি না । এবার এ মত পোষণকারীদের ভিত্তি উল্লেখ করবো ।

প্রথম হাদিস : ইমাম আইনী ও ইমাম কাস্তাল্লানী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو، هُوَ الَّذِي زَادَ: فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَكَثُرَ الْمُسْلِمُونَ أَمَرَ مُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنَا لِلنَّاسِ بِالْجُمُعَةِ خَارِجًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ

২০৭৮. বুখারী, আস্-সহীহ, ১/৮৬পৃ. হা/৩৮২, এবং ১/১০৮পৃ. হা/৫১৩

২০৭৯. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/২২০পৃ. হা/১৩১৬, ইমাম নীমভী, আছারুস সুনান, ১১৬ পৃ. তিনি বলেন সনদটি 'হাসান' ।

الأذان، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي صل الله عليه
وسلم وبين يدي أبي بكر، ثم قال عمر أما الأذان الأول فنحن ابتدعناه لكثرة
المسلمين

-"মুয়ায বিন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত আমল শুরু হল মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, ফলে তিনি মুয়াজ্জিনকে আদেশ দিলেন মসজিদের বাহিরে জুম'আর আযান দেয়ার জন্য যেন লোকেরা ঐ আযান শুনতে পায়। অতঃপর ইমামের সামনে আযান দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন, যেমনিভাবে মুয়াজ্জিন আল্লাহর রাসূল ও আবু বকর (রা.)-এর সামনে আযান দিতেন। তারপর উমর (বর্ণনাকারী) বলেছেন, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রথম আযানটি আমরা শুরু করলাম।"[২০৮০]

হাদিসের সারমর্ম: এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, বর্তমানে যে আযান মাইকে দেয়া হয় ঐ আযান ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) 'খারীজে মসজিদ' তথা মসজিদের বাহিরে দিতেন। যেমনটি ইমাম কুরতুবী (রহ.) বললেন; যা আমরা ইতোপূর্বে দেখলাম। এরপরের আযানটি তথা খুতবার পূর্বের আযান ইমামের সামনে দিতেন, কারণ হাদিসটিতে উল্লেখ্য রয়েছে. وأمر أن يؤذن بين يديه অর্থাৎ, ইমামের সামনে আযান দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন। এমনকি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও আবু বকর (রা.) যামানায়ও ঐ আযান ইমামের সামনে দেয়া হত। যেমন উপরের হাদিসে ইবারত রয়েছে-

كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي صل الله عليه وسلم وبين يدي أبي بكر

-"তেমনিভাবে মুয়াজ্জিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও হযরত আবু বকর (রা.) এর সামনে আযান দিতেন।"[২০৮১] এই হাদিসের আলোকে বুঝি খুতবার আযান 'বাবে মসজিদ' তথা মসজিদের দরজায় দেয়া হত না। কারণ, এ হাদিসে শুধু يؤذن بين يديه 'ইমামদের সামনে আযান দেয়া হত' ঐ কথা উল্লেখ্য আছে, কিন্তু মসজিদের দরজার কথা শর্তারোপ করা নেই।

আরেকটি মাস'য়ালা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হযরত উমর (রা.) প্রথম আযানটি মসজিদের বাহিরে দিতেন; কিন্তু বর্তমানে এ আযান বাহিরে না দিয়ে ভিতর থেকে মাইকে দেওয়া হয়।

অনেক মাশায়েখেকেরাম বলে থাকেন, হযরত উমর (রা.) প্রথম আযানটি বাহিরে দিতেন এর কারণ হচ্ছে- حتى يسمع الناس الأذان -"যেন লোকেরা আযানের আওয়াজ দূর থেকেই শুনতে পায়।' প্রথম আযান 'বাহিরে দেওয়া' মূল মাকছুদ বা উদ্দেশ্য নয়, বরং বাহির থেকে আযান দিলে লোকেরা আযানের আওয়াজ দূর থেকে শুনতে পাবে, ইহা হল

২০৮০ .ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/২১১পৃ.,ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ৩/২৭৩পৃ., আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ৩/৩০৬পৃ.

২০৮১. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/২১১পৃ.

আযানের মূল মাকছুদ বা উদ্দেশ্য; যা ইতোপূর্বে বিভিন্ন ফিক্বহের কিতাবে পেয়েছি। আর এ কারণেই 'যাওরা' নামক উচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হত। আর মাইকে আযান দিলে আযানের ঐ মূল মাকছুদ পুরো হয়ে যায় বলেই পৃথিবীর সিংহভাগ মুসল্লিগণ মাইকে আযান দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

সনদ পর্যালোচনা : উপরের মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার হাদিসটির সনদ যদিও ইমাম আইনী উল্লেখ করেননি; তবে অনেক ইমাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম কাসতাল্লানী (রহ.) হাদিসটির সনদ উল্লেখ করেছেন এভাবে-

وفي تفسير جويبر عن الضحاك عن معاذ:

-"ইমাম জুয়াইবার তার তাফসীরে তাবেয়ী যাহ্হাক (রহ.) থেকে তিনি মুয়াজ (রা.) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন।"[২০৮২] তিনি এখানে পূর্ণ সনদটি উল্লেখ করেননি। আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিস আযিমাবাদী এ হাদিসটির পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেন এভাবে-

وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذٍ

-"ইমাম জুয়াইবার তিনি তাবেয়ী যাহ্হাক থেকে তিনি হযরত বুরাদ বিন সিনান থেকে তিনি তাবেয়ী মিকহুল শামী থেকে তিনি সাহাবী মুয়াজ (রা.) হতে বর্ণনা করেন।"[২০৮৩] এই হাদিসটির সনদ 'হাসান' পর্যায়ের। অনেকে দাবি করে থাকেন তাবেয়ী মিকহুল (রহ.)-এর সাথে হযরত মুয়াজ বিন জাবালের সাথে সাক্ষাত ঘটেনি। অথচ বাস্তবতা হল এই সনদের বর্ণনাকারী তিনি সাহাবী সেই মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) নন। তিনি হলেন মুয়াজ বিন ইবনে উমর (রা.)। তবে কেহ কেহ সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেছেন। এজন্যই ইমাম কাস্তাল্লানী ও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী সনদটিকে দুর্বল বলেছেন।[২০৮৪] এই সুযোগে আহলে হাদিস আযিমাবাদী হাদিসের সনদকে ضعيف جدا অত্যন্ত দুর্বল বলে বসেন।[২০৮৫] এই ধোঁকাবাজ আযিমাবাদী যদি থাকতেন তবে আমি বলতাম এই তাহকীক আপনি কোন নীতামালায় করেছেন? ইমাম মিকহুল (রহ.) শাম দেশীয় একজন উচ্চ পর্যায়ের তাবেয়ী ছিলেন।[২০৮৬]

২০৮২.ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ৩/২৭৩পৃ.

২০৮৩. ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ৩/২৭৩পৃ., আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ৩/৩০৬পৃ.

২০৮৪.আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ৩/৩০৬পৃ.

২০৮৫. ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ৩/২৭৩পৃ., আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ৩/৩০৬পৃ.

২০৮৬.ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন- الفقيه الحافظ -"তিনি ফকিহ ও হাফেজুল হাদিস ছিলেন।" (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৮২পৃ. ক্রমিক. ৯৬।) তিনি একটু সামনে অগ্রসর হয়ে আরও উল্লেখ করেন- عن أبي بن كعب وعبادة بن الصامت وعائشة والكبار وروى عن أبي أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك -"তিনি সাহাবী উবাই ইবনে কাব, উবায়দা ইবনে ছামিত, আয়েশা এবং বড় বড় সাহাবীদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আবু উমামা বাহেলী, ওয়াসেলা ইবনে আসকা এবং হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।" (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৮২পৃ. ক্রমিক. ৯৬।)

Scanned by C

মিম্বারের সামনে জুম'আর ছানী আযান দেওয়ার দ্বিতীয় হাদিস :
ইমাম তাবরানী (রহঃ)সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثنا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ

-"মু'তামার ইবনু সুলায়মান (রহঃ) তিনি তার পিতা সুলায়মান থেকে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম জুহরী (রহঃ) হতে তিনি সাহাবী হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর যুগে জুম'আর নামাযের আযান মিম্বারের নিকট দেয়া হত।"[২০৮৭]

হাদিসটির সারমর্ম : এ হাদিসে (بَيْنَ يَدَيْ) নেই এবং দরজার কথাও নেই; যার দ্বারা বুঝা যায় এই হাদিস মতনের দিক থেকে এবং সনদের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ হাদিস থেকে প্রমাণ হল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও ইসলামের দুই খলিফার যামানা থেকেই মিম্বারের সামনে ছানী আযান দেওয়া হত, কারণ عِنْدَ الْمِنْبَرِ (ইন্দাল মিম্বার) অর্থ হল মিম্বারের নিকটে, কাছে, সন্নিকটে ইত্যাদী। (عِنْدَ الْمِنْبَرِ) এর যে যত ধরনের ব্যাখ্যা করেন না কেন এর দ্বারা মসজিদের বাহিরে কখনই বুঝাবে না। অনেকে এটিকে মজমূল মুবহাম (অস্পষ্ট স্থান) বলে থাকেন, এ কথার ভিত্তি কি তারাই ভাল জানেন। তবে এই হাদিসের ইনদা দ্বারা ফকীহগণ কী বুঝেছেন তা আমরা পর্যালোচনা করবো। এই হানাফী আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবী আহমদ আবু বকর আলাউদ্দিন সামারকান্দী আল-হানাফী (রহঃ) {ওফাত ৫৪০ হিজরী} তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন এভাবে-

الصحيح قول العامة لما رُوِيَ عَنِ السَّائِبِ بن يزيد أنه قَالَ كَانَ الْأَذَان يَوْم الْجُمُعَة على عهد رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام وعَلى عهد أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا عِند الْمِنْبَر

-"সাধারণত বিশুদ্ধ কথা হল যা বর্ণনা করেছেন হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ), হজরত নিশ্চয় তিনি বলেন: নবী করিম (ﷺ) এর যুগে ও আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হজরত উমর (রাঃ) এর যুগে জুময়ার আযান মিম্বরের সামনে ছিল।" (তুহফাতুল ফোকাহা, ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃ:)। বুঝা গেল তিনি এটি মিম্বারের সামনেই বুঝেছেন এবং দরজার কোন কথা তিনি এখানে উল্লেখ করেননি। অথচ তিনি ৯ শত বছরের পুরোনো হানাফী ইমাম। যাদের কাছে এ কিতাবটি আছে তাদেরকে দেখার অনুরোধ রইল। তাই ইন্দা স্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে তা নিকটে অর্থ প্রকাশ করবে। কেহ বলেন মহান আল্লাহর বাণী-

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

[২০৮৭]. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৭/১৪৬পৃ. হাদিস নং. ৬৬৪৬ (আলাউদ্দিন জিহানী, সুন্নি মাযহাব, ওয়ার!

-সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।" (সূরা নাজম, ১৪) এখানে সিদরাতুল মুনতাহাকেও আসমানের নিকটে বুঝানো হয়েছে? অনেকে বলে থাকেন তাহলে এর ব্যাখ্যা কি হবে? অথচ এই সূরাটিতে মহান রব রাসূল (ﷺ) এর মি'রাজের আভাস দিয়ে নাযিল করেছেন। এটিতেও নিকটে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর অর্থ সম্পর্কে পূর্বাপর দুইটি আয়াত দেখলেই বুঝা যায়। যেমন মহান রব ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

-"এবং তিনি ঐ জ্যাতি দু'বার দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।" (সূরা নাজম, ১৩-১৪) এখানেও ইনদা শব্দের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তাফসিরকারক ও মুহাদ্দিস ইমাম বাগভী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

وَعَنْهُ: «أنه رآه بعينه» ، وقوله: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর থেকে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় তিনি জাহেরী চোখ দ্বারা (মহান রবকে) দেখেছেন, যেমন মহান রবের বাণী এটি ছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।" (ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৪/৩০৫ পৃ. ক্রমিক. ২০৫৩) বিখ্যাত মুফাস্সির ইমাম মুকাতিল ইবনে সুলাইমান (ওফাত. ১৫০হি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى - ١٣- يقول رأى محمد- صلى الله عليه وسلم- ربه بقلبه مرة أخرى، رآه عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

-"(মুকাতিল) বলেছেন, তিনি (রাসূল) তাঁর রবকে দ্বিতীয়বার কলবের চোখে দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।" (তাফসিরে মুকাতিল ইবনে সুলাইমান, ৪/১৬০ পৃ.) কেহ কেহ এই ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন-

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى لَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاحٍ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) কে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে দেখেছি, আর তার ৬ শত পাখা।" (ইমাম তাবারী, তাফসিরে তাবারী, ২২/২৬ পৃ.) তাহলে এখানে দেখুন ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর মত সাহাবী ইনদার ব্যাখ্যা সামনেই করেছেন।

সনদ পর্যালোচনা : এ সনদটি সহীহ লিজাতিহী। অনেকে এ সনদের প্রধান রাবী 'মু'তামার বিন সুলাইমান' কে নিয়ে আপত্তি তুলার সুযোগ খুঁজতে পারেন। প্রথমত আমি বলবো সে সিহাহ সিত্তার রাবী। (ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযিব, ১/৫৩৯ পৃ. ক্রমিক. ৬৭৮৫) তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলা মানে বুখারী মুসলিমের হাদিসের দিকে দুর্বলতার দিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। ইমাম যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন- أحد الثقات الأعلام -"তিনি বিশ্বস্ত জ্ঞানী গুনীদের একজন।"[২০৮৮] ইমাম যাহাবী (রহঃ) এ

[২০৮৮]. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/১৪২পৃ. ক্রমিক. ৮৬৪৮

Scanned by C

রাবী সম্পর্কে সমাধানে শেষে বলেছেন- قلت: هو ثقة مطلقا. -"আমি বলি, সে সাধারণভাবে সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"২০৮৯ ইমাম যাহাবী (رحمه الله) তার গ্রহণযোগ্যদের রাবী গ্রন্থে লিখেন-

(م) الحافظ الثقة أبو محمد التيمي البصري محدث البصرة

-"তিনি ছিলেন ইমাম, হাফেজুল হাদিস, বিশ্বস্ত, বসরার বিখ্যাত মুহাদ্দিস।"২০৯০ তিনি আরও লিখেছেন- كَانَ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ. -"তিনি একজন তৎকালীন জ্ঞানী গুণীদের একজন।"২০৯১ তিনি আরও উল্লেখ করেন-

قَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: ثقة. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ثقة، صَدُوْقٌ...وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثقة،

-"ইমাম ইবনে মাঈন (رحمه الله) বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম আবু হাতেম (رحمه الله) বলেন, তিনি সিকাহ।....ইমাম ইবনে সা'দ (رحمه الله) বলেন, তিনি সিকাহ।"২০৯২ ইমাম ইজলী (رحمه الله) লিখেন- بصري، ثقة. -"তিনি বিশ্বস্ত এবং বসরার মুহাদ্দিস ছিলেন।"২০৯৩

তাই প্রমাণিত হল যে এ হাদিসটি সহীহ। হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আবু বকর সমরকুন্দী (رحمه الله) (ওফাত. ৫৪০হি.) এ হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন- والصحيح -"এই হাদিসটির সনদ সহীহ।"২০৯৪ মসজিদের ভিতরে আযানের পক্ষে এই হাদিসটিই সকলের ঐকমত্যে সহীহ; কোন মুহাদ্দিস এটির বিষয়ে আপত্তি করেননি। মু'তামারের বাবা সুলায়মান তাইমী (رحمه الله)ও সিহাহ সিত্তার রাবী। (ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরিবুত তাহযিব, ১/২৫২ পৃ. ক্রমিক.২৭৭৫)

মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার তৃতীয় হাদিস :

উপরের দুটি হাদিস ছাড়াও আরও কয়েকটি হাদিসে পাক এ বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করে পাই। আমরা একটি হাদিসে দেখতে পাই যে রাসূলে করিম (ﷺ) এর সামনে বেলাল (رضي الله عنه) আযান দিতেন মর্মে। ইমাম ইবনে মাযাহ (رحمه الله) আযানের বাক্য সংখ্যা প্রকাশের উদ্দেশ্য একটি হাদিস সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى

২০৮৯ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/১৪২পৃ. ক্রমিক. ৮৬৪৮

২০৯০ .যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১৯৫পৃ. ক্রমিক. ২৫১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৯হি. ও যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা, ৮/৪৭৭পৃ.

২০৯১ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা, ৮/৪৭৭পৃ.

২০৯২ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা, ৮/৪৭৮পৃ.

২০৯৩ .ইমাম ইজলী, তারিখুল সিকাত, ১/৪৩৩পৃ. ক্রমিক.১৬০২, দারুল বায, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪০২হি.

২০৯৪.সমরকন্দী, তুহফাতুল ফুকাহা, ১/১১৪পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৪হি.

-"হযরত আবী রাফে (رضي الله عنه) বলেন, আমি হযরত বিলাল (رضي الله عنه) কে আযানের বাক্যগুলো ২ বার করে রাসূল (ﷺ) এর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে দেখেছি।"২০৯৫

হাদিসের সারমর্ম:

লক্ষ্য করুন! এতে শুধু রাসূল (ﷺ) সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া কথা রয়েছে কিন্তু মসজিদের দরজার কোন কথাই উল্লেখ নেই।

সনদ পর্যালোচনা :

আহলে হাদিস আলবানী পর্যন্ত এই হাদিসকে সুনানে ইবনে মাযাহ এর তাহকীকে তিনি সহীহ বলেছেন।

মিম্বারের সামনের আযানের চতুর্থ ও পঞ্চম হাদিস :

যেহেতু 'মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক' (আমরা সামনে দেখবো যিনি আবু দাউদের বর্ণনায় দরজায় আযান দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন) অন্যত্র এই হাদিসটিই বর্ণনা করেছেন, তবে সেখানে মসজিদের দরজার কথা উল্লেখ করেননি। আমি খুবই চেয়েছি উভয় প্রকার হাদিসের সমঝোতা করার জন্য; কিন্তু যখন দেখলাম দরজার রেওয়ায়েত কারনে ওয়ালা 'মুহাম্মাদ বিন ইসহাক' ই দরজার বিপরীত বর্ণনা করেছেন তখন বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে গেল, উসূলে হাদিসে এ ধরনের হাদিসকে 'মুযতারিব' বলে যা দ্বারা শরিয়তের দলিল দেয়া বৈধ নয়।

প্রথম বর্ণনা : ইমাম ইবনুল বার্ (ওফাত. ৪৬৩ হি.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

-"আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ.....মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তিনি ইমাম জুহরী (رحمه الله) হতে তিনি হযরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন মিম্বরে বসতেন তখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হত। হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) ও উমর (رضي الله عنه) এর যুগেও অনুরূপই হত।"২০৯৬ এই হাদিসের অন্যতম রাবী 'মুহাম্মাদ বিন ইসহাক' রয়েছেন, যিনি সুনানে আবি দাউদের বর্ণনায় 'দরজায় হত' বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু এখানে তিনি দরজার কথা একদমই বলেননি। উক্ত বর্ণনাকারী থেকে আরেকটি বর্ণনাও আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

২০৯৫ . সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/৪৭০পৃ. হাদিস নং ৭৩২; সুনানে দারে কুতনী, হাদিস নং ৯৩৪; শরহে ইবনে মাজাহ লিল মুগলতাঈ, ১ম খণ্ড, ১১৯১ পৃঃ; তুহফাতুল আশরাফ, হাদিস নং ১২০২৪; মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, হাদিস নং ২৩১৯১; নাছবুর রায়া, ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃঃ; জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ১২৪২৩; আদ্-দেরায়া ফি তাখরিজি আহাদিছিল হেদায়া, ১ম খণ্ড, ১১৬ পৃঃ; মুসনাদে জামে, হাদিস নং ১২৪০৯; জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ৪১৭৭৪

২০৯৬ . ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তেজকার, ২/২৭ পৃঃ; ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩/২৭৩ পৃঃ; ইমাম যুরকানী, শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ১০/৪৯৪ পৃঃ

Scanned by C

দ্বিতীয় বর্ণনা : ইমাম ইবনুল বার্ (ওফাত. ৪৬৩হি.) আরেক ধারায় উল্লেখ করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

-"হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন জুমুয়ার দিন মিম্বারে বসতে তখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হত। আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) ও উমর (رضي الله عنه) এ যুগেও এরূপ সামনে আযান দেওয়া হত।"[২০৯৭] এই দুটি বর্ণনায় আমরা দেখতে পেলাম যে সুনানে আবি দাউদে যিনি দরজার কথা বলেছেন তিনিই এখানে দরজার কথা উল্লেখই করেননি।

মিম্বারের সামনের ৬ষ্ঠ হাদিস ঃ

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত ইমাম যিয়াউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ আল-মাকদেছী (رحمه الله) {ওফাত ৬৪৩ হি.} তার একটি কিতাবে উল্লেখ করেন এভাবে-

وعن السائب بن يزيد قال: كان بلال يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه الإمام أحمد

-"হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন জুম'আর দিন মিম্বারে উপর বসতেন তখন হজরত বেলাল (رضي الله عنه) তাঁর সামনে আযান দিতেন। আর যখন মিম্বার থেকে নামতেন তখন ইকামত দিতেন। হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) ও উমর (رضي الله عنه) এর যুগেও এরূপ (সামনে আযান) হত। ইমাম আহমদ (رحمه الله) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"[২০৯৮] এই হাদিসেও আমরা একই সাহাবী থেকে দরজার কোন কথা পাচ্ছি না।

মিম্বারের সামনের ৭তম হাদিস ঃ

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে জাবের ইবনে দাউদ আল-বালাযুরী (رحمه الله) {ওফাত ২৭৯ হি.} তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন-

وقد روي أن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يؤذن بَيْنَ يدي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم عند المنبر.

-"বর্ণিত আছে, নিশ্চয় হজরত উছমান ইবনে আফফান (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) এর সামনে মিম্বরের নিকট আযান দিয়েছেন।"[২০৯৯]

২০৯৭. যুরকানী, শরহে যুরকানী আলাল মুয়াত্ত্বা, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃ:; ইবনুল বার্, আল-ইস্তেজকার, ২য় খণ্ড, ২৭ পৃ:।
২০৯৮. আস-সুনানু ওয়াল আহ্কামু আনিল মুস্তফা, ২য় খণ্ড, ৩৬০ পৃ: হাদিস নং ২২২৬
২০৯৯. জুমালু মিন আনছাবিল আশরাফ, হাদিস নং ১৬০১; তকীউদ্দিন মুকরিজী ওফাত: ৮৪৫ হি কৃত: ইমতাউল আসমা, ১০ম খণ্ড, ১৩১ পৃ:; তকিউদ্দিন মুকরিজী ওফাত ৮৪৫ হি. কৃত: আল-মাওয়ায়িযু ওয়াল ই'তেবার বি'জিকরীল খিতাত ওয়াল আছার

মিম্বরের সামনে আযান দেওয়ার অষ্টম হাদিস :

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করা যায়; ইমাম ইবনুল বার্ (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

-"হজরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করিম (ﷺ), হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) ও উমর (رضي الله عنه) এর যুগে ইমামের সামনে (ছানী) আযান ছিল।"[২১০০]

হাদিসের সারমর্ম ও সনদ পর্যালোচনা :

প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (رحمه الله) এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর ওফাতের পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম যাহাবী (رحمه الله) লিখেছেন-

ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وسمع من عمر شيئا وهو يخطب

-তিনি হযরত উমর (رضي الله عنه) এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তার থেকে তিনি শুনেছেন, যখন তিনি জুম'আয় খুতবা দিচ্ছিলেন।"[২১০১] তাই তিনি যেহেতু হযরত উমর (رضي الله عنه) এর যামানার জুম'আ পেয়েছেন সেহেতু তিনি সে সময় জুম'আর ছানী আযান কোথায় ছিল তা সচক্ষে অবলোকন করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, উমরের যুগের আযান আর রাসূলের যুগের আযানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই তাতে সকলে একমত, যেটি সুনানে আবি দাউদের হাদিসেও রয়েছে। তাই তাঁর এই মুরসাল হাদিস সহীহ্ হাদিসের ন্যায়। অপরদিকে ইমাম যাহাবী (رحمه الله) তার মুরসাল রেওয়ায়েতের গ্রহণযোগ্যতা উল্লেখ করেন-

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ: مُرَاسِلَاتُ سَعِيْدٍ صِحَاحٌ

-ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) ও অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন: সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (رحمه الله) এর মুরসাল রেওয়াত গুলোও সহীহ্।"[২১০২]

অতএব, উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়, হজরত রাসূলে পাক (ﷺ), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) ও হযরত উমর (رضي الله عنه) এর যুগে ছানী আযান মিম্বরের সামনে ছিল। এমনকি খলিফা হজরত উছমান ইবনে আফফান (رضي الله عنه) নবীজির সামনে ও মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে আযান দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি রেওয়াতেও মসজিদের দরজার কথা উল্লেখ নেই। এমনকি 'মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক' এর থেকে বর্ণিত অন্য দুটি রেওয়াতেও মসজিদের দরজার কথা উল্লেখ নেই।

২১০০. ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তেযকার, ২/২৭ পৃ:
২১০১. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, ৪৪ পৃ. ক্রমিক. ৩৮, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন
২১০২. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, ৪৪ পৃ. ক্রমিক. ৩৮, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন

Scanned by C

জুম'আর আযানের পটভূমি তুলে ধরে ইমাম হাফিজ ইবনে কাছির (রহ.) {ওফা
৭৭৪ হি.} তার একটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন-

كَانَ الْأَذَانُ بِالْمَدِينَةِ كَانَ هُوَ الَّذِي يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"যখন মদিনায় আযান শুরু হয় তখন এটি রাসূল (ﷺ) এর সামনেই ছিল।"[২১০৩]
হাদিস কেন্দ্রীক যে সকল মাস'য়ালার উপর 'ইজমা' হয়েছে ঐ সকল মাসয়ালা আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আবূ হাসান ইবনে কাত্তান (রহ.) {ওফাত ৬২৮ হি.} স্বীয় কিতাবে লিখেন-

كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، وبين يدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على (الزوراء)، وهو نص في الأذان بين يدي الإمام، وعليه العمل عند جميع العلماء في أمصار الإسلام بالحجاز والعراق وغيرهما من الآفاق-

-"রাসূলে পাক (ﷺ) যখন জুম'আর দিন মিম্বরে বসতেন তখন তাঁর সামনে আযান দেওয়া হত। হজরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর সামনেও আযান দেওয়া হত। আর যখন লোকজনের সংখ্যা বাড়ল তখন হজরত উছমান (রা.) 'যাওরা' নামক স্থানে আরেকটি আযান বৃদ্ধি করলেন। ইমামের সামনে আযান দেওয়ার বিষয়ে এই হাদিস 'নছ্'। হেজাজ ইরাক সহ সকল ইসলামী শহরগুলোতে সকল উলামায়ে কেরাম এর উপরই আমল করছেন।"[২১০৪]

সুতরাং আমরা দেখি বিষয়টি স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব' এর রেওয়াত 'মুনকার' তথা একাধিক ছহীহ্ হাদিসের বিপরীত ও মাতরুক এবং স্ব-বিরুধী। তাই ইবনে ইসহাক্ব' এর রেওয়াতের উপর আমল করা যাবেনা, যতক্ষণ না এর সমর্থনে অন্য হাদিস না পাওয়া যায়। কারণ আল্লামা ইবনে কাত্তান (রহ.) ইমামের সামনে ছানী আযান দেওয়ার বিষয়ে উম্মতের ইজমা'র ইশারা করেছেন। এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম যুরকানী (রহ.) {ওফাত ১১২২ হি.} বলেন,

هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْأَمْصَارِ.

-"ইমামের সামনে আযান দেওয়ার জন্য এই হাদিস 'নছ্' বা দলিল। এর উপরই সকল শহরে আমল রয়েছে।"[২১০৫]

এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম হাফিজ ইবনে আব্দিল বার্ (রহ.) {ওফাত ৪৬৩ হি.} স্বীয় কিতাবে লিখেন-

هَذَا نَصٌّ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْآفَاقِ

২১০৩. ইমাম ইবনে কাসির, আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭/১০২ পৃ.
২১০৪. ইমাম ইবনে কাত্তান, আল-ইফতেনাউ ফি মাসাইলি ইজমা, ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃ: হাদিস নং ৮৫২।
২১০৫. ইমাম জুরকানী, শরহে যুরকানী আলাল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃ.

-"জুম'আর দিন ইমামের সামনে আযান দেওয়ার জন্য এই হাদিস 'নছ্' বা দলিল। ইরাক, হেজাজ ও অন্যান্য শহর গুলোতে ইহার উপরই আমাদের উলামায়ে কেরাম ও সকল মুসলমান আমল করছেন।"[২১০৬]

অতএব, যখন কোন মাসয়ালা نَصٌّ 'নছ্' দ্বারা ছাবিত হয়ে যায়, তখন কোন ফকিহ্ এর ফাতওয়া বা ইজতেহাদ দ্বারা نَصٌّ 'নছ্' কে রদ বা বাতিল করা যায়না। তাই ইমামের সামনে ছানী আযান দেওয়ার বিষয়টি সরাসরি نَصٌّ 'নছ্' দ্বারা প্রমাণিত। আর এ কারণেই হানাফী মাজহাবের সকল ফোকাহায়ে কেরাম ছানী আযান মিম্বরের সামনে কথা বলেছেন।

এই হাদিসের দিকে লক্ষ্য করে শাফেয়ী মাজহাবের অধিকাংশ ফকিহ্ জুম'আর ছানী আযান মিম্বরের নিকটে ফাত্ওয়া দিয়েছেন। যেমন, শারিহে বুখারী আল্লামা আহমদ ইবনে রজব দামেস্কী আল-হাম্বলী (রহ.) {ওফাত ৭৯৫ হি.} উল্লেখ করেন-

وكذا قال كثيرٌ من أصحاب الشافعي: أنه يستحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر

-"এমনিভাবে শাফেয়ী মাজহাবের অধিকাংশরা বলেছেনঃ নিশ্চয় জুম'আর নামাজের জন্য একটি আযান মিম্বরের নিকটে হওয়া মুস্তাহাব।"[২১০৭]

এ ব্যাপারে আল্লামা ইমাম কুরতুবী আল-মালেকী (রহ.) {ওফাত ৬৭১ হি.} উল্লেখ করেন:

وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنه أمر أن يُؤَذَّنَ فِي السُّوقِ قَبْلَ الْمَسْجِدِ لِيَقُومَ النَّاسُ عَنْ بُيُوعِهِمْ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا أُذِّنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَذَانَيْنِ فِي الْمسجد

-"নিশ্চয় হজরত উমর (রা.) লোকদেরকে ক্রয়-বিক্রয় থেকে ফিরে (খুতবা শুনার উদ্দেশ্যে) আসার জন্য মসজিদের সম্মুখস্থ বাজারে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তাঁরা মসজিদে সমবেত হতেন তখন মসজিদের ভিতরে (মিম্বারের সামনে) আযান দেওয়া হত। ফলে হজরত উছমান (রা.) মসজিদের ভিতরে দু'টি আযান (ছানী আযান ও ইকামত) নির্ধারণ করলেন।"[২১০৮]

আল্লামা শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-খতিব শারবানী (রহ.) {ওফাত ৯৭৭ হিজরী} স্বীয় তাফসিরের কিতাবে উল্লেখ করেন-

وكان عمر أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن سوقهم، فإذا اجتمعوا أذن في المسجد فجعله عثمان أذانين في المسجد.

-"লোকেরা মসজিদে অবস্থান করার পূর্বে বাজারে আযান দেওয়ার জন্য হজরত উমর (রা.) নির্দেশ দিয়েছেন। অত:পর লোকেরা মসজিদে উপস্থিত হলে মসজিদের ভিতরে

২১০৬. ইমাম (ইবনুল বার্, আল-ইস্তেজকার, ২/২৭ পৃ:)।
২১০৭. ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী, ফাতহুল বারী লি'ইবনে রজব, ৮ম খণ্ড, ২২৫ পৃ.
২১০৮. ইমাম কুরতুবী, তাফছিরে কুরতবী শরীফ, ১৮তম জি: ৭৬ পৃ.

Scanned by C

আযান দিতেন। ফলে হজরত উছমান (রাঃ) দু'টি (ছানী আযান ও ইকামত) আযান মসজিদের ভিতরে নির্ধারিত করলেন।"[২১০৯]

এ সম্পর্কে আল্লামা আবুল হাছান মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল বাছরী আল বাগদাদী (রহঃ) {ওফাত ৪৫০ হিজরী} হুবহু এমনটি উল্লেখ করেছেন।[২১১০]

এ বিষয়ে আবু মুহাম্মদ ইজ্জুদ্দিন আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে আবুল কাশেম ইবনে হাছান দামেস্কী (রহঃ) {ওফাত ৬৬০ হিজরী} তদীয় তাফছিরে [illegible] এমনটি উল্লেখ করেছেন।[২১১১]

এ সম্পর্কে আল্লামা আবুল হাফ্ছ সিরাজুদ্দিন উমর ইবনে আলী ইবনে আদিল দামেস্কী (রহঃ) {ওফাত ৭৭৫ হিজরী} তদীয় কিতাবে হুবহু এমনটি উল্লেখ করেছেন।[২১১২]

পর্যালোচনাঃ উপরের ইমামদের অভিমত ধরলে হযরত উমরের যামানার শেষ দিকে আরেকটি আযান বৃদ্ধি করার কথাও প্রমাণ পাওয়া যায়, আর চূড়ান্তভাবে হযরত উসমান (রাঃ) এটি জারি করেছেন যা সহীহ বুখারীর হাদিস থেকে জানতে পারি, আর সে সময় তিনি কোন আযানের স্থানের পরিবর্তন ঘটেনি; আরও বুঝা গেল যে তৃতীয় খলিফা [illegible] দুটি আযানই (ছানী আযান ও ইকামত) মসজিদের ভিতরে ধারাবাহিকভাবে দিচ্ছিলেন।

খতিবের সামনে আযান দেওয়ার নবম হাদিস :

অনেকে বলে থাকেন যে রাসূল (ﷺ) এর যুগে মসজিদে কখনই আযান ছিল না বা হতে পারে না। অথচ এটি গ্রহণ করলে দেখছি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিসের এই বিরোধ হয়। যেমন হাদিস রয়েছে-

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ

-"হজরত উছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মসজিদে (ভিতরে) আযান হতে দেখল, তারপর কোন হাজতের জন্য বের হয়ে [illegible] মসজিদে ফিরে আসল না, সে মুনাফিক।"[২১১৩]

২১০৯ .ইমাম শারবীনী, তাফছিরে সিরাজাম মুনীর, ৪র্থ খণ্ড, ২৮৫ পৃঃ
২১১০ .ইমাম (মাওয়ারদী, তাফছিরে মাওয়ারদী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০ পৃঃ)।
২১১১ .ইমাম (তাফছিরে আজ্ ইবনে আব্দুস সালাম, ৩য় খণ্ড, ৩১৮ পৃঃ)।
২১১২ .ইমাম (আল-লুবাব ফি উলুমিল কিতাব, ১৯তম জিঃ ৮৪ পৃঃ)।
২১১৩ .ইমাম ইবনে মাযাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৭৩৪; খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/[illegible] হা/১০৭৬, আইনী, আল-বেনায়া শরহে হেদায়া, ২য় খণ্ড, ৫৬৭ পৃ. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/৫১৮পৃ. ইমাম যায়লায়ি, নাসবুর রায়াহ, ২/১৫৫পৃ. শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, [illegible] হা/১১৩০৭, ইমাম বুছুরী কিনানী, মিসবাহুল জাজ্জাহ, ১/৯৩পৃ., ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া [illegible] তাখরীজু আহাদিসু হিদায়া, ১/২০৪পৃ.হা/২৫৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৬৯৮পৃ. হা/২০৯৮[illegible]

হাদিসের সারমর্মঃ

এই হাদিসে মসজিদের ভিতর আযান হওয়ার কথাও উল্লেখ আছে। তাই 'মসজিদের ভিতরে ছানী আযান দেওয়া যাবেনা' এরূপ কথা বলার ভিত্তি নেই; তবে সাধারণ আযানের বিষয়টি ভিন্ন। খোলাফায়ে রাশেদীনের ফাতওয়া এবং আমলের বিপরীত কোন ফকিহ'র ফাত্ওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হজরত এরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাঃ) থেকে সহীহ হাদিস বর্ণিত আছে-

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

-"হজরত ইরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন, তোমরা [illegible] আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খলিফার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর।"[২১১৪]

এই প্রেক্ষিতে মিশর আল-আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ফকিহ, আল্লামা আব্দুর রহমান আল জাযুরী (ওফাত ১৩৪১ হি.) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন:

فكان اذا صعد صل الله عليه وسلم المنبر اذن المؤذن بين يديه

-"আর যখন আল্লাহর নবী (ﷺ) মিম্বরে অবস্থান করতেন তখন মুয়াজ্জিন তাঁর সামনে আযান দিতেন।"[২১১৫]

এখানেও عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ বা মসজিদের দরজার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং প্রমাণিত হল, হজরত রাসূলে পাক (ﷺ) এর জামানায় ছানী আযান মুয়াজ্জিন আল্লাহর নবী (ﷺ) এর সামনে দাঁড়িয়ে'ই দিতেন। তাই ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে ছানী আযান দেওয়া সুন্নাত।

সনদ পর্যালোচনা ঃ

এই সনদটিকে আলবানী ছহীহ্ বলেছেন।[২১১৬] আমি বলি 'হাসান' পর্যায়ের; কেননা এই সনদের অন্যতম রাবী 'আব্দুল জাব্বার ইবনু উমর' কে অনেকে সিকাহ আবার দুই একজন যঈফ দুটি বলেছেন তাই তার হাদিসকে আমরা মাঝামাঝি রাখবো। অর্থাৎ তার হাদিসের অবস্থান হল 'হাসান'। এজন্যই নবম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) এটিকে 'হাসান' বলেছেন।[২১১৭] ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

২১১৪ .ইমাম তাহাবী, শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস/১১৮৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬০৭; জামে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৭৬; তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৬৬; বায়হাক্বী: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৩২৭; সুনানে দারেমী, হাদিস নং ৯৬; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩১৯; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭১৪৪; বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ২০৩৩৮; শরহে মাআনিল আছার, হাদিস নং ৪৯৯; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ২২০ পৃঃ; বায়হাক্বী, শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস/৭১০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪২; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪২০১; তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ৬১৭; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫; তাবারানী: মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ৪৩৭; শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১০২)।
২১১৫ .কিতাবুল ফিক্বহ্ আলা মাজাহিবিল আরবা, ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ
২১১৬ . আলবানী, সহিহুল জামিউস সগীর, হা/৫৮৯১
২১১৭ .ইমাম [illegible]

Scanned by C

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ وَقَالَ: كَانَ يَكُونُ بِإِفْرِيقِيَّةَ.

-"ইমাম ইবনে সা'দ (২০৭হি.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন এবং ইফরিকিয়ার অধিবাসী ছিলেন।"[২১১৮] ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[২১১৯] ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেছেন- قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ -"তিনি হাদিসে অতি শক্তিশালী রাবী নন।"[২১২০] আমরা এ হাদিসকে এজন্যই 'হাসান' বললাম কেননা উক্ত রাবীকে কেহ কায্যাব, মাতরুক, মুনকারুল হাদিস, দাজ্জাল এ ধরনের বলেননি।

এ বিষয়ে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত কোনটি?

প্রথমে আমি মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার স্বপক্ষে হাদিসের আলোকে প্রমাণ পেশ করেছি; যাতে আহলে হাদিস ফিরকার মুখোশ উন্মোচন হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ যেহেতু হানাফী মাযহাবের অনুসারী সেহেতু এ বিষয়ে তাঁর কি মত তাও দেখতে হবে। বিখ্যাত হাদিস ও ফিকহের ইমাম, আল্লামা আব্দুল ওহ্হাব শা'রানী (রহ.) লিখেন-

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي : يحرم البيع بعد الأذان الذى بين يدى الخطيب يوم الجمعة

-"ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বক্তব্য হল, জুম'আর দিন খতিবের সামনে আযান দেওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম।" হানাফী মাজহাবের ইমাম, ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ হয়, জুম'আর ছানী আযান খতিবের সামনে দেওয়াই সুন্নাত বলে বুঝিয়েছেন। এ বিষয়ের শুরুতে অসংখ্য কিতাবের ইবারত দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, بَيْنَ يَدَيْ (বাইনা ইয়াদা) দ্বারা 'ইমামের সামনে' ই বুঝায়। যাই হোক এটি নিয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে সেহেতু এখানে আর দ্বিতীয়বার আলোচনা করতে চাই না। যদি দ্বিতীয় আযান মসজিদের দরজায় হত, তাহলে অবশ্যই এই দুই ইমাম (عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ) মসজিদের দরজার কথা উল্লেখ করতেন।

এ সম্পর্কে ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) এর ও হানাফী মাজহাবের অভিমত সম্পর্কে আরো উল্লেখ আছে। যেমন, শারিহে বুখারী আল্লামা আহমদ ইবনে রজব দামেস্কী হাম্বলী (রহ.) {ওফাত ৭৯৫ হি.} স্বীয় বিখ্যাত কিতাব বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেন-

---

২১১৮ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৪২৯পৃ. ক্রমিক. ২১৪, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৩৮৯পৃ. ক্রমিক. ৩৬৯৫, ইবনে হাজার, তাহযিবুত তাহযিব, ৬/১০৩পৃ.

২১১৯ .ইমাম ইবনে শাহীন, কিতাবুস সিকাত, ক্রমিক. ৯৮৯

২১২০ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৪২৯পৃ. ক্রমিক. ২১৪, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল,

ومن كلام الطحاوي في مختصره : حكاية قول أبي حنيفة وأصحابه: إذا جلس الإمام على المنبر، وأذن المؤذنون بين يديه

-"ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত কথা হলঃ তিনি ইমাম আবু হানিফা (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের কথা বর্ণনা করেছেনঃ যখন ইমাম সাহেব মিম্বারের উপর বসবেন, তখন মুয়াজ্জিন ইমামের সামনে আযান দিবেন।" (ফাতহুল বারী লি'ইবনে রজব হাম্বলী, ৮/২২৪ পৃ:)।

ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) এর অভিমত সম্পর্কে শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহ.) {ওফাত ৮৫৫ হি.} তদীয় কিতাবে বলেন-

وروى الحسن، عن أبي حنيفة، أن المعتبرَ في وجوب السعي وحرمة البيع الأذانُ على المنارة لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة، وسماع الخطبة

-"হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, নামাজের দিকে দ্রুত যাওয়া ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে মিনারের আযানের সময়। কেননা যদি মিম্বারের নিকটের আযানের জন্য অপেক্ষা করা হয় সুন্নাত আদায় ও খুতবা শুনা বাদ পড়ার আশংকা থাকে।" (আইনী, শরহে আবু দাউদ, ৪/৪২৬ পৃ:)।

উক্ত এবারতেও ছানী আযানের কথা (ইন্দাল মিম্বার) তথা মিম্বরের নিকটে কথাটি উল্লেখ আছে। সুতরাং ইমামে আজম (রা.) এর ফাতওয়া দ্বারা প্রমাণিত হয়, জুম'আর নামাজের ছানী আযান হবে (ইন্দাল মিম্বার) তথা মিম্বরের নিকটে।

লক্ষণীয় একটি বিষয়ঃ আমাদের দেশের কতিপয় লোক আছেন যারা নিজেদেরকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করে ইমাম আযমের এই ফাতওয়ার বিরোদ্ধে ফাতওয়া দেয়; অথচ নিজেদেরকে দাবী করে ছাচ্চা হানাফী। মহান রব এই সমস্ত লোকদের থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন।

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এর অভিমত

ইমাম তাহাভী (রহ.) কে হানাফী মাযহাবের ব্যারেষ্টার বলা হয়। এ সম্পর্কে ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহ.) {ওফাত ৮৫৫ হি.} ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এর মাযহাব সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন-

الْمُعْتَبَرُ فِي وجوب السَّعْي وَحُرْمَة البيع هُوَ الْأَذَان الْأَصْلِيّ الَّذِي كَانَ على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين يَدي الْمِنْبَر. قلت: هُوَ مَذْهَب الطَّحَاوِيّ

-"আর নির্ভরযোগ্য হল, জুম'আর নামাজের দিকে যাওয়া ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া ইহা মূল আযানের সময়, যা নবী পাক (ﷺ) এর যুগে মিম্বরের সামনে দেওয়া হত। আমি বলি: ইহা ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এর মাযহাব।" (উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৩ পৃ:)। উল্লেখ্য যে, এখানেও ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ বা মসজিদের দরজা...

Scanned by C

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শায়েখ শামছুদ্দিন ইবনে শায়েখ জামালুদ্দিন রুমী (রহঃ) [ওফাত ৭৮৬ হি.] এবং শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহঃ) [ওফাত ... হি.] তদীয় কিতাবে বলেন-

قَالَ الطَّحَاوِيُّ يَقُولُ: الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْأَذَانُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ

-"ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেছেন, অধিক নির্ভরযোগ্য হল ইহা মিম্বরের নিকট আযান।" (আল-এ'নায়া শরহে হেদায়া, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃঃ; আইনী, শরহে আবু দাউদ লিল-আইনী, ৪র্থ খন্ড, ৪২৬ পৃঃ)।

এখানে ইমাম তাহাভীর عِنْدَ الْمِنْبَرِ (ইন্দাল মিম্বার) বলায় অর্থ দাড়ায় মিম্বারের নিকট আযান হবে, মসজিদের দরজায় তিনি বলতেন।

এ সম্পর্কে আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল তাহ্তাবী আল-হানাফী (রহঃ) {ওফাত ১২৩১ হি.} তার সুপ্রসিদ্ধ কিতাবে লিখেন-

وقال الطحاوي المعتبر هو الأذان الثاني عند المنبر لأنه الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده

-"ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন, অধিক নির্ভরযোগ্য অভিমত হল, ছানী আযান মিম্বরের নিকটে হবে, কেননা নবী করিম (ﷺ), আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর যুগে এরূপ ছিল।" (হাশিয়াতুত তাহ্তাবী আলা মারাকিল ফালাহ্, ১ম খন্ড, ৫১৮ পৃঃ)।

এখন বলতে হয় যারা ইমাম তাহাভীকে না মানেন তাদেরকে পুরোপুরি কিভাবে হানাফী বলবো?

এ সম্পর্কে সর্বজন মান্যবর ও প্রাচিনতম ফকিহ্, হাফিজ ইবনে আব্দিল বার্ (রহঃ) {ওফাত ৪৬৩ হি.} এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন শারিহে বুখারী আল্লামা আহমদ ইবনে রজব দামেস্কী হাম্বলী (রহঃ) {ওফাত ৭৯৫ হি.} তদীয় কিতাবে। যেমন,

وقد حكى ابن عبد البر اختلافاً بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام: هل يكون من مؤذن واحد، أو مؤذنين؟ .. قال: وهذا يدل على أن النداء عنده واحدٌ بين يدي الإمام

-"ইমামের সামনের আযান নিয়ে হাফিজ ইবনে আব্দিল বার্ (রহঃ) উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন: এই (ছানী) আযানের জন্য কি একজন মুয়াজ্জিন যথেষ্ট নাকি একাধিক?..... । তিনি বলেন: আর ইহা তাঁর নিকট দলিল হচ্ছে একজন ইমামের সামনে আযান দিবে।" (ফাতহুল বারী লি'ইবনে রজব, ৮ম খন্ড, ২২৩ পৃঃ)।

অতএব, উল্লেখিত দলিল-আদিল্লাহ'র দ্বারা প্রমাণিত হয়, জুম'আর নামাজের ছানী আযান মিম্বারের সামনে দেওয়া সুন্নাত। কেননা হানাফী মাজহাবের পূর্ব-যুগের সমস্ত ফোকাহায়ে কেরাম এরূপ'ই বয়ান করেছেন, এর মধ্যে প্রাচিনতম একজন ফকিহও মসজিদের দরজায় আযান দেওয়ার কথা বলেননি।

মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ, ইমাম ও ফকিহ্গণের অভিমত

(১) হানাফী মাযহাবের ইমাম তাহ্তাভী (রহঃ) এর কওল নকল করেন 'ফাতওয়ায়ে আলমগীরেতে' এভাবে-

وَقَالَ الطَّحْطَاوِيُّ: يَجِبُ السَّعْيُ وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْمِنْبَرِ

-"ইমাম তাহ্তাবী (রহঃ) বলেন, মিম্বারের নিকেটের আযানের সময় নামাযের জন্য দৌড় করা তথা তরাতারি হাটা ওয়াজিব ও ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরুহ্।"[২১২২]

(২) হিজরী ১১শ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ, বিশ্ব-নন্দিত হানাফী ফকিহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে লিখেন-

وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَدْ نَازَعَهُ كَثِيرُونَ، وَمِنْهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَمَا اقْتَضَتْهُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ

-"ইমাম তবরানী (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণ রাবী মুহাম্মদ বিন ইসহাক এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন 'হযরত বেলাল (রাঃ) মসজিদের দরজায় আযান দিতেন' অনেকে (ইমামগণ) এ মত থেকে ফিরে এসেছেন, এর মধ্যে রয়েছে (অনেকের মধ্য হতে) মালেকী মাযহাবের একটি দল। নিশ্চয় এ আযান রাসূলপাক (ﷺ) সম্মুখে দেওয়া হত। যা সহীহ্ বুখারীর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়।"[২১২৩] সুতরাং আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) হানাফী মাযহাবের একজন রত্ন ছিলেন, তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ছানী আযান মসজিদের দরজায় না দিয়ে ইমামের সামনে দেওয়াটা'ই রাসূলে পাক (ﷺ) এর আমলের সুন্নাত এবং আমলযোগ্য। উল্লেখ্য যে তিনি بَيْنَ يَدَيْهِ দ্বারা দরজা থেকে ইমামের সামনে অর্থ হবে না; কারণ, ১১শ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) بَيْنَ يَدَيْهِ দ্বারা ইমামের নিকটবর্তী স্থানে সুস্পষ্ট সামনে বুঝিয়েছেন। কিন্তু আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় হেদায়ার ইবারত অনুবাদ করতে গিয়ে কিন্তু بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থ মিম্বারের সামনে করেছেন। বাংলাদেশের আহলে হাদিসদের নেতা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এর ১৯৫ পৃষ্ঠায় ১৬৩ নং টীকায় এমনটি অর্থ করেছেন। বুঝা গেল আহলে হাদিসরাও এর অর্থ সামনে করেছেন, অথচ আমাদের কিছু ভাই এটা মানতে অনেক কষ্ট অনুভব করেন। অথচ আহলে হাদিস মুহসিন দরজার পক্ষের লোক হওয়া সত্ত্বেও সত্য অর্থ করেছেন। বিখ্যাত হানাফী ফিকহের গ্রন্থ দুররুল মুখতার গ্রন্থের পঞ্চম খন্ডে কিতাবুল কারাহিয়ার الاستبراء অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত আছে-

২১২২. ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, ১/১৪৯পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।
২১২৩. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/১০৪২পৃ. হা/১৪০৪, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by C

يَجُوزُ بَلْ يُنْدَبُ الْقِيَامُ تَعْظِيمًا لِلْقَادِمِ كَمَا يَجُوزُ الْقِيَامُ، وَلَوْ لِلْقَارِئِ بَيْنَ يَدَيِ الْعَالِمِ

-"আগমনকারী কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েয বরং মুস্তাহাব যেমন আলিমের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য জায়েয।"[২১২৪] বিখ্যাত মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি আহমাদ ইয়ার খাঁন নাঈমী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জা'আল হকের মিলাদের কিয়াম অংশের এই অর্থই করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অন্য একটি সুপ্রসিদ্ধ কিতাবে লিখেন-

وإذا جلس الامام على المنبر اذن ثانيا بين يديه

-"আর যখন ইমাম সাহেব মিম্বরে বসবেন তখন ছানী আযান ইমামের সামনে দিবেন।"[২১২৫]

(৩) ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

ثم أمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَين يَدي أبي بكر

-"অতঃপর ইমামের সামনে আযান দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন, যেমনিভাবে মুয়াজ্জিন আল্লাহর রাসূল ও আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সামনে আযান দিতেন।"[২১২৬]

এই হাদিসে عَلَى بَابِ الْمَسْجِد বা মসজিদের দরজার কথা উল্লেখ নেই, শুধু ইমামের সামনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

(৪) মিশর আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ফকিহ, আল্লামা আব্দুর রহমান আল-জাযিরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার ফিকহের গ্রন্থে লিখেন-

فكان إذا صعد صلى الله عليه و سلم المنبر أذن المؤذن بين يديه

-"আর যখন আল্লাহর নবী (ﷺ) মিম্বারে অবস্থান করতেন তখন মুয়াজ্জিন তাঁর সামনে আযান দিতেন।"[২১২৭] এই এখানেও عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ বা মসজিদের দরজার কথা উল্লেখ নেই, শুধু ইমামের সামনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

(৫) বিখ্যাত মুফাস্সির ও ফকিহ আল্লামা ইমাম কুরতবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার তাফসীরে আরও লিখেন-

وَقَدْ رَأَيْتُهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ بَعْدَ أَذَانِ الْمَنَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ تَحْتَ الْمِنْبَرِ فِي جَمَاعَةٍ.

-"মিনারের আযানের পরে লোকদেরকে মদিনায় জামাতে ইমামের সামনে মিম্বারের নিচে আযান দিতে দেখেছি।"[২১২৮] সুতরাং ইমাম কুরতুবীর জীবিত থাকা অবস্থায় মদিনা শরীফেও ইমামের সামনে ও মিম্বারের নিচে আযান দেওয়া হত। কারণ تَحْتَ الْمِنْبَرِ

২১২৪. হাসকাফী, দুররুল মুখতার, ৬/৩৮৪পৃ. (শরাহ সহ)
২১২৫. মোল্লা আলী ক্বারী, ফাতহু বাবুল এ'নায়া ফি শরহে কিতাবিল নেকায়া, ১ম খণ্ড, ৪০১ পৃ.
২১২৬. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/২১১পৃ.
২১২৭. জাযূরী, ফিকহী আ'লা মাযাহিবুল আরবা'আ, ১/৫৯৩পৃ.
২১২৮. ইমাম কুরতবী, ১৮/১০১পৃ., দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ, কায়রু, মিশর, দ্বিতীয় প্রকাশ.১৩৮৪হি.

(তাহতাল মিম্বার) অর্থ : মিম্বারের নিচে, আর মসজিদের দরজা মিম্বারের নিচে হতে পারে না। তাই ছানী আযান মিম্বারের সামনে দেয়াই উত্তম হবে।

(৬) হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব হেদায়াতে রয়েছে-

وَإِذَا صعد الإِمَام على الْمِنْبَر جلس وَأذن الْمُؤَذّن بَين يَدي الْمِنْبَر، بذلك جرى التَّوَارُث.

-"যখন ইমাম মিম্বারে আরোহণ করেন তখন বসবেন এবং মুয়াজ্জিন মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেবেন। এই নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে।"[২১২৯] এখানেও স্পষ্ট বলা হয়েছে মুয়াজ্জিন মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার জন্য, মসজিদের বাহিরে কিংবা দরজায় আযানের কথা উল্লেখ নেই। হেদায়া প্রণেতা হলেন হানাফী মাযহাবের 'আসহাবে তারজীহ' তথা যারা একাধিক রেওয়ায়েত সমূহ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেন এমন হানাফী ফিকহের ইমাম। দুঃখের বিষয় হল আমাদের অনেক হানাফী হযরতগণ উনার এই ফাতওয়াকে কর্ণপাতই করতে চান না।

(৭) হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফকিহ ইমাম কাসানী (৫৮৭হি.) লিখেন-

وَكَذَا يُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}

-"ইমাম যখন মিম্বারে আরোহন করবেন এবং মুয়াযযীন তার সামনে আযান দেবে তখন বেচাকেনা প্রভৃতি কাজ করা মাকরুহে তাহরীমী। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, হে ঈমানদারগণ! জুম'আর দিনে যখন তোমাদের নামাযের জন্যে ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা (নামাযের মাধ্যমে) আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও এবং সে সময়ের জন্যে) কেনাবেচা ছেড়ে দাও।"[২১৩০]

(৮) ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী (৭১০হি.) লিখেন-

(قَوْلُهُ فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُقِيمَ بَعْدَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَائِدٌ إلَى الْخَطِيبِ الْجَالِسِ. وَفِي الْقُدُورِيِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ.

-"ইমাম বা খতিব যখন মিম্বারে বসবেন তখন তার সামনে আযান দেয়া হবে এবং খুতবা শেষ হওয়ার পরে ইকামাত দেয়া হবে। এ নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে। আর এখানে তার সামনে বলতে উপবিষ্ট খতিবের সামনে বুঝানো হয়েছে। ইমাম কুদুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ইমাম যখন মিম্বারের উপরে বসবে (তখন আযান দিবে)।"[২১৩১]

(৯-১০) বিখ্যাত হানাফী ফাতওয়ার কিতাব 'ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে' রয়েছে-

وَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُقِيمَ بَعْدَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ. كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ

২১২৯. মীরগানানী, হেদায়া, ১/৮২পৃ.
২১৩০. ইমাম কাসানী, বাদাউস সানাঈ, ৩/৬২পৃ.
২১৩১. নাসাফী, বাহারুর রায়েক, ৪/৪০২পৃ.

Scanned by C

-"ইমাম বা খতিব যখন মিম্বারে বসবেন তখন তার সামনে আযান দেয়া হবে এবং খুতবা শেষ হওয়ার পরে ইকামাত দেয়া হবে। এ নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে। এটি বাহারুর রায়েকে রয়েছে।"[২১৩২]

(১১) ইমাম নুযাইম মিশরী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর লিখিত বাহারুর রায়েকের ইবারত যেহেতু ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ গ্রন্থকার করেছেন আর উল্লেখের প্রয়োজন মনে করি না। তিনি তার এ গ্রন্থের আরেক স্থানে লিখেন-

وَالثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ

-"জুম'আর ছানী আযান যা মিম্বারের নিকট দেওয়া হবে।"[২১৩৩]

(১২) হানাফী মাযহবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী হানাফী (রহ.) লিখেন-

وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدِي الْمِنْبَرِ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ.

-"যখন ইমাম মিম্বারে আরোহণ করেন তখন বসবেন এবং মুয়াজ্জিন মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেবেন। এই নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে।"[২১৩৪] এখানেও স্পষ্ট বলা আছে মুয়াজ্জিন মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার জন্য, মসজিদের বাহিরে কিংবা দরজায় আযানের কথা উল্লেখ নেই।

(১৩) দুররুল মুখতার প্রণেতা বিখ্যাত হানাফী ফকিহ আল্লামা হাসকাফী (রাহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে লিখেন-

(وَيُؤَذَّنُ) ثَانِيًا (بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ الْخَطِيبِ.

-"(জুম'আর আযান) অর্থাৎ ছানী আযান (তার সামনে হবে) অর্থাৎ খতিবের সামনে দেওয়া হবে।"[২১৩৫]

(১৪-১৫) ফাতওয়ায়ে শামী (মূল নাম 'রুদ্দুল মুহতার') গ্রন্থাকার আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেন-

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ فَقِيلَ الْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ أَوَّلًا فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى أَحْدَثَ عُثْمَانُ الْأَذَانَ الثَّانِيَ عَلَى الزَّوْرَاءِ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ. وَالْأَصَحُّ

-"প্রথম আযান কোনটি এটি নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। অনেকে বলেছেন, সুপ্রসিদ্ধ হল প্রথমে যে আযানটি শরিয়তে বিধিবদ্ধ করা হয়, তা হল মিম্বারের সামনে যে আযান দেয়া হয়। এটিই রাসূল (ﷺ), আবু বকর, উমরের যুগে দেওয়া হত। দ্বিতীয় আযান

২১৩২ .নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতোওয়ায়ে হিন্দীয়া (আলমগীরী), ১/১৪৯পৃ.
২১৩৩ .নুযাইম মিশরী, বাহারুর রায়েক, ২/১৬৮পৃ.
২১৩৪ .আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/২১১পৃ.
২১৩৫ .ইমাম হাসকাফী, দুররুল মুখতার, ২/১৭৫পৃ. ফাতোওয়ায়ে শামীসহ, ২/১৬১পৃ.

যেটি মানুষ বেশী হওয়ার কারণে জাওরা নামক স্থানে হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আর এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।"[২১৩৬] তাই বিশুদ্ধ মত হল রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মিম্বারের সামনে আযান দেওয়া হত। তাই অনেকের দাবী মিম্বারের সামনে আযান দেওয়াই সঠিক। তাই এ বক্তব্যে ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সেই বক্তব্যেও খণ্ডন হয়ে গেছে ফাতওয়ায়ে শামীতে 'আযানে জাওক' (দ্বৈত কণ্ঠে আযান দেয়া) প্রসংগে বলা হয়েছে-

فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لِأَنَّ الْمُتَوَارَثَ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ فَيَكُونُ بِدْعَةً حَسَنَةً إذْ مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَنٌ

-"সুতরাং, প্রমাণিত হলো যে, এ কাজ মাকরূহ নয়। কেননা, পুনঃ পুনঃ হওয়ার ফলে অর্থাৎ যুগ পরম্পরায় মুসলমানদের আমলের ফলে কোন কাজ মাকরূহ হয় না। অনুরূপ খুতবা প্রদানকারীর সামনে আযান দেয়া বিদআতে হাসানা বলে গণ্য করা হয়। যখন মুসলিমগণ ভাল মনে করে কোন কাজ করে, তা আল্লাহর কাছেও ভাল হিসেবে বিবেচিত।"[২১৩৭] এই ইবারতটি জা'আল হকের দ্বিতীয়াংশ বিদ'আতের আলোচনায় রয়েছে। এ বক্তব্যেও জুম'আর ছানী আযান মিম্বারের সামনে দেওয়াকে জায়েয বলা হয়েছে; তবে কেউ কেউ বিদ'আতে হাসানা বলেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর আগের বক্তব্যে এ মত থেকে তিনি নিজেই প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এ বক্তব্যটি আযান অধ্যায়ে লিখে জুম'আর ছানী আযানের অধ্যায়ে বিশুদ্ধ কওলটি লিখেছেন।

(১৬) নূরুল ঈযাহ গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) জুম'আর নামাযের অধ্যায়ে লিখেন-

والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه

-"ইমাম বা খতিব মিম্বারে বসলে খুতবা শুরু করার পূর্বে তার সামনে আযান দিবে।"[২১৩৮]

(১৬) আল্লামা মোল্লা খসরু (৮৮৫হি.) লিখেন -

(فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسُنَّ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ قَائِمًا) لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ الْمُتَوَارَثُ

-"ইমাম বা খতিব মিম্বারের উপর বসবে মুয়াজ্জিন তখন তার সামনে আযান দিবে। দুটি খুতবা দিবে এবং দুই খুতবাহ মাঝখানে বসবেন। আর এই নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে।"[২১৩৯]

(১৭) ইমাম তাহতাবী হানাফী (১২৩১হি.) লিখেন-

الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه جرى به التوارث

২১৩৬ .ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রুদ্দুল মুহতার (ফাতোওয়ায়ে শামী), ২/১৬১পৃ. দারুল ফিকর লিল্লিবায়াহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১২হি.
২১৩৭. ইবনে আবেদীন শামী, ফাতওয়ায়ে শামী, ১/৩৯০পৃ.
২১৩৮ .শারাম্বালী, নুরুল ঈযাহ, ১/১৯৬পৃ.
২১৩৯ .মোল্লা খসরু, দুররুল হাকাম, ১/১৪১পৃ.

Scanned by C

-"ইমাম বা খতিব মিম্বারে বসলে খুতবা শুরু করার পূর্বে তার সামনে আযান দিবে আর এই নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে।"২১৪০

(১৮) বিখ্যাত হানাফী ফকিহ ইমাম কুদুরী (রহ.) লিখেন-

وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ ثم يخطب الامام

-"ইমাম যখন মিম্বারে উঠে বসবেন, তখন মুয়াজ্জিন মিম্বারের সামনে আযান দিবে। তারপরে ইমাম খুতবা পড়বেন।"২১৪১

(১৯) হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) লিখেছেন-

(وأذن المؤذنون بين يدي المنبر) ش: هذا هو الأذان الأصلي الذي كان في زمان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - من بعده، ثم حدث الأذان الآخر وهو الأذان الأول في عهد عثمان كما ذكرنا.

-"(মুয়াজ্জিন আযান দিবে মিম্বারের নিকট।) এর ব্যাখ্যায় লিখেন, এই আযানই প্রকৃত আযান ছিল, যা রাসূল (ﷺ), আবু বকর, উমর (রা.)-এর যামানায় ছিল। বর্তমানে প্রথম আযানটি পরে হযরত উসমান (রা.)-এর যামানায় আবিষ্কার হয় যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।"২১৪২

(২০) তিনি তার এ গ্রন্থে আরেক স্থানে লিখেন-

والأذان الأصلي الذي كان على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين يدي المنبر

-"প্রকৃত আযান হল, যা রাসূল (ﷺ)-এর যুগে মিম্বারের নিকট দেওয়া হত।"২১৪৩

(২১) ইমাম আব্দুল গনী দামেস্কী হানাফী (রহ.) তার ফিকহের কিতাবে লিখেন-

وإذا صعد الإمام المنبر جلس) عليه (وأذن المؤذنون بين يدي المنبر) بذلك جرى التوارث، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان

-"(যখন ইমাম মিম্বারে আরোহণ করবেন) অর্থাৎ মিম্বারে বসবেন (মুয়াজ্জিনরা মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেবেন) এই নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে। আর রাসূল (ﷺ)-এর যুগে এই আযান ছাড়া কোন আযান ছিল না।"২১৪৪

(২২) হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ এনায়াতে রয়েছে-

(وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْأَذَانُ

২১৪০ .ইমাম তাহতাবী, হাশীয়ায়ে তাহতাবী আ'লা মারাকিল ফালাহ, ১/৫১৫পৃ. জুম'আর নামায অধ্যায়, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৮হি.

২১৪১.ইমাম কুদুরী, মুখতাছারুল কুদুরী, ৩৭ পৃষ্ঠা।

২১৪২ .আইনী, বেনায়া শরহে হেদায়া, ৩/৯০পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ১৪২০হি.

২১৪৩ .আইনী, বেনায়া শরহে হেদায়া, ৩/৯১পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ১৪২০হি.

২১৪৪ .আব্দুল গনী দামেস্কী, লুবাব ফি শরহিল কিতাব, ১/১১৪পৃ. মাকতুবাতুল ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

-"(যখন ইমাম মিম্বারে আরোহণ করবেন তখন তার সামনে আযান হবে) এটাই পর্যায়ক্রমভাবে চালু আছে; রাসূল (ﷺ) এর যুগে এই আযান (বর্তমানের ছানী বা দ্বিতীয় আযান) ছাড়া আর কোন আযান ছিল না।"২১৪৫

(২৩) ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহ.) 'হেদায়া' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ যার নাম 'ফতহুল কাদীর' এ লিখেন-

(وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْأَذَانُ

-"(যখন ইমাম মিম্বারে আরোহণ করেন তখন বসবেন এবং মুয়াজ্জিন মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেবেন।) এই নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে। আর রাসূল (ﷺ)-এর যুগে এই আযান ছাড়া কোন আযান ছিল না।"২১৪৬

(২৪) আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেন-

وجوب السعي وحرمة البيع والشراء بالأذان الذي يؤذن بين يدي المنبر

-"মিম্বারের নিকটের আযানের সময় তাড়াতাড়ি হাটা ওয়াজিব। ঐ সময় বেচাকেনা ও ক্রির কার্য করা হারাম।"২১৪৭

(২৫-২৭) ইমাম যায়লাঈ হানাফী (রহ.) লিখেন-

فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ، بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا هَذَا الْأَذَانُ،

-"যখন ইমাম মিম্বারে আরোহণ করে বসবেন এবং মুয়াজ্জিন মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেবেন। এই নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে। আর রাসূল (ﷺ)-এর যুগে এই আযান ছাড়া অন্য কোন আযান ছিল না।"২১৪৮

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে নুযাইম মিশরী আল-হানাফী (রহ.) [ওফাত ৯৭০ হি.] স্বীয় কিতাবে বলেন,

فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُقِيمَ بَعْدَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ،

-"যখন ইমাম সাহেব মিম্বরে বসবেন তখন ইমামের সামনে আযান দিবেন, আর খুতবা সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরেই ইকামত বলবেন। এরূপ'ই প্রচলিত হয়ে আসছে।" (ফাতওয়ায়ে বাহরুর রায়েক, ২য় খন্ড, ১৬৯ পৃ:)।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আফেন্দী আল-হানাফী (রহ.) [ওফাত ১০৭৮ হি.] তার বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাবে লিখেন-

فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَانِيًا وَبِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ

২১৪৫ .এনায়া ফি শরহে হিদায়া, ২/৪১৭পৃ.

২১৪৬ .ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ৩/২৪২পৃ. জুম'আর নামাযের অধ্যায়।

২১৪৭.আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ১০/৬পৃ.

২১৪৮ .ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ২/২০৪পৃ.

Scanned by C

-"আর যখন ইমাম সাহেব মিম্বরে বসবেন তখন ইমামের সামনে ছানী আযান দিবেন, এরূপ'ই প্রচলিত হয়ে আসছে।" (মাজমাউল আনহার, ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃ:)।

(২৮) হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত তাফসিরকারক ইমাম শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আলূসী বাগদাদী হানাফী (রহঃ) তার তাফসীরে লিখেন-

أذان الثاني الذي يكون بين يدي المنبر

-"ছানী আযান হচ্ছে যা মিম্বারের সামনে দেওয়া হয়।"[২১৪৯]

লক্ষণীয় বিষয় :

কুদুরী, হেদায়া ও 'ফাতহুল কাদীর' সহ উপরের সকল উল্লেখিত এ কিতাবগুলো হল হানাফী মাজহাবের নির্ভরযোগ্য তবকার বিখ্যাত কিতাব। এখানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে ছানী আযান দিতে হবে। ইহা 'সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা' যা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, এই কিতাবে গুলোতে জুম'আর ছানী আযানের আলোচনাকালে কেউ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ বা মসজিদের দরজার কথা উল্লেখ করেনি। তাই 'ছানী আযান' মিম্বরের সামনেই হবে, মসজিদের দরজায় নয়।

সূরা জুম'আর ৯ নং আয়াতের তাফসিরে ইমামদের সঠিক ব্যাখ্যা:

আমাদের অনেক হযরতগণ এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে থাকেন। অনেকে বলে থাকেন যে এই আয়াতে (إِذَا نُودِيَ) শব্দ দ্বারা নাকি দরজায় আযানের কথা বলা হয়েছে। অথচ আমি নির্ভরযোগ্য কোন তাফসিরে এমনটি পাইনি।

(২৯) বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ও মুফাসসির ইমাম বাগভী (রহঃ) [ওফাত.৫১০হি.] সূরা জুম'আর ৯ নং আয়াত-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

-"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে জুম'আর দিন নামাযের জন্য আহবান হয়।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেন-

وَأَرَادَ بِهَذَا النِّدَاءِ الْأَذَانَ عِنْدَ قُعُودِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْخُطْبَةِ.

-"এই 'নিদা' বা আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হল **মিম্বারের নিকটের** আযান, যখন ইমাম খুতবাহ দেয়ার জন্য মিম্বারের অবস্থান করেন।"[২১৫০]

(৩০) বিখ্যাত তাফসীরকারক ইমাম ছা'লাভী (ওফাত.৪২৭হি.) তার তাফসীরে লিখেন-

وَأَرَادَ بِهَذَا النِّدَاءِ الْأَذَانَ عِنْدَ قُعُودِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْخُطْبَةِ.

-"এই 'নিদা' বা আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হল মিম্বারের নিকটের আযান, যখন ইমাম খুতবাহ দেয়ার জন্য মিম্বারের অবস্থান করেন।"[২১৫১]

২১৪৯. মাহমুদ আলূসী, তাফসীরে রুহুল মা'আনী, ১৪/২৯৩পৃ. সূরা জুম'আ, আয়াত, ৯

২১৫০. ইমাম বাগভী, তাফসীরে মা'লিমুত তানযিল, ৫/৮৩পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২০হি.

২১৫১. ইমাম ছা'লাভী, তাফসীরে ছা'লাভী, ৯/৩-৮পৃ.

(৩১) বিখ্যাত তাফসিরকারক ইমাম খাযেন (রহঃ) উপরের ইমাম ছালাভীর ন্যায় অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।[২১৫২]

(৩২) বিখ্যাত তাফসীরকারক ইমাম কাযি সানাউল্লাহ পানীপথি (রহঃ) তাঁর তাফসীরে সূরা জুম'আর ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَأَرَادَ بِهَذَا النِّدَاءِ الْأَذَانَ عِنْدَ قُعُودِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْخُطْبَةِ.

-"এই 'নিদা' বা আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হল মিম্বারের নিকটের আযান, যখন ইমাম খুতবাহ দেয়ার জন্য মিম্বারের অবস্থান করেন।"[২১৫৩]

আরও কতিপয় ফকিহগণের অভিমত

(৩৩) বিখ্যাত হানাফী ফকিহ বুরহানুদ্দীন হালাবী (রহঃ) লিখেন-

أَذَانِ الْأَوَّلِ بِاعْتِبَارِ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ

-"প্রথমে যে আযানটি শরিয়তে বিধিবদ্ধ করা হয়, তা সেই আযান যা মিম্বারের সামনে দেয়া হয়।"[২১৫৪]

(৩৪) বিখ্যাত হানাফী ফকিহ ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) লিখেন-

(وَيُؤَذَّنُ ثَانِيًا بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ عَلَى سَبِيلِ السُّنِّيَّةِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ رَمْلِيٌّ

-"ছানী আযান ইমামের সামনে দেয়াই সুন্নাত। যেমনটি ইমাম রমলীর ফাতওয়া দ্বারা প্রকাশিত হয়।"[২১৫৫] বুঝা যায় যে খতিবের সামনে আযান দেওয়াই হল সুন্নাত।

(৩৫) এ সম্পর্কে কাজী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে আরাবী (রহঃ) [ওফাত ৫৪৩ হি.] তদীয় কিতাবে বলেন-

ورأيتهم بمدينة السلام يؤذنون بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة كما كان يفعل عندنا

-"মিনারের আযানের পরে লোকদেরকে মদিনায় জামাতে ইমামের সামনে মিম্বরের নিচে আযান দিতে দেখেছি। যেমনটি আমাদের এখানেও করা হয়।" (আওজাযুল মাসালিক শরহে মুয়াত্তা, ২য় খন্ড, ৪৪৭ পৃ:)।

৩৬. এ সম্পর্কে ইমাম আলাউদ্দিন কাছানী আল-হানাফী (রহঃ) [ওফাত ৫৮৭ হি.] তদীয় কিতাবে বলেন, إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ -"যখন ইমাম সাহেব মিম্বরের উপরে বসবেন তখন ইমামের সামনে আযান দিবেন।" (বাদাউছ ছানাঈ, ১ম খণ্ড, ৬০৫ পৃ:)।

৩৭. শরহে বেকায়া প্রণেতা (রহঃ) লিখেন-

২১৫২. ইমাম খাযেন, তাফসীরে খাযেন, ৪/২৯০পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২১৫৩. ইমাম সানাউল্লাহ পানীপথি, তাফসীরে মাযহারী, ৯/২৮১পৃ.

২১৫৪. আল্লামা হালাবী...

২১৫৫...

وَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُقِيمَ بَعْدَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ

-"ইমাম যখন মিম্বরে বসবেন তখন মুয়াজ্জিন ইমামের সামনে আযান দিবেন এবং খুৎবা সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরে ইকামত দিবেন। আর এরূপ'ই প্রচলিত হয়ে আসছে। যেমনটি বাহরুর রায়েক্ব কিতাবে আছে।" (শরহে বেকায়া, ১ম খণ্ড, ২০১ পৃ::)।

৩৭. ইমাম কাস্তাল্লানী আশ্-শাফেয়ী (৯২৩হি.) লিখেন-

وإنما كان بلال يؤذن وحده بين يديه- صلى الله عليه وسلم- إذا جلس على المنبر، كما صرح به أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم.

-"রাসূল (ﷺ) যখন মিম্বারের উপরে তখন তাঁর সামনে হযরত বিলাল (রা.) একাই আযানই দিতেন। যেমনটি হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী এবং অন্যান্য ইমামগণ স্পষ্ট বলেছেন।"[২১৫৬] এখানে রাসূল (ﷺ) এর সামনে আযান হত এ মতের উপরে তিনি তিন মাযহাবের (এর মধ্যে হানাফীও রয়েছে) আমলের কথা বলেছেন।

جَرَى التَّوَارُثُ এর ব্যাখ্যা :

এই পরিভাষাটি উপরের ইবারতগুলোতে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এর জন্য এই পরিভাষাটির ব্যাখ্যায় ফকিহ্গণ কি বলেছেন তাও দেখা অতি প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আল্লামা সিরাজুদ্দিন উমর ইবনে ইব্রাহিম ইবনে নাজিম আল-হানাফী (রহ.) [ওফাত ১০০৫ হি.] স্বীয় কিতাবে লিখেন-

وإذا جلس الخطيب على المنبر أذن بين يديه أي: الخطيب وأقيم بعد تمام الخطبة بذلك جرى التوارث من فعله عليه الصلاة والسلام.

-"যদি খতিব সাহেব মিম্বারের উপর বসেন তখন তার সামনেই আযান দিবে। আর খুতবা শেষ হওয়ার পরে ইকামত দিবে। এরূপই রাসূল (ﷺ) এর কর্ম থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে।"[২১৫৭]

এ বিষয়ে মাওলানা আজিমাবাদী সাহেব তদীয় কিতাবে বলেন-

وقال العلامة العيني في البناية شرح الهداية في تفسير التوارث يعني هكذا فعل النبي والأئمة من بعده إلى يومنا هذا

-"আল্লামা আইনী (রহ.) তাঁর 'আল-বেনায়া শরহে হেদায়া' কিতাবে 'তাওয়ারুছ' এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এরূপ আমল নবী পাক (ﷺ) থেকে এবং তাঁর পরবর্তীকালে আয়েম্মা ইমামগণের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত ইহা প্রচলিত হয়ে আসছে।" (আওনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, ৪৪৭ পৃ:)।

২১৫৬. ইমাম কাসতাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ৩/২৭১পৃ.

হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ এনায়াতে রয়েছে-

(وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْأَذَانُ

-"(যখন খতিব মিম্বারের উপরে আরোহন করবেন মুয়াজ্জিনরা তখনই মিম্বারের সামনে আযান দিবে) এটাই পর্যায়ক্রমভাবে চালু আছে; রাসূল (ﷺ) এর যুগে এই আযান (বর্তমানের ছানী বা দ্বিতীয় আযান) ছাড়া আর কোন আযান ছিল না।"[২১৫৮]

ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহ.) তার বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাব 'ফতহুল কাদীরে' লিখেন-

(وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْأَذَانُ

-"যখন ইমাম মিম্বারে আরোহণ করবেন এবং মুয়াজ্জিনগণ মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেবেন। এই নিয়মই পর্যায়ক্রমে চালু আছে। আর রাসূল (ﷺ)-এর যুগে এই আযান ছাড়া কোন আযান ছিল না।"[২১৫৯]

সুতরাং বিষয়টি হানাফী মাজহাবের ফিক্হী মাসয়ালার কিতাব থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হল, জুম'আর নামাজের ছানী আযান প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মিম্বারের সামনেই প্রচলিত হয়ে আসছে।

এই হল যারা মিম্বারের সামনে জুম'আর ছানী আযান দেওয়ার মত পোষণ করেন তাদের অভিমতের পক্ষের দলিল। এবার আমি 'দরজায়' ছানী আযানের মত পোষণকারীদের দলিল পর্যলোচনা করবো।

দ্বিতীয় মত: জুম'আর ছানী আযান দরজায় দেয়া প্রসঙ্গ

আমাদের আকাবীরদের অনেকের অভিমত ছিল খুতবার আযান মুয়াজ্জিন দরজায় দিবেন। যেমন ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (রহ.)সহ উনার মসলকের অনেকে এ অভিমতের উপরে আমল করেন। আহলে হাদিস আযিমবাদীসহ আরও অনেক সালাফীরা এ মত পোষণ করে থাকেন। এ বিষয়ে তারা একটি হাদিস ও কিছু হানাফী ফিকহের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। তিনি ভিতরে দেওয়া হারাম বা মাকরূহে তাহরীমা বলেছেন এ ধরনের কোন ফাতওয়া তার কোন কিতাবে পরিলক্ষিত হয়নি। তবে তার মসলকের অন্যতম জা'আল হক প্রণেতা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী (রহ.) তিনি বিদ'আত এর আলোচনায় মিম্বারের সামনে উত্তম এবং জায়েয বলেছেন।[২১৬০] আমরা যেহেতু হানাফি মাযহাবের মুকাল্লিদ সেহেতু আমরা দেখতে হবে ইমাম আযম (রহ.) থেকে শুরু করে ৬ তবকার কোন তবকার কোন ফকিহ্ কী বলেছেন; আর একজন সাধারণ ফকিহ্ এর ফাতওয়া তা যদি সহীহ্ হাদিসের মুখালেফ

২১৫৮. এনায়া ফি শরহে হিদায়া, ২/৪১৭পৃ.
২১৫৯. ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ৩/২৪২পৃ. জুম'আর নামাযের অধ্যায়।
২১৬০. মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, জা'আল হক, ২/১১ পৃ.

Scanned by C

হয় তা কখনই মানা যাবে না। আর সহীহ হাদিসের মোকাবেলায় তো মুকাল্লীদের দৃষ্টি কথা কোন মুজতাহিদ ইমামের কওলই গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফী মাযহাবের ফাতওয়ার নীতিমালা সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন-

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَمِيعُ الْحَنَفِيَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ

-"ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হানাফি মাযহাবের সকল ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কোন আলেমের (মুজতাহিদের) কিয়াস হতে যঈফ সনদের উপর আমল করা উত্তম।"[২১৬১] ইতোপূর্বে আমরা এক মতের পক্ষের দলিল দেখে এসেছি; এবার দেখবো দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের। তবে আমি এ বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে কিছুটা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি বলে লিখার ইচ্ছা পোষণ করেছি। তবে আগে বলে রাখি, কোন পক্ষের বিরোধীতা করা আমার কাজ নয়। আমরা নিজেদেরকে সঠিক দলের অনুসরণকারী দাবী করে থাকলে কুরআন-সুন্নাহ, হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য ইমামদের যেটি সুপ্রসিদ্ধ মত সেটাই সকলে মানার চেষ্টা করতে হবে। এটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমরা হানাফী মাযহাবের একজন মুকাল্লিদ মাত্র। এটাও মনে রাখতে হবে যে, কোন সুন্নাত বা শরীয়তের কোন দলিল মাস'য়ালায় কোন পীর আমাদের মডেল নয়; মডেল হল সুন্নাহ্। আমরা দেখেছি যে মিম্বারের সামনের আযান দেয়ার পক্ষের হাদিসগুলো একটি ছাড়া সবগুলোই সহীহ। দরজার হাদিসকে আলবানী সুনানে আবি দাউদের তাহকীকে 'মুনকারুল হাদিস' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আমি বলি এতে তার বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি তার এ তাহকীকের জবাবও সামনে দিব। ইনশাআল্লাহ

পাঠকবৃন্দ! আপনারাই আলোচনা দেখে দলিলের সত্যতা যাচাই করে চিন্তা করুন কোনটির উপর আমল করা বেশী উত্তম। আমি তাদের বিরোধী যারা এই মাস'য়ালা নিয়ে মসজিদ ভাগ করে ফিতনা ছড়াচ্ছেন এবং সুন্নিয়তের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছেন। যারা এই মাস'য়ালা নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করাকে দ্বীন মনে করে বসে আছেন। দোহাই দিচ্ছে আমার পীর এমনটি ফাতওয়া দিয়েছেন। আমি তাদেরকে বলতে চাই ভাই আমার ফিকহী মাস'য়ালায় হানাফী মাযহাবের অনুসারী তাই আগে তাঁদের অভিমত এরপর তাঁর পরবর্তী তবকা অনুসারীদের ফাতওয়া দেখতে হবে। তাই তৃতীয়/চতুর্থ তবকার ফাতওয়া দ্বারা আপনি ইমাম আযমের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিবেন তা তো কখনই মানা যাবে না! তাই এখানে ফিকহী মাস'য়ালায় পীরকে অগ্রগণ্য হিসেবে দেখার কোন সুযোগ নেই। একটি বিষয় সকলকে লক্ষ করতে হবে যে মিম্বারের সামনে হোক, বা দরজার উপর হোক যে কোন একটিকে সুন্নাত বলতে হলে সহীহ হাদিস লাগবে। এটিও মনে রাখতে হবে কোন মুনকার, মাতরুক, অত্যন্ত যঈফ হাদিস দিয়ে সুন্নাত সাব্যস্ত করা যায় না। তবে সাধারণ যঈফ সনদ হলে তার উপরে আমল করা

২১৬১ . ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০পৃ. ক্রমিক নং. ৪৪৫, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বৈরুত।

জবাব: যার বিস্তারিত আলোচনা আমি এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৯-৪৬ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করেছি। পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

দরজার পক্ষের হাদিস : সুনানে আবি দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) এ রয়েছে-

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ

-তিনি নুফায়লী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি মুহাম্মদ বিন সালামাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি ইমাম জুহরী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মিম্বার শরীফে জুম'আর দিনে বসতেন তাঁর সামনে মসজিদের দরজায় আযান দেয়া হত। আর অনুরূপ ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর ও দ্বিতীয় খলিফা উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগেও দেয়া হত।"[২১৬২]

হাদিসের সারমর্ম : এই হাদিসে দুটি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। প্রথমত. হাদিসে রয়েছে- كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "- এই হাদিসের সরাসরি (বাহ্যিক) অর্থ হল: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আযান দেওয়া হত। কারণ 'বায়না ইয়াদী' অর্থ সামনে; প্রথম পক্ষের অর্থ ধরলে; যা ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত . কিন্তু হাদিসের শেষের অংশে রয়েছে যে- عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ -"আর সে আযান ছিল দরজার উপরে।' তাহলে ভাবায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিম্বার কী দরজার উপরে ছিল? সর্বোপরি بَيْنَ يَدَيْ দ্বারা মিম্বার থেকে দরজা পর্যন্ত এত দূরুত্ব হবে না। এজন্য আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (রহিমাহুল্লাহ) এ بَيْنَ يَدَيْ অর্থ এর ব্যাখ্যা দরজা থেকে ইমামের সামনে বরাবর নিয়েছেন। (দেখুন আ'লা হযরত, আহকামে শরীয়ত, ২০০ পৃ., বাংলা) এটি তিনি হাদিসটির অর্থ সমন্বয় সাধনের জন্য করেছেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল বার্ (রহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম কাসতাল্লানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদিসটি এই সনদের অন্যতম রাবী ইমাম জুহরীর ছাত্র 'মুহাম্মাদ বিন ইসহাক' থেকে ভিন্ন বর্ণনা সংকলন করেন যেখানে এই ইবারতে ঝামেলা নেই। যেমন লক্ষ্য করুন:-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

-"হযরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মিম্বরে বসতেন তখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হত। হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগেও অনুরূপ হত।"[২১৬৩]

২১৬২. সুনানে আবি দাউদ, ১/২৮৫পৃ. হা/১০৮৮ এবং ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৭/১৪৫পৃ. হা/৬৬৪২

২১৬৩. ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তেজকার, ২/২৭ পৃঃ; ইমাম কাস্তাল্লানী, মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩/২৭০ পৃঃ; ইমাম যুরকানী, শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ১০/৪৯৪ পৃঃ

Scanned by C

সনদ পর্যালোচনাঃ রাবী **'মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক'** এর দ্বিতীয় এই বর্ণনাটি দেখুন এখানে عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ শব্দটি নেই।[২১৬৪] তাহলে আমরা বুঝি 'মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক' এর দুই ধরনের বর্ণনা আমরা পাই। একটিতে দরজা + মিম্বারের সামনের কথা আছে, আরেকটিতে শুধু ইমামের সামনে আছে দরজার কথা নেই। বুঝা যায় 'মুহাম্মাদ বিন **ইসহাক'** এর হাদিসে ঝামেলা রয়েছে। আর এই ধরনের ঝামেলা যুক্ত হাদিসকে মুযত্বারিব বলা হয়। এবার দেখবো ইমাম আবু দাউদ (রহ.) স্বয়ং তার হাদিস গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কি বলেন। যেমন ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

روى أبو داود، عن حماد بن سلمة، قال: ما رويت عن ابن إسحاق إلا باضطرار.-

-"ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হজরত হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি 'ইবনে ইসহাক' থেকে 'মুজতারিব' বা বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ রেওয়াত ছাড়া কিছুই পায়নি।"[২১৬৫] তাই এটিতেও তিনি এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন।

আসল কথায় আশা যাক আমরা এখন দেখবো 'দরজায় আযান' দেওয়ার হাদিসের সনদের প্রধান রাবী তাবেয়ী ও হাদিসের ইমাম জুহরী (রহ.)'র ছাত্র তাবেয়ীর মর্যাদা লাভকারী[২১৬৬] **'মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার'** এর হাদিস মুহাদ্দিগণের নিকট কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

সনদ পর্যালোচনা : আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী এই হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেন-

قلت: منكر بزيادة: على باب المسجد) . إسناده: حدثنا النُّفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السّائب بن يزيد. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن إسحاق، فإنه مدلس، وقد عنعنه؛ إلا أنه لم يحتج به

-"আমি বলি, অতিরিক্ত 'দরজায় আযান হত' এই শব্দটি মুনকার বা আপত্তিকর। এই সনদটি নুফাইলী মুহাম্মাদ বিন সালামা তিনি ইবনে ইসহাক থেকে তিনি জুহরী থেকে তিনি সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন। আমি বলি, এই হাদিসের সমস্ত রাবী সহীহ মুসলিমের রাবী শুধু মাত্র মুহাম্মদ বিন ইসহাক ছাড়া। নিশ্চয়ই তিনি তাদলীসকারী তিনি আন আন করে বর্ণনা করেন। তবে তার হাদিস দিয়ে দলিল দেয়া যাবে না।"[২১৬৭] এ সনদটি আলবানী যেমনটি বলেছেন মুনকার তেমনটি নয় বরং হাদিসটি যঈফ মাত্র। অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন যঈফের মাত্রাটি একটু বেশী। কেননা, এই সনদে **'মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার'** রয়েছেন; তার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ

২১৬৪ .ইমাম কাসতাল্লানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ৩/২৭৩পৃ.
২১৬৫ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭
২১৬৬ . ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

رأى أنس بن مالك بالمدينة، وسعيد بن المسيب.

-"তিনি হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) কে মদিনায় দেখেন এবং উচ্চ পর্যায়ের তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) দেখেছেন।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩৪পৃ.)
২১৬৭ . আলবানী, যঈফু আবু দাউদ, ২/৪পৃ. হা/২০১

...কঠিন আপত্তি করেছেন; তার বিরুদ্ধে দাজ্জাল, দাজ্জালদের একজন, চরম ...বাদী, মুনকারুল হাদিস, তার হাদিস দলিলযোগ্য নয় এ ধরনের আপত্তি আছে। ...মনে হয় ইমামদের তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়ার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো ...আক্বিদা খারাপ ছিল। তিনি কাদারিয়া, মুতাযিলা, শীয়া আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন ...এবং সে অতিরিক্ত তাদলীস করায় মুহাদ্দিস তাকে এই অভিযোগ করেছেন। তবে ...দুই একজন তাকে সত্যবাদী এবং তার হাদিস সুন্দর বলেছেন; আমি তার ...সকল আসমাউর রিজালবিদদের সকল অভিমতই উল্লেখ করবো কোনটিই গোপন ...ইনশা আল্লাহ।

...সমস্ত ইমামরা তার প্রতি অভিযোগ দায়ের করেছেন:

...ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, ইমাম ফাল্লাস (রহ.) বলেছেন- كتبت عنه كذبا كثيرًا

-"আমরা তার অনেক মিথ্যা হাদিস আমরা লিপিবদ্ধ করেছি।"[২১৬৮]

...ইমাম ইবনে মাঈন তাকে সিকাহ বলেও তিনি শেষে বলে দিয়েছেন যে- وليس بحجة.

-"...তবে তার হাদিস হুজ্জাত বা দলিল নয়।"[২১৬৯]

...ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন যে,

وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: لا يحتج به.

-"ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্যরা বলেছেন, তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার হাদিস দ্বারা হুজ্জাত বা দলিলযোগ্য নয়।"[২১৭০]

...ইমাম যাহাবী আরও উল্লেখ করেন যে- وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ عندهم. - "ইমাম আবু হাতেম বলেন, আমাদের নিকট তিনি কোন মযবুত কোন রাবী নয়।"[২১৭১]

...ইমাম যাহাবী আরও উল্লেখ করেন যে-

وقال أبو داود: قدري معتزلي. وقال سليمان التيمي: كذاب. وقال وهيب: سمعت ... بن عروة يقول: كذاب.

-"ইমাম আবু দাউদ বলেন, তিনি কাদারীয়া ও মুতাযেলী বাতিল আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিল। ইমাম সুলায়মান তায়মী (রহ.) লিখেন, তিনি মিথ্যাবাদী। ইমাম উহিয়াব

২১৬৮ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবনান, ১৩৮২হি., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৫০৫৭
২১৬৯ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবনান, ১৩৮২হি., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৫০৫৭
২১৭০ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবনান, ১৩৮২হি., ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/১৯৩পৃ., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৫০৫৭
২১৭১ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/১৯৩পৃ., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৫০৫৭

Scanned by C

বলেন, আমি হিশাম বিন ওরওয়া (রহ.) কে তার ব্যাপারে বলতে শুনেছি ... মিথ্যাবাদী।"[২১৭২]

লক্ষণীয় দুটি বিষয় : ১. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) স্বয়ং উক্ত রাবীর হাদিস তার ... সংকলন করে দুর্বলতার কারণে নিজেই উক্ত রাবীর বিপক্ষে বলতে বাধ্য হয়েছেন। ২. অপরদিকে সুলায়মান তাইমী (যিনি মু'তামার ইবনে সুলাইমানের পিতা) মিম্বারের সামনে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং দরজায় বর্ণনাকারীকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।

১০. ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন যে,

أحمد: هو كثير التدليس جدا.

-"ইমাম আহমদ বলেন, তিনি বেশী তাদলীস করতেন।"[২১৭৩]

১১. ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন যে-

وقال ابن أبي فديك: رأيت ابن إسْحَاق كثير التدليس

-"ইবনে আবি ফুদাইক বলেন, আমি ইবনে আবি ইসহাককে দেখেছি সে প্রচুর তাদলীস (শায়খের নাম গোপন করে সরাসরি তার দাদা শায়খের নাম দিয়ে হাদিস বর্ণনা) করতো।"[২১৭৪] উসূলে হাদিসে তাদলীস (শায়খের নাম গোপন করে হাদিস বর্ণনা) দোষণীয় কাজ; এটিও একটি দুর্বলতার কারণ।

১২. ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন যে,

أبو قلابة الرقاشي، حدثني أبو داود سليمان بن داود، قال: قال يحيى القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب.

-"আবু কিলাব রাক্কাশী তিনি বলেন, আমাদেরকে আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে দাউদ ... তিনি বলেন, ইমাম ইয়াহইয়া কাত্তান (যিনি ইমাম বুখারীর জলিল কদর উস্তাদ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ বিন ইসহাক একজন মিথ্যাবাদী।"[২১৭৫] আমরা দেখি এখানে তিনি তাগিদ দিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।

১৩. ইমাম ইবনে আদী (রহ.) লিখেন-.فإنه كذاب -"নিশ্চয়ই তিনি মিথ্যাবাদী।"[২১৭৬]

১৪. ইমাম ইবনে আদী (রহ.) আরও লিখেন-

... بن علي الزعفراني سمعت مالك بن أنس وذكر عنده مُحَمد بن إسحاق فقال دجال من الدجاجلة.

২১৭২. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বৈরুত লেবানন, প্রকাশ. ১৩৮২হি., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৫০৫৭

২১৭৩. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বৈরুত লেবানন, প্রকাশ. ১৩৮২হি., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৫০৫৭

২১৭৪. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/১৯৩পৃ., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৫০৫৭

২১৭৫. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বৈরুত লেবানন, প্রকাশ. ১৩৮২হি., ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৫০৫৭

২১৭৬. ইমাম আদী, আল-কামিল, ৭/২৫৫পৃ. ক্রমিক.১৬২৩

-"আবুল মু'মিন বিন আলী যাফরানী তিনি বলেন, ইমাম মালেকের সামনে রাবী মুহাম্মদ বিন ইসহাক কে নিয়ে আলোচনা হলে তিনি বলেন, সে দাজ্জালদের থেকে একজন।"[২১৭৭]

১৫. ইমাম ইবনে আদী (রহ.) আরও লিখেন-

عفان عن وهيب، قال: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يقول هُوَ كذاب.

-"মুহাদ্দিস আফ্‌ফান বিন উহাইব বলেন, আমি ইমাম মালেক বিন আনাস (রহ.) কে তার বিষয়ে বলতে শুনেছি, সে কায্‌যাব বা মিথ্যাবাদী।"[২১৭৮]

১৬. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন- وقال مالك دجال من الدجاجلة -"ইমাম মালেক বলেন, তিনি দাজ্জালদের মধ্য হতে একজন দাজ্জাল।"[২১৭৯]

১৭. ইমাম ইবনে আদি (রহ.) সংকলন করেন-

قال الشيخ: وحضرت مجلس الفريابي وقد سئل عن حديث لمحمد بن إسحاق وكان بأبي علم فلما كرروا عليه قَالَ مُحَمد بن إسحاق فذكر كلمة شنيعة فقال زنديق.

-"ইমাম ফিরিয়াবীর কাছে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের হাদিস বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন,......সে জিন্দিক।" (আল-কামিল, ৭/২৫৫পৃ. ক্রমিক. ১৬২৩)

১৮. ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

وروى أبو داود، عن حماد بن سلمة، قال: ما رويت عن ابن إسحاق إلا باضطرار.-

-"ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হজরত হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি 'ইবনে ইসহাক্ব' থেকে 'মুযত্বারিব' বা বিচ্ছিন্ন রেওয়াত ছাড়া কিছুই বর্ণনা করিনি।"[২১৮০]

১৯. ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেছেন-

وقال القطّان: تركت ابن إسْحَاق عمدا فلم أكتب عَنْهُ.

-"কাত্তান বলেন, আমি ইবনে ইসহাক্বকে সর্বদায় পরিত্যাগ করতাম ও তার থেকে কিছুই লিখিনি।"[২১৮১]

২০. ইমাম মিযযী (রহ.) আরো বলেন:-

وَقَالَ حنبل بْن إسحاق: سمعت أَبَا عَبد الله يقول: ابن إسْحَاق ليس بحجة.

-"হাম্বল ইবনে ইসহাক্ব বলেন: আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমাদের ছেলেকে) আমি বলতে শুনেছি: ইবনে ইসহাক্ব হুজ্জাত বা দলিল নয়।"[২১৮২]

২১৭৭. ইমাম আদী, আল-কামিল, ৭/২৫৫পৃ. ক্রমিক.১৬২৩

২১৭৮. ইমাম আদী, আল-কামিল, ৭/২৫৫পৃ. ক্রমিক.১৬২৩

২১৭৯. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৪১পৃ. ক্রমিক. ৫১, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২৫পৃ. ক্রমিক. ৫০৫৭

২১৮০. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭

২১৮১. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/১৯৩পৃ. রাবী নং ৩২৬

২১৮২. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৪২২পৃ. রাবী নং ৫০৫৭

Scanned by C

একটু চিন্তার বিষয় স্বয়ং আহলে হাদিস আলবানী যে মসজিদের দরজার পক্ষে হওয়া সত্ত্বেও এ হাদিসকে 'মুনকারুল হাদিস' বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।[২১৮৩] আহলে হাদিস মুযাফফর মুহসিন, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ আরও আহলে হাদিস দরজার মত পোষণ করেন; অথচ তাদের গুরুই ফাতওয়া দিয়েছেন মুনকারুল হাদিস। সহীহ হাদিসের অনুসারী দাবী করে তাদের মতের পক্ষে সহীহ হাদিস কোথায়? আর আমাদের অনেকে সুন্নী হয়ে শীয়া, কাদারিয়া, মুতাযিলী আকিদার লোকের বর্ণনার হাদিসকে জোর করে সহীহ প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টায় লেগে আছেন। অপরদিকে তাকে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন- رمي بالتشيع والقدر -"তিনি অনেকে শীয়া ও কাদারিয়া ফিরকার বলে অভিযুক্ত করেছেন।"[২১৮৪]

যে সমস্ত ইমামরা তার ভাল বলেছেন তার পর্যালোচনা:

অনেকে দরজার মত পোষণ করেন না বলে এটি জাল বলে থাকেন; আমি বলি এটি পলায়নমূলক কথা নয়। তবে সঠিক কথা হল তিনি হাদিস গবেষক ছিলেন; কিন্তু হাদিসে আপত্তি আছে। কেননা হাদিসের অন্যতম আপত্তিকর রাবী 'মুহাম্মাদ বিন **ইসহাক'** বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন।[২১৮৫] তিনি জ্ঞানী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন, এজন্যই ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে শুরুতেই লিখেছেন-

أحد الأئمة الأعلام. -"তিনি বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণীদের একজন।"[২১৮৬] শুধু তাই নয় ইমাম যাহাবী (রহ.) তাকে হাফেজুল হাদিসদের তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।[২১৮৭] তার অপর আরেক গ্রন্থে লিখেছেন- العلامة، الحافظ-"তিনি ছিলেন অনেক বড় আল্লামা, হাফেজুল হাদিস।"[২১৮৮] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেছেন-

رأى أنس بن مالك، وابن المسيب

-"মুহাম্মদ (ইবনে ইসহাক) তিনি সাহাবী হযরত আনাস (রা.) এবং উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী (মানে প্রথম সিঁড়ির তাবেয়ী) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.)-কে দেখেছেন।"[২১৮৯] তাহলে বুঝা গেল তিনিই তাবেয়ীর মর্যাদাও লাভ করেছিলেন। আবার অনেকে আবার বলেছেন যে সে মিথ্যা দাবী করেছে সে হযরত আনাস (রা.) কে দেখেছে, আল্লাহ রবই ভাল জানেন।

২১৮৩ .আলবানী, যঈফুল সুনানে আবি দাউদ, হা/১০৮৮
২১৮৪ . ইমাম ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, ৪৬৭পৃ. ক্রমিক. ৫৭২৫
২১৮৫ . ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩৩পৃ. ক্রমিক. ১৫, তিনি লিখেছেন- صاحب السيرة النبوية -"তিনি সিরাতে নববিয়্যাহ এর লেখক।" ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- إمام المغازي -"তিনি সিরাত বিষয়ক ইমাম। (তাক্বরীবুত তাহযিব, ৪৬৭পৃ. ক্রমিক. ৫৭২৫) ইমাম ইবনে আদী (রহ.) বলেন- صاحب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم -" (আল-কামিল, ৭/২৫৪পৃ.)
২১৮৬ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৮পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭
২১৮৭ .ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায,
২১৮৮ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩৩পৃ. ক্রমিক. ১৫
২১৮৯ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৮পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭

ইমাম আহমাদের অভিমত: তার সম্পর্কে চার মাযহাবের অন্যতম ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন-

وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث.

-"আমার দৃষ্টিতে তার হাদিস 'হাসান' বা সুন্দর।"[২১৯০] আমরা আসমাউর রিজালের আরেক কিতাবে গবেষণা করে দেখছি যে ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وقال عبد الله بن أحمد: لم يكن أبي يحتج بابن إسحاق في السنن.

-"আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেন: আমার পিতা ইমাম আহমদ (রহ.) সুনানের ক্ষেত্রে ইবনে ইসহাকের উপর নির্ভর করতেন না।"(যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/১১৩পৃ. রাবী নং ৩২৬) তাই ইমাম আহমাদের উক্তিও সন্দাহতীত; কেননা তার নিজ সন্তানই উক্ত রাবীর সমালোচনার মত তার নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইবনে মাঈনের অভিমত: ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وَرَوَى: عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى: ثِقَةٌ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ

-"আব্বাস ইবনু মুহাম্মদ (রহ.) তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, তবে তার হাদিস দলিলযোগ্য না।"[২১৯১] ইমাম যাহাবী (রহ.) অন্য পুস্তকে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

قَالَ المُفَضَّلُ الغَلاَبِيُّ: سَأَلْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَقَالَ: كَانَ ثِقَةً، حَسَنَ الحَدِيْثِ

-"মুফাদ্দাল গালাবী বলেন, আমি ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) কে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে অতঃপর তিনি বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, তবে তার হাদিসের মান হাসান।"[২১৯২] কিন্তু আমরা অন্য বর্ণনায় দেখতে পাচ্ছি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে একাধিক বর্ণনা বিদ্যমান। যেমন ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন-

وَقَالَ المَيْمُونِيُّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: ابْنُ إِسْحَاقَ ضَعِيْفٌ.

-"আল্লামা মায়মুনী (রহ.) বলেন, আমি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি ইবনে ইসহাক সম্পর্কে বলেন তিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল।"[২১৯৩] তাই ইবনে মাঈন তাকে সিকাহ বলা সন্দাহাতীত। ইমাম ইবনে মাঈনের কথায় আমরা বুঝি তার হাদিস তখনই গ্রহণযোগ্য যখন অন্য হাদিসের সমর্থন পাওয়া যাবে। ইমাম আলী ইবনে মাদীনীর অভিমত: ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وقال علي بن المديني: حديثه عندي صحيح.

২১৯০ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭
২১৯১ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৪৭পৃ. ক্রমিক. ১৫
২১৯২ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩৪পৃ. ক্রমিক. ১৫
২১৯৩ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৪৭পৃ. ক্রমিক. ১৫

Scanned by C

-"ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনে মাদীনী (রহ.) বলেন, আমার নিকট তার হাদিস সহীহ।"[২১৯৪]

এই বর্ণনায় তিনি তার হাদিস সহীহ বললেও ইমাম যাহাবী (রহ.) অন্য বর্ণনায় তার বিষয়ে লিখেছেন- وقال ابن المديني: لم أجد له سوى حديثين منكرين. -"আল্লামা আলী ইবনে মাদীনী (রহ.) বলেন, আমি তার কাছ থেকে প্রচুর মুনকার হাদিস ব্যতীত কিছু পাইনি।"[২১৯৫] তাই ইবনে মাদনী (রহ.) তার হাদিস সহীহ বলা সন্দাহাতীত।

ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وَقَالَ العِجْلِيُّ: مَدَنِيٌّ، ثِقَةٌ.

-"ইমাম ইজলী (২৬১হি.) বলেন, তিনি মদিনার অধিবাসী, সিকাহ ছিলেন।"[২১৯৬] যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً -"ইমাম ইবনে সা'দ (২৩০হি.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন।"[২১৯৭]

ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وقال يحيى بن كثير وغيره: سمعنا شعبة يقول: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث.

-"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে কাসির ও অন্যান্যরা বলেন, আমরা ইমাম ইমাম শু'বা (রহ.) কে বলতে শুনতে তিনি ইমাম ইবনে ইসহাক (রহ.) সম্পর্কে বলেছেন, তিনি আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস।"[২১৯৮] ইমাম যাহাবী (রহ.) ইলমে হাদিসে তার বিখ্যাত ছাত্র তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন-

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: ابْنُ إِسْحَاقَ رَجُلٌ قَدِ اجْتَمَعَ الكُبَرَاءُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى الأَخْذِ عَنْهُ، مِنْهُم: سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالحَمَّادَانِ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ سَعْدٍ.

-"ইমাম আবু যারওয়া দামেস্কী (রহ.) বলেন, ইবনে ইসহাক (রহ.) এমন একজন ব্যক্তি আহলে ইলমের বড় একজামাত তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। যেমন সুফিয়ান সাওড়ী, ইমাম শু'বা, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, দুই হাম্মাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক, ইবরাহিম ইবনে সা'দ (রহ.) প্রমুখ।"[২১৯৯]

বুঝা গেল দুইজন ইমামের সুস্পষ্ট সিকাহ বলা প্রমানিত; আর বাকিগুলো সন্দাহাতীত। আর শুবা তাকে হাদিসের ইমাম বলেছেন। মূল কথা হল তার একক হাদিস হুজ্জা নয়।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থে লিখেন-

إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر

২১৯৪ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭
২১৯৫ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭
২১৯৬ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৪৭পৃ. ক্রমিক. ১৫
২১৯৭ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৪৭পৃ. ক্রমিক. ১৫
২১৯৮ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৯পৃ. ক্রমিক. ৭১৯৭
২১৯৯ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৪২পৃ. ক্রমিক. ১৫

-"তিনি ইমামুল মাগাজী, তিনি সত্যবাদী, তাকে শীয়া ও কাদারিয়া ফিরকার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়।"[২২০০]

দরজায় আযান দেওয়ার হাদিস কী তাহলে জাল?

আমি বলি, তাই উপরের আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় এ হাদিসটি অত্যন্ত যঈফ, জাল নয়। মিথ্যাবাদী থাকার অভিযোগে আহলে হাদিস আলবানী মুনকার বা জাল বলতে চেয়েছেন। অপরদিকে উপরের হাদিসের বিরোধী হওয়ায় অনেকে সনদটি জাল বলেও প্রমাণ করতে চেয়েছেন। হানাফী মাযহাবের অন্যতম মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আলী নীমভী (রহ.) এই হাদিসটি উল্লেখ করে হাদিসের আলোকে হানাফী ফিকহের অন্যতম গ্রন্থ 'আছারুস সুনান' এ লিখেন-

رواه أبو داود. قال النيموي: على باب المسجد غير محفوظ

-"ইমাম আবু দাউদ এই হাসিটি বর্ণনা করেছেন। নীমভী (রহ.) বলেন, 'দরজায় আযান হত' হাদিসের এই শব্দটি সংরক্ষিত নয়।" (নীমভী, আছারুস সুনান, পৃ.২৯৪ হা/১৩২, জুম'আ অধ্যায়, মাকতুবাতুল ইসলাম) তবে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার যঈফ পর্যায়ের সনদের ক্ষেত্রেই বলে থাকেন। তাই বুঝলাম এই হাদিসটি যঈফ।

আমার দৃষ্টিতে এই হাদিসের মূল সমস্যাঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের হাদিস যদিও গ্রহণ করি; কিন্তু তার থেকে সুনানে আবি দাউদের বিপরীত হাদিসও বর্ণিত আছে। অপরদিকে ইমাম আবু দাউদ (রহ.)ই তার হাদিস গ্রহণের বিরোদ্ধে ফাতওয়া দিয়েছেন। এজন্যই আলবানী এই ইবনে ইসহাকের 'দরজায় হত' শব্দটিকে মুনকার বলেছেন; যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। একজন রাবী যখন একাধিক ধরনের হাদিস বর্ণনা করেন সেটিকে উসূলে হাদিসে মুযত্তরিব বলা হয়। অপরদিকে এই হাদিসটি শাযও বলা যায় কেননা, এ হাদিস দৃঢ় বর্ণনাকারী রাবীর বিপরীত বর্ণনাকারী। তাই কেউ বলেছেন, এই হাদিসের সবগুলো আপত্তিকর দিকগুলো মিলিয়ে আলবানীর ন্যায় হাদিসটির (দরজায় আযান হত শব্দটি) মুনকার বা আপত্তির বলা একেবারেই অযৌক্তিক নয়। আমরা এবার যারা দরজায় আযানের পক্ষে এ হাদিস শরীফ ছাড়াও কতিপয় ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত উল্লেখ করেন তা আপনাদের সামনে উল্লেখ ও পর্যালোচনা পেশ করবো।

জুম'আর ছানী আযান দরজায় হওয়ার বিষয়ে ফকিহগণের অভিমত

(১) ইমাম তাহতাবী (রহ.) লিখেন-

ويكره أن يؤذن في المسجد كما في القهستاني عن النظم

-"কুহিস্তানীর মধ্যে আছে যে, মসজিদে আযান দেওয়া মাকরুহ।"[২২০১]

পর্যালোচনা: তবে ইমাম তাহতাবী (রহ.)-এর জুম'আর ছানী আযান নিয়ে এটির বিপরীত ফাতওয়া প্রথম পক্ষের লোকেরা উল্লেখ করে থাকেন যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

২২০০ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৪৬৭পৃ. ক্রমিক. ৫৭২৫
২২০১ .ইমাম তাহতাবী, হাশীয়ায়ে তাহতাবী আ'লা মারাকিল ফালাহ, ১/১০২পৃ.

Scanned by C

তাই বিষয়টি খটকা লাগার কারণ হলো তিনি এই ইবারত দ্বারা সাধারণ অন্যান্য আযানকে বুঝিয়েছেন। আর এজন্যই তিনি এটি সাধারণ পাঁচ ওয়াক্তের আযান অধ্যায়ে এনেছেন।

মসজিদে আযান হবে না ফাতওয়া:

সর্বপ্রথম মসজিদে আযান দিবে এই ফাতওয়া দেন ফাতওয়ায়ে কাযি খাঁন রচয়িতা (رحمه الله); আর তার এই ফাতওয়া পরবর্তী কতিপয় ফকিহগণ নকল করেছেন। আর এ ফাতওয়া সহীহ হাদিস বিরোধী যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। অনেকে কাযিখানের সম্পূর্ণ ফাতওয়াটি উল্লেখ করেন না; এটি ঠিক নয়।

(২) ছাহেবে ফাতওয়ায়ে কাযি খাঁন (رحمه الله) ফাতওয়ার কিতাবে লিখেন-

يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى الْمِئْذَنَةِ أَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَا يُؤَذِّنَ فِي الْمَسْجِدِ

-"উচিত আযান হবে (মিযানাত) আযান দেওয়ার স্থানে অথবা মসজিদের বাহিরে। মসজিদের ভিতরে কোন আযান দিবে না।"[২২০২]

সারমর্ম: এই ইবারতটিও মূলত আমি সাধারণ পাঁচ ওয়াক্তের আযানের অধ্যায়ে পেয়েছি। তবে এই ফাতওয়াটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। এটি হানাফী মাযহাবের কার ফাতওয়া তা স্পষ্ট না। অপরদিকে এখানে দুই স্থানে আযান দেওয়ার কথা বলেছেন। প্রথমত গ্রন্থকার (رحمه الله) উল্লেখ করেছেন যে আযান (الْمِئْذَنَةِ) মিযানাত অর্থাৎ আযান দেওয়ার (নির্দিষ্ট) স্থান হবে। আর ফকিহগণ বলেছেন যে (মিযানাত) মসজিদের অংশ। যেমন জাহিরুর রেওয়াতে আছে,

وَصُعُودُ الْمِئْذَنَةِ إِنْ كَانَ بَابُهَا فِي الْمَسْجِدِ لَا يَفْسُدُ الِاعْتِكَافُ وَإِنْ كَانَ الْبَابُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ

-"যদি এ'তেকাফকারী মি'যানা তথা আযান দেওয়ার স্থানে আরোহন করেন, যদিও ইহার দরজাটি মসজিদের বাইরে হয় তথাপিও জাহিরুর রেওয়াত মোতাবেক তার ই'তেকাফ ভঙ্গ হবে না।"[২২০৩] এ সম্পর্কে ইমাম কাছানী (رحمه الله) {ওফাত ৫৮৭ হি.} বলেন,

وَلَوْ صَعِدَ الْمِئْذَنَةَ لَمْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ بَابُ الْمِئْذَنَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمِئْذَنَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

-"যদি এ'তেকাফকারী মি'যান তথা আযান দেওয়ার স্থানে আরোহন করেন যদিও ইহার দরজাটি মসজিদের বাইরে হয় তথাপিও বিনা এখতেলাফে তার ই'তেকাফ ভঙ্গ হবেনা। কেননা মি'যানা মসজিদের অন্তর্ভূক্ত।" (বাদাউছ ছানাঈ, ২য় খণ্ড, ১১৫ পৃ:, ফাছলু রুকনুল এ'তেকাফ)।

সুতরাং জাহিরুর রেওয়াত দ্বারা প্রমাণ হল, الْمِئْذَنَةِ (আল-মি'যানা) তথা আযান দেওয়ার স্থানটি মসজিদের অন্তর্ভূক্ত। তাই 'মসজিদে আযান দেওয়া যাবেনা' এই কথা জাহির

২২০২. ইমাম কাযি খাঁন, ফাতওয়ায়ে কাযি খাঁন, ১/৩৮ পৃ.

২২০৩. ফাতওয়ায়ে বাহরুর রায়েক, ২য় খণ্ড, ৩২৬ পৃ:; তাবয়িনুল হাকায়েক, ১ম খণ্ড, ৩৫২ পৃ:; ফাতওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খণ্ড, ২১২ পৃ:; আল-মুহিতুল বুরহানী, ২য় খণ্ড, ৪০৬ পৃ:।

রেওয়াতের বিপরীত হওয়ার কারণে এমনিতে'ই দুর্বল প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য যে, জাহিরুর রেওয়াত এর বিপরীত সকল ফাতওয়া 'মরদূদ' বা বাতিল বলে গন্য। যেমন ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (رحمه الله) ও আল্লামা ইবনে নুযাইম মিসরী হানাফী (رحمه الله) বলেন, مَا خَرَجَ عَنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَهُوَ مَرْجُوعٌ -"যে সকল ফাতওয়া জাহিরুর রেওয়াতের বাহির তা বাতিলযোগ্য।" (ফাতওয়ায়ে শামী, ১ম খণ্ড, ৬৭ পৃ: মুকাদ্দমা; ফাতওয়ায়ে বাহরুর রায়েক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৯৪ পৃ:)।

অতএব, ছাহেবে কাজী খাঁনের ফাতওয়া দ্বারা বুঝা যায়, মসজিদে এবং মসজিদের বাহিরে উভয় স্থানেই আযান দেওয়া যাবে। উপরের 'ফাতওয়ায়ে কাযি খাঁনের' ইবারতটি ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে হুবহু সংকলিত হয়েছে।[২২০৪]

(৩) ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী (رحمه الله) লিখেন-

وَفِي الْخُلَاصَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ

-"মসজিদে কোন আযান দেয়া হবে না। এটি জাহেরীয়্যাহ গ্রন্থে রয়েছে।"[২২০৫]

সারমর্ম: এই ইবারতটিও আমি সাধারণ পাঁচ ওয়াক্তের আযানের অধ্যায়ে পেয়েছি। যাদের কাছে কিতাবটি রয়েছে তারা খুলে দেখতে পারেন। তবে ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী (رحمه الله)-এর জুম'আর ছানী আযান মিম্বারের সামনে হবে বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।[২২০৬]

(৪) ইমাম আব্দুল বার্ কুরতবী আল-মালেকী (رحمه الله) এ প্রসঙ্গে লিখেন-

ولا يؤذن في كل مسجد

-"কোন মসজিদে আযান দিবে না।"[২২০৭] তিনি এটি সাধারণ আযানের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি যেহেতু মালেকী মাযহাবের ফকিহ ছিলেন সেহেতু এ ক্ষেত্রে এই ফাতওয়া আমরা কবুল করতে পারছি না।

(৫) ইমাম আব্দুর রাউফ মানাভী (رحمه الله) লিখেন-

ولا يؤذن في المسجد

-"মসজিদে কোন আযান দিবে না।"[২২০৮] এটিও তিনি সাধারণ আযানকে বুঝিয়েছেন তবে তিনি হানাফী ফকিহ নন।

(৬) ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (رحمه الله) লিখেন-

وَهُوَ ذِكْرُ اللهِ فِي الْمَسْجِدِ: أَيْ فِي حُدُودِهِ لِكَرَاهَةِ الْأَذَانِ فِي دَاخِلِهِ

-"মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর স্মরণের জন্য। অর্থাৎ মসজিদের সীমানা ভিতর আযান দেওয়া মাকরুহ।"[২২০৯] এখানে তিনি মাকরুহ বলেছেন; যা প্রমাণ করতে সহীহ হাদিসের প্রয়োজন।

২২০৪. নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, ১/৫৫পৃ.

২২০৫. ইবনে নুযাইম, বাহারুর রায়েক, ৩/৫পৃ.

২২০৬. এ বিষয়ে প্রথম পক্ষের...নং ইবারত দেখুন।

২২০৭. ইবনুল বার কুরতুবী, কাফী ফি ফিকহে আহলে মাদিনা, ১/১১৮পৃ.

২২০৮. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৫/৩৩৬পৃ. হা/৭৫০২

Scanned by C

(৭) ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহ.) লিখেন-

وَالْأَذَانُ فَعَلَى الْمِئْذَنَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالُوا لَا يُؤَذَّنُ فِي الْمَسْجِدِ

-"আর আযান দিতে হবে (الْمِئْذَنَة) আযান দেওয়ার স্থানে আর যদি তা না থাকে তাহলে মসজিদের আঙ্গিনায় দিবে। কোন কোন ফকিহ বলেন, মসজিদে কোন আযান হবে না।"[২২১০]

সারমর্ম: তিনি এখানে দুটি স্থানে আযানের কথা বলেছেন। এক. আযান হবে (الْمِئْذَنَة) আযান দেওয়ার স্থানে। আর এটি যে মসজিদেরই অংশ তা ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি। দ্বিতীয়ত. তিনি বলেছেন মসজিদের ভিতরে আযান হবে না। তবে এটি উল্লেখের পূর্বে তিনি (قَالُوا) উল্লেখ করেছেন। ফিকহ শাস্ত্রে এ ধরনের উক্তি দিয়ে অভিমত উল্লেখ করা দুর্বলতার পরিচায়ক।

মসজিদের ভিতরে আযান হবে না এই ফাতওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা যদি উপরের ইবারতগুলো দেখলে তাহলে বুঝি 'মসজিদে আযান হবে না' এটি সাধারণ আযানের ক্ষেত্রে ফকিহগণ বলেছেন। তারা বলেছেন কারণ হল জুম'আর ছানী আযান ছাড়া অন্যান্য সকল আযান ঘোষণা, নামাযের আহবানের জন্য। মসজিদে যদি সে আযান হতো তাহলে আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হত না এবং মানুষও শুনতে পেত না যে নামাযের সময় হয়েছে। আর এজন্যই তারা (ফকিহগণ) বলেছেন মসজিদে কোন আযান হবে না। কিন্তু জুম'আর ছানী আযানটির ক্ষেত্রে এমনটি নয়; কেননা এটি নামাযে আহবানের জন্য নয়; বরং অবস্থানরত মুসল্লির চুপ রাখার জন্য। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোকপাত হয়েছে তাই দ্বিতীয়বার আবার পুনরায় আলোচনা করতে চাই না। অপরদিকে জুম'আর ছানী আযানের বিষয়ে হাদিসে রয়েছে-

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ

-"হজরত উছমান ইবনে আফফান (রা.) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি মসজিদে আযান হতে দেখল, অত:পর কোন হাজতের জন্য বের হয়ে আর মসজিদে ফিরে আসল না, সে মুনাফিক।"[২২১১] তাই বুঝা গেল হাদিস বিরোধী কিয়াস কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) উল্লেখ করেন:

২২০৯.ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ২/৫৮পৃ. জুম'আর নামাযের অধ্যায়, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২২১০.ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ১/২৪৬পৃ. আযান অধ্যায়, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২২১১.ইমাম ইবনে মাযাহ, সুনানে ইবনে মাজ্জাহ, হা/৭৩৪; খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৩৩৭পৃ. হা/১০৭৬, আইনী, আল-বেনায়া শরহে হেদায়া, ২য় খণ্ড, ৫৬৭ পৃ. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ১/৫১৮পৃ. ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২/১৫৫পৃ. শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/১৫৫পৃ.

إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَلَا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

-"যখন কোন বিষয় সহীহ্ হাদিস দ্বারা ছাবিত হবে যদিও ইহা মাজহাবী মাস'য়ালার বিপরীত হয়, তথাপিও সে সহীহ্ হাদিসের উপর আমল করবে। এই আমলের দ্বারা সে হানাফী মাজহাব থেকেও বের হবেনা। নিশ্চয় আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন: যখন সহীহ্ হাদিস প্রমাণিত হয় তখন সেটাই আমার মাজহাব।" (ফাত্ওয়ায়ে শামী, ১ম খণ্ড, ১৬৭ পৃ:)।

আর এটি নির্ভরযোগ্য তবকার হানাফী কোন ইমামের অভিমত নয় যে জোরালো তা দৃষ্টি দিতে হবে।

মসজিদের ভিতরে ছানী আযান দেওয়া কি মাকরুহে তাহরীমী?

অনেকে সাধারণ আযানের ক্ষেত্রের ফাতওয়া দ্বারা জুম'আর ছানী আযানকে ভিতরে মাকরুহে তাহরীমী বলে থাকেন। অথচ সুস্পষ্টভাবে এটি কোন নির্ভরযোগ্য ফিকহের কিতাবে পাওয়া যায় না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! জুম'আর ছানী আযান মিম্বারের সামনে অনেকে ঘৃনা এবং বাড়াবাড়ি করে না জেনে কিছু ভাই 'মাকরুহে তাহরীমী' বলে ফাতওয়া দিচ্ছেন। আবার কিছু লিফলেটধারী হুজুর মিম্বারের সামনে আযান দেওয়াকে হারাম বলে লিফলেটে প্রচার করছেন। অথচ হানাফী সকল বিজ্ঞ ফকিহগণ বলেছেন যে কোন কিছুকে মাকরুহ বলতে হলে হাদিস বা দলিলে খাছ লাগবে। কোন কাজকে মাকরুহে তাহরীমী অর্থাৎ যা হারামের নিকটবর্তী বলার জন্য বিশুদ্ধ দলিলের (হাদিসের) প্রয়োজন।

ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী (রহ.) তাঁর ফাতওয়ার কিতাবে নামায অধ্যায়ে লিখেন-

لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ

-"মাকরুহ্ প্রমাণ করতে হলে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট দলিলের প্রয়োজন হবে।"[২২১২] অন্য স্থানে তিনি লিখেন-

وَالْكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِيَّةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ تَأَمَّلْ

-"মাকরুহে তাহরীমীর জন্য সুনির্দিষ্ট বিশেষ দলীলের প্রয়োজন।"[২২১৩] আর কেহ যদি ভিতরে আযান দেওয়াকে মোস্তাহাব মনে করে থাকেন তাহলে আমি বলবো, মোস্তাহাব তরকের জন্য কি কোন কাজকে মাকরুহে তাহরীমী বলা যাবে? এ ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী (রহ.) একটি বিষয় মোস্তাহাব তা তরকের হুকুম সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন-

---

হা/১০০৭, ইমাম বুছুরী কিনানী, মিসবাহুল জাজ্জাহ, ১/৯৩পৃ., ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া ফি তাখরীজু আহাদিসু হিদায়া, ১/২০৪পৃ.হা/২৫৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৬৯৮পৃ. হা/২০৯৮৮

২২১২.ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী, বাহারুর রায়েক, ৪/১৭২পৃ.

২২১৩.ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী, বাহারুর রায়েক, ৪/২০৬পৃ.

Scanned by C

وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ

-"আর এটি মুস্তাহাব; আর মুস্তাহাব তরক করলে মাকরুহ (তাহরীমী) প্রমাণিত হওয়া অপরিহার্য নয়। তখনই প্রমাণিত হবে যখন কোন বিশেষ দলিল পাওয়া যাবে।"[২২১৪] মোস্তাহাব তরকের হুকুম প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আবেদীন শামী ( ) লিখেন-

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ، إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ

-"বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার ( ) বলেছেন, এটি মুস্তাহাব; আর মুস্তাহাব তরক করলে মাকরুহ (তাহরীমী) প্রমাণিত হওয়া অপরিহার্য নয়। আর তা তখনই প্রমাণিত হবে যখন কোন বিশেষ দলিল পাওয়া যাবে।"[২২১৫]

তিনি এ ফাতওয়ার কিতাবে আরেক স্থানে একটি বিষয় মাকরুহ প্রমাণিত নয় বলতে গিয়ে লিখেন-

فَهَذَا لَا تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ؛ إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ

-"আর এটি মাকরুহ (তাহরীমী) হওয়া প্রমাণিত নয়, যখন নির্দিষ্ট বিশেষ কোন দলিল দ্বারা নিষেধ প্রমাণিত হবে তখনই মাকরুহ হবে।"[২২১৬] যারা দরজায় আযান দেওয়ার পক্ষে মত অবলম্বন করেন তারা যদি তাদের পক্ষের হাদিসটির সনদ যঈফ মনে করে হাদিসের উপর মোস্তাহাব হিসেবে আমল করেন, তাহলে তো মুস্তাহাব তরকের জন্য একে উসূলে ফিকহের নীতিমালায় মাকরুহে তাহরীমী কখনই বলা যাবে না; হারাম তো বহু দূরের কথা।

আ'লা হযরত আযিমুল বারকাত ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী ( ) তাঁর 'ইরফানে শরীয়তে' (বাংলা অনুবাদ ৫৬পৃ.) 'ফাতওয়ায়ে মাখ্যুল গাফফার' গ্রন্থের বরাতে লিখেন-

بَلْ هذا لا تثبت الكراهة إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ

-"এরূপ কাজের দ্বারা ইমামের নামায মাকরুহ বলা হবে না- কারণ মাকরুহ প্রমাণ করার জন্য পৃথক স্পষ্ট দলীল প্রয়োজন।" তাই যারা মিম্বারের নিকটের আযানের বিরোধী তাদের এমন কোন হাদিস নেই যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কারণে মিম্বারের নিকটের আযান দেয়া মাকরুহে তাহরীমী।

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী ( ) বলেন-

بِأَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ

-"ইমাম শাফেয়ী ( ) ও ইমাম আবু হানিফা ( ) এবং জমহুর ইমামদের পছন্দনীয় মতামত হল প্রত্যেক কিছুই বৈধ (যে পর্যন্ত না কোন দলিল দ্বারা নিষেধ করা

২২১৪. ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী, বাহারুর রায়েক, ৫/২২৬পৃ.
২২১৫. ইবনে আবেদীন শামী, ফাতোয়ায়ে শামী, ২/১৭৭পৃ. ঈদের নামাযের অধ্যায়, ও ১/৬৫৩পৃ. নামাযের অধ্যায়, ১/১২৪পৃ. কিতাবুল ওজু।
২২১৬. ইবনে আবেদীন শামী, ... নামাযের অধ্যায়,

হয়।"[২২১৭] তাই প্রথম পক্ষের অনুসারীরা বলেন, আমরা মিম্বারের সামনে তা জায়েয হিসেবেই দিয়ে থাকি। আর আপনারা মাকরুহ বা নাজায়েয বলেছেন তাহলে প্রথমে আপনারা কোরআন সুন্নাহের আলোকে প্রমাণ পেশ করুন। লক্ষণীয় একটি বিষয় হল যদি ফিক্হ শাস্ত্রে কোন কাজকে মাকরুহ উল্লেখ অথবা মাকরূহে তাহরীমী উল্লেখ থাকে তবে হারামের মত। বিখ্যাত ফকিহ ইমাম নুযাইম মিশরী ( ) তার ফাতওয়ার কিতাবে লিখেন-

وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا الْمُرَادَةُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِمْ

-"অর্থাৎ "মাকরূহ" শব্দটি যখন সাধারণভাবে বলা হয়-তখন উহা হারাম অর্থেই প্রযোজ্য হয়।"[২২১৮] তাই সাবধান হওয়া উচিত সহীহ দলীল ছাড়া অনুমানের ভিত্তিতে কী ফতওয়া দিচ্ছি। তাই প্রমাণিত হল যারা মিম্বারের সামনে আযান দেওয়ার বিরোধীতা করেন এটা সঠিক কাজ নয়।

দুই মতের অনুসারীদের প্রতি আমার আকুল আবেদন :

আমি এই দুই মতের পক্ষের সকল দলিলই আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি কোনটিই গোপন করিনি। তারপরও যদি কেহ ভুল বুঝেন তাহলে তা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমি যাচাই বাচাই ছাড়া কোন অভিমত গ্রহণ করতে রাজী নই। আমি দলিলের পূজারী কোন ব্যক্তির মনগড়া বক্তব্যের পূজারী নই। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আহলে সুন্নাতের অনেক ভাই বিতর্ক করে থাকেন আর এ সুযোগে বাতিলপন্থীরা হাঁসতে থাকেন। আমি বলবো, কেউ যদি সুনানে আবি দাউদের সায়িব ইবনে ইয়াযিদ ( )-এর হাদিস অনুসারে আমল অর্থাৎ খুতবার আযান মসজিদের দরজায় চালু রাখেন আমি বলবো সেটি আপনার ইচ্ছা, আপনি তা করতে পারেন। তাই বলে বলে দুর্বল সনদের হাদিস দিয়ে মিম্বারের সামনের বিরোধীতা করার চেষ্টা করবেন না।

তৃতীয় মত: হযরত উসমান ( ) কী দরজার আযান মিম্বারে নিয়েছিলেন?

আমার কাছে কিছু পুস্তক এসেছে যেখানে মিম্বারের নিকটের আযানকে বৈধ করতে গিয়ে তারা লিখেছেন যে হযরত উসমান ( ) বর্তমানের প্রথম আযান বৃদ্ধি করার পর খুতবার দরজার আযানকে মিম্বারের নিকটে নিয়ে আসেন। আর তিনি যেহেতু খোলাফায়ে রাশেদীনের একজন আর তাকে অনুসরণ করা আমাদের জন্য সুন্নাত। তাই মিম্বারের সামনে আযান দেওয়াকে ইসলামের তৃতীয় খলিফার সুন্নাত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিষয়ে আমি কোন হাদিস পাইনি। তবে এই বিষয়ে কিছু ইমামদের অভিমত রয়েছে।

১. এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বিখ্যাত ফকিহ্ শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী ( ) {ওফাত ৮৫৫ হি.} তদীয় কিতাবে বলেন-

الأذان بين يدي المنبر بعد الأذان الأول على المنارة. جرى التوارث: من زمن عثمان بن عفان إلى يومنا هذا.

২২১৭. ইবনে আবেদীন শামী, ফাতোয়ায়ে শামী, ১/১০৫পৃ. কিতাবুল ওজু অধ্যায়,
২২১৮. ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী, বাহারুর রায়েক, ৭/১১৪পৃ.

Scanned by C

-"মিম্বারের সামনের আযানটি হল মিনারের প্রথম আযানের পর। আর ইহা খলিফা হজরত উছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) এর যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত প্রচলিত হয়ে আসছে।" (আইনী, আল-বেনায়া শরহে হেদায়া, ৩/১০৬ পৃ:)।

এ বিষয়ে আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী ছাহেব তদীয় কিতাবে বলেন,

فنقل الأذان الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام إلى داخل المسجد، هذا هو الصحيح

-"অত:পর নবী করিম (ﷺ) এর যুগের আযানটি স্থানান্তরিত করে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করালেন, আর ইহা'ই বিশুদ্ধ।"[২২১৯]

এই অভিমতটি তাদের পক্ষের দলিল এবং তারা বলে থাকেন এটি বিদআতে হাসনা। আরও বলে থাকেন যে মিম্বারের সামনে আযান দেওয়া ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এর সুন্নাত। আমি দেখছি তার এই কথাটি ঘোলাটের মত লাগছে; কেননা এ বিষয়ে মাওলানা আজিমাবাদী সাহেব তার সুনানে আবি দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

وقال العلامة العيني في البناية شرح الهداية في تفسير التوارث يعني هكذا فعل النبي والأئمة من بعده إلى يومنا هذا

-"আল্লামা আইনী (রহঃ) তাঁর 'আল-বেনায়া শরহে হেদায়া' কিতাবে 'তাওয়ারুছ' এর ব্যাখ্যায় বলেন: এরূপ আমল নবী পাক (ﷺ) থেকে এবং তাঁর পরবর্তীকালে আমাদের ইমামগণের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত ইহা প্রচলিত হয়ে আসছে।" (আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ, ২/৪৪৭ পৃ:)। বিষয়টি ঘোলাটিই রয়ে গেল।

সুতরাং উপরের দুটি ইবারত থেকে ইমাম আইনীর উক্তি ধরলে আমরা বুঝি জুম'আর নামাযের ছানী আযান প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর যুগ থেকে অথবা খলিফা হজরত উছমান (রাঃ) এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মিম্বারের সামনে'ই প্রচলিত হয়ে আসছে। আর যে আমল উসমান (রাঃ) এর যুগ থেকে এখন পর্যন্ত মিম্বরের সামনে প্রচলিত ও বহাল আছে, এ কারণে এরূপ আমলকে শাব্দিকভাবে বিদয়াত বলা গেলেও আসলে তা মূলত বিদ'আত নয়; যেমন তারাবীহ নামাযের জামাতে পড়া, উসমান (রাঃ) এর কোরআন সংকলন ইত্যাদি।

কিন্তু খলিফা হজরত উছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) এর যুগ থেকে প্রচলিত হওয়া বিষয়ে কেউ কেউ ইহাকে বিদয়াতে হাসানাহ্ বলেছেন। আর তার থেকে ধারাবাহিকভাবে উসমান (রাঃ) এর আমল থেকে চলে এসেছে বলে এক্ষেত্রে এ আমলকে 'সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা' বলা হয়। আর হানাফী মাযহাব মোতাবেক "সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা" এর অবস্থান কি লক্ষ্য করুন।

২২১৯. আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী, আরফুশ শাযী শরহে জামেউত তিরমিযি, ২/২৫ পৃ:, বাবু মা-জা ফি আযানিল জুমুয়া

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) {ওফাত ১২৫২ হিজরী} তদীয় কিতাবে বলেন-

لِأَنَّ الْمُتَوَارَثَ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ فَيَكُونُ بِدْعَةً حَسَنَةً إِذْ مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَنٌ

-"কেননা 'সুন্নাতে মুতাওয়ারিছা' মাকরুহ্ নয়। যেমনটি আমরা জুময়ার খতিবের সামনে আযানের বিষয়ে বলে থাকি। ইহা বিদয়াতে হাসানাহ্, কারণ মুসলমানরা যা ভাল মনে করে তা আল্লাহর কাছেও উত্তম।" (ফাত্ওয়ায়ে শামী, ১ম খণ্ড, ৩৯০ পৃ: ফাইদাতু আযানিল বায়াদাল আযান)।

তিনি আরও বলেন-

فانتقل الأذان الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام إلى داخل المسجد، هذا هو الصحيح، وفي فتح الباري ما يدل على أن هذا الأذان شرع في عهده عليه الصلاة والسلام واشتهر في عهد عثمان

-"অত:পর (উসমান) নবী করিম (ﷺ) এর যুগের আযানটি স্থানান্তরিত করে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করালেন, আর ইহা'ই বিশুদ্ধ।....."[২২২০]

সুতরাং জুম'আর নামাজের ছানী আযান ইমামের সামনে দেওয়া হজরত উছমান (রাঃ) এর যুগ থেকে প্রচলিত হওয়া 'সুন্নাতে মুতাওয়ারিছা' এবং সর্বসম্মতিক্রমে মোস্তাহাব। কারণ বিদয়াতে হাছানাহ্ আমল করা মোস্তাহাব। যেমন আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী হানাফী (রহঃ) বলেন, وقد قال ابن حجر الهيثمي ان البدعة الحسنة متفق على ندبها -"অবশ্যই হাফিজ ইবনে হাজার হায়ছামী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় 'বিদয়াতে হাসানাহ্' আমল করা সর্বসম্মতিক্রমে মোস্তাহাব।" (তাফসিরে রুহুল বায়ান, ৯ম খণ্ড, ৬৪ পৃ:; সিরাতে হালবীয়াহ, ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃ:)।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন-

وَفِيهِ نظر فَإِن فِي سِيَاق بن إِسْحَاقَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ لِمُطْلَقِ الْإِعْلَامِ لَا لِخُصُوصِ الْإِنْصَاتِ نَعَمْ لَمَّا زِيدَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ كَانَ لِلْإِعْلَامِ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ لِلْإِنْصَاتِ

-"ইবনে ইসহাকের হাদিসে অনুসন্ধান করতে হবে যেখানে তিনি ইমাম জুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যা তাবরানীসহ আরও অনেকে সংকলন করেন যে হযরত বেলাল (রাঃ) মসজিদের দরজায় আযান দিতেন।....(ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ২/৩৯৪পৃ.)

বুঝা গেল হানাফী মাজহাব কতিপয় কিতাবের মাধ্যমে জুম'আর নামাজের ছানী আযান মিম্বারের সামনে দেওয়া 'সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা' তথা মোস্তাহাব বলে বুঝা যায়। কেননা ইহা হজরত উছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রচলিত হয়ে

২২২০. আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী ... ২৫ পৃ:, বাবু মা-জা ফি আযানিল জুমুয়া

Scanned by C

আসছে। অথবা 'নাহ্রুল ফায়েক্ব' কিতাবের ইবারত দ্বারা প্রমাণিত মিম্বরের সামনে আযান স্বয়ং রাসূলে করিম (ﷺ) এর কর্ম থেকেই প্রচলিত। তাই সবদিকেই বিবেচনায় অবশ্যই উম্মতের জন্য আমলযোগ্য। এ হল এ মতের পক্ষের দলিল।

চতুর্থ মতঃ জুম'আর ছানী আযান মিম্বারের সামনে কি উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন মালেক এনেছিল?

আমাদের অনেক লিফলেটধারী সুন্নী ভাই এই মতও পোষণ করে থাকেন যে উমাইয়া শাসক হিশাম বিন মালেকই সর্ব প্রথম জুম'আর ছানী আযানকে দরজা থেকে মসজিদের মিম্বারের নিকটে নিয়ে আসেন। তবে আমি এটির কোন সনদ খুঁজে পাইনি। এটি যদি হয় তাহলে তো এটি ১২ শ বছরেরও আগের কথা তাহলে সনদ কোথায়? আর আহলে হাদিসগণ এর বিপরীত মত উল্লেখ করেন। যেমন-বাংলাদেশ আহলে হাদিসেদের আমীর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এর ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-"ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আব্দুল মালেক (১০৫-১২৫হি.) সর্বপ্রথম ওছমানী আযানকে 'যাওরা' বাজার থেকে এনে মদীনার মসজিদে চালু করেন। ইবনুল হাজ্জ মালেকী বলেন, অতঃপর হেশাম খুৎবাকালীন মূল আযানকে মসজিদের মিনার থেকে নামিয়ে ইমামের সম্মুখে নিয়ে আসলেন।" তিনি এই কথার ভিত্তি হিসেবে আহলে হাদিস আযিমাবাদীর দলিল দিয়েছেন। এই কথার কোন সনদ আমি খুঁজে পাইনি। আহলে হাদিস আযিমাবাদী কি লিখেছেন তা দেখার সময় আমাদের হাতে নেই। এমনটি হুবহু আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আহলে হাদিস আযিমাবাদী তার সুনানে আবি দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

أن فعل ذلك في الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ بِدْعَةٌ وأن أذانهم جماعة أيضا بدعة أخرى

تمسك بعض النَّاسِ بِهَاتَيْنِ الْبِدْعَتَيْنِ وَهُمَا مِمَّا أَحْدَثَهُ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

-"নিশ্চয় খতিবের সামনে বর্তমানের আযান দেয়া কর্মটি বিদ'আত।....পরবর্তীতে দুটি বিদ'আতকে মানুষ আঁকড়ে ধরেছেন। আর এটি সর্বপ্রথম করেছিল উমাইয়া শাসক হিশাম বিন আব্দুল মালেক।"[২২২১] পাঠকবর্গ! এই ইতিহাসটির কোন সনদ আমি অনেক খুঁজার পরও পাইনি। রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীর বিপরীত বর্ণনার সনদবিহীন কোন ইতিহাস কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। আর আহলে হাদিস এটি উল্লেখ করেছেন স্বাভাবিকভাবে বাতিলের কোন অভিমত যাচাই বাচাই ছাড়া গ্রহণ করাই বৈধ নয়। তবে এতটুকু সঠিক যে, ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম আইনী বলেছেন যে হযরত উসমানের 'যাওরা' নামক স্থানের আযানকে হিশাম, ইবনে যিয়াদ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ স্বমসজিদে চালু করেন।[২২২২] আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী ছাহেব বলেনঃ

২২২১. আযিমাবাদি, আওনুল মা'বুদ, ৩/৩০৫পৃ.

২২২২. ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ২/৩৯৪পৃ. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬/২১১পৃ. আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ৩/৩০৫পৃ.

قوله:(على الزوراء) قيل: إن الأذان الأول كان على الزوراء، والثاني على باب المسجد خارجه، ثم نقل أمراء بني أمية الأذان الثاني إلى داخل المسجد، والله أعلم بهذا النقل صحيح أم لا.

"এরূপ কথা 'আ'লা যাওরাই' সম্পর্কে কেউ কেউ বলেনঃ প্রথম আযান ছিল 'যাওরা' নামক স্থানে এবং ছানী আযান ছিল মসজিদের বাইরে দরজায়। অত:পর উমাইয়া গোত্রের এক খলিফা (হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক) ছানী আযানকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলেন। আল্লাহ্'ই ভাল জানেন এরূপ কথা সঠিক না বেঠিক।" (আরফুস শাজী শরহে তিরমিজি, ২য় খন্ড, ২৭ পৃ:)।

সুতরাং আমরাও 'দাওদীর' এরূপ কথার কোন সনদ খুজে পাইনি। বাস্তব কথা হল, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (رضي الله عنه) এর যুগে যে আযানটি 'যাওরা' নামক স্থানে দেওয়া হত, সে আযানটি 'হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক' মিনারের উপর সর্বপ্রথম চালু করেন। ইমাম ইবনুল হাজ আল-মালেকী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا أَنْ تَوَلَّى هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ الْأَذَانَ الَّذِي فَعَلَهُ عُثْمَانُ بِالزَّوْرَاءِ وَجَعَلَهُ عَلَى الْمَنَارِ

-"হযরত উছমান ইবনে আফ্ফান (رضي الله عنه) যে আযান 'যাওরা' নামক স্থানে দিতেন 'হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক' যখন খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন তিনি সে আযানটি মিনারের উপর নির্ধারিত করেন।" (ইমাম ইবনুল হাজ আল-মালেকী, আল-মাদখাল, ২/২০৮ পৃ.) ইমাম ইবনুল হাজ মালেকী (رحمه الله) এর এই বক্তব্যটি মাওলানা আযিমাবাদী সাহেব হুবহু নকল করেন (আওনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ, ৩য় খণ্ড, ৩০৫ পৃ:)। তাহলে সুস্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে হিশাম কোন আযানকে মসজিদে এনেছেন। বাকি থাকলো হিশামের এই কর্মকে কোন ইমাম ইনকার বা অপছন্দ করেছেন কিনা তার প্রমাণ পেশ করা।

বিষয় নং ০৩: জুমু'আর খুতবাহ যে কোন ভাষায় দেয়া যাবে বলে আহলে হাদিসদের ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন :

ডা. জাকির নায়েক জুম'আর খুতবাহ সম্পর্কে বাইয়ার নামক এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলেন-"তাহলে খুৎবা যেকোনো ভাষায় দেয়া যাবে।"[২২২৩] তারপর তিনি তার বক্তব্যে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলেন-"তাহলে স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই।"[২২২৪] সমগ্র ভারতে আরবীতে খুতবাহ হয় বলে জাকির নায়েক বলেন-"আমি ভারতের জন্যে দুআ করবো আল্লাহ যাতে আমাদের হেদায়াত করেন।"[২২২৫]

২২২৩. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৪৩পৃ. পিস পাবলিকেশ, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলা বাজার, ঢাকা, তার এ ভিডিও বক্তব্যটি পেতে ইউটিউব এর এ শিরোনামে সার্চ করুন "জুমার খুৎবা কোন ভাষায় হওয়ার উচিৎ")

২২২৪. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৪৩পৃ. তার এ ভিডিও বক্তব্যটি পেতে ইউটিউব এর এ শিরোনামে সার্চ করুন "জুমার খুৎবা কোন ভাষায় হওয়ার উচিৎ")

২২২৫. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৪৩পৃ. তার এ ভিডিও বক্তব্যটি পেতে ইউটিউব এর এ শিরোনামে সার্চ করুন "জুমার খুৎবা কোন ভাষায় হওয়ার উচিৎ")

Scanned by C

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন বাংলায় খুতবার আলোচনা বুঝিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন-"তেমনি আরবী ভাষায় খুৎবা দেয়ারও কোন বিধান নেই।"

তিনি আরও লিখেন-"বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে আরবী ভাষায় জুম'আর খুৎবা দেওয়া অর্থহীন এবং সুন্নাতের বরখেলাফ।"

তিনি রাসূল (ﷺ) এর নামে মিথ্যাচার করে লিখেন-"রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষের সামনে আরবী ভাষায় খুৎবা দিতেন না; বরং তিনি তাঁর মাতৃভাষায় খুৎবা দিতেন যা ছিল আরবী।"

বাংলাদেশ আহলে হাদিসেদের আমীর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এর ১৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"খুৎবা মাতৃভাষায় এবং অধিকাংশ মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় হওয়া যরূরী।" তিনি দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী কোন দলিল দেখাতে না পেরে কিছু খোঁড়া যুক্তি পেশ করেছেন। আহলে হাদিসদের এ ধরনের বক্তব্য আরও অনেক উল্লেখ করা যেতে পারে কিন্তু কিতাব কলবর বৃদ্ধির আশংকায় উল্লেখ করলাম না।

পর্যালোচনা : সর্বজন স্বীকৃত মত এবং এটি সকলের নিকট সুপ্রসিদ্ধ কথা যে, জুম'আর খুতবাহ এটি কোনো ওয়াজ নসিহত নয়; বরং এটি একটি ইবাদাত, জোহর এর নামায চার রাক'আত; কিন্তু একই সময়ে জুমু'আর দিন সেই নামায দুই রাক'আত আর খুতবাহ (দুই রাক'আত) রয়েছে। কেননা, খুতবাহ হচ্ছে জোহরের সে দুই রাক'আতের স্থলাভিষিক্ত। তাই নামায যেহেতু আরাবী ছাড়া হয় না তেমনিভাবে খুতবাহও আরবী ছাড়া হবে না। যেমন একটি হাদিসে পাকের দিকে লক্ষ্য করুন-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ

-"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, খুতবাহ অন্যান্য দিনের (জোহরের) দুই রাক'আত নামাযের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।"[২২২৬] ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর খুৎবা পাবে তার জন্য জুম'আর সালাত হল দুই রাকা'আত। আর যে খুৎবা পাবে না সে যেন চার রাকা'আত পড়ে নেয়।"[২২২৭]

এ রকম আরেকটি হাদিসে পাক দেখুন ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেছেন-

২২২৬. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৬০পৃ. হাদিস নং ৫৩২৪

২২২৭. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/৩০৯ পৃ., হাদীস/৯৫৪৮, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ ... হাদীস/৫৩৩২

وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَتْ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتْ رَكْعَتَانِ لِلْخُطْبَةِ.

-"অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামদের শিষ্য হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) বর্ণনা করেন যে, জুম'আর নামায চার রাক'আত ফরজ হত কিন্তু খোত্ববাকে দুই রাক'আতের স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে।"[২২২৮] এ রকম আরেকজন তাবেয়ীর হাদিস রয়েছে দেখুন-

عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا

-"বিখ্যাত তাবেয়ী শিহাব জুহরী (রহ.) বলেন, আমাদের কাছে এ হাদিস পৌছেছে যে, খুতবাহ ছাড়া জুমু'আ নেই, যদি খুতবাহ না হয় তাহলে জোহরের চার রাক'আত পড়তে হবে।"[২২২৯] আরেকজন তাবেয়ীর বক্তব্য রয়েছে-

عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ: أَنَّ إِمَامًا صَلَّى الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَخْطُبْ فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى أَرْبَعًا.

-"তাবেয়ী জুবাইর ইবনে আদি (রহ.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই একজন ইমাম খুতবাহ ছাড়া জুমু'আর দুই রাক'আত আদায় করলেন; অতঃপর তাবেয়ী ইমাম যাহহাক (রহ.) চার রাক'আত (জোহর) পড়লেন।"[২২৩০] বুঝতে পারলাম যে জুমু'আর নামাযের খুতবাহ জোহরের দুই রাক'আতের স্থলাভিষিক্ত। তাই একে ওয়াজ নসীহত বা বক্তব্য মনে করার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিসে পাক দেখুন যা ইমাম বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেন-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ

-"হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, জু'মআর নামায চার রাক'আত ছিল। খুতবাকে দুই রাক'আতের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।"[২২৩১] তাই খুতবাহ কে হেয় করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

এই বিষয়ে আরও অনেক হাদিস পিছনে সামনে অন্য শিরোনামে উল্লেখ হবে যে জুম'আর খুতবা হল ২ রাক'আতের সমতুল্য। তাই নামায যেমন মাতৃভাষায় হয় না তেমনি খুতবাও মাতৃভাষায় হবে না। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম খুতবা যদিও কর্ম পদ্ধতিগতভাবে ভিন্ন তবে এটি নামাযের সমতুল্য। আরেক জাহেল আহলে হাদিস আলেম নামধারী ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেন-"আর খুতবাকে নামাজের অংশ ভাবাও অযৌক্তিক।" অথচ এত হাদিস থাকতে জাহেল কিভাবে মনগড়া ফাতওয়া দিতে পারলো তা আমাকে ভাবায়।

২২২৮. ইমাম মালেক, আল-মুদুনাত, ১/২৩৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৫হি.

২২২৯. ইমাম মালেক, আল-মুদুনাত, ১/২৩৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৫হি.

২২৩০. ইমাম মালেক, আল-মুদুনাত, ১/২৩৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৫হি.

২২৩১. ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/২৭৮পৃ. হাদিস নং ৫৭০৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by C

আমি আবারও বলতে চাই জুমু'আর খুতবাহ এটি নসিহত নয়; বরং এটি আল্লাহর জিকির। যেমন আল্লাহর নবির একটি হাদিসের প্রতি একটু লক্ষ করুন হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

-"ইমাম যখন খুতবাহ দানের জন্য বাহির হন বা দাঁড়ান তখন ফিরেশতা আগে আগমনকারীদের ফিরিস্তি তৈরী মুলতবী রেখে জিকির তথা খুতবাহ শুনার জন্য মনোনিবেশ করেন।"২২৩২ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন যে, রাসূল (ﷺ) এখানে খুতবাহকে জিকির হিসেবে উল্লেখ করেছেন; ওয়াজ বা নসিহত হিসেবে উল্লেখ করেন নি।

এ বিষয়ে চার মাযহাবের ফকিহগনের অভিমত :

১. হানাফী মাযহাব: হানাফী মাযহাব অনুসারে জুম'আর খুতবা আরবীতে হতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) এর মতে আরবী ভাষায় খুতবা দেওয়ার সামর্থ্য থাকতে অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (رحمه الله) এর মতে সামর্থ্য থাকা অবস্থায় অন্য ভাষায় খুতবা দিলে খুতবাই হবে না। হানাফী মাযহাবের অনেক কিতাবেই বিষয়টি উল্লেখিত আছে। হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য আলেম ইমাম সারাখসী (ওফাত.৪৮৩হি.) তার বিখ্যাত ফিকহের কিতাবে লিখেন-

وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيُكْرَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، وَإِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُهَا يَجُوزُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالْفَارِسِيَّةِ بِحَالٍ وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ وَهُوَ أُمِّيٌّ يُصَلِّي بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ. وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا تَشَهَّدَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ

-"ইমাম আযমের মতে ফারসীতে নামায পড়া বৈধ। সাহেবাইনের মতে মাকরূহ। আর ভাল করে আরবী পড়তে জানা থাকলে নামাযই বৈধ হবে না।........তেমনিভাবে যে যদি (সামর্থ থাকা সত্ত্বেও) তাশাহুদ ফারসীতে পড়ে অথবা ইমাম জুম'আর খুতবা ফারসীতে দেয় তাহলে জায়েয হবে না।"২২৩৩ তাহলে আমরা বুঝি যে ফারসীতে যেমন নামায পড়া জায়েয নেই তেমনি খুতবাও জায়েয নেই। আর এমন খতিব ইমাম পাওয়া দুষ্কর যে দেখে দেখে আরবী খুতবা পড়তে পারবে না।

২২৩২ .ইমাম বুখারী, আস্-সহিহ, ২/৩পৃ. হাদিস নং ৮৮১, ইমাম শাফেয়ী, আল-মুসনাদ, ১/৬২পৃ. আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৬/২০পৃ. হাদিস নং ৯৯২৬, সহিহ মুসলিম, ২/৫৮২পৃ. হাদিস নং৮৫০, সুনানে আবু দাউদ, ১/৯৬পৃ. হাদিস নং ৩৫১, সুনানে তিরমিযি, ১/৬২৯পৃ. হাদিস নং৪৯৯, নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/২৭৩পৃ. হাদিস নং ১৭০৮, ও ১০/৪১৯পৃ. হাদিস নং ১১৯০৮, নাসাঈ, আস্-সুনান, ৩/৯৭পৃ. হাদিস নং ১৩৮৮

২. ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়াতে রয়েছে-

بعد ذكر المسائل المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه ﴿إلا أنه اذا كان يحسن العربية لا يخلو من الكراهة﴾ ثم قال: والتشهد و الخطبة على هذا الاختلاف-

-"ইমাম আযম ও সাহেবাইনের ইখতিলাফপূর্ণ মাস'য়ালার বর্ণনার পর বলা যায় যে কিন্তু যদি মুসল্লি (ইমাম) সুন্দরভাবে আরবী পড়তে জানলে তার জন্য ফারসী ভাষায় কিরাত পড়া মাকরূহ। তারপর আরও বলেছেন, তেমনিভাবে তাশাহুদ এবং জুম'আর খুতবা নিয়ে এই ইখতিলাফ (সামর্থ থাকলে আরবী ছাড়া খুতবা বৈধ নয়)।"২২৩৪

৩. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (رحمه الله) ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (رحمه الله) এর মত তুলে ধরেন-

الْخُطْبَةِ بِكَوْنِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ... وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا حَيْثُ شَرَطَاهَا إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ كَالْخِلَافِ فِي الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ

-"খুতবা হবে আরবীতে। ইমাম আযমের মতে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বৈধ। কিন্তু উভয়ের ইমাম আবু ইউসুফ (رحمه الله) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (رحمه الله) আরবীতে খুতবা দেওয়ার জন্য শর্ত যুক্ত করেন। হ্যাঁ, তবে আরবী পড়তে অপারগ হলে ভিন্ন কথা যেমনিভাবে নামায শুরুর বিষয়ে যেভাবে ইখতিলাফ আছে।"২২৩৫

৪. উপমহাদেশের বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (رحمه الله) তার রচিত মুয়াত্তায়ে মালেকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মুসাফফায় উল্লেখ করেন-

لما لاحظنا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء رضى الله عنهم وسلم هلم جرا فتجد فيها اشياء منها الحمد والشهادتان والصلاة على النبي عليه السلام والامر بالتقوى وتلاوة اية والدعاء للمسلمين والمسلمات وكون الخطبة عربية.

-"রাসূল (ﷺ), খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং পরবর্তী যুগের ফুকাহায়েকেরাম ও ওলামায়ে দ্বীনের খুতবাহ সুমহ লক্ষ করলে করলে দেখা যায় যে, তাঁদের খুতবায় নিম্নের বিষয়গুলো ছিল। যথা.'আল্লাহর তা'য়ালার হামদ, শাহাদাতাইন (অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ প্রদান করা) রাসূল (ﷺ) এর প্রতি দরুদ, তাকওয়ার আদেশ, পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত, মুসলমানদের জন্য দোয়া। তাঁরা সকলেই আরবী ভাষায় খুতবাহ দিতেন। গোটা মুসলিম বিশ্বের বহু অঞ্চলের ভাষা আরবী নয়, তবও সর্বত্র আরবী ভাষায়ই খুতবা দেওয়া হতো।" দেহলভী, মুসাফফা, ১/১৫৪পৃ.) তিনি আরও লিখেন-

چوں خطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وخلفاء وهلم جرا ملاحظہ کردیم تنقیح آں وجود چیزہاست حمد و شہادتین وصلوۃ بر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ... الی آن قال: وعربی بودن نیز بجہت عمل مستمر مسلمین در مشارق ومغارب باوجود آں کہ در بسیارے اقالیم مخاطبان عجمی بودند-

২২৩৪ . ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ১/৪৪০পৃ.
২২৩৫ . ইবনে আবেদীন শামী, ফাতওয়ায়ে শামী, ২/১৪৭পৃ.

Scanned by C

-"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের খুতবাসমূহ বিশ্লেষণ করলে এতে যে বিষয়গুলো পাওয়া যায় তা হল, আল্লাহ তা'য়ালার হামদ, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ...এবং খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া। বিশ্ব পৃথিবীর মাশরিক-মাগরীব সর্বত্রই মুসলিম উম্মাহর বাস্তব কর্মে এ ধারাই বিদ্যমান, যদিও বহু ভূখণ্ডে শ্রোতারা অনারবী ছিল।"[২২৩৬]

আরবী ছাড়াও আরো অনেক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এমন অনেক সাহাবি আরবের বাহিরে মুসলিম এলাকায় অথবা ইসলাম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তারা আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবাহ দিতেন। যা আজ পর্যন্ত কোনো আহলে হাদিস প্রমাণ দিতে পারবেন না।

চ. আল্লামা যুবায়দী (রহঃ) লিখেন-

قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَلْ يُشْتَرَطُ اَنْ تَكُوْنَ الْخُطْبَةُ كُلُّهَا بِالْعَرَبِيَّةِ؟ فِيْهِ وَجْهَانِ الصَّحِيْحُ اِشْتِرَاطُه بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ مَنْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ- خَطَبَ بِغَيْرِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّعْلِيْمُ وَاِلَّا عَصَوْا وَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ-

-"হযরত ইমাম রাফেঈ (রহঃ) বলেন যে, খুতবা পুরুটা আরবীতে হতে হবে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, এতদ্বিষয়ে দুই মতের মধ্যে সঠিক মত হল পুরুটা আরবী হওয়া ওয়াজিব। হ্যাঁ, কিন্তু যাদের মধ্যে আরবী জানার মত কোন লোক বিদ্যমান না থাকে তখনই অনারবীতে খুতবা দেওয়া যায়। তবে তাদের উপর আরবী শিক্ষা নেওয়া ওয়াজিব। অন্যথায় তারা সবাই গুনাহগার হবে এবং অনারবীতে খুতবা দেওয়ার নিয়ম চালু রাখার কারণে তাদের জুম'আ শুদ্ধ হবে না।"[২২৩৭]

চ. সমকালিন হানাফী আলেম মাওলানা আব্দুল হাই লাখনৌভি লিখেন-

لَا شَكَّ فِي اَنَّ الْخُطْبَةَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ خِلَافُ السُّنَّةِ الْمُتَوَارِثَةِ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ فَيَكُوْنُ مَكْرُوْهًا تَحْرِيْمًا-

-"এতে কোন সন্দেহ নেই, নবী করিম (ﷺ) ও সাহাবা থেকে প্রাপ্ত রীতি-নীতি বিরোধী কাজ হল যে, অনারবীতে খুতবা দেওয়া। সুতরাং তা মাকরুহে তাহরীমী।"[২২৩৮] এ ছাড়া লাখনৌভি (রহঃ) তার বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাব 'মাজমুআতুল ফাতওয়া' গ্রন্থের ১/২৭১-৭২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

২. শাফেয়ী মাযহাবের অবস্থান :

ক. শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ, ইমাম নববী (রহঃ) বলেন- وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ -"জুমু'আর খুতবাহ আরবীতে হওয়া শর্ত।"[২২৩৯]

খ. ইমাম নববী (ওফাত. ৬৭৬হি.) তিনি আরেক গ্রন্থে লিখেন-

كَوْنُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

-"আর এটি (খুতবা) হবে আরবীতে, যার বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।"[২২৪০]

গ. তাঁর এ ব্যাখ্যায় দলিল উল্লেখ করতে গিয়ে অপর ফকীহ আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শিরবীনী (ওফাত. ৯৭৭হি.) বলেন-

لِلْخُطْبَتَيْنِ (عَرَبِيَّةٌ) لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَلِأَنَّهَا ذِكْرٌ مَفْرُوضٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَعَلُّمُهَا وَجَبَ عَلَى الْجَمِيعِ عَلَى سَبِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فَيَكْفِي فِي تَعَلُّمِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ شَأْنُ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَصَوْا وَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ بَلْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ.

-"খুতবাহ দুটিই হবে আরবীতে যার ফলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মনীষীর অনুসরণ হবে কেননা এটি একটি অপরিহার্য যিকির। এর দৃষ্টান্ত হল, তাকবীরে তাহরীমা। যদি তা শিখে নেওয়ার সম্ভব হয় তবে সকলের জন্যই তা ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালন করলে সকলের দায়মুক্তি ঘটবে, অন্যথায় সকলেই গুনাহগার হবে এবং তাদের উপর জুম'আ ওয়াজিব হবে না বরং এর পরিবর্তে যোহর আদায় করবে।"[২২৪১]

ঘ. শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকিহ হাফেজুল হাদিস আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী (ওফাত.৯৭৪ হি.) লিখেন-

(وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا) أَيِ الْأَرْكَانِ دُونَ مَا عَدَاهَا (عَرَبِيَّةً) لِلِاتِّبَاعِ نَعَمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يُحْسِنُهَا وَلَمْ يُمْكِنْ تَعَلُّمُهَا قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ خَطَبَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ بِلِسَانِهِمْ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَعَلُّمُهَا وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ، فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ إِمْكَانِ تَعَلُّمِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ عَصَوْا كُلُّهُمْ وَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ بَلْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ

-"এবং খুতবার রোকনসমূহ আরবীতে হওয়া খুতবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত, যাতে সালাফের অনুসরণ হয়। তবে যদি উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ আরবী খুতবা পাঠে সক্ষম না হয় এবং সময় শেষ হওয়ার আগে আরো পক্ষে শিখে নেওয়াও সম্ভবপর না হয়, তবে তাদের কেউ নিজস্ব ভাষায় খুতবা দিতে পারবে। আর যদি শিখে নেওয়ার সম্ভব হয় তবে তা শিখে নেওয়া প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব। যদি পর্যাপ্ত সময় অতিবাহিত হয় এবং কেউ না শেখে তবে সকলেই গুনাহগার হবে এবং তাদের উপর জুম'আ ওয়াজিব হবে না। জুম'আর পরিবর্তে তাদের যোহর আদায় করতে হবে।"[২২৪২]

ঙ. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আনসারী আবু ইয়াহইয়া সানাকী আশ-শাফেয়ী (ওফাত.৯২৬হি.) জুম'আর শর্ত আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন-

২২৩৬. ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, মুসাফ্ফা শরহে মুয়াত্তা, ১/১৫৪পৃ.
২২৩৭. ইমাম যুবায়দী, ইত্তেহাফুস সা'আদাতিল মুত্তাক্বীন, ৩/৩৬৮পৃ.
২২৩৮. আব্দুল হাই লাখনৌভি, উমদাতুর রিআয়াহ আলা শরহে বেকায়া, ১/২০০পৃ. পাটীকাসহ।
২২৩৯. ইমাম নববী, আল-আযকার, ১/১১২পৃ.
২২৪০. ইমাম নববী, রওজাতুত তালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতিন, ২/৩০পৃ.
২২৪১. শারবীনী, মুগনীল মুহতাজ, ১/৫৫২পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৫হি.
২২৪২. ইবনে হাজার মক্কী, তুহফাতুল মুহতাজ, ২/৪৫০পৃ. মাকতাবায়ে তেযারাতিল কোবরা, মিশর।

Scanned by CamSc

(الثامن) مِنْ شُرُوطِهَا (مَا سَبَقَ، وَهُوَ كَوْنُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ) وَسَبَقَ بَيَانُهُ

-"জুম'আর খুতবার (অষ্টম) শর্তগুলোর অন্যতম (যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে খুতবা আরবীতে হতে হবে) এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণনা হয়েছে।"[2243]

চ. ইমাম শিহাবুদ্দীন রমলী আশ-শাফেয়ী (ওফাত. ১০০৪হি.) জুম'আর শর্তের আলোচনায় লিখেন- اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ। -"জুম'আর খুতবার জন্য শর্ত হচ্ছে তা আরবীতে হবে।"[2244]

ছ. আল্লামা ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী আশ-শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) জুম'আর খুতবার আলোচনায় লিখেন-

خطبة الجمعة الأصح اشتراط كونها بالعربية

-"শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত হল যে জুম'আর খুতবা আরবীতে হওয়া শর্ত।"[2245]

জ. আল্লামা দিময়াতী আশ-শাফেয়ী (ওফাত.১৩১০হি.) লিখেন-

الخامس: كونها بالعربية

-"জুম'আর পঞ্চম শর্ত: তার খুতবা আরবীতে হবে।"[2246]

৩. হাম্বলী মাযহাবের অবস্থান :

আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনে সুলাইমান আল মারদাভী (ওফাত. ৮৮৫হি.) জুম'আর আলোচনায় লিখেন-

الثَّانِيَةُ: لَا تَصِحُّ الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ

-"দ্বিতীয় শর্ত : হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনারবী ভাষায় খুতবা দিলে তা আদায় হবে না।"[2247]

খ. আল্লামা মানসূর ইবনে ইউনূস আল বুহুতী হাম্বলী (ওফাত. ১০৫১হি.) লিখেন-

(وَلَا تَصِحُّ الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ

-"সামর্থ্য থাকা অবস্থায় অনারবী ভাষায় খুতবা দিলে খুতবা আদায় হবে না।"[2248] তিনি আরও একটু সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেন-

إنها لا تجزئ بغير العربية

-"নিশ্চয় জুম'আর খুতবা আরবী ব্যতিত বৈধ (যথেষ্ট) হবে না।"[2249]

গ. আল্লামা ইমাম ইবনে মুফলিহ হাম্বলী (ওফাত.৮৮৪হি.) লিখেন-

(لَا يَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ

২২৪৩. সানাকী, আসনাউল মাত্বালিব, ১/২৫৮পৃ., দারুল কিতাব ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।
২২৪৪. রমলী, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহে মিনহাজ, ২/৩১৭পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবনন।
২২৪৫. তাজুদ্দীন সুবকী, আসবাহ ওয়ান নাযায়ের, ২/১১০পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২২৪৬. দিমিয়াতী, এনাতুত তালেবীন, ১/১৬৩পৃ.
২২৪৭. মারদাভী হাম্বলী, ইনসাফ, ২/৩৮৭পৃ. দারু ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
২২৪৮. কাশফুল ক্বিনাত্ত্বি আন মাতনিল ইক্বনাত্ত্বি, ৪/১৪৫ পৃ.।
২২৪৯. কাশফুল ক্বিনাত্ত্বি আন মাতনিল ইক্বনাত্ত্বি, ৪/১৪৫ পৃ.।

-"জুম'আর খুতবা আরবী ছাড়া হবে না।"[2250] তিনি তার প্রসিদ্ধ অপর গ্রন্থে লিখেন-

وَالْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ كَقِرَاءَةٍ

-"খুতবা কিরাতের মত, এটি আরবী ব্যতীত হবে না।"[2251]

ঙ. আল্লামা মুস্তফা ইবনে সা'দ রুহাইবানী দামেস্কী হাম্বলী (ওফাত.১২৪৩হি.) জুম'আর বিশুদ্ধ হওয়ার আলোচনায় লিখেন-

فَلَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ

-"জুম'আর খুতবা আরবী ব্যতী বৈধ (শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট) নয়।"[2252]

ঘ. আল্লামা বাহুতী (রহিমাহুল্লাহ) তার আরেক গ্রন্থে লিখেন-

(وَهِيَ) أَيْ الْخُطْبَةُ (بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ) مَعَ الْقُدْرَةِ (كَقِرَاءَةٍ) فَلَا تَجُوزُ

-"(আর এটি) খুতবা (আরবী ব্যতিত) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও (কিরাতের মত) আরবী ছাড়া বৈধ নয়।"[2253]

৪. মালেকী মাযহাবের অবস্থান :

ক. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ আল্লামা দুসূকী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন-

(قَوْلُهُ وَكَوْنُهَا عَرَبِيَّةً) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْجَمَاعَةُ عَجَمًا لَا يَعْرِفُونَ الْعَرَبِيَّةَ فَلَوْ كَانَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُحْسِنُ الْإِتْيَانَ بِالْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً لَمْ يَلْزَمْهُمْ جُمُعَةٌ

-"(এবং খুতবা আরবীতে হওয়া জরুরি) যদিও শ্রোতারা আরবী না বোঝে। সুতরাং যদি তাদের মধ্যে শুদ্ধভাবে আরবীতে খুতবা দিতে সক্ষম একজন ব্যক্তিও না থাকে, তবে তাদের ওপর জুম'আ ওয়াজিব হবে না।"[2254]

খ. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ (ওফাত. ১২৯৯হি.) বলেন, -"নামাযের আগে দুটি খুতবা হওয়াও জুম'আ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত এবং উভয়টি আরবী হওয়া এবং উচ্চস্বরে হওয়া ওয়াজিব; যদিও সকল শ্রোতা এমন হয়, যারা আরবী ভাষা বোঝে না অথবা বধির হয়। যদি উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউই আরবীতে শুদ্ধভাবে খুতবা দিতে সক্ষম না হয়, তবে তাদের উপর জুম'আই ওয়াজিব হবে না।"[2255]

এ বিষয়ে ইজমায়ে উম্মত

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, আলোচ্য বিষয়টি একটি ইজমায়ী বিষয় অর্থাৎ তা উম্মাহর ঐক্যমত্যপূর্ণ বিষয়াদির অন্যতম। চার মাযহাবের ফকিহগণ একমত পোষণ করেছেন যে জুম'আর খুতবা আরবীতে হওয়া শর্ত। চার মাযহাবের বিপরীত

২২৫০. ইবনে মুফলিহ, মাবদাঈ শরহে মাকানা, ২/১৬১পৃ.
২২৫১. ইবনে মুফলিহ, ফুরু, ৩/৯৪পৃ.
২২৫২. মুস্তফা ইবনে সা'দ দামেস্কী, মাতালিবুল আউলা ওয়ান নেহি ফি শরহে গায়াতুল মুনতাহা, ১/৭৭৩পৃ. মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।
২২৫৩. বাহুতী, শরহে মুনতাহা, ১/৩১৬পৃ. আ'লামুল কিতাব, বয়রুত, লেবানন।
২২৫৪. ইমাম দুসূকী, হাশিয়াতুদ দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, ৩/৪৫৫পৃ.
২২৫৫. শরহ মিনাহিল জালীল, ১/২৬০পৃ.

Scanned by C

কোন মাযহাব সঠিক হতে পারে না। আহলে হাদিসদের সবচেয়ে বড় ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন-

إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن بل هو الصواب من القولين وإن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطىء في الغالب قطعا إذا لحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة

-"কেউ যদি মনে করে যে, আমি চার মাযহাবের কোনোটিকেই অনুসরণ করব না বরং তার বিরোধিতা করব, তবে সে সুনিশ্চিতভাবে ভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে। কেননা শরীয়তের অধিকাংশ মাস'আলার বিশুদ্ধ ও হক্ব বিষয় এ চার মাযহাবে রয়েছে।" (ফাতাওয়ায়ে মিসরিয়্যা লি ইবনে তাইমিয়া, ১/৬১পৃ.) তাই ইবনে তাইমিয়ার ফাতওয়ায় আহলে হাদিসরা যে ভ্রান্ত তা স্পষ্ট প্রমাণিত হল।

এ প্রসঙ্গে ইমাম সাভী (রহঃ) সূরা কাহাফের ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك إلى الكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر

-"চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের তাকলীদ বা অনুসরন জায়েয নয়। যদিও সে মাযহাব সাহাবিদের উক্তি, সহীহ হাদীস ও কুরআনের আয়াতের সহিত সাঙ্গতি পূর্ণ হয়। যে এ চার মাযহাবের কোন একটির অনুসারী নয়, সে পথভ্রষ্ট এবং পথ ভ্রষ্টকারী। কেননা হাদিস ও কুরআনের কেবল বাহ্যিক অর্থ গ্রহণই হলো কুফরীর মূল।"[২২৫৬]

আল্লামা ইবনে আমীর আলহাজ্ব (রহঃ) "আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর" নামক কিতাবে লিখেছেন,

ذكر بعض المتأخرين) وهو ابن الصلاح (منع تقليد غير) الأئمة (الأربعة) أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله

-"পরবর্তী উলামাগণ যেমন আল্লামা ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেছেন যে, চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ (রহঃ) ব্যতীত অন্য কারো মাযহাব অনুসরণ করা বৈধ নয়।"[২২৫৭]

কেহ যদি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুতবা দেয় তা হবে একটি নিন্দনীয় বেদআত, যা শুধু এজন্য পরিত্যাজ্য নয় যে, এটি ইবাদতের নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে একটি নবআবিস্কার, বরং এজন্যও পরিহার যোগ্য যে, তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মনীষী

২২৫৬ (১) ইমাম সাভী : তাফসীরে সাভী : ৪/১৫পৃ.

২২৫৭ . আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, আল্লামা ইবনে আমীর আলহাজ্ব, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, দ্বিতীয় প্রকাশ.১৪০৩হি

ও মুজতাহিদ ইমামগণের ইজমার পরিপন্থী। সুতরাং তা যে একটি অতি ঘৃণ্য বেদআত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিষয় নং ৪ : জুম'আর খুতবা দুই রাক'আতের সমান হাদিস প্রসঙ্গ :

জুমআর খুৎবা শুনা ওয়াজিব । কিন্তু আমাদের সমাজে আধুনিক আলেমদের ফতওয়ায় এখন খুৎবা না শুনলেও চলে। আমাদের হানাফি মাযহাবের ফাতওয়া হল জুমআর নামাজ জুহরের নামাজের স্থলাভিষিক্ত। তাই খুতবা দুই রাকাত সমতুল্য।

প্রথম হাদিস:

ইমাম ইবনে আবি শায়বা (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

-তিনি হুসাইন (রহঃ) থেকে তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হিশাম ইবনু আবি উবায়দুল্লাহ তিনি তাবেয়ী ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির (রহঃ) হতে তিনি বলেন আমাদের কাছে হাদিস পৌঁছেছে নিশ্চয়ই হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, জুমআর খুতবাকে দুই রাকাতের সমান করা হয়েছে। সুতরাং যে খুতবা পাবে না সে যেন চার রাকাত সালাত পড়ে নেয়।"[২২৫৮]

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি:

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার "জাল হাদিসের কবলে...গ্রন্থের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি এ বিষয়ে সব হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন-"বরং যেগুলো বর্ণিত হয়েছে তার সবই যঈফ।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি কেন হাদিস বিশ্লেষণ ছাড়াই চোখ বন্ধ করে ফাতওয়া দিয়ে দিলেন যার জন্য কোন গবেষণা না হাদিস উল্লেখের প্রয়োজন হল। আমি উপরে যে হাদিস উল্লেখ করেছি সেটি ১০০% সহীহ। আর তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাবেয়ী ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির একজন তাবেয়ী এবং সহীহ মুসলিমের রাবী, তিনি অনেক সাহাবী থেকে হাদিস শুনেছেন।[২২৫৯] হযরত উমর (রাঃ) হতে আরেকটি হাদিস রয়েছে তা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

দ্বিতীয় হাদিস :

ইমাম ইবনে আবি শায়বা (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا، فَجُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ، فَمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

২২৫৮. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৬০ পৃ. হাদিস নং -৫৩২৪

২২৫৯. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/২৭পৃ.ক্রমিক নং-৯, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনন।

Scanned by C

-"তিনি ইমাম ওয়াকি থেকে তিনি ইমাম আওযায়ী থেকে তিনি ইসমাম আমর ইবনু শুয়াইব (রহ.) থেকে তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, জুম'আ হল চার রাকা'আত (এর সমান)। দুই রাক'আত তোমাদের খুৎবাকে করা হয়েছে। অতএব কেহ যদি খুৎবা না পায় সে যেন অতঃপর (জুম'আর পর) চার রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।"[২২৬০]

সনদ পর্যালোচনা :

এই সনদটিও সহীহ এবং সনদে কোন সমালোচনার রাবী নেই। আমর ইবনু শুয়াইব (রহ.) একজন তাবেয়ী ছিলেন, তবে তিনি প্রথম সাড়ির সাহাবীদের সাক্ষাত লাভ করতে পারেন নি। এজন্য এই সনদটি মুরসাল। তিনি শায়খের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন এই সনদকে এই কারণে যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রিয় পাঠকবর্গ ! সিকাহ রাবীর মুরসাল গ্রহনযোগ্য এটাই জমহুরের অভিমত, এমনকি আলবানী এবং মুহসিন সাহেব হযরত তাউস (রহ.) এর বুকে হাত বাধাঁর মুরসাল হাদিসকে সহীহ বলেছেন, তাহলে এটা যঈফ হবে কেন! তাহলে কী এখনো বলবেন উক্ত তাবেয়ী আমর দুর্বল? তাহলে তো আপনাদের ঈদের ১২ তাকবীরের পক্ষের হাদিসও দুর্বল হয়ে পড়বে। এই হাদিসের বিষয়ে আমার কথা হল উপরের হাদিস এবং এই হাদিস দুটি একত্রিত হওয়ায় শক্তিশালী হয়েছে এবং বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। অপরদিকে মুহসিন সাহেব যে মতন উল্লেখ করছেন তার সাথে মূল কিতাবের মতনের মিল নেই। বুঝা গেল তিনি ইচ্ছা করে মতনও গোলমাল করেন।

তৃতীয় হাদিস ঃ ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর খুৎবা পাবে তার জন্য জুম'আর সালাত হল দুই রাকা'আত। আর যে খুৎবা পাবে না সে যেন চার রাকাত পড়ে নেয়।"[২২৬১]

সনদ পর্যালোচনা :

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার "জাল হাদিসের কবলে...গ্রন্থের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-"বর্ণনাটি মুনকার।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন ভিত্তিতে বা সনদের কোন রাবীর কারণে আপনি এ সিদ্ধান্ত নিলেন ? আর হাদিসতো মুনকার হয় না, হয় রাবী, এটিও তিনি জানেন না। এ হাদিসের

২২৬০. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৬১পৃ. হাদিস নং-৫০৩১
২২৬১. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/৩০৯ পৃ., হাদীস/৯৫৪৮, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/১৯১পৃ. হাদীস/৩১৬৪, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৬১পৃ. হাদীস/৫০০২

সম্পর্ক প্রসঙ্গে হাফেজুল হাদিস ইমাম নুরুদ্দীন ইমাম ইবনে হাজার হাইছামী (ওফাত ৮০৭ হি.) এই সনদ প্রসঙ্গে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) এই হাদিসটি তার মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে সংকলন করেছেন এর সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২২৬২] তাই আমি বলবো যে, মুহসিন সাহেব থেকে তার চেয়েও বড় হাফেজুল হাদিস তাই তিনি তার থেকে বেশী বুঝেন। আল্লাহ যেন হেদায়াত দান করেন। এই বিষয়ক আরও কতিপয় হাদিস পূর্বের বিষয়ে উল্লেখ করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

বিষয় নং ৫: জুম'আর ফরজের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়া প্রসঙ্গে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান :

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"জুম'আর ছালাতের পূর্বে কত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে, তা হাদীছে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি।......কিন্তু প্রায় মসজিদে মুছল্লীরা পূর্বে মাত্র চার রাক'আত ছালাত আদায় করে থাকে। অথচ উক্ত মর্মে যে হাদীছ প্রচলিত আছে তা মিথ্যা ও বাতিল।" তিনি এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অনেক জঘন্য মিথ্যাচার করেছেন। এ বিষয়ে এত গ্রহণযোগ্য হাদিস থাকতে তিনি কিভাবে এ কথা লিখতে পারলেন! তিনি তো নিজে ছাড়া এবং আহলে হাদিসদের অন্ধ পূজারী ছাড়া কিছুই প্রমাণ দিলেন না।

আরেক জাহেল আহলে হাদিস দাবীদার ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক 'প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন' গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-"এ মর্মে যে হাদিসটি প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করা হয় তা মিথ্যা ও বাতিল।" নাউযুবিল্লাহ

শুধু তাই নয় তিনি আরও লিখেন-"তাছাড়া রাসূল ও সাহাবীরা এ নামাজ পড়েছেন এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।" অথচ তার এই কথার ভিত্তি কী তিনিই জানেন। এবার আমরা কতিপয় হাদিসে পাক উল্লেখ করবো।

এই বিষয়ে মারফূ হাদিস সমূহঃ

প্রথম হাদিস ঃ ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

-"বিখ্যাত মুজতাহিদ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) জুম'আর আগে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত নামায আদায় করতেন।"[২২৬৩]

২২৬২. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/১৯১পৃ. হা/৩১৬৪
২২৬৩. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৪/১৯৬পৃ. হা/৩৯৫৯, ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তেহাফুল মিহরা, ৮/২৮৫পৃ. হা/৯০৮৯, ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২/২০৬পৃ.

Scanned by C

সনদ পর্যালোচনা : এই হাদিসটি সহীহ। কিন্তু মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৫০ পৃষ্ঠা কোন প্রমাণ বিহীন উল্লেখ করেছেন-"বর্ণনাটি মুনকার বা ছহীহ হাদীছ বিরোধী।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেব সনদের কোন রাবীকে যঈফ প্রমাণ করতে না পেরে তিনি এ ধোঁকার আশ্রয় নিয়েছেন। আমি তাকে বলতে চাই আপনার কোন হাদিস বিরোধী এই হাদিসটি? অন্য কোন রাক'আত সংখ্যায় কী এটির বিরোধী কোন হাদিস আছে? আর থাকলে আপনি উল্লেখ করতে কষ্ট হল কেন? আমি যদি বলি আপনার হাদিসটি এই সহীহ হাদিসের বিরোধী হওয়ায় মুনকার? তখন কী উত্তর আসবে আপনার পক্ষ হতে? মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব উক্ত সনদের অন্যতম রাবী 'আত্তাব ইবনে বাশীর' রাবীর দিকে যঈফ হওয়ার দিকে ইশারা করেছেন। ইমাম ইবনে আদি (রহ.) উল্লেখ করেন- يَحْيَى بن مَعِين يقول عتاب بن بشير ثقة -"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, তিনি বিশ্বস্ত।"[২২৬৪] তিনি আরেক সূত্রে উল্লেখ করেন-

عثمان بن سَعِيد سألت يَحْيَى بن مَعِين قلت فعتاب بن بشير قَالَ ثقة

-"হযরত উসমান ইবনে সাঈদ (রহ.) তিনি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) কে উক্ত রাবীর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২২৬৫] ইমাম আদি (রহ.) সর্বশেষ বলেন- أرجو أنه لا باس به -"আমি আশা করি তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২২৬৬] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[২২৬৭] ইমাম ইজলী (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন।[২২৬৮] তাই এই সনদটি সহীহ।

দ্বিতীয় হাদিস : ইমাম তাবরানী (রহ.) আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ قَالَ: نا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً

-"হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) জুম'আর আগে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত নামায আদায় করতেন; আর শেষের রাক'আতে সালাম ফিরাতেন।"[২২৬৯]

সনদ পর্যালোচনা : এই হাদিসটি সহীহ। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৫০ পৃষ্ঠায় যে সমস্ত আপত্তিকর রাবীদের নাম উল্লেখ করেছেন তার একজনও এই সনদে নেই। তবে

২২৬৪ .ইমাম আদি, আল-কামিল, ৭/৬৪পৃ. ক্রমিক. ১৫১৭
২২৬৫ .ইমাম আদি, আল-কামিল, ৭/৬৪পৃ. ক্রমিক. ১৫১৭
২২৬৬ .ইমাম আদি, আল-কামিল, ৭/৬৫পৃ. ক্রমিক. ১৫১৭
২২৬৭ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৮/৩২২পৃ. ক্রমিক. ১৪৮০৭
২২৬৮ .ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ২/১২৫পৃ. ক্রমিক. ১১৯৯
২২৬৯ .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ২/১৭২পৃ. হা/১৬১৭, আবু সাঈদ বিন আরাবী, মু'জামে আরাবী,

কেউ কেউ এ সনদের অন্যতম রাবী 'মুহাম্মদ বিন আব্দুর রাহমান আস-সাহমী' কে নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। আমি প্রথমে বলবো বিখ্যাত ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তার সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন।[২২৭০] বিখ্যাত ইমাম ইবনে আদী (রহ.) লিখেন-.وَهو عندي لا باس به -"আমার কাছে উক্ত রাবীর বিষয়ে অভিমত হল তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২২৭১] ইমাম আদি (রহ.) আরও বলেন-

قَالَ الشيخ: ومحمد بن عَبد الرحمن غير ما ذكرت، وَهو عِندِي لا بَأسَ بِه

-"আমার শায়খ বলেন, তিনি তার নাম উচ্চারণ করে বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২২৭২] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وذكره ابن حِبَّان فِي الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[২২৭৩] তাই এই সনদটিও সহীহ।

তৃতীয় হাদিস : হানাফী মাযহাবের ব্যারেষ্টার ইমাম তাহাবী (রহ.) একটি হাদিস সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبْيَضُ بْنُ أَبَانَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا، فَلْيُصَلِّ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, যে জুম'আর দিনে সালাত আদায় করবে সে জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত পড়বে।"[২২৭৪]

সনদ পর্যালোচনা : এ হাদিসের বিষয়ে আহলে হাদিসগণের কেউ কেউ দাবী করতে পারেন যে, এই সনদের প্রধান রাবী 'সুহাইল বিন আবি সালেহ' সম্পর্কে মুহাদ্দিস আব্বাস ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন- وقال عباس، عن يحيى: ليس بالقوي في الحديث -"তিনি হাদিস বর্ণনায় শক্তিশালী নন।"[২২৭৫] আমি অধম আহলে হাদিসদের জবাবে বলতে চাই যে আপনারা যে কিতাবের হাওলা দিয়েছেন সেই কিতাবেই রয়েছে- وقال – في موضع آخر:

২২৭০ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৯/৭২পৃ. ক্রমিক.১৫২৪৭
২২৭১ .ইমাম ইবনে আদী, আল-কামিল, ৭/৪০৫পৃ. ক্রমিক. ১৬৬৭, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৬১৬পৃ. ক্রমিক. ৭৮৩১ এবং তারিখুল ইসলামী, ৪/৯৬২পৃ., ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৭/২৭৭পৃ. ক্রমিক. ৭০৫০
২২৭২ .ইমাম ইবনে আদী, আল-কামিল, ৭/৪০৫পৃ. ক্রমিক. ১৬৬৭
২২৭৩ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৭/২৭৭পৃ. ক্রমিক. ৭০৫০, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৯/৭২পৃ. ক্রমিক. ১৫২৪৭
২২৭৪ .ইমাম তাহাবী, শরহে মাশকিলুল আছার, ১০/২৯৮পৃ. হা/৪১০৮
২২৭৫ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২৪৩পৃ. ক্রমিক./৩৬০৪

Scanned by C

১১ -"তার থেকে সর্বশেষ অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি তাকে সিকাহ্ বলেছেন।"[২২৭৬] তাই ধোঁকাবাজী এবং সত্য গোপন করা বন্ধ করুন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন- وقال أبو حاتم: يكتب حديثه -"ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) বলেন, আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করি।"[২২৭৭] ইমাম যাহাবী (রহঃ) আরও লিখেন- قلت: قد روى عنه شعبة ومالك -"আমি বলি, তার থেকে ইমাম শু'বা ও ইমাম মালেক (রহঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২২৭৮] তাই মুহাদ্দিসগণ একমত ইমাম শু'বা (রহঃ) কোন যঈফ রাবী হতে হাদিস বর্ণনা করতেন না। ইমাম যাহাবী (রহঃ) আরও লিখেন- وقال ابن عيينة: كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث. -"ইমাম ইবনে উয়াইনা (রহঃ) বলেন, সুহাইল হাদিস বর্ণনায় দৃঢ়।"[২২৭৯] ইমাম যাহাবী (রহঃ) আরও লিখেন-

وقال أحمد العجلي: سهيل ثقة. وقال ابن عدي: هو عندي ثبت لا بأس به،

-"ইমাম আহমাদ ইজলী বলেন, সুহাইল সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত রাবী, ইমাম ইবনে আদি (রহঃ) বলেন, আমার নিকট তিনি হাদিস বর্ণনায় দৃঢ় এবং তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২২৮০] অনেকে আবার ধোঁকাবাজী করতে পারেন যে তিনি তার পিতা হতে হাদিস শুনেন নি। আমি এর জবাবে বলবো, ইমাম যাহাবী (রহঃ) লিখেছে- روى عن أبيه وعن جماعة عن أبيه. -"তিনি তার পিতা হতে এবং এক জামা'আত হাদিসের ইমামগণ তার পিতা হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২২৮১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে কোন কথার উপর ভিত্তি করে তাকে যঈফ বলা হবে?

সালাফীদের দৃষ্টিতে দুর্বল মারফু হাদিসঃ

বর্তমান সালাফী তথা আহলে হাদিসরা এই বিষয়ে হানাফীদের কটাক্ষ করতে গিয়ে নিম্নের এই দুটি বর্ণনা কে উল্লেখ করে থাকেন। এজন্যই আমি এগুলোকে সবার শেষে রেখেছি।

১.ইমাম ইবনে মাযাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ

২২৭৬ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২৪৩পৃ. ক্রমিক./৩৬০৪
২২৭৭ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২৪৩পৃ. ক্রমিক./৩৬০৪
২২৭৮ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২৪৩পৃ. ক্রমিক./৩৬০৪
২২৭৯ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২৪৩পৃ. ক্রমিক./৩৬০৪
২২৮০ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২৪৩পৃ. ক্রমিক./৩৬০৪

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়তেন। কিন্তু এর মাঝে সালাম ফিরিয়ে পৃথক হতেন না।"[২২৮২] এই সনদটিকে মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৫০ পৃষ্ঠায় জাল বলে উল্লেখ করেছেন। আমি বলবো এটি যঈফ; কেননা সনদে মুবাশশির ইবনে উবায়দ দুর্বল। আর আতিয়্যাহ আওফী কে নিয়ে আমি এ গ্রন্থের 'আমার আহলে বায়াত নূহ (আঃ)'র নৌকার ন্যায়' এর আলোচনায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। হাজ্জাজ ইবনে আরতাত্ব রাবী হিসেবে সিকাহ্ যা নিম্নের হাদিসে আলোকপাত করা হবে। তাই বলবো উপরের হাদিসগুলোর সমর্থন পাওয়ায় এবং নিম্নের হাদিসে আরো সাক্ষ্য থাকায় এটি সহীহ বিশ্‌শাওয়াহেদ বলে বিবেচিত।

২.ইমাম তাবরানী (রহঃ) সংকলন করেন-

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ، قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارِ الْأَرْبَعِ بَعْدَهَا

-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) জুম'আর আগে ও পরে ৪ রাক'আত নামায আদায় করতেন। কিন্তু মাঝে সালাম ফিরিয়ে পৃথক করতেন না।"[২২৮৩]

সনদ পর্যালোচনাঃ মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৫০ পৃষ্ঠায় লিখেন-"উভয় বর্ণনাই জাল। এই বর্ণনার প্রায় সকল রাবীই ত্রুটিপূর্ণ।" আসলেই কী তাই? ইমাম হাফেয নূরুদ্দীন হাইছামী (রহঃ) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَكِلَاهُمَا فِيهِ كَلَامٌ

-"ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার মু'জামুল কাবীরে এটি সংকলন করেন, আর সনদে হাজ্জাজ ইবনু আরতাত ও আতিয়্যাহ আওফী দুজনের বিষয়ে আলোচনা/সমালোচনা রয়েছে।"[২২৮৪]

১. হাজ্জাজ ইবনে আরতাত্বঃ উক্ত রাবীর বিষয়ে যারাই দুর্বলতার অভিযোগ দায়ের করেছেন তার সবটুকুই হল তার তাদলীস করা নিয়ে। ইমাম হাইছামী (রহঃ)ই অন্য স্থানে উল্লেখ করেন-

الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ صَدُوقٌ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَيْسَ مِمَّنْ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

-"তিনি সত্যবাদী, তবে তাদলীস করতেন; মুহাদ্দিসগণ তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন, তার ব্যাপারে কিযবের তথা মিথ্যার করার কোন অভিযোগ নেই। মহান রবই অধিক জানেন।"[২২৮৫] আরেক স্থানে তিনি সরাসরি লিখেন-

---

২২৮২.ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ২/২১৫পৃ. হা/১১২৯
২২৮৩.ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, হা/১২৬৭৪, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/১৯৫পৃ. হা/৩১৩০
২২৮৪. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ...
২২৮৫. ইমাম ...

Scanned by CamS

فِيْهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ

-"এই সনদে হাজ্জাজ নামক রাবী রয়েছেন; আর তিনি সিকাহ; তবে তাদলীসকারী।"[২২৮৬] এমনটি তিনি উক্ত রাবীর বিষয়ে আরও অনেক হাদিসের ক্ষেত্রে বলেছেন।[২২৮৭] মুহাদ্দিসগণ বলেছেন তিনি যে হাদিসটিতে তাদলীসের অভিযোগ থাকবে না সেটি গ্রহণ করা হবে। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

وقال العجلي كان فقيها وكان أحد مفتي الكوفة وكان فيه تيه وكان يقول أهلكني حب الشرف

وقال فقهاء البصرة وكان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال وكان يرسل

-"তিনি ফকিহ ছিলেন, তিনি কুফার একজন মুফতি ছিলেন। ....তার হাদিস গ্রহণ করা বৈধ; সেগুলো ছাড়া যেগুলো সে তাদলীস করেছে।"[২২৮৮] ইমাম আসকালানী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেছেন- وعنه شعبة -"তার থেকে ইমাম শু'বা (رحمه الله) হাদিস গ্রহণ করেছেন।"[২২৮৯] সকলেই একমত ইমাম শু'বা (رحمه الله) যইফ রাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন না। ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম আবু যারওয়া, ইমাম আবু হাতেম (رحمه الله) তাকে সত্যবাদী ও তাদলীসকারী বলে অভিযুক্ত করেছেন।[২২৯০] ইমাম মুগালতাঈ (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

وقال أبو عبد الله الحاكم في «تاريخ نيسابور»: قد وثقه شعبة وغيره من الأئمة، وأكثر ما أخذ عليه التدليس؛ والكلام فيه يطول، وكان سفيان بن سعيد يقول: ما رأيت أحفظ منه.

-"ইমাম হাকেম (رحمه الله) তার তারিখে নিশাপুরীতে বলেন, তাকে ইমাম শুবা (رحمه الله) ছাড়াও এক জামাত ইমামগণ সিকাহ বলেছেন; তবে তার অধিকাংশ তাদলীস গ্রহণ করেননি। ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) বলেন, আমি তার থেকে বড় হাফেযুল হাদিস দেখিনি।"[২২৯১] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو حاتم ابن حبان – في ترجمة سليمان بن موسى من كتاب الثقات –: قال عطاء: سيد شباب أهل العراق الحجاج بن أرطاة.

-"....ইমাম আতা (رحمه الله) বলেন, তিনি ইরাকের যুবকদের সর্দার।"[২২৯২] তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال الخليلي: عالم ثقة كبير -"ইমাম খলিলী (رحمه الله) বলেন, তিনি বিশ্বস্ত বহু আলেম ছিলেন।"[২২৯৩] তাই তার হাদিস তাদলীসগুলো ছাড়া সহীহ হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

তাবেয়ী আতিয়্যাহ আওফী: উক্ত রাবী আতিয়্যা আওফীর হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বের কিতাবুল ঈমানের 'আমার আহলে বায়াত নূহ (عليه السلام)-এর নৌকার ন্যায়' এর ২নং হাদিসের সনদ পর্যালোচনায় আলোকপাত হয়েছে; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তাই প্রমাণিত হল এই হাদিস হাসান লিজাতিহী।

জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়ার বিষয়ে সাহাবীদের কর্ম:

অনেক সাহাবায়ে কেরাম জুম'আর নামাযের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত নামায পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৫১ পৃষ্ঠায় লিখেন-"উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ছাহাবীর নামে উক্ত মর্মে আরো কিছু বর্ণনা রয়েছে। তবে কোন বর্ণনাই বিশুদ্ধ নয়।" মুহসিন সাহেব কোন হাদিস অথবা মুহাদ্দিসদের কোন অভিমত পেশ না করে এমন উক্তি কিভাবে করার সাহসীকতা দেখাতে পারলেন আমি তা দেখে আশ্চর্যিত।

প্রথম হাদিস : ইমাম তাহাবী (رحمه الله) লিখেন-

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا

-"নিশ্চয় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়তেন।"[২২৯৪] অনেক আহলে হাদিস এই সনদের রাবী 'জাবালাত ইবনু সুহাইম' কে দুর্বল বলতে চান। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) তার জীবনীতে লিখেন-

عن معاوية وابن عمر وعنه شعبة وسفيان ثقة

-"তিনি সাহাবী মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে ইমাম শু'বা ও ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী হাদিস বর্ণনা করেছেন; আর তিনি হাদিস বর্ণনা সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন।"[২২৯৫] সকলেই একমত ইমাম শু'বা (رحمه الله) যইফ রাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন না। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) তার আরেক পুস্তকে লিখেন-

مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِيْنَ بِالْكُوْفَةِ.

-"তিনি কুফার বিশ্বস্ত তাবেয়ীদের একজন।"[২২৯৬] তাকে কেহ দুর্বল বলেছেন বলে আমরা এমন কোন ইমামের অভিমত পাইনি। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

وَثَّقَهُ: يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَابْنُ مَعِيْنٍ...... وَكَانَ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ يُوَثِّقَانِهِ.

-"ইমাম বুখারীর দুই উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া কাত্তান, ইমাম ইবনে মাঈন (رحمه الله) তাকে সিকাহ বলেছেন।.......ইমাম সুফিয়ান ও ইমাম শুবা (رحمه الله) তাকে সিকাহ হিসেবে

২২৮৬ . ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/২১৭পৃ. হা/১০৮৬
২২৮৭ . ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/২৪২পৃ. হা/১২৫১, ৩/২৭৬পৃ. হা/৫৩১৫, ৩/২২৫পৃ. হা/৫৩৮৪, ৩/২২৯পৃ. হা/৫৪০৭, ৪/২২পৃ. হা/৫৯৭১-৭২, ৪/১০৪পৃ. হা/৬৪৯৯
২২৮৮ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ২/১৯৬পৃ. ক্রমিক. ৩৬৫
২২৮৯ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ২/১৯৬পৃ. ক্রমিক. ৩৬৫
২২৯০ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ২/১৯৬পৃ. ক্রমিক. ৩৬৫
২২৯১ . ইমাম মুগালতাঈ, ...

২২৯৩ . ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৩/৩৮৬পৃ. ক্রমিক. ১১৮৫
২২৯৪ . ইমাম তাহাবী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/৩৩৫পৃ. হা/১৯৬৫
২২৯৫ . ইমাম যাহাবী, আল-কাশেফ, ১/২৮৯পৃ. ক্রমিক./৭৫৫, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৩৫পৃ. ক্রমিক. ১০...
২২৯৬ ...

Scanned by Cam

আখ্যায়িত করেছেন।"[২২৯৭] অপরদিকে সিহাহ সিত্তার ছয় কিতাবে তার হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[২২৯৮]

হাদিস ২ : ইমাম তাহাবী (রহঃ) লিখেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ مُحِلٍّ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا. لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ

-"তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়তেন এবং পড়েও চার রাক'আত পড়তেন। এর মাঝে সালাম ফিরাতেন না।"[২২৯৯] অনেকে বলতে পারেন যে ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ)-এর সাথে ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সাক্ষাত ঘটেনি তাই তিনি এরসাল করেছেন সেহেতু এটি মুরসাল হাদিস। আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের শুরুতে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি যে সিকাহ রাবীর মুরসাল জমহুরের মতে গ্রহণযোগ্য। এমনকি আলবানী ও মুযাফফর বিন মুহসিন বুকের উপর হাত বাঁধার আলোচনায় তাউস (রহঃ) এর মুরসাল হাদিসকে সহীহ বলেছেন। আমি বলব, তাউস (রহঃ) হতে ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) জ্ঞানের দিক থেকে অনেক উঁচু পর্যায়ের ছিলেন। আর ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) এর সকল উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ছাত্র। আমি বলবো তাই এই সনদের সমর্থনে আরেকটি হাদিস দেখুন। আর এ সনদের রাবী আবু মুয়াবীয়া সিহাহ সিত্তার রাবী।[২৩০০]

হাদিস ৩ : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) ও ইমাম তাবরানী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

-"তিনি ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী থেকে তিনি আতা বিন সায়েব থেকে তিনি তাবেয়ী আবি আব্দুর রাহমান সুলাইমী (রহঃ) বলেন, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) জুম'আর পূর্বে ও পরে চার রাক'আত পড়ার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিতেন।"[২৩০১] সনদ পর্যালোচনাঃ এই সনদটি সহীহ। আর রাবী 'আতা বিন সায়িব' এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তারাবীহ নামায ২০ রাক'আতের আলোচনায় দেখুন। রাবী উপরের হাদিসটির ন্যায় সহীহ.এটিও সহীহ।

২২৯৭ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৩১৫পৃ. ক্রমিক. ১৫২
২২৯৮ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৩১৫পৃ. ক্রমিক. ১৫২, তারিখুল ইসলামী, ৩/৩০৩পৃ. ক্রমিক. ৪২
২২৯৯ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ১/৩৩৫পৃ. হা/১৯৭০
২৩০০ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৭৩পৃ. ক্রমিক. ২০
... মু'জামুল কাবীর, ৯/৩১০পৃ.

হাদিস ৪ : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) ও ইমাম তাবরানী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) তিনি তাবে-তাবেয়ী ইমাম মা'মার বিন রাশেদ থেকে তিনি কাতাদা (রহঃ) হতে তিনি বলেন, নিশ্চয় সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) জুম'আর নামাযের পূর্বে ও পরে ৪ রাক'আত নামায পড়তেন।"[২৩০২] এই সনদটি সহীহ বুখারী মুসলিমের ন্যায় সহীহ।

হাদিস ৫ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا

-"তাবেয়ী আবি উবায়দ তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি জুম'আর নামাযের পূর্বে ৪ রাক'আত নামায পড়তেন।"[২৩০৩] এই সনদটিও সহীহ।

হাদিস ৬ : ইমাম বাগভী (রহঃ) লিখেন-

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জুম'আর পূর্বে ও পরে ৪ রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। আর এই মতটিই গ্রহণ করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক, সুফিয়ান সাওড়ী এবং আসহাবে রায় (কিয়াসপন্থী আলেমগণ)।"[২৩০৪]

হাদিস ৭ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ الزُّبَيْرِ، مَخْرَجًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا

-"আব্দুর রাহমান বিন আবি যিব বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে জুম'আর দিন বের হলাম তিনি উক্ত জুম'আর নামাযে প্রবেশ (পূর্বে) করে ৪ রাক'আত নামায পড়লেন।"[২৩০৫]

হাদিস ৮ :

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল বার (রহঃ) লিখেন-

وَذَكَرَ الْأَثْرَمُ قَالَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامُوا فَصَلَّوْا أَرْبَعًا

২৩০২ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/২৪৭পৃ. হা/৫৫২৪
২৩০৩ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৬৩পৃ. হা/৫৩৬০
২৩০৪ .বাগভী, শরহে সুন্নাহ ...

Scanned by C

-"হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আমর ইবনে ছাইদ ইবনে আস (রা.) হতে সূত্রে বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর সাহাবায়ে কেরামকে দেখতাম জুম'আর দিন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যেত তখন তাঁরা সকলেই দাঁড়াতেন ৪ রাক'আত সুন্নাত নামায পড়তেন।"[২০০৬] বুঝা গেল আমরা যারা ৪ রাক'আত সুন্নাত পড়ছি তাদের কর্মের সাথে সাহাবীদের কর্মের মিল আছে। এই সনদটিও সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে অনেক আহলে হাদিস ভাই মনে করতে পারেন যে খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ' রাবী হিসেবে দুর্বল। আমি বলব কখনোই নয়। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন- وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. -"ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمه الله) তাকে সিকাহ বলেছেন।"[২০০৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেন-

قال الدارقطني ليس به بأس.

-"ইমাম দারাকুতনী (رحمه الله) বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন সমস্যা নেই।"[২০০৮] তাই প্রমাণিত হল এই হাদিসটিও সহীহ।

হাদিস ৯ :

ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْأَصْبَغِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا

-"হযরত কাসেম বিন আবি আয়্যুব তিনি হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত নামায পড়তেন।"[২০০৯]

হাদিস ১০ :

ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا

-"তাবেয়ী আ'মাশ (رحمه الله) ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (رحمه الله) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম জুম'আর নামাযের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়তেন।"[২০১০] এই সনদটিও সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিষয় নং.৬ : জুম'আর দিনে আছর ছালাতের পর ৮০ বার দরুদ পড়া প্রসঙ্গ : আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ৩৬৫-৩৬৬ পৃষ্ঠায় জুম'আর দিন ৮০ বার দুরুদ পড়ার হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-"উক্ত বর্ণনা মিথ্যা। এর সনদে ওয়াহাব ইবনু দাউদ ইবনু সুলায়মান যারীর নামে মিথ্যুক রাবী আছে।"

২০০৬. ইমাম ইবনুল বার, তামহীদ, ৪/২৬পৃ.

২০০৭. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৬১৩পৃ. ক্রমিক. ৭৫, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৬/২৫১পৃ. ক্রমিক. ৭৫৯১, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৩/৯৫পৃ. ক্রমিক. ১৭

২০০৮. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৩/৯৫পৃ. ক্রমিক. ১৭৯

২০০৯. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/১১৭পৃ. হা/৫৩৫০

...মুত্তাসিল সূত্রে খতিবে বাগদাদী (رحمه الله) সংকলন করেছেন হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) হতে।[২০১১] এটি ধোঁকাবাজ মুহসিন সাহেব উল্লেখ করেননি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ বিষয়টির জবাব আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪২২ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করে এসেছি। এখানে পুনরায় আবার দ্বিতীয় বার আলোকপাত করে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। তারপরও যে বিষয় নিয়ে তিনি আপত্তি করেছেন সে সম্পর্কে একটু জবাব দিতে চাই। এই আহলে হাদিস ...এই দাবির পক্ষে ১৪৩০ নং টীকায় দলিল আলবানী 'সিলসিলাতুল..যঈফাহ' গ্রন্থের ২১৫ নং হাদিসের। এবার আমরা এখন দেখবো প্রকৃত পক্ষে মুহসিন সাহেবের ...আলবানী এই রাবীর বিষয়ে কী বলেছিলেন। আলবানী এই রাবী প্রসঙ্গে এ হাদিসের আলোচনায় লিখেন- لم يكن بثقة -"তিনি সিকাহ নন।"[২০১২] এছাড়াও এই রাবীর বিষয়ে ...কোন আসমাউর রিজালবিদের উক্তিও তিনি উল্লেখ করেননি। বুঝা গেল মুহসিন সাহেব তার ইমাম আলবানীর নামেও মিথ্যাচার করেন। খতিবে বাগদাদী (رحمه الله) ছাড়া ...কেউ তাকে সিকাহ নয় এ কথাটি বলেননি।[২০১৩] রাবী সিকাহ না হলে সেই হাদিসের ...আমল করা বৈধ, এই বিষয়ে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের শুরুতে আলোকপাত করেছি। ...রাবী মিথ্যাবাদী বা কঠিন দুর্বল হলে পারবে না।

বিষয় নং. ৭: জুম'আর দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা প্রসঙ্গ :

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় জুম'আর দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের হাদিস সম্পর্কে তিনি লিখেন-"শুধু জুম'আর দিন কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ বিষয়ে আমি এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করে এসেছি। বিস্তারিত জানতে সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

বিষয় নং.৮ : ঈদের নামায পড়লে জুমু'আর নামায পড়া লাগবে না বলে আহলে হাদিসদের ভ্রান্ত মতবাদ:

এটি বর্তমানের আহলে হাদিস ভাইদের আরেক নুতন ফ্যাশন। বর্তমান যুগের আরেক নতুন ফিতনাবাজ ডা. জাকির নায়েক এ সম্পর্কে বলেন-"জুম'আর দিনে আগে ঈদের নামায আদায় করলে পরে জুমার নামায আদায় করা আর না করা ঐচ্ছিক ব্যাপার।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৪৭৬পৃ., পিস পাবলিকেশন, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা) এর বিরোধে আমি আমার লিখিত 'ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন' ১ম খণ্ডের ৮৩-৮৫ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

২০১১. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদী, ১৫/৬৩৬পৃ. ক্রমিক.৭২৭৮, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৭হি.

২০১২. আলবানী, সিলসিলাতুল..যঈফাহ, ১/৩৮২পৃ. হা/২১৫

২০১৩. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদী, ১৫/৬৩৬পৃ. ক্রমিক.৭২৭৮, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৭হি. ...মাতরুকুন, ৩/১৮৮পৃ. ক্রমিক. ৩৬৮০

Scanned by C

দশম অধ্যায়
মাগরিবের নামায

বিষয় নং.১ : মাগরীবের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত সুন্নাত নয় :

বর্তমান আহলে হাদিসগণ অন্যান্য নামাযের ন্যায় মাগরিবের নামাযের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাক'আত সুন্নাত পড়াকে সুন্নাত বলে অপপ্রচার করছেন। অথচ এ আমল পূর্বসূরিদের থেকে ধারাবাহিভাবে প্রমাণিত নয়। হাদিস বিশারদগণ বা হাক্কেম হাদিসগণ এই বিষয়ক হাদিসে ঐকমত্য পোষণ করেননি। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৩১৪ পৃষ্ঠায় (মাগরীবের পূর্বে ২ রাক'আত না পড়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে) এ প্রসঙ্গে লিখেন-"এমনকি উক্ত ছালাত সম্পর্কে অধিকাংশ মুছল্লী খবরই রাখে না। অবশ্য এর পিছনেও একটি ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে।" তিনি বুঝালেন আমাদের পক্ষে একটি দলিল আছে; আর তাও ত্রুটিপূর্ণ।

পর্যালোচনা:

১.বিখ্যাত হাদিস গবেষক ইমাম নববী (رحمه الله) এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَلَمْ يَسْتَحِبَّهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَآخَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَالِكٌ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ

-"এ নামাযকে (মাগরিবের আযানের পর মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত) হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী (رضي الله عنهم) মুস্তাহাব হিসেবে জানতেন না। আর মুস্তাহাব জানতেন না সাহাবায়ে কেরাম, ইমাম মালেক (رحمه الله) এবং অধিকাংশ ফকিহগণ।"[২০১৪]

২.ইমাম নববী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেন-

وَقَالَ النَّخَعِيُّ هِيَ بِدْعَةٌ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (رحمه الله) বলেন, আর এটি হচ্ছে বিদ'আত।"[২০১৫] তাবেয়ীগণ বিদ'আত বলা দ্বারা সুস্পষ্ট যে তারা কোন সাহাবীকে এই আমল করতে দেখেননি।

৩.ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ

২০১৪. ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম, ৬/১২৩পৃ.

২০১৫. ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম, ৬/১২৩পৃ.

-"মানসূর তিনি ইবরাহিম নাখঈ (رحمه الله) থেকে তিনি বলেন, মাগরিবের পূর্বের দুই রাক'আত নামায হযরত আবু বকর, উমর, উসমান (رضي الله عنهم) কেহই পড়েননি।"[২০১৬]

হাদিসের সারমর্ম: বুঝা গেল ইসলামের এক সময়ের রাজধানী ছিল কুফা নগরী সে শহরের সবচেয়ে বড় ফকিহ হলেন ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (رحمه الله) তিনি কোন সাহাবী এবং তার উর্দ্ধতন তাবেয়ীকে এই আমল পড়তে দেখেননি এবং ইসলামের ৩ খলিফা করেননি। তাহলে কি আমরা তাদের থেকে ইসলাম বুঝে গেলাম? হাদিসে থাকা এক জিনিস আর এটি ধারাবাহিকভাবে সকলে গ্রহণ করা আরেক বিষয়।

৪.ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله) ও ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا

-"হযরত তাউস (رحمه الله) তিনি সাহাবী ইবনে উমর (رضي الله عنه) কে মাগরিবের ফরযের পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলের যুগে কেহ পড়েছেন বলে আমি এমন কাউকে দেখিনি।"[২০১৭]

সনদ পর্যালোচনা : আহলে হাদিস আলবানী এই সনদকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (رحمه الله) কে আরেক শু'বা বানাতে চেয়েছেন। তিনি বলতে যাচ্ছেন এখানে শুবা বলতে শুয়াইবকে বুঝানো হয়েছে। অথচ শুয়াইব সম্পর্কেই নিজেই লিখেছেন- قال الحافظ في التقريب لا بأس به -"ইমাম ইবনে হাজার (رحمه الله) বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২০১৮] যাই হোক আল্লাহ আহলে হাদিসদেরকে সঠিক বুঝ দান করুক। শুয়াইবও সিকাহ, ইমাম শু'বা (رحمه الله) তো হাদিসের ইমাম, যার আলোচনা নামাযে আমিন আস্তে বলার আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

৫.ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ

-"তিনি ইমাম ওয়াকী থেকে তিনি ইবনে আবি উরওয়াবাতা তিনি কাতাদা থেকে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (رحمه الله) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) ছাড়া আর কোন ফকিহ কে আমি মাগরীবের পূর্বে নামায পড়তে দেখিনি।"[২০১৯] বুঝা গেল অসংখ্য সাহাবীদের মধ্যে তিনি মাত্র একজনকেই এই আমল করতে দেখেছেন। তাই আমি অধিকাংশ সাহাবীর আমলের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। ইবনে

২০১৬. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৬৬৯পৃ. হা/৪১৭৯

২০১৭. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/২৬পৃ. হা/১২৮৪, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৬৭০পৃ. হা/৪১৮৪

২০১৮. আলবানী, সিলসিলাতুল...সহীহা, ১/৪৬৯পৃ. হা/২৩৪

২০১৯. ইমাম আবি শায়বাহ, ...

Scanned by C

আবি উরবাতা যার মূল নাম হল 'সাঈদ ইবনে আবি উরবাতা' যিনি সিহাহ সিত্তার রাবী, তিনি হাদিসের ইমাম, হাফেযুল হাদিস ছিলেন।[২০২০] ইমামের পিছনে কিরাতের আপত্তির জবাবে আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে ইমাম তিরমিযি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন ফকিহগণই হাদিসের মর্ম সম্পর্কে ভাল জানেন।

৬. ইমাম তাহাভী (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: كَانَ يَنْهَى عَنْهُمَا، وَلَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

-"ইমাম কাতাদা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যে মাগরীবের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত পড়ার বিষয়ে। এর উত্তরে তিনি বলেন, তিনি (আবু সাঈদ) আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন। উক্ত তাবেয়ী আরও বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হযরত <u>সা'দ ইবনে আবি আক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছাড়া আর কাউকে এ আমল করতে দেখিনি</u>।"[২০২১] এই দুটি সূত্রে বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করলো। নুআইম ইবনু হাম্মাদ হাদিসের কিতাবের লিখক ও ইমাম এবং সহীহ বুখারীর রাবী।[২০২২]

৭.ইমাম দারাকতুনী (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ . ثنا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ . نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ . نا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ . نا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক দুই আযানের (আযান ও ইকামতের) মধ্যবর্তী সময়ে নামায রয়েছে; তবে মাগরীব নামায ছাড়া।"[২০২৩] ইমাম মুত্তাকী হিন্দী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদিস সংকলন করে লিখেছেন- وهو المحفوظ -"এই হাদিসটির সনদ সংরক্ষিত।"[২০২৪] তাই এই হাদিসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন সকল নামাযের পূর্বে সালাত পড়তে পারলেও মাগরীবের নামাযে নয়। তবে অনেক ধোঁকাবাজ বলে থাকেন যে ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদিসকে জাল হাদিসের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২০২৫] অথচ দেখুন ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) এর সনদটি হল-

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْخَيَّاطُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا ابْنُ شَاهِينَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عتاب أنبأنا <u>حبان بن عبد الله</u> حدثنا عبد الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ

-তিনি যথাক্রমে...<u>হাব্বান ইবনে আব্দুল্লাহ</u> হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তিনি তার পিতা হতে...উপরের মত।"[২০২৬] ইমাম ইবনুল জাওযী হাব্বান এর কারনে এই সনদটিকে - هَذَا حَدِيث لَا يَصح. -"এই হাদিসটি সহীহ নয় বলেছেন।"[২০২৭] বলেছেন- قَالَ الفلاس: كَانَ حَبَان كذابا. -"ইমাম ফাল্লাস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি ছিলেন মিথ্যাবাদী।"[২০২৮] বুঝা গেল উপরের সনদে এই রাবীই নেই। তাই এক সনদের রাবীকে অন্য সনদে লাগিয়ে দেয়া মনগড়া তাহকীক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিষয়ে আহলে হাদিসদের ধোঁকা :

ধোঁকা নং ১. ইমাম দারাকুতনী (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেছেন-

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُوذِيُّ . نا أَبِي . نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ . عَنْ <u>مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ</u> . عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .قَالَ: صَلَّيْنَا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে মাগরীবের পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতাম।"[২০২৯]

হাদিসটির গ্রহণযোগ্যতা : এই হাদিসটি যঈফ বা মুনকার। প্রথমত, কেননা সনদের মানসুর ইবনে আবি আসওয়াদ কট্টর শীয়া ছিলেন। ইমাম মিযযী (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রাহিমাহুল্লাহ) এর বরাতে উল্লেখ করেছেন-

كان من الشيعة الكبار.

-"সে বড় শীয়াদের একজন ছিলেন।"[২০৩০]

২০২০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪১৩পৃ. ক্রমিক. ১৭০ তিনি আরও উল্লেখ করেন- وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَجَمَاعَةٌ.

-"ইমাম ইবনে মাঈন, নাসাঈসহ এক জামাত ইমাম তাকে সিকাহ বলেছেন।"

২০২১. ইমাম তাহাভী, শরহে মাশকালুল আছার, ১৪/১২২পৃ. হা/৫৫০১

২০২২. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২৬৭পৃ. ক্রমিক. ৯১০২

২০২৩. ইমাম দারেকুতনী, আস-সুনান, ১/৪৯৭পৃ. হা/১০৪০, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৭৭৮পৃ. হা/২১৩৬৮, মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৫৬৩পৃ. হা/৬৬২,

২০২৪. ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৭৭৮পৃ. হা/২১৩৬৮

২০২৫. ইমাম ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওদ্বুআত, ২/৯২পৃ. কিতাবুস সালাত

২০২৬. ইমাম ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওদ্বুআত, ২/৯২পৃ. কিতাবুস সালাত

২০২৭. ইমাম ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওদ্বুআত, ২/৯২পৃ. কিতাবুস সালাত

২০২৮. ইমাম ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওদ্বুআত, ২/৯২পৃ. কিতাবুস সালাত

২০২৯. ইমাম দারেকুতনী, আস-সুনান, ১/৫০৪পৃ. হা/১০৫০

২০৩০. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৮/৫১১পৃ

Scanned by C

দ্বিতীয়ত . এই বর্ণনাটি গরীব । ইমাম মিয্যী (রহ.) উল্লেখ করেন-

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمُخْتَارِ إِلا مَنْصُورٌ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَان.

-"ইমাম তাবরানী বলেন, মুখতার থেকে তার ছাত্র (একক) মানসুর ছাড়া আর কেউ এই হাদিস বর্ণনা করেননি । আর সাঈদ ইবনু সুলাইমান এই হাদিসে (তার উস্তাদ মানসুর থেকে) একক বর্ণনাকারী ।"[২০০১]

তৃতীয়ত . উক্ত সনদে 'সাঈদ ইবনে সুলাইমান' দুর্বল রাবী ।[২০০২]

চতুর্থত. এই হাদিস গ্রহণ করলে মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কে মিথ্যাবাদী বলা হবে, কেননা তিনি বলেছেন রাসূল (ﷺ) এর যুগে কেউ এমনটি করেছেন বলে আমি কাউকে দেখিনি । আর তাই সর্বপরি এই হাদিস দিয়ে জাল তাতে কোন সন্দেহ নেই, আর দলিল দেয়ার উপযোগি মনে করার তো প্রশ্নই আসে না।

ধোঁকা নং. ২. আহলে হাদিসগণ দাবী করে থাকেন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ

-"প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যেই সালাত রয়েছে, যে চায় সে পড়তে পারে ।"[২০০৩] প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) অন্য হাদিসে মাগরীব ছাড়া উল্লেখ করেছেন । যা উপরে আমি উল্লেখ করেছি । তাই এই বিধানটি মাগরীব ছাড়া অন্য সকল নামাযের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য । এ বিষয়ে ইতোপূর্বে ৭নং হাদিস উল্লেখ করেছি ।

বিষয় নং.২ : মাগরীবের পরে সালাতুল আওয়াবীন পড়া প্রসঙ্গ :

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে...' গ্রন্থের ৩১৬ পৃষ্ঠায় সালাতুল আওয়াবীন প্রসঙ্গে তিনি লিখেন-"মাগরিবের পর 'ছালাতুল আউয়াবীন' পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই । উক্ত মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সবই জাল বা মিথ্যা ।" মাগরীবের নামাযের পর ৬ রাক'আত যে নামায পড়া হয় তাকেই সালাতুল আওয়াবীন নামায বলা হয় । আরেক মতে মাগরীব থেকে ইশা পর্যন্ত নফল সালাতকেই 'সালাতুল আওয়াবীন' বলা হয় । যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেন-

قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الصَّلَاةُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ

-"ইমাম ইবনু মালাক (রহ.) তিনি মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাগরীবের পরে ইশার পূর্বের নামাযকেই সালাতুল আওয়াবীন বলা হয় ।"[২০০৪] এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদিসে পাক রয়েছে যে নবীজী ﷺ বিশাল সময় দাঁড়িয়ে ইবাদতে রত থাকতেন । মুহসিন সাহেব আওয়াবীন নামাযকেই বিদ'আত বলেন না । এ বিষয়ে ইবনে আব্বাসে (রা.) এর হাদিস ছাড়া আরেকটি সহীহ মুরসাল হাদিস রয়েছে । ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (ওফাত. ১৮১হি.) সংকলন করেন-

أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ

-"আবু ছাখর (রহ.) তিনি বলেন, তাবেয়ী মুহাম্মদ বিন মুনকাদার (রহ.) থেকে শুনেছি তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত সালাত আদায় করবে সেটা তার জন্য 'সালাতুল আওয়াবীন' হবে ।"[২০০৫]

হাদিসটির মান : এই হাদিসটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু মুহসিন সাহেব বলেন সনদটি যঈফ । তিনি তার গ্রন্থের ৩১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি যঈফ । এর সনদে আবু ছাখর নামে যঈফ রাবী আছে । সে মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির-এর যুগ পায়নি ।"

পর্যালোচনার নিষ্পত্তি : এখানে মুহসিন সাহেব দুটি মিথ্যাচার করেছেন । এক. সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী আবু ছাখর কে তিনি যঈফ বলেছেন; অথচ কোন আসমাউর রিজালবিদের অভিমত পেশ করেননি । দলিল দিয়েছেন আলবানীর; আমি আশ্চর্যিত যে সেও কিভাবে কোন আসমাউর রিজালবিদের অভিমত না তুলে এই রাবীকে যঈফ বলার সাহসীকতা দেখালো ।[২০০৬] আবু ছাখর এর মূল নাম হল 'হুমাইদ বিন যিয়াদ' যা স্বয়ং আলবানীই লিখেছেন ।[২০০৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- صدوق -"তিনি সত্যবাদী ।"[২০০৮] তিনি তার লিখিত আরেকটি গ্রন্থে লিখেন- قال أحمد ليس به بأس - ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, তার হাদিস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই ।"[২০০৯] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন-

وقال عثمان الدارمي عن يحيى ليس به بأس

-"হযরত উসমান দারেমী (রহ.) ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তার হাদিস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই ।"[২০১০] তিনি আরও উল্লেখ করেন ইমাম

২০০১ . ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২৮/৫১৯পৃ.
২০০২ . ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৬/১৭৫পৃ. হা/১০২৪৮, হা/১৮৪৮৩
২০০৩ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১/১২৭পৃ. হা/৬২৪
২০০৪ . মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/৮৯৫পৃ. হা/১১৭৩

২০০৫ . ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক, কিতাবুয যুহদ, ১/৪৪৫পৃ. হা/১২৫৯, আবু নছর, কিয়ামুল লাইল, ৪০পৃ.
২০০৬ . আলবানী, সিলসিলাতুল..যঈফাহ, ১০/১৩৩পৃ. হা/৪৬১৭
২০০৭ . আলবানী, সিলসিলাতুল..যঈফাহ, ১০/১৩৪পৃ. হা/৪৬১৭
২০০৮ . ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১/১৮১পৃ. ক্রমিক.১৫৪৬
২০০৯ . ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/৪১পৃ. ক্রমিক.৬৯, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৭/৩৬৬পৃ. ক্রমিক. ১৫২৬
২০১০ . ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/৪১পৃ. ক্রমিক.৬৯, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৭/৩৬৬পৃ. ক্রমিক. ১৫২৬

Scanned by C

ইবনে আদী (রহ.) তার সম্পর্কে বলেছেন- وهو عندي صالح -"তিনি আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন।"[২৩৪১] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال الدارقطني ثقة وذكره ابن حبان في الثقات

-"ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর গ্রন্থে তাকে স্থান দিয়েছেন।"[২৩৪২] ইমাম মিযযী (রহ.) ইমাম ইবনে আদী (রহ.) এর বরাতে লিখেছেন-

سائر حديثه أرجو أن يكون مستقيما

-"আমি আশা রাখি তার সব হাদিস সঠিক।"[২৩৪৩] ইমাম বুখারী (রহ.) তার হাদিস তার লিখিত আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[২৩৪৪] ইমাম ইবনে মাযাহ (রহ.) তার হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৩৪৫] ইমাম ইজলী (ওফাত. ২৬১হি.) বলেন তিনি সিকাহ।[২৩৪৬] তাই মূল কথা তাকে সকলেই সিকাহ এবং তার হাদিস গ্রহণ করা যায় বলেছেন, ইমাম নাসাঈ (রহ.) ব্যতিত। তবে আমি ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর কোন সরাসরি গ্রন্থে এ ধরনের অভিমত পাইনি।

বিবেকের দুয়ারে দাবী : রাবী 'আবু ছাখর' সহীহ মুসলিমের রাবী। তাকে দুর্বল বলা মানে সহীহ মুসলিমের হাদিসকে যঈফ বলা।[২৩৪৭] তাই আলবানীর ও তার দালাল মুহসিন সাহেবের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল।

সহীহ কোন হাদিসে ৬ রাক'আতের কথা না আসলেও যঈফ হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এবং সাহাবীদের আমল পাওয়ায় ৬ রাক'আতের উপর আমল করা বৈধ। তার এর বেশী পড়াও বৈধ। আমি এ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৩৫-৫৩৬ পৃষ্ঠায় দুটি মারফু হাদিস নিয়ে আলোকপাত করেছি। এগুলোর সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। আর এটি এমন দুর্বলতা যার উপর আমল করা বৈধ। ৬ রাক'আত আওয়াবীন নামাযে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ফযিলতের হাদিস যেখানে উল্লেখ রয়েছে ৬ রাক'আত নামায পড়লে ১২ বছরের (নফল) ইবাদতের সমান সাওয়াব লাভ হবে সে হাদিস[২৩৪৮] প্রসঙ্গে মুহসিন সাহেব লিখেন-"বর্ণনাটি জাল।" তিনি এ বক্তব্যের সমর্থনে ইমাম তিরমিযি (রহ.) ও আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম আলবানীর দলিল দিয়েছেন; অথচ তারা

২৩৪১. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/৪১পৃ. ক্রমিক.৬৯
২৩৪২. ইবনে হাজার, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/৪১পৃ. ক্রমিক.৬৯, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৬/১৮৮পৃ. ক্রমিক.৭৩০৩
২৩৪৩. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৭/৩৬৮পৃ. ক্রমিক. ১৫২৬
২৩৪৪. ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হা/৬৯৪
২৩৪৫. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৭/৩৭১পৃ. ক্রমিক. ১৫২৬
২৩৪৬. ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ১/৩২৩পৃ. ক্রমিক.৩৬২
২৩৪৭. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৬৫৫পৃ. হা/৯৪৮, হা/১১৮৭, হা/১৯৬৭, হা/২৮১৫, হা/২৮১৫, হা/২৮২৫, হা/২৯৭৪
২৩৪৮. তিরমিযি, আস্-সুনান, হা/৪৩৬, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১১৬৭, মুসনাদে আবি ই'য়ালা, হা/৬০২২ মুসনাদে বাযযার, হা/৮৬২৯, ইমাম নববী, খুলাসাতুল আহকাম, হা/১৮৩৮

...হাদিসটিকে জাল বলেননি। বরং শুধু মাত্র যঈফ বলেছেন।[২৩৪৯] তিনি আয়েম্মাদের নামে মিথ্যাচার করার নজির ইতিপূর্বে আমি বহুবার দিয়ে এসেছি। অথচ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এ হাদিস সংকলন করে লিখেছেন-

أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

-"হাদিস বিশারদগণ একমত পোষণ করেছেন যে যঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহণ করা বৈধ।"[২৩৫০] মুহসিন সাহেব তো মুহাদ্দিসদের উসূলে হাদিসের নীতিমালা মানেন না সে জন্য পাগলের ন্যায় যা ইচ্ছা তাই বলতে পারাটা তার জন্য স্বাভাবিক। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজুল হাদিস ইমাম নববী (রহ.) বলেন আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদিসটি যঈফ।[২৩৫১] ৬ ও ২০ রাক'আত আওয়াবীন নামাযের হাদিস দুটি মারফু হিসেবে যঈফ; তবে এমন যঈফ যার উপর আমল করা বৈধ। যার প্রমাণ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) নিজে স্বয়ং। কিন্তু আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি ২টি মারফু হাদিসের (আয়েশা (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত) এর সমর্থনে রাসূল (ﷺ) থেকে ও সাহাবীদের কর্মের আমল পাওয়া যায়; যার কারণে এই আমলটি সুদৃঢ় বলে বুঝা যায়। ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا صَالِحُ بْنُ قَطَنٍ الْبُخَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَهْ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) যথাক্রমে ..মুহাম্মদ বিন আম্মার তিনি তার পিতা হতে তিনি তার আম্মারের দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) কে মাগরীবের পর ৬ রাক'আত নামায পড়তে দেখেছি। অতঃপর আমি তাকে বললাম হে পিতা! এটা কিসের নামায? অতঃপর তিনি (সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসির) বলেন, আমি হাবিবে খোদা রাসূলে আকরাম (ﷺ) কে দেখেছি তিনি মাগরীবের পর ৬ রাক'আত নামায পড়তে। তিনি (আল্লাহর রাসূল) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি এই ৬ রাক'আত নামায পড়বে তাহলে আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করে দিবেন যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমানও হয়।"[২৩৫২] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই মারফু হাদিসটি উপরের

২৩৪৯. যঈফু তিরমিযি, হা/৬৬, ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ১/৯৮পৃ. হা/৪৩৬
২৩৫০. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/৮৯৫পৃ. হা/১১৭৩
২৩৫১. ইমাম নববী, খুলাসাতুল আহকাম, ১/৫৪২পৃ. হা/১৮৩৮
২৩৫২. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৭/১৯১পৃ. হা/৭২৪৫, তাবরানী, মু'জামুস সগীর, ২/১২৭পৃ. হা/৯০০, মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/৮৯৫পৃ. হা/১১৭৩, ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান, ৬/৫৩১পৃ. হা/৭৮৪১ ... হা/১৯৪৫৪, ও ৮/৫৪পৃ. হা/২১৮৩৬, ইমাম

Scanned by C

দুই হাদিসকে শক্তিশালী করেছেন। এই হাদিসটি সহীহ, তবে একজন রাবীর পরিচয় নিয়ে সমস্যা। ইমাম হাইছামী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ قَطَنٍ الْبُخَارِيُّ، قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.

-"ইমাম তাবরানী (রহিমাহুল্লাহ) তার তিনটি গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এটি একক সালেহ ইবনু কাতানিল বুখারী-ই কেবল বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, আমি তার জীবনী খুঁজে পাইনি।"[২০৫৩] হাইছামী (রহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্যে বুঝা যায় এই সনদে কোন আপত্তির রাবী নেই এবং ইমাম তাবরানীর দাদা উস্তাদের জীবনী তিনি খুঁজে পাননি। কিন্তু ইমাম তাবরানীর বক্তব্যে তিনি তাকে অপরিচিত বুঝাতে চাননি বরং তিনি হাদিসটিকে গরীব বুঝাতে চেয়েছেন। গরীব তো হবেই না কেননা আমি দুজন রাবী থেকে ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ইমাম ইরাকী (ওফাত ৮০৬হি.) তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর জীবনীতে লিখেন-

روى عن محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر روى عنه محمد بن يحيى بن منده وإسحاق بن إبراهيم بن يونس

-"তিনি মুহাম্মদ বিন আম্মার বিন মুহাম্মদ বিন আম্মার বিন ইয়াসির (রহিমাহুল্লাহ) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন মুনদাহ এবং ইসহাক্ব বিন ইবরাহিম বিন ইউনূছ (রহিমাহুল্লাহ) হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২০৫৪] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি ইতোপূর্বে বহুবার আপনাদের সামনে উল্লেখ করেছি যে কোন মুহাদ্দিস থেকে তার দুজন প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছাত্র হাদিস বর্ণনা করলে সে রাবীকে মজহুল বা অপরিচিত বলা যাবে না। তাই আমি অধমের দাবী ৬ রাক'আত আওয়াবীন নামাযের এ হাদিস আমলযোগ্য ও দলিল দেয়ার উপযোগী অর্থাৎ সহীহ।

আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, তারিখে ইস্পাহান, ২/১৯৪পৃ., ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, মারিফাতুস সাহাবা, ৪/২০৭৩পৃ. হা/৫২১২, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৪৩/৩৫২পৃ. ক্রমিক.৯২১৫ ও ক্রমিক. ৯২১১

২০৫৩ . ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/২৩০পৃ. হা/৩৩৮০

২০৫৪ . ইমাম ইরাকী, যায়লুল মিযানুল ই'তিদাল, ১/১১০পৃ. ক্রমিক. ৪৪৪

একাদশ অধ্যায়

তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যা

বিশ রাক'আতের পক্ষের মারফু হাদিস :

আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী নিম্নের হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে জাল হওয়ার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উল্লেখ করতে না পেরে সে হযরত আয়েশা (রা.) এর তাহাজ্জুদ নামাযের হাদিসের বিরোধী বলে সনদটিকে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন।[২০৫৫] আহলে হাদিস মুযাফ্ফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'তারাবীর রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ২৫-২৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করে এই হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠার শেষে লিখেন-"এক্ষণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটি একটি মিথ্যা, জাল ও বানোয়াট বর্ণনা।"

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহিমাহুল্লাহ) সহ একজামাত ইমামগণ সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) রমযান মাসে জামাত ব্যতীত ২০ রাকাত নামায পড়তেন এবং বিতির পড়তেন।"[২০৫৬]

সনদ পর্যালোচনা ঃ আহলে হাদিস আলবানী উক্ত হাদীসের 'আবু শায়বাহ ইব্রাহীম' নামক রাবী নিয়ে তার আপত্তি। আল্লামা নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইসামী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদিসটির সনদ সম্পর্কে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

২০৫৫ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ দ্বঈফাহ, ২/৩৫পৃ. হাদিস/৫৬০

২০৫৬ .ক. ইমাম আবি শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ২/১৬৪ পৃ : ২২৭ নং অধ্যায় হাদিস নং- ৭৬৯২, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১১/৩৯৩ পৃ. : হাদিস : ১২১০২, ইমাম হুমাইদী : আল মুন্তাখাবুল মিনাল মুসনাদ : পৃ: ৬৫৩, বায়হাকী : সুনানে কোবরা : ২/৪৯৫ পৃ. : হাদিস : ৪৩৯২, খতিবে বাগদাদী : আল মাওয়াযিহ : ১/৩৮৭পৃ., ইমাম আদি : আল কামিল : ১/২৪০ পৃ: ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৩/১৭২ পৃ: যাহাবী : যাওয়ায়েদুল মাওয়ারিদ : ১/১০৯ পৃ: আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : ফতহুল বারী শরহে বুখারী : ৪/২৫৪ পৃ: হাদিস : ২১৩, মানাবী : আল ইমতাউল মিনাল ফাওয়াইদ : ২/২৬৮, তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ১/২৪৩ পৃ. হাদিস : ৭৯৮, আবুল ফজল মুখালী : হাদিসাহ : ১/১২৭ পৃ: আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফা : ২/৩৫ পৃ. : হাদিস : ৫৬০, ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৫/৪২৪ পৃ. হাদিস : ৫৪৪০, ইমাম খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ : ৬/১১৩ পৃ. ইমাম ইবনুল আব্দুল বার : আত-তামহীদ : ৮/১১৫ পৃ. আসকালানী : ফতহুল বারী : ৪/২০৫ পৃ. হাদিস : ২৫৭, সুয়ূতি : তানভীরুল হাওয়ালিক : ১/১০৮ পৃ. হাদিস : ২৬৩, যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/১৭০ পৃ. রাভী : ৯৮৫৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম সান-আনী : সুবুলুস-সালাম : ২/১০ পৃ. মিযযী : তাহযীবুল কামাল : ২/১৪৯ পৃ. যায়লায়ী : নাসবুর রাইয়াহ : ২/১৫৩পৃ. ইমাম যুরকানী : শরহে আলা মুয়াত্তা : ১/৩৪২পৃ. ও ১/৩৫১পৃ., আযীমাবাদী : আওনুল মা'বুদ : ৪/১৫৩ পৃ. মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪৫ পৃ., আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৩/২৪২পৃ. ইমাম আদি : আল-কামিল : ১/২৪...

Scanned by C

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মু'জামুল কবীর ও মু'জামুল আওসা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, উক্ত হাদীসে 'আবু শায়বাহ ইব্রাহীম' হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্ব রাবী।"[২০৫৭] ইমাম হাইসামী তার উক্ত গ্রন্থের অনেক স্থানে তাকে দুর্বল বলেছেন, মি মিথ্যাবাদী কেউ বলেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেননি।[২০৫৮] আহলে হাদিস মুযাফফর বি মুহসিন তার লিখিত 'তারাবীর রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"অনে মুহাদ্দিছ তাকে মিথ্যুক বলেছেন।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন কতবড় মিথ্যাবা দেখুন অনেক মুহাদ্দিস যদি তাকে মিথ্যাবাদী বলে থাকেন তাহলে অনেক কেন অন্তত একজনের নামই উল্লেখ করুন যে তিনি উক্ত রাবীকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। কিয়াম পর্যন্ত সময় দিলাম। অনেকে দাবী করেন যে ইমাম শু'বা (রাহিমাহুল্লাহ) নাকী বলেছেন তিনি মিথ্যাবাদী। আচ্ছা ঠিক আছে মেনে নিব তবে আপনি সনদসহ আসমাউর রিজালের গ্রন্থ হতে তা পেশ করুন। ইমাম শুবার বিষয়ে সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমার প্রশ্ন আলবানী ও মুযাফফর বিন মুহসিনসহ বিভিন্ন আহলে হাদিসরা একে কোন উসূলের ভিত্তিতে হাদিসটিকে জাল বলছেন? ইমাম যাহাবী (রাহি.) উল্লেখ করেন-

روى عثمان الدارمي، عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أحمد: ضعيف. وقال البخاري: سكتوا عنه.

-"মুহাদ্দিস উসমান ইবনে মাঈন (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্ব নন, ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল, আমিরুল মু'মিনীন ফি হাদিস ইমাম বুখারী বলেন, মুহাদ্দিগণ তার হাদিস গ্রহণে নীরব ছিলেন।"[২০৫৯] অপরদিকে ইমাম বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত রাবিকে সাধারণ দুর্বল বলেছেন মাত্র।[২০৬০] ইমাম আবু হাতেম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত রাবী দ্বঈফ বা দুর্বল, আবু আহমদ হাকি বলেন, তিনি মজবুত রাবী নয়।[২০৬১] তাই বুঝা গেল কেউ তাকে মুনকার/মিথ্যাবাদী এ ধরনের কোন আপত্তি করেননি। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তার জীবনীতে লিখেন- وقال أبو علي النيسابوري: ليس بالقوي -"ইমাম আবু আলী নিশাপুরী (রাহি.) বলেন, তিনি অতি শক্তিশালী রাবী নন।"[২০৬২] মুহাদ্দিসগণ এ ধরনের কথা 'হাসান' পর্যায়ের রাবীর ক্ষেত্রেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বলে থাকেন; এ ধরনের পরিভাষার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী ইমাম নাসাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) করেছেন।

২০৫৭. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৩/১৭২ পৃ: হাদিস : ৫০১৮

২০৫৮. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৩/১৭২পৃ. ১/১৬৯পৃ. ২/১৪০পৃ. ২/১৮৮ ২/২৪৬পৃ. ৩/৬পৃ. ৩/১৭২পৃ. ৪/৪৬পৃ. ৪/১৫৩পৃ. ৪/২৪৫পৃ.

২০৫৯. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৪৮ পৃ: রাবী : ১৪৫, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১/১৪৪পৃ. ক্রমিক.২৫৭, ইমাম সুয়ূতি, আলহাভীলিল ফাতওয়া, ১/৪১৩পৃ.

২০৬০. ইমাম বায়হাকী : আস সুনানে কোবরা : ২/৪৯৬ পৃ: অধ্যায় : রাসূল (সা.) এর রমযান মাসের রাতের নামাযের সংখ্যা।

২০৬১. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৪৬১ পৃ: রাভী : ৯৮৫৫

আলবানীর পূর্বে আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস হাদিসটির সনদকে জাল বলেছেন বলে তার প্রমাণ স্বয়ং আলবানীই দিতে পারেন নি। তাই বলা যায় উক্ত রাবী জাল বা বানোয়াট হাদিস বানানোর কোন অভিযোগ নেই যা আলবানী পর্যন্ত দেখাতে পারেননি পারবেনও না ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাহি.) বলেন একে 'আবি শায়বাহ' রাবি হিসেবে দুর্বল বর্ণনাকারী।[২০৬৩]

জাল/যঈফ প্রমাণে মুহসিন সাহেবের দলিল : মুহসিন সাহেব এ হাদিসটিকে জাল প্রমাণের ক্ষেত্রে তিনি আর কোন মুহাদ্দিসগণের অভিমত উল্লেখ করতে না পেরে তিনি তার তারাবীর রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় একমাত্র আলবানীর দলিলই পেশ করেছেন। আমরা জানি, মুহসিন সাহেবের দৌড় কতটুকু পর্যন্ত। আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করতে না পেরে তিনি তার গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় ইমাম সুয়ূতি সনদটিকে যঈফ বলেছেন এটি তিনি দলিল দিয়েছেন এখন আমি যদি তাঁর কাছে প্রশ্ন করি যে ইমাম সুয়ূতি তো সেই 'আল-হাভীলিল ফাতওয়া' গ্রন্থেই আমাদের দ্বিতীয় দলিল সায়িব ইবনে ইয়াযিদের হাদিসকে সহীহ বলেছেন তা আপনার চোখে লাগে না? এটি হল দ্বিমুখি নীতি। তিনি তার এ গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় ইবনুল হুমাম, যায়লাঈ, আল্লামা আইনীর এবং ২৭ পৃষ্ঠায় মোল্লা আলী ক্বারীর দলিল দিয়ে দাবী করেছেন তারা সকলেই হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন। অথচ উমরের যামানায় ২০ রাক'আত তারাবি হত হাদিসকে ঐ সকল মুহাদ্দিসগণ তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে সহীহ বলেছেন অথচ ঐ হাদিসটির (আমাদের উল্লেখিত ২নং হাদিস) পর্যালোচনার সময় মুহসিন সাহেব এই সমস্ত একজন মুহাদ্দিসেরও অভিমত পেশ করেননি। প্রকাশ না করার কারণ হল, তিনি তো আহলে হাদিস ফিরকার প্রেমে বিভোর আছেন, আর বললে তো সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং তাদের ধোঁকাবাজি মানুষ জেনে ফেলবে। নিজে করেন আলবানীর অন্ধ পূজা তাক্বলীদ অন্যদেরকে তাক্বলীদ পূজারী বলেন। এবার এই রাবীর বিষয়ে আলবানীর একটি হাদিসের তাহকীকের দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়ার হাদিসের তাহকীকে এই রাবীর হাদিসকে আলবানী শাহেদ থাকার কারণে সহীহ বলেছেন।

হাদিস জাল প্রমাণ করতে না পেরে আহলে হাদিসেদের ধোঁকা : আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীসহ আরও অন্যান্য শায়খরা উক্ত হাদিসটিকে মওজু বা জাল/বানোয়াট প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষে বলেন, উক্ত হাদিসটি নাকি সহীহ হাদিসের মুখালিফ (বিপরীত)।[২০৬৪] আর সে হাদিসটি হল হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন-

مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

২০৬৩. ইমাম আসকালানী : ফতহুল বারী শরহে বুখারী : ৪/২৫৪ পৃ: হাদিস : ২০১৩

২০৬৪. দেখুন-আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ দ্বঈফাহ, ২/৩৫পৃ. হাদিস/৫৬০, মুহসিন, তারাবীর রাক'আত সংখ্যা, ২৬পৃ.ও ২৫ পৃ.

Scanned by C

-"হুযুর (ﷺ) রমযান ও <u>রমযানের বাইরে</u> এগার রাকাতের চেয়ে বেশী পড়তেন না।"[২০৬৫]

প্রকৃত পক্ষে হাদিসের মর্মার্থ কী?

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, এখানে উক্ত হাদিস দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের কথা বুঝিয়েছেন তা না হলে হযরত আয়েশা (রা.) কেন বললেন, رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ "<u>অর্থাৎ রমযান মাসে এবং অন্য সময়েও রাতে ১১ রাক'আতের চেয়েও (বিতিরসহ) বেশী পড়তেন না।</u>" এখন আহলে হাদিসদের কাছে প্রশ্ন যে তারাবীহ নামায কী রমযান মাস ছাড়াও অন্য মাসে পড়া হয়? আহলে হাদিসদের কী আযব ব্যাখ্যা! তাহলে আমি আহলে হাদিস ভাইদেরকে বলবো আপনারাও তারাবীহ নামায সারা বছর পড়তে হবে। সহজেই বুঝতে পারলেন যে হযরত আয়েশা (রা.) এখানে এমন এক নামাযের বর্ণনা দিয়েছেন যেটা নবীজি সারা বছর পড়তেন; আর সেটা কী তাহাজ্জুদের নামায।

দ্বিতীয়ত : উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় বিতির নামায তিন রাকাত, আহলে হাদিসদের কাছে প্রশ্ন, যে আপনারা কেন বিতর এক রাকাত পড়েন? জবাব দিন।

তৃতীয়ত : উক্ত হাদিসটি ইমাম বুখারী, মুসলিম সহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ তারাবীহ নামাযের অধ্যায়ে সংকলন করেননি তারা করেছেন "বাবুল কিয়ামুল লাইল" অর্থাৎ রাসূল (ﷺ) এর রাতের নামাযের অধ্যায়ে, তাই আমি আহলে হাদিসদেরকে এবং আলবানীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই তাহলে কী আপনারা ইমাম বুখারী ও মুসলিমসহ বড় বড় মুহাদ্দিসগণের চাইতে বেশী হাদিস বুঝার দাবী করছেন? না তাদের থেকে বড় আলেম হওয়ার দাবী করছেন? নাউযুবিল্লাহ। মুহসিন সাহেব একটি ভুয়া দাবি করেছেন যে, এই হাদিসটি নাকি ইমাম বুখারী (রাহি.) হাদিসটি كِتَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ অধ্যায়ে সংকলন করেছেন; আর যদি করেই থাকেন তাহলে গ্রহণযোগ্য কুতবখানার নাম পেশ করলেন না কেন? হ্যাঁ, এটি আপনাদের আহলে হাদিস প্রকাশনীর হলে হতে পারে। কারণ কিতাবের তাহরিফ বা পরিবর্তন করা আপনাদের এক মিনিটের বিষয়। হাদিসটি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)'র হাদিসের বিরোধী নয় বরং এটা তাহাজ্জুদ ও বিতির সংক্রান্ত নামাযের বর্ণনা।

১. ইমাম বুখারী (রাহি.) সহ অসংখ্য মুহাদ্দিসের উস্তাদ ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহি.) হাদিসটি-

بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَوِتْرِهِ

-"রাসূল (ﷺ) এর রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) ও বিতরের নামাজের অধ্যায়ে সংকলন করেন।"[২০৬৬]

২. যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) হাদিসটি সংকলন করেছেন এই অধ্যায়ে-

بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

২০৬৫. বুখারী, আস্-সহীহ, ২/৫৩পৃ. হাদিস/১১৪৭, হা/২০১৩, হা/৩৫৬৯

২০৬৬. ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ৩/৩৪ পৃ. হাদিস : ৪৭১১, মাকতুবায়ে ইসলামী, বয়রুত।

-"রাসূল (ﷺ)-এর রমাযান মাসের ও অন্যান্য মাসের রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।"[২০৬৭]

৩. ইমাম বায়হাকী (রাহি.) হাদিসটি- صَلَاةُ اللَّيْلِ -"রাসূল (ﷺ)-এর রাতের নামায অধ্যায়ে সংকলন করেন।"[২০৬৮]

৪. ইমাম তিরমিযি (রাহি.) হাদিসটি সংকলন করেন-

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ

"রাসূল (ﷺ)-এর রাতের নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়ে সংকলন করেন।"[২০৬৯]

৫. ইমাম আবু দাউদ (রাহি.) হাদিসটি- بَابٌ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ -"রাসূল (ﷺ)-এর রাতের নামায অধ্যায়ে সংকলন করেন।"[২০৭০]

৬. ইমাম মুসলিম (রাহি.) হাদিসটি-

بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ

"রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায, আর রাসূল (ﷺ)-এর রাতের নামাযের রাক'আত সংখ্যা অধ্যায়ে সংকলন করেন।"[২০৭১]

৭. ইমাম বাগভী (রাহি.) এ হাদিসটি- بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ -"রাসূল (ﷺ)-এর রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাযের অধ্যায়ে সংকলন করেন।"[২০৭২] অনুরূপ অধিকাংশে ইমাম যারাই এ হাদিসটি সংকলন করেছেন তারা রাসূল (ﷺ)-এর রাতের অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাযের অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। তাই আমি আহলে হাদিসরে কাছে বলতে চাই এই সমস্ত মুহাদ্দিসরা হাদিস বুঝে নি আপনারা কী তাদের চেয়ে বেশী হাদিস বুঝেন? আর আপনারা যদি এই নামায দ্বারা তারাবির নামায উদ্দেশ্য করে থাকেন তাহলে নবীজি কী রমযানে তাহাজ্জুদ নামায পড়েননি? অসংখ্য সহীহ হাদিসে রয়েছে যে নবীজি রাতে কখনও তাহাজ্জুদের নামায না পড়তে পারলে সকলে তিনি তা পড়তেন; তিনি কখনও তাহাজ্জুদ ছাড়েননি। তাহলে রমযানের তাহাজ্জুদের নামায কই?

এ হাদিসের বিষয়ে আমার সর্বশেষ বক্তব্য :

এ হাদিসের ব্যাপারে আমার সর্বশেষ বক্তব্য হলো হাদিসটি 'হাসান'। এমনকি এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অন্যতম আহলে হাদিস আবুল কালাম আযাদ তাঁর তাক্বলীদ গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।[২০৭৩] বিশ রাক'আতের তারাবির ব্যাপারে যে রেওয়ায়েতটি প্রথমে উল্লেখ করেছি। হাদিসটি শুধু সনদের বিবেচনায় দুর্বল; কিন্তু এর বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নে উল্লেখিত পাচঁ ধরনের দলিলের শক্তিশালী সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে।

২০৬৭. সহীহ বুখারী,

২০৬৮. ইমাম বায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার, ৪/২৯পৃ.

২০৬৯. ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ১/৫৬৩পৃ.হা/৪৩৯

২০৭০. ইমাম আবু দাউদ, আস্-সুনান, ২/৩৮পৃ.হা/১৩৪১

২০৭১. ইমাম মুসলিম, আস্-সহীহ, ১/৫০৮পৃ.হা/৭৩৮

২০৭২. ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৪/৩পৃ.হা/৮৯৯

২০৭৩. আবুল কালাম আযাদ, তাক্বলীদ, আযাদ প্রকাশন, শাহী মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

Scanned by C

শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এ ধরনের যঈফকে الضعيف المتلقى بالقبول এমন হাদিস যার সনদ যঈফ, কিন্তু মান ও এর বক্তব্য সাহাবী যুগ থেকে নিয়ে গোটা উম্মতের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত।

যঈফ হাদিসের এ প্রকারটির ব্যাপারে উসূলে হাদিসের সিদ্ধান্ত হল, তা সহীহ এবং দুই এক সূত্রে বর্ণিত সাধারণ সহীহ হাদিসের চেয়েও এর মাকাম ও মর্যাদা অনেক উপরে। উসূলে হাদিসের এই নীতির ব্যাপারে হাদিস শাস্ত্রের অনেক ইমামের এবং উসূলে হাদিসের কিতাব সমূহের অসংখ্য উক্তিতি আমাদের কাছে রয়েছে। আমি এখানে দুটি উক্তিতি আপনাদের সামনে পেশ করছি।

১.আহলে হাদিসদের ইমাম আল্লামা ইবনুল কাযি্যম তার 'কিতাবুর রূহ' এর ১৬ পৃষ্ঠায় একটি যঈফ হাদিস সম্পর্কে বলেছেন-

هذا الحديث وان لم يثبت فاتصال العمل به فى سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف فى العمل به

-"এ হাদিসটি দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত না হলেও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শহরে কোন রূপ আপত্তি ছাড়া এ অনুযায়ী আমল চালু থাকাই হাদিসটি আমলযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"

২. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী (রহঃ) (৭৯৪) উসূলে হাদিসের নির্ভরযোগ্য ও দলিল ভিত্তিক কিতাব 'আননুকাতে' লিখেন-

أن الحديث الضَّعِيف إِذا تَلَقَّتْهُ الأمة بِالْقبُولِ عمل بِهِ على الصَّحِيح حَتَّى إِنَّه ينزل منزلَة الْمُتَوَاتر

-"যঈফ হাদিস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর (মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের) কাছে সমাদৃত হয় তখন তার উপর আমল করা হবে এটাই বিশুদ্ধ কথা। এমনকি তখন তা হাদিসে মুতাওয়াতির (বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত) হাদিসের পর্যায়ে পৌছে যায়।"[২০৭৪]

৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) 'আন-নুকাত আ'লা কিতাবি ইবনিস্ সালাহ' গ্রন্থে লিখেন-

من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فإنه يقبل حتى يجب العمل به. وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول

-"হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি হল ইমামগণ তার বক্তব্যের উপর আমল করতে একমত হওয়া। এ ক্ষেত্রে হাদিসটি গ্রহণ করা হবে এবং এর উপর আমল অপরিহার্য হবে। উসূলের অনেক ইমাম এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।"[২০৭৫]

এই সর্ব স্বীকৃত নীতির আলোকে বিশ রাক'আত তারাবিহ বিষয়ক হাদিসটির সনদ এবং মতন (বক্তব্য অর্থাৎ তারাবির নামায বিশ রাক'আত হওয়ার) বিষয় চিন্তা করুন। এর সনদটি তো যঈফ কিন্তু বক্তব্য সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে প্রতিটি যুগে সম্মিলিত কর্মে স্বীকৃত। এ জন্য উপরোক্ত নীতির আলোকে সনদের দুর্বলতা এখানে কোন প্রভাব ফেলবে না; হাদিসের বক্তব্যটি অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদিসের মতই অবশ্যই পালনীয় হবে। এ জন্য অনেক আলেম বিশ রাক'আত তারাবির আলোচনায় এই হাদিসটি উল্লেখ করেন। যেহেতু এই হাদিস দ্বারা তাদের প্রমাণ গ্রহণ উসূলে হাদিস এবং উসূলে ফিকহের একটি সর্বস্বীকৃত নীতির উপরই ভিত্তিশীল তাই এ ব্যপারে গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের আশ্চর্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

হাদিস নং ২

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় লিখেন-"২০ রাক'আতের পক্ষে মাত্র একজন ছাহাবী থেকে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যা পরস্পর বিরোধী হওয়ায় 'মুযত্বারাব', ছহীহ হাদীছের খেলাফ হওয়ায় 'মুনকার'। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই হল মুহসিন সাহেবের হাদিসের জ্ঞানের গভীরতার পরিমাণ। আমাদের হাদিসগুলো কোনটি কোন পর্যায়ের তা সামনে আলোকপাত করা হলেই পাঠকবৃন্দ বুঝতে পারবেন কতটুকু সনদ গ্রহণযোগ্য, আর আহলে হাদিসদের ৮ রাক'আতের তারাবীহ এর সপক্ষের হাদিসগুলোও সনদ পর্যালোচনা করবো এবং আপনাদের মুখোশও উন্মোচন করবো তাদের হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু। ইমাম বায়হাকী (রহঃ)সহ অনেক ইমাম সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَنْجَوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ بِالدَّامَغَانِ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أنبأ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

-"হযরত ইয়াযিদ ইবনে খুছাইফা (রহঃ) তিনি হজরত সাইব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রমযানে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) জামানায় লোকেরা ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন।"[২০৭৬]

সনদ পর্যালোচনা :

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় লিখেন-"বর্ণনাটি জাল। এটি তিনটি দোষে দুষ্ট।" এই হল তার তুচ্ছ তাহকীকের নমুনা। মুহসিন সাহেব যদি এ দাবীর সমর্থনে এমন একজন ইমামের রায় বা অভিমত পেশ করতেন যিনি সকল লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য তিনি হাদিসটিকে জাল তো দূরের কথা যঈফও বলেছেন এমনটি যদি তিনি উক্তিতি দিতে পারতেন তাহলে আমি তা এক বাক্যে তা মেনে নিতাম। তিনি সনদবিহীন নামধারী মুহাদ্দিস আলবানীর দলিল

২০৭৪ .যারকাশী, আন-নুকাত আ'লা মুকাদ্দামাতি ইবনিস্ সালাহ, ১/৩৯০পৃ.
২০৭৫ .ইবনে হাজার আসকালানী, আন-নুকাত আ'লা কিতাবি ইবনিস্ সালাহ, ১/৪৯৪পৃ.

২০৭৬ . ইমাম বায়হাক্বী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২য় খণ্ড, ৬৯৮ পৃ:হা/৪২৮৮, দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন। ইমাম নিমবী, আছারুছ ছুনান, ২৪৫ পৃ:; যায়লাঈ, নাছবুর রায়া, ২য় খণ্ড, ইমাম সুয়ূতী, আল-হাবী লিল ফাতওয়া, ১ম খণ্ড, ৪১৫ পৃ:; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৬ পৃ:; মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩য় খণ্ড, ৩৪৫ পৃ:হা/।

Scanned by C

দিয়ে কিয়ামতের আগের দিনও দলিল দিলে কারও কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এখন আমরা মুহসিন সাহেবের তিন ধোষের জবাব দেওয়ার পূর্বে দেখবো বিখ্যাত ইমামরা এ হাদিসটিকে কী বলেছেন।

১. বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নববী (রহ.) তার একটি গ্রন্থে এ সনদটি প্রসঙ্গে লিখেন-

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

-"ইমাম বায়হাকী (রহ.) হাদিসটি সংকলন করেছেন আর হাদিসের সনদটি সহীহ।"[২০৭৭]

২. বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে ইরাকী (রহ.) [৮০৬হি.] লিখেন-

وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

-"ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার 'সুনানিল কোবরায়' সহীহ সনদে সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন।"[২০৭৮] ইমাম হাফেয ইবনুল ইরাকী (রহ.) হচ্ছেন ইমাম হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এর উস্তাদ।

৩. এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম যায়লাঈ (রহ.) তাঁর গ্রন্থে লিখেন-

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

-"ইমাম নববী (রহ.) তাঁর 'খুলাছাতুল আহকাম' কিতাবে বলেন: এই হাদিসের সনদ সহীহ।"[২০৭৯]

৪. এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেন-

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

-"ইমাম নববী (রহ.) তাঁর 'খুলাছাতুল আহকাম' কিতাবে বলেন: এই হাদিসের সনদ সহীহ।"[২০৮০]

৫. এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.)-

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

-"ইমাম নববী (রহ.) তাঁর 'খুলাছাতুল আহকাম' কিতাবে বলেন: এই হাদিসের সনদ সহীহ।"[২০৮১]

৬. এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) লিখেন

وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الصَّحَابِيِّ

-"ইমাম বায়হাকী (রহ.) এর সুনানে ও অন্যান্য কিতাবে সহীহ সনদে হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে..... ।"[২০৮২]

২০৭৭. ইমাম নববী, খুলাসাতুল আহকাম, ১/৫৭৬পৃ. হা/১৯৬১
২০৭৮. ইরাকী, শরহে তাক্বরীব, ৩/৯৭পৃ.
২০৭৯. যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃ.;
২০৮০. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৩/৯৭২পৃ. হা/১৩০৩
২০৮১. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, ১ম খণ্ড, ৪৮৫ পৃ: ।

৭. বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম কাস্তাল্লানী (রহ.) লিখেন-

وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح كما قال ابن العراقي في شرح التقريب عن السائب بن يزيد -رضي الله عنه

-"ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার সুনানুল কোবরা গ্রন্থে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন; তেমনিভাবে ইমাম ইবনুল ইরাকী (রহ.) তার শরহে তাক্বরীব গ্রন্থে হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রা.) এর হাদিসকে সহীহ বলেছেন।"[২০৮৩]

৮. এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম নিমভী (রহ.) বলেছেন: وإسناده صحيح

-"এই হাদিসের সনদ সহীহ।"[২০৮৪]

৯. হিজরী ১১শ শতাব্দির মোজাদ্দেদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন:

صَحَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

-"অধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে, লোকেরা উমর (রা.) এর জামানায় ২০ রাক'আত নামায পড়তো।"[২০৮৫]

১০. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এ হাদিস সংকলন করে লিখেছেন- نَعَمْ ثَبَتَ الْعِشْرُونَ مِنْ زَمَنِ عُمَرَ -"তবে হ্যাঁ, হযরত উমর (রা.)-এর যামানায় বিশ রাক'আত তারাবিহ নামায হত সেই হাদিস 'সাবিত' বা দৃঢ়।"[২০৮৬]

১১. মুহসিন সাহেবের প্রিয় ব্যক্তি ও মুহাদ্দিস মোবারকপুরী লিখেন- وصحح إسناده النووي وغيره -"ইমাম নববীসহ অন্যান্য ইমামরা হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।"[২০৮৭]

১২. মুহসিন সাহেবের প্রিয় ব্যক্তি ও মুহাদ্দিস মোবারকপুরী এই কিতাবেই আরেক স্থানে লিখেছিলেন- وصحح إسناده السبكي في شرح المنهاج -"ইমাম সুবকী (রহ.) শরহে মিনহাজ গ্রন্থে সনদটিকে সহীহ বলেছেন।"[২০৮৮]

১৩. সমকালিন তাহকীকারী শুয়াইব আরনাউত বলেন- وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم عدول ثقات -"এই সনদটি সহীহ, এই হাদিসের সমস্ত রাবী আদেল ও বিশ্বস্ত।"[২০৮৯] বুঝা গেল হাদিসটি সহীহ তাতে মুহাদ্দিসগণ একমত কিন্তু আহলে হাদিসরা পারছেন না।

২০৮২. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাবী লিল ফাতওয়া, ১/৪১৫ পৃ.
২০৮৩. ইমাম কাস্তাল্লানী, ইরসাদুস সারী শরহে সহীহুল বুখারী, ৩/৪২৬পৃ.
২০৮৪. নিমবী, আছারুস সুনান, ২৪৫ পৃ.
২০৮৫. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৩/৯৭১পৃ. হা/১৩০২
২০৮৬. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৩/৯৭২পৃ. হা/১৩০৩
২০৮৭. মোবারকপুরী, মের'আত, ৪/৩৩৩পৃ.
২০৮৮. মোবারকপুরী, মের'আত, ৪/৩৩৩পৃ.
২০৮৯. শায়খ শুয়াইব আরনাউত (তাহকীককারী), সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪০১পৃ. মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৫হি.

Scanned by C

মুহসিন সাহেবের ও আলবানীর ভ্রান্ত আপত্তির নিষ্পত্তি :

মুহসিন সাহেব তার এ গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় এই হাদিসের সনদে ইমাম বায়হাকীর সম্মানিত উস্তাদ 'আবু আব্দুল্লাহ হুছাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুছাইন ইবনে ফানজুয়াই' সম্পর্কে লিখেছেন-"সে মুহাদ্দিছগণের নিকট অপরিচিত। রিজালশাস্ত্রে এর কোন অস্তিত্ব নেই।" এই হল মুহসিন সাহেবের আসমাউর রিজালের জ্ঞান। তিনি এ রাবীর নামও শুদ্ধ লিখেননি; কেননা তার উচ্চারণ হবে 'ফানজুওয়াই' আর তিনি লিখেছেন 'ফানজুবী'। আর সে এই রাবীকে অপরিচিত বলার ক্ষেত্রে আরেক সত্য গোপনকারী আহলে হাদিস মোবারকপুরীর দলিলই যথেষ্ট মনে করেছেন।[২০৯০] অপরদিকে সে আরেকটি মিথ্যাচারীতা করেছেন যে মুহাদ্দিসগনের নিকট নাকি উক্ত রাবী অপরিচিত; মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত। কোন মুহাদ্দিসের নিকট সে অপরিচিত আপনি একজনের নাম পেশ করতে পারবেন? সে মোবারকপুরীর নাম দিয়ে এমনটি লিখেছেন মোবারকপুরী কিন্তু এমনটি বলেননি। সে লিখেছে- وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَرْجَمَتِهِ -"আমি তার জীবনী সম্পর্কে অবগত নই।"[২০৯১] দেখুন তিনি বলেছেন শুধু মোবারকপুরী একক অবগত নয় আর সে বলছে মুহাদ্দিসগণের নিকট সে অপরিচিত। একজন রাবীকে কিভাবে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করতে হয় তাও তিনি জানেন না। বেচারা করতে এসেছেন হাদিসের তাহকীক! এখন আপনাদের সামনে এ হাদিসের তাহকীক তুলে ধরছি। এই রাবীর গ্রহণযোগ্যতা পেশ করার পূর্বে বলতে চাই এই রাবী যদি অপরিচিত হয় তিনি যে সনদে নেই সেই সনদ কি যঈফ হবে? উক্ত সাহাবী থেকে আরও অনেক সনদের মাধ্যমে এই হাদিসটি আমরা সামনে উল্লেখ করবো।

ইমাম যাহাবী (রহ.) উক্ত রাবীর জীবনী একটি গ্রন্থে এক পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করেছেন। মুহসিন সাহেব যে আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে একদম জাহেল তা সহজেই প্রমাণিত হওয়ার সময় এসেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থে তার জীবনীতে লিখেছেন-

الشَّيْخُ الإِمَامُ المُحَدِّثُ، المُفِيْدُ

-"তিনি ছিলেন হাদিসের শায়খ, অনুসরণীয় ইমাম, মুহাদ্দিস, উপকারী মানুষ।"[২০৯২] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- قَالَ شِيرُويَهْ فِي (تَارِيْخِهِ): كَانَ ثِقَةً صَدُوْقاً، "ইমাম সিরাওয়াহ (রহ.) তার তারিখে উল্লেখ করেন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[২০৯৩] তিনি আরও লিখেন- كَثِيْرَ التَّصَانِيْفِ -"তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণেতা।"[২০৯৪] ইমাম আব্দুল গনী ইবনে নুক্বাত বাগদাদী (রহ.) {ওফাত.৬২৯হি.} তার জীবনী বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছেন।[২০৯৫] তিনি তার জীবনীর শেষে লিখেছেন-

---

২০৯০. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৪৪৭পৃ. মুহসিন, তারাবিহ, ২১পৃ.
২০৯১. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৪৪৭পৃ.
২০৯২. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/৩৮৩পৃ. ক্রমিক.২৪৪
২০৯৩. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/৩৮৩পৃ. ক্রমিক.২৪৪
২০৯৪. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/৩৮৩পৃ. ক্রমিক.২৪৪
২০৯৫. ইমাম আব্দুল গনী ইবনে নুক্বাত হাম্বলী, ইকমালুল ইকমাল, ৪/৪৯৫পৃ. ক্রমিক. ৪৭২৬

وَأَبُو بكر أَحْمد ابْن الْحُسَيْن الْبَيْهَقِيّ الْحَافِظ حدث عَنهُ فِي مصنفاته توفّي بنيسابور فِي سنة أَرْبَع عشرَة وَأَرْبَعمِائَة ثِقَة صَالح

"তাঁর থেকে ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার গ্রন্থে হাদিস সংকলন করেছেন তিনি ৪১৪ হিজরীতে ওফাত বরণ করেছেন। তিনি ছিলেন হাদিস শাস্ত্রে একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস এবং সৎ লোক।"[২০৯৬] ইমাম ফালাহ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী (রহ.) তাঁর জীবনীতে লিখেন- وكان ثقة مصنفا -"তিনি সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন, কিতাব প্রণেতা ছিলেন।"[২০৯৭] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) লিখেছেন- حافظ كبير -"সে বড় হাফেজে হাদিস ছিল।"(ইমাম সুয়ূতি, আল-লাআলিল মাসনূ, ২/৫৯ পৃ.) ইমাম যাহাবী (রহ.) তার আল-ইবার গ্রন্থে একথাও লিখেছেন যে- وكان ثقة مصنفا -"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও গ্রন্থকার।" (যাহাবী, আল-ইবার, ২/২২৭ পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন) আশা করি মুহসিন সাহেবের এবং মোবারকপুরীর আসল চেহারাটা দুয়াশ উলঙ্গ হয়ে গেছে।

আহলে হাদিসদের দ্বিতীয় আপত্তি ও নিষ্পত্তি

এছাড়া এই সনদেও প্রধান রাবী তাবেয়ী 'ইয়াযিদ ইবনে খুছাইফা' সম্পর্কে লা-মাজহাবী/আহলে হাদিস আলবানী তার 'ছালাতুত-তারাবী' গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায় এবং মুহসিন সাহেব তার তারাহির গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় আপত্তি তুলেছেন। আমি বলি, এ আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভূয়া। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিনের লিখিত 'তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা"র ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেন-"উক্ত বর্ণনায় ইয়াযিদ ইবনু খুছাফাহ নামে মুনকার রাবী আছে। সে ছহীহ হাদীছের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এজন্য তাকে মুনকার বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী তা সমর্থন করেছেন।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ রাবী সিকাহ হওয়ার আলোচনার পূর্বে আমি মুহসিন সাহেবের ইমামের উক্তিটি আগে দিচ্ছি। আলবানী কিন্তু সরাসরি দুর্বল বলেননি। তিনি লিখেছেন-

لا ابن خصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه منكر الحديث

"নিশ্চয় রাবী 'ইবনু খুছায়ফা' যদিও বিশ্বস্ত রাবী; তবে ইমাম আহমাদ তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন।"[২০৯৮] তাই মুহসিন সাহেবকে বলব, যে তার এ উক্তিতে কী মুনকার রাবী বুঝিয়েছেন? ইমাম আহমাদের এ উক্তিটি সন্দাহাতীত। কেননা মুহসিন সাহেব তার তারাবীহর গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় ৬১ নং টীকায় যে গ্রন্থের দলিল দিয়েছেন সেই গ্রন্থেই রয়েছে যে-

---

২০৯৬. ইমাম আব্দুল গনী ইবনে নুক্বাত হাম্বলী, ইকমালুল ইকমাল, ৪/৪৯৬পৃ. ক্রমিক. ৪৭২৬
২০৯৭. ইমাম ফালাহ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব, ৫/৭৪পৃ., ইমাম যাহাবী, আল-ইবার, ৩/১১৬পৃ.
২০৯৮. আলবানী ...

Scanned by C

رقه أحمد من رواية الأثرم عنه

-"ইমাম আহমাদের আরেক ছাত্র মুহাদ্দিস আছরামের বর্ণনায় রয়েছে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন।"[২৩৯৯] বিন মুহসিন সাহেবকে ইমাম আহমদের জবাব ইমাম আহমাদকে দিয়েই দিয়ে দিলাম। মুহসিন সাহেব নিজেও ইমাম যাহাবীর মিযানুল ই'তিদাল পড়েছেন কিন্তু তিনি এটি এড়িয়ে গেলেন, উল্লেখ করেননি; উল্লেখ না করার কারণ হল তার কাজই হল সাধারণ মানুষদের সাথে ধোঁকাবাজী করা। আল্লাহ অনুরূপ ধোঁকাবাজ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন

এবার আমরা দেখবো বিজ্ঞ ইমাম যারা ইমাম আহমাদের চেয়েও বড় মুহাদ্দিস তারা এ রাবী সম্পর্কে কী বলেছেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وثقه أحمد من رواية الأثرم عنه، وأبو حاتم، وابن معين، والنسائي.

-"আছরামের বর্ণনায় ইমাম আহমাদ তাকে সিকাহ বলেছেন, ইমাম আবু হাতেম, ইমাম ইবনে মাঈন এবং ইমাম নাসাঈ তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন।"[২৪০০] বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে তার সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন এবং কোন মন্তব্য করেননি।[২৪০১] এখন আমি আলোচনা করব উক্ত রাবীর হাদিস হুজ্জাত কীনা। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) উল্লেখ করেন- وقال بن أبي مريم عن بن معين ثقة حجة -"আবি মারিয়াম তিনি ইবনে মাঈন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এ রাবী সম্পর্কে বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত এবং তার হাদিস হুজ্জাত।"[২৪০২] ইমাম ইবনে হাজার (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন-

وقال ابن سعد: كان عابدًا ناسكًا، كثير الحديث، ثبتًا.

-"তিনি ছিলেন একজন আবেদ, ধার্মিক, অনেক হাদিস বর্ণনকারী, করেছেন এবং খুবই দৃঢ় রাবী ছিলেন।"[২৪০৩] ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত একটি গ্রন্থে উপরের উক্তি এভাবে উল্লেখ করেন-

وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثَبْتاً، عَابِداً، نَاسِكاً، كَثِيْرَ الحَدِيْثِ.

-"তিনি হাদিস বর্ণনায় দৃঢ়, আবেদ, ধার্মিক, অধিক হাদিস বর্ণনকারীর একজন।"[২৪০৪]

২৩৯৯ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৩০পৃ. ক্রমিক.৯৭১৫

২৪০০ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৩০পৃ. ক্রমিক.৯৭১৫, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৪০পৃ. ক্রমিক.৬৫২, যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৭৫৫পৃ.

২৪০১ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতবুস সিকাত, ৭/৬১৬পৃ. ক্রমিক.১১৭৩৪, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৪০পৃ. ক্রমিক.৬৫২

২৪০২ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৪০পৃ. ক্রমিক.৬৫২

২৪০৩ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩৪০পৃ. ক্রমিক.৬৫২, যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৭৫৫পৃ.

...বিবেকের কাছে প্রশ্ন

...মাযহাবীরা (যেমন মুহসিন সাহেব) যদি ইয়াযিদ ইবনে খুছাইফাকে মুনকারুল হাদিস ...বলেন তাহলে তো সিহাহ সিত্তাহ প্রশ্নবিদ্ধ হবে, কেননা তার হাদিস বুখারী, মুসলিমসহ ...সুনানে আরবাআতে রয়েছে।[২৪০৫] তাহলে তো বুখারী মুসলিমের অনেক সহীহ হাদিস ...প্রশ্নবিদ্ধ হবে। (উদাহারণ স্বরূপ দেখুন-সহীহ বুখারী, ১/১০১পৃ. হা/৪৭০, হা/১০৭২, ...২০২৩, হা/৩৩২৫, হা/৬২৪৫, হা/৬৭৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/৪৪৪, হা/৫৭৭, ...১৫৭৬, হা/২১৫৩, হা/২৫৭২ এই হাদিসগুলো কি হবে? মুহসিন সাহেবের ফাতওয়া ...অনুযায়ী মুনকার!)

...এই আমরা বুঝতে পারলাম যে, লা-মাজহাবীরা অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা কথা বলে ...সরলমনা মুসলমানের মনে আতংক ছড়িয়ে দিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে গোলা পানিতে মাছ ...ধরতে চায়। (আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করুক)

...সুতরাং সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ হলো, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর ...খেলাফতকালে সাহাবায়ে কেরাম ২০ রাকাত'ই তারাবীহ পড়তেন।

...হাদিস নং ৩ :

...পূর্বের হাদিসের ন্যায় ইমাম বায়হাকী (রহঃ) আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

-ইমাম বায়হাকী (রহঃ) যথাক্রমে .....ইয়াযিদ বিন খুছাইব (রহঃ) থেকে তিনি ...রাবী সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাঃ)'র যামানায় আমরা ২০ রাক'আত সালাত আদায় করতাম এবং বিতর ...পড়তাম।"[২৪০৬]

...সনদ পর্যালোচনা : আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'তারাবীহর ...রাকাত সংখ্যা' গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখেন-"পূর্বের হাদিসের ন্যায় এটিও ত্রুটিপূর্ণ এবং ...মুনকার বা যঈফ।"

...নিষ্পত্তিঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই সনদে তো আর উনার আপত্তিকর রাবী 'কানজুওয়াই' ...নেই তাহলে পূর্বের ন্যায় আপত্তিকর হয় কি করে? সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম সুবকী (রহঃ) এ হাদিসটিকে তাঁর লিখিত 'শরহে মিনহাজ' গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।[২৪০৭] আর ...মুহসিন সাহেব কী বলছেন। পাঠকবৃন্দ! আমরা কী মুজাদ্দিদের কথা মানবো না

...০৫ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৬০২ পৃ. ক্রমিক. ৭৭০৮

...০৬ . ইমাম বায়হাকী, আল-মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৪/৪২পৃ. হা/৫৪০৯, এবং আস-সুনানিল ...কুবরা, ১/২৯৭পৃ. হা/৮২১, মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত,

...০৭ .মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৪৪৬পৃ. ও মের'আত, ৪/৩৩৩পৃ.

Scanned by C

তথাকথিত আহলে হাদিস মোল্লার? জাহেল মুহসিন সাহেব আহলে হাদীস মোবারকপুরীর দলিল দিয়ে ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর সম্মানিত উস্তাদকে অপরিচিত বলে হাদিসকে যঈফ প্রমাণে ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। ইমাম বায়হাকী (রহ.) কি তাকে না চেনে রাতের অন্ধকারে হাদিস গ্রহণ করেছেন? ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর উস্তাদের এই হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম যায়লাঈ (রহ.) লিখেন-

وَالنَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

-"ইমাম নববী (রহ.) তাঁর খুলাসাতুল আহকাম গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।"[২৪০৮] তাহলে কী ইমাম নববী (রহ.) ভুয়া তাহকীক করেছেন? কোথায় মোবারকপুরী আর কোথায় ইমাম নববী!

মুহসিন সাহেবের হাস্যকর আপত্তি : ইমাম সুবকীর বিরোধীতা করতে গিয়ে লিখেছেন- "কিন্তু তিনি কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করেছেন তা অস্পষ্ট। কারণ এর সনদে দুজন অপরিচিত রাবী আছে। আবু ওছমান আলবাছরী..অপরজন আবু তাহের।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই সনদের দুজনেই সুপরিচিত এবং বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ছিলেন। রাবী আবু তাহের ফকীহ (রহ.) (ওফাত. ৪১৪হি.) জীবনীতে ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন- فقيه الشافعي -"তিনি শাফেয়ী মাযহাবের বিজ্ঞ ফকিহ ছিলেন।"[২৪০৯] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও লিখেন- الْفَقِيهُ، الْعَلَّامَةُ، الْقُدْوَةُ، شَيْخُ خُرَاسَانَ -"তিনি ছিলেন একজন ফকিহ, আল্লামা, অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি, খুরাসানের শায়খ।"[২৪১০] উক্ত রাবীর জীবনীতে ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী (রহ.) লিখেন-

إِمَامُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ بِنَيْسَابُورَ فِي زَمَانِهِ

-"তিনি তাঁর যুগে নিশাপুরীর সব মুহাদ্দিস ও ফক্বিহগণের ইমাম ছিলেন।"[২৪১১] ইমাম সুবকী (রহ.) আরও লিখেছেন-

وَكَانَ شَيْخًا أَدِيبًا عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ

-"তিনি আরবী আদবের বিজ্ঞ শায়খ ছিলেন।"[২৪১২] তিনি আরও লিখেন-

سلمت إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ الْفُتيا بِمَدِينَةِ نيسابور والمشيخة

-"তিনি নিশাপুরীরের বিজ্ঞ ফকিহ মাশায়েখদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফাতওয়া দিতেন।"[২৪১৩] বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ও মুহাদ্দিস ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেছেন-

وَكَانَ إِمَامُ أَصحاب الحديث بِنَيسابور، وفقيههم، ومُفْتيهم بلا مدافعة

২৪০৮. ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২/১৫৪পৃ.
২৪০৯. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৯/১৫৭পৃ. ক্রমিক.৩৪৫
২৪১০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন আন-নুবালা, ১৭/২৭৬পৃ. ক্রমিক.১৬৯
২৪১১. ইমাম সুবকী, তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ আল-কোবরা, ৪/১৯৮পৃ. ক্রমিক. ৩৪৮
২৪১২. ইমাম সুবকী, তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ আল-কোবরা, ৪/১৯৮পৃ. ক্রমিক. ৩৪৮

-"তিনি খুরাসানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাদিস বিশারদগণের ইমাম, ফকিহ, মুফতী ছিলেন।"[২৪১৪] ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর আরেকটি গ্রন্থে লিখেন-

وَكَانَ إِمَامَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَمُسْنِدَهُمْ وَمُفْتِيَهُمْ.

-"তিনি ছিলেন তৎকালিন হাদিস বিশারদগণের ইমাম ও হাদিসের সনদ দানকারী এবং ফাতওয়া দানকারী।"[২৪১৫]

উক্ত রাবীর বিষয়ে সর্বশেষ আমি মুহসিন সাহেব থেকে শুরু করে সকল আহলে হাদিস ভাইদেরকে বলব, আপনারা ইমাম ও গুরু হিসেবে মানেন সেরকম একজন মুহাদ্দিস ও আসমাউর রিজালবিদের অভিমত আমি পেশ করছি। ইমাম হাফেয আবুল ফিদা ইবনে কাসির (ওফাত.৭৭৪হি.) উক্ত আবু তাহের ফকিহ এর জীবনীতে লিখেন-

كان إمام أصحاب الحديث، وفقيههم، ومفتيهم بلا مدافعة بنيسابور

-"তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাদিস বিশারদগণের ইমাম, ফকিহ, মুফতী ছিলেন"[২৪১৬] তিনি আরও লিখেছেন-

وعنه: الحاكم، وأثنى عليه، ومات قبله، والبيهقي، والقشيري، وخلق

-"তাঁর থেকে ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তার প্রসংশা করেছেন; তবে তিনি তার আগে ইন্তেকাল করেছেন। এ ছাড়া তার থেকে ইমাম বায়হাকী, ইমাম কুশাইরীসহ অনেক মুহাদ্দিস হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৪১৭] এ রাবীর বিষয়ে সর্বশেষ বলবো যে তিনি ইমাম বায়হাকীর এমন শায়খ যে ইমাম বায়হাকী তার 'আস-সুনানিল কোবরায়' তার থেকে ৬৪০ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বুঝা গেল আহলে হাদিসরা ইমাম বায়হাকীর মত ইমামের উস্তাদের নামে মিথ্যাচার করেছেন।

আহলে হাদিসদের আপত্তিকর দ্বিতীয় রাবী : এ পর্যন্ত ইমাম বায়হাকীর শায়খের গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা করলাম। এখন আলোচনা করবো ইমাম বায়হাকীর দাদা উস্তাদ 'আবু ওছমান আল-বাসরী' সম্পর্কে। তাঁর জীবনী লিখার পূর্বে আমি মোবারকপুরীর ও মুহসিন সাহেবের একটি হাস্যকর বক্তব্য তুলে ধরছি। মুহসিন সাহেব মোবারকপুরীর কথা উল্লেখ করেন যে তিনি লিখেছেন-

قُلْتُ لَمْ أَقِفْ أَنَا أَيْضًا عَلَى تَرْجَمَتِهِ مَعَ التَّفَحُّصِ الْكَثِيرِ

-"আমি (মোবারকপুরী) দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে তার জীবনী সম্পর্কে কিছু উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি।"[২৪১৮] মুহসিন সাহেব মোবারকপুরীর এই মিথ্যা উক্তির প্রেমে পড়ে আর তাঁর জীবনী খুঁজে দেখার প্রয়োজনও মনে করলেন না। অপরদিকে তিনি এবং মোবারকপুরী ইমাম নীমভী (রহ.)-এর নামেও ধোঁকাবাজি করেছেন।[২৪১৯] হায় আল্লাহ! ধোঁকাবাজদের থেকে আমাদেরকে হিফাযত কর।

২৪১৪. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৯/১৫৭পৃ. ক্রমিক.৩৪৫
২৪১৫. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন আন-নুবালা, ১৭/২৭৬পৃ. ক্রমিক.১৬৯
২৪১৬. ইবনে কাসির, তবকাতুল শাফেয়ীন, ১/৩৬২পৃ.
২৪১৭. ইবনে কাসির, তবকাতুল শাফেয়ীন, ১/৩৬২পৃ.
২৪১৮. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৪৪৬পৃ.
২৪১৯. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৪৪৬পৃ.

Scanned by C

বিশ্ব-বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) তাঁর কিতাবে লিখেন-

الإمام القدوة، الزاهد الصالح، أبو عثمان عمرو بن عبد الله بن درهم النيسابوري المطوعي الغازي، المعروف بالبصري.

-"তিনি ছিলেন অনুসরণযোগ্য ইমাম, দুনিয়া বিমুখ, পুন্যবান ব্যক্তি, তার পুরো নাম 'আবু উসমান আমর বিন আব্দুল্লাহ বিন দিরহাম নিশাপুরী গাজী' তিনি বসরার একজন সুপরিচিত মুহাদ্দিস।"[২৪২০] তাই মুহসিন সাহেবের এবং তার ইমাম মোবারকপুরীর মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল। শুধু তাই নয় বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হাকেম নিশাপুরী (ওফাত. ৪০৫হি.) বলেন- وما رأيت مثل اجتهاده حضرا وسفرا. -"আমি সফরে এবং মুকিম অবস্থায় তাঁর মতো কাউকে দেখতে পাইনি।"[২৪২১] আল্লাহ এ ধোঁকাবাজ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুক। কোন কোন আহলে হাদিস ধোঁকাবাজ বলে থাকেন خالد بن مخلد (খালেদ বিন মাখলাদ) দুর্বল রাবী। নাউযুবিল্লাহ আমি প্রথমেই বলব, আহলে হাদিস মোবারকপুরীই লিখেছেন- الكوفي صدوق -"তিনি কুফার অধিবাসী এবং সত্যবাদী।"[২৪২২] আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী তাঁর হাদিসকে সহীহ বলেছেন।[২৪২৩] মূল কথা হল ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার হাদিস গ্রহণ করেছেন।[২৪২৪] ইমাম ইবনে হাজার (রহঃ) রাবী সম্পর্কে লিখেন- وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ما به باس - "উসমান দারেমী (রহঃ) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তাঁর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।"[২৪২৫] ইবনে হাজার (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو حاتم يكتب حديثه وقال الآجري عن أبي داود صدوق

-"ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) বলেন, তাঁর হাদিস লেখা যাবে। ইমাম আজরী ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন তিনি সত্যবাদী।"[২৪২৬] ইবনে হাজার (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন-

২৪২০ .যাহাবী, সিয়ারু আলামুল নুবালা, ১৫/৩৬৪পৃ. ক্রমিক. ১৮৮, মুয়াসসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন তৃতীয় প্রকাশ.১৪০৫হি.
২৪২১ .যাহাবী, সিয়ারু আলামুল নুবালা, ১৫/৩৬৪পৃ. ক্রমিক. ১৮৮, মুয়াসসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন তৃতীয় প্রকাশ.১৪০৫হি., এবং তারিখুল ইসলামী, ৭/৬৮২পৃ. ক্রমিক. ১৪৭, ইমাম হাকিম নিশাপুরী, তারিখে নিশাপুরী, ১/৬৯পৃ. ক্রমিক.১৩৮২
২৪২২ .মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৬/৫১৪পৃ.হা/২৩৩২
২৪২৩ .আলবানী, সহিহুল সুনানিল তিরমিযি, হা/২৩৩২
২৪২৪ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/১১৭পৃ. ক্রমিক. ২২১, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৮/১৬৩-১৬৫পৃ. ক্রমিক.১৬৫২
২৪২৫ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/১১৭পৃ. ক্রমিক. ২২১, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৮/১৬৩-১৬৫পৃ. ক্রমিক.১৬৫২
২৪২৬ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/১১৭পৃ. ক্রমিক. ২২১, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৮/১৬৩-১৬৫পৃ. ক্রমিক.১৬৫২

وقال ابن عدي هو من المكثرين وهو عندي إن شاء الله لا باس به

-"ইমাম ইবনে আদি (রহঃ) তিনি অধিক হাদিস বর্ণনাকারী। আমার নিকট আল্লাহ চাহে তো তাঁর হাদিসে কোন অসুবিধা নেই।"[২৪২৭] তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال العجلي ثقة -"ইমাম ইজলী (রহঃ) (২৬১হি.) বলেন, তিনি সিকাহ।"[২৪২৮] তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال صالح بن محمد جزرة ثقة في الحديث -"ইমাম সালেহ বিন মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[২৪২৯] ধোঁকাবাজ মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব ২০ রাক'আতের পক্ষে তাঁর উল্লেখিত ৩নং হাদিসে সাহাবী সায়িবের ছাত্র তাবেয়ী ইবনু খুছাইফা থাকায় মুনকার বলেছেন, কিন্তু এখানে এসে চাপাবাজিতে তার কাজ হচ্ছে না বলে পুরানো গান আর বলেনি। যাই হোক এ রাবীর বিষয়ে যেহেতু পিছনে আলোকপাত করেছি এখানে আর আলোচনা করতে চাই না। তাই প্রমাণিত হল এই সনদে কোন আপত্তিকর রাবী নেই।

হাদিস নং ৪.

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) একটি হাদিসে পাক সংকলন করেন-

عن الأسلمي، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن السائب بن يزيد قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر، وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة

-"তিনি আসলামী হতে তিনি হারেস ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে আবি যিইব (রহঃ) হতে তিনি সাহাবী হযরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ) হতে তিনি বলেন, হযরত উমর (রাঃ) এর জামানায় আমরা (তারাবীহ) নামাজ থেকে বেড় হতাম এমন সময় যে ফজরের নিকটবর্তী সময় হয়ে যেত। আর হজরত উমর (রাঃ) এর জামানায় তারাবীহ এর নামাজ ছিল ২৩ রাকাত।"[২৪৩০]

আপত্তি : আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'তারাবীহর রা'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেন-"আছারটি যঈফ ও মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। উক্ত আছারে আবু যুবাব নামে একজন মুনকার রাবী আছে।"

নিষ্পত্তিঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি এ দাবীর পক্ষে একজন মুহাদ্দিসেরও অভিমত পেশ করতে পারেননি। আর পারবেন কীভাবে এমনটি কোন মুহাদ্দিস বললে তো!

২৪২৭ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/১১৭পৃ. ক্রমিক. ২২১, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৮/১৬৩-১৬৫পৃ. ক্রমিক.১৬৫২
২৪২৮ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/১১৭পৃ. ক্রমিক. ২২১, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৮/১৬৩-১৬৫পৃ. ক্রমিক.১৬৫২
২৪২৯ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৩/১১৭পৃ. ক্রমিক. ২২১, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৮/১৬৩-১৬৫পৃ. ক্রমিক.১৬৫২
২৪৩০ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, মুসান্নাফ, ৪/২৬১পৃ.হা/৭৭৩৩

Scanned by C

তবে তিনি সর্বশেষ ৭৭ নং টিকায় আলবানীর দলিল দিয়ে যঈফ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। মুহসিন সাহেব এই হাদিসটিকে মুনকার বলেছেন, অথচ আলবানী কিন্তু দুর্বল বলেছেন।[২৪৩১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখন আপনাদের সামনে এই সনদের প্রধান রাবী 'আবি যুবাব' এর বিষয়ে বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণ কী বলেছেন তা আলোকপাত করবো। ইনশাআল্লাহ

ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর জীবনী লিখার শুরুতেই তাঁর প্রশংসায় লিখেন-

الإِمَامُ، شَيْخُ الإِسْلَامِ، أَبُو الحَارِثِ القُرَشِيُّ، العَامِرِيُّ، المَدَنِيُّ، الفَقِيهُ.

-"তিনি ছিলেন মহান ইমাম, ইসলামের শায়খ, তাঁর উপনাম আবু হারেস তিনি মাদানী ছিলেন এবং বিখ্যাত একজন ফকিহ ছিলেন।"[২৪৩২] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও লিখেন-

وَقَالَ ..... ثِقَةٌ، فَاضِلاً

-"তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস এবং মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন।"[২৪৩৩] ইমাম মিয্যী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ إسحاق بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ: مشهور.

-"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেনঃ সে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি।"[২৪৩৪] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ও মিয্যী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

وَقَال أبو زُرْعَة: ليس به بأس

-"ইমাম আবু যুরায়া (রহ.) বলেনঃ তাঁর ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।"[২৪৩৫] ذكره ابن حبان في الثقات -"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"[২৪৩৬] ইবনে হাজার (রহ.) আরও লিখেন-

وَقَال الساجي حدث عنه أهل المدينة

-"ইমাম সাজী (রহ.) বলেনঃ মদিনা শরীফের ইমামগণ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৪৩৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وَقَال ابن سعد: كان قليل الحديث

-"ইমাম ইবনে সাদ (রহ.) বলেনঃ তিনি কম হাদিস বর্ণনা করতেন।"[২৪৩৮]

২৪৩১ .আলবানী, ছালাতুত-তারাবীহ, ৫৮পৃ.

২৪৩২ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন আন-নুবালা, ৭/১৪০পৃ. ক্রমিক.৫০

২৪৩৩ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন আন-নুবালা, ৭/১৪০পৃ. ক্রমিক.৫০

২৪৩৪ .ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৫/৫২৩-৫২৪পৃ. ক্রমিক.১০২৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহজিব, ২/১৪৮-১৪৯পৃ. ক্রমিক.২৫০

২৪৩৫ .ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৫/৫২৩-৫২৪পৃ. ক্রমিক.১০২৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহজিব, ২/১৪৮-১৪৯পৃ. ক্রমিক.২৫০

২৪৩৬ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহজিব, ২/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ২৪৯ ও ১২/৩৬৫পৃ. ক্রমিক.২৪৯৫,

২৪৩৭ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহজিব, ২/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ২৪৯ ... ক্রমিক.২৫০

মুহসিন সাহেব শেষ পর্যন্ত রাবীকে যঈফ প্রমাণ করতে না পেরে তিনি ইমাম আবি হাতেমের দোহাই দিয়ে লিখেছেন-"দারাওয়ারদী তার থেকে প্রচুর মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন; তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত খারাপ ছিল।" আমি বলি, তাঁর ছাত্র তার থেকে মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনায় তাঁর হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে অসুবিধা কোথায়? আর বাকী দ্বিতীয় কথাটি উক্ত রাবীর নামে মিথ্যা সংযোজন করেছেন। তাকে আমরা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সময় দিলাম যে উক্ত রাবীর স্মৃতি শক্তি খারাপ ছিল তিনি যেন ইমাম আবু হাতিমের কিতাব থেকে প্রমাণ পেশ করেন। ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) উক্ত রাবীর জীবনীর শুরু হওয়ার পূর্বেই লিখেছেন- ثقة. -"তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২৪৩৯] এ কথা লিখেই তারপর মুহাদ্দিসদের অভিমত পেশ করেছেন।

একমাত্র লা-মাজহাবীদের কথিত ইমাম ইবনে হাজম তাঁকে বিনা কারণে যয়ীফ বলেছেন যা মুহসিন সাহেবের গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। লা-মাযহাবীরা শুধু ইবনে হাজমের মন্তব্যটাই উল্লেখ করে কিন্তু অন্যান্য বিশিষ্ট ইমামগণের ভাল মন্তব্য গুলো উল্লেখ করেনা। সত্যকে গোপন করাই তাদের চিরাচরিত স্বভাব! ইবনে হাযম থেকে শতগুণে জ্ঞানী ইমাম নাসাঈ (রহ.) তার সম্পর্কে লিখেছেন- وَقَال النسائي: ليس به بأس -"ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৪৪০]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা কী ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর কথা মানবো না আহলে হাদিসদের পুরাতন ইমাম ইবনে হাযম জাহেরীর?

সুতরাং ইহা বিশুদ্ধ সনদের হাদিস। তাই ইহা সুস্পষ্ট যে, হযরত উমর (রা.) এর যামানায় সাহাবায়ে কেরাম ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত বিতির পড়তেন। এ হলো মোট ২৩ রাকাত।

হাদিস নং.৫ :

ইমাম আলী ইবনে যা'দ (ওফাত. ২৩০হি.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

-"শায়খ আলী ইবনে যা'দ তিনি ইমাম ইবনে আবি যিইব তিনি ইয়াযিদ ইবনে খুছায়ফা (রহ.) থেকে তিনি সাহাবী হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রা.) হতে তিনি বলেন, আমরা রমযান মাসে ২০ রাক'আত তারাবিহ পড়তাম।"[২৪৪১]

সনদ পর্যালোচনাঃ এই সনদটি মাত্র দুজন রাবীর মাধ্যমে উক্ত সাহাবী থেকে খুবই সংক্ষিপ্ত সহীহ বুখারী, মুসলিমের ন্যায় সহীহ সংকলন করেছেন। ইমাম ইবনে আবি যিইব এর হাদিস সিহাহ সিত্তায় নকল করা হয়েছে।[২৪৪২]

২৪৩৯ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৪৩৭পৃ. ক্রমিক.১৬২৯

২৪৪০ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৪৩৭পৃ. ক্রমিক.১৬২৯

২৪৪১ .ইমাম ইবনে যা'দ, আল-মুসনাদ, ১/৪১৩পৃ. হা/২৮২৫, মুয়াস্‌সাসাতু নাদীর, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪১০ হি.

Scanned by C

হাদিস নং.৬

ইমাম ফিরিয়াবী (ওফাত. ৩০১ হি.) তার 'কিতাবুস সিয়াম' গ্রন্থে সংকলন করেন-

.....ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

-"তিনি তার শায়খ তামীম ইবনু মুনতাসির তিনি ইয়াযীদ ইবনে হারুন থেকে তিনি ইবনে আবি যিইব তিনি (ইয়াযিদ) ইবনে খুছাইফা হতে তিনি সাহাবী হযরত সাঈব ইবনে ইয়াযিদ (রা.) হতে তিনি বলেন, আমরা (সাহাবীরা) হযরত উমরের যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তাম।" (ফিরিয়াবী, কিতাবুস সিয়াম, ১৩১ পৃ. হা/১৭৬) এই সনদটিও সহীহ কোন আপত্তিকর রাবী নেই।

হাদিস নং. ৭

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শীষ্য[২৪৪৩] ইমাম মুহাম্মদ বিন নছর মারুজী (রহ.) (ওফাত.২৯৪হি.)-এর সূত্রে সংকলন করেন-

أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا حَفْص بن غياث عَن الْأَعْمَش عَن زيد بن وهب، قَالَ: (كَانَ عبد الله بن مَسْعُود يُصَلِّي لنا فِي شهر رَمَضَان) فَيَنْصَرِف وَعَلَيْهِ ليل، قَالَ الْأَعْمَش: كَانَ يُصَلِّي عشْرين رَكْعَة ويوتر بِثَلَاث

-"তাবেয়ী হযরত যায়েদ ইবনে ওহ্হাব (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রমজান মাসে আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করতেন। তাবেয়ী আ'মাশ (রহ.) বলেন, তিনি (ইবনে মাসউদ) বিশ রাকাত তারাবীহ ও তিন রাকাত বিতির পড়তেন।"[২৪৪৪]

সনদ পর্যালোচনা :

তাবারানীর সনদ প্রসঙ্গে ইমাম হায়ছামী (রহ.) বলেনঃ رجاله رجال الصحيح -"এই হাদিসের সকল রাবীগণ সহীহ্ বুখারীর ন্যায় বিশুদ্ধ।"[২৪৪৫] এর সনদে الاعمش 'আমাশ' একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ও ثقة বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এছাড়া এর সনদে কোন অভিযুক্ত রাবী

২৪৪২ .ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২৫/৬৩০পৃ. ক্রমিক. ৫৪০৮ তার মূল নাম হল (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب)

২৪৪৩ .ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২/১০৪পৃ. ক্রমিক. ৫৭৮, ইমাম যাহাবী (রহ.) তার প্রসংশায় লিখেছেন- الإمام الحافظ شيخ الإسلام -"তিনি ছিলেন ইমাম, হাফেজুল হাদিস, ইসলামের শায়খ।" (তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৩/৭৩পৃ. ক্রমিক. ৮৬১) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- ثقة حافظ إمام جبل -"তিনি ছিলেন হাফেযুল হাদিস, ... ইমাম।" (ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৫১০ পৃ. ক্রমিক. ৬৩৫২)

২৪৪৪ . ইবন নছর, কিয়ামুল লাইল, ২২১ পৃ:, হাদিস একাডিমী, ফয়সালাবা, পাকিস্তান, প্রথম প্রকাশ. ১৪০৮ হি.; ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/৩১৭ পৃ. হাদিস নং ৯৫৮৮, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৩/১৭২ পৃ হা/৫০১১, ইমাম ... ১১/১২৭পৃ হা/১১০১

নেই। তবে অনেকে বলেছেন আ'মাশ (রহ.)-এর সাথে সাহাবী ইবনে মাসউদের দেখা হয়নি তাই তিনি একজন শায়খের নাম বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ এরসাল করেছেন; তাই এটা মুরসাল। আমি আমার এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের শুরুতে এবং এ খণ্ডের শুরুতে আলোচনা করেছি যে জমহুরের মতে সিকাহ রাবীর মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য। তাবেয়ী আ'মাশ (রহ.) সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা (রা.)সহ আরও কতিপয় সাহাবী থেকে এবং ইবনে মাসউদের অনেক ছাত্র থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৪৪৬] তবে তিনি সাহাবী ইবনে মাসউদের ছাত্র উক্ত বর্ণনাকারী যায়েদ ইবনে ওহাব (রহ.) ছাড়াও আবু ওয়ায়েল (রহ.) থেকে হাদিস শুনেছেন।[২৪৪৭] যায়েদ বিন ওহাব (রহ.)-এর জীবনীতে ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন-

سمع عمر وعثمان وعليا وابن مسعود وأبا ذر وحذيفة رضي الله عنهم وجماعة

-তিনি উমর, উসমান, আলী, ইবনু মাসউদ, আবু যার, হুযাইফা (রা.)সহ একজামাত সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৪৪৮] তিনি আরও লিখেন- وكان ثقة كثير العلم -"তিনি বিশ্বস্ত একজন তাবেয়ী এবং অনেক ইলমের অধিকারী।"[২৪৪৯] তাই বুঝা গেল তিনি তাঁর এই শায়খের মাধ্যমেই জেনেছেন যে ইবনে মাসউদ (রা.) ২০ রাক'আত তারাবীহ নামায পড়েছেন। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় এই সনদের কোন রাবীকে যঈফ প্রমাণ করতে না পেরে তিনি এ হাদিসের বিষয়ে সর্বশেষ দাবি করেছেন যে "তা যঈফ ও মুনকার।" অথচ তার এ কথার ভিত্তি কী তিনিই ভাল জানেন। সুতরাং বিশুদ্ধ সনদ ও বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় ফকিহ্ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ২০ রাকাত তারাবীহ্ আদায় করতেন।

হাদিস নং. ৮

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

-ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি সুফিয়ান থেকে তিনি ইমাম আবু ইসহাক সুবাঈ (রহ.) থেকে তিনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েছ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হজরত শুতাইর ইবনে শাকাল (রা.) তিনি রমজান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ্ ও বিতির পড়তেন।"[২৪৫০]

সনদ পর্যালোচনা :

এই হাদিসটির সনদ সম্পূর্ণ সহীহ্ বা বিশুদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। হযরত শাতির ইবনে শাকাল (রা.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী, যিনি রমজান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ

২৪৪৬ .ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১১৬পৃ. ক্রমিক. ১৪৯

২৪৪৭ .ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১১৬পৃ. ক্রমিক. ১৪৯

২৪৪৮ . ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৫৩পৃ. ক্রমিক. ৫৮

২৪৪৯ . ইমাম যাহাবী, ...

পড়তেন। লা-মাযহাবী মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'তারাবির নামাযের রাক'আত সংখ্যা' ৪১ পৃষ্ঠায় عبد الله بن قيس 'আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বায়েছ' সম্পর্কে বিতর্ক তুলেছেন এবং তিনি লিখেন-"এ বর্ণনাটিও যঈফ এবং মুনকার। এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস নামক রাবী অত্যন্ত দুর্বল। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সে অপরিচিত। ইমাম যাহাবী ও আযদী বলেন, 'সে অত্যন্ত দুর্বল এবং অপরিচিত। এছাড়া এর পূর্ণাঙ্গ সনদ নেই।" নাউযুবিল্লাহ

মুহসিনের জঘণ্য মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজির জবাব :

প্রথম. আমি মুহসিন সাহেবকে বলবো এটিকে পৃথিবীর কোন মুহাদ্দিস আপনার ন্যায় এমনটি বলেছেন? আর বলে থাকলে তার উদ্ধৃতি দিলেন না কেন?

দ্বিতীয়ত. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) যে 'ইবনে ক্বায়েছ' কে 'মাজহুল' বা অপরিচিত বলেছেন তিনি হলেন 'আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বায়েছ আল-গাফারী'। আর এই হাদিসের 'ইবনে ক্বায়েসের' মূল নাম হচ্ছে : "আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বায়েস ইবনে মাখরামা ইবনে মুত্তালিব"। বুঝা গেল এই ধোঁকাবাজ রাবীর নামই পাল্টে ফেলেছেন; আল্লাহ এই ধোঁকাবাজ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।

তৃতীয়ত. আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বায়েস সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন-

وهو من كبار التابعين

-"তিনি একজন উচু মাপের তাবেঈ।"[২৪৫১] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁর সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।[২৪৫২] ইমাম মিয্যী (রহ.) লিখেন- قال النَّسَائي: ثقة. -"ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২৪৫৩]

সুতরাং গায়ের ঢেকা ঘোড়ায় লাগিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে সহীহ হাদিসকে যঈফ যঈফ বলে গোলা পানিতে মাছ স্বীকার করাই মুহসিনের এবং কুখ্যাত লা-মাযহাবীদের চিরাচরিত স্বভাব!! এখনো সময় আছে সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করুন তবেই নাজাত।

চতুর্থতম. তিনি বলেছেন এটার নাকি পূর্ণাঙ্গ সনদ নেই এটা তাকে কে বলল? আমার মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তিনি কিতাবই দেখেন না। আর সনদ যদি বাদই পড়ে থাকেন কোন রাবীর পড়ে বাদ পড়লো তাও তো বলতে হবে।

হাদিস নং.৯

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

২৪৫১. ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযিব, ১/৩১৮ পৃ: ক্রমিক. ৩৫৪৩ (শায়খ আওয়ামা সম্পাদিত)।

২৪৫২. ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, ৫/১০পৃ. ক্রমিক.৩৫৭৮ও ৫/৪৪পৃ. ক্রমিক.৩৭৬৮, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/২৭২পৃ. ক্রমিক.৪৫২, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল,

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ

"তাবেয়ী হযরত আত্বা ইবনে সায়িব (রহ.) বলেন, আমি লোকদেরকে (সাহাবীদেরকে এবং উচ্চ পর্যায়ের তাবেয়ীদেরকে) বিতির সহ ২৩ রাকাত তারাবীহ এর নামায পড়তে দেখেছি।"[২৪৫৪]

সনদ পর্যালোচনা: এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম নিমভী (রহ.) বলেন: واسناده حسن -"এই হাদিসের সনদ হাসান (আছারুছ ছুনান, ২৪৭ পৃ:) আমি বলি ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ (রহ.) এর সনদ সম্পূর্ণ সহীহ।

মুহসিন সাহেবের মিথ্যা বক্তব্যের জবাব : মুযাফফর বিন মুহসিন তার এ গ্রন্থেও ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেন-"উক্ত বর্ণনাটি যঈফ, মুনকার ও অভিযুক্ত। কারণ এ বর্ণনাতেও পূর্বে আলোচিত মুনকার রাবী 'আত্বা ইবনু সায়েব' রয়েছেন।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সে যে কত বড় জাহেল আপনারাই দেখুন আত্বা এই সনদের কোন রাবী নন; বরং তিনি হচ্ছেন এই হাদিসের বর্ণনাকারী। তথাপিও তার ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত আপনাদের উপস্থাপন করছি। এ রাবীর বিষয়ে গ্রহণযোগ্য কথা হল তিনি তাঁর শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তিলোপ পেয়েছিল অনেকে বলেছেন। তবে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন তাঁর স্মৃতি শক্তি যখন ভাল ছিল। আর যদি সব সময়ের জন্য হয় হলেও আমি বলবো এই জাতীয় হাদিস 'হাসান' হয় এজন্যই আল্লামা নিমভী (রহ.) এটিকে 'হাসান' বলেছেন। এজন্যই যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেছেন- قال أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح -"ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, আমি পূর্বে (স্মৃতিশক্তিলোপ হওয়ার পূর্বে) যে হাদিস তাঁর থেকে শুনেছি তা সহীহ পেয়েছি।"[২৪৫৫] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وقال البخاري: أحاديث عطاء بن السائب القديمة صحيحة. -ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, হযরত আতা ইবনু সায়িব পূর্বে (স্মৃতিশক্তিলোপ পাওয়ার পূর্বে) যে হাদিস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ।"[২৪৫৬] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: عَطَاءٌ ثِقَةٌ ثِقَةٌ، رَجُلٌ صَالِحٌ. ومن سمع منه قديما كان صحيحا، وكان يختم كل ليلة.

-"উক্ত তাবেয়ীর ছাত্র ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ.) বলেন, আতা ইবনু সায়িব সিকাহ সিকাহ এবং হাদিস বর্ণনায় একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁর থেকে পূর্বে (স্মৃতিশক্তিলোপ হওয়ার পূর্বে) যে হাদিস শুনেছি তা সহীহ। আর তিনি প্রত্যেক রাতে কুরআন খতম

২৪৫৪. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খণ্ড, ১৬৩ পৃ:হা/৭৬৮৮; ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৬ পৃ:; আছারুছ ছুনান, ২৪৭ পৃ:)।

২৪৫৫ ...

Scanned by C

করেছেন।"[২৬৫৭] বুঝা গেল তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন বলে ইমাম আহমাদের মত মুহাদ্দিস দুইবার তাকে সিকাহ বলেছেন এবং তাঁর হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم -"ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন, তাঁর পূর্বের (স্মৃতিশক্তিলোপ পাওয়ার পূর্বের) হাদিস বর্ণনায় তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন।"[২৬৫৮] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وقال أبو حاتم: محله الصدق -"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন তিনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।"[২৬৫৯] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁকে 'كتاب الثقات' 'কিতাবুস সিক্বাত-এ' তথা বিশ্বস্ত রাবীদের তালিকায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন উল্লেখ করেছেন।[২৬৬০] ইমাম আবু দাউদ, ইমাম হাম্মাদ ইবনে জায়েদ (রহ.), ইবনে মাহদী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (রহ.) ও তদীয় পিতা, ইমাম ইজলী (রহ.) (ওফাত-২৬১হি.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় রেখে তিনি লিখেছেন- كوفي تابعي جائز الحديث -"তিনি কুফার অধিবাসী একজন তাবেয়ী ছিলেন, তাঁর হাদিস গ্রহণ করা বৈধ।"[২৬৬১] ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে- أحد علماء التابعين -"তিনি বিখ্যাত তাবেয়ীদের একজন ছিলেন।"[২৬৬২] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন- حدث عنه سفيان الثوري وشعبة -"তাঁর থেকে ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ও ইমাম শু'বা হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৬৬৩] লক্ষণীয় একটি বিষয় হল যে ইমাম শু'বা (রহ.) কোন দুর্বল রাবী হতে হাদিস বর্ণনা করতেন না। ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন- وثقه ابن معين، وأبو داود -"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন।"[২৬৬৪]

-"ইমাম হাকেম (রহ.) প্রমুখ তাঁকে ثقة (সিক্বাহ) বা বিশ্বস্ত রাবী বলেছেন।"[২৬৬৫] ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন- صالح مستقيم الحديث -"তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ এবং হাদিস বর্ণনায় সঠিক ছিলেন।"[২৬৬৬] সমকালিন বিখ্যাত হাদিস গবেষক এবং মুসনাদে আহমাদের তাহক্বীককারী আল্লামা আহমাদ মুহাম্মদ শাকের তাঁর হাদিসকে সহীহ বলেছেন।"[২৬৬৭]

২৬৫৭. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৭০পৃ. ক্রমিক. ৩৬৪১, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২০/৯০পৃ. ক্রমিক.৩৯৩৪
২৬৫৮. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৭০পৃ. ক্রমিক. ৩৬৪১
২৬৫৯. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৭০পৃ. ক্রমিক. ৩৬৪১
২৬৬০. ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, ৭/২৫১পৃ. ক্রমিক.৯৯২৮, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব
২৬৬১. ইমাম ইজলী, তারিখুস সিকাত, ২/১৩৫পৃ. ক্রমিক.১২০৭
২৬৬২. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৭০পৃ. ক্রমিক. ৩৬৪১
২৬৬৩. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৭০পৃ. ক্রমিক. ৩৬৪১
২৬৬৪. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৭০পৃ. ক্রমিক. ৩৬৪১
২৬৬৫. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২০/৯১পৃ. ক্রমিক.৩৯৩৪
২৬৬৬. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২০/৯১পৃ. ক্রমিক.৩৯৩৪

...বিষয়টি স্পষ্ট যে, বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আত্বা (রহ.) তিনি প্রায় ২০০ জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।"[২৬৬৮] তাঁর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, তিনি নবী (ﷺ) এর সাহাবায়ে কেরাম ২০ রাকাত'ই তারাবীহ পড়তেন।

হাদিস নং ১০

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّي بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيَقْرَأُ: بِحَمْدِ الْمَلَائِكَةِ فِي رَكْعَةٍ

"ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি হযরত না'ফে বিন উমর (রহ.) হতে তিনি বলেন, বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবনে আবী মুলাইকা (রহ.) আমাদেরকে নিয়ে রমজানে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়েছেন।"[২৬৬৯]

সনদ পর্যালোচনা :

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম নিমভী (রহ.) বলেন: واسناده صحيح -"এই হাদিসের সনদ সহীহ।"[২৬৭০]

লা-মাযহাবী হাদিসদের জঘণ্য মিথ্যাচার ও তাঁর দাঁতভাঙ্গা জবাব :

...মুজাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল। এর সনদে ইবনু আবী মুলায়কাহ নামক একজন পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে। মূল নাম আব্দুর রহমান ইবনে আবুবকর।"

একটি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, লা-মাজহাবীরা এই হাদিসের ابن ابي مليكة 'ইবনে আবী মুলাইকা' কে নাম পাল্টিয়ে পরিত্যক্ত রাবী বলার দুঃসাহস দেখিয়েছে! অথচ তিনি একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী। যার পিছনে মুজতাহিদ ফকিহ্ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) স্বয়ং নামায পড়েছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর জীবনীতে লিখেন-

روى عن جده وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وابن عمر وخلق

"তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা, উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর সহ অনেক সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৬৭১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখুন তিনি কত উঁচু মাপের তাবেয়ী ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وكان إماما فقيها حجة فصيحا مفوها متفقا على ثقته

"তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, মুজতাহিদ ফকিহ, তাঁর হাদিস হুজ্জাত, তিনি প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত।"[২৬৭২]

২৬৬৮. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২০/৯১পৃ. ক্রমিক.৩৯৩৪
২৬৬৯. ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/১৬৩ পৃ., হা/৭৬৮৩, নিমভী, আসারুস সুনান, ২৪৮ পৃ.।
২৬৭০. ইমাম নিমভী, আসারুস সুনান, ২৪৮ পৃ.।
২৬৭১. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৭৮পৃ. ক্রমিক.১৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯হি.
২৬৭২. ইমাম ... দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,

Scanned by Cam

দেখুন লা-মাযহাবীরা বিশিষ্ট তাবেয়ীদের নিয়েও সমালোচনা করে!!! (নাউযুবিল্লাহ)

লক্ষ্যণীয় একটি বিষয় : 'ইবনে আবী মুলাইকা (রহঃ) এই হাদিসের কোন রাবী বা বর্ণনাকারী নয়। রাবী হচ্ছে ২ জন যথা: ১. ইমাম ইবনে আবি শাইবাহ (রহঃ) এর উস্তাদ ইমাম ওয়াকী ইবনু জাররাহ (রহঃ) এবং ২. বর্ণনাকারী 'জলিলুল কদর' সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের গোলাম না'ফে ইবনে উমর (রহঃ) তিনিও হাদিসটি সনদের জানা। তিনি উক্ত উঁচু মানের তাবেয়ী ইবনে আবী মুলাইকা (রহঃ) এর হাদিস জানতেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন না'ফে (রহঃ) উক্ত তাবেয়ী হতে হাদিস জানতেন।[২৮৭৩] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই বলুন এ সনদে তাদের উল্লেখিত কে রাবী আছে কী-না? তাহলে আপনারাই দেখুন তিনি কত বড় মিথ্যাবাদী।

সুতরাং ফকিহ তাবেয়ী হযরত না'ফে ইবনে উমর (রহঃ) ও তাবেয়ী ইবনে আবী মুলাইকা (রহঃ) উভয়েই ২০ রাকাত তারাবীহ নামায পড়েছেন। কেননা, ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন- ابن أبي مليكة الإمام شيخ الحرم -"তিনি মক্কা শরীফের ইমাম ও শায়খ ছিলেন।"[২৮৭৪] এমনকি ইমাম যাহাবী (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন- قاضي ابن الزبير وقاضي ابن الزبير -"তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এর যামানায় মক্কার কাযী ছিলেন।"[২৮৭৫] তিনি হলেন সিকাহ সিকাহ রাবী। তার হাদিস জাল হলে তো সহীহ বুখারী ও মুসলিমের অনেক হাদিসই জাল হবে?[২৮৭৬] আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্ত নব্য জমানার জালিয়াত ফিতনাবাজদের থেকে হেফাযত করুন।

হাদিস নং. ১১

ইমাম ইবনে আবি শাইবাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

حدثنا الفضل بن دكين، عن سعيد بن عبيد، أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان خمس ترويحات، ويوتر بثلاث

-"তিনি ফযল ইবনু দুকাইন (রহঃ) থেকে তিনি সাঈদ ইবনে উবাইদ (রহঃ) হতে তিনি বলেন, নিশ্চয় হযরত আলী ইবনে রাবীয়া (রহঃ) লোকেদের সাথে পাঁচ তারবীহ (বিশ রাকআত) ও ৩ রাকাত বিতির আদায় করতেন।"[২৮৭৭]

২৮৭৩ .ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৭৮পৃ. ক্রমিক.৯৪, দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯হি.

২৮৭৪ .ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৭৮পৃ. ক্রমিক.৯৪, দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯হি.

২৮৭৫ .ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৭৮পৃ. ক্রমিক.৯৪, দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯হি.

২৮৭৬ .ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১/৩২পৃ. হা/১০৩, হা/৭৪৫, হা/৭৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪, হা/১১, হা/১০২৯, হা/১০৫৮

[illegible] আছারুস সুনান, ২৪৮

সনদ পর্যালোচনা

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা নিমভী (রহঃ) বলেন: إسناده صحيح -"এই হাদিসের সনদ সহীহ।"[২৮৭৮]

এ হাদিস প্রসঙ্গে আহলে হাদিস মুহাদ্দিসের অযথা বিশ্যাগার ও তাঁর নীতকথা

জবাব:

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন এ হাদিস প্রসঙ্গে তার 'তারাবিহর রাকাতের সংখ্যা' গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, "বর্ণনাটি যঈফ বা জাল ও মুনকার। এর সনদে দুজন বাজে রাবী আছে। আলী ইবনু রাবী'আহ আল-মুযানী ও সাঈদ ইবনু উবায়দ। ইমাম যাহাবী আলী ইবনু রবী'আহ সম্পর্কে আবু হাতেম-এর মত পেশ করেন যে, তিনি তাকে যঈফ বলেছেন।"

লক্ষ্যণীয় একটি বিষয় : 'আলী ইবনে রবীয়া (রহঃ)' একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী, তিনি রমযান মাসে অন্যান্য তাবেয়ীগণকে নিয়ে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন, এর কেউ [illegible] নন। তিনি এ হাদিসের কোন রাবী নন। মুহসিন সাহেব উল্লেখ করেননি। [illegible] অনুসারে এ সনদটিকেও ধোঁকাবাজী করে জাল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। এই [illegible] রাবী মাত্র ইমাম আবি শাইবাহ (রহঃ) [illegible] ধোকা দিতে পেরেছেন। মুহসিন সাহেব আরও লিখেছেন যে, "সাঈদ ইবনু উবাইদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সে অপরিচিত। (তিনি ছিলেন মাজহুল [illegible] তাক্বরীবুত তাহযিব পৃ. ২৩১ এর)।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! [illegible] এই তিন ধোঁকাবাজী। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এ বলেন [illegible] ইমাম [illegible] বলেননি; অথচ তার নামে তিনি কেমন মিথ্যা [illegible]। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় [illegible]।[২৮৭৯] سعيد بن عبيد بن كثير ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ও যাহাবী (রহঃ) [illegible] (সাঈদ বিন কাসির) কে মাজহুল বা অপরিচিত [illegible] নয়।[২৮৮০] ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত রাবীর পরিচয় তুলে ধরেন-

سعيد بن عبيد أبو الهذيل الطائي الكوفي

سمع علي بن ربيعة وبشير بن يسار......قال يحيى القطان: ليس به بأس.

-"সাঈদ ইবনু উবায়দ, যার উপনাম আবুল হুযাইল, তাঈ, কুফার অধিবাসী। তিনি আলী ইবনু রাবীয়া এবং বাশীর ইবনে ইয়াসার থেকে শুনেছেন.....ইমাম ইয়াহইয়া আল-কাত্তান (রহঃ) বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।" (ইমাম বুখারী, আত-তারিখুল কাবীর, ৩/৪৯৭ পৃ. ক্রমিক. ১৬৫৭) ইমাম বুখারীর এই কিতাবটি পড়ার জন্য

২৮৭৮ . নিমভী, আছারুস সুনান, ২৪৮ পৃ:।

২৮৭৯ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৬/৩৫৩পৃ. ক্রমিক. ৮১৩১

২৮৮০ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৫৩পৃ. ক্রমিক. ৩২৩২, দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন,

Scanned by C

মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবকে অনুরোধ করবো। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন- وَثَقَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. -"ইমাম আহমাদ (রহ.) ও ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন।" (যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৮৭৪ পৃ. ক্রমিক. ১৭৬) ইমাম মুগলতাঈ (রহ.) বলেন-

وقال العجلي: ثقة صالح الحديث، ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات»، قال: وثقة ابن نمير، وغيره" وذكره ابن شاهين في «الثقات»

-"ইমাম ইজলী বলেন, তিনি সিকাহ, হাদিস বর্ণনায় সৎ, ইমাম ইবনে খালফুন, ইবনে নুমাইরসহ আরও অনেকে এবং ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.) তাকে সিকাহ বলে তাদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।" (আল্লামা মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৫/৩২৭-৩২৮ পৃ. ক্রমিক. ২০১৩)

এটিও মুহসিন সাহেবের সাধারণ লোক আরেকটি ধোঁকা দেয়ার কৌশল। তাই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাই যে মুহসিন সাহেবের মত ধোঁকাবাজ লেখক থেকে যেন আমাদেরকে হিফাজত করেন। আমীন

দ্বিতীয় ধোঁকাবাজির জবাব: আমি আগেও বলেছি যে এই সনদের 'আলী ইবনু রাবী'আহ' কোন বর্ণনাকারী নন; বরং এই হাদিসের আলোচ্য বিষয় হল তিনি কি আমল করতেন তা নিয়ে। আর সকলেই অবগত আছি, তাবেঈগণ আমল শিক্ষা গ্রহণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম থেকে। ইমাম যাহাবী (রহ.) আলী ইবনু রাবী'আহ সম্পর্কে লিখেন-

حَدَّثَ عَنْ: عَلِيٍّ، وَأَسْمَاءَ بنِ الحَكَمِ، وَالمُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ.

-"তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন, আলী, আসমা ইবনে হাকাম, মুগীরা ইবনে শু'বা, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে।"[২৪৮১] সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম ও উচ্চ পর্যায়ের তাবেঈগণ ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন।

হাদিস নং. ১২

ইমাম বায়হাকী (রহ.) সংকলন করেন-

وَأَنبأ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ أَبُو الْخَصِيبِ قَالَ: كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً

-"হযরত আবু খুছাইব (রহ.) বলেন, হজরত সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা.) আমাদেরকে নিয়ে রমজান মাসে পাঁচ তারাবীহ তথা ২০ রাকাত পড়তেন।"[২৪৮২]

২৪৮১ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৪৮৯পৃ. ক্রমিক. ১৮৮ তিনি আরও বলেন- وَثَّقَهُ: يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ. -"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন।"

২৪৮২ .ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৬৯৯পৃ. হা/৪২৯০, ইমাম নিমভী, আছারুছ সুনান, ২৫৮

সনদ পর্যালোচনা :

এ হাদিস প্রসঙ্গে আহলে হাদিসদের জঘন্য মিথ্যাচার ও তাঁর দাঁতভাঙ্গা জবাব :

মুহসিন সাহেব তার 'তারাবিহ' নামাযের গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"এ আছারটি যঈফ এবং মুনকার। এর সনদে আবুল খুছাইব রয়েছে। তাকে মুহাদ্দিছগণ চিনেন না। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, সে অপরিচিত নামক রাবী অত্যন্ত দুর্বল। তিনি অন্যত্র বলেন, 'তার পরিচয় জানা যায় না।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যারা সাধারণ শিক্ষিত তারা তার এই আহলে হাদিসের ধোঁকাবাজির কৌশল বুঝতে খুবই কষ্ট হয়ে যাবে। মুহসিন সাহেব যে 'আবুল খুছাইব' এর কথা বলে ইমাম যাহাবীর মিযানুল ই'তিদালের ধোঁহাই দিয়ে এটি করেছেন। এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো যে আসলে তিনি উক্ত রাবীর বিষয়ে কী লিখেছিলেন এবং কোন রাবীর বিষয়ে এ কথা লিখেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর জীবনী লিখার শুরুতেই লিখেছেন-

زياد بن عبد الرحمن [د] أبو الخصيب. تابعي بصري.

-"যিয়াদ ইবনে আব্দুর রাহমান (যার হাদিস আবু দাউদে বর্ণিত) তার উপনাম আবুল খুছাইব তিনি বসরার অধিবাসী একজন তাবেয়ী ছিলেন।"[২৪৮৩] তাহলে বুঝা গেল তিনি রাবী আবুল খুছাইব কে চিনেন। যাহাবী এরপর আরও লিখেছেন-

عن ابن عمر. لا يعرف وذكره ابن حبان في الثقات.

-"তিনি সাহাবী ইবনে উমর (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিষয়ে (বিস্তারিতভাবে) আমি পরিচিত নই। তবে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।"[২৪৮৪] তাহলে দেখুন মুহসিন সাহেব ইমাম যাহাবী (রহ.)'র সম্পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করেননি। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) হচ্ছেন রাবীদের সমালোচনাকারীদের একজন অথচ তিনি তাকে সিকাহ বলেছেন।[২৪৮৫] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার সম্পর্কে লিখেছেন- مقبول -"তিনি মকবুল রাবী।"[২৪৮৬] এ পর্যন্ত মুহসিন সাহেবের দাবীকৃত আবুল খুছাইবের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোকপাত করলাম যে তিনিও গ্রহণযোগ্য রাবী। এবার আমরা দেখবো যে এই আবুল খুছাইব কি আমাদের আলোচ্য হাদিসের রাবী কিনা?

বিন মুহসিন সাহেবের জালিয়াতীর নমুনা :

মুহসিন সাহেব আপত্তিকর যে রাবীর আলোচনা করেছেন তার মূল নাম হচ্ছে 'যিয়াদ বিন আব্দুর রাহমান' আর তার উপনাম হল আবুল খুছাইব। আর আমাদের বায়হাকীর সনদের হাদিসের আলোচ্য রাবীর মূল নাম হচ্ছে 'নাফাআত ইবনে মুসলীম' আর

২৪৮৩ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৯২পৃ. ক্রমিক.২৯৫০

২৪৮৪ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৯২পৃ. ক্রমিক.২৯৫০

২৪৮৫ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৪/২৫৬পৃ. ক্রমিক.২৭৯১

২৪৮৬ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরিবুত-তাহযিব, ১/২২০পৃ. ক্রমিক.২০৮৯

Scanned b

আল্লাহর কী কুদরত তার উপনামও আবুল খুছাইব। আর ধোঁকাবাজ মুহসিন তাদের উভয়ের উপনাম এক বলে অপরিচিত রাবীর নাম দিয়ে এ হাদিসকে জাল যঈফ প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে তার এ চুরি কেউ ধরতে পারবে না। তিনি বুঝি ভুলে গেছেন তাঁর এ মিথ্যাচারের জবাব দেয়ার জন্য ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অনেক গোলাম এখনও জিন্দা আছেন। আমাদের বক্তব্য হল এই উপনামের উক্ত দুই রাবীই সিকাহ।

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ বায়হাক্বী শরীফের হাশিয়ায় উল্লেখ আছে:

"صحيح": به ابو الخصيف وهو نفاعة بن مسلم الجعفي الكوفي ثقة وثقه ابن معين وابن شاهين وقال ابو حاتم: لا باس به وبقية رجاله ثقات

-"'এই হাদিস সহীহ'। ইহার সনদে 'আবু খুছাইব' রয়েছে যার মূল নাম 'নাফআত ইবনে মুসলীম আল জুফী আল কূফী, তিনি একজন বিশ্বস্থ রাবী, আর তাঁকে বিশ্বস্থ বলেছেন ইবনে মুঈন (রহঃ), ইমাম ইবনে শাহিন (রহঃ), ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রহঃ) বলেছেন: তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই, আর এ সনদের বাকী সকল রাবীগণ বিশ্বস্থ।"[২৪৮৭] বুঝা গেল এক সনদের রাবীকে আরেক সনদের রাবীর নাম দিয়ে মুহসিন সাহেব কঠিন ধোঁকাবাজি করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত ধোঁকাবাজদের থেকে রক্ষা করুন। আমাদের আলোচ্য হাদিসের রাবীকেও ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) সিকাহ রাবীর গ্রন্থে বিশ্বস্তদের তালিকায় তাকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন।[২৪৮৮] যেমন তিনি তাঁর জীবনী শুরু করার পরই লিখেন-

نفاعة بن مسلم أبو الخصيب الجعفيّ من أهل الكوفة يروي عن سُوَيْد بن غفلة

-"নাফআত বিন মুসলিম যার উপনাম হল আবুল খুছাইব আল-জাআফী তিনি কুফার অধিবাসী। তিনি সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রহঃ) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৪৮৯] মুহসিন সাহেবের ধোঁকাবাজি পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর জীবনীতে তার বিষয়ে কোন আপত্তি করেননি।[২৪৯০] ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) উল্লেখ করেন-

عن يحيى بن معين انه قال: نفاعة بن مسلم الجعفي ثقة.

-"তিনি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন 'নাফআত বিন মুসলিম আল-জাআদী' সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২৪৯১] ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন-

نا عبد الرحمن قال سألت ابي عن نفاعة بن مسلم فقال: ليس به باس.

-"আব্দুর রাহমান তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে 'নাফআত বিন মুসলিম আল-জাআদী' এর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে অতঃপর তিনি বলেন, তার

২৪৮৭. ইমাম বায়হাক্বী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/১৮৮ পৃ.
২৪৮৮. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৭/৫৪৭পৃ. ক্রমিক.১১৪০৭
২৪৮৯. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৭/৫৪৭পৃ. ক্রমিক.১১৪০৭
২৪৯০. ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৮/১৩৬পৃ. ক্রমিক.২৪৭০

...দিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৪৯২] ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার পৃথিবী ...দ্ধ গ্রন্থ 'তারিখুল ইসলামী' তে লিখেন- قال أبو حاتم، وغيره: لا بأس به. -"ইমাম আবু হাতেম (রহঃ)সহ অন্যান্য ইমামরা বলেছেন তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৪৯৩] ইমাম মুসলিম (রহঃ) উক্ত রাবীর জীবনীতে তার বিষয়ে কোন ...রু করেননি।[২৪৯৪]

...সুতরাং প্রমাণিত হলো যে এই হাদিসটি সহীহ এবং আরও প্রমাণিত হল, হজরত সুয়াইদ ...নে গাফালা (রহঃ) তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে রমজান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ ...ড়েছেন, যেমনটি আমরাও পড়ে থাকি।

...ক্তব্য যে, সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রাঃ) এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি রাসূলে পাক (ﷺ) ...র ওফাতের দিন মদিনায় আগমন করেন ও চার খলিফার যামানাই দেখেছেন এবং ...দের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৪৯৫] তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় উপস্থিতও ...ছিলেন।[২৪৯৬] এর পরবর্তী যুগে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের আমলও দেখেছেন।

...দিস নং. ১৩

...ইমাম মালেক (রহঃ) সংকলন করেন-

مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

-"ইমাম মালেক (রহঃ) হযরত ইয়াযিদ ইবনে রুমান (রহঃ) বর্ণনা করেন, তিনি ...লেন: হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর জামানায় লোকেরা রমজান মাসে ২৩ রাকাত পড়েছেন।"[২৪৯৭]

...সনদ পর্যালোচনা:

...এ হাদিস প্রসঙ্গে আহলে হাদিস মুহসিনের জঘণ্য মিথ্যাচার ও তাঁর দাঁতভাঙ্গা জবাব:

মুহসিন সাহেব তার তারাবিহ নামাযের গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেন-"আছারটি নিতান্তই যঈফ ও মুনকার। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, 'ইয়াযিদ বিন রুমান ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি (টিকায় তিনি আলবানীর ইরওয়াউল গালীলের দলিল দিয়েছেন)।"

২৪৯২. ইমাম আবু হাতিম, জারহাহ ওয়া তা'দিল, ৮/৫১১পৃ. ক্রমিক.২৩৪১
২৪৯৩. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/৯৯৭পৃ. ক্রমিক.৪৪৮
২৪৯৪. ইমাম মুসলিম, কুনী ওয়াল আসমা, ১/২৯৫পৃ. ক্রমিক.১০৪০
২৪৯৫. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ১/৪৩পৃ. ক্রমিক.৩৬,
২৪৯৬. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ১/৪৩পৃ. ক্রমিক.৩৬,
২৪৯৭. ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা, ২/১৫৯পৃ. হা/৩৮০, ইমাম বায়হাকী, মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার, ৪/৪২পৃ. হা/৫৪১১, ও সুনানিল কোবরা, ২/৬৯৯পৃ. হা/৪২৮৯, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৪/১২০পৃ. হা/৯৯, ...বিন হাজার, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৬ পৃ:; আল মুনতাকা, ১/২০৯ পৃ: নিমভী, আছারুস সুনান, ২৫৭ পৃ:; মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেশকাত, ৩য় খণ্ড, ৩৪৫ পৃ., ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, ১ম খণ্ড, ৪৮০ পৃ.

Scanned by C

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই হাদিসটিকে মুহসিন সাহেব ও আলবানীর পূর্বে আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস মুনকার তো দূরের কথা যঈফ বলেননি। তিনি দাবি করেছেন যে ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) নাকি বলেছেন যে 'ইয়াযিদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি' আমি মুহসিন সাহেবকে বলতে চাই যে, এটি ইমাম বায়হাকীর কোন গ্রন্থ হতে দেখাতে পারবেন?? আপনাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম। আলবানী এটিকে যঈফ বলেছেন মাত্র; আর মুহসিন সাহেব আর একধাপ এগিয়ে মুনকার বলে দিলেন। কোন হাদিসকে মুনকার বলা হয় তিনি তাও জানেন না। অথচ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম জুরকানী (رحمه الله) যিনি মুয়াত্তায়ে মালেকের ব্যাখ্যা করেছেন; অথচ তিনি এ হাদিসের সনদের বিষয়ে কোন আপত্তি করেননি। তিনি শুধু তার নামের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

(ابْنِ رُومَانَ) بِضَمِّ الرَّاءِ الْمَدَنِيُّ الثِّقَةُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ.

-"তিনি মদিনার অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর ওফাত হল ১৩০ হিজরী।"[২৪৯৮] মুহসিন সাহেবের ফাতওয়া অনুযায়ী তিনি যদি এরসাল করার দরুণ মুরসাল হয়েও থাকেন তাহলেও হাদিসটি গ্রহণযোগ্য।

প্রথমত . মুহসিন সাহেবই বুকে হাত বাঁধার হযরত তাউস (رحمه الله)-এর একটি যঈফ মুরসাল হাদিসকে তিনি সহীহ বলেছেন। (তথ্য সূত্র ঃ মুহসিন, জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (দ.)-এর ছালাত' গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠা) তাই তার নিজস্ব বক্তব্য অনুসারেই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য; কারণ এই তাবেয়ী বিশ্বস্ত ও তার হাদিস গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) তাঁর জীবনীতে লিখেন-

قال النسائي: ثقة وذكره بن حبان في الثقات قال بن سعد عن الواقدي وغيره مات سنة ثلاثين ومائة وكان عالما كثير الحديث ثقة قلت: وقال إسحاق بن منصور عن بن معين ثقة

-"ইমাম নাসাঈ বলেন তিনি সিকাহ, ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمه الله) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করেছেন। ইমাম ইবনে সা'দ (رحمه الله) ওয়াকেদীসহ অনেকের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে তিনি ১৩০ হিজরীতে ওফাত বরণ করেছেন এবং তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন, বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম ইসহাক বিন মানসূর ইমাম ইবনে মাঈন (رحمه الله) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, উক্ত রাবী হাদিস বর্ণনায় বিশ্বস্ত।"[২৪৯৯] ইমাম ইবনে হাজারের মত অভিমত ইমাম মিযযী (رحمه الله)ও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।"[২৫০০] তিনি আরও লিখেছেন-

رَوَى عَنْ: أَنَس بن مالك، وسالم بن عَبد الله بْن عُمَر، وصالح بْن خوات بْن جبير وعَبد الله بْن الزبير

২৪৯৮ .ইমাম জুরকানী, শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১/৪২০পৃ.
২৪৯৯ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৩২৫পৃ. ক্রমিক.৬৩৫
২৫০০ .ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩২/১২৩পৃ. ক্রমিক. ৬৯৮৬

-"তিনি সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর, সালেহ বিন খাওয়াত বিন জুবায়ের এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।"[২৫০১] ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন- رَوَى عَنْ: أَبِي هُرَيْرَةَ -"তিনি আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।"[২৫০২] বুঝা গেল তিনি তাবেয়ী ছিলেন, এটি যেহেতু একটি খবর আর কোন খবরের জন্য তার যামানা পাওয়া শর্ত নয়। তাই তিনি অন্যান্য সাহাবীদের থেকেই জানতে পেরেছেন যে হযরত উমরের যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ হত।

দ্বিতীয়ত ঃ আমি বলব, বিশ্বস্ত রাবীর মুরসাল হাদিসের সমর্থনে হাদিস পাওয়া গেলে সকল উসূলে হাদিস বিশারদের মতে সেই হাদিস সহীহ বা গ্রহণযোগ্য। এ জাতীয় মুরসাল সম্পর্কে সকলের পূর্বে আহলে হাদিস ও দেওবন্দীদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি উসূলে হাদিসের মূলনীতি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ইবনে তাইমিয়া তাঁর একটি প্রসিদ্ধি গ্রন্থে লিখেন-

وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ الَّذِي لَهُ مَا يُوَافِقُهُ، أَوْ الَّذِي عَمِلَ بِهِ السَّلَفُ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ

-"যে মুরসাল হাদিসের অনুকূলে অন্য কোন কিছু পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসূরিগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।"[২৫০৩] তাই হযরত উমরের যামানায় বিশ রাক'আত তারাবীহ ত এই বিষয়ে ৩-৪টি বর্ণনা ইতোপূর্বে দেখেছি; তাই এ মুরসালটিও গ্রহণযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই; যা আমরা ইবনে তাইমিয়ার কিতাব থেকে প্রমাণ পেলাম। আহলে হাদিসদেরকে ইবনে তাইমিয়ার এ বক্তব্য থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

বায়হাকী উল্লেখ করে বায়হাক্বীর হাশিয়ায় উল্লেখ আছে: وسنده صحيح -"ইহার সনদ সহীহ।" (বায়হাক্বী শরীফ, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন)।

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা নিমভী (رحمه الله) বলেন: اسناده مرسل قوي -"এই হাদিসের সনদ মুরছাল ও শক্তিশালী।"[২৫০৪]

সুতরাং শক্তিশালী রেওয়াত দ্বারা আবারো প্রমাণ হলো সাহাবায়ে কেরাম ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন।

হাদিস নং . ১৪ :

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً

২৫০১ .ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩২/১২৩পৃ. ক্রমিক. ৬৯৮৬
২৫০২ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৩৩৯পৃ. ক্রমিক. ৩০১
২৫০৩ .ইবনে তাইমিয়া, আলফাতাওয়াল কুবরা, ৬/৪৭পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৮হি.
২৫০৪ . নিমভী, আছারুছ ছুনান, ২৪৭ পৃ::

Scanned by C

-"হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এক ব্যক্তিকে লোকদেরকে নিয়ে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।"[২৫০৫]

আপত্তি ও নিষ্পত্তিঃ এ হাদিসটির সনদ প্রসঙ্গে আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'তারাবিহর নামাযের রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- "আছারটি যঈফ ও মুনকার। আল্লামা নীমভী হানাফী বলেন, 'ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ওমর (রা.)-এর যুগ পাননি।"

আপত্তি নিষ্পত্তিঃ আমি মুহসিন সাহেবকে বলবো, আপনি উসূলে হাদিস কষ্ট করে জেনে করে পড়েন কিভাবে হাদিস মুনকার হয়। তারপর আমি বলবো, আপনি আপনার পূর্বের একজন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসের নাম পেশ করুন যে হাদিসকে মুনকার বলেছেন। তিনি আল্লামা নীমভী (রহ.)-এর বক্তব্যের প্রথম অংশ দিয়ে দলিল দিয়েছেন। এরপর তিনি কী বলেছেন তা আর তা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করলেন না। আল্লামা নীমভী (রহ.) বলেনঃ واسناده مرسل قوي-"এই হাদিসের সনদ মুরছাল ও শক্তিশালী।"[২৫০৬] তাই আমি বলবো নিমভীর নামে মিথ্যাচার বলা বন্ধ করুন।

ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি জমহুরের মতে 'মুরসাল' রেওয়ায়েতের সমর্থনে হাদিস পাওয়া গেলে সে হাদিস দলিল যোগ্য। অপরদিকে এটি ইবনে তাইমিয়াও স্বীকার করেছেন।

সর্বোপরি يَحْيَى بْنِ سَعِيد যার মূল নাম 'ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বিন কায়েস বিন আমর' একজন উঁচু মাপের তাবেঈ ও সিক্বাহ রাবী। ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর জীবনীতে লিখেন-

وقال الثوري: كان من الحفاظ. وقال أبو حاتم ثقة

-'ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী বলেন, তিনি হাফেজুল হাদিস ছিলেন, ইমাম আবু হাতেম বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন।"[২৫০৭] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وقال العجلي: ثقة فقيه رجل صالح -'ইমাম ইজলী (ওফাত.২৬১হি.) বলেন, তিনি সিকাহ, ফকীহ এবং হাদিস বর্ণনায় একজন সৎ লোক ছিলেন।"[২৫০৮] তাই বুঝা গেল তিনি সাহাবাদের আমলের বিষয়টি প্রসিদ্ধ হিসেবে জানতেন। তবে এর সাথে সহীহ রেওয়াতের মিল থাকাই অবশ্যই ইহার উপর আরো নির্ভরযোগ্য হিসেবে আমল করা জায়েয। মুহসিন সাহেব উক্ত তাবেয়ীর বিষয়ে লিখেছেন-"সে আনাস (রা.) ছাড়া অন্য কোন ছাহাবী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছে বলে আমি অবগত নই।" এবার সে সত্য না মিথ্যা বলেছে তা যাচাই করার পালা। ইমাম যাহাবী (রহ.) ও ইমাম নববী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেছেন-

حدث عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخلق

-"তিনি সাহাবী আনাস বিন মালেক, সায়িব বিন ইয়াযিদ, আবি উমামা বিন সাহল (রা.) হতে হাদিস শুনেছেন এবং উঁচু মাপের তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এবং কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর সিদ্দীক (রা.) সহ অনেক থেকে হাদিস শুনেছেন।"[২৫০৯] ইমাম খতিব বাগদাদী (রহ.) আরও একটু বৃদ্ধি করে সংকলন করেন-

سَمِعَ: أنس بْن مالك، والسائب بْن يزيد، وعبد الله بْن عامر بن ربيعة، وأبا أمامة بْن سهل بْن حنيف، وسعيد بْن المسيب، والقاسم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصديق، وسليمان بْن يسار، وأبا سلمة بْن عَبْد الرحمن بْن عوف، وغيرهم.

-"তিনি হাদিস শ্রবন করেছেন, খাদেমুর রাসূল (ﷺ) আনাস বিন মালেক, সায়িব ইবনে ইয়াযিদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আমের, আবু উমামা,....সুলাইমান বিন ইয়াসার (রা.), আবি সালমা বিন আব্দুর রাহমান বিন আউফ এবং অন্যান্য থেকে।"[২৫১০] অনুরূপ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)ও বলেছেন।[২৫১১] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় রেখে অনেক সাহাবীদের সাক্ষাত পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫১২] খুব সহজেই মুহসিন সাহেবের মিথ্যা বক্তব্যের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল। তাহলে বুঝা যায় যে তিনি যেহেতু সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রা.)-এর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আর উক্ত সাহাবী যেহেতু উমর (রা.)-এর যামানায় ২০ রাক'আত তারাবির নামাযের কথা বর্ণনা করেছেন সেহেতু এই বর্ণনাটিও উক্ত সাহাবীর ছাত্র 'ইয়াহইয়া' তাঁর সহ থেকে শুনেছেন বলে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আর তিনি তো হযরত উমর (রা.) এর সাক্ষাতের কোন বিষয় নয়; এটি একটি খবর আর খবরের জন্য ঐ সময় উপস্থিত হওয়া শর্ত নয়।

হাদিস নং. ১৫ :

ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ

-"তিনি হুমাইদ বিন আব্দুর রাহমান থেকে তিনি তিনি হাসান (রহ.) থেকে, তিনি তাবেয়ী হযরত আব্দুল আযিয ইবনে রফাঈ (রহ.) হতে তিনি বলেন, হযরত উবাই

২৫০৫ . ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/১৬৩ পৃ., হা/৭৬৮২, নিমভী, আছারুছ ছুনান, ২৪৭ পৃঃ।
২৫০৬ . ইমাম নিমভী, আছারুছ ছুনান, ২৪৭ পৃঃ।
২৫০৭ . ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১০৪পৃ. ক্রমিক. ১৩০
২৫০৮ . ইমাম যাহাবী, [illegible]

২৫০৯ . ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১০৪পৃ. ক্রমিক. ১৩০, ইমাম নববী, তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/১৫৩পৃ. ক্রমিক. ৬৮২
২৫১০ . খতিবে বাগদাদী, তারিখু বাগদাদ, ১৬/১৫৫পৃ. ক্রমিক.৭৩১৮
২৫১১ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/২২১পৃ. ক্রমিক. ৩৬১
২৫১২ . ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৫/৫২১পৃ. ক্রমিক. ৬০৩৩

Scanned by C

ইবনে কা'ব (রা.) লোকদেরকে নিয়ে মদিনায় বিশ রাকাত তারাবীহ্ ও তিন রাকাত বিতির পড়তেন।"[২৫১৩]

আপত্তি: আহলে হাদিস মুহসিন তার 'তারাবীহর নামাযের রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"এটিও যঈফ ও মুনকার। আল্লামা নীমভী হানাফী বলেন, আব্দুল আযীয ইবনে রাফী উবাই ইবনু কা'ব-এর যুগ পাননি।"

নিষ্পত্তি: সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আবারও তিনি উসূলে হাদিসের নিয়ম না জানার কারণে এটিকে মুনকার বলেছেন। আমরাও বলছি যে এ তাবেয়ী হাদিসটি এরসাল করার কারণে মুরসাল হয়েছে। সিকাহ তাবেয়ীর মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আমি আশ্চর্যিত যে মুহসিন সাহেব কোন উসূলে হাদিসের ভিত্তিতে এ সনদটিকে যঈফ ও মুনকার ফাতওয়া দিলেন?? মুহসিন সাহেব ইমাম নীমভী (রহ.)-এর নামে মিথ্যাচার করেছেন। তিনি রাবীর নামও শুদ্ধ লিখেননি। অপরদিকে ইমাম নীমভী (রহ.) হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেছেন যে- واسناده مرسل قوي -"এই হাদিসের সনদ মুরসাল ও শক্তিশালী।"[২৫১৪] সমকালিন তাহকীককারী শায়খ শুয়াইব আরনাউত এই হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেন- وهذا مرسل قوي السند -"এটি মুরসাল তবে সনদ শক্তিশালী।"[২৫১৫] এটি কী মুহসিন সাহেব চোখে কালো চশমা লাগানোর কারণে দেখেননি? নাকি দেখেও না দেখার ভান ধরছেন? চোখে সমস্যার কারণে আমি তাকে কচু শাক খাওয়ার অনুরোধ করবো।

হাদিসটি 'মুরসাল' হলেও এর সনদে কোন অভিযুক্ত রাবী নেই। এজন্যই মুহসিন সাহেব আর কোন ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে পারেননি। অনেক সময় কিছু বিষয় অধিক প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে কোন কোন রাবী মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ২০ রাকাত তারাবীহর ব্যাপারটিও ঠিক এরূপ প্রসিদ্ধ ছিল।

ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন- المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ -"রাবী 'আব্দুল আজিজ ইবনে রাফী বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারী।"[২৫১৬] তিনি তাঁর জীবনীতে আরও উল্লেখ করেন-

حَدَّثَ عَنِ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَالقَاضِي شُرَيْحٌ، وَزَيْدُ بنُ وَهْبٍ، وَعُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ، وَعِدَّةٍ.

-"তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে এবং উঁচু মাপের তাবেয়ী কাযি শুরাইহ, যায়েদ বিন ওহ্হাব,

২৫১৩. ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/১৬৩ পৃ:হা/৭৬৮৪; ইমাম নীমভী, আছারুস সুনান, ২৪৭ পৃ:।

২৫১৪. ইমাম নীমভী, আছারুস-সুনান, ২৪৭ পৃ.

২৫১৫. শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা, ১/৪০১পৃ. মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, ১৪০৫হি.

২৫১৬. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৫/৫২৫পৃ. ক্রমিক. ৭১১

উবায়দ বিন উমাইরসহ অনেক থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৫১৭] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

قَالَ البُخَارِيُّ: رَأَى عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

-"ইমাম বুখারী বলেন, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) কে দেখেছেন।"[২৫১৮] তার সহীহ হাদিস বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।[২৫১৯] তাই বুঝা গেল তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেঈ ও সিক্বাহ বা বিশ্বস্থ রাবী ছিলেন, ফলে তিনি সাহাবাদের আমলের বিষয়টি প্রসিদ্ধ হিসেবে জানতেন। তবে এর সাথে সহীহ রেওয়াতের মিল থাকাই অবশ্যই ইহার উপর অধিক নির্ভরযোগ্য হিসেবে আমল করা জায়েয। তাই মহান রবের দরবারে মুহসিন সাহেবের মত ধোঁকাবাজ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন

হাদিস নং. ১৬ :

ইমাম দাউদ ও ইমাম যাহাবী (রহ.) সংকলন করেন-

يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: عَنِ الحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِم عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

-"ইউনুস বিন উবায়দ (রহ.) হযরত হাসান বসরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় উমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এর নেতৃত্বে মানুষদেরকে একত্রিত করেন এবং বিশ রাক'আত তারাবীহ্ নামায পড়ান।"[২৫২০]

সনদ পর্যালোচনা ঃ এই সনদটি মুরসাল হলেও সহীহ। হযরত হাসান বসরী (রা.) সকলের নিকট বিশ্বস্ত তাবেয়ী। তিনি উমরের যামানা না পেলেও তিনি হযরত উসমানের যামানা পেয়েছেন। আর তিনি অসংখ্য সাহাবী থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন এবং সাক্ষাত লাভ করেছেন; তাদের থেকে এই বিষয়টি জেনেছেন।[২৫২১]

হাদিস নং. ১৭-১৮ :

ইমাম আবী শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

-"আমাকে ইমাম ওয়াকী বলেছেন, তাকে হাসান বিন সালেহ তাকে আমর বিন কায়েস তিনি তাবেয়ী ইবনে আবিল হাসনা (রহ.) হতে তিনি বলেন, নিশ্চয় আলী (রা.) এক

২৫১৭. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৫/৫২৫পৃ. ক্রমিক. ৭১১

২৫১৮. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৫/৫২৫পৃ. ক্রমিক. ৭১১

২৫১৯. সহীহ বুখারী, হা/১২৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৪

২৫২০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ১/৪০১পৃ. ক্রমিক.৮২, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এর জীবনীতে, ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/২০২ পৃ..(ভারতীয় ছাপা)।

২৫২১. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৪/৪৬৩পৃ. ক্রমিক.২২৩ তিনি উল্লেখ করেন- رَأَى عُثْمَانَ، وَطَلْحَةَ، وَالكِبَارَ -"তিনি হযরত উসমান (রা.), তালহা (রা.)সহ আরও অনেক বড় সাহাবীদের দেখেছেন।"

Scanned by C

ব্যক্তিকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ায়।"[২৫২২]

আহলে হাদিসদের ভুয়া তাহকীকের দাঁতভাঙ্গা জবাব : আহলে হাদিস মুহসিন তার 'তারাবীহর নামাযের রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি যঈফ অথবা জাল। এর সনদে আবু সা'দুল বাকাল ও আবুল হাসানা দু'জন ত্রুটিযুক্ত রাবী রয়েছে।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখুন যে ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (رحمه الله)-এর সনদে 'আবু সা'দুল বাকাল' নামে কোন রাবী আছে কী না। বুঝা গেল মুহসিন সাহেব জঘণ্য মিথ্যাবাদী। তবে উক্ত রাবী ইমাম বায়হাকীর সনদে রয়েছেন। তবে তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত। যেমন ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) হাদিসটি সংকলন করেন-

أنبأ أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ فَنْجَوَيْهِ الدَّيْنَوَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى السُّنِّيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ السُّلَمِيُّ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً

-"ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) যথাক্রমে..আবি সা'দ বাক্কাল (رحمه الله) থেকে তিনি আবিল হাসনা (رحمه الله) হতে তিনি বলেন, নিশ্চয় আলী (رضي الله عنه) এক ব্যক্তিকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ায়।"[২৫২৩] বুঝা গেল এই হাদিসটি দুটি ধারায় অর্থাৎ আবুল হাসনার দুজন ছাত্র হাদিসটি তার থেকে সংকলন করেছেন। বায়হাকীর সনদের রাবী তাবেয়ী 'আবি সা'দ আল-বাক্কাল' সিকাহ বা বিশ্বস্ত হওয়া সম্পর্কে আমি নামাযে আস্তে আমিন বলার আলোচনায় ১০ নং হাদিসের সনদ পর্যালোচনায় উল্লেখ করেছি; পাঠকবৃন্দের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। মুহসিন সাহেব রাবী 'আবুল হাসনা' কে জোর করে অপরিচিত বানাতে চেয়েছেন। তিনি রাবীর নাম শুদ্ধ লিখেননি। তিনি হাসনাকে হাসানা মনে করেছেন। আবার নিজেই আলবানীর দলিল দিয়ে তার গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় দাবি করছেন- "তাছাড়া আবুল হাসানা ও আলী (رضي الله عنه)-এর মাঝে আরো দু'জন রাবী রয়েছে, যা সনদে উল্লেখ নেই।"

আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব :

তিনি রাবীর নামও শুদ্ধ করে লিখতে পারেননি। নাম হচ্ছে 'হাসনা' তিনি লিখেছেন 'হাসানা'। তাবেয়ী আবুল হাসনা (رحمه الله)-এর ছাত্র 'আবি সা'দ বাক্কাল' থেকেই প্রমাণিত আছে যে তিনি সাহাবী ও অনেক উচু পর্যায়ের তাবেয়ীদের থেকে হাদিস শুনেছেন; আর

২৫২২. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/১৬৩পৃ. হা/৭৬৮১, বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা,
২৫২৩. বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৬৯৯পৃ. হা/৪২৯২

আবুল হাসনা তো তার উস্তাদই, তাহলে তার থেকে প্রমাণিত হবে না কেন? যেমন ইমাম যাহাবী (رحمه الله) 'আবি সা'দ বাক্কাল' জীবনীতে লিখেন-

روى عن أنس، وأبي وائل، وعكرمة

-"তিনি সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (رضي الله عنه), তাবেয়ী আবি ওয়ায়েল এবং ইকরামা (رحمه الله) হতে হাদিস শুনেছেন।"[২৫২৪] তাই বুঝা গেল সনদের মাঝখানে একাধিক রাবী বাদ পড়ার আপত্তি মিথ্যা এবং হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর সনদের দু'জন রাবীই তাবেয়ী ছিলেন। তবে আবি সা'দ (رحمه الله) আলী (رضي الله عنه) হতে হাদিস শুনা প্রমাণিত নয়, তবে তার উস্তাদ আবুল হাসনা (رحمه الله) থেকে শুনা প্রমাণিত। তাবেয়ী আবুল হাসনার গ্রহণযোগ্যতা (যার মূল নাম হল হাসান বিন আবিল হাসনা) প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী লিখেন- وثقه ابن معين، وهو بصرى. -"ইমাম ইবনে মাঈন (رحمه الله) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিল এবং বসরার অধিবাসী ছিল।"[২৫২৫] তাই বুঝা গেল এই সনদটি সহীহ।

হাদিস নং ১৯ :

ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدَكَ الرَّازِيُّ، ثنا أَبُو عَامِرٍ عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ

-"ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) যথাক্রমে..তাবেয়ী আতা ইবনু সায়িব থেকে তিনি তাবেয়ী আবি আব্দুর রাহমান সুলাইমী (رحمه الله) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রমযান মাসে মাওলা আলী (رضي الله عنه) ক্বারীগণকে আহবান করলেন। অতঃপর তাঁদের মধ্যে হতে একজনকে নির্দেশ দান করলেন, বর্ণনাকারী বলেন, মাওলা আলী (رضي الله عنه)যেন লোকদেরকে ২০ রাক'আত নামায পড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আলী (رضي الله عنه) শুধু তাদের সাথে শুধু বিতর পড়তেন।"[২৫২৬]

সনদ পর্যালোচনা : আহলে হাদিস মুহসিন তার 'তারাবীহর নামাযের রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এতে আতা ইবনু সায়েব ও হাম্মাদ ইবনু শু'আইব নামে দু'জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি তাবেয়ী রাবী 'আতা ইবনে সায়িব'-এর সিকাহ বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ইতোপূর্বে এ বিষয়ের ৯০ নং হাদিসের সনদ পর্যালোচনা বিস্তারিত দেখার অনুরোধ করবো।

২৫২৪. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৫৮পৃ. ক্রমিক/৩২৭১
২৫২৫. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৪৮৫পৃ. ক্রমিক/১৮৩৬
২৫২৬. বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৬৯৯পৃ. হা/৪২৯১

Scanned by CamSca

দ্বিতীয়ত . এই সনদের আহলে হাদিসদের দ্বিতীয় আপত্তিকর রাবী হল 'হাম্মাদ ইবনু শু'আইব'। আমি বলবো তিনি নিজে কোন দিন আমার মনে হয় আসমাউর রিজালের কিতাব পড়েননি এজন্য রাবীর বিষয়ে মনে যা আসে তাই লিখেন। আমি তাঁর সম্পর্কে বলবো, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর গ্রন্থে তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[২৫২৭] আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব তার আরেক আহলে হাদিস ভাই মোবারকপুরীর দলিলের মাধ্যমে দাবী করেছেন যে, ইমাম নাসাঈ (রহ.) নাকি উক্ত রাবীকে যঈফ বলেছেন। আমি এর জবাবে বলতে চাই যে ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর ওফাতের ১২শ বছর পরে তাঁর এ অভিমত কাট মোল্লা মোবারকপুরী কোথায় হতে পেলেন? এর জবাব কী আমি মুহসিন সাহেব থেকে পাব? ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর জীবনীতে লিখেন- قال أبو زرعة لا بأس به- "হাফিজুদ্দনীয়া ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) বলেন, তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৫২৮] ইমাম যাহাবী ও নাসাঈ (রহ.) যে রাবী নিয়ে আপত্তি করেছেন আসলে মূলত সে এই সনদের রাবী নন।[২৫২৯] তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে ব্যর্থ চেষ্টা বন্ধ করুন।

হাদিস নং. ২০ :

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلَفٍ، عَنْ رَبِيعٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ

-"গুনদার তিনি ইমাম শুবা থেকে তিনি খালাফ থেকে তিনি রাবেঈ থেকে তিনি বলেন, তাবেয়ী হযরত আবিল বাখতারী (রহ.) রমযানে পাঁচ বৈঠকে (৪ × ৫ =২০) তারাবীহ পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন।"[২৫৩০]

সনদ পর্যালোচনা : আহলে হাদিস মুহসিন তার 'তারাবীহর নামাযের রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"এই আছারটি জাল।.. আবুল বাখতারী একজন মিথ্যুক রাবী। আল্লামা যাহাবী বলেন, 'কোন যুগেই তার পরিচয় পাওয়া যায়নি।" আপত্তির নিষ্পত্তিঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাবেয়ী আবিল বাখতারী (রহ.) এই সনদের কোন রাবী নন; বরং তিনি হচ্ছেন এই হাদিসের বর্ণনাকারী। উক্ত তাবেয়ীর আমল কী ছিল তা হল এই হাদিসের মূল বিষয় বস্তু। অথচ মুহসিন সাহেব জাল, যঈফ প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে কোন রাস্তা না পেয়ে এই পদ্ধতী অবলম্বন করেছেন। মুহসিন সাহেব আরেকটি মিথ্যা বক্তব্য লিখেছেন যে-"মুহাদ্দিছ দুহাইস তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু হাজার আসক্বালানীও তার ত্রুটি বর্ণনা করেছেন (ইবনে হাজারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর লিখিত তাক্বরিবুত-তাহযিবের দলিল দিয়েছেন)।"

২৫২৭ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৮/৩৭৮পৃ. ক্রমিক. ১৩৯৭০
২৫২৮ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/১৬৪পৃ.
২৫২৯ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৫৯৬পৃ. ক্রমিক. ২২৫৪
২৫৩০ .ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/১৬৩পৃ. হা/৭৬৮৬

মুহসিন সাহেবের নিকট আমার জিজ্ঞাসা যে, মুহাদ্দিছ দুহাইস কোথায় তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন আর তার কোন কিতাবের নাম অথবা কোন আসমাউর রিজালের কোন কিতাবের নাম কেন উল্লেখ করেননি? আমার মনে হয় উল্লেখ না করার তার একটিই কারণ তাহলো ধোঁকাবাজি তার পেশা। অপরদিকে মুহসিন সাহেব ইমাম ইবনে হাজারের নামেও মিথ্যাচার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) উক্ত রাবী সম্পর্কে লিখেছেন- بصري صدوق -"তিনি বসরার অধিবাসী এবং সত্যবাদী ছিলেন।"[২৫৩১] আমরা আগে থেকেই জানি ইমামদের নামে মিথ্যাচার করা আহলে হাদিসদের চিরাচরিত অভ্যাস। ইমাম মিয্যী (রহ.) উল্লেখ করেন, ইমাম ওয়াকী (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন।[২৫৩২] ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

وقال ابن عدي: لا أعلم له حديثاً منكراً.

-"ইমাম আদি (রহ.) বলেন, আমি কোন আপত্তিকর হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।"[২৫৩৩] সহীহ মুসলিম শরীফে তাঁর বর্ণিত হাদিস রয়েছে।[২৫৩৪] ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাঁর সুনানে তাঁর হাদিসে সংকলন করেছেন।[২৫৩৫] তাই তাকে যঈফ বললে সহীহ মুসলিমের হাদিসকে যঈফ বলার শামিল। নাউযুবিল্লাহ

হাদিস নং. ২১ :

ইমাম যিয়া মাকদাসী (রহ.) (ওফাত. ৬৪৩হি.) সংকলন করেন-

اخبرنا أَبُو عبد الله مَحْمُود بن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن الثَّقَفِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِي اخبرهُم قِرَاءَة عَلَيْهِ أَنا عبد الْوَاحِد بن أَحْمد الْبَقَّال أَنا عبيد الله بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنا جَدِّي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ...... فَصَلَّى بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَة

-"ইমাম যিয়া মাকদাসী (রহ.) .....যথাক্রমে আবু জাফর রাজী (রহ.) থেকে তিনি রাবেঈ বিন আনাস (রহ.) থেকে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী আবিল বাখতারী (রহ.) হতে তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) উবাই ইবনু কা'বকে রমযান মাসে লোকদের সাথে ছলাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।......অতঃপর তিনি তাদের সাথে ২০ রা'কআত নামায আদায় করেছিলেন।"[২৫৩৬]

২৫৩১ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরিবুত-তাহযিব, ১/১২০পৃ. ক্রমিক.৬৪১
২৫৩২ .ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৪/২৪পৃ. ক্রমিক. ৬৪৩,ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৩০০পৃ. ক্রমিক.১১৩৪
২৫৩৩ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৩০০পৃ. ক্রমিক.১১৩৪
২৫৩৪ .সহীহ মুসলিম, হা/৬৩৪
২৫৩৫ .ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৪/২৪পৃ. ক্রমিক. ৬৪৩
২৫৩৬ .ইমাম মাকদাসী, আহাদিসুল মুখতার, ৩/৩৬৭পৃ. হা/১১৬১,

Scanned by CamScanner

সনদ পর্যালোচনা : আহলে হাদিস মুহসিন তার 'তারাবীহর নামাযের রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার।"

নিষ্পত্তিঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যিনি হাদিসটি সংকলন করেছেন তিনি স্বয়ং সনদের বিষয়ে সমাধান দিয়ে গেছেন যে- إسناده حسن -"এই হাদিসটির সনদ হাসান।"[২৫৩৭] মুহসিন সাহেব এই সনদের অন্যতম এক রাবী সম্পর্কে তার গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেন- "এর সনদে আবু জা'ফর নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে। যার আসল নাম ঈসা ইবনু আবী ঈসা মাহান'।

পাঠকবৃন্দ! আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব এই সনদকে যঈফ জাল প্রমাণের জন্য রাবীর উক্ত সিকাহ রাবীর নামে মিথ্যাচার করেছেন। ইমাম মিয্‌যী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন-

وَقَال حنبل بْن إسحاق ، عَن أحمد بْن حنبل: صالح الحديث

-"হাম্বল ইবনে ইসহাক তিনি ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু জাফর হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি।"[২৫৩৮] ইমাম মিয্‌যী আরও উল্লেখ করেন-

وَقَال إسحاق بْن مَنْصُور ، عَنْ يحيى بْن مَعِين: كان ثقة خراسانيا.... وَقَال أَحْمَد بْن سعد بْن أَبِي مريم ، عَن يحيى بْن مَعِين: يكتب حديثه ولكنه يخطئ. وَقَال أَبُو بكر بْن أَبِي خيثمة ، عَن يحيى بْن مَعِين: صالح. وَقَال عَباس الدُّورِيُّ ، عَنْ يحيى بْن مَعِين: ثقة

-"ইসহাক ইবনে মানছুর ইমাম ইবনে মাঈন হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আবু জাফর খুরাসানের সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী।....আহমাদ ইবনে সা'দ ইবনে আবি মারিয়াম তিনি ইমাম ইবনে মাঈন থেকে বর্ণনা করেন, তার হাদিস আমরা লিপিবদ্ধ করতাম তবে তিনি হাদিসে মাঝে মাঝে ভুল করতেন। (ইবনে মাঈনের আরেক ছাত্র) আবু বকর ইবনে আবি খায়ছামা তিনি ইবনে মাঈন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি। (ইমাম ইবনে মাঈনের প্রসিদ্ধ ছাত্র) আব্বাস দূরী তিনি ইমাম ইবনে মাঈন (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সে সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী।"[২৫৩৯] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وَقَال مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شَيْبَة ، عن علي ابن المديني، كان عندنا ثقة. وَقَال مُحَمَّد بن عَبد الله بن عمار الموصلي : ثقة....وَقَال أَبُو حاتم : ثقة، صدوق، صالح الحديث.

-"মুহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে আবি শায়বাহ তিনি ইমাম আলী ইবনে মাদীনী হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, সে আমাদের নিকট সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আম্মার মাউসূলী বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত......ইমাম আবু হাতেম বলেন, তিনি সিকাহ, সত্যবাদি, হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি।"[২৫৪০] ইমাম ইবনে আদি

২৫৩৭ .ইমাম মাকদাসী, আহাদিসুল মুখতার, ৩/৩৬৭পৃ. হা/১১৬১,
২৫৩৮ .ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১১/১৪৬-১৪৭ পৃ., ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ৩৩/১৯৪ পৃ. ক্রমিক. ৭২৮৪
২৫৩৯ .ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ৩৩/১৯৪ পৃ. ক্রমিক. ৭২৮৪
২৫৪০ .ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ৩৩/১৯৫ পৃ. ক্রমিক. ৭২৮৪

বলেন- وأرجو إنه لا بأس به -"আমি আশা রাখি তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৫৪১]

বুঝা গেল এই সনদের উক্ত রাবী সিকাহ এবং সনদের কোন যঈফ রাবী নেই। তাই ধোঁকাবাজদের থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুক। আমিন

হাদিস নং. ২২ :

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

-ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহিমাহুল্লাহ) তিনি আবু মুয়াবিয়া হতে তিনি হাজ্জাজ থেকে তিনি আবু ইসহাক সুবাঈ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি বলেন, বিখ্যাত তাবেয়ী হারেস (রহিমাহুল্লাহ) রমযান মাসে রাত্রিতে লোকদের ইমামতি করতেন। সেখানে তিনি বিশ রাক'আত নামায পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন।"[২৫৪২]

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি : আহলে হাদিস মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহেব তার 'তারাবীহ্র নামাযের রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-"এ বর্ণনাটিও জাল। এর সনদে হারিছ ও আবু ইসহাক্ব নামে ত্রুটিপূর্ণ ও কলঙ্কিত দু'জন রাবী রয়েছে। হারিছের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আর আবু ইসহাক সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী বলেন, 'সে মুনকার বর্ণনাকারীদের অর্ন্তভুক্ত।"

আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব : সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখানে মুহসিন সাহেব ৪টির বেশী মিথ্যাচার করেছেন। এক. এটিকে আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস জাল তো দূরের কথা যঈফ বলেননি। দ্বিতীয়ত. তাবেয়ী হারিছ (রহিমাহুল্লাহ) এ সনদের কোন রাবী নন। তিনি কিভাবে আমল করতেন তা ইমাম আবু ইসহাক সাবাঈ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন মাত্র; আবারও পুনরায় সেই ধোঁকাবাজিরই আশ্রয় নিলেন তিনি। আমি জানি হারিছের বিষয়ে মুহসিন সাহেব কোন যাচাই না করেই অনুমান করে বলে দিয়েছেন। এ ধরনের মূর্খতার প্রমাণ এর পূর্বে অনেক দিয়ে এসেছি। রাবী 'হারিছের' বিষয়ে আমি ইতপূর্বে আলোকপাত করেছি। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন- كبار علماء التابعين -"তিনি বড় তাবেয়ীদের আলেমদের একজন।"[২৫৪৩] তিনি কেমন তাবেয়ী সে সম্পর্কে যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) আরও লিখেন- عن علي، وابن مسعود. -"তিনি সাহাবী আলী (রা.) ও সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৫৪৪] যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وقال عباس، عن ابن معين: ليس به بأس. -"মুহাদ্দিস আব্বাস

২৫৪১ .ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ৩৩/১৯৬ পৃ. ক্রমিক. ৭২৮৪
২৫৪২ .ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/১৬৩পৃ. হা/৭৬৮৫
২৫৪৩ .যাহাবী, সিয়ার...

Scanned by Can

(رحمه الله) ইমাম ইবনে মাঈন (رحمه الله) হতে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন, তাঁর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৫৪৫] তিনি আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করেন-

وقال عثمان الدارمي: سألت يحيى بن معين عن الحارث الأعور، فقال: ثقة.

-"উসমান দারেমী (رحمه الله) বলেন, আমি ইবনে মাঈনকে হারিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে অতঃপর তিনি বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[২৫৪৬] তাঁর থেকে আবু ইসহাক হাদিস শুনা গ্রহণযোগ্য কিনা তা সম্পর্কে যাহাবী (رحمه الله) লিখেন-

وعنه عمرو بن مرة، وأبو إسحاق، وجماعة

-"তাঁর থেকে আমর বিন মুর্রাহ, ইমাম আবু ইসহাক (رحمه الله)সহ এক জামা'আত ইমামগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৫৪৭] বুঝতে পারলাম আহলে হাদিস এই কাট মোল্লা এমন মহান তাবেয়ীকে চিনেন না; তবে কেবল শুধু তার ইমাম আলবানীকেই ভাল করে চিনেন। তৃতীয়ত. অপরদিকে সিকাহ রাবী আবু ইসহাক সাবাঈ (رحمه الله) কেও আপত্তিকর বানিয়ে দিয়েছেন। তার বিশ্বস্ততা জানতে এই গ্রন্থের ঈদের নামাযের ৬ তাকবীরের প্রমাণের সপক্ষে ৩নং হাদিসের পর্যালোচনা। দেখুন আশা করি বিষয়টি বুঝে আসবে।

২০ রাক'আত তারাবীহ নামায কী হযরত উমর ও আলী (رضي الله عنهما)-এর যামানায় প্রমাণিত নয়?

আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম আলবানী ও তাঁর অনুসারীদের কঠিন আপত্তি যে তারা কোন অবস্থাতেই হযরত উমর (رضي الله عنه) ও আলী (رضي الله عنه) এর যামানায় ২০ রাক'আত তারাবিহ্ প্রমাণিত তা মানতে রাজী নন। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"ওমর (রাঃ) কখনো ২০ রাক'আত তারাবীহ্র নির্দেশ দেননি। তাঁর যুগে বিশ রাক'আত তারাবীহ চালু ছিল বলে যে কথা প্রচলিত আছে, তারও ছহীহ ভিত্তি নেই।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এতগুলো সহীহ থাকার পরও তিনি কীভাবে এত বড় মিথ্যাচারীতা করতে পারলেন আমি তা শুনে হতভাগ। এখন আমি আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া একটি বক্তব্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা খুবই প্রয়োজন মনে করছি।

১. ইবনে তাইমিয়া তার বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাবে লিখেন-

• فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. فَرَأَى كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ.

২৫৪৫ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৪৩৫পৃ.ক্রমিক.১৬২৭
২৫৪৬ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৪৩৫পৃ.ক্রমিক.১৬২৭
২৫৪৭ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, [illegible]

...প্রমাণিত যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (رضي الله عنه) রমযান মাসে লোকদেরকে নিয়ে ...রাক'আত তারাবীহ এবং তিন রাক'আত বিতির পড়তেন। তাই অনেক ওলামায়ে ...গণ এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, এটিই সুন্নাত। কেননা মুহাজির ও আনসার ...গণের উপস্থিতিতেই হযরত উবাই ইবনে কা'ব (رضي الله عنه) বিশ রাক'আত পড়েছেন। ...কোন একজনও তাতে আপত্তি করেননি।"[২৫৪৮] এটি হল ইবনে তাইমিয়ার স্পষ্ট ...যে সকল সাহাবীরা জামাতের সাথে হযরত উমরের যামানায় উবাই ইবনে কাবের ...২০ রাক'আত পড়েছেন এবং একজন সাহাবীও এতে আপত্তি করেননি। কিন্তু ...আহলে হাদিস নাম দাবিদার মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'তারাবীহ্র ...আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"ইমাম ইবনে তাইমিয়া ২০ ...আতের পক্ষে মত পোষণ করেছেন বলে কেউ কেউ সমাজে তুমুল প্রচারণা ...ছেন। অথচ তার ফাতওয়ার গ্রন্থে তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে তিনি ...লেমদের বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন মাত্র।" সম্মানিত পাঠকবর্গ একটু চিন্তা ...ন যে তিনি সংক্ষিপ্ত এ বক্তব্যে তার ইমামের নামেই তিনি কতগুলো মিথ্যাচার ...লেন। ইবনে তাইমিয়া ২০ রাক'আতের পক্ষে এত সুন্দর বক্তব্য দেয়ায় মুহসিন ...হেবের ভাল লাগেনি; এটাই হল আসল সমস্যা। মুহসিন সাহেব আরেকটি দাবি ...লেন যে, ইবনে তাইমিয়া নাকি শুধু আলেমদের মতামত তুলে ধরেছেন। পাঠকবর্গ! ...রে ইবনে তাইমিয়ার আলোচনাতে অর্থাৎ তার আরবী মূল ইবারতে কোন ইমাম ...র কোন আলেমের নাম আছে? আল্লাহ আমাদেরকে মিথ্যুকদের থেকে হিফাযত ...ন।

...কে কথায় ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) বলেছেন :

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

...অধিকাংশ আহলে ইলিমগণ হযরত আলী (رضي الله عنه) ও হযরত উমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত ...মত যারা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন। আর এই অভিমত হচ্ছে, সুফিয়ান ...রী (رحمه الله), ইমাম ইবনে মুবারক (رحمه الله) ও ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) এর। ইমাম ...ফেয়ী (رحمه الله) বলেছেন: আমি মক্কায় লোকদেরকে ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়তে ...দেখেছি।"[২৫৪৯]

...মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠায় ...লিখেছেন-"তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (رحمه الله) এর স্পষ্ট ...কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না।" সম্মানিত পাঠকবর্গ! ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) ইমাম ...শাফেয়ী (رحمه الله)-এর স্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেছেন আর তাঁর বাস্তব প্রমাণ হল বর্তমানে

...৪৮. ইবনে তাইমিয়া, মাজমূ... [illegible]
...৪৯. ইমাম তি... [illegible]

Scanned by Cam

পর্যন্ত মক্কা-মদিনায় ২০ রাক'আত তারাবীহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মুহসিন সাহেব ইমাম তিরমিযি ()-এর এ বক্তব্যে নারাজ হয়েছেন; আর তা বুঝা যায় তাঁর এ গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায়।

অধিকাংশ ইমাম ওলামার বক্তব্য

৩. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দিন আইনী বলেন-

وَقَالَ ابن عبد البر: وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء، وَبِه قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِي وَأَكْثر الْفُقَهَاء، وَهُوَ الصَّحِيح عَن أبي بن كَعْب من غير خلاف من الصَّحَابَة.

-"ইমাম ইবনে আব্দুর বার্ বলেন, ২০ রাকাত তারাবীহ এর বিষয়টি অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত। আর এটি কূফাবাসী আলিমগণ ও ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত বা আমল। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এখতেলাফ ছাড়াই ইহা হযরত উবাই ইবনে কাব () থেকে ইহা বিশুদ্ধ ভাবে প্রমাণিত।"[২৫৫০]

৩. ইমাম সারাখসী () বলেন-

يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُصَلِّي عِشْرِينَ رَكْعَةً كَمَا هُوَ السُّنَّةُ

-"মুসল্লিদের উচিত ইমাম আযম আবু হানিফা () যেটা বলেছেন বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া, আর এটিই সুন্নাত।" (ইমাম সারাখসী, মাবসুত, ২/১৪৪ পৃ.)

৪. ইমাম সারাখসী () আরও বলেন-

وَلِأَنَّ اتِّفَاقَ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - عَلَى تَقْدِيرِ التَّرَاوِيحِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

-"সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাহিম এর ইজমা করে তারাবীহ এর রাক'আত ২০ নির্ধারণ হয়।" (ইমাম সারাখসী, মাবসুত, ১/১৫৬ পৃ.)

বিশ রাক'আত তারাবীহ্র বিষয়ে উম্মতের ইজমা প্রসঙ্গ :

১. বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবুন কুদামা হাম্বলী (ওফাত.৬২০হি.) বিশ রাক'আতের উমরের যামানায় অনুষ্ঠিত হওয়ার হাদিস উল্লেখ করে লিখেন- وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ -"এটি যেন ইজমার ন্যায়।"[২৫৫১] মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার তারাবিহর নামাযের গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় এর প্রতিবাদে লিখেছেন-"উক্ত বক্তব্য দ্বারা কখনো ইজমা প্রমাণিত হয় না।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! বিজ্ঞ ইমাম যারা যাদেরকে সকলে মান্য করেন তারা ইজমার কথা বললেন আর মুহসিন সাহেব তাদের কথা ভাল না লাগায় তিনি তার গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় তাদের আহলে হাদিসদের দুই মহা গুরু আলবানী ও

২৫৫০. আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫/৩৫৫ পৃ., ইমাম ইবনুল বার, আল-ইস্তেযকার, ২/৭০পৃ.

মোবারকপুরীর দলিল দিয়েছেন ইজমার বিপক্ষে। হায়রে কোথায় মোবারকপুরী, আলবানী আর কোথায় পূর্বের যুগের মুজতাহিদ ইমাম।

২. বিশ্ব-বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বদরুদ্দীন আইনী লিখেন- وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ -"আর এটি ইজমার ন্যায়।"[২৫৫২]

৩. বিশ্ব-বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী লিখেন-

اجْتَمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ التَّرَاوِيحَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.

-"বিশ রাক'আত তারাবীহর বিষয়ে সাহাবীদের ইজমা সংঘঠিত হয়েছে।"[২৫৫৩] মুহসিন সাহেব তার এ গ্রন্থের ২৭ ও ৩১ পৃষ্ঠায়সহ অসংখ্য স্থানে ২০ রাক'আতের বিপক্ষে মোল্লা আলী ক্বারী দলিল গ্রহণ করেছেন। এখানে এসে ২০ রাক'আত তারাবিহর বিষয়ে সাহাবীদেন ইজমা হয়েছে বলায় তার খুব খারাপ লেগেছে। আমি বলবো, আপনি প্রমাণ পেশ করুন যে ২০ রাক'আত তারাবিহর বিষয়ে কোন সাহাবী সমালোচনা করেছেন বলে।

৪. আহলে হাদিস উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী তার প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থে লিখেছেন-

فإن جمهور الصحابة متفقة على صلاة التراويح بعشرين ركعة

-"কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী বিশ রাক'আত তারাবীহর বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।"[২৫৫৪]

৫. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী () লিখেন-

(قَوْلُهُ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً) هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا.

-"(আর এটি বিশ রাক'আত) এটি অধিকাংশ ইমামদের অভিমত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ২০ রাক'আত তারাবিহর উপরই সকল লোকদের আমল।"[২৫৫৫]

৬. আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত.৭২৮হি.) লিখেন-

ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ

-"খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত এবং মুসলিম জাতির সম্মিলিত কর্ম দ্বারা এটি প্রমাণিত।"[২৫৫৬]

৭. ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী লিখেন- وَعَلَيْهِ عَمِلَ النَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا -"পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ২০ রাক'আত তারাবিহর উপরই সকল লোকদের আমল।"[২৫৫৭]

২৫৫২. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী, ৭/১৭৮পৃ.
২৫৫৩. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাতুল মাফাতিহ, ৩/৯৭৩পৃ. হা/১৩০৩, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন।
২৫৫৪. মোবারকপুরী, মের'আত শরহে মিশকাত, ৪/৩২২পৃ.হা/১৩০৭
২৫৫৫. ইবনে আবেদীন শামী, ফতোয়ায়ে শামী, ২/৪৫ পৃ:।
২৫৫৬. ইবনে তাইমি...

Scanned by Cam

৮. মালেকী মাযহাবের অন্যতম আলেম আল্লামা শিহাবুদ্দীন নাফরাভী মালেকী (ওফাত.১১২৬হি.) তার ফাতওয়ার কিতাবে লিখেন-

وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ النَّاسِ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالْعِشْرِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا.

-"পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকদের আমল বিশ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর পড়ার উপর সর্বদা চালু রয়েছে।"[২৫৫৮]

৯. হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম আলেম বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনু কুদামা হাম্বলী (ওফাত.৬২০হি.) তারাবিহ নামায প্রসঙ্গে লিখেন-

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً

-"নিশ্চয় উমর (رضي الله عنه) উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্বে লোকদেরকে বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়ার আদেশ দেন।"[২৫৫৯] তিনি আরও লিখেন-

فَعَلَهُ عُمَرُ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي عَصْرِهِ، أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ

-"হযরত ওমর (رضي الله عنه) যা করেছেন এবং তাঁর খেলাফতকালে অন্যান্য সাহাবীগণ যে ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তাই অধিক অনুসরণযোগ্য।"[২৫৬০]

(১০) ইমাম সারাখসী (رحمه الله) বলেন-

يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُصَلِّي عِشْرِينَ رَكْعَةً كَمَا هُوَ السُّنَّةُ

-"মুসল্লিদের উচিত ইমাম আযম আবু হানিফা (رحمه الله) যেটা বলেছেন বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া, আর এটিই সুন্নাত।" (ইমাম সারাখসী, মাবসূত, ২/১৪৪ পৃ.)

তারাবীহ নামায ৮ রাক'আত প্রমাণে আহলে হাদিসদের পুঁজি :

আহলে হাদিসদের পুঁজি নং.১

আহলে হাদিসদের প্রধান পুঁজি : হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণিত তিনি বলেন-

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

-"হুযুর (ﷺ) রমযান ও <u>রমযানের বাইরে</u> এগার রাক'আতের চেয়ে বেশী পড়তেন না।"[২৫৬১]

আপত্তির নিষ্পত্তি : এ হাদিসটি তাহাজ্জুদ নামাযের হাদিস যার বিস্তারিত জবাব আমি প্রথম হাদিসের আলোচনায় করে এসেছি। এই এই হাদিসের সাথে তারাবীহ নামাযের কোন সম্পর্ক নেই। তাহাজ্জুদ আর তারাবীহ এক নয়; এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত

২৫৫৮. নাফরাভী, আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, ১/৩১৮পৃ.
২৫৫৯. ইমাম ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, ২/১২৩পৃ. মাকতুবায়ে কাহেরা, মিশর।
২৫৬০. ইমাম ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, ২/১২৩পৃ. মাকতুবায়ে কাহেরা, মিশর।
২৫৬১. বুখারী, আস্-সহীহ, ২/৫৩পৃ. হাদিস/১১৪৭ ...

আলোচনা আসছে। আর আমাদের আহলে হাদিস ভাইয়েরা তারাবিহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায বলছেন; তাই তাদের দাবী রাসূল (ﷺ) ৮ রাক'আত তাহাজ্জুদ এর বেশী পড়তেন না। আমি বলি খুব সুন্দর! এটির কয়েকটি জবাব রয়েছে। আলোচনার জন্য পর্যালোচনার আসছে তাহলে নবীজি তাহাজ্জুদ কত রাক'আত পর্যন্ত পড়তেন।

প্রথম জবাব হচ্ছেঃ আপনারা বলছেন ১১ রাকাতের মধ্যে ৮ রাকাত তারাবীহ এবং ৩ রাকাত বিতির। এটি আপনাদের কিয়াস মাত্র এটি হাদিসের কোন অংশে বিশেষ নয়, মা আয়েশা (رضي الله عنها) থেকেই বর্ণিত আছে যে বিতর ১ রাক'আত, তো সে হিসেবে তো আপনার হাদিসেও তারাবীহ ১০ রাক'আত প্রমাণিত হয়? তাই আপনাদের এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়; বরং মনগড়া ছাড়া কিছুই নয়। আপনারা কিভাবে জানলেন যে, এই ১১ রাক'আতের মধ্যে বিতর ৩? আমার মনে হয় তাদের কাছে এখনও ওহী নাযিল হয়। আহলে হাদিস মুহসিন সাহেব তার 'জাল হাদীছের কবলে' গ্রন্থের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় সহীহ হাদিস বলে দাবী করেছেন যে মা আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেছেন রাসূল (ﷺ) এক বৈঠকে পাঁচ রাক'আত বিতর পড়তেন। তাহলে তো ১১ থেকে ৫ বাদ দিলে মুহসিন সাহেবের ফাতওয়া মুতাবেক তারাবীহ ৬ রাক'আত হওয়ার কথা? এ হাদিসটির ব্যাখ্যা আমরা উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী মা আয়েশা (رضي الله عنها) নিজেই বর্ণনা করেছেন সেই ১১ রাকাতের মধ্যে ১ রাকাত ছিল বিতির এবং ১০ রাকাত ছিল রাতের নামায। সুতরাং ৮ রাকাত রাতের নামাজ ছিলই না। তাই ১১ রাকাতের মধ্যে ৮ রাকাত তারাবীহ বলার কোন সুযোগ নেই। এবার আমরা উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী মা আয়েশা (رضي الله عنها)-এর আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন- ইমাম মুসলিম (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

-"তাবেয়ী কাশেম ইবনে মুহাম্মদ (رحمه الله) বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) কে বলতে শুনেছি যে, রাতের বেলায় রাসূল (ﷺ) এর নামায ছিল ১০ রাকাত ও ১ রাকাত দিয়ে বিতির আদায় করতেন। আর ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন। এই হলো ১৩ রাকাত।"[২৫৬২] বুঝা গেল রাসূল (ﷺ) ১১ রাক'আত নামায আদায় করলে সেখানে ১ রাক'আত বিতর এবং ১০ রাক'আত তাহাজ্জুদ; তাহলে আহলে হাদিসরা তো ১০ রাক'আতের কথা বলেন না কেন?

দ্বিতীয়ত : "প্রিয় নবীজি (ﷺ) সকল মাসে ১১ রাকাতের বেশী পড়তেন না" এই কথা মা আয়েশা (رضي الله عنها) এর স্ব-বিরুধী ও অনেক সহীহ হাদিসের বিপরীত। অর্থাৎ আল্লাহর নবী (ﷺ) ১১ রাকাতের বেশীও পড়তেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে-

Scanned by Can

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

-"হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রাতের বেলায় ১৩ রাকাত নামাজ পড়তেন এবং যখন ফজরের আযান শুনতেন তখন ২ রাকাত সংক্ষিপ্ত (সুন্নাত) নামাজ পড়তেন।"[২৫৬৩]

দেখুন! আপনাদের উল্লেখিত হাদিসে মা আয়েশা (রাঃ) ১১ রাকাতের বেশী পড়তেন না বলেছেন। কিন্তু সেই একই বুখারীতে সেই মা আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণ হয় প্রিয় নবীজি (ﷺ) ফজরের সুন্নাত সহ মোট ১৫ রাকাত নামাজ পড়তেন। তাহলে বলুন! কোনটি সঠিক?

সহীহ বুখারীতে রয়েছে-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: আমিও ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে রাসূল (ﷺ) যেভাবে আমল করেছেন সেভাবে করেছি। তারপর বাম পাশে নামাজে দাঁড়িয়েছি। তিনি আমার ডান কান ধরে পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিলেন। তারপর ২ রাকাত নামাজ পড়লেন (১ম বার)। অত:পর পুনরায় ২ রাকাত নামায পড়লে (২য় বার)। অত:পর ২ রাকাত নামাজ পড়লেন (৩য় বার)। অত:পর ২ রাকাত নামাজ পড়লেন (৪র্থ বার)। অত:পর ২ রাকাত নামায পড়লেন (৫ম বার)। অত:পর পুনরায় ২ রাকাত রাকাত নামাজ পড়লেন (৬ষ্ঠ বার)। পরিশেষে বিতির পড়লেন। অত:পর মুয়াজ্জিন আসা পর্যন্ত একটু ঘুমিয়েছেন। মুয়াজ্জিন আসার পরে সংক্ষিপ্ত ২ রাকাত সুন্নাত পরলেন এবং জামাতে ফজরের ফরজ নামায আদায় করলেন।"[২৫৬৪]

লক্ষ্য করুন! ফকিহ্ সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা মতে আল্লাহর নবী ﷺ রাতে ৬ বারে ১২ রাকাত ও বিতির ৩ রাকাত এবং ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত, মোট ১৭ রাকাত নামায পড়েছেন।

এখন বলুন! মা আয়েশা (রাঃ) ১১ রাকাতের বেশী না পড়ার অস্বীকৃতি সঠিক নাকি ফকিহ্ সাহাবী হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ১৭ রাকাত পড়েছেন ইহা সঠিক? এমনকি মা আয়েশা (রাঃ) নিজেও বলেছেন আল্লাহর নবী ﷺ সুন্নাত সহ ১৫ রাকাত পড়েছেন। বলুন! কোনটি সঠিক? অথচ সব গুলোই সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদিস!!! এ ব্যাপারে আরেকটি সহীহ হাদিস দেখুন-

২৫৬৩.সহীহ বুখারী, ২/৫৭ পৃ: ...

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ... صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

-"হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) বলেন: আমি রাসূল (ﷺ) এর নামাজ অবলোকন করেছি। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন ও ছোট কিরাতে ২ রাকাত নামায পড়লেন (১ম বার)। তারপর আবার ২ রাকাত নামাজ পড়লেন যা পূর্বে নামাজের ভিন্ন (২য় বার)। তারপর আবার ২ রাকাত নামাজ পড়লেন যা পূর্বে নামাজের ভিন্ন (৩য় বার)। তারপর আবার ২ রাকাত নামাজ পড়লেন যা পূর্বে নামাজের ভিন্ন (৪র্থ বার)। তারপর আবার ২ রাকাত নামাজ পড়লেন যা পূর্বে নামাজের ভিন্ন (৫ম বার)। তারপর আবার ২ রাকাত নামাজ পড়লেন যা পূর্বে নামাজের ভিন্ন (৬ষ্ঠ বার)। তারপর বিতির পড়লেন। এ ছিল মোট ১৩ রাকাত।"[২৫৬৫]

দেখুন! আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফজরের সুন্নাত ব্যতীতও ১৩ রাকাত নামাজ পড়েছেন। তাই মা আয়েশা (রাঃ) এর ১১ রাকাতের বর্ণনা একদিকে স্ব-বিরুধী অপরদিকে অনেক সহীহ হাদিসের বিপরিত। এ কারণে'ই একমাত্র ইহার উপর নির্ভর করে আমল করা জায়েয হবেনা। অপরদিকে লা-মাজহাবীরা হলো সুবিধাবাদী। এ কারণেই তারা ঐ হাদিসের উপর নির্ভর করে বসে আছে। এসব সহীহ হাদিস তারা চোখে দেখেনা। সর্বোপরি এসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে রাতের তাহাজ্জুদ নামাজের ব্যাপারে। তারাবীহ এর ব্যাপারে নয়।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নামায কিনা?

- অনেক সময় তারা বলেন, মা আয়েশা (রাঃ) এর ১১ রাক'আতের হাদিসটি তারাবীহ এর হাদিসই হবে কারণ প্রিয় নবীজি (ﷺ) রমজান মাসে তারাবীহ পড়লে পুনরায় তাহাজ্জুদ পড়তেন না, কারণ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামাজ শুধু নামে ব্যবধান। এই কথার কোন ভিত্তি নেই। জেনে রাখুন, এভাবে'ই তারা অন্ধকারে ঢিল মারেন।

- এবার আমি শুধু একটি সহীহ হাদিস উল্লেখ করব, যা পড়লেই বুঝতে পারবেন প্রিয় নবীজি রাসূলে পাক (ﷺ) তারাবীহ পড়ার পরেও ঘরে এসে তাহাজ্জুদ পড়েছেন কিনা। সহীহ মুসলিমে রয়েছে-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ

২৫৬৫. সহীহ মুসলিম ১/...

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ، فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا

-"হযরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) রমযানে নামায পড়তে ছিলেন। আমি তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। তারপর আরেকজন সাহাবী এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। এভাবে আমরা ছোট একটি জামাত হয়ে গেলাম। অত:পর যখন অনুভব করলেন যে আমরা তাঁর পিছনে আছি তখন তিনি নামাজ শেষ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তারপর সেখানে এমন কিছু নামাজ পড়লেন যা আমাদের এখানে পড়েননি।"[২৫৬৬]

এ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে তারাবীহ পড়ার পরেও ঘরে এসে তাহাজ্জুদ পড়েছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নবী (ﷺ) কখনো তাহাজ্জুদ নামাজ ছাড়তেন না। কারণ তাহাজ্জুদ নামাজ আল্লাহর নবী (ﷺ) এর জন্য ফরজ ছিল। যেমন ইমাম বুখারী (رحمه الله) সংকলন করেন-

قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَرُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا

-"হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, তোমরা রাতের নামায ছেড়ে দিওনা, কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো তা ছাড়তেন না। এমনকি অসুস্থতা ও ক্লান্তির সময় তিনি বসে বসে এই নামাজ পড়তেন।"[২৫৬৭] এই হাদিসটির তাহকীকে স্বয়ং আলবানী পর্যন্ত সহীহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং প্রিয় নবীজি ﷺ কোন সময়ই তাহাজ্জুদ নামাজ কাজা করতেন না। সেটা রমজানে হোক আর রমজানের বাইরে'ই হোক। এমনকি কোন কারণ ব:শত তাহাজ্জুদ নামাজ কাজা হয়ে গেলেও পরের দিন তিনি ইহা কাজা আদায় করতেন।

যেমন সহীহ মুসলিমের হাদিসে রয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

-"হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ এর যদি কখনো ব্যথার কারণে বা অন্য কোন কারণে তাহাজ্জুদ ছুটে যেত, তবে সকালে ১২ রাকাত কাজা স্বরূপ আদায় করতেন।"[২৫৬৮]

সুতরাং আল্লাহর নবী ﷺ কখনো তাহাজ্জুদ নামাজ কাজা করতেন না। কখনো যদি কাজা হয়েই যেত সকালে ইহা কাজা আদায় করতেন। এরূপ অনেক হাদিস রয়েছে, সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে শেষ করলাম। সুতরাং তাহাজ্জুদ নামাজের হাদিসকে তারাবীহ

২৫৬৬. সহীহ মুসলিম, ১/৭৭৫ পৃ. হাদিস/১১০৪।
২৫৬৭. ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১/২৭৯পৃ. হাদিস/৮০০, দারুল বাশায়েরুল ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৪০৯হি.

...লাগিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে গোলা পানিতে মাছ শীকার করার চেষ্টা করবেন ...। তাই তারাবীহ নামাযের কোন কাযা নেই। আর যদি তা হয়ে থাকে তাহলে তো এ ...লে ১২ রাক'আতের কথা, আপনারা আট রাক'আত বলেন কেন?

...তারাবীহ নামাজ যদি ৮ রাক'আতই হতো তাহলে হজরত উমর (رضي الله عنه) এর ...নায় সকল সাহাবায়ে কেরাম মা আয়েশা (رضي الله عنها) উপস্থিতিতে ২০ রাকাত তারাবীহ ...লে তিনি কেন প্রতিবাদ করেননি? এমনকি আজো পর্যন্ত আবহমান কাল থেকে ...না শরীফে ও কাবার হেরেম শরীফে ২০ রাকাত তারাবীহ নামাজ চলমান আছে।

...বিবেকেরও দাবী তারাবীহ ২০ রাক'আত :

...একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এই নামাযের নাম হচ্ছে: التراويح 'তারাবীহ'। যা ترويحة '...তারবীহাতুন' এর বহুবচন। আরবী গ্রামার মোতাবেক বচন তিন প্রকার। যথা: এক ...চন, দ্বি-বচন ও বহুবচন। এখানে বহুবচন বলতে কমপক্ষে তিনটি কিংবা ততোধিক ...বোঝায়। তারাবীহ নামাজে প্রতি চার রাকাত পড়ে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেওয়া হয়, এ ...কারণেই প্রতি চার রাক'আতকে এক তারাবীহ বলা হয়। ইমাম ইবনে হাজার ...আসকালানী, ইমাম কাসতাল্লানী, ইমাম জুরকানী, ইমাম আইনী, আহলে হাদিস ...মোবারকপুরী সকলে লিখেন-

وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ كَتَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ

-'তারাবীহ, তারবীহাতুনের এর বহুবচন। তা এক বার বিশ্রাম নেয়াকে বলা হয়। যে ...রূপ 'সালামুন' শব্দ থেকে তাসলীমুন এক বার সালাম দেওয়ার অর্থে ব্যবহার ...হয়।'[২৫৬৯] ঠিক এই হিসাব অনুযায়ী 'তারাবীহ' নামের সাথে কাজের মিল রাখতে হলে ...অবশ্যই বহুবচনের জন্য কমপক্ষে তিন তারাবীহ হওয়া আবশ্যক। আর তিন তারাবীহ ...মানে আট রাকাত নয় বরং কমপক্ষে ১২ রাক'আত হবে। সুতরাং লা-মাযহাবীদের ...আমল 'তারাবীহ' নামের সাথেও মিল নেই। তাই বর্তমানে আহলে হাদিসরা এই ...নামাযকে তারাবীহ বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

□ আহলে হাদিসদের পুঁজি নং-২ :

...ইমাম খুজায়মা (رحمه الله) সংকলন করেন-

نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا مَالِكٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ- نَا يَعْقُوبُ؛ ح وَثَنَا ... بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللهِ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- نَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ- عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ

২৫৬৯. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ৪/২৫০পৃ., ইমাম কাসতাল্লানী, ইরশাদুস সারী ... ইমাম ... উমদাতুল কারী শরহে ...

Scanned by Car

-"হযরত ঈসা বিন জারিআহ তিনি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে রমযান মাসে ৮ রাক'আত পড়েছেন ও বিতির।"[২৫৭০]

সনদের গ্রহণযোগ্যতাঃ এটি তাদের দাবির পক্ষের দ্বিতীয় মারফূ হাদিস। তারা বলে থাকেন আলবানী সনদটিকে সহীহ ইবনে হিব্বানের তাহকীকে 'হাসান লিগায়রিহী' বলেছেন।[২৫৭১] সমকালিন আহলে হাদিস ড. মুস্তফা আযমী শাহেদ রয়েছে মনে করে সহীহ ইবনে খুজায়মার তাহকীকে বলেন সনদটি 'হাসান'।[২৫৭২] তাই তারা বলেন, এই সনদের উপরেই আমল করতে হবে। বিশ রাক'আতের ইবনে আব্বাসের মারফূ হাদিস যঈফ। (তথ্যসূত্রঃ মুযাফফর বিন মুহসিন, তারাবির রাক'আত সংখ্যা, ১৩পৃ.)

আমি বলব, আপনি যেহেতু 'সহীহ ইবনে হিব্বান' গ্রন্থের তাহকীককারীর (টীকাকারীর) দলিল উপস্থাপন করেছেন সেহেতু আমিও গ্রহণযোগ্য একজন তাহকীককারীর সনদ পর্যালোচনা উল্লেখ করতে চাই। আল্লামা শায়খ শুয়াইব আরনাউত 'সহীহ ইবনে হিব্বানের' তাহকীকে এ সনদটি প্রসঙ্গে লিখেন-

إسناده ضعيف، عيسى بن جارية ضعيف، قال ابن معين: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث ، وجاء عنه: متروك وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة

-"এই সনদটি যঈফ, কেননা সনদে 'ঈসা বিন জারিয়াহ' দুর্বল। ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) বলেন, সে আমাদের নিকট আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী, ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন সে মুনকারুল হাদিস বা আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী, তার থেকে আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে তিনি পরিত্যক্ত বর্ণনা। ইমাম আদি বলেন, তার হাদিস সংরক্ষিত নয়।"[২৫৭৩]

এ কারণে'ই আমরা এই হাদিস অনুযায়ী আমল করিনা, কারণ ইহা সহীহ হাদিসের বিরোধী তথা মুনকার বা জাল বলাও চলে। অপরদিক থেকে সনদটি যঈফ তাই এটি পরিত্যাজ্য পর্যায়ের হাদিস। আর এটি নিয়েই আমাদের আহলে হাদিস ভাইয়েরা গর্ব করা শুরু করে দিয়েছেন। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় শায়খ মুস্তফা আযমীর অর্ধেক অভিমত উল্লেখ করেছেন। তার পূর্ণ বর্ণনা হচ্ছে- قال الأعظمي:

إسناده حسن عيسى بن جارية فيه لين -"এই সনদটি 'হাসান' তবে ঈসা বিন যারিয়াহ' নরম প্রকৃতির অর্থাৎ দুর্বল।"[২৫৭৪] মুহসিন সাহেব কে বলবো আপনার ইমাম আলবানী তার সিলসিলাতুল...যঈফা মধ্যে এই রাবীকে فيه لين সে নরম প্রকৃতির অর্থাৎ দুর্বল প্রকৃতির

২৫৭০. ইমাম ইবনে খুজাইমা, আস্-সহীহ, ১/৫৩১পৃ. হা/১০৭০, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস্-সহীহ, ৬/১৬৯পৃ. হা/২৪০৯।
২৫৭১. আলবানী, (তাহকীক) সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৪০৯
২৫৭২. আযমী, (তাহকীক) সহীহ ইবনে খুজায়মা, ২/১৩৮পৃ. হা/১০৭০
২৫৭৩. শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) সহীহ ইবনে হিব্বান, ৬/১৬৯পৃ. হা/২৪০৯, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৪হি.
২৫৭৪. ড. মুস্তফা আযমী, (তাহকীক), সহীহ ইবনে খুযায়মা, ২/১৩৮পৃ. হা/১০৭০, মাকতুবাতুল ইসলামী,

...বুঝা গেল মুহ...
...বলেছেন।[২৫৭৫] বুঝা গেল عيسى بن جارية (ঈসা ইবনে জারিয়া) যার হাদিস ...এই হাদিসের সনদের ...হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের অনেক আপত্তি করেছেন।

...ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী (রহঃ) তার সম্পর্কে একটি হাদিসের ...লোচনায় লিখেন- وَفِيهِ عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو دَاوُدَ -"এই সনদটিতে ঈসা ...জারিয়াহ রয়েছেন ইমাম ইবনে মাঈন এবং আবু দাউদ তাকে যঈফ বলেছেন।"[২৫৭৬]

...বিখ্যাত দুইজন মহান ইমাম এই রাবী সম্পর্কে কী বললেন।

...ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তার জীবনীতে লিখেন- وقال الدوري عن بن معين عنده ... -"ইমাম দাওরী ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) হতে বর্ণনা ...তিনি বলেন, তার কাছে রয়েছে প্রচুর মুনকার বা আপত্তিকর হাদিস।"[২৫৭৭]

...ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তার জীবনীতে লিখেন- وقال الآجري عن أبي داود منكر الحد... -"ইমাম আজরী (রহঃ) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ...বর্ণনা করেন, তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন, সে মুনকারুল হাদিস।"[২৫৭৮]

...উক্ত আসমাউর রিজালবিদরা আরও উল্লেখ করেন-

وذكره الساجي والعقيلي في الضعفا... -"ইমাম সাজী (রহঃ)ও হাফিজ উকাইলী (রহঃ)তাকে 'যয়ীফ' রাবীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"[২৫৭৯]

...ইমাম ইবনে হাজার ও ইমাম মিয্যী (রহঃ) তাঁর জীবনীতে আরও লিখেন-

وقال ابن عدي: احاديثه غير محفوظة -"ইমাম ইবনে আদী (রহঃ): তার হাদিস গুলো ...রক্ষিত বা অপরিচিত।"[২৫৮০]

...ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনে হাজার ও ইমাম মিয্যী (রহঃ) তাঁর জীবনীতে লিখেন-

وقال النسائى: منكر الحديث وجاء عنه متروك -"ইমাম নাসাঈ (রহঃ)বলেনঃ সে ...মুনকারুল হাদিস, আরেক বর্ণনায় এসেছেঃ তার বর্ণিত রেওয়াত মাতরুক বা ...পরিত্যাজ্য।"[২৫৮১]

...৭৫. আলবানী, সিলসিলাতুল..যঈফাহ, ১৩/৫৬৩পৃ. হা/৬২৬৪
...৭৬. হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/৭২পৃ. হা/২৩৭৩
...৭৭. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/২০৭পৃ. ক্রমিক.৩৮৪, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ...৩/৩১১ পৃষ্ঠা, ক্রমিক.৬৫৫৫ ও কাশেফ, ২/১০৯পৃ. ক্রমিক.৪৩৬৮
...৭৮. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/২০৭পৃ. ক্রমিক.৩৮৪, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ...৩/৩১১ পৃষ্ঠা, ক্রমিক.৬৫৫৫, তারিখুল ইসলামী, ৩/২৯৩পৃ. ক্রমিক. ২১৬,
...৭৯. বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ ইবনে হাজার, তাহযিবুত তাহযিব, ৮/৫২০৭ পৃঃ ক্রমিক.৩৮৪, ইমাম ...মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২২/৫৮৮পৃ. ক্রমিক.৪৬১৯
...৮০. বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ ইবনে হাজার, তাহযিবুত তাহযিব, ৮/৫২০৭ পৃঃ ক্রমিক.৩৮৪, ইমাম ...মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২২/৫৮৮পৃ. ক্রমিক... ক্রমিক.১৩৯২
...৮১. বিস্তারিত ...

Scanned by CamSc

৭. উক্ত আসমাউর রিজালবিদগন লিখেন- قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بذاك "ইবনে আবি খায়ছামা ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তার হাদিস কিছুই নয়।"[২৫৮২]

এ হাদিসের বিষয়ে আমরা কী বলতে পারি?

প্রথমত : উপরের আলোচনা থেকে বুঝলাম হাদিসটি সনদগত ভাবে মুনকার তথা জালও বলা চলে ও গায়রে মাহফুজ।

দ্বিতীয়ত : ইহা তারাবীহ্ নামাজের বিষয়ের হাদিস নয়, বরং ইহা রমযানের তাহাজ্জুদ নামাজের হাদিস যা অসংখ্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন।

বলুন! এরূপ রাবীর বর্ণিত রেওয়াত কি সহীহ্ বা হাসান হতে পারে? যার ব্যাপারে ইমামগণের একজনও সিক্বাহ্ বা বিশ্বস্ত বলেননি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে লা-মাজহাবীরা এই হাদিসকে সহীহ-হাসান বলে বেড়াচ্ছে!!

☐ আহলে হাদিসদের পুঁজি নং-৩ :

তারা বলে থাকেন সহীহ হাদিসে আছে-

مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيماً الدَّيْرِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

-"ইমাম মালেক (রহ.) তিনি তার শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ হতে তিনি সাহাবী হযরত সাইব ইবনে ইয়াযিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি বলেছেন: হযরত উমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ও তামীম আদ দারী (রা.) কে নির্দেশ দিলেন লোকদেরকে নিয়ে এগার রাকাত নামাজ পড়ার জন্য।"[২৫৮৩]

তাই আহলে হাদিস ভাইদের দাবি এই হাদিসটি সহীহ এবং আরও বলেন যে হযরত উমর (রা.) এর যামানায় বিশ রাক'আত তারাবীহ্ হত এই বর্ণনাই সঠিক। তাহলে আপনারা এই সহীহ হাদিসের উপর আমল না করে ২০ রাক'আত পড়েন কেন?

আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব : এ হাদিসটির বিষয়ে কয়েকটি জবাব রয়েছে।

প্রথমত . এই হাদিসটি শায ও মুযত্বারিব। যার উপর আমল করা বৈধ নয়। হাদিস সহীহ হওয়ার একটি শর্ত হল এটি শায হবে না; কিন্তু এটি তার অপর বর্ণনায় শায হয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত . ১. আমরা হানাফিরা এ জন্যই এই হাদিসের উপরে আমল করিনা তার কারণ, এ হাদিসের প্রধান রাবী ইমাম মালেক (রহ.)'র শায়খ محمد بن يوسف 'মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ' নামে একজন রাবী রয়েছে, যিনি ইমাম মালেক (রহ.) এর নিকট উক্ত হাদিস ১১ রাক'আত এর কথা বর্ণনা করেছেন।

ক্রমিক. ৪২৩, ইমাম আদি, আল-কামিল, ৬/৪৩৬পৃ. ক্রমিক.১৩৯২, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৩১১পৃ. ক্রমিক.৬৫৫৫

২৫৮২ .ইবনে হাজার, তাহযিবুত তাহযিব, ৮/৫২০৭ পৃ: ক্রমিক.৩৮৪, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২২/৫৮৮পৃ. ক্রমিক.৪৬১৯,

২৫৮৩ .ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা, ২/১৫৮পৃ. হা/৩৭৯, বায়হাকী, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার,

২. অপরদিকে আবার ইমাম বুখারী (রহ.) এর দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) এর একাধিক উস্তাদের নিকট বর্ণনা করেন-

عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ: جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ

-"দাউদ ইবনে কায়েস ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ হতে বর্ণনা করেন, তিনি সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) তামীমদারী ও উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর দায়িত্বে লোকদেরকে ২১ রাকাত নামায পড়ার আদেশ করেন।"[২৫৮৪] মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের এখানে ছাত্র দাউদ ইবনে কায়েস (সানআনী) যিনি ইমাম আব্দুর রায্যাকের উস্তাদ তিনিও সিকাহ্ রাবী।[২৫৮৫] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- مقبول -"তিনি মাকবুল রাবী।"[২৫৮৬] ইমাম মিয্যী (রহ.) উল্লেখ করেন-

ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ্ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[২৫৮৭] লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো যে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) এই হাদিসটি (وَغَيْرِهِ) শব্দ দ্বারা তার একাধিক শায়খ থেকে শুনেছেন বলে ইশারা করেছেন। এখানে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ২১ রাক'আত বর্ণনা করেছেন। দেখুন একই মুহাদ্দিস দুইয়ের অধিক ছাত্রের কাছে অনেক রকম করে বলেছেন। এমন নয় তার ছাত্ররাও দুর্বল রাবী। এখানেই শেষ নয় উক্ত রাবী মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আবার অন্য আরেক ছাত্রের কাছে তিনি ১৩ রাক'আতের কথা বলেছেন।

তৃতীয় বর্ণনা. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নছর মারুজী (রহ.) উক্ত রাবীর আরেকটি বর্ণনা সংকলন করেন-

وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ جَدِّهِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي زَمَنَ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ

-"ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তিনি তার শায়খ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ হতে তিনি তার দাদা সাহাবী হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা হযরত উমরের যামানায় ১৩ রাকাত (তারাবিহ) নামায পড়তাম।"[২৫৮৮] এই সনদের

২৫৮৪ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৪/২৬০পৃ. হা/৭৭৩০

২৫৮৫ .ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৩/২৪০পৃ. ক্রমিক. ৮২০

২৫৮৬ . ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযিব, ১৯৯পৃ. ক্রমিক. ১৮০৯

২৫৮৭ . ইমাম মিয্যী, তাহজিবুল কামাল, ৮/৪২২পৃ. ক্রমিক. ১৭৮২, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৬/২৮৮পৃ. ক্রমিক. ৭৭৬৩

২৫৮৮ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ৪/২৫৪পৃ., দারুল মা'রিফ বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৩৭৯ হি., ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নছর মারুজী, মুখতাছারুল কিয়ামুল লাইল ওয়া কিয়ামি রামাযান, ২২০ পৃ., হাদিস একাডিমী, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান।

Scanned by CamSca

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক সহীহ মুসলিমের রাবী। (ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৪৬৭ ক্রমিক. ৫৭২৫)

হাদিস তিনটির সারমর্ম: এ সবগুলোই বর্ণনায় সহীহ হবে যদি মুহাম্মদ বিন ইউসুফ কে সিকাহ্ ধরা হয়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখুন (محمد بن يوسف) 'মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ' একজন বর্ণনাকারীই কত ধরনের সংখ্যা পরিবর্তন করেছেন। তাই আমরা সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াযিদ (رضي الله عنه)-এর ছাত্রদের মধ্যে একাধিক ছাত্রের বর্ণনার সাথে মিলপূর্ণ বলে আবুল খুছাইফা এবং ইবনে আবি যুবাবসহ অন্যান্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার উপর আমল করি। এজন্য আমরা তার এ বর্ণনা গ্রহণ করিনি। এ জন্যই ইমাম ইবনুল বার্ (رحمه الله) ১১ রাক'আতের এই বর্ণনাকে ভুল বলেছেন যার আলোচনা সামনে আসছে। উক্ত সাহাবীর ছাত্র ইয়াযিদ ইবনে খুছাইব (যিনি সিহাহ সিত্তার রাবী) এবং আবু যুবাব তারা তাদের সকল ছাত্রের কাছে ২০ রাক'আতের বর্ণনাই করেছেন; কোন সংখ্যা পরিবর্তন করেননি। তাই আহলে হাদিসদেরকে বলবো আপনারা কোন বর্ণনার উপর আমল করবেন? ১১ রাকাত, নাকি ১৩ রাকাত, নাকি ২১ রাকাত? অথচ সব গুলোই সনদই এক রাবীর হাদিস এবং আপনাদের দৃষ্টিকোন অনুসারে সহীহ্ হওয়ার কথা। তাই আপনারা কোনটা বাদ দিবেন আর কোনটির আমল করবেন সেটা আপনারাই চিন্তা করুন।

ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله)-এর প্রতি মিথ্যা অভিযোগ :

আহলে হাদিস আলবানী তাঁর ছালাতুত-তারাবীহ্ গ্রন্থে এবং আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিনের দাবি যে ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) এর স্মৃতিশক্তি খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি শীয়া পন্থী ছিলেন এর কারণে তিনি ২১ এবং ২০ রাক'আতের হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৫৮৯] হাফেজুল হাদিস ইমাম আব্দুর রায্যাক (ওফাত.২১১হি.) ছিলেন ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ। সহীহ্ বুখারী মুসলিমে তাঁর সংকলিত অসংখ্য হাদিস রয়েছে। আলবানী ও মুহসিন সাহেবের এ দৃষ্টিকোণে এ হাদিস যঈফ হলে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের অনেক হাদিসকেও যঈফ বলতে হবে। বিষয়টি একদম হাস্যকর। ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله)-এর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে এবং তাঁর উপর শীয়া হওয়ার মিথ্যা অভিযোগের জবাব জানতে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন ইনশাআল্লাহ আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ১১ রাক'আতের এ হাদিস কোন পর্যায়ের?

উছূলে হাদিসের আইন অনুযায়ী, একই রাবীর বর্ণনা যদি ভিন্ন ভিন্ন একাধিক রকম হয় তখন ইহা 'মুযত্বারিব' পর্যায়ের হাদিস বলে গণ্য হয়। আর এরূপ হাদিসের উপর আমল করা জায়েয নেই। এ পর্যায়ের হাদিসের যে এ হুকুম তা মুযাফফর বিন মুহসিন তার তারাবির রাক'আত সংখ্যা গ্রন্থের ৩০ এবং ৩৩ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন। সুতরাং হাদিসটি মতনগত ভাবে 'মুযত্বারিব' হওয়ার কারণে ইহা আমলযোগ্য নয়, এ কারণেই

২৫৮৯ .মুহসিন, তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যা ৩১ পৃষ্ঠা টীকা নং ৭১

আমরা এই হাদিসের উপর আমল করিনা। বিশ্ব-বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল বার্ (رحمه الله) আহলে হাদিসদের এ হাদিস সম্পর্কে লিখেন-

وَهَذَا كُلُّهُ يَشْهَدُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَهْمٌ وَغَلَطٌ وَأَنَّ الصَّحِيحَ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ رَكْعَةً. وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

"এই সব রেওয়ায়েত (উমরের যামানায় বিশ রাক'আত তারাবীহ্র হাদিস) প্রমাণ করে যে, ১১ রাক'আত এর বর্ণনা সংশয় ও ভুল। ২৩ ও ২১ এর বর্ণনা সহীহ বা বিশুদ্ধ আর এটিই (২০ রাক'আত তারাবিহ) জমহুর বা অধিকাংশ উলামাদের, কুফা বাসীর, ইমাম শাফেয়ী এর এবং অধিকাংশ ফকিহদের অভিমত। আর ইহাই কোন সাহাবীর বিরূপ বিহীন (ঐক্যমতে) হযরত উবাই বিন কা'ব (رضي الله عنه) থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত।"[২৫৯০]

অপরদিকে সাহাবী হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (رضي الله عنه) থেকে সহীহ্ সনদে محمد بن يوسف 'মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ' ব্যতীত অন্যান্য সিক্বাহ রাবীগণ ২০ রাকাত তারাবীর কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং 'মুযত্বারিব' ও 'মুনকার' রেওয়াত বাদ দিয়ে 'মারুফ' সনদের উপর আমল করাই জ্ঞানী মুসলমানের কাজ। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) এই ধরনের হাদিসের হুকুমের বিষয়ে লিখেন-

فَهُوَ مُضْطَرِبٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

"এটি মুযত্বারিব আর তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না।" (ইবনে হাজার, , ৪/৩৩২পৃ.) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) হুবহু এমনটি উল্লেখ করেছেন। মেরকাত, ২/৪৭৬ পৃ. হা/৫১৯ এর আলোচনা) ইমাম ইবনুল বার্ (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

وَلَكِنَّهُ إِسْنَادٌ مُضْطَرِبٌ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ

"তবে সনদটি মুযত্বারিব যঈফ; এই ধরনের হাদিস দ্বারা দলিল হিসেবে দাঁড় করা যাবে না।" (ইমাম ইবনুল বার্, আত-তামহীদ, ১৩/১৮৬ পৃ.) তিনি তার আরেক গ্রন্থে লিখেন-

وَحْدَهُ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ

"এটি সনদের দিক দিয়ে মুযত্বারিব; যা হুজ্জাত হিসেবে দার করা যাবে না।" (আল-ইস্তিযকার, ২/২৭১ পৃ.) ইমাম সাখাভী (رحمه الله) তার উসূলে হাদিসের একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ

"মুযত্বারিব হাদিস; তার দ্বারা শরীয়তের কোন দলিল দেয়া যাবে না।" (ফতহুল মুগীস, ২/১৩১ পৃ.) ইমাম সুয়ূতি (رحمه الله)উসূলে হাদিসের কিতাবে উল্লেখ করেন-

مُضْطَرِبٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ

Scanned by Cam

-"মুযত্বারিব হাদিস; তার দ্বারা শরীয়তের কোন দলিল দেয়া যাবে না। (তাদরীবুর রাবী, ১/৪০৪ পৃ.) ইমাম আবু হাতেম (রহ.) উল্লেখ করেন-

مضطرب الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به

-"মুযত্বরিব যদিও লিখতাম তবে এর দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। (ইমাম আবু হাতেম, জারহ ওয়া তা'দীল, ৫/১৬৫ পৃ.)

বিষয় নং. ২ : মহিলা ও শিশু সকলের ঈদের নামায পড়া নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান :

আহলে হাদিস ডা. জাকির নায়েক বলেন-"ঈদের নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে বাধ্যতামূলক, এমনকি শিশু ও নারীদের জন্যেও, যদিও হোক সে ঋতুবতী।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৪৭৬পৃ.)

পর্যালোচনা : ঈদের নামায মহিলা, শিশুদের উপর বাধ্যতামূলক নয়। জুমু'আ যাদের উপর অত্যাবশ্যক তাদের উপর ঈদের নামাযও বাধ্যতামূলক। মহিলাদের জুম'আ ওয়াজিব নয় এ বিষয়ক মারফূ হাদিস আমি মহিলাদের মসজিদে জামাতে উপস্থিত হওয়ার বিধানে উল্লেখ করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। ইমাম মালেক (রহ.) তার কিতাবে উল্লেখ করেন-

ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ جُمُعَةٌ-

-"আলে রাসূল (ﷺ) ইমাম ইবনে কাসেম (রহ.) ও ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, মহিলা, গোলাম এবং মুসাফিরদের উপর জুমু'আর নামায নেই।"[২৫৯১] যেহেতু জুমু'আর নামাযই তাদের জন্য নেই সেহেতু ঈদের নামাযেও জায়েয নেই। ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী (রহ.) (ওফাত. ৫৮৭হি.) বলেন-

فَكُلُّ مَا هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَجَوَازِهَا فَهُوَ شَرْطُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ .....وَكَذَا الذُّكُورَةُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَصِحَّةُ الْبَدَنِ، وَالْإِقَامَةُ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِهَا كَمَا هِيَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ-

-"জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি রয়েছে, উক্ত শর্তাবলি ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্যও প্রযোজ্য। আর তা হলো, পুরুষ হওয়া, বোধশক্তি থাকা, বালেগ হওয়া, আযাদ হওয়া, সুস্থ থাকা, মুকীম হওয়া।"[২৫৯২]

প্রাথমিক যুগে নবিজি ঈদের নামাযে মহিলাদের আসতে নিষেধ করেননি; কিন্তু তবে ঘরেই তাদের জন্য উত্তম বলেছেন যার আলোচনা আমি মহিলাদের জামাতে শরীক হওয়ার আলোচনা করেছি। পরবর্তী যুগে ফিতনা ফ্যাসাদের কারণে মহিলাদেরকে ঈদের নামাযে এবং জুম'আর নামাযে মসজিদে আসতে বারণ করা হয়। যেমন, ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) হাদিস সংকলন করেন এভাবে যে-

---

২৫৯১. ইমাম মালেক, আল-মুদুনাত, ১/২৩৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৫হি. [illegible] ওয়াজিবের শর্তাবলী

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ-

-"তাবেয়ী না'ফে (রহ.) বর্ণনা করেন যে, সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তার স্ত্রীগণকে ঈদগাহে বের হতে দিতেন না।"[২৫৯৩] এ সনদটি সহিহ। আহলে হাদিসদের মত জামাতের সাওয়াবের তাহলে কী ইবনে উমর (রা.) বুঝেননি? এ বিষয়ে আরেকটি আহলে বায়াতে রাসূলের আমলের দিকে লক্ষ করুন যেমন ইমাম আবি শায়বাহ সংকলন করেছেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ، أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْعَوَاتِقِ، لَا يَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى-

-"হযরত আব্দুর রাহমান বিন কাসেম (রহ.) তিনি বলেন তাঁর পিতা হযরত কাসেম (রা.) সম্পর্কে বলেনে যে তিনি মহিলাদের ঈদুল ফিতর ও আযহায় বের হতে দিতেন না।"[২৫৯৪] এ বিষয়ে তাবেয়ীদের যুগের অবস্থান লক্ষ করুন-

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُكْرَهُ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ-

-"বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) বলেন, মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া মাকরুহ।"[২৫৯৫] সনদটি সহিহ। আরেকটি বর্ণনা দেখুন-

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ-

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) বলেন, যুবতীরা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া আমি মাকরুহ বা অপছন্দ মনে করি।"[২৫৯৬]

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْرٍ، وَلَا إِلَى أَضْحَى-

-"বিখ্যাত তাবেয়ী হিশাম ইবনে উরওয়া (রা.) তিনি তার পিতার কর্ম সম্পর্কে বলেন, তিনি তার পরিবারের কোন মহিলাকে ঈদুল ফিতর ও আযহায় যেতে দিতেন না।"[২৫৯৭] অসংখ্য সাহাবী জীবিতাবস্থায় যে তাবেয়ীরা ফাতওয়া দিতে তার ব্যক্তিগতভাবে নিজের পরিবারের বিষয়ে আমল দেখুন-

---

২৫৯৩. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৩পৃ. হাদিস নং. ৫৭৯৫, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।

২৫৯৪. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪পৃ. হাদিস নং. ৫৭৯৭, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।

২৫৯৫. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৩পৃ. হাদিস নং. ৫৭৯৪, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।

২৫৯৬. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪পৃ. হাদিস নং. ৫৭৯৮, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।

২৫৯৭. ইবনে আবি [illegible] হাদিস নং. ৫৭৯৬, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ «كَانَا يُخْرِجَانِ نِسَاءَهُمَا فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَمْنَعَانِهِنَّ مِنَ الْجُمُعَةِ-

-"হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই তাবেয়ী হযরত আলকামা ও আসওয়াদ (রাঃ) যখন মহিলারা ঈদের নামাযের জন্য বের হতে দেখতেন.... ।"[২৫৯৮] এ সনদটি সহিহ। হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত ফাতওয়ার হলো-

(وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةَ) وَلَوْ لِجُمُعَةٍ وَعِيدٍ .. (عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمُفْتَى بِهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ،

-"মহিলাগণ জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহে তাহরীমী। যদিও সেটা জুমু'আর, ঈদের নামায হোক না কেন। এটিই গ্রহণযোগ্য মতামত। যামানার ফাসাদের কারণে।"[২৫৯৯]

ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী (ওফাত. ৫৮৭হি.) বলেন-

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ لِلشَّوَابِّ مِنْهُنَّ الْخُرُوجُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ

-"সকলেই এ বিষয় ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যুবতী মহিলাগণ জুমু'আ, ঈদ ও অন্যান্য নামাযের জন্য বের হতে পারবে না।"[২৬০০]

বিষয় নং-০৩: ঈদের নামাযে তাকবিরের সংখ্যা নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান:

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদ্বহার দিন সকালে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সাথে ২ রাকাত নামাজ পড়া মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। নামাজের পরে দু'টি খুতবা পাঠ করা ও শুনা উভয়ই ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীর সংখ্যা ৬টি। তাকবীরে তাহরীমা ১টি ও উভয় রাকাতে রুকুর ২টি তাকবীর সহ মোট তাকবীর হল: ৬+৩= ৯টি। আর যদি নামাযের তাকবীর হিসাব বাদ দেওয়া হয় তাহলে অতিরিক্ত তাকবীর হল ৬টি। আর দুই রাক'আতে দু'বার রুকুর সময় ২টি তাকবীর ধরা হয় তাহলে সুতরাং মোট তাকবীর সংখ্যা: ২+৬= ৮টি।

হানাফী মাজহাবের কিতাবে দুই ঈদের নামাজের তাকবীর প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে-

أَنَّ عِنْدَنَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ : سِتَّةٌ مِنَ الزَّوَائِدِ وَثَلَاثَةٌ أَصْلِيَّاتٌ : تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ ، وَتَكْبِيرَتَا الرُّكُوعِ

২৫৯৮. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৩পৃ. হাদিস নং. ৫৭৯০, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।

২৫৯৯. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রুদ্দুল মুখতার, ১/৫৬৬পৃ. নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ১৪১২হি.।

... ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার

-"দুই ঈদের নামাজে তাকবীর সংখ্যা ৯টি করে, ৬টি তাকবীর হল অতিরিক্ত ও ৩টি হল মূল নামাজের, যেমন তাকবীরে তাহরীমার ১টি তাকবীর ও দুই রাকাতে দুই রুকুর ২টি তাকবীর।"[২৬০১]

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"ঈদের নামায ১২ তাকবীরে পড়তে হবে-প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর।"(ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৪৭৫-৪৭৬পৃ.)

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'কষ্টিপাথরে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' গ্রন্থের ভূমিকায় ৬ তাকবীরের বিষয়ে লিখেন-"পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও নেই। এমনকি কোন যঈফ ও জাল হাদীছও নেই।" নাউযুবিল্লাহ

আমাদের হানাফী মাযহাবের আমলের স্বপক্ষে এত হাদিসে পাক থাকা সত্ত্বেও তিনি এই কথা লিখতে পারলেন?

ছয় তাকবীরের পক্ষে মারফূ হাদিস সমূহ:

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর' গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"ছয় তাকবীরের প্রমাণে কিছু বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে। তবে তার একটিও রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়নি।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ছয় তাকবীরের বর্ণনা রাসূল (ﷺ) থেকে এসেছে না আসেনি নিচের আলোচনা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

মারফূ হাদিস নং-০১:

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)সহ এক জামাত ইমামগণ সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ، الْمَعْنَى قَرِيبٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ، جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ، حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ: «وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ

হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) এবং হযরত হুযায়ফা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন যে নবিজির দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি কিরূপ ছিল? অতঃপর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বললেন, দুই রাকআতেই জানাযার ন্যায় চারটি অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে হত (এ হাদিসে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা

২৬০১. ...

Scanned by CamS

এবং দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীরসহ হিসাব করা হয়েছে)। এ কথা শুনে হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) বলেন, আবু মূসা (রা.) সত্য বলেছেন।"[২৬০২]

সনদ পর্যালোচনা :

১. আহলে হাদীসগণ এ হাদিসকে যঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চায়। তাদের প্রধান পুঁজি শায়খ আলবানী মিশকাতের তাহকীকে সুনানে আবি দাউদের হাদিসকে যঈফ বলেছেন।[২৬০৩]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি এ জন্যই বলে থাকি, আলবানী হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভুয়া তাহকীককারী। আলবানী এ হাদিসটিকে এখানে যঈফ বা দুর্বল বলেছেন অথচ **সুনানে আবি দাউদের তাহকীকে সেখানে এটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন।**[২৬০৪]

সম্মানিত পাঠকবর্গ! আপনারাই বলুন যে একমুখে দুই রকম কথা বলে তাকে কী মুনাফিক ছাড়া আর কিছু বলা যায়?

বাংলাদেশে তাঁর আরেক ভক্ত মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'ছহীহ হাদিছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর' গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"তা নিতান্তই যঈফ। এমন বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" মুহসিন সাহেবও স্বীকার করেছেন তার এ গ্রন্থের ২০ নং পৃষ্ঠার ১১ নং টীকায় যে আলবানী হাদিসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন; এখানে আবার আলবানীর এ ফাতওয়া ভাল লাগছে না। তিনি তার দল আহলে হাদিস ব্যতীত সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন একজন মুহাদ্দিস, আলেমের অভিমতও দেখাতে পারেননি এ মুহাদ্দিস হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন। মুহসিন সাহেব এ হাদিসটি নিয়ে অনেক আলোচনার পর আপত্তিকর কয়েকটি দিক সাধারণ মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন।

ক. এটি রাসূলের নামে চালানো ভুল। (তার উক্ত বই পৃ.১৯) আমি বলবো ভুলটি কে করেছেন তা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ আমাদের সামনে পেশ করুন। আর আপনার মতের পক্ষে দলিল কী?

খ. এই সনদের রাবী 'আবু আয়েশা' মজহুল রাবী। (তার বই পৃ.২০) আমি বলবো আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যার অর্থাৎ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানীর দলিল দেন তিনিই তাকে মকবুল বলেছেন আমার নিম্নের আলোচনা দেখুন।

২৬০২ .ইমাম আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/২৯৯পৃ. হাদিস নং ১১৫৩, মাকতুবাতুল আসরিয়্যাহ, সিদান, লেবানন, খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৪৫৩পৃ. হাদিস নং১৪৪৩, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৯৮৫খৃ., বায়হাকী, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৫/৭৩পৃ. হা/৬৮৮২, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩২/৫১০পৃ. হা/১৯৭৩৪, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৩/৪০৮পৃ. হা/৬১৮৩, ইমাম তাবরানী, মুসনাদে শামীয়্যীন, ১/১২৩পৃ. হা/১৯৩, ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/৪০০পৃ.হা/, ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ২/৪১৩পৃ. হা/২৩০৮,

২৬০৩ . আলবানী, যঈফু মিশকাত, ১/৪৫৩পৃ. হাদিস :১৪৪৩, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৯৮৫খৃ.

২৬০৪ . আলবানী সহীহুল সুনানি আবি দাউদ ৪/৩১৭পৃ হাদিস নং ১১৫৩, আলবানী, সিলসিলাতুল

গ. এই সনদের রাবী 'আব্দুর রাহমান ইবনু ছাবিত ইবনু ছাওবান' দুর্বল। (তার বই পৃ.২১) আমি বলবো আমি অসংখ্য আসমাউর রিজালবিদগণের অভিমত দিয়ে প্রমাণ পেশ করেছি যে উক্ত রাবী যে সিকাহ্। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

১. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এই হাদিসটি সংকলন করে তিনি নিরবতা অবলম্বন করেছেন। তার এ নিরবতা অবলম্বনে হাদিসটি সহীহ বলে বুঝা যায়। কেননা ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তার সুনানে বর্ণিত হাদিসে নিরবতা সম্পর্কে বলেছেন-

وَمَا كَانَ فِي كتابي من حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَيَّنته وَمِنْه مَالا يَصح سَنَده مَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا أصح من بعض

."আমার গ্রন্থে যদি এমন কোনো হাদিস থাকে যা অত্যন্ত দুর্বল তাহলে আমি তা উল্লেখ করেছি, এর মধ্যে কিছু আছে যার সনদ সহীহ নয়। আর যে সকল হাদিস সংকলিত করে আমি কিছুই বলি নি সেগুলো গ্রহণযোগ্য। এগুলোর মধ্যে কোনোটি থেকে কোনোটি বেশি সহীহ হতে পারে।"[২৬০৫] এভাবে আমরা বুঝতে পারছি ইমাম আবু দাউদের নিকট এই হাদিসটি নিঃসন্দেহে সহীহ ছিল। তা জলন্ত প্রমাণ হল যে তিনি দুর্বল হলে অবশ্যই হাদিসটির দুর্বলতার কারণ উল্লেখ করতেন।

৩. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেন-

وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ، ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ

-'ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এ হাদিসটির সনদ সম্পর্কে নিরব ছিলেন। অনুরূপভাবে ইমাম মুনযেরী (রহ.) তার মুখতাছারেও নিরবতা অবলম্বন করেছেন।"[২৬০৬]

وَسُكُوتُ أَبِي دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيِّ. تَصْحِيحٌ أَوْ تَحْسِينٌ مِنْهُمَا

-"ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এ হাদিস সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। অনুরূপভাবেইমাম মুনযেরী (রহ) তার মুখতাছারে নিরবতায় হাদিসটি সহীহ বা হাসান হবার প্রমাণ বহন করে।"[২৬০৭]

৪. ইমাম যায়লাঈ (রহ.) এই আছারটি উল্লেখ করে লিখেন-

سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد، ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ

." ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এ হাদিসটির সনদ সম্পর্কে নিরব ছিলেন। তারপর অনুরূপভাবে ইমাম মুনযেরী (রহ.) তার মুখতাছারেও নিরবতা অবলম্বন করেছেন।"[২৬০৮]

৫. উক্ত সনদের অন্যতম রাবী 'আব্দুর রহমান বিন সাবেত ইবনে ছাওবান' কে নিয়ে আহলে হাদিসগন বিভ্রান্তি ছড়াতে চায়। বিশেষ করে আহলে হাদিস মোবারকপুরী এবং মুযাফফর বিন মুহসিন।[২৬০৯] অথচ মোবারকপুরী নিজেই লিখেছিল-

---

২৬০৫ . ইমাম আবু দাউদ, রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কা কী ওয়াসতি সুনানিহী, ২৭পৃ. দারুল আরাবিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২৬০৬ . আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত ৩/৪০৮পৃ. হাদিস ১৪৪৩

২৬০৭ . আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত ৩/৪০৮পৃ. হাদিস ১৪৪৩

২৬০৮ . ই...

Scanned by CamSc

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ

-"এই হাদিসের সনদের বিষয়ে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও ইমাম মুনযিরী (রহ.) নিরবতা অবলম্বন করেছেন।"[২৬১০] অথচ নিজেই ঐ রাবী সম্পর্কে লিখেছে- وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ -'এক জামাত মুহাদ্দিস তাকে সিকাহ বলেছেন।"[২৬১১]

৬. ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) সনদটি সংকলন করে কোন মন্তব্য করেননি।[২৬১২]

৭. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

وسكوت أَبِي دَاوُد وَالْمُنْذِرِي تَصْحِيح أَو تَحْسِين مِنْهُمَا

-"ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম মুনযিরীর নিরবতা দ্বারা এই হাদিসটি সহীহ অথবা হাসান বলে বুঝা যায়।"[২৬১৩]

আহলে হাদিসদের আপত্তি নং. ১

আহলে হাদিসদের এই হাদিসের বিষয়ে প্রথম আপত্তি হল রাবী 'আব্দুর রাহমান বিন ছাওবান' কে নিয়ে যে তিনি যঈফ রাবী। আমি বলবো আলবানী স্বয়ং এই রাবীর সূত্রে বর্ণিত সুনানে তিরমিযির আবু হুরায়রা (রা.) এর একটি হাদিসকে তিনি হাসান, সহিহ বলেছেন।[২৬১৪] আরেকটি হাদিসকে আলবানী 'হাসান' বলেছেন।[২৬১৫]

তাই বুঝা গেল আলবানীর নিকটও তিনি রাবী হিসেবে গ্রহণযোগ্য ও সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

১. ইমাম যাহাবী (রহ.)তার প্রসংশায় লিখেন-

الشَّيْخُ، العَالِمُ، الزَّاهِدُ، المُحَدِّثُ

-"তিনি ছিলেন হাদিসের অনেক বড় শায়খ, আলেম, দুনিয়া বিমুখ এবং মুহাদ্দিস।"[২৬১৬]

২. ইমাম যাহাবী (রহ.) তার আরেক গ্রন্থে লিখেন- وَهُوَ ثِقَةٌ -"তিনি আমাদের নিকট সিকাহ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[২৬১৭] তবে অনেকে শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্মৃতিশক্তির বিষয়ে আপত্তি তোলার সুযোগ নিতে চান। এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. যেমন মোবারকপুরী দাবি করেছেন- قال الحافظ صدوق يخطىء وَتَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ - "ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি ভুল করতেন কারণ শেষ বয়সে তার স্মৃতি শক্তি লোপ পায়।"[২৬১৮] আমি বলব, এতে কোন সমস্যা নেই। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবসহ সকল সালাফীদেরকে

২৬০৯. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৭১পৃ.
২৬১০. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৭১পৃ.
২৬১১. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৭১পৃ.
২৬১২. ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ২/৪১৩পৃ. হা/২৩০৮,
২৬১৩. ইমাম সুয়ূতি, শরহে সুনানি ইবনে মাযাহ, ১/৯১পৃ. হা/১২৭৭
২৬১৪. ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ১/১২৯পৃ. হাদিস : ৪৩ (শরাহসহ) এবং আরেকটি হাদিস: ৩৫৭৩
২৬১৫. তিরমিযি, আস-সুনান, হাদিস:২৩২২
২৬১৬. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা, ৭/১৮পৃ. ক্রমিক.১১০৪
২৬১৭. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ২/১১৬৫পৃ. ক্রমিক. ১৯২

বলবো, ইবনে হাজর এটি কোথায় বলেছেন? তা কেন মোবারকপুরী উল্লেখ করলেন না? আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে মোবারকপুরী এটি তাঁর নামে বানিয়ে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) কী বলেছেন তাঁর সম্পর্কে তা নিম্নে দেখে নিন।

৪. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[২৬১৯]

৫. ইমাম ইবনে হাজার উল্লেখ করেন- وقال بن سعد وأبو زرعة والنسائي ثقة وذكره بن حبان في الثقات -"ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.), ইমাম আবু যারওয়া এবং ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[২৬২০] তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال بن سعد كان كثير الحديث -"ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) বলেন, তিনি অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৬২১] ইমাম মিয্‌যী (রহ.) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর ন্যায় উল্লেখ করেছেন এবং একজন ইমামও তাকে যঈফ বলেনি বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬২২] ইমাম মিয্‌যী (রহ.) লিখেছেন- روى له الجماعة -"এক জামা'আত ইমাম তাঁর হাদিস সংকলন করেছেন।"[২৬২৩] আহলে হাদিস মোবারকপুরী এ রাবী সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন- وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ -'এক জামাত মুহাদ্দিস তাকে সিকাহ বলেছেন।"[২৬২৪]

আহলে হাদিসদের আপত্তি নং. ২

তাদের আরেকটি আপত্তি হল রাবী 'আবু আয়েশা' অপরিচিত রাবী, তাই সনদটি যঈফ।

আপত্তির নিষ্পত্তি

এটি তাঁর নামে মিথ্যাচার। হ্যাঁ, আমি বলছি কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে না জেনে এ উক্তি করেছিলেন, কিন্তু আমরা নিরীক্ষা করে দেখেছি তা ঠিক নয়।

১. ইমাম আইনী (রহ.) এ আপত্তির জবাবে বলেন- وأبو عائشة مولى سعيد بن العاص - "আবু আয়েশা তিনি সাহাবী হযরত সাঈদ ইবনুল আ'স (রা.) গোলাম ছিল।"[২৬২৫]

২. ইমাম আইনী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وأما أبو عائشة فإن أبا داود أخرج له وسكت عنه، وأدنى المرتبة أن يكون حديثه حسنا

২৬১৯. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৫/৩৬৯পৃ. ক্রমিক. ৫২৪৩
২৬২০. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/২৯৪পৃ. ক্রমিক. ৪৯০, ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ২৫/৫৯৮পৃ. ক্রমিক. ৫৩৯৩
২৬২১. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/২৯৪পৃ. ক্রমিক. ৪৯০
২৬২২. ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ২৫/৫৯৮পৃ. ক্রমিক. ৫৩৯৩
২৬২৩. ইমাম মিয্‌যী, তাহযিবুল কামাল, ২৫/৫৯৮পৃ. ক্রমিক. ৫৩৯৩
২৬২৪. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৭১পৃ.
২৬২৫. ইমাম আইনী, [illegible] ৪/৫১৮পৃ. হা/১১৫৩

Scanned by CamSc

-"রাবী আবু আয়েশা (রহ.)-এর হাদিস বিষয়ে বলব, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর হাদিস সংকলন করে নিরবতা অবলম্বন করেছেন, তার (দ্বারা বুঝা যায়) হাদিসের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে 'হাসান'।"[২৬২৬] ইমাম আইনী (রহ.) তাঁর আসমাউর রিজাল গ্রন্থে অনুরূপ বলেছেন।[২৬২৭]

৩. বিশ্ব-বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও আসমাউর রিজালবিদ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর জীবনীতে লিখেন- أبو عائشة الأموي مولاهم جليس أبي هريرة مقبول -"আবু আয়েশা তিনি আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিকট বসেছেন। তিনি মকবুল রাবী।"[২৬২৮]

৪. আর এই সত্য কথাটি অর্থাৎ রাবী 'আবু আয়েশা' সিকাহ্ সম্পর্কে আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী তার একধিক গ্রন্থে লিখেন-

وقال الحافظ في التقريب: مقبول

-"হাফেজ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর তাক্বরিবুত-তাহযিব গ্রন্থে লিখেন, তিনি মকবুল বা গ্রহণযোগ্য রাবী।"[২৬২৯] আমার মনে হয় ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী মুহসিন সাহেব হতে আসমাউর রিজাল পড়া উচিত ছিল। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর লিখিত আরেকটি বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থ "লিসানুল মিযানে' ও তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন।[২৬৩০]

৫. বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ইমাম মিয্যী (রহ.) তাঁর জীবনীতে লিখেন- ذكر الحاكم أبو أحمد أنه مولى سعيد بن العاص. -"হাকেম অর্থাৎ আবু আহমাদ (রহ.) বলেন, নিশ্চয় তিনি 'আবু আয়েশা' সাহাবী হযরত সাঈদ ইবনুল আ'স (রা.) গোলাম ছিল।"[২৬৩১] তিনি তাঁর জীবনীতে আরও উল্লেখ করেন-

رَوَى عَن: حذيفة بن اليمان (د) ، وأبي موسى الأشعري (د) ، وأبي هُرَيْرَة.

-"তিনি সাহাবী হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (যা সুনানে আবি দাউদে সংকলিত হয়েছে), এবং হযরত হযরত আবু মূসা আশ'আরী (এটিও সুনানে আবি দাউদে সংকলিত হয়েছে) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৬৩২] তিনি তাঁর জীবনীতে আরও উল্লেখ করেন-

رَوَى عَنه: خالد بن معدان، ومكحول الشامي (د).

২৬২৬ .ইমাম আইনী, শরহে সুনানে আবি দাউদ, ৪/৪৯৮পৃ. হা/১১৫৩
২৬২৭ .আইনী, মাগানিল আখিয়ার, ৩/৩১০পৃ. ক্রমিক. ২৯৯৩
২৬২৮ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরিবুত-তাহযিব, ১/৬৫৪পৃ. ক্রমিক. ৮২০২ (শায়খ আবু আওয়ামা সম্পাদিত)
২৬২৯ . আলবানী সহীহুল সুনানি আবি দাউদ ৪/৩১৭পৃ হাদিস নং ১১৫৩, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুল সহীহা, ৬/১২০৬পৃ. হা/২৯৯৭
২৬৩০ .ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৭/৪৭২পৃ. ক্রমিক. ৫৫৬১, তাহযিবুত-তাহযিব, ১২/১৪৬পৃ. ক্রমিক. ৬৩০ ... প্রকাশ ১৪০০হি
২৬৩১ .মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৪/১৭পৃ. ক্রমিক. ৭৪৬৬, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ ১৪০০হি

-"তাঁর থেকে খালেদ বিন মা'দান (রহ.) ও মেকহুল শামী (রহ.) (যা সুনানে আবি দাউদে সংকলিত হয়েছে) হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৬৩৩] তিনি আরও লিখেন- ذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الرابعة -"ইমাম আবুল হাসান বিন শামে'ঈ (রহ.) বলেন, তিনি চতুর্থ স্তরের রাবী।"[২৬৩৪] উসূলে হাদিসের নিয়ম হল যে কোন মুহাদ্দিস হতে তার যদি দুই জন সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র হাদিস বর্ণনা করেন তিনি মা'রুফ বা পরিচিত রাবী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৬. ইমাম আইনী (রহ.) তাঁর আসমাউর রিজাল গ্রন্থে তাঁর জীবনীতে লিখেন-

قلت: لما أخرج له أبو داود، وسكت عنه، وأدنى المرتبة أن يكون حديثه حسنا

-"আমি বলি, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর হাদিস সংকলন করেছেন এবং সে হাদিসের সনদের বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করেছেন, আর তার দ্বারাই বুঝা যায় তার হাদিসের সর্বনিম্ন স্তর হল 'হাসান'।"[২৬৩৫] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে কী তিনি অপরিচিত রাবী ছিলেন। হ্যাঁ, কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে ভাল করে না জেনে তাকে মজহুল বা অপরিচিত বলেছেন। এজন্য সুযোগ বুঝে আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের নামাযের তাকবীরের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাই এই হাদিসটি সহীহ্ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মারফু হাদিস নং.২ ঃ

ইমাম তাহাবী (রহ.)সহ এক জামাত ইমামগণ সংকলন করেন-

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَانَا , قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ , قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا , النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ , فَكَبَّرَ أَرْبَعًا , وَأَرْبَعًا , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ , قَالَ: «لَا تَنْسَوْا , كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ , وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ , وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ

-"প্রসিদ্ধ তাবেয়ী কাসেম বিন আব্দুর রহমান (রহ.) বলেন, আমাকে রাসূল (ﷺ)-এর কিছু সাহাবী হাদিস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী করিম (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে ঈদের নামায পড়ান (দুই রাক'আতে) চারটি করে তাকবীর দেন। নামায শেষে প্রিয় নবীজি আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করশাদ করেন, ভুলে যেওনা। তারপর হাঁতের বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ করে বাকী চার অঙ্গুলী দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, জানাযার তাকবীরের মত।"[২৬৩৬]

২৬৩৩ .মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৪/১৭পৃ. ক্রমিক. ৭৪৬৬
২৬৩৪ .মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৪/১৮পৃ. ক্রমিক. ৭৪৬৬
২৬৩৫ .আইনী, মাগানিল আখিয়ার, ৩/৩১০পৃ. ক্রমিক. ২৯৯৩
২৬৩৬ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/৩৪৫পৃ. হা/৭২৭৩

Scanned by CamSc

হাদিসের সারমর্ম :

এই হাদিসটি মারফু ও বিশুদ্ধ। যার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, আল্লাহর নবী (ﷺ) প্রতি রাকাতে ৪ বার তাকবীর বলতেন। যেমন: অতিরিক্ত ৩ তাকবীর ও রুকুর এক তাকবীর মোট ৪ তাকবীর। এমনি ভাবে দ্বিতীয় রাক'আতেও অতিরিক্ত ৩ তাকবীর ও রুকুর এক তাকবীর মোট ৪ তাকবীর। উভয় রাকাতে সর্বমোট তাকবীর সংখ্যা ৮টি আর অতিরিক্ত তাকবীর সংখ্যা ৩টি করে ৬টি, যেমনটি হানাফী মাজহাবের অনুসারীগণ আমল করে। সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) এর আমলের সাথে হানাফীদের আমল সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

সনদ পর্যালোচনা : ইমাম তাহাভী (رحمه الله) সংকলন করে বলেন- هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ -"এই হাদিসটির সনদ 'হাসান'।"[২৬৩৭] বিশ্ব-বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) ইমাম তাহাবীর 'হাসান' বলা সমাধানকে মেনে নিয়েছেন এবং কোন সমালোচনা করেননি।[২৬৩৮] আল্লামা বুরহানুদ্দীন ইবনে হামযা হুসাইনী দামেস্কী হানাফী (رحمه الله) বলেন- هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ -"এই হাদিসটির সনদ সহীহ পর্যায়ের।"[২৬৩৯]

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি :

আপত্তি নং ১ : আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন এই হাদিস প্রসঙ্গে ঈদের তাকবীরের গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"মাযহাবী মোহে ত্বাহাবী সহ আরো কেউ বর্ণনাটিকে হাসান বলতে চেয়েছেন।" কতবড় মিথ্যুক এবং ধোঁকাবাজ দেখুন। ইমাম তাহাবী (رحمه الله) এর উপর কতবড় একটি মিথ্যা তুহমত মুহসিন সাহেব দিলেন। অথচ তার এ কথার সত্যতার প্রমাণে তিনি একটিও মযবুত কোন দলিল উপস্থাপন করতে পারেননি যে এ কারণে এই হাদিসটি যঈফ। এ সনদের হযরত কাশেম বিন আব্দুর রাহমান (رحمه الله) তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন। এটি নিয়ে এবং তার হাদিস গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনেক আহলে হাদিস বিভ্রান্তি ছড়াতে চান। যেমন মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"ক্বাসেম ইবনু আব্দুর রহমান আবু আব্দুর রহমান শামী নামক রাবী যঈফ।"

মুহসিন সাহেবের শয়তানী ধোঁকা :

মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের তাকবীরের গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় উপরে উল্লেখিত রাবীর নাম নিজেই লিখে এই রাবী সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) এর বরাতে লিখেছেন-"ইমাম আজলী (رحمه الله) বলেন, সে শক্তিশালী নয় (তার গ্রন্থের টীকা নং ২২ এ ইবনে হাজারের তাহযিবুত-তাহযিবের বরাত দিয়েছেন)।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি ইমামের নামও শুদ্ধ লিখেননি; তিনি লিখেছেন ইজলী (ওফাত. ২৬১হি.) কে আজলী লিখেছেন, তিনি যে কতবড় জাহেল তা আবারও প্রমাণ হল। এ ধোঁকাবাজ মুযাফফর বিন মুহসিন রাবী 'ক্বাসেম বিন ফায়েয' এর জীবনী অর্থাৎ তার হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ যা বলেছেন তা এনে উক্ত রাবীর নামে ক্বাসেম নামের মিলে চালিয়ে নিয়ে সত্যকে আড়াল করতে চেয়েছেন। এবার মূলত উক্ত ইমাম ইজলী (رحمه الله) এই রাবীর বিষয়ে কি বলেছেন তা দেখবো। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

وقال العجلي كان على قضاء الكوفة

-"ইমাম ইজলী (رحمه الله) বলেন, তিনি কুফার কাদি ছিল।"[২৬৪০] আমি মুহসিন সাহেবকে বলবো কী লাভ আপনার রাবীদের নামে মিথ্যাচার করে? জবাব কী পাব কোন এক দিন? আমার মনে হয় কিয়ামতের পূর্বেও পাব না। উক্ত রাবী হল কুফার কাযি কাসেম বিন আব্দুর রাহমান। মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হাজার আসকালানীর উক্তিতে ইবনে হিব্বান এর যে বক্তব্য তার গ্রন্থের ২৫ নং টীকায় যা উল্লেখ করেছেন তাও মিথ্যা। আমি ২৫নং টীকায় উল্লেখিত দুটি গ্রন্থে গভীর পর্যালোচনা করে একটিতেও তার এই ইবারত আমি পাইনি। সে কতবড় ধোঁকাবাজ আমি তা দেখে অবাক। এখন উক্ত তাবেয়ীর হাদিস গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইমামগণ কী বলেছেন তা দেখবো।

১. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) তাঁর জীবনীতে লিখেন-

وعن بن عمر وجابر بن سمرة

-"তিনি সাহাবী হযরত ইবনে উমর, হযরত জাবের বিন সামুরা (رضي الله عنه) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৬৪১]

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেন-

قال بن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال إسحاق بن منصور عن بن معين ثقة

-"ইমাম ইবনে সা'দ (رحمه الله) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, প্রচুর হাদিস বর্ণনাকারী, ইমাম ইসহাক বিন মানছুর তিনি ইবনে মাঈন (رحمه الله) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন, যে সে সিকাহ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[২৬৪২]

৩. তিনি আরও লিখেন-

وقال بن خراش ثقة وقال بن حبان في الثقات

-"ইমাম খাররাস বলেন, তিনি সিকাহ, ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[২৬৪৩]

৪. ইমাম যাহাবী (رحمه الله) লিখেন-

وصاحب أبي أمامة.

২৬৩৭. ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/৩৪৫পৃ. হা/৭২৭৩

২৬৩৮. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তেহাফুল মুহরাহ, ১৬/৬১৭পৃ. হা/২১১০২

২৬৪০. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৩২১পৃ. ক্রমিক.৫৮১

২৬৪১. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৩২১পৃ. ক্রমিক.৫৮১

২৬৪২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৩২১পৃ. ক্রমিক.৫৮১

২৬৪৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৮/৩২১পৃ. ক্রমিক.৫৮১

Scanned by CamSca

-"তিনি ছিলেন আবু উমামা বাহেলী (রা.)-এর সাথী।"[2654] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

-"ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন, তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[2655] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

ابن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، عن جابر قال: ما رأيت أحدا أفضل من القاسم أبي عبد الرحمن، كنا بالقسطنطينية

-"ইবনে খালেদ তিনি আব্দুর রাহমান ইবনে ইয়াযিদ থেকে তিনি জাবের থেকে তিনি বলেন, আমি কাশেম বিন আব্দুর রাহমান হতে উত্তম কাউকে দেখিনি। আমরা তখন কুস্তুনতুনিয়ায় ছিলেন।"[2656] ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার 'সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"তিনি ৪০ জন বদরী সাহাবীকে দেখেছেন বলে বর্ণিত আছে।" পাঠকবর্গ! এমন মহান তাবেয়ীকে আহলে হাদিসরা আজ সমালোচনা করছে। তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় রাবী কাসেম (রহ.) সম্পর্কে আরও বলেছেন-"তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন তাঁর বর্ণিত হাদীসের দুর্বলতার কারণ তাঁর ছাত্ররা।" এরপর তিনি একজনমাত্র ইমামদের উদ্ধৃতি দেন যারা তাকে সিকাহ বলেছেন।

আহলে হাদিসদের আপত্তি নং ২

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের নামাযের তাকবীর গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় তাবেয়ী কাসেমের ছাত্র সম্পর্কে দাবী করেছেন যে-"ওয়াযীন বিন আত্বা নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।" এই রাবীর বিষয়ে উক্ত ধোঁকাবাজ দুই এক জন অপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের উদ্ধৃতি দিয়ে এই রাবীকে দুর্বল প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যাকারিয়া সাজী (রহ.) বলেন, ওয়াযীনের বর্ণিত সকল হাদীস নিরীক্ষা করে একটিমাত্র হাদিস পাওয়া যায় যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ব্যতিক্রম, যা অন্য কোনো সূত্রে পাওয়া যায় না। তা হলো তিনি মাহফুয ইবনু আলকামা থেকে আব্দুর রাহমান ইবনু আইয থেকে তিনি হযরত মাওলা আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

-"দু চোখ হলো মানুষের পশ্চাৎদেশের বাঁধন স্বরূপ, কাজেই যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়বে তাকে ওযু করতে হবে।"[2657] সাজী বলেন, আবু দাউদ এ হাদিসকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন এবং তার সুনানে সংকলন করেছেন। এতে বুঝা যায় যে আবু দাউদ

২৬৫৪. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৩৭৩পৃ. ক্রমিক.৬৮১৭
২৬৫৫. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৩৭৩পৃ. ক্রমিক.৬৮১৭
২৬৫৬. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৩৭৩পৃ. ক্রমিক.৬৮১৭
২৬৫৭. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/৫২পৃ. হা/২০৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/১৬১পৃ. হা/৪৭৭

ওয়াযীনের সকল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।[2658] আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম আলবানী স্বয়ং এই হাদিসকে 'হাসান' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[2659] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

قال أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم ثقة وقال أحمد في رواية: ليس به بأس

-"ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) এবং ইমাম দুহাইম (রহ.) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[2660] ইমাম আসকালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وقال ابن معين في رواية لا بأس به -"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি সেখানে বলেছেন তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[2661] তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال إبراهيم الحربي غيره أوثق منه -"ইমাম ইবরাহিম হারবী (রহ.) তিনি কাউকে বলছেন, (ওযাযীন) তার থেকে অধিক বিশ্বস্ত।"[2662] তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال ابن عدي ما أرى بأحاديثه بأسا -"ইমাম ইবনে আদি (রহ.) বলেন, আমি তার হাদিসে অসুবিধা জনক কিছু দেখছি না।"[2663] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو زرعة الدمشقي قلت: لدحيم فما تقول في أبي معبد قال ثقة قلت: فالوضين بن عطاء قال ثقة

-"ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) তিনি তার উস্তাদের সূত্রে বলেন, তিনি সিকাহ, তিনি বলেন, আমি বলি সে সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[2664] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال الآجري عن أبي داود صالح الحديث

-"ইমাম আজরী তিনি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন।"[2665] তিনি আরও উল্লেখ করেন- وذكره ابن حبان في الثقات -"ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।"[2666]

২৬৫৮. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৩৩২পৃ. ক্রমিক. ৯৩৫২, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/১০৮পৃ. ইমাম আদী, আল-কামিল, ৮/৩৭৩পৃ. ক্রমিক. ২০১২, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক, ২২/১৪১পৃ. ক্রমিক.২৮৩২
২৬৫৯. আলবানী, সহিহুল সুনানে আবি দাউদ, হা/২০৩, সহিহুল সুনানি ইবনে মাযাহ, হা/৪৭৭
২৬৬০. ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/১২০পৃ. ক্রমিক.২০৫, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৩৩৪পৃ. ক্রমিক. ৯৩৫২
২৬৬১. ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/১২০পৃ. ক্রমিক.২০৫
২৬৬২. ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/১২০পৃ. ক্রমিক.২০৫
২৬৬৩. ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/১২০পৃ. ক্রমিক.২০৫
২৬৬৪. ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/১২০পৃ. ক্রমিক.২০৫, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৩৩৪পৃ. ক্রমিক. ৯৩৫২
২৬৬৫. ... ক্রমিক.২০৫

Scanned by CamScanner

তিনি এই হাদিসের বিষয়ে সর্বশেষ তিনি লিখেছেন-"ইমাম ত্বাহাভী ছাড়া হাদীছের ইমামগণের মধ্যে অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেননি অথবা তাদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি বলবো একজন মুহাদ্দিস এর নাম পারলে উল্লেখ করুন যে এই হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আহলে হাদিসদের সমর্থক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার লিখিত ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীসটির "হাসান" হওয়ার বিষয়ে ইমাম তাহাবীর দাবি সঠিক বলেই মনে হয়।" তাই প্রমাণিত হল এই সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ এবং এই হাদিসটি সহীহ।

৬ তাকবীরের পক্ষে সাহাবীদের আমল

মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'ঈদের তাকবীর' গ্রন্থের ভূমিকায় ছয় তাকবীরের উপরে সাহাবীদের আমলের বিষয়ের হাদিসের গ্রহণযোগ্য প্রসঙ্গে লিখেন-"ছাহাবীদের থেকেও ছয় তাকবীরের উল্লেখিত কোন ছহীহ বর্ণনা নেই।" তিনি তার এই গ্রন্থে ছয় তাকবীরের পক্ষে হানাফীদের একটি হাদিসকেও যঈফ প্রমাণ করতে পারেনি। এবার আমরা দেখবো ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন সহীহ, হাসান পর্যায়ের হাদিস আছে কিনা।

হাদিস নং-৩

ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) বর্ণনা করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا - لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ»

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক তিনি তাঁর শায়খ মা'মার বিন রাশেদ থেকে তিনি তাবেয়ী হযরত আলকামা (رحمه الله) ও হযরত আল-আসওয়াদ বিন আসওয়াদ (رحمه الله) থেকে তাঁরা বলেন, ইবনে মাসউদ (رحمه الله) একদা বসে ছিলেন, সে সময় তার কাছে ছিলেন হযরত হুযায়ফা (رضي الله عنه) ও হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (رضي الله عنه)। (কুফার প্রশাসক) হযরত সাঈদ ইবনুল আস্ (رضي الله عنه) তাদেরকে সালাতুল ঈদের তাকবীরের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তখন হযরত হুযায়ফা (رضي الله عنه) বলেন, আবু মূসা আল-আশ'আরীকে জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর পরস্পরকে বললেন অমুককে জিজ্ঞেস করুন। তখন হুযায়ফা বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেন, চারটি তাকবীর (তাহরীমাসহ) বলবে, এরপর কুরআন পাঠ করবে এবং কুরআন পাঠ শেষে তাকবীর বলে রুকু করবে। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে

২৬৫৬. ইমাম আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১১/১১০পৃ. ক্রমিক ১০৭

(প্রথমটি) কুরআন পাঠ করবে এবং কুরআন পাঠের পর (রুকুর পূর্বে রুকুর তাকবীরসহ) চারবার তাকবীর বলবে।"২৬৫৭ এ সনদটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী।

হাদিসের সনদ পর্যালোচনা :

ইমাম নিমভী (رحمه الله) বলেন- واسناده صحيح -"এই হাদিসটির সনদ সহীহ।" (ইমাম নিমভী, আছারুছ ছুনান, ৩০৯ পৃঃ)।

একাধিক সনদে এই হাদিস উল্লেখ রয়েছে। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) ছিলেন সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুজতাহিদ ফকিহ্‌, এবং অন্যান্য সাহাবীগণ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকেই মাস'য়ালা শিখতেন। তিনজন সাহাবীর সামনে হযরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) ঈদের নামাজের মোট তাকবীর সংখ্যা ৯টি তথা অতিরিক্ত ৬টি তাকবীরের কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং সকলেই সমর্থন করেছেন। একটি তাকবীরে তাহরীমা এবং দুটি রুকুর তাকবীর।

একটি আপত্তি ও তার জবাব : আহলে হাদিসদের এই হাদিসের বিষয়ে দুটি আপত্তি করে থাকেন। যেমন বর্তমান যুগের ইয়াযিদের মামাত ভাই মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল পর্যায়ের ।...এর সনদেও অনেক ত্রুটি রয়েছে। আবু ইসহাক্ব নামে একজন বাজে রাবী আছে। সে হাদীছ জাল করত। উক্ত রাবীকে সকল মুহাদ্দিছ প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

দাঁতভাঙ্গা জবাব : এক. জবাবে বলব: 'আবু ইসহাক সাবঈ' একজন বিশ্বস্ত তাবেয়ী এই ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করেননি। কোন কোন আহলে হাদিস সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা লাগানোর উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে 'আবু ইসহাক্ব' তাবেয়ী আলকামা থেকে হাদিস শুনেননি। অথচ তিনি সাহাবী থেকেই হাদিস শুনা প্রমাণিত। আল্লামা হাফিয ইবনে হাজর আস্কালানী (رحمه الله) তদীয় 'কিতাবে' বলেন-

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان

-"রাবী 'আবু ইসহাক্ব' হযরত উসমান (رضي الله عنه) এর ২ বছর খেলাফত কাল বাকী থাকতে জন্ম গ্রহণ করেন।"২৬৫৮

বলুন! যে ব্যক্তি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উছমান (رضي الله عنه) এর খেলাফত কালে জন্ম গ্রহণ করেছেন সেই ব্যক্তি তাবেঈ আলকামা (رحمه الله) কে দেখেননি ও তাঁর হাদিস শুনেননি এরূপ কথা বলা মোটেও গ্রহণযোগ্য?

দুই. মিথ্যাবাদী মুহসিন সাহেব দাবী করেছেন যে সকল মুহাদ্দিস না কি তার হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছেন। নাউযুবিল্লাহ! (লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন)

২৬৫৭. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/২৯৩পৃ. হাদিস/৫৬৮৭, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৩ হি., ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আছার, ৬২ পৃ., ইমাম ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃঃ; বায়হাক্বী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩য় খণ্ড, ৭২২ পৃঃ; বায়হাকী শরীফ, ৩য় খণ্ড, ১২৫ পৃঃ; তাহাবী, শরহে মায়ানীল আছার, ২য় জিঃ ৪০১ পৃঃ; নিমভী, আছারুছ ছুনান, ৩০৯ পৃ.।

২৬৫৮. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ৯/২১৪ পৃ., ইমাম নববী, তাহযিবুল আসমাইল লুগাত, ১/৮৩পৃ ... ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ০২/৪১২পৃ. ক্রমিক.৭১৭০,

Scanned by CamScanner

পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নববী (রহঃ) তার বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থে তাবেয়ী আবু ইসহাক সাবাঈ (রহঃ) এর জীবনীতে লিখেন-

واجمعوا على توثيقه وجلالته والثناء عليه.

-"তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, মহত্ত্ব এবং তার প্রসংশা করার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ একমত পোষণ করেছেন।"[২৬৫৯] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি একজন মুহাদ্দিসকেও দেখিনি যে উক্ত তাবেয়ীর হাদিস নিয়ে সমালোচনা করতে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর জীবনীতে লিখেন-

قال شعبة: كان أبو إسحاق السبيعى أحسن حديثًا من مجاهد، والحسن، وابن سيرين. وقال احمد بن عبد الله العجلى: هو كوفى ثقة، سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والشعبى أكبر منه بسنتين

-"বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম শুবা (রহঃ) বলেন, ইমাম আবু ইসহাক সাবাঈ (রহঃ) তিনি ইমাম মুজাহিদ, ইমাম হাসান বসরী, ইমাম ইবনে সীরীন (রহঃ) থেকে হতে সুন্দর হাদিস বর্ণনাকারী। ইমাম ইজলী (রহঃ) তিনি কুফার অধিবাসী বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস, তিনি রাসূল (ﷺ) এর ৩৮ জন সাহাবী থেকে হাদিস শুনেছেন এবং ইমাম শা'বী (রহঃ) তাঁর থেকে দুই বছরের বড়।"[২৬৬০] ইমাম নববী (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو حاتم: هو ثقة، ويشبه بالزهرى فى كثرة الرواية.

-"ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারী, তিনি অধিক হাদিস বর্ণনায় ইমাম শিহাব জুহরীর ন্যায়।"[২৬৬১] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তাঁর জীবনীতে লিখেন- ثقة مكثر عابد -"তিনি সিকাহ, অধিক হাদিস বর্ণনাকারী, আবিদ ব্যক্তি।"[২৬৬২] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন এবং হযরত আলী, উসামা, ইবনে আব্বাস (রা.)সহ একজামাত সাহাবী থেকে হাদিস শুনেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন।[২৬৬৩] অথচ আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের নামাযের তাকবীর গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- 'ইবনু হিব্বান বলেন, সে যে সমস্ত কথা বর্ণনা করেছে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।" এতে তিনি ইমাম যাহাবী (রহঃ) এর মিযানুল ইতিদালের দলিল দিয়েছেন। অথচ সেই কিতাবে এর লেশ মাত্র নেই। অথচ ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ বলেছেন। (ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৬/৪৯ পৃ. ক্রমিক. ৬৬৭১) তিনি কতবড় মিথ্যাবাদী তা আপনাদের সামনে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) এই উক্তিটি করেছেন একজন রাবীর বিষয়ে

২৬৫৯ .ইমাম নববী, তাহযিবুল আসমাঈল লোগাত, ২/১৭১পৃ. ক্রমিক. ৭১৩
২৬৬০ .ইমাম নববী, তাহযিবুল আসমাঈল লোগাত, ২/১৭১পৃ. ক্রমিক. ৭১৩
২৬৬১ .ইমাম নববী, তাহযিবুল আসমাঈল লোগাত, ২/১৭১পৃ. ক্রমিক. ৭১৩
২৬৬২ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযিব, ১/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৫০৬৫

এটি ঠিক; তবে সে কোন রাবী তা আপনাদের সামনে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

أبو إسحاق. شيخ حجازى، روى عن موسى بن أبي عائشة مناكير. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما روى.

-"আবু ইসহাক, তিনি হেজাজের একজন শায়খ ছিলেন। তিনি মূসা বিন আবি আয়েশা (রহঃ) থেকে মুনকার হাদিস বর্ণনা করতেন, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন, সে যা বর্ণনা করেছে তা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা বৈধ নয়।"[২৬৬৪] পাঠকবর্গ তিনি হলেন হেজাজ ভূমির আবু ইসহাক; আর আমাদের আলোচিত রাবী হলেন কুফা নগরীর বিখ্যাত তাবেয়ী আবু ইসহাক সাবাঈ (রহঃ)। এই সমস্ত ধোঁকাবাজদেরকে যারা ইচ্ছা করে সত্য গোপন করেন আল্লাহ কোথায় তাদের স্থান দিবেন তা আমি জানি না। ইমাম ইজলী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম সাজী, ইমাম উসমান দারেমী, ইমাম ইবনে শাহীনসহ একজামাত ইমাম তাকে সিকাহ বা গ্রহণযোগ্য রাবী বলেছেন।[২৬৬৫] আমার সর্বশেষ বক্তব্য হল যে ইমাম আবু ইসহাক (রহঃ) কে মিথ্যাবাদী ও দোষী বলতে হলে আগে বুখারীতে যঈফ হাদিস আছে তা বলা হল। কেননা সহীহ বুখারীতে ৫০টিরও বেশী সনদে ইমাম আবু ইসহাক সাবাঈ (রহঃ) রয়েছেন।[২৬৬৬] সহীহ মুসলিমেও তার হাদিস সংখ্যা আরও অনেক।[২৬৬৭] সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবি দাউদ, সুনানে ইবনে মাযাহতেও তার হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[২৬৬৮] যে লা-মাযহাবীদের চিরাচরিত স্বভাব হলো যে, যখন তারা কোন ত্রুটি ধরতে পারেনা তখন তারা রাবীর নামে কোন-না কোন একটি কথা ছড়িয়ে দেয়।

হাদিস নং.৪

ঈদের নামাজ কিভাবে নামাজ আদায় করতে হবে এ প্রসঙ্গে ফকিহ্ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه)-এর আরেকটি বর্ণনা আমরা পাই। ইমাম তিরমিযি (রহঃ)সহ এক জামাত ইমাম সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ: تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ঈদের নামাজে তাকবীরের সংখ্যা ৯টি। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাতের পূর্বে তাকবীর ৫টি। দ্বিতীয়

২৬৬৪ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৮৮পৃ. ক্রমিক. ৯৯৪১
২৬৬৫ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১১/৪৩৪পৃ. ক্রমিক. ৮৪৩, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৩২/৪১২পৃ. ক্রমিক.৭১৭০
২৬৬৬ .ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, হা/৪০, হা/৬৯০, হা/৭৪৭,হা/১০৮৩ আরও অসংখ্য হাদিস।
২৬৬৭ .ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ... হা/৮২৩, হা/১৭৭৬ আরও অসংখ্য হাদিস।

রাক'আতে প্রথমে ক্বিরাত পাঠ করবে ও পরে রুকুর তাকবীর সহ ৪টি তাকবীর বলবে।"[২৬৬৯]

সনদ পর্যালোচনা ঃ এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) কোন সমালোচনা করেননি। ইমাম নিমভী (رحمه الله) বলেন: اسناده صحيح অর্থাৎ, ইহার সনদ সহীহ।" (নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৩১০ পৃ:)।

ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) বলেন-

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا

-"প্রিয় নবীজি ﷺ এর একাধিক সাহাবী থেকে এরূপ রেওয়ায়েত রয়েছে।"[২৬৭০] তিনি আরও লিখেন-

وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

-"আর এটিই কুফা বাসীদের আমল এবং ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله)-এর অভিমত।"[২৬৭১] আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম তিরমিযি এই হাদিস বর্ণনা করায় তার প্রতি অসুন্তুষ্টি হয়েছেন। কিন্তু বেচার কোন প্রমাণ নেই বলে এটাকে যঈফ বানাতে পারে নি।

হাদিস নং.০৫ : ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ «كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ» قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. فَسَأَلْتُ خَالِدًا كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً

-"আমাদেরকে ইসমাঈল ইবনু আবুল ওয়ালীদ বলেছেন, আমাদেরকে খালিদ আল-হাযযা বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি বলেন: আমি বসরায় ইবনু আব্বাসের সাথে। ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ঈদের সালাতে ৯ বার তাকবীর বলেন। তিনি প্রথম রাক'আতের কুরআন পাঠের মাঝে কোনো অতিরিক্ত তাকবীর থাকে না। আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস আরো বলেন: আমি মুগীরা ইবনু শু'বা (رضي الله عنه) কেও অনুরূপ করতে দেখেছি। ইসমাঈল বলেন: আমি খালিদ আল-হাযযাকে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর কর্মের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি যে ব্যাখ্যা দিলেন তা অবিকল ইবনু মাসউদের তাকবীর পদ্ধতির সাথে মিলে গেল। আবু ইসহাক আস-সুবাইয়ী ইবনু মাসউদের যে তাকবীর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন (ইবনু মাসউদের প্রথম হাদিস) খালেদের বর্ণনায় ইবনু আব্বাসের তাকবীর পদ্ধতি অবিকল একই।"[২৬৭২] এই হাদিসটির সনদ নিঃসন্দেহে সহীহ। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে তার লিখিত ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-'ইবনু আব্বাসের এ হাদীসটির সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ।"

২৬৬৯. তিরমিজি, আস-সুনান, ২/৪১৬ পৃ., হা/৫৩৬, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, ১৪১ পৃ:; নিমভী, আছারুছ ছুনান, ৩১০ পৃ:; মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খণ্ড, ৪৯৩ পৃ:; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃ:; আনোওয়ার কাশ্মীরী, মাআরিফুস সুনান, ৪র্থ খণ্ড, ৪৪২ পৃ.

২৬৭০. তিরমিজি, আস-সুনান, ২/৪১৬ পৃ., হা/৫৩৬

হাদিস নং.০৬ : ইমাম তাহাবী (ওফাত. ৩২১হি.) হাদিস সংকলন করেছেন এভাবে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْعِيدِ. فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. ثُمَّ قَرَأَ. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ. ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ. ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ

-"তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস (رحمه الله) তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর পিছনে ঈদের নামায আদায় করেছি। অতঃপর তিনি প্রথমে চার তাকবীর (তাহরীমাসহ) দিলেন তারপর কিরাত পড়লেন, তারপর তাকবীর দিয়ে রুকুতে গেলেন। দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাত পড়লেন তারপর তিনটি তাকবীর দিলেন, তারপর রুকুর তাকবীর দিয়ে রুকুতে গেলেন।"[২৬৭৩]

হাদিসটির সনদ পর্যালোচনা

এ হাদিসটির সনদ সহীহ। এই হাদিসে স্পষ্ট রয়েছে যে, উক্ত তাবেয়ী সরাসরি নিজে উক্ত সাহাবীর পিছনে নামায পড়েছেন। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন এই হাদিসকে যঈফ বলার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে তিনি লিখেছেন-"এখানে একজন সাহাবীর আমল বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র, যা রাসূল (ﷺ)-এর আমল ও বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী। এটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সাহাবী ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) ছিলেন সাত জন মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবীদের একজন । মুহসিন সাহেব কতবড় বেয়াদব যে সাহাবীর আমলকে তিনি কিছুই মনে করেন না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি ৬ তাকবীরের অধিকাংশ হাদিসের অপব্যাখ্যায় তিনি এই দাবীটি করেছেন এটি নবীজীর আমলের বিরোধী। আমি বলবো ১২ তাকবীরের পক্ষে মারফু তথা রাসূল (ﷺ) এর কর্ম পদ্ধতির কোন একটিও সহীহ হাদিস নেই। আমি সকল আহলে হাদিসদের উদ্দেশ্য বলবো গ্রহণযোগ্য ইমামদের পর্যালোচনার মাধ্যমে এবং আসমাউর রিজালের আলোকে রাবীর গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ে পারলে ১২ তাকবীরের পক্ষে একটি সহীহ মারফু হাদিস থাকলেও আমাকে দেখানোর অনুরোধ রইল। এ হাদিসটির আরেকটি সূত্র ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، خَمْسًا فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ

২৬৭২. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/২৯৪পৃ. হা/৫৬৮৯

২৬৭৩. ইমাম [illegible] ৪/৩৪৪পৃ. হাদিস নং ৭২৭৯, আলেমুল কিতাব, বয়রুত,

Scanned by CamSc

-"আমাদেরকে হুশাইম বলেছেন, আমাদেরকে খালিদ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি বলেনঃ ইবনু আব্বাস (রা.) আমাদেরকে নিয়ে ঈদের সালাত আদায় করলেন। তিনি ৯ তাকবীর বললেনঃ প্রথম রাক'আতে ৫ বার ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৪ বার। তিনি দুই রাক'আতের কুরআন পাঠের মধ্যে কোন অতিরিক্ত তাকবীর বললেন না। অর্থাৎ তিনি প্রথম রাক'আতের প্রথমে ও শেষ রাক'আতের শেষে তাকবীর বললেন।"[২৬৭৪] এই হাদিসটিও সহীহ।

হাদিস নং.০৭ : ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ كُرْدُوسٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ تِسْعًا تِسْعًا، يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً فَيَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ فَيَبْدَأُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ

-"হযরত কারদুস (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে ৯টি, ৯টি তাকবীর বলতেন। নামায শুরু করতেন ও ৪টি তাকবীর বলতেন অতঃপর ক্বিরাত পাঠ করতেন। তারপর একটি তাকবীর বলতেন ও ইহা দ্বারা রুকু করতেন। তারপর পরের রাক'আতে দাঁড়াতেন ও ক্বিরাত পাঠ করতেন তারপর ৪ টি তাকবীর বলতেন ও ইহার একটি তাকবীর দ্বারা রুকু করতেন।"[২৬৭৫]

সনদ পর্যালোচনা : ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী (রহ.) এ হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

-"ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল কাবীরে হাদিসটি সংকলন করেছেন; আর সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২৬৭৬] ইমাম নিমভী (রহ.) বলেনঃ اسناده صحيح -"এর সনদ সহীহ।" (নীমবী, আছারুছ ছুনান, ৩১০ পৃঃ)।

হাদিস নং. ০৮ : ইমাম তাবরানী (রহ.) বলেন-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

-"আমাদেরকে আলী ইবনু আব্দুল আযীয বলেছেন, আমাদেরকে আবু নু'আইম বলেছেন, আমাদেরকে সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) বলেছেন, তিনি আলী ইবনুল আকমার (রহ.) থেকে তিনি আবু আতিয়্যাহ থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)

২৬৭৪ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৯৫পৃ. হা/৫৭০৮
২৬৭৫ .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/৩০২পৃ. হা/৯৫১৩, হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/২০৫পৃ. হা/৩২৪৯,
২৬৭৬ .হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/২০৫পৃ. হা/৩২৪৯

থেকে তিনি বলেছেনঃ দুই ঈদের তাকবীর ৪ বার করে, ঠিক মৃতের উপর (জানাযার) সালাতের মত।"[২৬৭৭]

সারমর্ম : হাদিসে তাকবীরে তাহরীমাসহ+ অতিরিক্ত ৩+ দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূসহ ৪ তাকবীর = মোট ৮ তাকবীরের কথা বলা হয়েছে।

সনদ পর্যালোচনা :

সনদটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ও হাফেজুল হাদিস ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

-"এই হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেছেন; আর সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২৬৭৮] ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার ঈদের সালাতের তাকবীর গ্রন্থের ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"এ হাদীসটির সনদও সহীহ।" কিন্তু আহলে হাদিস ফিতনাবাজ মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের নামাযের তাকবীর গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"উক্ত বর্ণনাটি জাল পর্যায়ের। এর সনদে আবু নু'আইম নাখঈ অর্থাৎ আব্দুর রহমান ইবনু হানী একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মুহসিন সাহেবের পূর্বে আজ পর্যন্ত জাল তো দূরের কথা কেউ এই হাদিসটিকে যঈফ বলেননি। তিনি সকল থেকে বড় হাদিস বিশারদ, হাফেজুল হাদিস হয়ে গেছেন। তিনি যে রাবীর কথা বলছেন স্বয়ং ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- صدوق -"তিনি সত্যবাদী ছিলেন।"[২৬৭৯] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال البخاري هو في الأصل صدوق

-"ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সত্যবাদী।"[২৬৮০] বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন-

قال سألت أبي عن أبي نعيم النخعي الصغير فقال: لا بأس به يكتب حديثه.

-"আমি আমার পিতাকে রাবী আবু না'আইম নাখঈ (রহ.) সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার হাদিস লিখতে কোন অসুবিধা নেই, আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতাম।"[২৬৮১] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উক্ত রাবীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন-

২৬৭৭ .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/৩০৫পৃ. হা/৯৫২২, ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/২০৫পৃ. হা/৩২৫১
২৬৭৮ . ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/২০৫পৃ. হা/৩২৫১
২৬৭৯ . ইমাম ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ৩৫২পৃ. ক্রমিক.৪০৩২
২৬৮০ . ইমাম ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ৩৫২পৃ. ক্রমিক.৪০৩২ এবং তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/২৮৯পৃ. ক্রমিক. ৫৬৮, মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/২৪৪পৃ. ক্রমিক.৩২৬৪,
২৬৮১ . ইমাম আবু হাতেম, জারহু ওয়া তা'দীল, ৫/২৯৮পৃ. ক্রমিক. ১৪১২, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/২৮৯পৃ. ক্রমিক. ৫৬৮, ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/৩৭২পৃ., ইমাম মিযৃযী, তাহযিবুল কামাল, ১৭/৪৬৭পৃ. ক্রমিক. ৩৯৮২

Scanned by CamSca

وذكره ابن حبان في الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত রেখেছেন।"[২৬৮২] ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وقال العجلي ثقة -"ইমাম ইজলী (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২৬৮৩] তাই আবার প্রমাণিত হল সত্যবাদী এবং সিকাহ রাবীকে মিথ্যুক বলা আহলে হাদিসদের চিরাচরিত অভ্যাস।

হাদিস নং. ০৯ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) উক্ত সাহাবীর আমল বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ: خَمْسٌ فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ

-"তিনি মুজালাদ থেকে তিনি তাবেয়ী ইমাম শা'বী (রহ.) থেকে তিনি বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত মাশরুক (রহ.) থেকে তিনি বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) আমাদেরকে দুই ঈদের নামাজ নয়টি (১ম রাক'আতে তাহরীমার ১+ তারপর অতিরিক্ত ৩ + রুকুর ১+ দ্বিতীয় রাক'আতের কিরাত পড়ে অতিরিক্ত ৩+ রুকুর ১ = ৯টি) তাকবীরে শিক্ষা দিয়েছেন।"[২৬৮৪]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা এই হাদিস ছাড়াও আরও অসংখ্য সনদ উল্লেখ করেছি ইবনে মাসউদ (রা.) অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের উপর আমল করতেন। তাই হাদিস সেই হাদিসগুলোর শাওয়াহেদ থাকায় সহীহ। আর উসূলে হাদিসের এই নীতি মুযাফফর বিন মুহসিনের এবং তার ইমাম আলবানীর খুব পছন্দনীয় নীতি।[২৬৮৫] অপরদিকে রাবী মুজালিদ যার মূল নাম হল 'মুজালিদ বিন সাঈদ হামদানী'। তিনি সামান্য দুর্বল বলে তার হাদিস 'হাসান' বলা যায়। বিখ্যাত আসমাউর রিজাল বিদ ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ثِقَةٌ. وَقَالَ مَرَّةً: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

-"ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, তার থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে "তিনি অতিশক্তিশালী রাবী নন।"[২৬৮৬] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! দেখুন কুখ্যাত আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর একটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। তিনি যে কতবড় ধোঁকাবাজ তা আবারও

২৬৮২ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৮/৩৭৭পৃ. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/২৮৯পৃ. ক্রমিক. ৫৬৮, মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/২৪৪পৃ. ক্রমিক.৩২৬৪, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ১৭/৪৬৭পৃ. ক্রমিক. ৩৯৮২

২৬৮৩ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৬/২৮৯পৃ. ক্রমিক. ৫৬৮, মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/২৪৪পৃ. ক্রমিক.৩২৬৪,

২৬৮৪ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৯৪পৃ. হা/৫৬৯৭

২৬৮৫ .দেখুন মুযাফফর বিন মুহসিন, ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ... জয়ীফ তিরমিযি, হা/৪৪২,

প্রকাশিত হয়ে গেল। বিখ্যাত ইমাম ইবনে আদী (রহ.) তার আসমাউর রিজাল বিষয়ক গ্রন্থে লিখেছেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بكر الرازي، حَدَّثَنَا عباس، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يقول: إسماعيل بن مجالد ثقة.

-"আবি বকর রাজী মুহাদ্দিস আব্বাস থেকে তিনি বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) কে বলতে শুনেছি রাবী ইসমাঈল বিন মুজালিদ হাদিস বর্ণনায় সিকাহ।"[২৬৮৭] ইমাম ইবনে আদী (রহ.) ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে আরেক সূত্রে বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন- يَكْتُبُ حَدِيثَهُ. -"আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করি।"[২৬৮৮]

বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ আল্লামা মুগলতাঈ (ওফাত.৭৬২হি.) লিখেন- وقال يحيى بن معين: صالح. -"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন।"[২৬৮৯] আল্লামা মুগলতাঈ (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وقال البخاري في التاريخ الصغير: مجالد صدوق.

-"ইমাম বুখারী (রহ.) তার তারিখুস সগীর গ্রন্থে লিখেন মুজালাদ সত্যবাদী।"[২৬৯০] তিনি তার এই আসমাউর রিজাল গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন-

وقال أحمد بن صالح العجلي: جائز الحديث، حسن الحديث

-"ইমাম আহমাদ বিন সালেহ আল-ইজলী (ওফাত. ২৬১হি.) বলেন, তাঁর হাদিস গ্রহণ করা বৈধ, তার বর্ণিত হাদিস হাসান পর্যায়ের।"[২৬৯১] তাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল এই রাবীর হাদিস গ্রহণযোগ্য।

হাদিস নং.১০ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ

-"ইমাম আবি শায়বাহ তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে তিনি আশ'আত থেকে তিনি হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় খাদেমুর রাসূল হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) ঈদের নামাজে ৯টি তাকবীর বলতেন। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রা.) এর মত হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৬৯২] নয় তাকবীরের ব্যাখ্যা এ বিষয়ের শুরুতে এবং ৮নং হাদিসে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই হাদিসের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

২৬৮৭ .ইমাম আদী, আল-কামিল, ১/৫১৯পৃ. ক্রমিক. ১৪৩

২৬৮৮ .ইমাম আদী, আল-কামিল, ১/৫২০পৃ. ক্রমিক. ১৪৩

২৬৮৯ .ইমাম মোগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১১/৭১পৃ. ক্রমিক. ৪৪২৩

২৬৯০ .ইমাম মোগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১১/৭১পৃ. ক্রমিক. ৪৪২৩

২৬৯১ .ইমাম মোগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১১/৭১পৃ. ক্রমিক. ৪৪২৩

Scanned by CamSc

হাদিস নং.১১ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، خَمْسًا فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ،

-"তাবেয়ী আব্দুল্লাহ বিন হারেস (রহ.) বলেন, মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চার তাকবীর দিতেন।"[২৬৬৩] এই হাদিসটির সনদ সংক্ষিপ্ত ও বিশুদ্ধ এবং সকল রাবী সুপরিচিত।

হাদিস নং. ১২: ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ

-"ইবনে আবি উরবাতা তিনি তাবেয়ী কাতাদা (রহ.) হতে তিনি তিনি সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) এবং বিখ্যাত উঁচু মাপের তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাঁরা উভয়েই বলেছেন, ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর হবে।"[২৬৬৪] **হাদিসের সারমর্ম :** নয়টি তাকবীরের ব্যাখ্যা ৮নং হাদিসে দেওয়া হয়েছে। এই হাদিসের সনদ খুবই শক্তিশালী এবং সনদের সকল রাবীর সুপরিচিত।

হাদিস নং.১৩ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْعِيدِ أَرْسَلَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَالْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ الْعِيدَ غَدًا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، لَيْسَ مِنْ طِوَالِهَا وَلَا مِنْ قِصَارِهَا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، كَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ যখন ঈদের রাত আসল তখন ওয়ালিদ ইবনে উকবাহ (রা.) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), আবী মাসউদ (রা.), হুজায়ফা (রা.) আবু মূছা আশয়ারী (রা.) এর কাছে কেউ একজনকে পাঠালেন। তিনি (দূত) তাদের প্রত্যেককে বললেন আগামীকাল তো ঈদ ঈদের তাকবীর কিভাবে হবে? অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেনঃ দাঁড়াবেন ও ৪টি তাকবীর বলবেন তারপর সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন। তারপর রুকুতে যাবেন অতঃপর আবার দাঁড়াবেন ও ক্বেরাত পাঠ করবেন। যখন ক্বেরাত থেকে বের হবেন তখন ৪টি তাকবীর বলবেন ও চতুর্থ তাকবীরের সময় রুকুতে যাবেন।"[২৬৬৫]

হাদিস পর্যালোচনা : এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, রঈসুল মুফাস্সিরীন ও ফকিহ্ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), রঈসুল ফকিহ্ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), মুজতাহিদ ফকিহ্ সাহাবী হজরত আবু মূছা আল আশয়ারী (রা.), হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.), আবু মাসউদ (রা.) এবং ওয়ালিদ ইবনে উকবাহ (রা.) সকলেই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ৬টি তাকবীর বলতেন। উল্লেখ্য যে, এখানে মোট তিনজন ফকিহ্ সাহাবী রয়েছে এবং তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন ও কোন প্রতিবাদ করেননি।

সনদ নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান :

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-"বর্ণনাটি বিভিন্নভাবে ত্রুটিপূর্ণ। তাই যঈফ বলে গ্রহণযোগ্য নয়।....এর সনদে কারদূস নামে একজন দুর্বল রাবী আছে। ইমাম যাহাবী বলেন, সে অপরিচিত। অনুরূপ ইবনে হাজার আসক্বালানীও তার আসল পরিচয় উদঘাটন করতে পারেননি। যদিও তিনি মাকবুল বলেছেন।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি যে কারদূস (রহ.) এর কথা বলছেন তিনি হলেন 'দাউদ বিন কারদূস। তার জীবনীতে ইমাম যাহাবী (রহ.) এই কথা বলেছেন।[২৬৬৬] এই আহলে হাদিস রাবীর নামই পরিবর্তন করে ফেলেছে। পাঠকবর্গ! কারদূস নামে ৭ জন রাবী বা মুহাদ্দিস আছেন। এই হাদিসের কারদূস হচ্ছেন 'মুহাররিব ইবনু দিছার ইবনে কারদূস ইবনে কিরওয়াস' তিনি কুফার অধিবাসী। ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) এর অধিকাংশ বর্ণনাকারীগণ কুফার অধিবাসী ছিলেন; কারণ যেহেতু তিনি কুফার অধিবাসী মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি অনেক ছোট সাহাবীদের থেকে হাদিস শুনেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

الْكُوفِيُّ الْفَقِيهُ، قَاضِي الْكُوفَةِ

-"তিনি কুফার অধিবাসী ফকিহ্ ছিলেন, কুফা নগরীর কাযি ছিলেন।"[২৬৬৭] তাঁর হাদিস বর্ণনার কথা বলতে গিয়ে বলেন-

حَدَّثَ عَنِ: ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَجَمَاعَةٍ.

-"তিনি সাহাবী ইবনে উমর, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ খাত্মী, তাবেয়ী আসওয়াদ বিন ইয়াযিদসহ এক জামাত থেকে হাদিস শুনেছেন।"[২৬৬৮] তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন- وَكَانَ ثِقَةً، حُجَّةً. -"তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন, তাঁর হাদিস শরিয়াতের হুজ্জাত বা দলিল।"[২৬৬৯] আসমাউর রিজালবিদগণ (حُجَّةً) শব্দটি উচ্চ

২৬৬৬. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১১৭পৃ. ক্রমিক. ২৬৪৪

২৬৬৭. [illegible]

Scanned by CamS

পর্যায়ের রাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। মুহসিন সাহেবের ইবনে হাজারের উক্ত রাবীকে মকবুল বা গ্রহণযোগ্য বলাতে তিনি খুব নারাজ হয়েছেন।[২৭০০] তিনি ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) এর চেয়ে বড় আসমাউর রিজালবিদ সাজতে চেয়েছেন। প্রমাণিত হল এই সনদ সহীহ, সকল রাবী পরিচিত এবং এই সনদের সকল রাবী সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত।[২৭০১]

হাদিস নং. ১৪ : ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ «كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বছরায় ঈদের নামাজ ৯ তাকবীরে পড়তে দেখেছি। তিনি আরো বলেনঃ আমি মুগিরা ইবনে শুবা (রাঃ) কেও এরুপ ৯ তাকবীরে ঈদের নামাজ পড়তে দেখেছি।"[২৭০২]

সনদ পর্যালোচনাঃ ইমাম হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম নিমভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : اسناده صحيح -"ইহার সনদ সহীহ।" (নীমভী, আছারুছ ছুনান, ৩১০ পৃ:)। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, রঈসুল মুফাস্সিরীন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ (রাঃ) ও মুগিরা ইবনে শুবা (রাঃ) ঈদের নামাজ মোট নয় তাকবীর তথা অতিরিক্ত ছয় তাকবীরে পড়তেন।

হাদিস নং. ১৫ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: أَحَدُهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِي، وَقَالَ الْآخَرُ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَمَا تَرَوْنَ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «يُكَبِّرُ تِسْعًا تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ

-"আমাদেরকে ইমাম ওকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সুফিয়ান থেকে, তিনি দুজন উস্তাদ থেকে ১.আবু ইসহাক সুবাইয়ী থেকে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মূসা থেকে এবং ২.হাম্মাদ থেকে ইবরাহিম থেকে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন কুফার এক গভর্নর- সুফিয়ান বলেন

২৭০০. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১/৪৬১পৃ. ক্রমিক. ৫৬৩৬

২৭০১. ইমাম ইবনে হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (কিতাবুস সিকাত, ৫/৪৫২পৃ. ক্রমিক. ৫৬৭৯)

২৭০২. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/২৯৪ পৃ:হা/৫৬৮৯, নিমভী, আছারুছ ছুনান, ৩১০ পৃ. সহি হাদিস।

আমার দু'জন উস্তাদের একজন বলেছেনঃ গভর্নরের নাম সাঈদ ইবনুল আস আর অপরজন বলেছেন : তাঁর নাম ওয়ালীদ ইবনু উকবাহ-তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস- আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) তিনজনের নিকট দূত প্রেরণ করে জানতে চান : ঈদ তো এসে গেল? তাহলে ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনার কি মত? তখন তাঁরা সকলে মিলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন : ৯ বার তাকবীর বলবে। এক তাকবীর বলে সালাত শুরু করবে (তাকবীরে তাহরীমা)। এরপর ৩ বার তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলে রুকু করবে। এরপর (রুকু-সাজদা থেকে) উঠে দাঁড়াবে। তখন কুরআনের সূরা পাঠ করবে। এরপর ৪ বার তাকবীর বলবে। চার তাকবীরের এক তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।"[২৭০৩]

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি :

এই সনদের সকল রাবী বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারী। এজন্যই ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"এভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ হাদীসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসের মানসম্পন্ন।" কিন্তু আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের আপত্তির কোন শেষ নেই। তিনি মুসলিম শরীফের রাবী ইমাম আযম আবু হানিফার শায়খ এবং এই সনদে সুফিয়ান সাওড়ী (রহিমাহুল্লাহ) এর উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান কে নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। প্রথমে বলা রাখা ভাল যে এই হাদিসটি কিন্তু দুটি সূত্রে উল্লেখিত যা আপনারা দেখলেন। ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (রহিমাহুল্লাহ) তার দুজন উস্তাদের মাধ্যমে এটি বর্ণনা করেছেন। মুহসিন সাহেব এই সনদটি প্রসঙ্গে লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। প্রথমত : এর সনদে হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে।" নাউযুবিল্লাহ!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! লক্ষণীয় হচ্ছে মুহসিন কতবড় মিথ্যুক তা আপনাদের সামনে প্রকাশ করছি। রাবী হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান হলেন কুফার বিখ্যাত কুফী এবং সহীহ মুসলিমের রাবী।[২৭০৪] ইমাম ইবনে হাজার বলেন- الكوفي صدوق -"তিনি কুফার অধিবাসী এবং সত্যবাদী ছিলেন।"[২৭০৫] তিনি আরও বলেন, তাঁর হাদিস সহীহ মুসলিমে, সুনানে তিরমিযিতে, সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত হয়েছে।[২৭০৬] হাম্মাদ এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমি রাফ'উল ইয়াদাইনের আলোচনায় এবং কিতাবের শুরুতে ইমাম আযমের গ্রহণযোগ্যতার আলোচনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বুঝা গেল মুহসিন সাহেব সত্যবাদী রাবীকে মিথ্যাবাদী বলে নিজেই মিথ্যুকের পরিচয় দিয়েছেন।

২৭০৩. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৯৪পৃ. হা/৫৬৯৯

২৭০৪. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১০৭পৃ. ক্রমিক.৪০৬

২৭০৫. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১০৭পৃ. ক্রমিক.৪০৬

২৭০৬. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১০৭পৃ. ক্রমিক.৪০৬

Scanned by CamSc

হাদিস নং. ১৬ :
তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম ইসমাঈল ইবনু ইসহাক আল-কাযি (ওফাত. ২৮২হি.) ও ইমাম বায়হাকী (রহ.) উপরের অনুরূপ তাকবীরের আরেকটি হাদিস সংকলন করেন।[২৭০৭]

হাদিস নং. ১৭ : বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম সুলাইমান ইবনু তাবারানী (রহ.) আরেক হাদিস সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ، قَالَ: أَرْسَلَ الْوَلِيدُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا عِيدُ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ فَقَالُوا: سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْكَعُ فَتِلْكَ خَمْسٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ فِي آخِرِهِنَّ فَتِلْكَ تِسْعٌ فِي الْعِيدَيْنِ» ، فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ

-"আমাদেরকে হাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাদরামী বলেছেন, আমাদেরকে মাসরূক ইবনুল মারযুবান বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু আবী যায়েদা বলেছেন, আশ'আস থেকে কুরদূস থেকে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, হুযায়ফা, আবু মাসউদ ও আবু মূসা আশ'আরীর (রা.) কাছে ওয়ালীদ সন্ধার পরে দূত প্রেরণ করে। তিনি বলেন : মুসলিমদের ঈদ তো এসে গেল, ঈদের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে? তাঁরা সকলেই বললেন : আবু আব্দুর রহমান (ইবনু মাসউদকে) কে জিজ্ঞাসা করুন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বলেন : দাঁড়িয়ে ৪ তাকবীর বলবে। এরপর সূরা ফাতেহা ও মুফাসসাল সূরাগুলো থেকে একটি সূরা পাঠ করবে। এরপর তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে। এ হলো ৫ টি তাকবীর। এরপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহা ও মুফাসসাল সূরাগুলোর একটি সূরা পাঠ করবে। এরপর ৪ বার তাকবীর বলবে। শেষ তাকবীরে রুকু করবে। এ হলো ৯ তাকবীর। উপস্থিত সাহাবীগণ কেউ তাঁর এ কথার কোনো প্রতিবাদ বা আপত্তি করলেন না।"[২৭০৮]

সনদ পর্যালোচনা : এই হাদিসটির মান সহীহ। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজুল হাদিস ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী (রহ.) এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ

২৭০৭. ইমাম ইসমাঈল ইবনু ইসহাক, ফাদলুস সালাত আলান নাবী, ১৮৬-১৮৭পৃ., রামাদী লিন-নাশর, দাম্মাম, সৌদি, প্রথম প্রকাশ ...

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) হাদিসটি তার মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে সংকলন করেছেন; আর এর সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২৭০৯] তাই বুঝা গেল এই সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

হাদিস নং. ১৮ :
ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى تِسْعًا تِسْعًا: خَمْسًا فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ

-"ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) দুই ঈদের নামাযে নয়টি নয়টি করে তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চার তাকবীর দিতেন।"[২৭১০]

হাদিস নং. ১৯-২০ :
ক. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ

-"আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, আশ'আস থেকে, মুহাম্মদ ইবনু সীরীন থেকে তিনি হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে, তিনি ঈদের সালাতে ৯ বার তাকবীর বলতেন। ইবনু আবি শায়বাহ (রহ.) বলেন: এরপর তিনি তাকবীরের বর্ণনা দেন ইবনু মাসউদ (রা.) এর হাদিসের অনুরূপ।"[২৭১১] ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার লিখিত ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-"এ হাদীসটির সনদ "সহীহ" অথবা 'হাসান"। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন-"উক্ত বর্ণনারও ছহীহ কোন ভিত্তি নেই।" আমি মুহসিন সাহেবকে বলবো এই হাদিসের কোন ভিত্তি নেই এই কথা কোন মুহাদ্দিস বলেছেন? আর যদি কোন মুহাদ্দিসের হয় তাহলে আপনি সেই মুহাদ্দিসের কিতাবের নাম প্রকাশ করলেন না কেন?

খ. ইমাম তাহাবী (রহ.) হযরত আনাস (রা.) থেকে আরেকটি সূত্র সংকলন করেছেন এভাবে-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ. خَمْسٌ فِي الْأُولَى. وَأَرْبَعٌ فِي الْأَخِيرَةِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ

-"আমাদেরকে আবু বাকরাহ বর্ণনা করেছেন, তাকে রূহ (রহ.) বর্ণনা করেছেন, তাকে আশ'আস (রহ.) তিনি মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) তিনি সাহাবী খাদেমুর রাসূল (ﷺ)

... মাকতাবায়ে কুদসী, কায়রু, মিশর।

Scanned by CamS

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ঈদের নামাযে তাকবীরে তাহরীমাসহ ৯ তাকবীর বলবে। প্রথম রাক'আতে ৫ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ৪ তাকবীর।"[২৭১২]

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি ঃ

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় উপরের এই দুই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন-"বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে আশ'আছ অর্থাৎ ইবনু সাওর নামক ব্যক্তি যঈফ (দলিল আশ্রয় নিয়েছেন আহলে হাদিস আযিমাবাদীর আওনুল মাবুদ গ্রন্থের)।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! রাবী 'আশ'আস বিন সাওর' এই সনদের কোন রাবীই নন। আহলে হাদিস আযিমাবাদী চালাকী করে এই রাবীর পিতার নাম বিকৃতি করেছেন।[২৭১৩] ইমাম ইবনে সীরীন (রহঃ) এর কোন ছাত্র ইবনে সাওর নামে কেহ ছিল না। উপরের বর্ণনায় (ক নং) রাবী 'আশ'আস' এর ছাত্র হলেন ইমাম আবি শায়বার উস্তাদ 'ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ইবনু ফাররূখ আল-কাত্তান' যিনি হাদিসের ইমাম ছিলেন। তিনি আশ'আস (রহঃ) থেকে হাদিস শুনেছেন। উক্ত মুহাদ্দিসের আশ'আস নামে দুজন উস্তাদ গ্রহণের বর্ণনা পাওয়া যায়। ১.আশ'আস ইবনু আব্দুল মালিক আল-হুমরানী। তিনি পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন।[২৭১৪] ২. উক্ত মুহাদ্দিসের আশ'আস নামে দ্বিতীয় উস্তাদ হলেন 'আশ'আস ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির' যিনিও গ্রহণযোগ্য ও সত্যবাদী রাবী।[২৭১৫] তাই উক্ত দুই মুহাদ্দিসের একজন হলেও এই হাদিস সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদিও কাল্পনিতভাবে মুহসিন সাহেবের দাবী এই রাবী ইবনে সাওর। তারপরও আমি বলবো তিনিও সিকাহ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) উল্লেখ- وعن يحيى: ثقة. -"হাদিস শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২৭১৬]

হাদিস নং. ২১ : ইমাম তাহাবী (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، دَعَاهُمْ يَوْمَ عِيدٍ ,فَدَعَا الْأَشْعَرِيَّ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. فَقَالَ: إِنَّ الْيَوْمَ عِيدُكُمْ , فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: سَلِ الْأَشْعَرِيَّ وَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: سَلْ عَبْدَ اللهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تُكَبِّرُ , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَهُوَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً , وَيَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَهَا ثَلَاثًا , ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَرْكَعُ بِهَا , ثُمَّ يَسْجُدُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا , ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً , يَرْكَعُ بِهَا

২৭১২ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/৩৪৮পৃ. হা/৭২৮৮
২৭১৩ .আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ৪/৮পৃ.
২৭১৪ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১/১১৩পৃ. ক্রমিক. ৫৩১
২৭১৫ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত-তাহযিব, ১/১১৩পৃ. ক্রমিক. ৫২৭
২৭১৬ .ইমাম আইনী, মাগানীল আখিয়ার ফি শারহে [illegible] ১/৩২৭পৃ. ক্রমিক. ১৫২

-"ইমাম তাহাবী (রহঃ) যথাক্রমে...ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবী হযরত সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ) এক ঈদের দিনে আশ'আরী (রাঃ), ইবনু মাসউদ (রাঃ) ও হুযায়ফা (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, সামনে তো ঈদ তা কিভাবে আদায় করবো? হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, আশ'আরীকে জিজ্ঞেস করুন। আশ'আরী (রাঃ) বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করুন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, এভাবে তাকবীর দিবে মর্মে হাদীছটি বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ তিনি এক তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু করলেন। অতঃপর তিন তাকবীর দিলেন এবং ক্বিরাআত পড়লেন। তারপর এক তাকবীর দিয়ে রুকু করলেন। অতঃপর সিজদা করলেন এবং দাঁড়িয়ে ক্বিরাআত পড়লেন। তারপর তিন তাকবীর দিলেন। অতঃপর আরো এক তাকবীর দিয়ে রুকু করলেন।"[২৭১৭] এই হাদিসটির সনদ সহীহ। কিন্তু আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় এই হাদিস সম্পর্কে লিখেন-"সনদের দিক থেকেও বর্ণনাটি একেবারেই বাজে। এই সনদেও পূর্বোক্ত বর্ণনার রাবী আবু ইসহাক্ব রয়েছে।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আবু ইসহাক বলতে বিখ্যাত তাবেয়ী আবু ইসহাক সুবাঈ (রহঃ) কে বুঝানো হয়েছে। এই রাবীর গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে ৩নং হাদিসের সনদ পর্যালোচনায় দেখুন; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

হাদিস নং. ২২ : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ......إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءً يُكَبِّرُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ،

-"ইবনু জুরাইজ থেকে, তিনি আতাকে বলেছেন:....ইউসুফ ইবনু মাহিক আমাকে বলেছেন : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) প্রত্যেক রাক'আতে ৪ তাকবীর ছাড়া বলতেন না, তিনি দু রাক'আতেই এভাবে ৪ তাকবীর বলতেন। আমরা তাঁর থেকে তা শুনেছি।"[২৭১৮]

সনদ পর্যালোচনাঃ এই হাদিসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের রাবীর ন্যায়। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় তা অকপটে স্বীকার করেছেন। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত ঈদের নামাযের তাকবীর গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় এই হাদিসকে যঈফ বলতে গিয়ে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন এই হাদিসের কোন রাবীকে তিনি যঈফ বলবেন তা তিনি খুঁজে পাননি।

হাদিস নং. ২৩ : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ

Scanned by CamSc

-'ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) বলেন, আমাদেরকে ইমাম সাওড়ী (রহ.) তাকে ইমাম আবু ইসহাক্ব সুবাঈ (রহ.) তিনি আলকামা (রহ.) এবং আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ (রহ.) থেকে তারা বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ঈদের সালাতে নয় তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর, অতঃপর তাকবীর বলে রুকু করতেন। আর দ্বিতয়ি রাক'আতে প্রথমে কিরাআত পড়তেন, তারপর চার তাকবীর বলে রুকু করতেন।''[২৭১৯]

সনদ পর্যালোচনা: এই সনদটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'ঈদের তাকবীর' গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় এই হাদিসকে এ সনদের অন্যতম রাবী 'আবু ইসহাক' থাকার কারনে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাঠকবর্গ! আবু ইসহাক (রহ.) এর সম্পর্কে আমি ৩ নং হাদিসের আলোচনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি সেখানে আপনাদের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

যে সকল সাহাবীগণ অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের তালিকা ঃ

১. ফকিহ্ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।
২. " " আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।
৩. বদরী সাহাবী আবু মাসউদ (রা.)।
৪. খাদিমুর রাসূল হযরত আনাস (রা.)।
৫. বিশিষ্ট সাহাবী আবু মুসা আল আশ'আরী (রা.)।
৬. " " মুগিরা ইবনে শুবা (রা.)।
৭. " " ওয়ালিদ ইবনে ওকবা (রা.)।
৮. " " হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)।
৯. " " সাঈদ ইবনে আস (রা.) প্রমূখ।

বিখ্যাত মুজতাহিদ তাবেয়ীদের আমল

হাদিস নং. ২৪ ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْمُسَيَّبِ، قَالَا: الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ، خَمْسٌ فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ،

-'ইমাম শা'বী (রহ.) ও ইমাম সাঈদ ইবনু মুসায়্যিব (রা.) বলেন, দুই ঈদের নামাযে ৯ তাকবীর দিবে।''[২৭২০] নয় তাকবীরের ব্যাখ্যা ৮নং হাদিসে দেওয়া হয়েছে।

হাদিস নং.২৫ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي الْعِيدِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ

২৭১৯ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/২৯৩পৃ. হা/৫৬৮৬
২৭২০ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, [illegible]

-''ইমাম আবি শায়বাহ ইমাম ইসহাক্ব আজরাক থেকে তিনি তাবেয়ী আ'মাশ (রহ.) থেকে তিনি ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) থেকে তিনি বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথীরা (ছাত্ররা) ঈদের নামায নয়টি তাকবীরে আদায় করতেন।''[২৭২১]

হাদিসের সারমর্ম : নয়টি তাকবীর বলতে প্রথম রাক'আতে তাহরীমার ১ তাকবীর + তারপর অতিরিক্ত ৩ তাকবীর + রুকুর ১+ দ্বিতীয় রাক'আতের কিরাত পড়ে অতিরিক্ত ৩+ রুকুর ১ তাকবীর = সর্বমোট ৯টি তাকবীর।

সনদ পর্যালোচনা : এই হাদিসের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

হাদিস নং.২৬ : ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ «أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيدِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ

-''তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রা.) বলেন, উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী আসওয়াদ এবং মাশরুক ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর দিতেন।''[২৭২২]

হাদিসের সারমর্ম ঃ নয়টি তাকবীর বলতে প্রথম রাক'আতে তাহরীমার ১ তাকবীর + তারপর অতিরিক্ত ৩ তাকবীর + রুকুর ১+ দ্বিতীয় রাক'আতের কিরাত পড়ে অতিরিক্ত ৩+ রুকুর ১ তাকবীর = সর্বমোট ৯টি তাকবীর।

হাদিস নং. ২৭ ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَ زِيَادٌ إِلَى مَسْرُوقٍ، إِنَّا يَشْغَلُنَا أَشْغَالٌ، فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ؟ قَالَ: «تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ»، قَالَ: «خَمْسًا فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ

-''ইমাম শা'বী (রা.) বলেন, ইবনে যিয়াদ তাবেয়ী ইমাম মাশরুক (রা.)-এর কাছে বার্তা বাহক পাঠালেন যখন তিনি কোন একটি বিষয়ে মশগুল ছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে দুই ঈদে অতিরিক্ত তাকবীর কতটি হবে? তিনি বলেন নয়টি। তিনি বলেন, প্রথম রাক'আতে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চারটি।''[২৭২৩]

হাদিসের সারমর্ম ঃ নয়টি তাকবীর বলতে প্রথম রাক'আতে তাহরীমার ১ তাকবীর + তারপর অতিরিক্ত ৩ তাকবীর + রুকুর ১+ দ্বিতীয় রাক'আতের কিরাত পড়ে অতিরিক্ত ৩+ রুকুর ১ তাকবীর = সর্বমোট ৯টি তাকবীর।

হাদিস নং. ২৮ : ইমাম তাহাবী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، رَحِمَهُ اللهُ ، قَالَ: «تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ، خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ ، مَعَ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ

২৭২১ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৯৫পৃ. হা/৫৭১২
২৭২২ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৯৫পৃ. হা/৫৭১১
২৭২৩ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৯৫পৃ. হা/৫৭০৯

Scanned by CamSc

-"হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, ঈদের সালাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ ৯ তাকবীর। প্রথমে রাক'আতে (তাহরীমা+ অতিরিক্ত ৩+ রুকুর ১=৫) ৫ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে (রুকুর তাকবীরসহ) ৪ তাকবীর দিবে।"[২৭২৪]

সনদ পর্যালোচনাঃ এই হাদিসটির সনদ নিঃসন্দেহে সহীহ। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত ঈদের তাকবীর গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় এই হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছেন- "উক্ত বর্ণনা যঈফ। এর সনদে দুজন দুর্বল রাবী আছে। আছ'আস অর্থাৎ ইবনু সাওর নামক ব্যক্তি যঈফ।" পাঠকবর্গ মুহসিন সাহেব যেই রাবীর নাম বলেছেন তিনি মূলত এই সনদের কোন রাবীই নন। এই রাবীর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে উপরে ১৩ নং হাদিসে আলোচনায় করা হয়েছে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তিনি আরও লিখেন- "অন্যজন রাওহ্ ইবনু আত্বা আবী মায়মুনা। ইবনে মাঈন তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম আহমাদ তাকে মুনকার বলেছেন।" সম্মানিত পাঠকবর্গ! ইমাম তাহাবী (রহ.) এর সকল শায়খের নাম এবং তাহাভী শরীফে বর্ণিত সকল রাবীর জীবনীর উপরে ইমাম আইনী (রহ.) স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন কিন্তু সেখানে রাওহ্ নামে ইমাম তাহাবী (রহ.) এর ৫ জন শায়খ আছেন। কিন্তু মহসিন সাহেবের উল্লেখিত নামে কেহ নেই। খুব সহজেই বুঝা গেল রাবী রাওহ্ এর পিতার নাম তিনি পরিবর্তন করেছেন। আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে এখানে রাওহ্ হলেন ইমাম তাহাবী (রহ.) এর সুপ্রসিদ্ধ শায়খ 'রাওহ্ বিন কাসেম তায়মী আন-বারী' নামক রাবী। তার শায়খ হলেন রাবী আশ'আস। আল্লামা আইনী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

وقال أحمد، ويحيى، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس

-"ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবু যারওয়া, আবু হাতেম বলেন তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত, ইমাম নাসাঈ বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৭২৫] তাই এই সনদও সহীহ বলে প্রমাণিত হল।

এক নজরে ১২ তাকবীরের হাদিস সমূহের গ্রহণযোগ্যতা

বর্তমান আহলে হাদিগণ ১২ তাকবীরে প্রবক্তা। তারা ১২ তাকবীরের বিপরীতে অন্য সব হাদিসকে যঈফ, জাল মনেকে করা ফরয মনে করেন। যেমন মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'ঈদের তাকবীর' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন-"ছহীহ বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ ছাড়া ১২ তাকবীরের পক্ষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছই বর্ণিত হয়েছে।" তিনি গায়েবী ভান্ডার থেকে হাদিসের সংখ্যা বর্ণনা করেন। যাই হোক দেখা যাবে ১২ তাকবীরের পক্ষের হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু।

২৭২৪ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/৩৪৯পৃ. হা/৭২৯৫

২৭২৫ .ইমাম আইনী, মাগানীল আখিয়া ...

ইবনে লাহিয়াহ্ এর বর্ণিত হাদিস

২য় হিজরী শতকের মিশরের একজন প্রসিদ্ধ আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'য়াহ আল-হাদরামী আল-গাফিকী (ওফাত. ১৭৪হি.)। তিনি ১২ তাকবীরের পক্ষে অনেকগুলো সূত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি এক এক ছাত্রের কাছে এক রাবীর নামে হাদিস বর্ণনা করেছেন.। সকল মুহাদ্দিসের নিকট তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল। তার দুর্বলতা আমি সামনে উল্লেখ করছি।

প্রথম ছাত্রের কাছে বর্ণনা ঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

-"আমাকে কুতাইবা তিনি ইবনে লাহী'য়াহ্ থেকে তিনি আকীল থেকে তিনি শিহাব জুহরী থেকে তিনি হযরত আয়েশা (রা.) থেকে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) দুই ঈদের নামাযে প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর দিতেন।"[২৭২৬] এই হাদিসের প্রধান রাবী ইবনে লাহি'য়াহ আপত্তিকর যার আলোচনা আসছে।

২য় ছাত্রের কাছে বর্ণনা ঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ

-"আর আমাদেরকে ইবনুস সারহ বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু ওয়াহ্ব বলেছেন, আমাকে ইবনে লাহী'য়াহ্, তিনি খালিদ ইবনু ইয়াযিদ থেকে তিনি শিহাব জুহরী থেকে তিনি উপরের সূত্রে ও মতনে। এখানে তিনি অতিরিক্ত বলেনঃ রুকুর দু'টি তাকবীর বাদে। এ দ্বিতীয় সূত্রে হাদিসটি ইবনে মাজাহ সংকলিত করেছেন।"[২৭২৭]

৩য় ছাত্রের কাছে বর্ণনা : ইমাম দারাকুতনী সংকলন করেন-

...ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى , ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ

-"...আমাদেরকে ইসহাক ইবনু ঈসা তিনি ইবনু লাহী'য়াহ থেকে তিনি খালিদ ইবনু ইয়াযিদ থেকে উপরের সূত্রে। এ বর্ণনায় ইবনু লাহী'য়াহ বলেনঃ "তিনি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত ১২ তাকবীর বলতেন।"[২৭২৮]

৪র্থ ছাত্রের কাছে বর্ণনা : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সংকলন করেন-

---

২৭২৬ .ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/২৯৯পৃ. হা/১১৪৯

২৭২৭ .ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/২৯৯পৃ. হা/১১৫০, ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, হা/১২৮০

২৭২৮ .ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ২/৩৮২পৃ. হা/১৭২০

Scanned by CamScan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ»

-"আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু ইসহাক বলেছেন, আমাদেরকে ইবনু লাহী'য়াহ বলেছেন, আমাদেরকে আ'রাজ (রহ.) বলেছেন, তিনি সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) থেকে তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) দুই ঈদের নামায ১২ তাকবীরে পড়তেন। প্রথম রাক'আতে ৭, দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর দিতেন।"[২৭২৯]

৫ম ছাত্রের কাছে বর্ণনা : ইমাম তাহাবী ও ইমাম তাবরানী (রহ.) সংকলন করেন-

....سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ، يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَقَرَأَ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفِي الثَّانِيَةِ، خَمْسًا، وَقَرَأَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»

-"...আমাদেরকে সাঈদ ইবনু কাসির ইবনে উফায়ির, তাকে ইবনে লাহী'য়াহ তিনি আবিল আসওয়াদ থেকে তিনি উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহ.) থেকে তিনি আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা.) ও আয়েশা (রা.) থেকে; তাঁরা বলেন রাসূল (ﷺ) দুই ঈদের নামাযে প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর বলেন এবং সূরা ক্বাফ পাঠ করেন। দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর বলেন এবং সূরা ক্বামার পাঠ করেন।"[২৭৩০]

এই হাদিসগুলোর সনদ গ্রহণযোগ্যতা ঃ

উপরের সবগুলো হাদিস সমালোচিত রাবী ইবনে লাহী'য়াহ এর কারনে যঈফ। যেমন ১. ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী (রহ.) সর্বশেষ হাদিসটি বর্ণনা করে লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) হাদিসটি সংকলন করেছেন সনদে ইবনে লাহী'য়াহ রয়েছেন; তার বিষয়ে অনেক আপত্তি রয়েছে।"[২৭৩১]

২. আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী ইবনে লাহী'য়াহ এর ১২ তাকবীরের এ হাদিস উল্লেখ করে বলেন-

وَفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ.

২৭২৯ .ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৪/৩০৯পৃ. হা/৮৬৭৯
২৭৩০ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/৩৪৩পৃ. হা/৭২৬৩, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৩/২৪৬পৃ. হা/৩২৯৮
২৭৩১ .ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/২০৪পৃ. হা/৩২৪৬

-"এই সনদে ইবনে লাহী'য়াহ নামক রাবী আছেন; আর তিনি যঈফ। ইমাম তিরমিযি (রহ.) তার ইলালুত তিরমিযি উল্লেখ করেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.) কে এই হাদিসের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বলেন এটি যঈফ হাদিস।"[২৭৩২] ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদিসটি যঈফ বলেছেন অথচ কাটমোল্লা আলবানী হযরত আয়েশা (রা.) এর হাদিসকে ভুয়া তাহকীক করে সহীহ বানাতে চেয়েছিলেন।

৩. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম যায়লাঈ (রহ.) উপরের এই 'ইবনে লাহী'য়াহ' এর হাদিসগুলো সম্পর্কে বলেন-

وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "عِلَلِهِ" أَنَّ فِيهِ اضْطِرَابًا، فَقِيلَ: عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَالِاضْطِرَابُ فِيهِ مِنْ ابْنِ لَهِيعَةَ

-"ইমাম দারাকুতনী (রহ.) তাঁর ইলাল গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ হাদিসটির মধ্যে ইদতিরাব বা বিক্ষিপ্ততা রয়েছে। কখনো বলা হচ্ছে ইবনু লাহী'য়াহ ইয়াযিদ ইবনু আবী হাবীব(রহ.) থেকে। কখনো বলা হচ্ছে: আকীল (রহ.) থেকে। কখনো বলা হচ্ছে : আবুল আসওয়াদ থেকে উরওয়া থেকে আয়েশা (রা.) থেকে। কখনো বলা হচ্ছে আ'রাজ (রহ.) থেকে আবু হুরাইরা থেকে। দারাকুতনী (রহ.) বলেন: এ বিক্ষিপ্ততা ও বৈপরীত্য সবই ইবনু লাহী'য়াহর নিজের।"[২৭৩৩]

*হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) উপরের হাদিসগুলো উল্লেখ করে লিখেন-

مَسْأَلَةُ التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ فِي الْأُولَى سِتٌّ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثٌ فِي الْأُولَى وَثَلَاثٌ فِي الثَّانِيَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى سَبْعٌ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ لَنَا سِتَّةُ أَحَادِيثَ

-"ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীরের মাস'আলা : প্রথম রাক'আতে ৬ ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে প্রথম রাক'আতে ৩ ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৩ তাকবীর। শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন: প্রথম রাক'আতে ৭ ও দ্বিতীয় রা'আতে ৫ তাকবীর। আমাদের পক্ষে ৬টি হাদিস রয়েছে।"[২৭৩৪] তারপর ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) ১১ ও ১২ তাকবীরের হাদিসগুলো উল্লেখ করেন এবং ইবনে লাহী'য়াহ এর হাদিসগুলোও উল্লেখ করেন। তারপর তিনি লিখেন-

أَصْلَحُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْأَوَّلُ وَهُوَ حَدِيثُ عَمْرِو بن شُعَيْب وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الطَّائِفِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ مَرَّةً صُوَيْلِحٌ وَأَمَّا

২৭৩২ .শাওকানী, নায়লুল আওতার, ৩/৩৫৪পৃ.
২৭৩৩ .যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২/২১৬পৃ.
২৭৩৪ .ইমাম ইবনে জাওযী, আত-তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ, ১/৫০৭পৃ.

Scanned by CamScanner

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ فَفِيهِمَا ابن لهيعة وهو ضعيف جدا وَأَمَّا حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ تَعَجَّبْتُ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا.... وأما الْحَدِيثُ الْخَامِسُ فَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وأما السَّادِسُ فَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ

-"সকল হাদিসের মধ্যে কোন রকম গ্রহণ করার উপযুক্ত হলো আমর ইবনু শু'আইবের হাদিস। এ হাদিসের সনদেও আব্দুল্লাহ তায়েফী রয়েছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তাকে **যঈফ বা দুর্বল বলেছেন**। একবার বলেছেনঃ অসুবিধা নেই বা মোটামুটি চলনসই। আর আবু হুরায়রা ও আয়েশার হাদিসের সনদে রয়েছেন ইবনু লাহী'য়াহ। তিনি **অত্যন্ত দুর্বল**। কাসির ইবনু আব্দুল্লাহর হাদিস উল্লেখ করে তিরমিযি বলেছেনঃ এ বিষয়ে এ হাদিসটিই সবচেয়ে উত্তম। **আমি তাঁর এ কথায় অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছি**।...পঞ্চম হাদিসের সনদে রয়েছেন ফারাজ ইবনু ফাদালাহ। তার বিষয়ে ইয়াহইয়া বলেছেনঃ **দুর্বল**। আর ষষ্ঠ হাদিসের সনদে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার। ইয়াহইয়া বলেছেনঃ লোকটি একেবারেই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।"[২৭৩৫]

ইমাম ইবনুল জাওযী (رحمه الله) এর কথা দ্বারা বুঝা গেল যে ১২ তাকবীরের কোন হাদিসই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। তাই চাপাবাজি দ্বারা কোন হাদিসকে সহীহ বললেও সহীহ হবে না। যেটি করেছেন মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের তাকবীর গ্রন্থে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই হাদিসগুলোর অন্যতম প্রধান রাবী হলেন **'ইবনে লাহিয়া'**। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) তার সুনানে 'ইবনে লাহিয়াহ' একটি সনদে থাকার কারণে তিনি সেই সনদটি সম্পর্কে বলেন-

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

-"এই হাদিসটির সনদ শক্তিশালী নয়।"[২৭৩৬] এমনটি আরেকটি হাদিস প্রসঙ্গেও তিনি এ উক্তি করেছেন।[২৭৩৭]

ইবনে লাহিয়াহ এর হাদিস দলিল উপযোগি কি না?

সম্মানিত পাঠকবর্গ! ইবনে লাহিয়াহ এমন রাবী যাকে দিয়ে দলিল দেয়া বৈধ নয়। বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

قال ابن معين: ضعيف لا يحتج به.

-"বিখ্যাত হাদিসের ইমাম ইবনে মাঈন (رحمه الله) বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদিস দলিল উপযোগি নয়।"[২৭৩৮] দুঃখের বিষয় আহলে হাদিসেরা তার হাদিস দিয়ে দলিল দেয়। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেন- وقال النسائي: ضعيف. -"ইমাম নাসাঈ (رحمه الله) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল।"[২৭৩৯]

*আমর ইবনে শু'য়াইবের হাদিস

আহলে হাদিসদের নিকট ১২ তাকবীরের সবচেয়ে সহীহ হাদিস বলা হয় রাবী 'আমর ইবনে শু'য়াইবের হাদিস। তার ১২ তাকবীরের হাদিসে অনেকগুলো ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত. মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে তিনি যখন নিজের কোন হাদিস তাঁর পিতা তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে কঠিন আপত্তি রয়েছে। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) আরও উল্লেখ করেন-

وقال ابن معين: هو ثقة، وليس بذاك، بل بكتاب أبيه عن جده.

-"ইমাম বুখারীর আরেক উস্তাদ ইমাম ইবনে মাঈন (رحمه الله) বলেন, আমর তিনি নিজে সিকাহ বা বিশ্বস্ত, তবে তিনি তার পিতা তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদিস কিছুই না।"[২৭৪০] ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

ابن حبان في عمرو وذكره في الضعفاء

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمه الله) আমরকে যঈফ রাবীদের গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন।"[২৭৪১] ইমাম মিযযী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ علي بن المديني ، عن يحيى بن سَعِيد: حديثه عندنا واه.

-"আলী ইবনে মাদীনী তিনি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ হতে বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট তিনি ওহ! বিরক্তিকর।" (ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২২/৬৮ পৃ.) তাই এই হাদিসটিও সেই রকমই হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইমাম যাহাবী (رحمه الله) ইবনে হিব্বানের বরাতে উল্লেখ করেন-

وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة، فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك

-"আর যখন তিনি তার পিতা তিনি তার দাদার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন তার মধ্যে রয়েছে অনেক আপত্তিকর হাদিস বর্ণনা করেন; আমার মতে সেই হাদিস দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না।"[২৭৪২] আর আহলে হাদিসদের এই হাদিস ছাড়া আর কোন পুঁজি নেই। ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمه الله) বলেছেন, তার আরেকটি দুর্বলতা হল তিনি সরাসরি পিতা তিনি তার দাদা থেকে হাদিস শুনেছেন বলে কোন কোন হাদিস বর্ণনায় তিনি উল্লেখ করেছেন। আর এটি হল তার উপর একটি কঠিন আপত্তি। কারণ তার দাদা রাসূল (ﷺ) থেকে কিছুই শুনেননি।[২৭৪৩] ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

---

২৭৩৫ .ইমাম জাওযী, আত-তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ, ১/৫১০পৃ.
২৭৩৬ .ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৩/৪৯৯পৃ. হা/২১১৪, ওয়ারিসদের আলোচনা।
২৭৩৭ .ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ৬/১৭০পৃ. হা/৩৮৪৪, মানাকেবে আমর বিন আস (رضي الله عنه) আলোচনা।
২৭৩৮ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, [illegible]

২৭৩৯ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৭৭পৃ. ক্রমিক/৪৫৩০
২৭৪০ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/২৬৬পৃ. ক্রমিক/৬৩৮৩
২৭৪১ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/২৬৬পৃ. ক্রমিক/৬৩৮৩
২৭৪২ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/২৬৬পৃ. ক্রমিক/৬৩৮৩
২৭৪৩ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/২৬৬পৃ. ক্রমিক/৬৩৮৩

Scanned by CamS

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ بِكَثْرَةِ رِوَايَتِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

-"ইমাম আবু যারওয়া (رحمه الله) বলেন, আমরা তার পিতা তিনি তার দাদার সূত্রে অধিক হাদিস বর্ণনাকেই আমরা ইনকার করি।"[২৭৪৪] ইমাম মুগলতাঈ (رحمه الله) ইমাম সাজী (رحمه الله) এর বরাতে উল্লেখ করেন-

وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل

-"তবে তিনি যখন তার পিতা তিনি তার দাদার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন তা হুজ্জাত নয় এবং তা মুত্তাসিল নয়।"[২৭৪৫] কেননা আমরের দাদা রাসূল (ﷺ) থেকে কিছুই শুনেনি। ইমাম যাহাবী আরও উল্লেখ করেন-

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الآجُرِيّ: سُئِلَ أَبُو دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ، أَحُجَّةٌ؟ قَالَ: لا، ولا نصف حُجَّةٍ.

-"আবু উবায়দা আজরী বলেন, কেউ একজন ইমাম আবু দাউদ কে জিজ্ঞেস করলেন আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা তিনি তার দাদা থেকে বর্ণিত হাদিস কী হুজ্জাত? তিনি বললেন, না। তার হাদিস হুজ্জাতের অর্ধেকও নয়।"(ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/২৮৮ পৃ.)

দ্বিতীয়ত. পাঠকবর্গ! এ হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী আমর ইবনে শু'য়াইব (رحمه الله) নিজেই দুর্বল এ ধরনের উক্তিও অনেক মুহাদ্দিস করেছেন। ইমাম যাহাবী (رحمه الله) তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন-

وَرَوَى: أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى: لَيْسَ بِذَاكَ.

-"আহমাদ ইবনু জুহাইর (رحمه الله) তিনি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (رحمه الله) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তার হাদিস কিছু নয়।"[২৭৪৬] ইমাম মুগলতাঈ (رحمه الله) বলেন-

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي ، يكتب حديثه

-"ইমাম আবু হাতেম (رحمه الله) বলেন, তিনি মযবুত বা শক্তিশালী কোন হাদিস বর্ণনাকারী নন; তবে তার হাদিস আমি লিখি।"[২৭৪৭] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال الجوزقاني في كتابه الموضوعات: مجروح

-"ইমাম জুযকানী (رحمه الله) তার কিতাবুল মাওযুআত গ্রন্থে বলেন, তিনি মাযরুহ বা ত্রুটিযুক্ত রাবী।"[২৭৪৮] ইমাম যাহাবী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

وقال يحي القطان: حديث عَمْرو بن شُعَيْب عندنا واهٍ.

২৭৪৪ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/১৬৯পৃ. ক্রমিক.৬১
২৭৪৫ .ইমাম মুগালতাই, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১০/১৮৮পৃ. ক্রমিক.৪১১৫
২৭৪৬ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/১৬৯পৃ. ক্রমিক.৬১, ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/২৮৮পৃ. ক্রমিক.২১০
২৭৪৭ .ইমাম মুগালতাই, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১০/১৮৭পৃ. ক্রমিক.৪১১৫
২৭৪৮ .ইমাম মুগালতাই, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১০/১৮৮পৃ. ক্রমিক.৪১১৫

-"ইমাম ইয়াহইয়া কাত্তান (رحمه الله) আমর ইবনে শুয়াইব এর হাদিস বিবক্তিকর।" (যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/২৮৮ পৃ. ক্রমিক. ২১০)

তৃতীয়ত. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله) আমর ইবনে শুয়াইবকে তাদলীস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭৪৯] উসূলে হাদিসে তাদলীস করা দোষণীয়।

চতুর্থতম আপত্তি. এ হাদিসের আরেকটি আপত্তি হল এই সনদের রাবী আমর ইবনে শুয়াইব এর পিতা থেকে তিনি তার পিতা (আমরের দাদা) থেকে না আমরের বাবার তার দাদা থেকে তা সন্দাহতীত। সবায় বলেছেন আমরের পিতার অর্থাৎ আমরের দাদা থেকে এই বর্ণিত হয়েছে তাহলে সকল আসমাউর রিজালবিদ একমত যে আমরের দাদা রাসূল (ﷺ) এর যুগ পাননি। তাই এটি মুরসাল; আর আহলে হাদিসদের মতে মুরসাল যঈফ হাদিসের প্রকার। কেননা আলবানী বলছেন-

أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور علماء الحديث

-"নিশ্চয় জমহুর ওলামার নিকট মুরসাল হাদিস যঈফ হাদিসের অর্ন্তভুক্ত।" (আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ, ১/৫৫পৃ. হা/২) তাই এটি আলবানীর ফাতওয়ায়ই যঈফ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপরও সে এটিকে সহীহ বলেছেন।

পঞ্চম আপত্তি. এই হাদিসে আমরের ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান খুবই সমালোচিত রাবী; যা হাদিসের শেষ উল্লেখ করছি।

এবার আমরা তার বর্ণিত ১২ তাকবীরের হাদিসটি দেখবো। ইমাম তাহাবী (رحمه الله)সহ এক জামাত ইমাম সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ , اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً , سَبْعًا فِي الْأُولَى , وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ , سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الصَّلَاةِ

-"ইমাম তাহাবী (رحمه الله) যথাক্রমে...আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান সাকাফী থেকে তিনি আমর ইবনে শুয়াইব থেকে তিনি তার পিতা তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ঈদের নামাযে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে ৭, দ্বিতীয় রাক'আতে ৫ তাকবীর; তবে তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া।"[২৭৫০]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা আমর ইবনু শু'য়াইবের জীবনীতে দেখলাম যে তিনি অনেক দোষে নিজে দোষী। আবার অনেকে বলেছেন তিনি তার পিতা তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদিস মুনকার বা আপত্তিকর। সে হিসেবে এই হাদিসটি বর্ণিত হওয়ায় এটি অগ্রহণযোগ্য। অপরদিকে আমর ইবনু শু'য়াইব (رحمه الله) এর ছাত্র 'আব্দুল্লাহ ইবনু

২৭৪৯ .ইমাম ইবনে হাজার, তবকাতুল মুদাল্লিসীন, ১/৩৪পৃ. ক্রমিক. ৫৭
২৭৫০ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/৩৪৩পৃ. হা/৭২৬২, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা/৬৬৮৮, ইমাম নাসায়ি, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩১৪পৃ. হা/১৮১৭, ইবনে জারুদ, আল-মুন্তাকী, ১/৭৩পৃ. হা/২৬২, ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৯৩পৃ. হা/৫৬৯৪,

Scanned by CamS

আব্দুর রাহমান সাকাফী' অধিকাংশের মতে দুর্বল হাদিস বর্ণনাকারী। ইমাম ইবনে আদি (রহ.) ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) এর অভিমত পেশ করেন- ضَعِيفٌ -"তিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল।"[২৭৫১] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال النسائي عَبد اللَّهِ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ بن يعلى ليس بالقوي

-"ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, আব্দুল্লাহ শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন।"[২৭৫২] তবে ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন এভাবে-

وقال النسائي وغيره: ليس بالقوى. وكذا قال أبو حاتم.

-"ইমাম নাসাঈ (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, আব্দুল্লাহ তেমন কোন শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন; যেমনটি ইমাম আবু হাতেম (রহ.) উল্লেখ করেছেন।"[২৭৫৩] ইমাম মুগলতাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন- وقال البخاري: فيه نظر. -"ইমাম বুখারী বলেন, তার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।"[২৭৫৪] তাই মুযাফফর বিন মুহসিন ইমাম বুখারীর বরাতে সহীহ বলার কোন ভিত্তি নেই। সর্বপরি ইমাম যাহাবী (রহ.) তাকে যঈফ রাবীদের তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।[২৭৫৫] এবং আলবানী তার হাদিসকে যঈফ বলে রায় দিয়েছেন।[২৭৫৬] তাই এই হাদিস যে অনেকগুলো কারণে যঈফ তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের তাকবীরের সংখ্যা গ্রন্থের...পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারী নাকি এটিকে সহীহ বলেছেন বলে উল্লেখ করেছেন; তাই আমি তাকে ইমাম বুখারীর উপরের এই রাবীর বিষয়ে অভিমত কি তা ভাল করে দেখেন। ইমাম বুখারী এই হাদিসকে তার কোন গ্রন্থে সহীহ বলেননি।

*কাসির ইবনু আব্দুল্লাহ এর হাদিস

১২ তাকবীরের পক্ষে আরেকজন সুপ্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী হাদিস বর্ণনা করেছেন; তিনি হলেন কাসির ইবনে আব্দুল্লাহ। তার হাদিস নিয়ে সবচেয়ে বেশী সমালোচনা রয়েছে।

ইমাম তিরমিযি ও ইবনে মাযাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ

২৭৫১ .ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/২৭৬পৃ. ক্রমিক.৯৮৬, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৫২পৃ. ক্রমিক.৪৪১১

২৭৫২ .ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৫/২৭৬পৃ. ক্রমিক.৯৮৬

২৭৫৩ . ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৫২পৃ. ক্রমিক.৪৪১১ এবং তারিখুল ইসলামী, ৪/১০০পৃ. ক্রমিক.১০০, ইমাম আবু হাতেম আল্‌জারহ ওয়া তা'দীল, ৫ম খণ্ড, ক্রমিক.৪৪৮

২৭৫৪ . ইমাম মুগলতাই, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৮/৩৭পৃ. ক্রমিক. ৩০৩৭, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুস যঈফাহ, ৬/৪৪৫পৃ. হা/২৯০১

২৭৫৫ . ইমাম যাহাবী, দিওয়ানুল দুয়াফা, ১/২২০পৃ. ক্রমিক.২২২১

-"....কাসির ইবনে আব্দুল্লাহ তিনি তার পিতা থেকে তিনি তার (কাসিরের) দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) ঈদের নামাযে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর বলতেন।"[২৭৫৭]

হাদিসটির গ্রহণযোগ্যতা : এই হাদিসটি নিঃসন্দেহ জাল। কিয়ামত পর্যন্ত চাপাবাজি করেও কেউ সনদটিকে সহীহ, কিংবা হাসান প্রমাণ করতে পারবে না; যেমনটি আলবানী চেয়েছিল। সনদটিতে দুটি আপত্তি রয়েছে-প্রথমত. সনদে কাসির ইবনে আব্দুল্লাহ মিথ্যুক এবং জাল হাদিস বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন-

وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه.

-"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, সে মিথ্যার ভিত্তি সমূহের একটি। ইমাম আহমাদ তার হাদিসের বিষয়ে আপত্তি করেছেন।"[২৭৫৮] যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وقال ابن حبان: له عن أبيه، عن جده - نسخة موضوعة.

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন, তার কাছে তার পিতা তার দাদার সূত্রের জাল নুসকা ছিল।"[২৭৫৯] এই দুই অভিমতে হাদিসটি জাল।

ইমাম আহমাদ (রহ.) কে তার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন-

قَالَ منكر الحديث ليس بشَيْءٍ.

-"তিনি মুনকার বা আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী, তার হাদিস কিছুই নয়।"[২৭৬০] ইমাম ইবনে আদি (রহ.) বলেন- قَالَ منكر الحديث. -"তিনি আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী।"[২৭৬১] ইমাম নাসাঈ (রহ.) ও ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন- متروك الحديث. -"তিনি আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী।"[২৭৬২] যাহাবী উল্লেখ করেন-

قال ابن معين: ليس بشئ.

-"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, তার হাদিস কিছুই নয়।"[২৭৬৩] ইমাম আবু হাতেম (রহ.)ও তার দুর্বলতার কথা বলেছেন।[২৭৬৪]

দ্বিতীয় আপত্তিঃ সুনানে ইবনে মাযাহ এর সুপ্রসিদ্ধ তাহকীককারী শায়খ শুয়াইব আরনাউত লিখেন-

২৭৫৭ .ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, ১/৪০৭পৃ. হা/১২৭৯, ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, হা/

২৭৫৮ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪০৭পৃ. ক্রমিক. ৬৯৪৩ এবং তারিখুল ইসলামী, ৪/৪৮৫পৃ. ক্রমিক. ৩৩২

২৭৫৯ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪০৭পৃ. ক্রমিক. ৬৯৪৩ এবং তারিখুল ইসলামী, ৪/৪৮৫পৃ. ক্রমিক. ৩৩২

২৭৬০ .ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৭/১৮৭পৃ. ক্রমিক. ১৫৯৯

২৭৬১ .ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৭/১৮৭পৃ. ক্রমিক. ১৫৯৯

২৭৬২ .ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৭/১৮৭পৃ. ক্রমিক. ১৫৯৯, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪০৭পৃ. ক্রমিক. ৬৯৪৩ এবং তারিখুল ইসলামী, ৪/৪৮৫পৃ. ক্রমিক. ৩৩২

২৭৬৩ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪০৭পৃ. ক্রমিক. ৬৯৪৩

২৭৬৪ .ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪০৭পৃ. ক্রমিক. ৬৯৪৩

Scanned by CamSca

وهذا إسناد ضعيف، كثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف، وأبوه مجهول.

-"এই সনদটি যঈফ, কাসির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তিনি যঈফ এবং তার পিতা মাজহুল বা অপরিচিত।"[২৭৬৫]

আলবানীর ভুয়া তাহকীকের জবাব :

এই হাদিসটিকে সে হাসান, সহীহ বলেছেন। তাই দীবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে এই হাদিসটি জাল; ঘড়ি মেকানিক আলবানী কি বলল তা শুনে আমাদের সময় অপচয় করার কোন সুযোগ নেই।

. সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের হাদিস :

উপরের হাদিসগুলোর পরে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হিসেবে আহলে হাদিসরা নিম্নের হাদিসটিকে উল্লেখ করে থাকেন। ক. ইমাম বায্যার (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثنا عَبدة بن عَبد الله، حَدَّثنا عُمَر بن حبيب، حَدَّثنا عبد اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَن نافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ؛ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الأُولَى وَخَمْسًا فِي الآخِرة

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর।"[২৭৬৬]

সনদ পর্যালোচনা : উক্ত সনদে আমের নামক রাবীর ছাত্রের বিষয়ে অর্থাৎ 'উমর বিন হাবিব' যিনি বসরার কাযি ছিলেন, তার হাদিসের বিষয়ে অনেক আপত্তি রয়েছে। ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

قَالَ البُخَارِيُّ: يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ. وَقَالَ عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَى: ضَعِيْفٌ، يَكْذِبُ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيْفٌ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَسَنُ الحَدِيْثِ، يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ مَعَ ضَعْفِهِ.

-"ইমাম বুখারী, তার বিষয়ে অনেক সমালোচনা করেছেন, মুহাদ্দিস আব্বাস ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি দুর্বল, মিথ্যাবাদী, ইমাম ইবনে আদি বলেন, তার হাদিস সুন্দর, তবে তার দুর্বলতাসহ আমি লিখি।"[২৭৬৭] ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে আদি তাকে দুর্বল বলেছেন।[২৭৬৮] ইমাম যাহাবী (রহ.) আরেক গ্রন্থে উল্লেখ

২৭৬৫ .শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) সুনানে ইবনে মাযাহ, ২/৩২৭ পৃ. হা/১২৭৯, দারুল রেসালাতুল আলামিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

২৭৬৬ . ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ১২/২৩৪পৃ. হা/৫৯৬৩

২৭৬৭ . ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৬/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ১৯৮৭, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৮/১৯পৃ. ক্রমিক. ১৮৩ এবং তারিখুল ইসলামী, ৫/১৩৩পৃ. ইমাম আদি, আল-কামিল, ৬/৭০পৃ. ক্রমিক. ১২০৮, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/১৮৪পৃ. ক্রমিক. ৬০৬৭, ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২১/২৯২পৃ.

২৭৬৮ . ইমাম

করেন- كذبه ابن معين. -"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।"[২৭৬৯] তাই বুঝা যায় হাদিসটি জাল; যেহেতু উক্ত রাবী মিথ্যাবাদী।

খ. ইমাম তাহাবী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُوسٌ الْعَطَّارُ، عَنِ الْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ

-"রাবী ফারাজ বিন ফাদ্বালাহ তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমের আসলামী থেকে তিনি না'ফে (রহ.) থেকে তিনি ইবনে উমর (রা.) থেকে তিনি ১২ তাকবীরের হাদিস বর্ণনা করেন।"[২৭৭০]

সনদ পর্যালোচনা : এই সনদও অত্যন্ত যঈফ বা জাল বলাও চলে। কেননা এই সনদেও উপরের সনদের আমের নামক রাবীর ছাত্রের বিষয়ে অর্থাৎ 'ফারাজ ইবনে ফাদ্বালাহ', তার বিষয়ে অনেক আপত্তি রয়েছে। ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) বলেন, তিনি মুনকার হাদিস বর্ণনাকারী।[২৭৭১] খায়ছামা ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি দুর্বল। তার বিষয়ে আহলে হাদিস শাওকানী পর্যন্ত বলেন-

الْفَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ

-"ফারায ইবনু ফুদ্বালাহ এর বিষয়ে আহলে হাদিস (তথা মুহাদ্দিসগণ) আপত্তি করেছেন। তিনি হিফযের বিষয়ে ক্রটিযুক্ত।" (শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৮/১১২পৃ.)

আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিস মোবারকপুরী একটি হাদিস পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

فِي سَنَدِهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وهو ضعيف

-"এই সনদে রয়েছেন ফারায আর সে যঈফ।" (মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ১০/৪৯পৃ.)

এমনকি আলবানীও এই রাবী সম্পর্কে বলেছেন-

والفرج بن فضالة ضعيف.

-"ফারায ইবনে ফাদ্বালাহ যঈফ।" (আলবানী, সিলসিলাতুল...যঈফাহ, ৭/৪০৬পৃ. হা/৩৩৯৫) সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে আমরা এই সনদকে কী বলবো? মুনকার বর্ণনাকারী থাকায় মুনকার বা জাল ছাড়া কিছুই নয়।

১২ তাকবীরের পক্ষে কী কোন মারফূ সহীহ হাদিস রয়েছে?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ১২ তাকবীরের পক্ষে একটিও মারফূ সহীহ হাদিস না থাকায় এবং একটি হাদিসে আবু হুরায়রা (রা.)-এর আমল পাওয়া যায় মাত্র ইশারা করে লিখছেন-

২৭৬৯ . ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/১৮৪পৃ. ক্রমিক. ৬০৬৭

২৭৭০ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/৩৪৪পৃ. হা/৭২৬৮

২৭৭১ . ... তাহযিব, ৮/২৬১পৃ. ক্রমিক. ৪৮৬, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল,

Scanned by CamS

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ فِي تَكْبِيرَةِ الْعِيدَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا آخُذُ فِيهَا بِفِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ

-"ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) থেকে ১২ তাকবীরের ব্যাপারে কোন একটিও সহীহ হাদিস নেই। নিশ্চয় এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর ব্যক্তিগত আমলকে গ্রহণ করা হয়েছে।"[২৭৭২]

তাই প্রমাণিত হল যে ১২ তাকবীরের পক্ষে কোন সহীহ মারফূ হাদিস নেই; আর যদি কেহ দাবী করেন আমি বলবো তাহলে সে যেন আমার সাথে আসমাউর রিজালের আলোকে বসে।

বিষয় নং ৪: একটি গরু/মহিষ/উটে ৭ পরিবার শরীক হওয়া নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান ঃ

বর্তমান আহলে হাদিসগণ বড় জন্তু অর্থাৎ গরু ও মহিষের মধ্যে ৭ পরিবার শরীক হতে পারবেন না বলে বিভ্রান্তি ছড়িয়েই যাচ্ছে অবিরাম। অনেক ভাই ঈদুল আযহার সময়ে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন আমি এ বিষয়ে কিছু লিখি।

১.ইমাম মুসলিম, তাবরানীসহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ

-"হযরত আতা (রহঃ) তিনি হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, গরু এবং উট সাতজনের পক্ষ হতে কোরবানী করা যায়।"[২৭৭৩]

অনুরূপ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে রয়েছে।[২৭৭৪]

২. ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَفِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ

-"ইমাম ইকরামা (রহঃ) তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে কোন সফরে অবস্থানকালে কোরবানীর দিন উপস্থিত হল। তখন আমরা গরুর মধ্যে ৭ জন এবং (বড়) উটের মধ্যে ১০ জন শরীক হলাম।"[২৭৭৫]

২৭৭২ .মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/১০৭১পৃ. হা/১৪৪৩, শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৩/২৩১পৃ., ইমাম সুয়ূতি, শরহে সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৯১পৃ. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ৩/২৫৭-২৫৮পৃ.

২৭৭৩ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৯৫৬পৃ. হা/১৩১৮, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৬/৯৮পৃ. হা/৫৯১৭ এবং হা/৯০৬৪, ইমাম তাহাভী, শরহে মাশকালুল আছার, ৭/১১পৃ. হা/২৫৮৮-৮৯ এবং হা/৫৪২৮, ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ৩/৯৮পৃ. হা/২৮০৮

২৭৭৪ . ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১০/৮৩পৃ. হা/১০০২৬

২৭৭৫ . ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক লিল হাকেম, ৪/২৫৬পৃ. হা/৭৫৫৯, ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ইমাম আহমাদ ...

সনদ পর্যালোচনা ঃ ইমাম হাকেম সনদটি সংকলন করে বলেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-"এই হাদিসটি বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে সহীহ, যদিও তিনি এই হাদিসটি তিনি সংকলন করেননি।"[২৭৭৬] ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন- على شرط البخاري -"এটি সহীহ বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে সহীহ।" (তালখীছ)

৩. ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَبْحِ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا

-"হযরত আতা (রহঃ) তিনি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাঃ) এর যামানায় একটি গরুতে ৭ জন অংশ গ্রহণ করতাম।"[২৭৭৭]

৪. ইমাম বায়হাকী (রহঃ) আরেকটি সনদ সংকলন করেন-

قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ

-"হযরত কায়েস বিন সা'দ (রহঃ) তিনি তাবেয়ী আতা (রহঃ) থেকে তিনি সাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, গরু এবং উট এর কোরবানীতে সাতজন অংশ গ্রহণ করবে।"[২৭৭৮]

৫. ইমাম তিরমিযি (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

-"হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) হোদায়বিয়ায় ৭০ টি উট কোরবানী করলেন। আমাদেরকে আদেশ দিলেন যে, আমরা যেন একটি উটের মধ্যে ৭ জন শরীক হই।"[২৭৭৯] ইমাম তিরমিযি (রহঃ) হাদিসটি সংকলন করে বলেছেন-

وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

২৭৭৬ . ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক লিল হাকেম, ৪/২৫৬পৃ. হা/৭৫৫৯

২৭৭৭ . ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৯৫৬পৃ. হা/১৩১৮, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৫/৩৮৩পৃ. হা/১০১৯৫, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ৭/২২২পৃ. হা/৪৩৯৩, আলবানীও এই সনটিকে সহীহ বলে তাহকীক করেছেন এবং আস-সুনানিল কোবরা, হা/৪১০১ এবং হা/৪৪৬৭, ইমাম আবু ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, হা/২০৩৪, ইমাম খুযায়মা, আস-সহীহ, হা/২৯০২, ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ৩/৯৮পৃ. হা/২৮০৭, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, হা/১২৭৮৯

২৭৭৮ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৫/৩৮৩পৃ. হা/১০১৯৬

২৭৭৯ . ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ১/২৪০পৃ. হা/৯০৪, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৯/৩১৮পৃ.

Scanned by CamS

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ الجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ

-"এই বিষয়ে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, আয়েশা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে হাদিস বর্ণিত আছে। আর এই জাবের (رضي الله عنه) এর হাদিসটি হাসান, সহীহ। এ মতরে উপরেই রাসূল (ﷺ)এর অনেক আহলে ইলম (ইলমে ফিক্হ ও ইলমে হাদিসে অভিজ্ঞ) সাহাবী আমল করেছেন, তারা বলেছেন, উটের মধ্যে ৭ জন এবং গরুতে ৭ জন শরীক হবে। আর এটিই ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (رحمه الله) এর অভিমত।"[২৭৮০] বুঝা গেল যুদ্ধের সময় অনেক পরিবারের মানুষ ছিল আর তার জন্যই এক এক পরিবারের সদস্যের জন্য এই আদেশ রাসূল (ﷺ) করেছেন।

৭. ইমাম তাহাভী (رحمه الله) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ

-"তাবেয়ী হযরত রিবঈ (رحمه الله) বলেন, রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীগণ বলতেন যে, ৭ জনের পক্ষ থেকে কোরবানী করতে হলে একটি গরু করতে হবে।"[২৭৮১]

৮. ইমাম তাহাভী (رحمه الله) সংকলন করেন-

قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَرِكُونَ سَبْعَةً فِي الْبَدَنَةِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالسَّبْعَةُ فِي الْبَدَنَةِ مِنَ الْبَقَرِ

-"হযরত কাতাদা (رحمه الله) তিনি সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূলের সাহাবাগণ গরু এবং উটের মধ্যে ৭ জনই শরীক হতেন।"[২৭৮২] এই হাদিসে প্রমাণ হল যে বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন পরিবারের ছিল।

৬. ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) এ বিষয়ে অনেক হাদিস সংকলন করে লিখেন-

رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ

-"এ বিষয়ে হযরত শেরে খোদা আলী, হুযায়ফা, আবু মাসউদ আনসারী, মা আয়েশা (رضي الله عنهم) হতে বর্ণিত আছে তারা সকলেই বলেছেন, একটি গরুতে ৭ জন অংশগ্রহণ করতে পারবে।"[২৭৮৩] এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিসে পাক রয়েছে।

২৭৮০. ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/২৪০পৃ. হা/৯০৪
২৭৮১. ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/১৭৮পৃ. হা/৬২৩২
২৭৮২. ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, ৪/১৭৫পৃ. হা/৬২২০

দ্বাদশ অধ্যায়
জানাযা প্রসঙ্গ

বিষয় নং ১ : জানাযার নামাযের তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তি:

জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা হল চারটি। কতিপয় আহলে হাদিস এটি নিয়ে ফিতনা ছড়াতে চাচ্ছেন। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার ঈদের নামাযের তাকবীরের গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি সম্পর্কে বলেন-"ঈদের তাকবীরও বিতর্কিত জানাযার তাকবীরও বিতর্কিত।" জানাযার ৪ তাকবীরের প্রমাণ জানতে আমার লিখিত 'হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান' গ্রন্থ দেখুন।

বিষয় নং ২: . জানাযায় সুরা ফাতেহা বা কিরাত পাঠ করা প্রসঙ্গ :

হানাফী মাযহাব : জানাযা নামায কিন্তু কিরাতবিহীন নামায। তথাকথিত আহলে হাদিসগণ এ বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফিকহের কিতাব ফতোয়ায়ে আলমগীরে রয়েছে-

وَلَا يَقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنَ وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَرَأَهَا بِنِيَّةِ الْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ... كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ-

-"জানাযায় কোরআন তেলাওয়াত করবে না। যদি দোয়ার নিয়তে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হয় তাহলে অসুবিধা নেই। আর যদি ক্বিরাতের নিয়তে পাঠ করা হয় তাহলে জায়েয হবে না।...যেমনটি মুহিতে সুরখছী কিতাবে রয়েছে।"[২৭৮৪]

জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা নিয়ে আহলে ইলমের আমল :

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ বিষয়টি নিয়ে এর পূর্বে কখনো এত বাড়াবাড়ি ছিল না, যেমনটি বর্তমান আহলে হাদিসগণ করে থাকেন। একদল জানাযাতে সূরা ফাতেহা পড়তেন আরেকদল পড়তেন না। ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)-এর সূরা ফাতেহার পড়ার হাদিস উল্লেখ করে লিখেন-

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأَ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ.

২৭৮৪. নিযামুদ্দীন বলখী, আল-ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী) ১/১৬৪পৃ. দারুল ফিকর

Scanned by Cam

-"আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবী ও অন্যদের মধ্য থেকে কিছু একদল আহলে ইলমের আমল এই হাদীস অনুযায়ীই। তারা প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়া পছন্দ করেন। এহি ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের মত। আর কিছু সংখ্যক আহলে ইলম বলেন, জানাযার নামাযে কোরআন পড়া হবে না। এ শুধু আল্লাহর প্রসংশা, নবী (ﷺ)-এর উপর দরুদ এবং মায়্যিতের জন্য দু'আ। এটিই ছাওড়ী ও অন্যান্য আহলে কুফার মত।"২৭৮৫ বুঝা গেল অসংখ্য সাহাবী ও মুজতাহিদ ফকিহগণের বসবাস কুফা নগরীতে জানাযাতে সূরা ফাতেহা পড়ার প্রচলন ছিল না। মালেকী মাযহাব : এবার আমার দেখবো রাসূল ﷺ -এর বসবাস মদিনা শরীফের অবস্থা।

১. ইমাম মালেক (رحمه الله) তাঁর নিজ গ্রন্থে লিখেন-

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَعْمُولٍ بِهِ بِبَلَدِنَا إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ بَلَدِنَا عَلَى ذَلِكَ.

-"ইমাম ইবনে ওহ্হাব (رحمه الله) এবং ইমাম মালেক (رحمه الله) বলেন, (জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গে বলেন) এটা আমাদের শহরে আমল করা হয় না বরং সেটা হচ্ছে দোয়া। আমার শহরের (মদিনায়) লোকদেরকে এটার উপরই পেয়েছি।"২৭৮৬

২. ইমাম আবুল ওলীদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবী আল-মালেকী (رحمه الله) (ওফাত.৫৯৫হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' এ লিখেন-

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ: فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ. وَقَالَ مَالِكٌ: قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيهَا لَيْسَ بِمَعْمُولٍ بِهِ فِي بَلَدِنَا بِحَالٍ قَالَ: وَإِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ فَيَشْفَعُ لِلْمَيِّتِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ.

-"জানাযার নামাযে কোরআন পড়ার বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) বলেন, এতে কোরআন পড়া হবে না। এ তো হল দোয়া। ইমাম মালেক বলেন, জানাযাতে শুধু দোয়া পাঠ হবে। আমার শহরে (মদিনায়) জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়ার প্রচলন একেবারেই নেই। তিনি আরও বলেন, প্রথম তাকবীরের পর আল্লাহর হামদ ও ছানা পড়বে। দ্বিতীয় তাকবীরে রাসূল (ﷺ)-এর উপর দুরুদ পড়বে। তৃতীয় তাকবীর দিয়ে মায়্যিতের জন্য সুপারিশ করবে। তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে।"২৭৮৭

৩. ইমাম ইবনুল বার্ (رحمه الله) লিখেন-

وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ وَإِنَّمَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لَيْسَ بِمَعْمُولٍ بِهَا فِي بَلَدِنَا

২৭৮৫ .ইমাম তিরমিযি, জাম...

-"ইমাম মালেক বলেন, জানাযাতে শুধু দোয়া পাঠ হবে। আমার শহরে (মদিনায়) সূরা ফাতেহা পড়ার প্রচলন একেবারেই নেই।"২৭৮৮ এ থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম মালেক (ﷺ)-এর শহর মদিনায় জানাযায় নামাযে প্রথম তাকবীরের পর আল্লাহর হামদ ও ছানা পড়ার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

রাসূল (ﷺ)-এর আমল

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (رحمه الله) ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) এর সূত্রে সংকলন করেন-

وَعَن ابْن مَسْعُود لم يُوَقت فِيهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا وَلَا قِرَاءَة

-"পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফকিহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবি (ﷺ) জানাযার নামাযে কোন কউল ও ক্বিরাত নির্দিষ্ট করেননি।"২৭৮৯

সাহাবীদের আমল

১. ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) একটি হাদিসে পাক সংকলন করেন এভাবে-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

-"তাবেয়ী না'ফে (رحمه الله) বলেন, মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) জানাযার নামাযে কেরাত পড়তেন না।"২৭৯০

২. ইমাম ইবনুল বার্ (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

فروي عن بن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُمْ كانوا لا يقرؤون في الصلاة على الجنازة

-"সাহাবী ইবনে উমর, আবু হুরায়রা এবং ফুদ্বলাহ বিন উবাইদ (رضي الله عنه) জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়তেন না।"২৭৯১

৩. ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ لِسَعِيدٍ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَجْتَهِدَ لِلْمَيِّتِ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ

২৭৮৮ .ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তিযকার, ৩/৪০পৃ., হা/৪৯৪

২৭৮৯ .ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৮/১৪১পৃ. প্রাগুক্ত.

২৭৯০ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯২পৃ. হাদিস নং ১১৪০৪, মালেক, মুয়াত্তায়ে মালেক, ২/৩২০পৃ. হাদিস নং ৭৭৭, ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৮৭পৃ. হাদিস নং৬৪২৩, মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.) বলেন এ সনদটি সহিহ। (ফিক্বহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/৩৯৭পৃ. হাদিস নং১১১৬,

Scanned by CamS

-"ইমাম জুহরী বলেন, আমি সাহাবী সাহল বিন সা'দ সায়েদী (রাঃ) তিনি বলেন, হযরত সাইদ (রাঃ) বলেছেন, জানাযার নামাযের সুন্নাত প্রথমে তাকবীর দিবে, তারপর দ্বিতীয় তাকবীরে রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি দুরুদ শরীফ পড়বে। তারপর মায়্যিতের জন্য দোয়া করবে তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে।"[২৭৯২] এই হাদিসে জানাযার প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতেহা পড়ার কথা নেই; এটাকেই তিনি সুন্নাত বলেছেন। ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ: أُكَبِّرُ، ثُمَّ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ أَوْ أَمَتُكَ كَانَ يَعْبُدُكَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ

-"হযরত সাঈদ মাকবুরী (রহঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বললেন আমরা কিভাবে জানাযার নামায পড়বো? অতঃপর তিনি বললেন আল্লাহর হায়াতের কসম! অবশ্যই আমি তোমাকে শিখেয়ে দিব। প্রথমে তাকবীর দিবে তারপরের তাকবীরে রাসূল (ﷺ)-এর উপরে দরুদ পড়বে, তারপর (চতুর্থ তাকবীরের পর) এই দোয়া পড়বে ...।"[২৭৯৩] এই হাদিসে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হুরায়রা (রাঃ) তিনি এখানে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়ার কথা বলেননি।

ইমাম আবি শায়বাহ (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى يَبْدَأُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ لِلتَّسْلِيمِ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম শা'বী (যিনি ৫০০ শত সাহাবীকে দেখেছেন) বলেন, প্রথমেই হামদ পড়বে, তারপর দ্বিতীয় তাকবীরে রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি দুরুদ শরীফ পড়বে। তারপর মায়্যিতের জন্য দোয়া করবে তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে।"[২৭৯৪]

তাই বুঝতে পারলাম যে সাহাবায়ে কেরাম জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়তেন না। আর সহজেই বুঝা যায় যে সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন বুঝেছেন রাসূল (ﷺ) থেকে।

২৭৯২ .ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তিযকার, ৩/৪০পৃ., হা/৪৯৪

২৭৯৩ .ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯০পৃ., হা/১১৩৭৭

২৭৯৪ .ইমাম আবি [illegible] ... বিয়াদ,

তাবেয়ীদের আমল

১. ইমাম আবি শায়বাহ (রহঃ) একটি হাদিসে পাক সংকলন করেন এভাবে-

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، فَقُلْتُ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ

-"তাবে-তাবেয়ী হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ (রহঃ) বলেন সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর ছেলে তাবেয়ী হযরত সালেম (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হয় জানাযার নামাযে কি কোন কিরাত আছে? তিনি বলেন, জানাযাতে কোন কিরাত নেই।"[২৭৯৫]

২. ইমাম আবি শায়বাহ (রহঃ) একটি হাদিসে পাক সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِيهَا قِرَاءَةً

-"তাবেয়ী হযরত বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জানাযার নামাযে কিরাত আছে বলে আমরা জানি না।"[২৭৯৬]

৩-৪. ইমাম আবি শায়বাহ (রহঃ) আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: لَيْسَ فِي الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ

-"পাঁচশত সাহাবীর দর্শন লাভকারী[২৭৯৭] তাবেয়ী ইমাম শা'বী (রহঃ) এবং তাবেয়ী ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) বলেন, জানাযাতে কোন কিরাত নেই।"[২৭৯৮]

৫. ইমাম ইবনে যা'দ (রহঃ) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ

-" ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) বলেন, জানাযাতে কোন কিরাত নেই।"[২৭৯৯] ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহঃ)ও অনুরূপ সংকলন করেছেন।[২৮০০]

৬. ইমাম ইবনে যা'দ (রহঃ) সংকলন ইমাম শা'বী (রহঃ)-এর বক্তব্যও সংকলন করেন।[২৮০১] ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «مَا نَعْلَمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَلَا دُعَاءٍ شَيْئًا مَعْلُومًا

২৭৯৫ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৩পৃ. হাদিস নং ১১৪১৪, মাকতুবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি, প্রথম প্রকাশ. ১৪০৯ হি. সনদটি সহিহ।

২৭৯৬ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৩পৃ. হাদিস নং ১১৪১২, সনদটি সহিহ।

২৭৯৭ . এ তাবেয়ী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "রফে ইয়াদাইনের সমাধান" গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

২৭৯৮ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৩পৃ. হাদিস নং ১১৪১০, সনদটি সহিহ।

২৭৯৯ .ইমাম ইবনে যা'দ, আল-মুসনাদ, ১/৪৩৯পৃ. হাদিস নং ৩০০৪, সনদটি সহিহ।

২৮০০ .ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৮৯পৃ. হাদিস নং ১১৩৬৯, সনদটি সহিহ।

[illegible] সনদটি সহিহ।

Scanned by Cam

-"বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) বলেন, জানাযাতে কোন কিরাত অথবা কোন নির্দিষ্ট দোয়া আছে বলে আমি জানি না।"[২৮০২]

৭. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) মায়্যিতের জানাযাতে কোন কিরাত পড়তেন না।"[২৮০৩]

৯. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا»

-"তাবেয়ী ফাদ্বালাহ ইবনে উবায়দ (রহ.) কে বলা হল জানাযাতে কী কোন কোরআন তেলাওয়াত হবে? তিনি বললেন, না।"[২৮০৪]

১০. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَغُنْدَرٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ»

-"হযরত আবুল মিনহাল (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তাবেয়ী হযরত আবুল আলিয়া (যিনি তৎকালিন সময়ে কাবা ঘরের ইমাম ছিলেন) কে জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে ছিলাম। তিনি বলেন আমরা উত্তমরূপে জানি, যে নামাযে রুকু সেজদা আছে ঐ নামাযে সূরা ফাতেহা আছে।"[২৮০৫]

বুঝতে পারলাম উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ীগণ জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়তে না, আর সহজেই বুঝি যে তাবেয়ীগণ দ্বীন শিখেছেন সাহাবায়ে কেরামদের থেকে।

আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিস্পত্তি :

আহলে হাদিসগণ তাদের সপক্ষে দুই একটি মাওকুফ হাদিস পেশ করে থাকেন।

প্রথম দলিল :

ইমাম তিরমিযি (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়তেন।" (সুনানে তিরমিযি, ২/৩৩৬ পৃ. হা/১০২৬)

সনদ গ্রহণযোগ্যতা:

এই হাদিসটি আহলে হাদিসদের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে জাল। মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'জাল হাদীছের কবলে...' গ্রন্থের ৩৮৫ পৃষ্ঠায় আলবানীর হাওয়ালায় এটিকে সহীহ বলে দাবী করেছেন। মুহসিন সাহেব তার 'তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যা' গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় উক্ত সনদের অন্যতম রাবী 'ইবরাহিম ইবনু উসমান' কে ২০ রাক'আত তারাবীহ এর ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিসে থাকায় মিথ্যুক বলেছেন এবং সে হাদিসকে জাল বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই আমি বলতে চাই আপনার সেই তাহকীকে তো এই হাদিসও জাল বলে বিবেচিত। আর যদি বলেন সহীহ মাওকুফ হাদিস হাদিস শাহেদ রয়েছে, তাহলে আমি বলবো বিশ রাক'আত তারাবীহ এর ইবনে আব্বাসের হাদিসের শাওয়াহেদ হিসেবে ৫টি হাদিস ছিল তাহলে সেটিকে কেন আপনার ইমাম আলবানী ও আপনি সহীহ বলেননি? এই হাদিস সংকলন করে ইমাম তিরমিযি স্বয়ং ফাতওয়া দেন-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ القَوِيِّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ

-"ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিসটি তেমন কোন শক্তিশালী সনদ নয়, এই সনদে ইবরাহি, ইবনু উসমান যাকে আবু শায়বাহ আল-ওয়াসেতী বলা হয় *সে মুনকারুল হাদিস বা আপত্তিকর হাদিস বর্ণনাকারী।*"(সুনানে তিরমিযি, ২/৩৩৬ পৃ. হা/১০২৬)

তাই এই মুনকার হাদিস কখনই দলিল হবার উপযুক্ত নয়।

দ্বিতীয় দলিল : ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

-"হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আউফ (রা.) বলেন, আমি সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনি জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন এটি আমি এজন্যই করলাম যে তোমরা যেন এটাকে সুন্নাত মনে কর।"[২৮০৬]

২৮০২ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৯১পৃ. হাদিস নং.৬৪৩৬, সনদটি সহিহ।

২৮০৩ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৩পৃ. হাদিস নং. ১১৪০৫, মাকতুবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি, প্রথম প্রকাশ. ১৪০৯ হি. সনদটি সহিহ।

২৮০৪ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৪পৃ. হাদিস নং. ১১৪০৭, মাকতুবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি, প্রথম প্রকাশ. ১৪০৯ হি. সনদটি সহিহ।

২৮০৫ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৩পৃ. হাদিস নং. ১১৪০৬, মাকতুবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি, প্রথম প্রকাশ ...

২৮০৬ .ইমাম বুখারী, আস্-সহীহ, ২/৮৯পৃ. হা/১৩৩৫

Scanned by CamSc

সনদ গ্রহণযোগ্যতা: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিসের উপরে আমলের বিষয়ে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। **প্রথমত.** এই হাদিসটি সহীহ বুখারীতে থাকলেও হাদিসটি মতনের দিক থেকে মুযত্বারীব বা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। কেননা হাদিসের মতনে বিশৃঙ্খলা রয়েছে। একই বর্ণনাকারী থেকে একাধিক মতনে বর্ণনা রয়েছে। এই হাদিসটিই সুনানে তিরমিযিতে শেষে রয়েছে-

إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ.

-"নিশ্চয় এটি সুন্নাত অথবা সুন্নাহের পূর্ণতা।"[২৮০৭] দেখুন একই সাহাবীর এক ছাত্র থেকে একাধিক রকম বর্ণনা। এ বিষয়ে আরও আলোচনা সামনে আসছে। **দ্বিতীয়ত.** তালাহার ছাত্র সা'দ একেক স্থানে একেক রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। একেক সময় একেক মতনে এটি বর্ণনা করেছেন। অপর একটি অন্য বর্ণনায় তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) সূরা ফাতেহা জোরে পড়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এমনটি তিনি উল্লেখ করেননি।

দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ ইমাম নাসাঈ (রহ.) সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «سُنَّةٌ وَحَقٌّ»

-"সা'দ ইবনে ইবরাহিম তিনি তার পিতা থেকে তিনি হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আউফ (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনি জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়েছেন, আমরা তা শুনেছি। নামায শেষে আমি তার হাত মোবারক ধরলাম এবং এ বিষয়ে (জানাযাতে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গে) জানতে চাইলাম; অতঃপর তিনি বললেন এটি সুন্নাত ও হক।"[২৮০৮] এ হাদিস থেকে আহলে হাদিস ভাইগণ বলে থাকেন বলে থাকেন যে আলবানী এই হাদিসকে সুনানে নাসাঈ এর তাহকীকে সহীহ বলেছেন তাই এটি সহীহ; আর এ জন্য জানাযাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে।

হাদিস পর্যালোচনা:

এই আপত্তিটির কয়েকটি জবাব রয়েছে।

প্রথমত. এই হাদিসটি মুযত্বারিব, কেননা একই বর্ণনাকারী তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে কয়েক রকম বর্ণনা রয়েছে; যা আমরা সহীহ বুখারী ও সুনানে তিরমিযির বর্ণনা থেকে জানতে পারলাম। তাই বুঝা যায় আর এক বর্ণনার সাথে অন্য বর্ণনার মিল নেই। **দ্বিতীয়ত.** এটির মতনের (سُنَّةٌ وَحَقٌّ) শব্দ দ্বারা সুন্নাত অথবা কাজটি সঠিক বুঝিয়েছেন এর সম্ভবনা রাখে। তাই বরং হাদিসটি মাওকুফই প্রমাণিত হচ্ছে। **তৃতীয়ত.** এই হাদিসটির সনদও সহীহ নয়। কেননা এই সনদে ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর দাদা উস্তাদ 'ইবরাহিম ইবনে সাদ' রাবী হিসেবে দুর্বল। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার বিখ্যাত আসমাউর রিজাল গ্রন্থে লিখেন-

وذكر ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: ذكر عند يحيى بن سعيد: عقيل وإبراهيم بن سعد فجعل كأنه يضعفهما

-"ইমাম ইবনে আদি তার কামিল গ্রন্থে ইমাম আহমাদের ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন আমার পিতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) এর নিকট রাবী আকীল ও ইবরাহিম বিন সা'দ এর নাম উল্লেখ হলে তিনি বলেছিলেন তারা উভয়েই যঈফ।"[২৮০৯] এই ইবারতে অনেকের মতামত পাওয়া গেল যে তিনি দুর্বল। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَسُورَةٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ السُّورَةِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ

-"ইমাম আবু ই'য়ালা (রহ.) তার মুসনাদে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অতিরিক্ত সূরাও সংযোজন রয়েছেন। ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, সূরা উল্লেখ গায়রে মাহফুয তথা হাদিসটি সংরক্ষিত নয়।"[২৮১০] সর্বপরি এই হাদিসটি একই রাবী ইবরাহিম বিন সাদ তিন চার রকমের বর্ণনা করেছেন তার বিভিন্ন ছাত্রের কাছে। এজন্যই বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইরাকী (ওফাত. ৮০৬হি.) লিখেন-

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عارضة الأحوذي ضعفه مَالك

-"ইমাম ইবনে আরাবী (রহ.) আরীদ্বাতুল আহওয়াজী তে বলেন, ইমাম মালেক তাকে দুর্বল রাবী বলেছেন।"[২৮১১] তাই যে কোনভাবেই এই হাদিসে তিনি ভুল করেছেন। যেমন আল্লামা মুগলতাই (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وقال محمد بن سعد: ...... وربما أخطأ في الحديث

-"ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (রহ.) বলেন, তিনি কখনো কখনো হাদিসে ভুল করেন।" (মুগলতাই, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ১/২০৬ পৃ. ক্রমিক. ২১২) ইমাম বুখারী (রহ.) তার একটি হাদিস সংকলন করেন শেষে বলেন- وَهو إِسْنَادٌ لَا يُعْرَفُ. - "এই সনদ সম্পর্কে আমি পরিচিত নই।" (ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ১/৪০০ পৃ. ক্রমিক. ৭৭)

২৮০৭ .সুনানে তিরমিযি, ২/৩৩৭পৃ. হা/১০২৭, পরিচ্ছেদ, জানাযায় কিরাত পড়া প্রসঙ্গ।

২৮০৮ .ইমাম নাসাঈ, আস্-সুনান, ৪/৭৪পৃ. হা/১৯৮৭, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৪/৬৩পৃ. হা/৬৯৫৬

২৮০৯ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/১২২পৃ. ক্রমিক. ২১৬, মিযী, তাহযিবুল কামাল, ২/৯৪পৃ ক্রমিক.১৭৫, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৩৪পৃ. ক্রমিক.৯৭, এবং ৩/৮৯পৃ. ক্রমিক. ৫৭০৬

২৮১০ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবীর, ২/২৭৯পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন, বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৪/৬২পৃ.হা/৬৯৫৪

২৮১১ .ইমাম ইরাকী, যায়লুল মিযানুল ই'তিদাল, ১/১১৫পৃ. ক্রমিক. ৪১৫

Scanned by CamS

চতুর্থত. এই হাদিস তো আপনাদেরও বিরোধী; কেননা এই হাদিসে আছে যে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) জোরে সূরা ফাতেহা পড়েছেন। কিন্তু আপনারা তো আস্তে ফাতেহা পড়েন তাহলে তো আপনারাও এই হাদিস অনুসরণ করেন না।

পঞ্চম আপত্তি. রাসূল (ﷺ) জানাযাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করলে এটি সুপ্রসিদ্ধ হত। কিন্তু দেখুন মশহুর তাবেয়ী তালহা (রহঃ) ফাতেহা পাঠে আশ্চর্যিত হয়েছে এবং তিনি জানতে চেয়েছেন ইবনে আব্বাসের সূরা ফাতেহা পাঠের কারণ।

৬ষ্ঠ আপত্তি. ইবনে আব্বাস ছাড়া আর কোন সাহাবী এ ধরনের হাদিস বর্ণনা করেন নি। খবরে ওয়াহেদ দ্বারা; আবার মুযত্বারিব হাদিস দ্বারা কখনই সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান আরোপ করা যাবে না। শরিয়তে মুযত্বরিব কোন হুজ্জাত নয় যা তারাবীহ নামাযের ১১ রাক'আতের হাদিসের আলোচনায় বিভিন্ন মুহাদ্দিসদের অভিমত তুলে ধরেছি। তবে হানাফী মাযহাবে কেউ যদি দোয়ার নিয়তে জানাযায় সূরা ফাতেহা পাঠ করে তাহলে এটা জায়েয; কিন্তু কিরাতের নিয়তে নয়।

৩. জানাযার নামাযে কোন তাকবীর ছুটে গেলে কী করণীয় :

অন্যান্য নামাযে যেমন কোন রাক'আত ছুটে গেলে ইমাম সালাম ফিরার পর তা সাথে সাথে দাঁড়িয়ে তা আদায় করতে হয়; তেমনিভাবে জানাযার নামাযেও কোন তাকবীর ছুটে গেলে তা ইমাম সালাম ফিরালে (মুক্তাদী) সালাম না ফিরিয়ে নিজে নিজে তাকবীরগুলো বলে তা আদায় করবে। জানাযায় তাকবীর ছুটে গেলে জানাযার নামাযই ফাসেদ হয়ে যাবে। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে আমার লিখিত 'হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান' গ্রন্থ দেখুন আশা করি বিষয়টি আপনাদের বুঝে আসবে।

৪. জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তোলন করবে:

বর্তমানে আহলে হাদিসগণ জানাযার নামাযে প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তোলন করে থাকেন এবং আমরা এরূপ করি না বলে আমাদের নামায বিশুদ্ধ নয় বলে থাকেন। অথচ হাত না উঠানোর বিষয়েও অনেক হাদিসে পাক রয়েছে। আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছালাত' গ্রন্থের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-"জানাযার ছালাত আদায়ের সময় প্রত্যেক তাকবীরেই দুই হাত উত্তোলন করা দলীল সম্মত। একবার হাত উত্তোলন করার হাদীছ যঈফ।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কার ইবাদাত দলীল সম্মত তা পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ

প্রথম হাদিস ঃ ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক মৃতের উপর সালাত আদায় করেন। তখন তিনি (শুধু) প্রথম তাকবীরে তাঁর দুই হাত উঠান এবং ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখেন।"[২৮১২]

সনদ পর্যালোচনা : মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেন-"বর্ণনাটি যঈফ।" তিনি তার এ দাবীর পক্ষে ইমাম তিরমিযির গরীব বলাকে দায়ী করেছেন। হায় আল্লাহ! আমি মুহসিন সাহেব এটাও জানেন না যে গরীব আর সনদ যঈফ যে এক নয়। আমি তাকে বলতে চাই যে আপনি কোথায় থেকে এ উসূলে হাদিসের এই নিয়ম আবিষ্কার করলেন? যাদের কাছে মুহসিন সাহেবের গ্রন্থ রয়েছে তারা দেখুন যে তিনি একটি মুহাদ্দিসের অভিমতও পেশ করতে পারেননি যে, এ সনদটি যঈফ। আর যদি যঈফ হয়েও থাকে তাহলে সনদের কোন রাবীটি যঈফ? ইমাম তিরমিযি অনেক মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিসকেও তিনি গরীব বলেছেন। কারণ, তার কাছে একটি সনদ পৌঁছে ছিল তাই তিনি এ কথা বলেছিলেন। তাই এই সুযোগ সব সময় কাজে লাগানো যাবে না। এ হাদিসটির দ্বিতীয় সূত্র ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) সংকলন করেছেন। তাহলে আর সেটা গরীব থাকে কী করে?? এজন্যই আহলে হাদিসদের ইমাম এবং মুহসিন সাহেবেরও ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী সুনানে তিরমিযির তাহক্বীকে এ হাদিসটিকে 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮১৩] কিন্তু, মুহসিন সাহেবের ইমামের এ তাহকীক তার ভাল লাগেনি। এখনো তার সঠিক বুঝ মিলেনি। মুহসিন সাহেব দাবী করতে পারেন আমার আরেকজন ইমাম শাওকানী সাহেব এ সনদ সম্পর্কে লিখেছেন-

وَفِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"এই সনদে 'ইয়াযিদ বিন সিনান রাহাবী' রয়েছেন হাদিস বিশারদগণের মতে তিনি দুর্বল।"[২৮১৪] আমি বলবো, এখানে তিনি মুহাদ্দিসদেরকে তিনি 'আহলে হাদিস' বলেছেন; কিন্তু আপনারা কেন সাধারণ লোকদেরকেও আহলে হাদিস নাম দেন? ইমাম হাইছামী (রহঃ) তার সম্পর্কে একটি হাদিসের সনদের আলোচনায় লিখেছেন- وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ -"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত রেখেছেন।"[২৮১৫] তাই পাঠকবৃন্দ! আমরা ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাইছামী (রহঃ) এর মত মহান ইমামদের তাহকীককে বাদ দিয়ে শাওকানীর কথা নিয়ে বসে থাকার সময় অপচয়ের ইচ্ছা আমাদের নেই। ইমাম হাইছামী তার কিতাবের আরেক হাদিসে তিনি থাকায় লিখেন-

---

২৮১২ .তিরমিযি, আস্-সুনান, ৩/৩৮০পৃ. হাদিস নং ১০৭৭, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৩৪৮পৃ. সুনানে দারেকুতনী, ২/৪৩৮পৃ. হাদিস নং ১৮৩১, মাহমুদ খলিল, মুসনাদে জামে, ১৭/২৩পৃ. হা/১৩২৪৪, ইমাম মিযযী, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ, ১০/৯পৃ. হা/১৩১১৭

২৮১৩ .আলবানী, সহিহুল সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ১০৭৭, তিনি বলেন, সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের, আহকামুল জানাইয, ১/১১৬পৃ. ।

২৮১৪ .শাওকানী, নায়লুল আওতার, ৪/৭৭পৃ.

২৮১৫ .হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/১৭৭পৃ. হা/৮২৮, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৯/৭৪পৃ.

Scanned by CamS

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ عَنْ أَبِيهِ. فَمُحَمَّدٌ: وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ

-"ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন, ইমাম আবু হাতেম তাকে সত্যবাদী বলেছেন।"[২৮১৬] তিনি এ গ্রন্থের আরেক স্থানে লিখেন- وَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ -"ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু হাতেম তাকে সিকাহ বলেছেন।"[২৮১৭] তিনি আরেক স্থানে লিখেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

-"তার ব্যাপারে কথাবার্তা রয়েছে। তবে তিনি সিকাহ।"[২৮১৮] ইমাম ইবনে আদি (রহ.) জীবনীতে লিখেছেন- صالح -"হাদিস বর্ণনায় তিনি সৎ ছিলেন।"[২৮১৯] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তার জীবনীতে লিখেন- انه كان رجلا صالحا -"নিশ্চয় তিনি সৎ ব্যক্তি ছিলেন।"[২৮২০] তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال البخاري أبو فروة مقارب الحديث -"ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদিস সহীহ এর নিকটবর্তী।"[২৮২১] তিনি তার জীবনীতে আরও উল্লেখ করেন-

وقال النسائي ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات

-"ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি অতিশক্তিশালী রাবী নন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।"[২৮২২] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال مسلمة ثقة وكذا الحاكم وثقة

-"ইমাম মাসলামা বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত যেমনিভাবে ইমাম হাকেম নিশাপুরীও তাকে সিকাহ বলেছেন।"[২৮২৩] তাই প্রমাণিত হল তার হাদিস গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় সূত্রঃ অপরদিকে ইমাম মিয্যী (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.)'র আরেক ছাত্রের মাধ্যমে উক্ত সাহাবী থেকে এ হাদিস সংকলন করেন এই সনদে-

رواه الحسن بن عيسى، عن إسماعيل بن أبان الوراق، عن يحيى بن يعلى، عن يونس بن خبّاب، عن الزهري نحوه

২৮১৬ .হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/১৯৩পৃ. হা/৯০২, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২৭/২১পৃ.ক্রমিক.৫৭০০
২৮১৭ .হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১/২৪৭পৃ. হা/১২৮০
২৮১৮ .হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৭৮পৃ. হা/৪৪১৩
২৮১৯ .ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ৭/৫০৮পৃ.
২৮২০ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৫২৫পৃ. ক্রমিক.৮৬২
২৮২১ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৫২৫পৃ. ক্রমিক.৮৬২
২৮২২ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৫২৫পৃ. ক্রমিক.৮৬২, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৯/৭৪পৃ. ক্রমিক. ১৫২৫৬, যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৫/৪৫৪পৃ., ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ২৭/২১পৃ. ক্রমিক.৫৭০০
২৮২৩ .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৯/৫২৫পৃ. ক্রমিক.৮৬২

-"হাসান বিন ঈসা তিনি ইসমাঈর বিন আবান (রহ.) থেকে তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন ই'য়ালা (রহ.) থেকে তিনি ইউনুছ বিন খাব্বাব থেকে তিনি ইমাম যুহরী (রহ.) হতে তিনি উপরের হাদিসের ন্যায় বর্ণনা করেন।"[২৮২৪] তাই এই সনদে আপনাদের আপত্তিকর রাবী নেই। ইমাম তিরমিযি (রহ.) এ হাদিস সংকলন করে শেষে লিখেছেন-

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ

-"কিছু কিছু আহলে ইলম (ইলমে ফিকহ ও হাদিসে বিজ্ঞগণ) বলেছেন, জানাযাতে শুধু প্রথম তাকবিরেই হাত উত্তোলন করা হবে। এমনটি ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী ও কুফাবাসীর বক্তব্য।"[২৮২৫]

দ্বিতীয় হাদিস ঃ ইমাম দারেকুতনী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (رضي) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানাযার সালাতের প্রথম তাকবীরে দুই হাত উঠাতেন, এরপর পুনরায় আর হাত উঠাতেন না।"[২৮২৬]

আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী এ সনদটি প্রসঙ্গে লিখেছেন-

وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (٤/ ٤٤)

-"ইমাম তুরকামানী (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করে নিরব ছিলেন।"[২৮২৭] নিরবতা দ্বারা সনদটি আপত্তিকর নয় সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আলবানী এ সনদটি প্রসঙ্গে লিখেছেন-

أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول

-"ইমাম দারাকুতনী (রহ.) তার সুনানে এটি সংকলন করেছেন; আর সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ শুধু ফদ্বল ইবনে সাকীন' ছাড়া। নিশ্চয় সে মাজহুল বা অজ্ঞাত পরিচায়ক রাবী।"[২৮২৮] আমি বলি সে মাজহুল নয়। কেননা ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেছেন-

وضعفه الدارقطني.

-"ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল।"[২৮২৯] তাই বুঝা যায় সে পরিচিত বলেই কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির বলেছেন। অন্যান্য আসমাউর রিজালে দেখতে পাই যে দারাকুতনী (রহ.) ছাড়া আর কেহ তাকে দুর্বল বলেননি। তাই একক অভিমতের উপরে নির্ভর করে কখনই দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না। উপরের

২৮২৪ . ইমাম ইমাম মিয্যী, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ, ১০/৯পৃ. হা/১৩১১৭
২৮২৫ .তিরমিযি, আস্-সুনান, ৩/৩৮০পৃ. হাদিস নং. ১০৭৭, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৩৪৮পৃ. আযিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, ৮/৩৬০পৃ.
২৮২৬ .সুনানে দারাকুতনী, ২/৪৩৮পৃ. হাদিস/১৮৩২
২৮২৭ .আলবানী, আহকামুল জানাইয, ১১৬পৃ. মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৬হি.
২৮২৮ .আলবানী, আহকামুল জানাইয, ১১৬পৃ. মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৬হি.
২৮২৯ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৩৫২পৃ. ক্রমিক.৬৭২৫, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৬/৩৪০পৃ.

Scanned by CamSca

মারফূ সহীহ বা হাসান হাদিসটি এটির সাক্ষ্য দেওয়ায় আমরা এটিকেও সহীহ বিশ্-শাহেদ বলতে পারি। শুধু তাই নয় এটির আরেকটি শাহেদ সনদ রয়েছে।

এ বিষয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ হাদিস :

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا

-"তিনি মা'মার (রহ.) থেকে তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথীরা (ছাত্ররা) জানিয়েছেন, তিনি জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তোলন করতেন, এছাড়া পুনরায় আর হাত উত্তোলন করতেন না এবং জানাযা চার তাকবীরে আদায় করতেন।"[২৮৩০] এই সনদটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও সহীহ। ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) এ হাদিসটি সংকলন করে আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

-"তিনি হযরত মা'মার (রহ.) থেকে তিনি বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে (তাবেয়ীরা বলেছেন) যে সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) অনুরূপ (শুধু প্রথম তাকবীরেই হাত উঠাতেন) আমল করতেন।"[২৮৩১] এই সনদটিও খুবই সংক্ষিপ্ত ও সহীহ।

তাবেয়ীদের আমল

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ

-"তিনি সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) থেকে তিনি হাসান বিন উবায়দুল্লাহ্ থেকে তিনি বলেন, তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তোলন করতেন, এছাড়া পুনরায় আর হাত উত্তোলন করতেন না।"[২৮৩২] ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.)ও অনুরূপ হাদিস সংকলন করেন।[২৮৩৩] ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) আরও সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ

[২৮৩০] .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৭০পৃ. হা/৬৩৬২
[২৮৩১] .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৭০পৃ. হা/৬৩৬৩
[২৮৩২] .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৭০পৃ. হা/৬৩৬১
[২৮৩৩] .ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯১পৃ. হা/১১৩৮৬

-"তিনি ওয়াকী থেকে তিনি সুফিয়ান সাওড়ী থেকে তিনি বলেন, বিখ্যাত ফকিহ্ হযরত হাসান ইবনে উবায়দুল্লাহ (রহ.) কেবল প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তোলন করতেন, এছাড়া পুনরায় আর হাত উত্তোলন করতেন না।"[২৮৩৪] ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) আরও সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَانَ سُوَيْدُ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ

-"আমাকে আবু উসামা তিনি আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ তিনি রিফ'আত ইবনে মুসলিম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ...বিখ্যাত তাবেয়ী সুয়াইদ গাফলাহ (রহ.) তিনি কেবল প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তোলন করতেন, এছাড়া পুনরায় আর হাত উত্তোলন করতেন না।"[২৮৩৫] সুয়াইদ কতবড় তাবেয়ী এই সম্পর্কে তারাবীহ নামাযের আলোচনায় উল্লেখ করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

সর্বশেষ বক্তব্য : জানাযায় প্রথম তাকবীরেই শুধু মাত্র হাত উঠাবে এ ইজমা হয়ে গেছে। ইমাম নববী (রহ.)-

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابَيْهِ الْأَشْرَافِ وَالْإِجْمَاعِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ

-"ইমাম ইবনে মুনযির (রহ.) তার (الْأَشْرَافِ وَالْإِجْمَاعِ) গ্রন্থে বলেন, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামগণের ইজমা সংঘঠিত হয়েছে যে জানাযাতে শুধু প্রথম তাকবীরে হাত উত্তোলন হবে।"[২৮৩৬] আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী স্বয়ং এই বক্তব্যটি তার গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং কোন মন্তব্য করেননি।[২৮৩৭] তাই ইজমাকে অস্বীকার করা কুফুরী। আহলে হাদিস আলবানী লিখেছেন-

وأما رفع الأيدي، فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة

-"এ বিষয়ে রাসূল (সা.) হতে কোন হাদিস বর্ণিত হয়নি যে প্রথম তাকবীর ছাড়া সব তাকবীরে হাত তুলতে হবে।"[২৮৩৮] এ কথাটি মুহসিন সাহেবও অকপটে স্বীকার করেছেন তার গ্রন্থের ৩৭৯ পৃষ্ঠায়।

মুহসিন সাহেবের দলীল : মুহসিন সাহেব জানাযায় প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তোলন করার প্রমাণ দিতে না পেরে একটি সাহাবীর কর্ম উপস্থাপন করেছেন। ইমাম বায়হাকী সংকলন করেন-

[২৮৩৪] .ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯১পৃ. হা/১১৩৮৭
[২৮৩৫] .ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯২পৃ. হা/১১৩৯০
[২৮৩৬] .ইমাম নববী, মাজমূ, ৫/২৩২পৃ.
[২৮৩৭] .আলবানী, আহকামুল জানাইয, ১১৬পৃ. মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৬হি. ... আহাদিসদ-দ্বঈফাহ, ৩/১৫১পৃ. হা/১০৪৫

Scanned by CamSc

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ

-"তাবেয়ী না'ফে (رحمه الله) বলেন, সাহাবী ইবনে উমর (رضي الله عنه) জানাযায় প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উত্তোলন করতেন।"[২৮৩৯]

সনদ গ্রহণযোগ্যতা : মুহসিন সাহেব তার ৩৭৯ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি জোর করে আলবানীর অভিমত দিয়ে সহীহ প্রমাণের অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো, আলবানী কিন্তু তার মূল গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলেননি। এটি তার গ্রন্থের টিকায় তার গ্রন্থের টীকাকার লিখেছেন।[২৮৪০] তাই এটি তার নামে চালিয়ে দেওয়া আরেকটি জালিয়াতীর লক্ষণ। বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নববী (رحمه الله) এ হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন।[২৮৪১] তাই আমি বলবো আলবানীর গ্রন্থের টিকা কী মুহসিন সাহেবের কাছে ইমাম নববী থেকে বড় হয়ে গেল? উক্ত হাদিসের অন্যতম রাবী সম্পর্কে স্বয়ং আলবানী তার বিখ্যাত এক কিতাবে লিখেন-

وفيه أحمد بن نجدة القرشي؛ ولم أعرفه.

-"এই সনদে 'আহমাদ ইবনু নাজদাহ কুরশী' রয়েছেন, আর তাকে আমি চিনি না।"[২৮৪২] তাহলে আলবানীর দৃষ্টিতে এই হাদিস কিভাবে সহীহ হয়? তাই আমরা বলি আমাদের অনেক মারফু হাদিসের মোকাবেলায় যঈফ এই মাওকুফ হাদিস কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বুখারী শরীফের ১৩২২ নং হাদিসের ধোঁয়াই দিয়েছেন সেখানে নাকি ইমাম বুখারী এ হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আমি বলবো কোথায় সে ইঙ্গিত? তাহলে আপনি উল্লেখ করলেন না কেন? তাই যঈফ হাদিস ছেড়ে সহীহ হাদিসের দিকে আসুন। লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো যে হযরত ইবনে উমর (رضي الله عنه) জানাযায় সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন না; যা ছিল মাওকুফ হাদিস, কিন্তু মাওকুফ হাদিস বলে মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'জাল হাদীছের কবলে..." গ্রন্থের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় হেয় করে তিনি লিখেছিলেন যে-"বাজারে প্রচলিত আছে"। এখন আমিও যদি আমাদের উপরে উল্লেখিত মারফু হাদিসের মোকাবেলায় মাওকুফ যঈফ হাদিসটি বাজারে প্রচলিত, আসলে গ্রহণযোগ্য নয়? আমরা বিশ্বাস করি যে কোন সাহাবী মনগড়া আমল করেন না; রাসূল (ﷺ) এর শিক্ষার বিপরীতে। এখন বলতে পারেন তাহলে এটির উপরে আমল করছেন না কেন? এজন্যই যে এটির সনদ সহীহ নয় এবং অনেক মারফু হাদিসের মুখালেফ।

২৮৩৯ .বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৪/৭২পৃ. হা/৬৯৯৩, ও আস্-সুনানিল সগীর, ২/২০পৃ.হা/১০৭৬
২৮৪০ .আলবানী, আহকামুল জানাইয, ১১৭পৃ. মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৬হি.
২৮৪১ .ইমাম নববী, খুলাসাতুল আহকাম, ২/৯৮৩পৃ. হা/৩৫১১, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৮হি.

বিষয় নং ৫: মসজিদে জানাযার নামায পড়া প্রসঙ্গ :

বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক কোন প্রয়োজন ওযর ব্যতীত সাধারণ মসজিদে জানাযার নামায পড়া জায়েয নেই, বরং মাকরুহ। কিন্তু, এটি আধুনিক যুগের জন্য আমাদের নিকট সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ওযর ছাড়াই সকল জানাযার নামায মসজিদে পড়া হয়। অনেকে নিজেকে হানাফী দাবী করেও এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের রায় মানতে রাজী নয়।

শুধু তাই নয় ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) আরও লিখেন-

قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ.

-"ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (رحمه الله) বলেন, মসজিদে জানাযার নামায পড়বে না।"[২৮৪৩] তাহলে চার মাযহাবের তিন ইমামের বক্তব্য মসজিদে জানাযা হবে না।

প্রিয় নবী (ﷺ) একবার ওযরের কারণে সুহাইল ইবনে বয়জা (رضي الله عنه) এর জানাযা মসজিদে পড়েছিলেন এবং হযরত উমর (رضي الله عنه)-এর জানাযার নামায ওযরের কারণে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোন কারণ ব্যতীত মসজিদে জানাযার নামায পড়াকে সাহাবায়ে কেরাম অপছন্দ করতেন। যেমন একটি সহীহ হাদিস দেখুন যেটি মুহসিন সাহেবও তার গ্রন্থের ৩৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَتْ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا

-"হযরত আবি সালামাহ ইবনে আব্দুর রাহমান (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সা'দ ইবনে আবি আক্কাস (رضي الله عنه) ইন্তেকাল করেন, মা আয়েশা (رضي الله عنها) বললেন, তোমার তাকে মসজিদে প্রবেশ করাও যাতে করে আমিও নামাযে শরীক হতে পারি। কিন্তু সাহাবীরা ইহাকে ইনকার বা সমালোচনা করলেন......।"[২৮৪৪] এই সহীহ হাদিস থেকে জানা গেল, মা আয়েশা (رضي الله عنها) মসজিদে জানাযা পড়ার কথা বলার পরেও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (فَأُنْكِرَ ذَلِكَ) ইহা ইনকার বা অপছন্দ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী (رحمه الله) লিখেছেন-

وَأَنْكَرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ النَّاسُ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ.

-"লোকেরা ইহা ইনকার বা অপছন্দ করলেন। অর্থাৎ যারা ইনকার করেছেন তারা হলেন, রাসূল (ﷺ)-এর সম্মানিত সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ।"[২৮৪৪] কিন্তু মুহসিন সাহেব হাদিসের এ গুরুত্বপূর্ণ কথাটি তিনি উড়িয়ে গেছেন। তাই আমরা বলবো, সাহাবায়ে

২৮৪৩ .ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনানে তিরমিযি, ২/৩৪৩পৃ. হা/১০৩৩
২৮৪৪ .সহীহ মুসলিম, ২/৬৬৯পৃ. হাদিস/৯৭৩, বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৪/৮৫পৃ. হা/৭০৩৬, বাগাভী, শরহে সুন্নাহ, হা/
তাহাবী, শরহে মা'নীল আছার, হা/, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/, ... ১/৪৯২পৃ.হা/২৮২৪

Scanned by CamSc

কেরাম ইনকারই মাকরুহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখায় লিখেছেন-

وَقَالُوا: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

-"এই হাদিসের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ফকিহগণ বলেছেন মসজিদের জানাযার নামায পড়া যাবে না।"[২৮৪৬] ইমাম আন্দুলসী (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

وَقَوْلُهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا يُرِيدُ أَنْكَرُوا عَلَيْهَا إِدْخَالَ الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْجِنَازَةُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ

-"মসজিদের মধ্যে মায়্যিতকে প্রবেশ করানোকে সাহাবীগণ ইনকার করলেন এ কারনেই ইমাম মালেক বলেছেন, বাহিরে খাটিয়া রাখা ছাড়া মসজিদের মধ্যে জানাযা পড়া যাবে না।" (মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা, ২/১৮পৃ.)

এ বিষয়ে আমাদের দলীল:

ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে মাযাহ হাদিস সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

-"ইমাম ইবনে মাযাহ আলী বিন মুহাম্মদ (রহ.) থেকে তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি ইবনে আবি যিইব থেকে তিনি ছালেহ মাওলা তাওআমাহ থেকে তিনি সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) থেকে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করবে, তাদের জন্য কোন কিছুই অর্থাৎ সাওয়াব নেই।"[২৮৪৭]

ইমাম আলী বিন যা'দ (রহ.) [ওফাত.২৩০হি.] হাদিসটি এ শব্দে সংকলন করেন-

حَدَّثَنِي بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ

২৮৪৬ .ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/১১৯৮পৃ. হা/১৬৫৬

২৮৪৭ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৪পৃ. হা/১১৯৭২, ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৫২৬পৃ. হা/৬৫৭৯, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৫/৪৫৪পৃ. হা/৯৭৩০, ও ১৫/৫৩৫পৃ. হা/৯৮৬৫, ১৬/৩৩১পৃ. হা/১০৫৬১, সুনানে আবি দাউদ, ৩/২০৭পৃ. হা/৩১৯১, ইমাম আবু দাউদ তায়ালসী, আল-মুসনাদ, ৪/৭২পৃ. হা/২৪২৯, বায়হাকী, আস্-সুনানুল সগীর, ২/২৫পৃ. হা/১০৯৯, ও আস-সুনানিল কোবরা, ৪/৮৬পৃ. হা/৭০৪০, এবং মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৫/৩১৮পৃ. হা/৭৬৮৩, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৪৮৬পৃ. হা/১৫১৭, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৯৩পৃ., ইমাম ইবনে যা'দ, আল-মুসনাদ, ১/৪০৪পৃ. হা/২৭৫১, ইবনে আছির, জামিউল উসূল, হা/৪৩৩৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করবে, তার জন্য কোন আজর বা নেক নেই।"[২৮৪৮]

সনদ পর্যালোচনা : এ সনদটি 'হাসান লিজাতিহী' পর্যায়ের। ইমাম নিমভী (রহ.) সনদটিকে 'হাসান' বলেছেন।[২৮৪৯] আল্লামা তুরকামানী (রহ.) সনদটিকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করেছেন এবং এ রাবীর সিকাহ হওয়াও আলোকপাত করেছেন।[২৮৫০] ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) লিখেন- وَقَالَ الْخَطِيبُ: الْمَحْفُوظُ -'ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) লিখেন, সনদটি মাহফুজ বা সংরক্ষিত।"[২৮৫১] ইমাম সান'আনী (রহ.) লিখেন-

سكت عليه المصنف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح

-"ইমাম সুয়ূতী (রহ.) জামেউস সগীরে এ হাদিসের সমাধানে তিনি নিরব ছিলেন। ইমাম ইবনে জাওযী বলেন, সনদটি সহীহ পর্যায়ের নয়।"[২৮৫২] আল্লামা আনোওয়ার শাহ কাশ্মীরী লিখেন- قلتُ: وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ -"অতঃপর আমি বলি, সনদটি 'হাসান'।"[২৮৫৩] বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল বার্ (রহ.) লিখেন- هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ -"এই হাদিসটি সহীহ।"[২৮৫৪] আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানী এ সনদটিকে সুনানে ইবনে মাযাহ এর তাহকীকে সনদটি 'হাসান' বলেছেন।[২৮৫৫] কিন্তু মুহসিন সাহেবের ইমামের তাহকীক তার পছন্দ হয়নি। তিনি তার গ্রন্থের ৩৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন সনদটি যঈফ। তার কারণ সনদটিতে 'ছালেহ মাওলা তাওআমাহ' রয়েছেন। আমি বলবো, তার হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের। তার শেষ বয়সের হাদিস নিয়ে মুহাদ্দিস যঈফ বলেছেন। কেননা ইমাম বায়হাকী (রহ.) লিখেছেন-

أَنَّ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْأَمَةِ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ

-"তাওআমাহ শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।"[২৮৫৬] অন্ধ হওয়ার পূর্বে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন। সে হাদিস গ্রহণ করতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। ইমাম বায়হাকী (রহ.) আরও লিখেছিলেন-

قَالَ أَحْمَدُ: فَمَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ

২৮৪৮ . ইমাম ইবনে যা'দ, আল-মুসনাদ, ১/৪০৪পৃ. হা/২৭২১

২৮৪৯ .নিমভী, আছারুস-সুনান,

২৮৫০ .তুরকামানী, জাওয়াহিরুন-নকী, ৪/৫২পৃ.

২৮৫১ .ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৮/১১৮পৃ.

২৮৫২ .সান'আনী, তানভীর শরহে জামেউস-সগীর, ১০/২৯৪পৃ. হা/৮৭৯৮

২৮৫৩ .আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফয়যুল বারী শরহে সহিহুল বুখারী, ৩/৪৯পৃ.

২৮৫৪.ইমাম ইবনুল বার, তামহিদ, ২১/২২২পৃ.

২৮৫৫ .আলবানী, সহিহুল সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/১৫১৭

... ওয়াল আছার, ৫/৩১৮পৃ. হা/৭৬৮৩

Scanned by CamSca

-"ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) আহলে ইলমদের নিকট এই হাদিস মশহুর পর্যায়ের।"[২৮৫৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন-

روى عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث

-"তার থেকে মদিনার অনেক আকবীরগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাই তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি।"[২৮৫৮] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال أحمد ابن سعيد بن أبي مريم سمعت ابن معين يقول صالح مولى التوأمة ثقة حجة

-"ইবনে আবি মারিয়ম (রহ.) বলেন, আমি ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) কে বলতে শুনেছি, ছালেহ মাওলা সিকাহ বা বিশ্বস্ত, তার হাদিস হুজ্জাত।"[২৮৫৯] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে কোন রাবীর গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে 'হুজ্জাত' শব্দটি হল উচ্চ পর্যায়ের শব্দ। আর ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) কে আসমাউর রিজালের জনক বলা হয়। ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) আরও উল্লেখ করেন- وقال ابن عدي لا بأس - "ইমাম ইবনে আদি (রহ.) বলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৮৬০] তিনি আরও উল্লেখ করেন- وقال العجلي تابعي ثقة -"ইমাম ইজলী বলেন, তিনি একজন বিশ্বস্ত তাবেয়ী ছিলেন।"[২৮৬১] ইমাম মিয্যী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَال عباس الدوري، وعثمان بْن سَعِيد الدارمي عَن يحيى بْن مَعِين: ثقة.

-"ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[২৮৬২]

ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন- وقال ابن المديني: ثقة -"ইমাম ইবনে মাদনী বলেন, তিনি সিকাহ।"[২৮৬৩] ইমাম ইজলী (রহ.) (ওফাত.২৬১হি.) লিখেন- مدني ثقة -"তিনি বিশ্বস্ত মদিনার মুহাদ্দিস ছিলেন।"[২৮৬৪] ইমাম যাহাবী (রহ.) তার বিষয়ে চূড়ান্ত লিখেন-

تَابِعِيّ صَدُوق لكنه عمر وَاخْتَلَط وَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَقَالَ ابو احْمد صَالح الحَدِيث

২৮৫৭. ইমাম বায়হাকী, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৫/৩১৮পৃ. হা/৭৬৮৪
২৮৫৮. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৪০৫পৃ. ক্রমিক. ৭০১, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৩/১০২পৃ. ক্রমিক.২৮৪২
২৮৫৯. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৪০৫পৃ. ক্রমিক. ৭০১, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৩/১০২পৃ. ক্রমিক.২৮৪২
২৮৬০. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৪০৫পৃ. ক্রমিক. ৭০১, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৩/১০২পৃ. ক্রমিক.২৮৪২, ইমাম আদি, আল-কামিল, ৫/৮৩পৃ.ক্রমিক.৯১০
২৮৬১. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৪/৪০৫পৃ. ক্রমিক. ৭০১, ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৩/১০২পৃ. ক্রমিক.২৮৪২
২৮৬২. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৩/১০২পৃ. ক্রমিক.২৮৪২, ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩০৩পৃ.
২৮৬৩. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৩০৩পৃ.
২৮৬৪. ইমাম ইজলী, মা'রিফাতুল সিকাত, ১/৪৬৬পৃ. ক্রমিক. ৭৫৫

-"তিনি তাবেয়ী ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন, শেষ বয়সে অন্ধ হওয়ায় তার হাদিসে মিশ্রন হয়। ইমাম ইবনে মাঈন তাকে সিকাহ; আর ইমাম আবু আহমাদ তাকে হাদিস বর্ণনায় সৎ বলেছেন।"[২৮৬৫] ইমাম মুগালতাই (রহ.) উল্লেখ করেন-

وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات.

-"ইমাম ইবনে শাহীন ও ইবনে খালফান (রহ.) তাকে তাদের সিকাহ রাবীর তালিকায় রেখেছেন।"[২৮৬৬] বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদিস সমালোচক ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী (রহ.) একটি হাদিসের সনদে এই রাবী থাকায় তিনি লিখেন- وَوَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ.- "এক জামাত ইমামগণ তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন।"[২৮৬৭] তাই সর্বশেষ এই রাবীর বিষয়ে আমরা বলবো, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদিস সমালোচক ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেছেন যে তার হাদিস হুজ্জাত সেটুকুই যথেষ্ট।

ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখায় লিখেন-

قد نسخ حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا

-"এই হাদিস থেকে বুঝা গেল আয়েশা (রা.) এর হাদিস মানসুখ হয়ে গেছে।"[২৮৬৮]

ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখায় লিখেন-

وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة إخْبَار عَن نهي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي قد تقدمته الْإِبَاحَة، فَصَارَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَاسِخا، وَيُؤَيِّدهُ إِنْكَار الصَّحَابَة على عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদিস দ্বারা এ কথা সংবাদ দেয় যে রাসূল (ﷺ) তা (মসজিদে জানাযা) মুবাহ করার পর পরবর্তীতে তা নিষেধ করেছেন। সুতরাং আবু হুরায়রা (রা.) হাদিসটি নাসিখ বা রহিতকারী হল। আয়েশা (রা.) এর নিকট সাহাবায়ে কেরামগণের ইনকারটা তাকে আরও শক্তিশালী করে।"[২৮৬৯]

আমাদের শক্তিশালী দলীল :

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে বাদশা নাজ্জাশীর জানাযার নামায পড়ার জন্য রাসূল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ মসজিদ হতে বের হয়ে এসেছিলেন। আর যদি মসজিদে জানাযা পড়া কোন অসুবিধাই না থাকতো রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীরা কেন মসজিদ হতে বের হয়ে কাতার বদ্ধ হলেন জানাযার জন্য? যেমন হাদিসের ভাষ্য দেখুন-

২৮৬৫. ইমাম যাহাবী, আল-মুগনী ফি দ্বয়াফাহ, ১/৩০৫পৃ. ক্রমিক.২৮৪৭
২৮৬৬. মুগালাতী, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৬/৩৪৬পৃ. ক্রমিক. ২৪৭৫
২৮৬৭. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ২/২২১পৃ. হা/৩৩৩০
২৮৬৮. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৮/১১৮পৃ.

Scanned by CamSc

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

-"আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেই দিন বাদশা নাজ্জাশী ওফাত বরণ করেন সেই দিন রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে তার মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেন। মুসল্লীগণ (মসজিদ হতে) বের হলেন অতঃপর কাতারবদ্ধ হলেন এবং চারটি তাকবীর দিয়ে জানাযার নামায পড়লেন।"২৮৭০

ইমাম সান'আনী (رحمه الله) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

-"এই হাদিস থেকেই দলীল গ্রহণ করেন (হানাফীগণ) যে, মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরুহ।"২৮৭১ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) লিখেন-

فِي الْهِدَايَةِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

-"হেদায়া গ্রন্থে রয়েছে মাইয়্যেতের জানাযার নামায মসজিদে পড়া হবে না।"২৮৭২

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল বার (رحمه الله) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

كَرَاهِيَةَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ قَالَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ

-"মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরুহ। নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বাদশা নাজ্জাসীর ওফাতের খবর পরিবেশন করলেন এবং মুসল্লিরা মসজিদ থেকে বের হয়ে কাতারবদ্ধ হলেন এবং চার তাকবীরের সাথে তা আদায় করলেন। তাই তিনি মসজিদে জানাযার নামায পড়েননি।"২৮৭৩ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আনোওয়ার শাহ কাশ্মীরী লিখেন-

فهذا دليلٌ قويٌّ على أن صلاةَ الجنازةِ ينبغي أن تكون خارجَ المسجد، حتى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم لما بلغه نَعْيُ النَّجاشيِّ خرَجَ إلى خارجِ المسجد ولم يصلِّ فيه

-"এই হাদিসটিই শক্তিশালী দলিল এই বিষয়ের যে জানাযার নামায মসজিদের বাহিরে হবে।......উপরের ন্যায়।"২৮৭৪ অথচ আজ দেওবন্দীরাই বেশির ভাগ সময়ে জানাযার

২৮৭০ .ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/৮৯পৃ. হা/১৩৩৩, ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা, ২/৩১৭পৃ. হা/৭৭১ (আজমী সম্পাদিত), সুনানে আবি দাউদ, হা/৩২০৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩০৬৮, মুসনাদে শাফেয়ী, ১/২১৬পৃ. বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৩৩৯পৃ. হা/১৪৮৯, মুসনাদে বায্যার, ১৪/১৬৮পৃ. হা/৭৭০৯, বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৪/৫৬পৃ. হা/৬৯৩১

২৮৭১ .সান'আনী, সবলুস সালাম, ১/৪৮৩পৃ.

২৮৭২ .মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/১১৯৫পৃ. হা/১৬৫২

২৮৭৩ .ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তিযকার, ৩/৪৭পৃ.

নামায মসজিদে পড়ে থাকেন; তাই তাদেরকে তাদের শাইখুল হাদিস থেকে শিক্ষা নেয়ার অনুরোধ রইল। এ বিষয়ে ইমাম তাহতাবী (رحمه الله) লিখেন-

وعندنا إن كانت الجنازة خارج المسجد

-"আমাদের নিকট ফাতওয়া হল, জানাযার নামায মসজিদের বাহিরে হবে।"২৮৭৫ ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) লিখেন-

قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ.

-"ইমাম রাবীঈ (رحمه الله) বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) কে বললাম আমরা মসজিদে জানাযার নামায পড়াকে অপছন্দ করি।"২৮৭৬

বিষয় নং. ৬: গায়েবানা জানাযার নামায পড়ার হুকুম

বর্তমানের কিছু ধর্ম ব্যবসায়িকগণ গায়েবানা জানাযা চালু করে দিয়েছেন। তাদের নিজের স্বার্থ হাছিলের জন্য গায়েবানা জানাযার পন্থা আবিষ্কার করে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবসহ সিংহভাগ ইমামদের মাযহাব হলো গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই। কারণ জানাযার নামায পড়ার জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে লাশ ইমামের কাছে দৃশ্যমান বা উপস্থিত থাকা। ইমাম বাগভী (رحمه الله) লিখেন-

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ لَا تَجُوزُ

-"এটিই অধিকাংশ আহলে ইলমের বক্তব্য। তারা এ মত পোষণ করেছেন যে, গায়েবানা জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়।"২৮৭৭ ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) বাদশা নাজ্জাশীর হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا ; لِأَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ وَخُصُوصِيَّتُهُ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

-"ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) এই মত পোষণ করেছেন যে গায়েবানা জানাযা বৈধ। ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) এর নিকট এটি বৈধ নয়; কেননা রাসূল (ﷺ) এর সামনে বাদশা নাজ্জাশীর লাশকে হাযির করে দেওয়ার সম্ভবনা আছে। মহান রব তার লাশকে উনার সামনে হাযির করতে ক্ষমতাবান। এটি (গায়েবানা জানাযা পড়া) রাসূল (ﷺ) এর খাছ বৈশিষ্ট।"২৮৭৮ এই ইবারতে আমরা রাসূল (ﷺ) বাদশা নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযার পড়ার কারণ জানতে পারলাম।

ইমাম সান'আনী (رحمه الله) লিখেন-

২৮৭৫ .ইমাম তাহতাবী, হাশীয়াতে তাহতাবী, ১/৫৯৬পৃ.

২৮৭৬ .ইমাম বায়হাকী, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৫/৩১৬পৃ. হা/৭৬৭৭

২৮৭৭ .ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৩৪১পৃ. হা/১৪৯০

২৮৭৮ .মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/১১৯৫-৯৬পৃ. হা/১৬৫২

Scanned by CamSca

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ خِلَافُهُ.

-"ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, পূর্ববর্তীদের মধ্যে এ মতের বিপরীতে (গায়েবানা জায়েয নেই) কারও মত আছে কিনা এ বিষয়ে কোন সংবাদ আমাদের নিকট আসে নি।"[২৮৭৯]

ইমাম সারাখসী (রহ.) লিখেন-

قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ غَائِبٍ.

-"উলামায়ে কেরাম বলেন, গায়েবানা জানাযা পড়া বৈধ নয়।"[২৮৮০]

কতিপয় হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যাঃ

প্রথম হাদিসের ব্যাখ্যাঃ কতিপয় বাতিলপন্থীগণ বাদশা নাজ্জাশীর ঘটনাটিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে মনগড়া ব্যাখ্যা করেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن سلم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يديه

-"হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন তোমাদের ভাই নাজ্জাশী ইন্তেকাল করেছেন। তোমরা দাঁড়াও ও তার জন্য সালাত আদায় কর। অতঃপর রাসূল (ﷺ) দাঁড়ালেন, লোকেরা কাতারবদ্ধ হলেন। রাসূল (ﷺ) চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করলেন। তাদের (সাহাবীদের) ধারনা ছিল নাজ্জাশীর লাশ রাসূল (ﷺ) তার সামনে ছিল।"[২৮৮১] সহীহ ইবনে হিব্বানের অন্যতম তাহকীককারী শায়খ শুয়াইব আরনাউত এই হাদিসটির সনদকে সহীহ বলেছেন।[২৮৮২] এই হাদিসে দেখুন সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন যে-

وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يديه

-"তাদের (সাহাবীদের) ধারনা ছিল নাজ্জাশীর লাশ রাসূল (ﷺ) তার সামনে ছিল।" তাই বুঝি রাসূল (ﷺ) বাদশা নাজ্জাশীর জানাযার নামায পড়া এটি তার খাছ বৈশিষ্ট; যা অন্য কারও জন্য বৈধ নয়। ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহ.) অন্য শব্দের হাদিসও উল্লেখ করেছেন; আর সেখানে রয়েছে যে-

২৮৭৯. সান'আনী, সবলুস সালাম, ১/৪৮২পৃ.
২৮৮০. ইমাম সারাখসী, মাবসুত, ২/৬৭ পৃ.
২৮৮১. ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৭/৩৬৯ পৃ. হা/৩১০২, ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ২/১১৭ পৃ.
২৮৮২. শায়খ শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) সহীহ ইবনে হিব্বান, ৭/৩৬৯ পৃ. হা/৩১০২, মুয়াসসাসাতুর

لِأَنَّهُ رَفَعَ سَرِيرَهُ لَهُ حَتَّى رَآهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

-"নিশ্চয় তার লাশের খাটিয়া প্রিয় নবী (ﷺ) এর সামনে তুলে ধরা হয়েছিল।"[২৮৮৩] তাই সুস্পষ্ট বুঝা যায় বাদশা নাজ্জাশীর লাশ রাসূল (ﷺ) এর সামনেই ছিল; আর তাই এটি নবীজীর খাছ বৈশিষ্ট যা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)ও বলেছেন বলে ইতোপূর্বে আমরা দেখে এসেছি।

দ্বিতীয় হাদিসের ব্যাখ্যাঃ

কেউ কেউ সাহাবী মুয়াবীয়া ইবনে মুয়াবীয়া মাজানী (রা.) এর জানাযার দৃষ্টান্ত দেন যে হযরত জিবরাঈল (আ.) তার মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে রাসূল (ﷺ) কে বললেন- أَتُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟، قَالَ: «نَعَمْ» -"আপনি পছন্দ করেন তার জানাযা পড়তে? তিনি বললেন, হ্যাঁ,। এরপর রাসূল (ﷺ) এর জন্য জমীনকে ছোট করে দিলেন। তারপর-

فَرَفَعَ لَهُ سَرِيرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

-"অতঃপর তার লাশের খাটিয়া রাসূল (ﷺ) এর সামনে তুলে ধরা হল।" রাসূল (ﷺ) তার জানাযার নামায পড়লেন।"[২৮৮৪] তাই আমাদের কিছু ভাই এই হাদিস দ্বারা গায়েবানা জানাযাকে জায়েয বলে মনে করে থাকেন।

সঠিক ব্যাখ্যাঃ প্রথমত. এই হাদিসেই সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে রাসূল (ﷺ) এর জন্য (লাশ যেখানেই থাকুক না কেন) খাটিয়া তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু আমার আপনার বেলায় তো সে বৈশিষ্ট নয়; তাহলে আপনি কোন সাহসে রাসূল (ﷺ) এর খাছ বৈশিষ্ট নিজের বেলায় খাটানোর সেই স্পর্ধা দেখাবেন?

দ্বিতীয়ত. এই হাদিসটির সনদটি জাল বলেই অনুমেয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাইছামী (রহ.) লিখেন-

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِ أَبِي يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَحْبُوبُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ، وَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.

-"ইমাম আবু ই'য়ালা ও ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল কাবীরে এটি সংকলন করেছেন। ইমাম আবু ই'য়ালার সনদে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম নামক একজন রাবী রয়েছেন সে অত্যন্ত যঈফ। আর তাবরানীর সনদে মাহবুব ইবনে হেলাল নামক একজন রাবী রয়েছেন তার পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তাই এই হাদিসটি মুনকার বা বাতিল।"[২৮৮৫] তাই এই হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা করাও অনর্থক।

২৮৮৩. ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ২/১১৭ পৃ.
২৮৮৪. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৯/৪২৮ পৃ. হা/১০৪০, ইমাম আবু ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, ৭/২৫৮ পৃ. হা/৪২৬৮, ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুল নবুয়ত, ৫/২৪৬ পৃ., ইমাম যায়লায়ী, নাসবুর রায়াহ, ২/২৮৪ পৃ., মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১/৬০১ পৃ. হা/২৭৪১, ইমাম হাইছামী, মাযমাউস-যাওয়াইদ, ৩/৩৭ পৃ. হা/৪১৯৭, ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ২/১১৭ পৃ.
২৮৮৫.

Scanned by CamScann

তৃতীয় হাদিসের ব্যাখ্যাঃ

কেউ কেউ আবার মুতার যুদ্ধের ঘটনাকে তুলে ধরেন। সেখানে রাসূল (ﷺ) একজনের পর একজন সেনাপতির নিহত হওয়ার সংবাদ পরিবেশনের পর তাদের গায়েবানা জানাযার নামায পড়েছিলেন। এই হাদিসগুলোর মতন আমি আমার লিখিত 'হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সেই হাদিসগুলোতেই উল্লেখ রয়েছে যে-

لَمَّا الْتَقَى النَّاسُ بِمُؤْتَةِ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ وَكُشِفَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مُعْتَرَكِهِمْ

-"মুতার যুদ্ধের সময় রাসূল (ﷺ) মিম্বারের উপরে বসলেন। নবীজি (ﷺ) এবং শাম দেশের মাঝে যা আছে সবই তাঁর সামনে দৃশ্যমান করে দেওয়া হলো। ফলে তিনি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পেলেন।"[২৮৮৬] এই হাদিসে দেখুন স্পষ্ট রয়েছে যে রাসূল (ﷺ) এর সামনে মুতার যুদ্ধের ঘটনা গায়েব ছিল না; কিন্তু আমাদের বিষয়টি কি সে ধরনের? তাই এই ঘটনা আমাদের জন্য কখনই দলিল হতে পারে না।

বিষয় নং.৭ : মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা নিয়ে আহলে হাদিসদের নিষেধাজ্ঞার জবাব :

মুহসিন সাহেব তার গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জাহেলী আদর্শ।" তিনি আরও দাবী করেছেন যে রাসূল (ﷺ) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তার এ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি একটি হাদিস পেশ করেছেন তার সনদ সূত্র অত্যন্ত দুর্বল এবং সহীহ বুখারী মুসলিমের হাদিসের বিরোধী। হাদিসটি হল হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন- يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ -
"রাসূল (ﷺ) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করেছেন।"[২৮৮৭]

সনদ গ্রহণযোগ্যতাঃ এ হাদিসটিকে তিনি 'হাসান' বলে দাবী করেছেন। হাদিসটির সনদ প্রসঙ্গে শায়খ শুয়াইব আরনাউত একাধিক হাদিসের গ্রন্থের টীকায় লিখেছেন-

إسناده ضعيف لانقطاعه، بلال العبسي لم يسمع من حذيفة.

-"সনদটি দুর্বল। কেননা সনদটি মুনকাতে বা বিচ্ছিন্ন।"[২৮৮৮]

এ হাদিসের প্রধান রাবী 'বেলাল বিন ইয়াহইয়া আবসী' তিনি হুযায়ফা (রাঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। তাই আমি বলবো, তিনি কিভাবে এ হাদিস তার থেকে জানলেন? ইমাম

২৮৮৬ .ইমাম ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদীর, ২/১১৭ পৃ. , ইমাম ওয়াকেদী, কিতাবুল মাগাজী, ২/৭৬১ পৃ., ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুল নবুয়ত, ৪/৩৬৮ পৃ., ইমাম ইবনে কাসির, সিরাতে নববীয়্যাহ, ৩/৪৬৬ পৃ., মুকরীজী, ইমতাউল আসমা, ১/৩৪২ পৃ., ইমাম সুয়ূতি, আল-খাসায়েসুল কোবরা, ১/৪৩১ পৃ..

২৮৮৭ .ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ২/৪৫৫পৃ. হা/১৪৭৬, ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ২/৩০৪পৃ. হা/৯৮৬, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩৮/৪৪৩পৃ. হা/২৩৪৫৫

২৮৮৮ .শায়খ শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক) ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ২/৪৫৫পৃ. হা/১৪৭৬, (তাহকীক) মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ৩৮/৪৪৩পৃ. হা/২৩৪৫৫. মুয়াসসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।

মিযযী (রহঃ) তার জীবনীতে লিখেছেন যে তিনি কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেননি।[২৮৮৯] ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার জীবনীতে লিখেন- قال ابن معين: مرسل. -"ইমাম ইবনে মুঈন বলেন, তিনি মুরসাল রেওয়ায়েত অধিক বর্ণনা করতেন।"[২৮৯০] ইমাম আসকালানী লিখেন-

قلت: وقال الدوري عن ابن معين روايته عن حذيفة مرسلة

-"আমি বলি, ইমাম দাওরী ইমাম ইবনে মুঈন হতে বর্ণনা করেছেন, রাবী 'বেলাল আবসী' হুযায়ফার নামে মুরসাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন।"[২৮৯১] ইমাম মুগালতাই (রহঃ) লিখেন- روايته عن حذيفة مرسلة. -"তিনি হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হতে মুরসাল রেওয়ায়েত করতেন।"[২৮৯২] মুহাদ্দিস মুগালতাই উল্লেখ করেছেন-

ابن أبي حاتم إنما يقول: بلغني عن حذيفة، وفي نسخة وجدته يقول: بلغني عن حذيفة.

-"তিনি তার দাদার একটি নুসকা থেকে হুযায়ফা (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করতো।"[২৮৯৩] তিনি আরও লিখেছেন-

روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع

-"তিনি সাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) এর নামে তাদলীস করে বর্ণনা করতেন, উক্ত সাহাবী থেকে সে কিছুই শুনেনি।"[২৮৯৪] উসূলে হাদিসে তাদলীস করা দোষণীয় কাজ। বুঝা গেল তিনি কাল্পনিকভাবে উক্ত সাহাবীর নামে এটি বানিয়ে দিয়েছেন; তা না হয় তো উক্ত সাহাবীর কোন ছাত্র এমনটি বর্ণনা করেন নি। আর বর্ণনা করে থাকলে মুহসিন সাহেব পারলে দেখানোর অনুরোধ রইল।

মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার পক্ষের সহীহ হাদিস সমূহ :

হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত ফাতওয়া হল যে মৃত ব্যক্তির সংবাদ প্রচার করা জায়েয ও মুস্তাহাব। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে-

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْلَمَ جِيرَانُهُ وَأَصْدِقَاؤُهُ حَتَّى يُؤَدُّوا حَقَّهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ النِّدَاءَ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

-"মৃতের প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট তার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। যেন তারা এসে তার কাফন দাফনে, জানাযা ও দোয়ায় শরীক হয়ে প্রতিবেশী

২৮৮৯ .ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৫/৩৭৬পৃ. ক্রমিক. ১০৮৭

২৮৯০ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/৩৫২পৃ. ক্রমিক : ১৩১৭

২৮৯১ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ১/৫০৫পৃ. ক্রমিক : ৯৩৮

২৮৯২ . মুগালতাই, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৩/৪১পৃ. ক্রমিক : ৮২২

২৮৯৩ . মুগালতাই, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৩/৪১পৃ. ক্রমিক : ৮২২

২৮৯৪ . মুগালতাই, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৩/৪১পৃ. ক্রমিক : ৮২২

২৮৯৪ . মুগালতাই, [illegible]

Scanned by CamScanner

ও বন্ধুর হক্ব আদায় করতে পারে। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারা কিতাবে আছে। কারো মৃত্যুর খবর বাজারে ঢোল শোহরত তথা (মাইকের মাধ্যমে) প্রচার করা কেহ কেহ মাকরুহ বলেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, এতে কোন অসুবিধা নেই। ইহা মুহিতে সারাখসির মধ্যে আছে।"[২৮৯৫]

আমরা অসংখ্য হাদিসে পাক দেখতে পাই যে রাসূল (ﷺ) স্বয়ং মৃত সংবাদ প্রচার করেছেন এবং প্রচার করতে নিষেধ করেননি।

১. আবিসীনিয়ার বাদশা নাজ্জাসী (رضي الله عنه)-এর মৃত্যু সংবাদ রাসূল (ﷺ) সকল মদিনার সাহাবীদেরকে দিয়েছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ

-"আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বাদশা নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করেছেন।"[২৮৯৬] ইমাম বুখারী (رحمه الله) হাদিসটি একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন।[২৮৯৭]

২. ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ: «نَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرًا، وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ

-"হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে যে রাসূল (ﷺ) হযরত জা'ফর, যায়েদ ইবনে হারেসা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (رضي الله عنه) এর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেছিলেন।"[২৮৯৮] এমনটি ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) সংকলন করেছেন।[২৮৯৯] ইমাম বুখারী (رحمه الله)ও অনুরূপ হাদিস সংকলন করেছেন।[২৯০০] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা কী এই আহলে হাদিস কাঠ মোল্লাকে অনুসরণ করবো না আল্লাহর রাসূলের দেয়া আদর্শকে? আপনারাই বলুন।

২৮৯৫ .নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, ১/১৫৭পৃ.

২৮৯৬ .ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/৭২পৃ. হা/১২৪৫, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৩/১৯০পৃ. হা/৭৭৭৬, সুনানে নাসাঈ, ৪/৭০পৃ. হা/১৯৭২, আহলে হাদিস আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন ও আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৪৪২পৃ. হা/২১১০, মুসনাদে বায্যার, হা/৭৬৪২, ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৭৯পৃ. হা/৬৩৯৩, ইমাম শাফেয়ী, আল-মুসনাদ, ২/১১৬পৃ., বায়হাকী, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৫/৩১৩পৃ. হা/৭৬৬৮,

২৮৯৭ .ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২/৮৬পৃ. হা/১৩১৮, ২/৮৮পৃ. হা/১৩২৭, ২/৮৯পৃ. হা/১৩৩৩, ৫/৫১পৃ. হা/৩৮৮০

২৮৯৮ .ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানুল সুগড়া, ২/৩৫পৃ.হা/১১৪৮; ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২/১০৫পৃ.হা/১৪৫৯,ও ৪/১০৩পৃ.হা/৩৮০০,

২৮৯৯ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৩৯০পৃ. হা/৬০৫৭, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২/১০৫পৃ.হা/১৪৫৯, আবু সাঈদ আরাবী, মু'জামে আরবী, ২/৭১১পৃ. হা/১৪৪৫, ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ৩/৩৩৮পৃ. হা/৫২৯৬, বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৪/১১৭পৃ. হা/৭১৫৬

২৯০০ .ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৪/২০৫পৃ. হা/৩৬৩০, ও ৫/২৭পৃ. হা/৩৭৫৭,

বিবেকের দাবী মৃত সংবাদ প্রচারে কোন ক্ষতি নেই:

বিবেকও বলে মৃত ব্যক্তির সংবাদ পরিবেশনে কোন ক্ষতি নেই, বরং লাভই রয়েছে। অনেক জানাযা পড়ে সাওয়াব লাভ করবে আর মৃত ব্যক্তি দোয়ার ভাগি হবে। কিন্তু মুহসিন সাহেব তাঁর গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় কী লিখেছেন একটু-"সব মাইয়্যেতের জন্যই মাইকিং করা হয়। সুতরাং এতে কোন ফায়দা নেই।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা সহীহ হাদিস থেকে জানতে পাই যে জানাযাতে বেশী মানুষ হওয়া এটি মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির জন্য উপকার। যেমন হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

-"নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন মৃতের জন্য যদি একদল মানুষ সালাত আদায় করে, তাঁদের সংখ্যা যদি ১০০ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং তারা যদি সকলেই তার জন্য শাফা'আত (সুপারিশ) করে, তাহলে তার বিষয়ে তাঁদের সুপারিশ কবুল করা হবে।"[২৯০১] এই হাদিসে অধিক লোক হলে এবং তারা তার জন্য সুপারিশ করলে মৃত্যু বরণকারীর জন্য উপকার বলেই আমরা পাচ্ছি।

বিষয় নং. ৮: দাফনের পর হাত তুলে মোনাজাত নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান:

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার লিখিত "জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত" নামক গ্রন্থের ৩৯০-৩৯৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, দাফনের পর হাত তুলে দু'আ করা ভিত্তিহীন। তিনি এ গ্রন্থের ৩৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর এবং বর্তমানে নতুন করে চালু হওয়া জানাযার সালাম ফিরানোর পর পরই সম্মিলিত যে মুনাজাত চলছে, শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি ভিত্তি নেই বলতে কোন দলিলের প্রয়োজন পড়েনি; কিন্তু আমরা দলিল পড়তে পড়তে হয়রান। জানাযার নামাযের পর দোয়া করার বিষয়ে আমি আলাদা পুস্তক রচনা করেছি যার নাম দিয়েছি 'হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান'। পাঠকবর্গের বিস্তারিত জানতে সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল; বাকি রইল দাফনের পর দোয়া করা প্রসঙ্গ। এই বিষয়ে আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার দৃষ্টিতে আপত্তিকর দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেখানে রয়েছে যে রাসূল (ﷺ) দাফনের পর মুনাজাত করেছেন।

প্রথম হাদিস:

ইমাম তাবরানী (رحمه الله)সহ আরও অনেক ইমাম সংকলন করেন যে হুছাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ত্বালহা ইবনু বারা (رضي الله عنه) একদা অসুস্থ

২৯০১ .ইমাম মুসলিম, আস্-সহিহ, ২/৬৫৪পৃ. হাদিস নং. ৯৪৭, ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানুল সগীর,

Scanned by CamScann

হলে রাসূল (ﷺ) তাকে দেখতে এসে বলেছিলেন, ত্বালহা মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। অতঃপর তিনি রাতে মারা গেলে তাকে তাড়াহুড়া করে দাফন করে দিলেন। রাসূল (ﷺ) কে ইয়াহুদীদের ভয়ে জানালেন না এই ভয়ে যাতে তার কোন ক্ষতি করে না বসে।

فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ فَصَفَّ النَّاسَ مَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَتَضْحَكُ إِلَيْهِ

-"অতঃপর সকাল হলে রাসূল (ﷺ) এ সংবাদ শুনতে পান। ফলে তিনি এসে তার কবরের পাশে দাঁড়ান এবং লোকেরাও তাঁর সাথে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ায়। তারপর তিনি তাঁর দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ত্বালহার জন্য বংশধর অবশিষ্ট রাখুন, যার জন্য সে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে আর আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।"[২৯০২]

আহলে হাদিসদের আপত্তি : মুযাফ্ফর বিন মুহসিন এই সনদ প্রসঙ্গে তার গ্রন্থের ৩৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"বর্ণনাটি জাল।...অতঃপর তিনি দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন,..এই কথাটুকু ত্ববরাণী ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে নেই।"

নিষ্পত্তিঃ পাঠকবর্গ! তিনি জানেন যে তার এই কথার কী ভিত্তি আছে। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এর মত হাফেজুল হাদিস এই হাদিসটি প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করেননি; অথচ মুহসিন সাহেব তার থেকেও বড় হাফেজুল হাদিস সেজে গেলেন। হাদিস সহীহ যঈফ তার সনদের উপর নির্ভর করবে, আর তিনি তো উসূলে হাদিসের নিয়মকেও তোয়াক্কা করেন না। বিখ্যাত হাফেজুল হাদিস ইমাম নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী (রহ.) এই সনদ প্রসঙ্গে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) এই সনদটি সংকলন করেছেন, আর এর সনদ 'হাসান' পর্যায়ের।"[২৯০৩] প্রমাণিত হয়ে গেল মুহসিন সাহেব ভুয়া তাহকীককারী।

দ্বিতীয় হাদিস ঃ

ইমাম আবু নুয়াইম (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ،ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وَاللهِ لَكَأَنِّي أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي قَبْرِ عَبْدِ اللهِ ذِي الْبِجَادَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، يَقُولُ: «أَدْلِيَا مِنِّي أَخَاكُمَا»، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَسْنَدَهُ فِي لَحْدِهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَّاهُمَا الْعَمَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ اسْتَقْبَلَ

২৯০২. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৪/২৮পৃ. হা/৩৫৫৪, ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৩/১১৮পৃ.
২৯০৩. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৩/৩৭পৃ. হা/৪১৯৪

الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ»، وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا، فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوَدِدْتُ أَنِّي مَكَانَهُ، وَلَقَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً

-"আ'মাশ (রহ.) তিনি আবু ওয়ায়েল (রহ.) থেকে তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি যেন এখনও তাবূক যুদ্ধে রাসূল (ﷺ) কে আব্দুল্লাহ যিল বিজাদাইন (যিনি নাজাদাইন)-এর কবরের মধ্যে দেখছি। আবু বকর ও ওমর (রা.)ও সেখানে রয়েছেন। অতঃপর তিনি তাকে ধরে কবরের লাহদে রাখলেন। তারপর তিনি বের হলেন এবং বাকী কাজ সমাপ্তির জন্য তাঁদের দুইজনকে বললেন। যখন তিনি দাফন সমাপ্ত করলেন, তখন ক্বিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়েই সকাল করেছি, সুতরাং আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হউন'। রাবী বলেন, এটা ছিল রাত্রের ঘটনা। আল্লাহর কসম! আমি নিজে নিজে ভাবছিলাম, যদি তার স্থানে আজ আমি হতাম।"[২৯০৪]

মুহসিন সাহেবের ভুয়া আপত্তি ও তার জবাব :

মুহসিন সাহেব এ হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে লিখেছেন-"এর সনদে আব্বাদ ইবনু আহমাদ আল-আরযামী নামে একজন মাতরুক বা পরিত্যক্ত রাবী আছে।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখুন উপরের সনদে এই নামক রাবী কোনটি? এ নামে এই সনদে কোন রাবীই নেই। তিনি কতবড় মিথ্যাবাদী তা আবারও প্রমাণ হয়ে গেল। তিনি দাফনের পর দোয়া করাকে হেয় করতে গিয়ে লিখেন-"মূলত জানাযাই দু'আ। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও গ্রাম্য মৌলভীদের দু'আর অর্থ না জানার কারণে দাফনের পর প্রচলিত এই বিদ'আত চালু আছে। তারা যে দু'আগুলো পড়ে থাকেন সেগুলো সবই নিজেদেরকে উদ্দেশ্যে পড়েন। তাতে মৃত ব্যক্তির কোন লাভ হয় না। অবুঝ লোকেরা কেবল 'আমীন' 'আমীন' বলে তাড়াহুড়া করে চলে আসে।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি না জেনে তিনি একজন দাবীদার আলেম হয়েও আরেকজন আলেমের গীবত করতে পারলেন?

হাদিসটির পর্যালোচনাঃ এই সনদটি সহীহ তাবেয়ী আ'মাশের ছাত্র 'সা'দ ইবনু ছেলত' কে নিয়ে যদি কেহ আপত্তি তুলেন সে জন্য বলবো ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন-

الْقَاضِي، الْإِمَامُ، الْمُحَدِّثُ، أَبُو الصَّلْتِ الْبَجَلِيُّ، الْكُوفِيُّ، الْفَقِيهُ

-"তিনি কাযি ছিলেন, হাদিসের ইমাম, মুহাদ্দিস, উপনাম আবুস ছেলত বাজলী, কুফী, ফকিহ ছিলেন।"[২৯০৫] একটু সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেন- هُوَ الْكُوفِيُّ الْمُقْرِئُ، صَدُوقٌ - "তিনি কুফার অধিবাসী, ক্বারী, সত্যবাদী ছিলেন।"[২৯০৬] তিনি আরও লিখেন-

২৯০৪. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১২২পৃ. ইমাম বাযযার, আল-মুসনাদ, ৫/১২২পৃ. হা/১৭০৬
২৯০৫. ... সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৩১৮পৃ. ক্রমিক. ১০০
২৯০৬. ... ক্রমিক. ১০০; তারিখুল ইসলামী, ৫/১১০৭পৃ. ক্রমিক. ১০১

Scanned by CamSc

قُلْتُ: هُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ

-"আমি বলি, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ব্যক্তি ছিলেন।"[২৯০৭]

বিষয় নং. ৯: দাফনের পরে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা প্রসঙ্গ :

আহলে হাদিস মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-**"সূরা ইয়াসীন পাঠ করা সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা জাল।"** তিনি এই বিষয়ে একটি হাদিস সংকলন করেন। ইমাম ছালাভী (رحمه الله) সংকলন করেন-

وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي قال: حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدّثنا حمزة بن الحسين بن عمر البغدادي قال: حدّثنا محمد بن أحمد الرياحي قال: حدّثنا أبي قال:حدّثنا أيوب بن مدرك عن أبي عبيدة عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات

-"ছালাভী যথাক্রমে...হাসান বসরী (رحمه الله) থেকে তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) হতে তিনি রাসূল (ﷺ) হতে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে দিন কবরবাসীর আযাব হালকা করা হবে। আর তার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে নেকী রয়েছে।"[২৯০৮]

সনদ পর্যালোচনা : মুযাফফর বিন মুহসিন তার গ্রন্থের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-**"বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা।"** মুহসিন সাহেব আলবানীর দোহাই দিয়ে এটিকে জাল বলেছেন।[২৯০৯] এই সনদটি শুধু মাত্র যঈফ।[২৯১০] কেননা রাবী আইয়্যুব ইবনু মুদরিক যঈফ। তবে কেহ বলেছেন যে এটি তখন হবে যখন তিনি মেকহুল শামী (رحمه الله) হতে বর্ণনা করবেন। যেমন ইমাম ইবনে আদি (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

وَأَيُّوبُ بْنُ مُدْرِكٍ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ وَغَيْرِهِ يَتَبَيَّنُ عَلَى رِوَايَاتِهِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ.

-"আউয়্যুব যখন মেকহুল হতে বর্ণনা করেন তা যঈফ।"[২৯১১] ইমাম বুখারী (رحمه الله) তার জীবনী উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করেননি।[২৯১২] আমি বলি, হযরত আনাস (رضي الله عنه)

২৯০৭. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৩১৮পৃ. ক্রমিক. ১০০, তারিখুল ইসলামী, ৪/১১০৭পৃ. ক্রমিক. ১০১

২৯০৮. ইমাম ছালাভী, তাফসিরে ছালাভী, ৮/১১৯পৃ. আবু হাফস দামেস্কী, লুবাব ফি উলূমিল কিতাব, ১৬/২৬৯পৃ., ইমাম কুরতুবী, তাফসিরে কুরতুবী, ১৫/৩পৃ. খতিব শরবীনী, তাফসিরে সিরাজুম মুনীর, ৩/৩৬৮পৃ.

২৯০৯. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-যঈফাহ, ৩/৩৯৭পৃ. হা/১২৪৬

২৯১০. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৪/৮১৪পৃ. ক্রমিক.২৪ এ বলেন- وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ضعيف. -'ইমাম আবু যারআ (رحمه الله) বলেন, তিনি যঈফ।"

২৯১১. ইমাম ইবনে আদি, আল-কামিল, ২/৬পৃ. ক্রমিক. ১৮০

এর সমর্থনে আরেকটি সনদ ইমাম আবু হাফস সিরাজুদ্দীন হাম্বলী দামেস্কী (رحمه الله) সংকলন করেছেন; দুটি সনদ মিলে বিষয়টিকে শক্তিশালী করবে। তিনি উল্লেখ করেন-

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرأَ سُورَة يس خُفِّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ

-"হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে কবরের নিকটে যাবে আর সূরা ইয়াসীন তাদের কবরের পাশে তেলাওয়াত করবে....কবরবাসীদের সম পরিমান তাকে সাওয়াব দেয়া হবে।"[২৯১৩] তাই এ হাদিসের উপর আমল করতে কোন অসুবিধা নেই।

বিষয় নং.১০ :লাশ কবরে রেখে কিবলা মুখি করে রাখার দলিল:

আমাদের অনেক হযরতগণ দাফনের সময়ে লাশকে কিবলামুখী করাকে ভিত্তিহীন বলে থাকেন।

ইমাম আব্দুর রায্যাক (رحمه الله) সংকলন করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ

-"তিনি সুফিয়ান সাওড়ী থেকে তিনি হযরত জাবের (رحمه الله) হতে তিনি বলেন, আমি বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত শা'বী (رحمه الله) কে লাশ দাফনের পর কিবলামুখী রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে কিবলামুখি করে রাখতে পার, আর ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার।"(ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৩৯১পৃ. হা/৬০৬১, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/২৪৭ পৃ. হা/১০৮৭১) এই হাদিসের আলোকে বুঝতে পারি এ কাজে স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি আরও সংকলন করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «اسْتَقْبِلْ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي عَلَى يَمِينِهِ

-"তিনি সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) হতে তিনি মুগীরা (رحمه الله) হতে তিনি তাবেয়ী ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (رحمه الله) হতে তিনি বলেন, মায়্যিতকে কিবলামুখি করে রাখবে। ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী (رحمه الله) বলেন, এর যথার্থ হল তাকে ডান দিক করে (কিবলামুখি) রাখবে।" (ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, হা/৬০৬০, ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ, ২/২২৮ পৃ., ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া ফি তাখরীজে হিদায়া, ১/২৫৩ পৃ.)

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংকলন করেন-

২৯১৩. ইমাম আবু হাফস দামেস্কী, লুবাব ফি উলূমিল কিতাব, ১৬/২৬৯পৃ.

Scanned by CamScanner

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيِّتُ عِنْدَ نَزْعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

-"হযরত আতা (রহঃ) কে বলা হল মায়্যিতকে খুলার সময় (কাপড় খোলার সময়) কিবলামুখি করা কী মুস্তাহাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।" (ইবনে ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/২৪৭ পৃ. হা/১০৮৭৩, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, দিরায়া ফি তাখরীজে হিদায়া, ১/২২৮ পৃ.)

ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) লিখেন-

وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِينِ، وَوَجْهُهُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ، وَرَأْسُهُ وَرِجْلَاهُ إِلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ، وَيَسَارِهَا، عَلَى هَذَا جَرَى عَمَلُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَهَكَذَا كُلُّ مَقْبَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ

-"মায়্যিতকে তার কবরের মধ্যে ডান দিকে করা হবে এবং তার চেহাড়া হবে কিবলামুখি, মাথা ও পা হবে কিবলার ডান পাশে। রাসূল (ﷺ) এর যুগ থেকে অধ্যবতি এ আমলটা চালু আছে।" (ইবনে হাযম, আল-মুহল্লা, ৩/৪০৪পৃ.)

ফাতওয়ায়ে আলমগীরী তে রয়েছে-

وَيُوضَعُ فِي الْقَبْرِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

-"মায়্যিতকে ডানপ্রার্শ্ব করে কিবলামুখি করে রাখা হবে যেমনিভাবে খুলাছা কিতাবে লিখিত রয়েছে।" (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, ১/১৬৬পৃ.)

--- o ---

শুভ সংবাদ

অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে মিশকাতে বর্ণিত আহলে হাদিসদের কবলে পড়া এবং এ ছাড়া রাসূল (ﷺ)-এর অসংখ্য সহীহ হাদিসকে জাল বলার জবাবে লেখকের এ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড অপেক্ষায় থাকুন।

Scanned by CamScanner

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১। প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন ১ম খণ্ড।
২। প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন দ্বিতীয় খণ্ড।
৩। ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন (১ম খণ্ড)।
৪। সহীহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান।
৫। দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের দৃষ্টিতে রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টির প্রমাণ।
৬। রাফ'উল ইয়াদাইনের সমাধান (নামাযে বাড়বাড় হাত উত্তোলনের শরয়ী ফায়সালা)।
৭। আকায়েদে আহলে সুন্নাহ (ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায় আমাদের সঠিক আক্বিদা)।
৮। ফাতওয়ায়ে আহলে সুন্নাহ্ (ইলমে গায়ব, হাযির-নাযির, মিলাদুন্নবী (ﷺ), আযানের পূর্বে সালাতু-সালাম, সফরের উদ্দেশ্যে আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার জিয়ারতসহ আটটি বিষয়ের সমাধান)।
৯। হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান।
১০। আমি কেন মাযহাব মানবো?
১১। আকায়েদে সাহাবা (সাহাবীদের আক্বিদার সাথে সুন্নিদের আকিদার মিলামিল)।
১২। ইকামতে দাঁড়াবার সঠিক নিয়ম (ইকামত দেওয়ার পূর্বেই দাঁড়িয়ে যাওয়ার বিধান)।
১৩। পৃথিবীর সবচেয়ে ভুয়া তাহকীককারী শায়খ আলবানীর স্বরূপ উন্মোচন।

লিখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

১। প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন (তৃতীয় খণ্ড)।
২। সহীহ হাদিসের আলোকে ফরয নামাযের পর মোনাজাতের বিধান।
৩। রাসূল (ﷺ)-এর সৃষ্টি নিয়ে বাতিলপন্থীদের বিভ্রান্তির নিরসন।
৪। আহলে হাদিসদের স্বরূপ উন্মোচন।
৫। রাসূল (ﷺ)-এর হাযির-নাযির নিয়ে বাতিলদের গাত্রদাহ কেন?
৬। হানাফী ও আহলে হাদিসেদের ২৫টি মাস'য়ালার বিরোধ মীমাংসা।
৭। ইসলাম ও প্রচলিত তাবলীগ জামাত।
৮। মাযার যিয়ারত সুন্নাত না পূজা?
৯। আযানের আগে-পরে সালাতু সালামের বৈধতা।
১০। কুরআন-সুন্নাহের আলোকে শবে-ই বরাতের মর্যাদা।
এ ছাড়া আরও আকায়েদের বিভিন্ন গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান:

মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-০১৮১৯-৬২১৫১৪
আল-মদিনা প্রকাশনী, (ঢাকা) বাংলাবাজার ও আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-০১৮১৯-৫১৩১৬৩
জাগরণ প্রকাশনী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬
রশিদ বুক হাউস, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-০১৭৭৮-৮৫২১৯০
তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম।
মুজাদ্দেদীয়া কুতুবখানা, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, মুহাম্মদপুর আলিয়া মাদরাসা সংলগ্ন, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-০১৮১১-৮৯৬৫০৩
খাজা গরীবে নেওয়াজ (রা.) ও সুন্নি বই বিতান, উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ-০১৯৮৯-৩৮৯০৬৬
বুখারী লাইব্রেরী, ২নং পুল, হবিগঞ্জ-০১৭৩২-৫৫৪২২০
মাকতাবায়ে ছিদ্দিকীয়া, গড়িয়ারপার, কাশীপুর, বরিশাল-০১৯৪১-৪২৪৬৮৫
গ্রীন ইসলামিক লাইব্রেরী, চকবাজার, কুমিল্লা-০১৮৬২-৩৮৬৩৫৫